

গদ্য

মহাভারত।

ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত মূল্যের অনুবাদ।

কর্ণ পর্ব।

সাধারণের সাহায্যে

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্তৃক

প্রকাশিত

এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

যাহারা ভক্তিপূর্বক এই পবিত্র সংহিতা পাঠ করেন,

তাহারা ধনধান্য ও যশোলাভ করিয়া

চিরকাল পরমানন্দ অমুভব করেন,

সন্দেহ নাই। “মহাভারত”

পুনঃসংস্করণ।



কলিকাতা।

ভারত বন্ধে মুদ্রিত

৩৬৭ নং—চিংপুর রোড, বোকারগাঁও।

সন ১২৮৬ সাল।

৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭ ও ৭৮তি, অঃ। অর্জুনের
প্রতি যুধিষ্ঠির বাক্য, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরের ভিন্নকার বাক্য, কৃষার্জুন
সংবাদ, যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য, যুধিষ্ঠিরার্জুন সংবাদ,
কৃষার্জুন সংবাদ, অর্জুনের উপদেশ, ধনঞ্জয়ের আত্মশ্রাবা, সঙ্কুল যুদ্ধ,
ভীমসেন বিশোক সংবাদ, শকুনির পরাজয়। ১৮৪ ২৩

৭৯, ৮০, ৮১ ও ৮২তি, অঃ। সঙ্কুল যুদ্ধ। ২২৩ ২১

৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭ ও ৮৮তি, অঃ। দ্রুপদ ও ভীমসেনের যুদ্ধ, দ্রু-
পদ বধ, নকুলের সহিত বৃষসেনের যুদ্ধ, নকুলের পরাজয়, বৃষসেন বধ,
কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের বৈবথ যুদ্ধ। ২৩৭ ১১

৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬ ও ৯৭তি, অঃ। দ্রুপদাধনের প্রতি
অশ্বখামার উপদেশ, কর্ণার্জুন সংগ্রাম, কর্ণের রথচক্রে গ্রাস, কর্ণ বধ,
কৌরব সৈন্যগণের পলায়ন, কৌরবগণের শিবিরে গমন, কৌরবগণের
পলায়ন, যুধিষ্ঠিরের আনন্দ। ২৫৭ ২০

কর্ণ পরের হুচীপত্র সমাপ্ত।

মহাভারত ।

কর্ণ পর্ব ।

—***—

প্রথম অধ্যায় ।

নাবার্গ, নর নরোত্তম ও সন্ন্যাসী দেবীকে নমস্কার করিয়া জরো
চ্চারণ করিলে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য এই
রূপে নিহত হইলে, দ্রুপদ্যোদন প্রভৃতি ভূপতিগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ধচিত্তে অশ্ব-
খামার নিকট গমন করিলেন । তৎকালে তাঁহারা মোহ প্রভাবে নিতান্ত
নিস্তেজ ও দ্রোণের নিমিত্ত একান্ত শোকাবল হইয়া অশ্বখামার চতুর্দিক
পরিবেষ্টন পূর্বক উপবেশন করিলেন, এবং শান্তোক্ত বৃদ্ধি স্বরণ কবত
অশ্বখ চিত্তে কিংকর্ণ অভিবাহিত করিলেন । অনন্তর বিভাবরী সমা-
গত হইলে, তাঁহারা স্ব স্ব শিবিরে উপনীত হইলেন । তথায় সেই ভয়-
ঙ্কর হত্যাকাণ্ড তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে সমাক্রান্ত হইলে, তখন তাঁহারা
শোক মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া কোনরূপেই মুখ লাভ করিতে পারি-
লেন না । সেই নিশাকালে মহাবলশালী কর্ণ, রাজা দ্রুপদ্যোদন, দ্রুপদ্যোদন
ও সুবলনন্দন সকলেই নরপতি দ্রুপদ্যোদনের ভবনে অবস্থান করিলেন ।
পূর্বে তাঁহারা দ্যুতক্রীড়া সময়ে দ্রুপদনন্দিনীকে বলপূর্বক সভায় আনয়ন
ও পাণ্ডবদিগকে যে নানাবিধ ক্রেশ পদম্পর্শ প্রদান করিয়াছিলেন ;
একুণে সেই সমুদায় স্মরণ করিয়া বৎসরোনাতি দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হই-
লেন । সেই বিভাবরী তাঁহাদিগের শত বৎসরে ন্যায় প্রতীয়মান হইতে
লাগিল । কৌরবপক্ষীয় বীরগণ এইরূপে অতিকষ্টে সেই রজনী যাপন
করিলেন ।

হে রাজন্ ! অনন্তর প্রাতঃকালে কৌরবগণ বিধানাভুসারে অবশ্য
কর্তব্য কার্য্য সমূহ সম্পাদন করিয়া আশ্বস্তমনে ভাগ্যের উপর নির্ভর
করত সেনাগণকে সংগ্রামার্থ সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন । এবং
হৃৎপুজকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া করে মাঙ্গল্য স্ত্র বন্ধন এবং

দধিপাত্র, ঘৃত, অক্ষত, নিষ্ক, গো, হিরণ্য ও মহার্ষ্য বস্ত্র দ্বারা বিপ্রগণকে অর্চন পূর্বক সংগ্রামার্থ বহির্গত হইলেন। তখন সূত, মাগধ ও বান্দগণ মহাবল কর্ণকে “তোমার সংগ্রামে জয় লাভ হউক” এই বলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ ও প্রাতঃকালোচিত কার্য্য কলাপ সম্পাদন করিয়া সত্বরে সংগ্রামার্থ শিবির হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণের সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইলে, দুই দিন কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি অদ্ভুত সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাবল পরাক্রান্ত সূর্য্যতনয় কর্ণ ঐ দুই দিবসের মধ্যে অসংখ্য শত্রু সংহার করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষেই পার্থ শরে নিহত হইয়াছিলেন। মহাত্মা সম্ভ্রম তর্দর্শনে অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন পূর্ব্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধসংবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে দুর্ঘ্যোধন হিতৈষী মহাবীর কর্ণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণে সমর্থ হইলেন? তিনি যে কর্ণের বল বীর্য্যের উৎস নিভর করিয়া স্রীম তনয়গণের জয়লাভের আশংসা করিতেন, সেই মহাবীর নিহত হইলে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিলেন? তিনি এইরূপ শোকাবহ বিষয়েও প্রাণ ত্যাগ করেন নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য অতি কৃচ্ছদশায় পতিত হইলেও কোনরূপেই কলেবর পরিত্যাগ করিতে বাসনা করে না। যখন বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ, ভীষ্ম, বাল্মীকি, দ্রোণ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক সূর্য্য ও পুত্র পৌত্রগণের বিনাশবৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়াও জীবন ধারণ করিলেন, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, জীবন পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। হে তপোধন! এক্ষণে আপনি এই সমুদায় বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন। আমি পূর্ব্ব পুরুষদিগের অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কোনমতেই কল্পি নাভে সমর্থ হইতেছি না।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত যুতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে, মহাত্মা সঞ্জয় সেই নিশাকালে বিমনায়মান হইয়া পবন-বেগগামী অশ্বগণকে পরিচালন পূর্বক অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করত রাজা ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপনীত হইলেন এবং ভেজোবিহীন কুরুরাজকে দর্শন পূর্বক কৃতাজ্ঞলিপুটে অতি কষ্টে কহিতে লাগিলেন, হে নরনাথ! আমি সঞ্জয়! আপনি ত কুশলে আছেন? আপনি স্বীয় দোষে ভয়ঙ্কর বিপদে নিপতিত হইয়া ত বিমোহিত হন নাই? মহাত্মা বিহ্র, দ্রোণ, ভীষ্ম, বাহুদেব এবং রাম, নারদ ও কর্ণ প্রভৃতি মহর্ষিগণ আপনাকে সতাস্থলে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে আপনি তাহাতে প্রতিপাতও করেন নাই। এক্ষণে কি সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছেন না? মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি স্নহদ্বর্গ আপনার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অরাতি শরে নিহত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি আপনার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে না!

রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহামতি সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে নিভান্ত হঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পুরিত্যাগ করিতে করিতে কহিলেন, হে সঞ্জয়! দিব্যাত্মবিৎ মহাবল, ভীষ্ম ও দ্রোণ বিনষ্ট হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। যিনি প্রতি দিবস দশ সহস্র রথীর জীবন সংহার করিয়াছেন, সেই মহাবীর ভীষ্ম পাণ্ডবরক্ষিত শিখণ্ডীর শরে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইতেছে। ভৃগুকুমার রাম বাল্যাবস্থায় যাহাকে ধনুর্ভেদের উপদেশ ও দিব্যাত্ম প্রদান করিয়াছিলেন, মহাবীর পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য ভূপালগণ যাহার অনুগ্রহে মহারথ বলিয়া ধরাভালে বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই সত্য প্রতিজ্ঞ ধনুর্ধরাগ্রগণ্য জোণাচাৰ্য্য যুষ্টিহাস্য কর্তৃক সমরে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত সাতিশয় কাতর হইয়াছে। এই পৃথিবীমণ্ডলে যাহা দেব সদৃশ, চতুর্বিধ অস্ত্রের পারদর্শী আর কোন ব্যক্তিই দৃষ্ট হয় না, সেই মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নিভান্ত ব্যাকুল হইতেছে। হে সঞ্জয়! জিভুবনে যাহার সদৃশ অস্ত্রবেত্তা আর কোন ব্যক্তিই দৃষ্ট হয় না, সেই বীরবরাগ্রগণ্য জোণাচাৰ্য্য সমরে কালকবলে নিপতিত হইলে, আমার পক্ষীয় বীরগণ বিক্রম কার্য্যের অজ্ঞাঠানে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর অর্জুনের পরাক্রমে

সংশ্লিষ্টক সেনাগণ নিহত, অশ্বখামার নারায়ণের বার্থ ও অন্যান্য সেনা সকল পলায়িত হইলে, কোরবেরা কি করিতে লাগিল? আমার বোধ হয়, তাহারা জোনের নিধনান্তর সাগর মধ্যস্থ তরীর ন্যায় শোকাগ্নে নিমগ্ন ও পলায়িত হইয়াছে। হে সঞ্জয় সেনা সকল পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে মহাবল কর্ণ, কৃতবর্মা, শল্য, অশ্বখামা, কৃপ, এবং হৃষ্যোধন প্রভৃতি আমার অবশিষ্ট তনয়গণের মুখবর্ণ কিরূপ হইল? এক্ষণে তুমি সেই সকল বিবরণ এবং পাণ্ডব ও কোরবপক্ষীয় বীরগণের বল বীৰ্য্য সবিস্তরে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনার দোষে কোরবদিগের যেরূপ হৃদয় সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবণ করিয়া আপনি ব্যথিত হইবেন না। মানবগণের অভিলষিত অর্থ লাভ দৈবায়ত্ত, অতএব ইষ্টের প্রাপ্তি বা অনিষ্টের প্রাপ্তি নিবন্ধন শোক করা সুখীদিগের কর্তব্য নহে।

স্বতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি স্বীয় অমঙ্গল ঘটনা প্রবণে অধিকতর ব্যথিত হই নাই। একমাত্র দৈবই আমার অনিষ্টের মূল। অতএব তুমি সন্দিগ্ধ না হইয়া সমুদায় বিবরণ বর্ণন কর।

তৃতীয় অধ্যায় ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ধর্ম্মরাগ্ৰণ্য জোঁগাচার্য্য সম্মুখে নিপাতিত হইলে, আপনার মহারথ পুত্রগণ বিষম, ব্রানবদন ও বিচেষ্টন প্রাপ্ত হইলেন, এবং অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্বক শোকাহ্বলিত চিত্তে পরা-স্বখে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ কাহাকে কিছুই কহিতে সমর্থ হইলেন না। সৈনিকেরা তাহাদিগকে নিতান্ত ব্যথিত দর্শনে নিতান্ত বিষম হইয়া উর্দ্ধনেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জোনের নিধন দর্শনে তাহাদিগের হস্ত হইতে ক্রধিরাজ্ঞ অস্ত্র সমুদায় পরিলষ্ট হইতে লাগিল। হে রাজন্! অস্ত্র সকল সৈন্যগণের হস্তে লক্ষ্যমান থাকিতে নৃতোমশূলস্থ নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

তখন রাজা হৃষ্যোধন আপনার সৈনিকগণকে নিশ্চেষ্ট ও মৃততুল্য দেখিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! আমি তোমাদিগেরই ভূজবীৰ্য্য-অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে জোঁগা-

কর্ণ পর্ব ।

চার্য্য নিহত হওয়াতে আমাদিগের যুদ্ধ নিতান্ত বিষণ্ণের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। বোধগণ যুদ্ধেই নিহত হইয়া থাকে। বীরগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে, হয়, তাহাদিগের জয় লাভ, না হয়, মৃত্যু হয়। অতএব তোমরা অবিলম্বে চতুর্দিক হইতে সমরে সমুদ্র্যত হও। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ কাশ্মুক ও দিব্যাস্ত্র ধারণ পূর্বক যুদ্ধস্থলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। মহাবল অর্জুন যাহার ভয়ে সিংহভীত ক্ষুদ্র যুগের ন্যায় নির্যত প্রতিনিবৃত্ত হয়; যিনি অকৃত মাতঙ্গ সদৃশ পরাক্রমবান্ বৃকোদরকে তদ্রূপ হৃদশায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন; আর যিনি অমোঘ শক্তি দ্বারা দিব্যাস্ত্রবিশারদ মায়্যাবী ঘটোৎকচকে নিহত করিয়াছেন; আজি সেই হুস্মারবীৰ্য্য সত্য প্রতিজ্ঞ মহাবীরের বাহুবীৰ্য্য অবলোকন কর। পাণ্ডবেরাও দ্রোণাস্বজ অশ্বখামা ও সূর্য্যতনয় কর্ণের বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রম সন্দর্শন করুক। তোমরা সকলেই বীৰ্য্যবান ও কৃতান্ত। তোমাদের সমবেত হইবার কথা পূরে থাকুক, তোমরা প্রত্যেকেই সৈন্যসমবেত পাণ্ডবগণকে নিপাতিত করিতে পার। হে প্রজানাথ! রাজা হুর্ঘ্যোধন গেনাগণকে এইরূপ কহিয়া ভ্রাতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কর্ণকে সৈন্যাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধী হৃষ্মদ মহাবীর কর্ণ সেনাপতিপদ লাভ করিয়া সিংহের ন্যায় গুরুজন পূর্বক সংগ্রাম করত স্বয়ং, পাঞ্চাল, কৈকয় ও বিদেহগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাশ্মুক হইতে বটপদরাজির ন্যায় শত শত শরধারা প্রোছত হইতে লাগিল। হে নরনাথ! মহাবল কর্ণ এইরূপে মহাবলশালী পাঞ্চাল ও পাণ্ডবক্ষীর বীরগণকে নিপীড়িত এবং সহস্র সহস্র যোদ্ধৃবর্গকে নিপাতিত করিয়া অবশেষে ধনঞ্জয়শরে বিনষ্ট হইয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অধিকাস্বজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর কর্ণের বিনাশ বার্তা শ্রবণ করিয়া অপার শোকার্ণবে নিপতিত হইলেন, এবং বীর পুত্র হুর্ঘ্যোধনকে নিহত বোধে নিতান্ত কাতর ও সংজ্ঞাবিহীন হইয়া বিক্রতন কুঞ্জরের ন্যায় ক্ষতিভলে নিপতিত হইলেন। অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ তদর্শনে আর্তনাদ পরিত্যাগ পূর্বক ভ্রমণল পরিপূরিত করিলেন। ভরতকুলকামিনীগণ ভীষণ শোকমাগরে অবগাহন পূর্বক

নিভাস্ত ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল তখন গান্ধারী ও অন্যান্য মহিলাগণ সকল রাজ-সন্নিধানে আগমন পূর্বক চেতনবীহিনা হইয়া ধরা-
তলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা সঞ্জয় সেই শোক মুচ্ছিতা অঙ্গপূর্ণলোচনা
কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। মহিলা সকল সঞ্জয়
কর্তৃক আশ্বস্ত হইয়া পবনচালিত কদলী বৃক্ষের ন্যায় বারম্বার বিকম্পিত
হইতে লাগিল। মহামতি বিহর প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের গাত্রে জলসেচন পূর্বক
তাহারে আশ্বাস প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ক্রমে চেতন্য
লাভ করত মহিলাগণকে সমাগত জানিয়া নিভাস্ত উন্নতের ন্যায় তুষ্ণীস্তাব
অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি অনেককণ
চিন্তা করিয়া মুহূর্হঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় পুত্রগণের গর্হা
ও পাণ্ডবগণের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ করিলেন, এবং শকুনির ও আপনার
বুদ্ধির নিন্দা করিয়া বহুকণ চিন্তা করত বারম্বার কম্পিত হইতে লাগিল।
তৎপরে তিনি পৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক অবিচলিত চিত্তে পুনরায় সঞ্জয়কে
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি যে সকল কথা কহিলে, আমি তৎসমু-
দায় শ্রবণ করিলাম। আমার তনয় রাজ্যাভিলাষী দুর্ঘোষন বিজয়লাভে
হতাশ হইয়া দেহ ত্যাগ করে নাই, তুমি পুনরায় আমার নিকট উদ্ধা যথা-
ধর্ম্মরূপে কীর্তন কর।

গাবলগণতনয় সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি-
লেন, হে নরপতে! মহাবীর স্তপূজ স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতৃগণের সহিত কাল-
গ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। মহাযশস্বী ভীমসেন রণস্থলে দুঃশাসনকে
নিপাতিত করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে তাহার ক্রোধের পান করিয়াছি।

পঞ্চম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহামতি সঞ্জয়ের ঐ
বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে কহিলেন, হে বৎস! আমার অধ্ব-
দর্শী পুত্রের দুর্নীতিবশতই মহাবীর কর্ণ সমরে নিপাতিত হইয়াছে; স্ত-
পূত্রের বিনাশবাস্তা শ্রবণ করিবামাত্র শোকে আমার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ
হইতেছে। সে বাহা হউক, এক্ষণে কোরব ও সঞ্জয়গণের মধ্যে কাহার
প্রাণধারণ করিতেছে, আর কাহারাই বা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই
সম্বন্ধীয় বিবরণ বর্ণন করত আমার সংশয় ছেদন কর।

‘সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন ! মহাপ্রতাপশালী দুর্জয় ভীষ্ম দশ দিনে অর্জুন-দমস্বয়ংক পাণ্ডবসেনা বিনষ্ট, ধনুর্জরাগ্রগণ্য হুগ্রাধ্ব্য দ্রোণ পাকালগণের রথিগণকে নিহত, মহারথ সূতপুত্র কর্ণ, ভীষ্ম দ্রোণহতাবশিষ্ট পাণ্ডবাহিনীর অর্দ্ধাংশ ধ্বংস, মহাবীর ভূপতিতনয় বিবিশ্বতি দ্বারকাবাসী শত শত যৌধি-গণকে নিপাতিত এবং অবস্থিদেশীয় ভূপতিতনয় মহাবীর বিন ও অম্ববিন্দু দুইর কশ্ম সকল সম্পাদন করত সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনার তনয় বিকর্ণ হতাশ ও ক্ষীণায়ু হইয়াও ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে অরাতি-গণের অভিমুখে অবস্থান করিলে, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, দুর্যোধনের দুর্নীতিজনিত নানাবিধ ক্রেশপরাঙ্গরা ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্বরণ পূর্বক তাঁহারে সংহার করিয়াছেন। সিদ্ধুরাষ্ট্র প্রভৃতি দশটী রাজ্য যে মহাবীরের বশী-ভূত ছিল, যে মহাবীর সর্বদা আপনার শাসনক্রমে কার্য সম্পাদন করিতেন ; ধনঞ্জয় সুশানিত শরসমূহে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা পরাজয় করিয়া সেই মহাবলশালী সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিয়াছেন। পিতৃ-মতাবলম্বী রণদুর্মদ দুর্যোধনতনয় অভিমন্যু, মহাবলশালী সমরবিশারদ হুঃশাসন পুত্র দ্রোণদীপুত্রের, কৌরবদায়াদ অস্ত্রবিহীন অমিত পরাক্রম ভূরি সবা সৃত্যাকির যুদ্ধনিপুণ কৃতান্ত্র অমর্যপরাঙ্গ হুঃশাসন বৃকোদরের এবং লাগরের অনুপূরাসী কিরাভগণের অধিপতি ইন্দ্রের প্রিয়সখা ক্ষত্রধর্ম্মপরা-ঙ্গ তগদন্ত ও নির্ভয়চিত্ত ধনুর্জরাগ্রগণ্য যুদ্ধপরাঙ্গ অম্বষ্ঠরাজ ঋতায়ু অর্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। যে বীরের ‘সহস্র সহস্র গজসৈন্য ছিল, মহাবীর ধনঞ্জয় সেই হৃদক্ষিণকে বিনাশ করিয়াছেন। কৈলাসাধিপতি অতুলপরাক্রম অরাতিগণকে বিনাশ করিয়া সুভজানন্দন অভিমন্যুর হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনার পুত্র চিত্রসেন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমের সহিত অনেককণ তুমুল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। অসিচন্দ্রধারী অরাতিগণের ভয়াবহ মন্ত্ররাজপুত্র অভিমন্যুর হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অমিত পরাক্রম অর্জুন অভিমন্যু বিনাশে জুহু হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত কর্ণের সমক্ষে দৃঢ়বিক্রম, অস্ত্র প্রয়োগনিপুণ, কর্ণসম তেজস্বী বৃষসেনের প্রাণ সংহার করিয়াছেন ! পাণ্ডবদিগের পরম শত্রু রাজা ঋতায়ুও উহার শরে বিনষ্ট হইয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ ও কেকয়দেশীয় বৃহৎ ক্ষেত্র রণস্থলে অসামান্য বলবীৰ্য্য প্রদর্শন করত নিহত হইয়াছেন। মহাবীর সহদেব মহাবলশালী মাতুলজ-ভ্রাতা, শল্য পুত্র কল্পরথের, মহাবীর নকুল শোনের ন্যায় যুদ্ধস্থলে পরিত্রমণ করত বীৰ্য্যবান্ ভগদন্ততনয়ের, ভীমপরাঙ্গ ভীমসেন অমিতপরাক্রম

স্বর্ণ, পরিবৃত্ত আপনার পিতামহ বাহ্লিকের এবং মহামতি স্তত্রানন্দন
 স্তম্ভিমন্তা মগধরাজ জরাসন্ধপুত্র জয়সেনের প্রাণ সংহার করিয়াছেন ।
 আপনার পুত্র বীরাভিমানী মহাবল পরাক্রান্ত দুর্মুখ ও বুকোদরের ভীষণ
 সাদা প্রহারে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন । মহাবল, পরাক্রান্ত দুর্মুখ,
 দুর্জিবহ, দুর্জয় এবং কলিঙ্গ ও বৃষক নামে রণদুর্ন্দ দুই ভ্রাতা সংগ্রামে
 দুই কণা সকল সম্পাদন করত যুত্মুখে নিপতিত হইয়াছেন । আপনার
 সচিব মহাবলশালী বৃষবর্মা ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছেন । অবৃত্ত মাতঙ্গ
 তুলা বলবান রাজা পৌরব স্বীয় সৈন্যগণের সহিত পাণ্ডুতনয় মহাবল
 অর্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন । দুই সহস্র বশাতি এবং মহাবলশালী
 শুরসেন, বক্রসন্যাহ রণদুর্ন্দ অভীষাহ, বীর্ঘাবান শিবি, রণবিশারদ কলিঙ্গ
 ও গোকুল সংবুদ্ধ রোষপরায়ণ অপাবৃত্ত বীরগণও ধনঞ্জয় শরে বিনষ্ট হই-
 য়াছেন । ওষবান্ ও বৃহত্ত ইহারা দুই জন মিত্রের হিতকামনার সমরে
 সমুদ্যত হইয়া শমন ভবনে গমন করিয়াছেন । বুকোদর মহাধর্ম্মের
 শাষরাজ ও মহাবাহু ক্ষেমধূর্ত্তিকে সাত্যকি শত্রুনিহতা বীর্ঘাবান জল-
 সন্ধকে এবং ঘটোৎকচ রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে যমরাজসদনে প্রেরণ
 করিয়াছেন । স্তত্রপুত্র কর্ণ, তাঁহার মহাবীর ভ্রাতৃগণ এবং কেকয়,
 মালব, মদ্রক, দ্রাবিড় ধৌদেয়, ললিখ, ক্ষুদ্রক, উশানুর, মর্বিষক,
 তণ্ডিকের, সাবিত্রীনন্দন, প্রাচ্য উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ ধনঞ্জয়ের শরে
 নিহত হইয়াছেন । তিনি বহুসংখ্যক মাতঙ্গ, অখ, রথ, পদাতি
 এবং ধনুজ, আয়ুধ, কবচ, ও বসনভূষণসমলঙ্কৃত সুখপরিবর্জিত বীরগণও
 পরম্পর বিনাশে সমুৎসুক অতুলবল বোধগণকে আক্রমণ করিয়া সংহার
 করিয়াছেন । হে রাজন ! ইহা ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত
 হইয়াছে । মহাবীর স্তত্রপুত্র ও ধনঞ্জয়ের যুদ্ধে অনেকেই কলেবর পরি-
 ত্যাগ করিয়াছে । দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃজাসুরকে, দশরথতনয় রাম
 যেরূপ দশাননকে, কৃষ্ণ যেরূপ নরক ও মুরকে, ভৃগুতনয় রাধা যেরূপ
 জাতি, বজ্র ও বান্ধব সমবেত রণদুর্ন্দ কার্ত্তবীৰ্য্যকে, কার্ত্তিকের যেরূপ
 ত্রৈলোক্যমোহন মহাসমরে মহিষকে এবং রুদ্র যেরূপ অন্ধকে সংহার
 করিয়াছিলেন, সেইরূপ অমিতভৈরবী অর্জুন অমাত্যবান্ধব সমবেত কর্ণকে
 সংহার করিয়াছেন । বাহার উপর আপনার তনয়গণের জয়াশা প্রতি-
 ষ্টিত ছিল, যে ব্যক্তি এই কুরুপাণ্ডবদিগের সংগ্রামের কারণ ; পাণ্ডবেরা
 সেই স্তত্রপুত্রের বিনাশসাধন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন । হে রাজন !
 পূর্বে আপনি হিতাভিলাষী বজ্রগণের হিতকর বাক্যে কর্ণপাত করেন

নাহি, তন্নিমিত্তই আপনার রাজ্যাভিলাষী তনয়গণের বিষয় হুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বে আপনি হিতাভিলাষী ব্যক্তির অহিতাচরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার ফলভোগের প্রকৃত সময় সমাগত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় । ৬ ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! অশ্বৎ পক্ষীর যে সকল বীর, পাণ্ডব-পক্ষ কর্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহা কীর্তন করিলে ; এক্ষণে কৌরবেরা পাণ্ডবপক্ষীয় যে সকল বীরকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন ! মহাবলপরাক্রান্ত ভীম, অমাত্য ও বৃদ্ধ বান্ধব সমবেত মহাবল কুন্তিগণ এবং নারায়ণ বালভদ্র প্রভৃতি শতশত বীরগণকে সমরে নিহত করিয়াছেন। ধনঞ্জয় সমপরাক্রম সত্যজিৎ, পুত্র সমবেত বৃদ্ধ বিরাট, দ্রুপদ এবং রণকোবিদ মহাধর্ম্মর পাঞ্চালগণ সত্য-প্রতিজ্ঞ দ্রোণের শত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে মহাবীর বালক হইয়াও সংগ্রামে ধনঞ্জয়, কেশব ও বলভদ্রের সদৃশ বলবীৰ্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই মহাবলশালী সুভদ্রাতনয় অভিমুখ্য বহুসংখ্যক অরাতি বিনষ্ট করিয়া ছয়জন মহারথ কর্তৃক পরিবেষ্টিত ও বিরথীকৃত হইয়া হুঃশাসন পুত্রের শরে নিহত হইয়াছেন। শক্রনিপাতন শ্রীমান্ অর্জুপুত্র মিত্রের হিতসাধনার্থ বহুসংখ্যক সৈন্যগণের সহিত সমরে সমুদাত হইয়া অসংখ্য শত্রু সৈন্য বিনাশ পূর্বক দুর্ব্যোধন পুত্র লঙ্ঘনের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহাবল পরাক্রান্ত সমরনিপুণ কৃতান্ত ধর্ম্মর-প্রগণ্য বৃহত্তের, মহাবীর দ্রোণ যুদ্ধবিশারদ রাজা দণ্ডধর, মণিমান ও বলবীৰ্য্যসম্পন্ন অসংখ্য সৈন্যসমবেত ভোজপতি অংশুমানের, বীৰ্য্যমান বিকর্ণ বিচিত্রবোধী চিত্রাঙ্গধের, কেকয়ধিপতি কেকয়দেশীয় যোদ্ধ বর্গে পরিবৃত ভীমসমপরাক্রম স্বীয় ভ্রাতার এবং আপনার পুত্র মহাবলশালী দুর্ম্মধর্ম্ম শৈলবাসী মহাজেতা গদাযোধী জনমেজয়ের প্রাণসংহার করিয়াছেন। প্রজলিত গ্রহস্বয়ের ন্যায় মহাতেজঃসম্পন্ন রৌচমান নামে হই-ভ্রাতা জ্যোতাচাধ্যের স্ত্রীক শরে কলবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হে রাজন ! এতদ্ব্যতীত অসংখ্য মহীপাল সমরে সমুদাত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহাবীর জ্যোতাচাধ্য ধনঞ্জয়ের মাতুল পুত্র-

খ্রিঃ ও কুন্তিভোজকে এবং পাঞ্চালদেশীয় মিত্রধর্মী ও ক্রতুধর্মীকে নিপাতিত করিয়াছেন। কাশিরাজ অভিভূ যোদ্ধগণের সহিত বহুদীন-তনয় কাশিক কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। মহাবলপরাক্রান্ত অমির্ভোজা, সুধামহা ও উত্তমৌজা শত শত শত্রু বিনাশ পূর্বক অবশেষে কৌরবগণের পর প্রভাবে সমরে নিপাতিত হইয়াছেন। আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ শিখণ্ডী পুত্র ক্ষত্রদেবকে, কৌরবরাজ বাঙ্লীক শত্রুহন্তসেনাবিন্দু পুত্রকে, এবং মহাবলপরাক্রান্ত জোণাচার্য্য, মহারথ সুচিত্র ও তাঁহার পুত্র চিত্রবর্মাণকে এবং শিশুপাল পুত্র স্ত্রকেতু, মহাবীর সত্যযুতি, মহাবল মদিরাধ, বীর্ঘ্যমান, সূর্য্যদত্ত, শক্রনিহন বহুমান ও অন্যান্য পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণকে আক্রমণ করত নিপাতিত করিয়াছেন। দিব্যাক্ষবেত্তা মহাবলশালী মগধরাজ, ভীষ্ম শরে নিহত হইয়া সমরশায়ী হইয়াছেন। পরাকালীন সাগরজুলা সমুদ্র মহাবীর বার্কক্ষেমি আবুধবিহীন হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। বেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু, মহাবীর সত্যযুতি, কুরুশ্রেষ্ঠ অরাতিনিপাতন সেনাবিন্দু, বীর্ঘ্যবান্ শ্রেণীমান এবং বিরাটতনয় মহারথ শম্ভু ও উত্তর পাণ্ডবদিগের হিতসাধনার্থ সমরে দুষ্করকার্য্য সর্ব্ব সম্পাদন পূর্ব্বক পঞ্চদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে রাজন ! ইহা তিন্ন অন্যান্য অসংখ্য বীর জোণ শরে নিপাতিত হইয়াছেন। আপনি আমাকে বাহা; বিজ্ঞাপা করিয়াছেন, এই তাহা কীর্তন করিলাম।

—*

সপ্তম অধ্যায় । ৭ ।

ব্রতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! যখন আমাদের প্রধান প্রধান বীর সকল কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন মৎপক্ষীয় হস্তাবশিষ্ট সেনাগণও নিঃশেষিত হইল। যখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও জোণ আমার কার্য্য সাংসাধনার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন আর আমার প্রাণ ধারণের প্রয়োজন কি ! যে মহাবীর লক্ষ মাভজ লক্ষ ভূজবল সম্পন্ন ছিল, সেই সংগ্রামশোভী কর্ণও একবারে অদৃশ্য হইয়াছে। হে বৎস ! অমৎপক্ষীয় যে সমুদায় মহাবীর নিহত হইয়াছে, তৎসমুদায় কীর্তন করিলে ; এক্ষণে কোন্ কোন্ বীর প্রাণধারণ করিতেছে, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর। অদ্য তোমার মুখে কুণীমান্য পরাক্রমশালী বীরগণের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাহাবা ভীষ্মধারণ করিতেছে, তাহাদিগকেও মৃত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

সজয় কহিলেন, হে রাজন্ ! দ্বিজশ্রেষ্ঠ জোণাচার্য্য বাহাকে বিজয় চতুর্বিধ মহাত্ম ও দিব্যাত্মজাল প্রদান করিয়াছেন, সেই লবুহস্ত দৃঢ়ায়ুধ বীৰ্য্যবান্ মহারথ অশ্বখামা এবং স্বারকাবাসী হৃদিকানন্দন ভোজরাজ কৃতবর্মা *আমাদিগের হিতসাধনার্থ যুদ্ধে সমবস্থিত রহিয়াছেন। যিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ ভাগিনের পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি যুদ্ধিষ্ঠিরের সমক্ষে হুতপুত্রের তেজ নিরাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ; সেই ইন্দ্রসম পরাক্রম হুরাধর্ষ আর্ভারন তনয় শল্য আপনাদিগের হিতকামনায় সমরার্থী হইয়াছেন। মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধারপতি আপনার হিতসাধনার্থ আজানীর, সৈকব, কাশোল, বনায়ুজ, ও পার্শ্বতীরগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধভূমিতে উপনীত হইয়াছেন। বিচিত্র যোধী মহাবল কৃপ বৃহদ্রথ উন্নমিত করিয়া এবং কৈকেয় রাজকুমার সদশ ও পতাকা সুশোভিত রথে আরোহণ পূর্বক আপনার হিতসাধনার্থ সংগ্রামার্থ অবস্থান করিতেছেন। আপনার পুত্র পুরুষিষ্ঠ সূর্য্যাসিন্ধিত রথে সমাক্রুত হইয়া জলদ বিহীন নভোরত্নলে বিরাজমান দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইতেছেন। নরবর রাজা দ্রুপদ্যোধন বহু সংখ্যক কুঞ্জরের মধ্যবর্তী হইয়া যুগরাজের ন্যায় এবং হেম-
 • যয় বিচিত্র তত্ত্বজ্ঞান ধারণ পূর্বক সুবর্ণালঙ্কৃত রথে সমাক্রুত হইয়া অল্পধুম অনলের ন্যায় ও মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় ক্ষিতিপালগণের মধ্যে বিরাজমান হইতেছেন। আপনার পুত্র অসিচর্ম্মধারী সুসেন, সত্যসেন ও চিত্রসেন সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। মহাবলশালী কণভোদ্রাঙ্গী, সুদর্শ, অরাসন্ধের প্রথম পুত্র অদৃঢ়, চিত্রায়ুধ, জয়, ঋতিবর্মা, শল, সত্যব্রত ও হুশল ইহারা সংগ্রাম বাসনার অবস্থান করিতেছেন। অরাতি নিপাতন বীরভিমানী রাজকুমার কৈতব্যরাজ বহু সংখ্যক রথ, অশ্ব, সাতঙ্গ ও পদাতিগণে পরিবৃত্ত হইয়া সমরস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছেন। *মহাবলশালী ঋতায়ু, ধৃতায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রসেন এবং কর্ণ নন্দন সত্যসন্ধ ইহারা সৈন্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া সমরে অবস্থান করিতেছেন। মহারথ কর্ণের অন্য দুই পুত্র অল্পবলসম্পন্ন সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবদিগের অসংখ্য সেনা সমাক্রমণে উদ্ভূত হইয়াছেন। ইন্দ্রসমপরাক্রম রাজা দ্রুপদ্যোধন বিজিগীষু হইয়া এই সমস্ত মহাবীর ও অন্যান্য অমিত প্রভাব যোধগণ সমভিব্যাহারে বহুতর কুঞ্জর সেনার মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সজয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সজয় !

মহাভারত ।

আমাদের পক্ষীয় যে সকল বীর শত্রুহন্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, তাহাদিগের নাম কীর্তন করিলে এবং ইতিপূর্বে তুমি হৃত-ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করাতেই কে জীবন ধারণ করিতেছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! অধিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র এই প্রকার কহিতে কহিতে বীরগণের নিধন ও সৈন্যের অল্পমাত্র অবশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ জনিত শোকে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও মুচ্ছিত প্রায় হইয়া কহিলেন, হে সশ্রু ! কণকাল বিলম্ব কর ; এই দারুণ অন্তত বার্তা শ্রবণে আমার চিত্ত সাতিশর ব্যাকুলিত এবং সকল অঙ্গ অবসন্ন হইয়াছে। আমি কোন মতেই ধৈর্য্যাবলম্বনে সমর্থ হইতেছি না। হে নরপতে ! ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বলিয়া নিতান্ত বিমনসমান হইলেন।

অষ্টম অধ্যায় । ৮ ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবল স্ত্র-পুত্র ও যুদ্ধে অপরাধু তনয়গণকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া অশ্রুণীয় বিনাশ ও পুত্র বিরোগ জনিত হৃৎখে সাতিশর বিহ্বল হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আপনি কীর্তন করুন। আমি উহা শ্রবণার্থ নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র অকৃতান্তের ন্যায় সাতিশর অশ্রুজয়, ভূতসংমোহন, অমেরু সঙ্করগের ন্যায়, মহাত্মা শুক্রাচার্যের বুদ্ধি বিভ্রমের ন্যায়, অমিতভৈরবী বাসবের অরাতি কর্তৃক পরাভূতের ন্যায়, মহাতেজস্বী দিবাকরের ধরাতল পতনের ন্যায়, অনন্ত উদক সম্পন্ন মহার্ঘ শোষণের ন্যায়, ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল, দিগ্‌মণ্ডল ও জলরাশির অত্যন্তা ভাবের ন্যায় এবং পুণ্য ও পাপের বৈকল্যের ন্যায় নিতান্ত আশ্চর্য ও অশ্রুজয়-কর্ণধ বৃত্তান্ত চিত্তা করিয়া, সর্বনাশ হইয়া, হতাবশিষ্ট সেনাগণও বিনষ্ট হইবে বলিয়া অবধারণ করিলেন, এবং শোক-সন্তপ্ত মনে অবসন্ন শরীরে নিতান্ত দীনভাবে হায় ! হত হইলাম বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস বিসর্জন করিতে করিতে বিলাপ ও পরিভাগ কব কহিলেন, হায় ! যে বীর কেশরী ও মাতঙ্গের ন্যায় মহাবলশালী ; হাহার স্বর ও লোচন বৃষভের ন্যায় ; রথী, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ যাহার জ্যান্টি-

যোঁষ, তলধ্বনি ও শরশব্দ শ্রবণ করিয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইত না; যে মহাবীর যুদ্ধভের সহিত সমরে সমুদ্যত যুদ্ধভের ন্যায় সুরপতি বাসবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রত্যাবৃত্ত হইত না; বাহ্যিক বাহুবল অবলম্বন পূর্বক বিজিগীষু হৃষ্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত বৈরানন্দ প্রদীপ্ত করিয়াছে; সেই হুঃসহ সূতপুত্র কর্ণ সহসা কিরূপে অজ্ঞানহস্তে প্রাণত্যাগ করিল? যে মহাবীর স্বীয় বাহুবীৰ্য্যে গর্ভিত হইয়া কেশব, ধনঞ্জয়, বৃষ্ণি-বংশীয় বীর ও অন্যান্য মহীপালগণকে লক্ষ্যই করিত না; যে বীর, আমি কৃষ্ণার্জুনের অন্যতরকে রথ হইতে নিপাতিত করিব বলিয়া রাজ্যলিপ্স লোভবিমোহিত ভয়াৰ্ত্ত হৃষ্যোধনকে পুনঃপুন আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন; যে বীর হৃষ্যোধনের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত নিহত, শরসমূহে কাষোক্ত, অবস্তি, কেকয়, গাধার, মজক, মৎস্য, ত্রিগর্ত, অঙ্গণ, শক, পাঞ্চাল, বিদেহ, কুলিন্দ, কোশল, কাশি, সূক্ষ, অক, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নিষাদ, পুণ্ড্র, চীন, বৎস, তরল, অশ্বক ও ঋষিকদিগকে পরাভব করিয়া আমাদের অধীন ও করপ্রদ করিয়াছিল; সেই পরমাত্ম বিবারদ সূতপুত্র কিরূপে পাণ্ডব কতৃক নিহত হইল? দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র ও মনুষ্যদিগের মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ; এই জিভুবন মধ্যে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর নাই। অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, মহীপালগণের মধ্যে বৈশ্রবণ, দেবগণের মধ্যে মহেঞ্জ ও অঙ্গববীগণের মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ। তিনি হৃষ্যোধনের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণের মধ্যে সমস্ত বহুক্রা জয় করিয়াছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ বাহার সহিত মিত্রতা কর্তব্যদার ও কৌরবগণ ব্যতীত আর ভূমণ্ডলস্থ যমুনার ক্ষত্রিগণকে সমরে আস্থান করিয়াছিলেন; আমি সেই মহাবীরাণী সূতপুত্রকে দৈরথযুদ্ধে পার্শ্ব কতৃক নিহত শ্রবণ করিয়া অর্ণব মধ্যস্থ বিদীর্ণ তরী ও প্লববিহীন মনুষ্যের ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইতেছি।

হে সঙ্কীর্ণ! যখন আমি একরূপ হুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও প্রাণত্যাগ না করিলাম, তখন বোধ হয়, আমার হৃদয় বজ্রাপেক্ষাও দৃঢ় ও হৃর্ভেদ্য। হায়! আমরা ব্যতিক্রমকে আর কোন্ ব্যক্তি জ্ঞাত, সন্ধিক্তি ও মিত্রগণের ঈদৃশ পরাভব শ্রবণ করিয়া দেহ ত্যাগ না করে? আমার আর একরূপ কষ্ট সহ্য হয় না। এক্ষণে আমার এই মানস যে, আমি বিষ ভক্ষণ, অনল প্রবেশ বা ঈশল শূদ্র হইতে পতন দ্বারা জীবন পরিত্যাগ করি।

মহাভারত ।

নবম অধ্যায় । ৯ ।

সহামতি সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে রাজন্ ! মনীষিগণ আপনাকে কুল, যশ, স্ত্রী, তপস্যা ও বিদ্যায় মহাব্যাকুল যযাতির তুল্য জ্ঞান করেন। আপনি শাস্ত্রজ্ঞান বিষয়ে মহর্ষি শ্রুণের ন্যায় কৃতকার্য হইয়াছেন। অতএব আপনি এক্ষণে শৌক পরিত্যাগ পূর্বক ধৈর্যাবলম্বন করুন।

কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! যখন শালতক সন্নিভ মহাবীর কর্ণ সমরে নিহত হইয়াছে, তখন একমাত্র দৈবই বলবান ; পুরুষকীরে ধিক্, উহার কিছুই কল লক্ষিত হয় না। মহাবাহু কর্ণ শর নিকর দ্বারা অসংখ্য যুধিষ্ঠিরের ও পাঞ্চালদেশীয় রথিগণকে নিপাতিত, দিগ বিদিক্ সম্ভ্রান্ত এবং বজ্রপাণি দেবরাজ যেক্রপ দেবগণকে মোহিত করেন, তদ্রূপ পাণ্ডবদিগকে বিমোহিত করিয়া কি প্রকারে বায়ুবেগতপ্তকর ন্যায় সমর ভূমিতে নিপতিত হইল ? মহাবীর কর্ণের বিনাশ বিবরণ স্মৃতি আশ্চর্য জনক। আমি স্রুতপুত্রের বিনাশ ও ধনঞ্জয়ের অরুণাত ব্রতান্ত শ্রবণ করিয়া শোকাকর্ণের পার দর্শনে অসুখ হইয়াছি। আমার চিন্তা সাতিশয় বলবতী হইতেছে। আর কোন মতেই জীষিত থাকিবার বাসনা নাই। হে সঞ্জয় ! যখন আমার হৃদয় পুরুষব্যাজ স্রুতপুত্রের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন উহা নিশ্চয়ই বজ্রসার ময় ও হুর্ভেদ্য। দেবগণ নিশ্চয়ই আমার দীর্ঘায়ু করুনা করিয়াছেন, নতুবা মহাবীর কর্ণের বিনাশ বার্তা শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াও কি নিমিত্ত আমি জীবন ধারণ করিতেছি ? হে সঞ্জয় ! এই বৈরাগ্যব-বিহীন হতভাগোর জীবনে ধিক্। আজি আমি এক্ষণ হৃদশাগ্রস্ত হইয়া সকলের শোচনীয় হইলাম। পূর্বে আমাকে সকলেই সৎকার করিত ; এক্ষণে আমি অরাতিগণ কর্তৃক পরাভূত হইয়া কি প্রকারে জীষিত থাকি ! মহাত্মা ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য ও স্রুতপুত্রের বিনাশে আমার সাতিশয় দুঃখ ও বাসন উপস্থিত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণ ব্যসনে বিনষ্ট হওয়াতেই, আমার সেনাগণ ও নিঃশেষিত হইল। যে বীর আমার তনয়কে স্রুততরি হইতে উত্তীর্ণ করিল ; অদ্য সেই মহাবীর কর্ণ শর নিকর বর্ষণ পূর্বক সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। সেই মহাবীরের কর্ণ তিন্ন আমার জীবনধারণ করিবার প্রয়োজন কি ? হায় ! অদ্য সেই অধিরথ কর্ণ শর নিকরে নিপীড়িত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া

অর্থ হইতে বজ্রবিদারিত শৈলশিখরের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গ বিনিপাতিত কুঞ্জের ন্যায়, সংগ্রামভূমিতে নিপতিত হইয়া ভূমণ্ডলের অপূর্ণ শোভা সম্পাদন করিতেছে। যে মহাধর্ম্মের কর্ণ স্রব্দগণের অভয় ও পাণ্ডবদিগের ভয়হীন ও মহাধর্ম্মের গণের উপমা স্থান ছিল, সে এক্ষণে ইন্দ্র বিদারিত শৈলের ন্যায় পার্শ্বহস্তে নিহত হইয়া সমরাজ্যে শয়ান রহিয়াছে। এক্ষণে দুর্যোধনের অভিলাষ পদ্য গমনেচ্ছা, দরিদ্রের মনোভিলাষ ও তৃষিতের সলিল বিন্দুর ন্যায় কোন কার্য্যকারক হইল না। আমরা যে রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ চিন্তাকরি, তাহার বিপরীত কার্য্য হইয়া উঠে। অতএব একমাত্র দৈবই বলবান্ এবং কাল নিত্য হ্রস্বতীক্ৰম্য।

হে সঞ্জয়! আমার পুত্র হুঃশাসন কি দীনাত্মা, সে বীতপৌরুষের ন্যায় পলায়নপর হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে? সে কি ক্ষত্রিয় প্রবর বীরগণের ন্যায় শ্রুত প্রদর্শন না করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে? যুধিষ্ঠির বারম্বার যুদ্ধ করিতে নিবেদন করিলে, মূঢ়মতি দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের সেই ঔষধ সন্ধান হিতজনক বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিল। মহামতি ভীষ্ম সমরশায়ী হইয়া ধনঞ্জয়ের নিকট পানীর প্রার্থনা করিলে, অজ্ঞান পৃথিবী বিদারণ পূর্ব্বক সলিল ধাত্রী উত্তোলিত করিয়া ছিল। তদর্শনে মহাবীর শান্তনুপুত্র, দুর্যোধনকে কহিয়াছিলেন, হে বৎস! আর যুদ্ধ করিও না। আমার বিনাশে তোমাদের যুদ্ধের শেষ হউক। এক্ষণে তুমি সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক শান্তভাবে অবলম্বন করত পাণ্ডবদিগের সহিত ব্রাতৃত্বাবে পৃথিবী ভোগ কর। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র, ভীষ্মদেবের সেই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এক্ষণে শোকাকুল হইতেছে। হায়! বহুদর্শী মহামতি বিহ্বল পূর্ব্বক বাহ্য কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই সংঘটিত হইয়াছে। সর্ব্বনাশকর দুর্যোধন প্রভাবে আমার পুত্র ও অমাত্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে। আমি সাতিশয় কষ্টে নিপতিত হইয়াছি। শিশুগণ বিহঙ্গমের পক্ষছেদন পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করত তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, সেই বিহঙ্গম যে রূপ পক্ষবিহীনতা প্রযুক্ত গমনে অসমর্থ হইয়া সাতিশয় বজ্রগণ ভোগ করে, সেইরূপ আমি জ্ঞাতিবন্ধুহীন ও অর্থ বিহীন নিত্য ক্লীণ ও অস্বাস্থ্যগণের বশীভূত হইয়া যুগ্মরোনাস্তি কষ্টভোগ করিতেছি। হায়! এক্ষণে কোথায় যাইব।

দশম অধ্যায় । ১০ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকাকুলিত ও
 সাতিশয় বিষম হইয়া এবস্থিৎ বহুতর বিলাপ করিতে করিতে সঞ্জয়কে
 পুনর্বার কহিলেন, হে সঞ্জয় ! যে মহাবীর রাজা দুর্যোধনের উন্নতির
 নিমিত্ত কাঞ্চাল, অম্বষ্ঠ, কৈকয়, গান্ধার ও বিদেহগণকে জয় করিয়া
 সমস্ত পৃথিবী বশীভূত করিয়াছিল ; মহাবল পরাক্রম পাণ্ডুবেরা শর সমূহ
 দ্বারা সেই কর্ণকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছে, হে বৎস ! সেই মহা-
 ধনুর্ধর যুতপুত্র পার্থশরে নিপতিত হইলে, আমাদিগের পক্ষীয় কোন
 কোন বীর সমরস্থলে অবস্থান করিতে লাগিল, তাহা আমার নিকট
 কীর্তন কর । সেই মহাবীর পাণ্ডবশরে বিনষ্ট হইলে, আমাদিগের পক্ষীয়
 বীরগণ ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে নাই ? হে সঞ্জয় ! যে
 বীর যে প্রকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তুমি ইতিপূর্বেই আমার
 নিকট কীর্তন করিয়াছ । ক্রপদপুত্র শিখণ্ডী অশাগিত শরনিকর বর্ষণকরত
 প্রতি প্রহার পরাভূত শান্তনুতনয়কে নিহত এবং মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন
 মহাধনুর্ধর ন্যাতশত্রু বোগপরায়ণ আচার্য্য দ্রোণকে শরজালে সমাক্রম
 করিয়া খড়্গদ্বারা সংহার করিয়াছে । ঐ বীরের মৃত্যু, ছিত্রায়েবী শত্রু-
 গণের ছল প্রভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে, বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্রও
 নারায়ণসারে যুদ্ধ করত উইদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হন নাই । যাহা
 হউক, এক্ষণে দিব্যাস্ত্রবর্ষী ইন্দ্রসম পরাক্রম যুতপুত্র কি প্রকারে মৃত্যুমুখে
 নিপতিত হইল ? তুমি তাহা আমার নিকট কীর্তন কর । মেন্সরাজ ইন্দ্র
 কবচ ও কুণ্ডল যুগলের বিনিময়ে যাহাকে স্ববর্ণ বিভূষিতা শত্রুঘাতিনী
 দিব্য শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার স্ববর্ণালঙ্কৃত, সর্পমুখ দিব্য শর
 বিদ্যমান ছিল ; যে মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি মহাবল দিগর্গকে
 অবজ্ঞা করত পরশুরামের নিকট ভয়াবহ ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল ;
 যে বীর দ্রোণ প্রমুখ বীরগণকে শরাদ্বিত ও রণপরাজুত দেখিয়া শর
 সমূহ দ্বারা অভিমহ্যর কার্ষুক ছেদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল ; যে
 বীর অযুত মাতঙ্গের ন্যায় পরাক্রমশালী ও বজ্রের ন্যায় বেগবান
 বৃকোদরকে সহসা বলবিহীন করিয়া উপহাস করিয়াছিল ; যে বীর
 সমস্তপক্ষ শর সমূহে সহদৈবকে নির্জিত ও বধবিহীন করিয়া কেবল
 ধর্ম্মাচরোথে বিনষ্ট করে নাই ; যে বীর ইন্দ্রদত্ত শক্তিদ্বারা সাতিশয়
 দ্বারাবী জয়ভিলাষী রাক্ষসরাজ ঘটোটকচকে নিহত করিয়াছে, মহা-

বলশালী অৰ্জুন ভয়ে বাহ্যার সহিত এতাবৎ কাল দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; সেই মহাবল স্ত্রুতপুত্র কি প্রকারে সমরে নিপাতিত হইল? যদি যুদ্ধস্থলে তাহার রথভঙ্গ, কার্ষ্মুক বিনীর্ণ বা অন্ত্র শস্ত্র সকল বিনষ্ট না হইত, তাহা হইলে, সে কদাচ শত্রুশরে প্রাণত্যাগ করিত না। মহাবীর কৰ্ণ সমরঙ্গনে মহাধম্ম বিঘূর্ণিত করত সুশাণিত শর ও দিব্যাস্ত্র সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, কেহ তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। হে সঞ্জয়! তোমার মুখে মহাবীর স্ত্রুতপুত্রের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, ঐ মহাবীরের ধনুক ছিল, রণ ধরাতলগত বা অন্ত্র সমূহ বিনষ্ট হইয়াছিল; এই সকলের অন্যতর কারণ ভিন্ন আর কোন রূপেই তাহার বিনাশ সম্ভাবিত নহে।

হে সঞ্জয়! যে মহাবীর “আমি অৰ্জুনের জীবন সংহার না করিয়া পাদপ্রক্ষালন করিব না” এই রূপ বলিয়া, দৃঢ়ভূত হইয়াছিল; এবং বাহ্যার সংগ্রাম কৌশল স্রবণে শঙ্কিত হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষ নিজামুখ অমৃতব করে নাই, আমার পুত্র হৃষ্যোধন বাহ্যার বাহুবল অবলম্বন করত পাণ্ডবদিগের প্রেরণী দ্রৌপদীকে বলপূর্বক সভাস্থলে আনয়ন করিয়াছিল; পাণ্ডবদিগের সমক্ষে তাহাকে দাসভাষ্যা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, ত্রৈলোক্য মহাবীর সভাস্থলে রোষাবিষ্ট চিত্তে পাঞ্চালীকে হে বরবর্গিনি! তোমার বঙতিল সদৃশ পতিগণ আর বর্তমান নাই, অতএব তুমি অন্য কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ কর, এই বলিয়া উপহাস করিয়াছিল; সেই মহাবীর কৰ্ণ কি প্রকারে শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইল? পূর্বে ঐ বীর হৃষ্যোধনকে কহিয়াছিল, হে রাজন! আপনি আর চিন্তিত হইবেন না। সময় বিশারদ ভীষ্ম ও রণহর্ষদ্র জ্যেষ্ঠাচার্য্য পক্ষপাত বশতঃ কুন্তী পুত্রগণকে নিহত না করিলে, আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। আমার স্নিগ্ধচন্দনলিপ্ত শরনিকর যুদ্ধস্থলে ধাবমান হইতে আরম্ভ হইলে, গাতীবধূ ও অক্ষয়ভূগীরবয় কিছুই করিতে পারিবে না। যে ধনুর্ধর মহাবীর এই প্রকার আক্ষালন পূর্বক হৃষ্যোধনকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিল, সেই কৰ্ণ কি প্রকারে পার্শ্বশরে নিহত হইল? যে মহাবীর গাতীব নিস্কুজ, ভীষণ শরজাল অগ্রাহ্য করত ক্রপদতনয়াকে হে পাঞ্চালি! তুমি পতিবিহীন হইয়াছ, এইরূপ বলিতে বলিতে পাণ্ডবদিগের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল; যে বীর স্বীয় ভূজবল প্রভাবে ক্ষণকালও ক্লম ও সপুত্র পাণ্ডবগণ হইতে কিছুমাত্র ভীত হইত না। পাণ্ডবদিগের কথা কি, আমার বোধ হয়, ইঙ্গপ্রমুখ দেবগণও সেই মহাবীর

বল পরাক্রান্ত হৃতপুত্রকে সমরে সংহার করিতে সমর্থ হন না। যদি রাখাতনয় কর্ণ মৌর্যী স্পর্শ বা কবচ ধারণ করে, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি তাহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয়। বরং ভূমণ্ডলে চক্র, সূর্য্য ও অনলের অংশ শূন্য হইতে পারে, কিন্তু রণে অপরাজিত হৃতপুত্রের নিধন কদাচ সম্ভাবিত হয় না।

হে সঞ্জয়! আমার পুত্র হর্ষতি হর্ষ্যোধন যে মহাবীর কর্ণ ও ভ্রাতা দ্রুপাদসনের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া জনার্দনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, বোধ হয়, এক্ষণে তাহাদিগের উভয়কেই সমরে বিনষ্ট দেখিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইতেছে। হে বৎস! মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ বৈরথ যুদ্ধে অর্জুনের হস্তে নিহত এবং পাণ্ডবগণ জয়যুক্ত হইলে, আমার পুত্র হর্ষকৃষ্ণ হর্ষ্যোধন কি করিতে লাগিল? আমার বোধ হইতেছে যে, সেই হুয়ায়া হর্ষবর্ণ ও বৃষসেনকে বিনষ্ট, সেনা সকলকে মহারথগণ কর্তৃক ভগ্ন, মহীপালগণকে পলায়নপর এবং রথিগণকে বিক্রত দেখিয়া শোক সাগরে নিপতিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! হর্ষিনীত অভিমানী হর্ষতি অজিতেন্দ্রিয় হর্ষ্যোধন পূর্বে বদ্ধগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াও ঐ সূদাক্ষণ বৈরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে। এক্ষণে সে সৈন্যগণকে নিরুৎসাহ ও প্রায় সমুদায় বীরগণকে নিহত অবলোকন করিয়া, কিরূপ কার্যের অন্ত্যানে প্রবৃত্ত হইল? গান্ধারপতি শকুনি পূর্বে হুঁচিহ্নে দাতকীড়া করিয়া পাণ্ডবদিগকে বাধিত করিয়াছিল; এক্ষণে সে মহাবীর কর্ণের নিধন দর্শনে কি কহিতে লাগিল? সাত্যত কুলোদ্ভব মহাধর্ম্মের কৃত-বর্ণা কর্ণের বিনাশ দর্শনে কি বলিলেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যাহার নিকট ধর্ম্মের শিক্ষা করিতে বাসনা করেন, সেই রূপযোবন সম্পন্ন মহাযশস্বী অর্ষথামা মহারথ কর্ণের বিনাশ দর্শনে কি বলিতে লাগিলেন? আর ধর্ম্মেরদেবতা মহারথ রূপ, কর্ণের সারথি পদে অধি-
ষ্ঠিত সমর হর্ষদ মহাধর্ম্মের মদ্ররাজ শল্য এবং যুদ্ধার্থ সমাগত অন্যান্য অসংখ্য ভূপালই বা হৃতপুত্রের বিনাশ দেখিয়া কি বলিতে লাগিলেন?

হে সঞ্জয়! পূর্বে প্রকৃষ প্রবীর মহাবলশালী দ্রোণাচার্য্য প্রাণ পুরিত্যাগ করিলে, কোন্ কোন্ বীর অংশক্রমে সৈন্যযুগ্মে অবস্থিত হইয়াছিলেন? মহাবীর মদ্ররাজ শল্য কি প্রকারে কর্ণের সারথি পদে প্রতি-
ষ্ঠিত হইয়াছিলেন? মহাবীর হৃতনন্দন কর্ণ সমরে সমুদ্যত হইলে, কোন্ কোন্ বীরদক্ষিণ চক্র, কোন্ কোন্ বীর বাম চক্র, এবং কাহালাই বা পৃষ্ঠভাগ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইল? সেই সময় কোন্ কোন্ বীর কর্ণকে পরি-

কর্ণ পর্ব।

ভাগি করেন নাই? আর কোন্ ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিরাই বা তাহার নিকট হইয়াছে পলায়ন পরায়ণ হইয়াছিল? একজ মিলিত কৌরবদিগের নাক্ষাতে মহাবল কর্ণ কি প্রকারে বিনষ্ট হইল। মহারথ মহাবল পাণ্ড-বেরা যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন পূর্বক কি প্রকারে বারিধারাবর্ষী বারিদের ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল? আর মহারথ স্রুতপুত্রের সেই সর্পমুখ দিব্য শর কি নিমিত্ত প্রতিহত হইল? এই সমস্ত আমার নিকট কীর্তন কর।

হে সঞ্জয়! যখন অস্ত্রংগক্ষীর প্রধান প্রধান বীর সকল সমরে নিহত হইয়াছে, তখন বোধ হয়, আমাদের হতোৎসাহ অবশিষ্ট সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইবে। ধনুর্ধরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণ আমার নিমিত্ত নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কিরূপে জীবন-ধারণে সমর্থ হইব? যে ব্যক্তি শত মাতঙ্গ সদৃশ বাহুবল সম্পন্ন ছিল, এক্ষণে সেই কর্ণও পাণ্ডব শরে নিহত হইল। বারম্বার এক্রপ কষ্ট আর আমার সহ্য হয় না। যাহা হউক, মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য সমরে নিহত হইলে, মহাবল স্রুতপুত্র কৌরবদিগের হিতসাধনার্থ পাণ্ডবদিগের সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে কলেবুর পরিত্যাগ করিল? তাহা আমার নিকট কীর্তন কর!

একাদশ অধ্যায়। ১১।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! ধনুর্ধরপ্রধান মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের বিনাশ দিবসে মহারথ অস্থখ্যামা প্রতিজ্ঞা করিলে ও কৌরবসৈন্যগণ চতুর্দিকে ধাবমান হইলে, কুন্তীভনয় ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণে পরিবৃত্ত হইয়া স্বীয় সৈন্য সকল রক্ষা করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র রাজা দ্রুপদাধন মহাবীর অর্জুনকে যুদ্ধস্থলে অবস্থান ও স্বীয় সৈন্যগণকে পল্লয়নপর দেখিয়া পুরুষকার প্রদর্শন পূর্বক তাহাদিগকে নিবাসিত করিলেন, এবং স্বীয় বাহুবলে বহুকর্ণ পর্যন্ত জয়লাভপ্রস্তুত পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রাম করত অবশেষে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল দেখিয়া যুদ্ধ ক্ষান্ত হইলেন। তখন কৌরবেরা সৈন্যগণের অবস্থান করিয়া স্বীয় শিবিরে প্রবেশ পূর্বক সকলে মিলিত ও অতি মনোহর আন্তরঙ্গে সমা-বৃত্ত মহামূল্য পর্যায়ের উপর সমাসীন হইয়া সুখশয্যাধিকৃত দেবগণের

ন্যায় পরাম্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । ঐ সময় রাজা দুর্যোধন সুমধুর বাক্যে সেই সকল মহাধর্ম্মরগণকে সম্ভাবণ করত কহিলেন, হে ধীমান নৃপতিগণ ! বাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এক্ষণে কি করা কর্তব্য তদ্বি-
ষয়ে শীঘ্র স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ কর ।

হে কুরুরাজ ! সিংহাসন সমাক্রান্ত সংগ্রামাভিলাষী নরপালগণ রাজা দুর্যোধনের এইরূপ আদেশানুসারে নানাবিধ চেষ্টা দ্বারা যুদ্ধাভিলাষ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । তখন মেধাবী, বাক্যজ্ঞ দ্রোণপুত্র অশ্বখামা দেহত্যাগে সমুদ্যত নরপতিগণের ইঙ্গিত পরিজ্ঞাত হইয়া ও রাজা দুর্যো-
ধনের বালার্ক সম্ভিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ ! মনোবিগণ স্বামিভক্তি, দেশকালাদি সম্পত্তি, যুদ্ধকৌশল, ও নীতি এই কয়েকটিকে যুদ্ধের সাধন বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন ; কিন্তু এই সমস্ত উপায়ে দৈববল অপেক্ষা করে । আমাদের যে সমুদায় সুব্রতুল্য লোক প্রধান মহারথগণ নীতিজ্ঞ, রণনিপুণ, প্রভুপরায়ণ ও সতত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের গকলেই বিনষ্ট হইয়াছেন ; কিন্তু তন্নিমিত্ত জয়শা পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে । সুনীতি প্রয়োগ করিলে, দৈবও অশুকুল হইতে পারে । অতএব অদ্য আমরা সর্ল্লভগণ সম্পন্ন নরবাহ্য মহাবল কর্ণকে সেনাপতি পদে অভিষেক করিয়া অরাণ্ধগণকে বিনাশ করিব । মহাবলশালী সূতপুত্র সর্কাদ্ভবেত্তা, রণদুর্হৃদ ও অন্তকের অসহ্য । ঐ মহাবীর অক্লেশে রণস্থলে বিপক্ষগণকে পরাজয় করিতে পারিবেন ।

হে নরনাথ ! রাজা দুর্যোধন দ্রোণাশ্বজের মুখে সেই প্রিয়তর হিত-
জনক বাক্য শ্রবণ পূর্বক সাতিশর আনন্দিত হইলেন । ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধনানন্তর মহারথ সূতপুত্র পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিবে বলিয়া তাহার অন্তঃকরণে মহতী আশা সমুদ্ভূত হইল । তখন তিনি আশ্বত হইয়া ভূজবল অবলম্বন পূর্বক অবিচলিত চিত্তে কর্ণকে কহিলেন, হে সূতপুত্র ! আমি তোমার ভূজবলও আমার সহিত পরম সৌহার্দের বিষয় বিশেষ-
রূপে পরিজ্ঞাত আছি । তথাপি তোমাকে এই হিতকর বাক্য কহি-
তেছি ; ইহা শ্রবণ পূর্বক তোমার যাহা বাসনা হয়, তাহা কর । তুমি অতিশয় বিজ্ঞ ও আমার একমাত্র পরম গতি । আমার সেনাপতি, মহা-
বীর ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন । তুমি তাঁহাদিগের অপেক্ষাও বলবীৰ্য্য সম্পন্ন, অতএব তুমি সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হও ।
ঐ মহাধর্ম্মর মহাবীরবর বৃদ্ধ ও অর্জুনের অশুকুল ছিলেন, আমি তোমার বচনানুসারেই তাঁহাদিগকে বীর বলিয়া গণনা করিতাম ।

মহারথ ভীম পিতামহ বলিয়াই দশ দিন পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিয়া
হিঁহেন । অবশেষে তুমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই অৰ্জুন শিখণ্ডীকে
অগ্রসর করিয়া মহাবল ভীমকে বিনষ্ট করিয়াছে । পিতামহ সমরশায়ী
হইলে, মল্লবীর জ্যেষ্ঠাচার্য্য তোমার বাক্যানুসারে সৈন্যপত্যে অভিযুক্ত
হইয়াছিলেন । বোধ করি, তিনিও শিষ্য বলিয়া পাণ্ডবদিগকে রক্ষা
করিতেন । যাহা হউক, অদ্য তিনিও যুঁষ্টহ্ম কৰ্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া-
ছেন । হে কর্ণ ! এক্ষণে তোমার ন্যায় অতুলবিক্রম যোদ্ধা আর
কেহই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় না । আমরা নিশ্চয়ই তোমা হই-
তেই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইব । তুমিই পূৰ্ব্বাপর আমাদিগের হিতানু-
ষ্ঠান করিতেছ । অতএব তুমি আপনাকে সেনাপতিপদে অভিযুক্ত
করিয়া সংগ্রামভার বহন কর । তুমি অমরগণের সেনাপতি কার্ত্তিকেশ্বর
ন্যায়, আমাদিগের সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণকে রক্ষা করত দানব
বিঘাতী পুরুষের ন্যায় অরাতিগণকে সংহার কর । দৈত্যগণ যেমন
পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেইরূপ মহা-
বীর পাণ্ডব, সঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ তোমাকে সংগ্রামস্থিত অবলোকন
করত অমাত্যগণের স্তুতি পলায়ন করিবে । অতএব হৃষ্যদেব যেরূপ
সমুদিত হইয়া সূর্য্য তেজঃপ্রভাবে তমোরাশি বিনষ্ট করেন, তরূপ তুমি
অসংখ্য সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষগণকে বিনাশ কর । ধনঞ্জয় কদাচ
তোমার সন্মুখীন হইয়া সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে না ।

অমিততেজা কর্ণ রাজা হৃষ্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে
সম্বোধন কর্ত্তব্য কহিলেন, হে রাজন ! পূৰ্বে আমি তোমায় কহিয়া-
ছিলাম যে, সপুত্র পাণ্ডবগণ ও বাহুদেবকে পরাজয় করিব । যাহা
হউক, এক্ষণে অবশ্যই তোমার সেনাপতি পদে অভিযুক্ত হইব ।
এক্ষণে তুমি অবিচলিতচিত্তে পাণ্ডবদিগকে পরাজিত বলিয়া অবধারণ
কর । হে কুরুরাজ ! মহাবীর কর্ণ এইরূপ কহিলে, আপনায় পুত্র
রাজা হৃষ্যোধন পরম শ্রীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দেবগণের সহিত
উখিত হইয়া মহাবীর কার্ত্তিকেশ্বকে সৈন্যপত্যে বরণ করিয়াছিলেন,
তরূপ বিজয়লোলুপ অন্যান্য ভূপতিগণের সহিত সমুখিত হইয়া স্বর্ণময় ও
মৃগয় পূৰ্ণকুন্ড, হস্তী, গণ্ডার ও ব্রহ্মভের শৃঙ্গ, নানাবিধ স্তম্ভি ওষধ এবং
অসংখ্য অন্যান্য উপকরণ দ্বারা ক্ষৌমাচ্ছাদিত তাত্রময় আসনে উপবিষ্ট
মহাবীর স্তম্ভপুত্রকে বিধানানুসারে সেনাপতিপদে অভিযুক্ত করিলেন ।
দ্বাপুত্র, কৃত্তিব, কৈশ্য ও শূরগণ সেই বয়সনে উপবিষ্ট কর্ণের স্তুতিবাদ

করিতে লাগিলেন। পরবীরযাভী মহাবীর কর্ণ এইরূপে সৈন্যপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নিক, ধন ও গোসমূহ দান করিয়া তাঁহা-
দিগের আশীর্বাদ প্রার্থিত করিলেন। তখন বিপ্রগণ ও বন্দিগণ স্ত-
প্তপুত্রকে কহিলেন, হে নরবর! দিবাকর যেরূপ অভ্যুদিত হইয়া উগ্রতর
করজাল বিস্তার পূর্বক অককার উচ্ছেদ করেন, তজ্জপ তুমি যুদ্ধস্থলে
সাহুচর, কৃষ্ণসহায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে নিপাত্তিত কর। উল্লুগগণ
যেরূপ দিবাকরের করনিকর নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তজ্জপ সক্রম
পাণ্ডবগণ তোমার নিকৃষ্ট শরসমূহ সন্দর্শন করিতে পারিবে না। দেব-
রাজ ইন্দ্র অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্বক রণস্থলে অবস্থান করিলে, দানবগণ
যেরূপ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় না, তজ্জপ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ
তোমার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবে না। হে নরপতে! মহারথ কর্ণ
এইরূপে সৈন্যপত্যে অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় ভেদ্যপ্রভাবে দিবাকরের
ন্যায় অপূর্ণ শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার পুত্র
কালপ্রেরিত রাজা দ্রুপদ্যোন মহাবীর স্তপ্তপুত্রকে সৈন্যপত্যে অভিষিক্ত
করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলশালী
কর্ণ প্রভাতে সৈন্যগণকে একত্রিত হইতে আদেশ প্রদান পূর্বক কৌরব-
গণের সহিত সমবেত হইয়া তারকাস্বর যুদ্ধে দেবগণ পুরিবেষ্টিত কন্দে-
ন্যায় শোভমান হইলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় । ১২ ।

স্তুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দ্রুপদ্যোন স্বীয় সহো-
দরের ন্যায় অস্মিত্ত বাধ্য প্রয়োগ পূর্বক মহাবল স্তপ্তপুত্রকে সৈন্যপত্যে
অভিষিক্ত করিলে, মহাবীর কর্ণ স্ত্রুপদ্যোনকালে সৈন্যগণকে স্ত্রুসজ্জিত
হইতে আজ্ঞা প্রদান করত কি করিতে লাগিল? তাহা আমার নিকট
কীর্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ। কৌরবেরা মহাবীর স্তপ্তপুত্রের অভি-
সক্তি বুঝিতে পারিয়া ভূষা প্রভৃতি বাদ্যবাদন করত সৈন্যগণকে স্ত্রুসজ্জিত
হইতে আদেশ করিলেন। তখন রাজিশেষে আপনার সৈন্যগণ মধ্যে
সকলে স্ত্রুসজ্জিত হও, সকলে স্ত্রুসজ্জিত হও, সহসা এইরূপ শব্দ প্রাহুত
হইল। একাও একাও কুঙ্কর, বক্রথযুক্ত রথ, সন্নক অশ্ব ও পদাতি

হর্কল হুসজ্জিত হওয়াতে এবং পরস্পর ভরাবান্ বোধ করাতে গগন-
 স্পর্শী ভীষণ শব্দ প্রতিবিরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবল
 পরাক্রান্ত নৃপুত্র কর্ণ খেতপতাকাযুক্ত নাগকককেতু সম্পন্ন বলাকা-
 সন্নিভ অশ্ব সংযোজিত বিমল আদিত্য সঙ্কাশ এক উচ্চতর রথে আরোহণ
 করিয়া সুবর্ণালঙ্কৃত শঙ্খ নিনাদিত ও হেমমণ্ডিত শরাসন বিকল্লিত
 করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ রথ কনকপৃষ্ঠ শরাসন, ভূগীর, অদদ,
 শতগ্রী, কিঙ্কিনী, শক্তি, শূল ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা পরিব্যাপ্ত
 ছিল। তখন কোরবেরা মহাধনুর্ধর নৃপুত্রকে তমোনাশক উদয়মান
 সূর্য্যের ন্যায় দিব্য রথে সমাক্রান্ত দেখিয়া ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য ও অন্যান্য
 বীরগণের নিধনজনিত শোক একবারে বিস্মৃত হইলেন। সেই সময়
 মহাবীর কর্ণ ভীষণ শঙ্খ নিনাদিত করত বোদ্ধবর্গকে ভরাধিত করিয়া
 বিপুল কোরবসৈন্য লইয়া মকরবাহু নির্ধাণ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের পরা-
 জয় মানসে তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ ব্যূহের মুখে কর্ণ
 নয়নদ্বয়ে মহাবীর শকুনি ও মহাবল উলুক, মন্তকে দ্রোণপুত্র, মধ্যভাগে
 অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন, গ্ৰীবাদেশে তাঁহার ভ্রাতৃগণ, বাম-
 পদে নন্দুরায়ণীসেনা গুরিবেষ্টিত রণহর্ষদ কৃতবর্মা, দক্ষিণপদে মহাধনুর্ধর
 ব্রিগর্ত ও দাক্ষিণ্যভাগে পরিবারিত সত্যবিক্রম কুপাচার্য্য, বামপদে পশ্চা-
 ত্তাগে বিপুলসেনা পরিবৃত মদ্ররাজ শল্য, দক্ষিণ পদের পশ্চাত্তাগে সহস্র
 রথ ও তিন শত মাতঙ্গ সমবেত সভ্যসকল সুবেণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবল-
 শালী সৈন্য রাজ্য চিত্র ও চিত্রসেন নামে দুই সহোদর অবস্থিতি করিতে
 লাগিলেন।

হে রাজন! নরবর কর্ণ এইরূপে সংগ্রামে যাত্রা করিলে, ধর্ম্মপুত্র যুধি-
 ষ্ঠির অর্জুনের প্রতি কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করত কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! ঐ দেখ,
 মহাবল কর্ণ বীরগণ রক্ষিত কোরব সৈন্যগণকে কেমন শ্রেণীবদ্ধ করি-
 য়াছে, হে পার্থ! ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যমধ্যে যে সমুদায় প্রধান প্রধান বীর
 বিদ্যমান ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ক্ষুদ্রতম,
 ব্যক্তিরাই প্রবশিষ্ট আছে। অতএব তুমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে সমর্থ
 হইবে। তুমি সংগ্রাম করিলে, আমার হৃদয় হইতে দ্বাদশ বৎসর সংস্থিতি
 শল্য সমুদ্ভূত হয়। হে ধনঞ্জয়! তুমি এক্ষণে স্বীয় অভিলাষানুরূপ ব্যূহ
 নির্ধাণ কর। হে নরপতে! মহাবীর অর্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেই বাক্য
 শ্রবণ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণ দ্বারা অর্ধচক্রাকৃতি ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন।
 ব্যূহের বামভাগে লুকোদর, দক্ষিণভাগে মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যস্থলে

রাজা যুধিষ্ঠির ও অৰ্জুন এবং ধৰ্ম্মরাজের পৃষ্ঠভাগে মাজীতনয়নর অ-
স্থিতি করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় অভিরুকিত চক্ররক্ষক পাঞ্চালদেশীয়
যুধামন্যু ও উত্তমৌজা অৰ্জুনের নিকট অবস্থান করিলেন। অবশিষ্ট
বর্ষধারী ভূপতিগণ স্ব স্ব উৎসাহ ও যত্ন অনুসারে অংশক্রমে সেই বাহ
মধ্যে সমবস্থিত হইলেন। হে রাজন! এই প্রকারে উভয় পক্ষীয় বাহ
নির্মিত হইলে, মহাধনুর্ধর কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমরার্থ সমুৎসুক হই-
লেন। রাজা দুর্যোধন বজ্রবান্ধবগণে পরিবৃত্ত হইয়া মহাবীর কর্ণ
নির্মিত বাহ অবলোকন করত পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট বলিয়া বিবেচনা
করিতে লাগিলেন। ধৰ্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ও স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যাহিত দেখিয়া
কর্ণ ও দুর্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট বোধ করিলেন। হে মহা-
রাজ! অনন্তর উভয় পক্ষের সৈন্যমধ্যে শম্ভু, ভেরী, আনক, হুন্দুভি,
ডিগ্ধিম ও ঝর্ঝর প্রভৃতি নানাবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। তৎ-
কালে জয়াভিলাষী বীরগণের গভীর গর্জন, তুরঙ্গগণের হেঁসারব, হস্তি-
গণের বৃংহিত শব্দ ও রথনেমির নির্ঘোষ ঐতিবিবরে প্রবিষ্ট হইল।
মহাধনুর্ধর কবচধারী হৃতপুত্রকে বাহযুগে অবস্থান করিতে দেখিয়া
কৌরবপক্ষীয় কোন বীরই দ্রোণ বিনাশজনিত হুঃখ অনুভব করিল না।
ঐ সময় প্রহুষ্ট নরসমাকুল উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পরকে সংহার
করিবার বাসনার সময়ে ক্রতনিশ্চয় হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত
কর্ণ ও অৰ্জুন পরস্পরকে সন্দর্শন করত সৈন্যগণমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্য-
গণ নৃত্য করিতেছে। মহারাজ! এই প্রকারে সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত
হইলে, মহাধনুর্ধর বীরগণ সংগ্রাম বাসনার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে বিনি-
র্গত হইতে লাগিলেন। অনন্তর হস্তী, অশ্ব ও রথিগণ পরস্পর সংহার
করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

—*—

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৩ ।

হে মহারাজ! তখন সেই প্রহুষ্ট হস্তাশ্বনর সমাকুল দেবানুজ সৈন্য-
তুলা উভয়পক্ষীয় সৈন্য সকল পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।
ভীষণ পরাক্রম রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী, ও পদাতি সকল পরস্পরকে
প্রাণ ও পাপ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

প্রধান প্রধান যোদ্ধগণ অর্ধচন্দ্র, তন্ন, সুরপ্র, অসি, পট্টস ও পরশু দ্বারা চক্রাক্ষরমুদ্রিত, পদ্মগন্ধি নরমস্তক সকল ছেদন করিলেন। আবুধ ও অঙ্গদযুক্ত বাহসকল ধরনী তলে নিপতিত হইয়া সুশোভিত অশ্রুনিভল দ্বারা গুরুভূষিত পঞ্চাশ ভূজঙ্গ সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। স্বর্ণবাসীরা যেমন পুণ্যক্ষর কালে বিমান হইতে পতিত হন, সেইরূপ বীরপুরুষগণ শত্রুহস্তে নিহত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বহুতর বীর গুরুতর গদা, পরিঘ ও সুঘল দ্বারা শত্রুপক্ষীয় বীরগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! সেই ভরাবহ সমূল যুদ্ধে রথিগণ রথিগণকে কুঞ্জরগণ কুঞ্জরগণকে, অশ্বারোহীগণ অশ্বারোহীগণকে, নিপীড়িত করিতে লাগিল। রথসমূহ দ্বারা নরগণ, হস্তিগণ দ্বারা রথসমূহ, পতিগণ দ্বারা অশ্বারোহীগণ ও অশ্বারোহিগণ দ্বারা পদাতিগণ যুদ্ধে নিহত হইয়া শয়ন করিতে লাগিল। কখন মাতঙ্গগণ রথী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে, কখন পদাতিগণ রথী, অশ্বারোহী ও হস্ত্যারোহিগণকে, কখন অশ্বগণ রথ, পদাতি ও কুঞ্জরগণকে সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণ শত্রুপক্ষীয় পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণের হস্ত, পাদ ও নানাবিধ অস্ত্র সকল ছেদন পূর্বক ভূমিল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

হে রাজন! এই প্রকারে সেই সমুদায় সৈন্য পরস্পরের শরাঘাতে ব্যংগবোনান্তি নিপীড়িত হইলে, মহাবাহু ভীমসেন প্রমুখ পার্শ্বগণ ও ধৃষ্ট-
দ্রোণ, শিবভী, জ্যোৎস্নগণ, প্রভক্তকগণ, সাত্যকি ও চেকিতান জাবিড়-
দেশীয় সৈন্যগণ এবং ব্যাহুবৃত পাণ্ড্য, চোল, কেরলগণ সমভিযোহরে
অস্বপক্ষীয় সৈন্যগণের প্রতি অভিভূত হইলেন! তখন বিশালবক্সা,
দীর্ঘবাহু, উন্নতদেহ, পৃথুলোচন, বক্তদন্ত, মত্তমাতঙ্গ বিক্রম, বিচিহ্ন
বজ্রাচ্ছর, গন্ধচূর্ণাবৃত্তাক, বদ্ধধ্বজ, পাশপানি, উত্তর পক্ষীয় হস্ত্যারোহী
ও সমরপ্রিয়, চাপভূগীরধারী, দীর্ঘকেশ, পরাক্রান্ত পদাতি এবং মহাবল
পরাক্রান্ত ভীষণ অশ্বারোহীগণ জীবিতাশা বিসর্জন পূর্বক পরস্পর
সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। চেদি, পাণ্ডাল, কেকয়, কক্কষ, কোশল,
কাঞ্চি ও মগধদেশীয় বীরগণ দ্রুতবেগে যুদ্ধার্থ ধাবমান হইল। তাহা-
দিগের রথী, মাতঙ্গ, ও প্রধান প্রধান পদাতিগণ নানাবিধ বাদ্যোদ্যমে
নিতান্ত আক্লান্দিত হইয়া হাঙ্গ্য করত নৃত্য করিতে লাগিল। তখন
মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর মহামাজগণে পরিবৃত্ত ও গজাক্রুত হইয়া সেনা
মধ্যস্থিত কুরুসেনার প্রতি অভিভূত হইলেন। তাহার বধাবিধি

লজ্জিত ভীষণাকার মাতঙ্গ উদিত স্বর্ঘ্য উদয়াচল শিখরের ন্যায় অপূর্ণ শোভা প্রাপ্ত হইল। সেই গজবরের অপূর্ণ রত্নখচিত লৌহময় উৎকৃষ্ট তনুত্রাণ শারদীয় নক্ষত্র বিরাজিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তোমরধারী ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই গজরাজের উপর অবস্থান পূর্বক মধ্যাহ্নকালীন মার্ভণ্ডের ন্যায় স্বীয় তেজঃ প্রভাবে অস্বাভিগণকে সস্তাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্তি এক ভীষণ কুঞ্জরে আব্রোহণ পূর্বক দূর হইতে সেই গজরাজকে সন্দর্শন করত প্রকৃষ্ট চিত্তে তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই ক্রমবান্ মহাশৈলধর তুল্য মহাকায় কুঞ্জরদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ মাতঙ্গদ্বয় সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে, গজারোহি বীরদ্বয় ও ভীক্ষ স্বর্ঘ্যরশ্মি সদৃশ তোমর দ্বারা পরস্পরকে সমাহত করত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন, এবং তৎপরে কুঞ্জর হইতে অবরোহণ পূর্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করত পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সিংহনাদ, আশ্ফোটন ও শর শব্দে সকলেই আনন্দিত হইল। অনন্তর মহাবলশালী বীরদ্বয় দ্বায় দিকস্পিত, পতাকা শোভিত উদ্যতভুগু গজদ্বয় দ্বারা সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, এবং পরস্পর পরস্পরের কাষ্মুক ছেদন পূর্বক প্রাবৃতকালীন বারিধারাবর্ষা বারিধয়ের ন্যায় শক্তি ও তোমর নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবলশালী ক্ষেমধূর্তি ভীমসেনের উরঃস্থলে এক তোমর প্রহার করত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন, এবং তৎপরে পুনরায় অতি বেগ সহকারে দৃঢ় তোমর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ক্রোধ সন্তপ্ত মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই অঙ্গসমাপ্রিত সপ্ত তোমর দ্বারা সপ্তাঙ্ঘ যুক্ত স্বর্ঘ্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পরম যত্ন সহকারে সেট শব্দর প্রতি এক স্বর্ঘ্যপ্রভ লৌহনির্মিত তোমর নিক্ষেপ করিলেন। কুলুভরাজ ক্ষেমধূর্তি শরাসন আকর্ষণ আকর্ষণ পূর্বক দশ শরে তাঁহার সেই তোমর ছেদন করত চয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ভীম পরাক্রম ভীমসেন এক মেঘ গন্তীর নিম্ন শরাসন আকর্ষণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত শর নিকর দ্বারা তাঁহার মাতঙ্গকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন। কুলুভরাজের কুঞ্জর ভীমসেনের শর সমূহে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পবনৈরিত মেঘের ন্যায় যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে পারিল না। তখন বায়ুস্থানিত জলধর যেক্রপ পুরোধরের ঈদৃশী

হুয়, তদ্রূপ ভীমসেনের মাতঙ্গ সেই কুঞ্জের অশ্রুগমন করিতে লাগিল। মহাপ্রতাপবান্ কেমধুর্তি তদর্শনে স্বীয় মাতঙ্গকে নিবারণ পূর্বক ভীমসেনের ধাবমান কুঞ্জকে শরবিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবলশালী ভীমসেন আনতপর্কত শরদ্বারা কেমধুর্তির চাপছেদন পূর্বক মাতঙ্গের সহিত তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর কুলুতরাজ তদর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনকে বিদ্ধ করত এক সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা তদীম কুঞ্জের সর্কাজ ভেদ করিলেন। গজবর কেমধুর্তির শর প্রহারে ভূতলশায়ী হইল। মহাবীর ভীমসেন গজ পতনের পূর্বেই লক্ষ প্রদান পূর্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনিও তৎকালে কেমধুর্তির মাতঙ্গকে গদাপ্রহার দ্বারা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কেমধুর্তি সেই নিহত হস্তী হইতে লক্ষপ্রদান করিয়া শরাসন সমুদ্যত করত আগমন করিতে লাগিলেন। সমর নিপুণ ভীমসেন তাহার উপর গদা প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর খড়্গহস্ত কেমধুর্তি ভীমসেনের সেই ভীষণ গদা প্রহারে গতাস্থ ও গজসনীপে নিপতিত হইয়া বজ্রভগ্ন অচল সমীপবর্তী বজ্রহত সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজন্! তৎকালে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই কুলুতকুল সমুদ্যত মহাহুস্ত কেমধুর্তিকে নিহত অবলোকন করত সাতিশয় ব্যথিত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

চতুর্দশ অধ্যায় । ১৪ ।

মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাগণ্য বীরপ্রবর কর্ণ নতপর্ক শরনিকর বর্ষণ করত পাণ্ডব সেনাগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবযৌধগণও রোষপরবশ হইয়া কর্ণের সম্মুখেই কৌরব সেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। তখন সূর্য্য সমপ্রভ সূর্য্যনন্দন কর্ণ কক্ষার পরিমার্জিত নারাচরাজি দ্বারা পাণ্ডবসেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতঙ্গগণ স্রুতপুত্রের সেই সমস্ত নারাচ প্রহারে সাতিশয় ব্যথিত, বিবগ্ন ও অবসন্ন হইয়া ভীষণ আর্তিনাদ করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডবসেনাগণ কর্ণের সেই সমস্ত নারাচ প্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে, মহাবীর নকুল মহারথ কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন ভীমকক্ষা অথথামার ও মহাবীর সাত্যকি কেমধুর্তীকে বিন্দু

অম্ববিন্দ্রের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে রাজা চিত্রসেন ঐত-
কর্ম্মার, প্রতিবিন্ধ্য বিচিত্র ক্ষত্র শরাসন সম্পন্ন চিত্তের, দুর্ঘোষন ধর্ম্ম-
পুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের, বীরবরাগ্রগণ্য বৃষ্টিদ্রায় কৃপাচার্যের, অরাতি নিপা-
তন শিখণ্ডী কৃতবর্মা, মহাবীর ঐতকীর্তি শল্যের ও বিক্রমালী মাজী-
নন্দন সহদেব স্বদীয় পুত্র দ্রুপাসনের সহিত যুদ্ধার্থ মিলিত হইলেন। তখন
কেকয়দেবীর বিন্দ ও অম্ববিন্দ্র সাত্যকির প্রীতি ও মহাবীর সাত্যকিও
সেই সংক্রুদ্ধ বীরদ্বয়ের প্রীতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ
মাতঙ্গদ্বয় বিপক্ষ মাতঙ্গোপরি দস্তাঘাত করে, তদ্রূপ কেকয়দেবীর
ভ্রাতৃদ্বয় যুযধানের বক্ষস্থলে অদৃঢ় শর প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন
সাত্যকি হাস্য সহকারে শরবর্ষণ দ্বারা চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন ও তাহাদিগকে
নিবারণ করিলেন। তখন সেই ভ্রাতৃদ্বয় সাত্যকিশরে নিবারণ হইয়া
রোষভরে শরজাল বর্ষণ করত তদীয় রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর
সমরবিশারদ শিনিপুত্র সাত্যকি তদুদ্রোহে সেই বীরদ্বয়ের শরাসন ছেদন
করত অতীক্ষ শর বর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। তখন
সেই ছিন্নশরাসন ভ্রাতৃদ্বয় সত্তর অন্য শরাসন গ্রহণ করত সাত্যকিকে
শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহা-
দিগের সেই সমস্ত বক্ষগত স্রুশোভিত হেমমণ্ডিত শরনিকর দশদিক
আলোকময় করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল, এবং ক্ষণকাল মধ্যে সেই
ভ্রাতৃদ্বয়ের শরজাল দ্বারা সংগ্রাম ভূমি তিমিরচ্ছন্ন হইল। অনন্তর
সাত্যকি সেই বীরদ্বয়ের ও সেই ভ্রাতৃদ্বয় সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া
ফেলিলেন। তখন সমর-বিশারদ যুযধান সত্তর অন্য চাপ গ্রহণ করিয়া
তাহাতে জ্যারোপণ করত অতীক্ষ কুরপ্রোক্ত দ্বারা অম্ববিন্দ্রের শিরঃছেদন
করিলেন। রণ বিনষ্ট পঞ্চরাত্নের মস্তকের ন্যায় সেই অম্ববিন্দ্রের কুণ্ডল
শোভিত ছিন্ন মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। কেকয়গণ অম্ববিন্দ্রের
ভদ্রবস্থা অবলোকন করত অসীম শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলেন।

হে রাজন! অনন্তর মহারথ বিন্দ ভ্রাতাকে নিহত দর্শন করিয়া
সাতিশর ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং অবিলম্বে শরাসন জায়াুক্ত করিয়া শর-
নিকর বর্ষণ দ্বারা শিনিপুত্র সাত্যকিকে নিবারণ করত সত্তর অশ্ব-
পুখ্য নিশিত বষ্টি শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর থাক থাক বলিয়া
তর্জন করত পুনর্বার তাহার বাহ ও উরুগরি অসংখ্য বিশিষ্ট শারক
সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ সাত্যকি বিন্দ্রের সেই সমস্ত
শর প্রহার দ্বারা কত বিকতাক হইয়া পুষ্করাজি, স্রুশোভিত, শিঙক

ভর্তুক ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি কৈকেয় শত্রে
বিদ্ধ হইয়া হাস্যসহকারে অবিলম্বে পঞ্চবিংশতি সুভীক্ষ শরে কেকয়কে
বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তাঁহার পরম্পরের উৎকৃষ্ট আয়ুধ সকল দ্বিধা
ও অৰ্ধ এক সারথিকে বিহত করিয়া শত চন্দ্র সূশোভিত চন্দ্র এবং অসি
গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং পরম্পর মণ্ডলাকারে
বিচরণ করত স্বত্বের অসি-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরম্পরের বিনাশ সাধনে
যত্ন পরায়ণ হইলেন। তাঁহার খড়্গধারণ পূর্ব্বক দেবাসুর সংগ্রামকালীন
খড়্গধারী জম্বাসুর ও পুরন্দরের ন্যায় শোভমান হইলেন। কণকাল মধ্যে
বীরপ্রবর সত্য বিক্রম সাত্যকি অসি প্রহারে কেকয় রাজের স্তন্যর ছন্দ
দ্বিধা করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই ছিন্নচন্দ্র মহাবীর বিন্দ রোষপরবশ
হইয়া যুগ্মধানের শত শত তারানিকর সঙ্কুল চন্দ্র ছেদন করত কখন
মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ, কখন বা গমন ও প্রত্যাগমনাদি দ্বারা যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন। অনন্তর সত্যসদ্ব দৃঢ় বিক্রম সাত্যকি অবিলম্বে শত্রুহস্তে সেই
রণবিহারী বিন্দকে দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বর্ষধারী বিন্দ
ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। এইরূপে
মহাবীর সাত্যকি কেকয় রাজাকে সংহার করত অবিলম্বে যুগ্মমহ্যর রথে
আরোহণ করিলেন। পরে অন্য এক সুসজ্জিত রথে আরোহণ করত ভীক্ষ
শরজালে কেকয় সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্য-
গণ যুগ্মধানের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ
পলায়ন করিতে লাগিল।

—:—

পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৫ ।

হে রাজন্ ! পরে মহাবীর ঐশ্বর্য্যাক্ষর্য্য রোণ পরবশ হইয়া পঞ্চাশৎ শরে
মহারাজ চিত্রসেনকে আহত করিলেন। তখন অভিসার রাজা চিত্রসেন
নরপর্ব্ব নর বাণে ঐশ্বর্য্যাক্ষর্য্যে নিপীড়ন ও পাঁচ বাণে তদীয় সারথিকে
বিদ্ধ করিয়া বীরস্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বীর প্রধান ঐশ্বর্য্যাক্ষর্য্য
তদর্শনে সাতিশয় রোষ পরবশ হইলেন এবং নিশিত নারাচ দ্বারা সেনাপ্র
বর্ত্তী চিত্রসেনের মর্ষস্থল ভেদ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর চিত্রসেন
তদীয় নারাচদ্বয়ে অতিমাত্র আহত হইয়া হতচেতন ও ও মুচ্ছিত হইলেন।
তখন মহাবীর ঐশ্বর্য্যাক্ষর্য্য সত্ত্ব নবতি বাণে ঐশ্বর্য্যাক্ষর্য্যে সমাচ্ছন্ন করিয়া

ফেলিলেন । অনন্তর মহাবীর চিত্রসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া নিশিত ভ্রূহায়ে
 ঐশ্বর্য্যের শরশয্যা ছেদন করত সাত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ।
 মহাবাহু ঐশ্বর্য্যে অবিলম্বে হেমমণ্ডিত অন্য কাশ্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শরজাল
 বর্ষণ দ্বারা চিত্রসেনকে বিচিত্র চিত্রিত করিলেন । চিত্রমালাধর চিত্রসেন
 ভূপতি ঐশ্বর্য্যের শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া গোষ্ঠীমধ্যস্থিত মহাবৃষভের ন্যায়
 শোভা ধারণ করিলেন । তখন তিনি ঐশ্বর্য্যেরে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া নারাত
 দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন । মহাধর্ম্মের ঐশ্বর্য্যে সেই চিত্রসেন
 বিনিশ্চয় ভীষণ নারাচাখাতে গৈরিক বর্ণ ক্রুর ক্ষরণ করিতে লাগিলেন ।
 তৎকালে তিনি ক্রুরাক্ত কলেবর হইয়া গৈরিক ধাতুবিপ্রাণী অচলেন্দ্র
 ন্যায় ও কুহুমনির স্তম্ভোদ্ভিত কিংকট বৃক্ষের ন্যায় অপরূপ শোভা
 ধারণ করিলেন । অনন্তর তিনি সত্তর চিত্রসেনের শত্রু নিবারণ শরা-
 জন ছেদন করত তাঁহারে তিনশত নারাচায়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া শরধারা
 বর্ষণ করত তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । এবং অবিলম্বে এক
 স্তম্ভোদ্ভিত ভীষণ ভল্লদ্বারা তাঁহার শিরস্ত্রাণশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া
 ফেলিলেন । তখন চিত্রসেনের মস্তক নভোমার্গ হইতে বৃক্ষাক্রমে
 ধরাশয়িত চন্দ্রমার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল । যোধগণ তাঁহাকে
 নিহত দর্শন করিয়া মহাবেগে চতুর্দিকে ধাবমান হইল । মহাবীর ঐশ্বর্য্য
 ক্রমশঃ প্রলম্ব কালীন ভূত সংহারক রোষাবিষ্ট প্রেতরাজের ন্যায় নিতান্ত
 ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া বাণবর্ষণ দ্বারা যোধগণকে বিজ্ঞাবিত করিতে লাগি-
 লেন । যোধগণ সেই কালান্তক সদৃশ ঐশ্বর্য্যের শরপ্রহারে একান্ত
 নিপীড়িত হইয়া দাবান্নদগ্ধ গজযুথের ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইতে
 লাগিল । মহাবীর ঐশ্বর্য্যে তাহাদিগকে শত্রুপরাজয়ে নিরুৎসাহ অব-
 লোকন করত অনবরত তাহাদিগের উপর স্তম্ভোদ্ভিত শররাজি নিক্ষেপ
 করিতে লাগিলেন ।

হে মহারাজ ! তৎকালে মহাবীর প্রতিবিক্য চিত্রকে পাঁচবাণে বিদ্ধ
 করিয়া এক শরে তাহার স্তম্ভ ও তিনশরে সারথিরে বিদ্ধ করিলেন ।
 মহাবাহু চিত্র তদর্শনে রোষপরবশ হইয়া প্রতি বিক্রোর ব্যুহ ও উক-
 দেশে ককপজ বিরাজিত স্তম্ভোদ্ভিত স্বর্ণপুঙ্খ নয়ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন ।
 মহাবীর প্রতিবিক্য শরাঘাতে চিত্রের কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার
 উপর নিশিত পাঁচবাণ নিক্ষেপ করিলেন । অরিবিধাতী চিত্র প্রতিবিক্যের
 শরপ্রহারে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া হেমবণ্টা সমলঙ্কৃত স্তম্ভোদ্ভিত
 স্তম্ভোদ্ভিত শক্তি গ্রহণ করত তদুপরি নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর সেই

কর্ণ পর্ব ।

মহোক্ষা সদৃশ ভীষণ শক্তিকে মহাবেগে আগমন করিতে দর্শন করিয়া
অবলীলাক্রমে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই চিত্রনির্ম্মুক্ত বিচিত্র
শক্তি বিধা ছিন্ন হইয়া প্রলয়কালীন সর্বভূত ভয়প্রদ অশনির ন্যায়
ধরাতলে নিপতিত হইল। বীরপ্রবর চিত্র স্বীয় শক্তিকে বার্থ নিরীক্ষণ
করত সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইলেন এবং অবিলম্বে হেমমণ্ডিত ভীষণ গদা
গ্রহণ করিয়া প্রতিবিক্রোর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাগদা
নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র প্রতি বিক্রোর অশ্ব, সারথি ও রথ চর্ণ হইয়া ভূতলে
নিপতিত হইল।

অনন্তর মহাবীর প্রতিবিক্রা সেই ভয়ঙ্কর হইতে লক্ষ্যপ্রদান পূর্বক
ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বর্ণভূষিত মহাশক্তি চিত্রের প্রতি নিক্ষেপ
করিলেন। মহাবল চিত্র সহসা সেই প্রতিবিক্রা নিক্ষিপ্ত মহাশক্তি গ্রহণ
করত উহা তাহারই প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ শক্তি
নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রতিবিক্রোর দক্ষিণ বাহু বিদীর্ণ করিয়া বজ্রের ন্যায়
রণক্ষেত্র উদ্ভাসিত করত নিপতিত হইল। তখন মহাবীর প্রতিবিক্রা
ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া চিত্রের বিনাশ বাসনার এক ভীষণ তোমর
গ্রহণপূর্বক নিক্ষেপ করিলেন। তোমর নিক্ষিপ্ত হইয়া চিত্রের বর্ষ ও
রুদ্রর ভেদ করিয়া ভীষণ ভূজঙ্গের বিলম্ববেশের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবিষ্ট
হইল। মহারাজ চিত্র তোমরাঘাতে সমাহত হইয়া পরিষাকার পীন
বাহু দ্বয় বিস্তার করত সমরশায়ী হইলেন। কোরব সৈন্যগণ চিত্রসেনকে
নিহত দেখিয়া ক্রতবেগে প্রতিবিক্রোর প্রতিধাবমান হইলেন, এবং কিঙ্কি-
ণীজালজড়িত শতশ্রী ও বিবিধ শর নিকর বর্ষণকরত জলধর যেরূপ
সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে, তরুণ তাঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহা-
বাহু প্রতিবিক্রাও অস্তুর বিঘাতী বজ্রধরের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত না
হইয়া সেই সমস্ত সৈন্যগণকে নিপীড়িত ও বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।
সৈন্যগণ প্রতিবিক্রা শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হওয়াতে বাতাহত ঘনঘটার
ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। এইরূপে
কোরব সৈন্যগণ চতুর্দিকে পলায়ন পরায়ণ হইলে মহাবীর অশ্বখামা
একাকী মহাবাহু ভীমসেনের অভিযুগে ধাবমান হইলেন। তখন দেবাস্তর
সংগ্রাম, কালীন বৃজাসুরের ও পুরন্দরের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া ছিল, সেই
বীরদ্বয়ের তরুণ ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

ষোড়শ অধ্যায় । ১৬ ।

হে রাজন্ ! মহাবীর দ্রোণতনয় অশ্বখামা দ্বরাধিত হইয়া অন্ত-
নৈপুণ্য প্রদর্শন পূৰ্ব্বক প্রথমতঃ ভীমসেনকে নিশিত শর বিদ্ধ
করিয়া পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নবতিশর নিক্ষেপ করিলেন । ভীম-
সেন দ্রোণতয়ের নিশিত শর নিকরে সমাচ্ছন্ন ও রশ্মিমানু দিবাকরের
ন্যায় স্পোভিত হইয়া অশ্বখামার প্রতি দশ সহস্র সায়ক পরিত্যাগ করত
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । দ্রোণতনয় শরসমূহ দ্বারা তদীয় শরজাল
নিবারণ পূৰ্ব্বক ভীমসেনের ললাটে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর
ভীমসেন সেই অশ্বখামা নিক্ষিপ্ত নারাচ ললাটদেশে ধারণ করিয়া অরণ্য-
চারী মত খড়্গীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি বিস্ময়া-
বিষ্ট হইয়াই যেন অশ্বখামার ললাটে তিন নারাচ নিক্ষেপ করিলেন । তখন
আচাৰ্য্যপুত্র অশ্বখামা সেই ললাটস্থ শরজর দ্বারা বর্ষাভিত্ত জিশূঙ্গ অচলের
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তখন তিনি বৃকোদরের উপর বারংবার
শত শত শর নিক্ষেপ করিয়াও বানু বেক্রপ পৰ্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ
হয় না, সেই রূপ মহাবীর পাণ্ডুতনয়কে কোনরূপেই কম্পিত করিতে সমর্থ
হইলেন না ! ভীমসেনও শত শত নিশিত শরে অশ্বখামার বিচলিত করিতে
সমর্থ হইলেন না । এই প্রকারে সেই রথারূঢ় মহারথের শর সমূহে পর-
স্পরকে সমাচ্ছন্ন করত লোকক্ষয়কর দিবাকর বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে
লাগিলেন । তখন তাঁহার প্রসঙ্গ আক্রমণ ও প্রতিকারার্থ যাবানু হইয়া
অসংখ্য শর বর্ষণ দ্বারা দংষ্ট্রীযুধ বাহ্যাহরের ন্যায় সমরাজনে বিচরণকরিতে
লাগিলেন । সেই বীরের প্রথমতঃ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলদ জালাবৃত
চক্রে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন । পরে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরস্পর
শরজাল নিরাকৃত করিয়া মেঘজাল বিনির্গত মঙ্গল ও বুধ গ্রহের ন্যায়
শোভা পাইতে লাগিলেন ।

অনন্তর সেই ভীষণ সংগ্রাম সময়ে অশ্বখামা বৃষ্টি ধারায় পৰ্ব্বতের ন্যায়
স্বতীক শরধারায় ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে আৰ্পনার দক্ষিণ
ভাগে স্থাপিত করিলেন । ভীম শত্রু এই বিজয় লক্ষণ কোনরূপেই সহ্য
করিতে সমর্থ হইলেন না । তিনি অশ্বখামার দক্ষিণভাগ হইতেই মণ্ডল-
গতি অতিপ্রত্যগতি সকলের বিভাগক্রমে তাহার প্রতিকার করিতে লাগি-
লেন । মণ্ডলস্থান ও বিবিধমার্গ পরিভ্রমণ করত সেই পূৰ্ব্ব সিংহ রয়ের
বোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । উভয়েই পূর্ণারত শরাসিন হইতে শর বিসর্জনে

করত পরস্পরের বধে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন, এবং পরস্পরকে বিরথ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ অশ্বখামা মহাজ্ঞ সকল প্রাহৃত করিলে, ভীমসেন তক্রপ অস্ত্র ধারাই সেই সমস্ত নিবারণ করিলেন। হে রাজন! অনন্তর প্রলয় কালে গ্রহগণের যেক্রপ ঘোরতর যুদ্ধ হইরাছিল, তক্রপ তাঁহাদের উভয়ের ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে ভারত! সেই সমস্ত শর আপনার সৈন্যের চতুর্দিকে নিপতিত হইরা দিক্ সকল সমুদ্ভাবিত করিতে লাগিল। প্রজা সংকর কালীন যুদ্ধে নভো-মণ্ডল যেক্রপ উকাপাত দ্বারা আবৃত হইরাছিল, ভীমসেন ও অশ্বখামার যুদ্ধে শর দ্বারা তক্রপ সমাচ্ছন্ন হইল। হে ভারত! সেই সময়ে শর সমূহের পরস্পর আঘাত দ্বারা অগ্নি ও অগ্নিস্কুলিত উখিত হইয়া উভর পক্ষীর সৈন্য গণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই রণস্থলে সিদ্ধ পুরুষগণ সমাগত হইয়া এই কথা কহিলেন, এই যুদ্ধ সকল যুদ্ধকেই অতিক্রম করি-
রাছে। অন্যান্য যুদ্ধ ইহার ষোড়শাংশের তুল্য হইবে না। জৈদৃশ যুদ্ধ আর কখন ঘটিবে না। অহো! ব্রাহ্মণ ও কত্রির কুমার উভয়ে অসাধারণ জ্ঞান, পরাক্রম ও শৌর্য্যসম্পন্ন। অহো! ভীমসেনের কি অতুল পরাক্রম, অশ্ব-
খামার কি অস্ত্র প্রয়োগ নিপুণতা, ইহাদিগের কি আশ্চর্য্যবীৰ্য্য সারস্ব, কি সৌষ্ঠব। এই অনন্যদ্বন্দ্ব বীরদ্বয়কে সংগ্রামে কালান্তক বমের ন্যায় ভয়ঙ্কর রূপে অবস্থিত দেখিয়া বোধ হয়, ক্রোধ হয়, ভাব হয়, কি কালান্তক যুদ্ধের রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন। সিদ্ধগণের এই বাক্য মুহূর্ত্তে স্ততি-
গোচর হইতে লাগিল, এবং সমবেত সুরগণের সিংহনাদ হইতে লাগিল। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই বীরদ্বয়ের অদ্বুত কৰ্ম্ম অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ ভীমসেন ও অশ্বখামার এই অচিন্তনীয় অদ্বুত কৰ্ম্ম অবলোকন করিয়া ইহাদিগের বহুতর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে রাজন! সময়ে পরস্পর ক্রোধপরায়ণ সেই বীরদ্বয় ক্রোধভরে লোচনদ্বয় উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগি-
লেন, এবং ক্রোধভরে আরক্তলোচন ও কম্পিতাধর হইয়া দস্তে দস্ত নিশ্চেষ্ট ও ওষ্ঠাধর দংশন করত শররূপ বান্ধি ও শত্রু প্রভারূপ বিদ্যায়ুক্ত মেঘ স্বরূপ হইয়া শরনিকর বর্ষণ দ্বারা পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সেই মহাশংগ্রামে সেই মহাবীরদ্বয় শর দ্বারা পরস্পরের ধ্বজ, সারণি ও অশ্বগণ বিদ্ধ করিয়া পরস্পরকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্প-
রের বধাভিলাষী হইয়া ক্রোধভরে শর গ্রহণপূর্ব্বক অবিলম্বে পরস্পরের ঐর্জ্জ্বনিকৈশু করিলেন! হে মহারাজ! বজ্রবেগগামী বীরদ্বয় পরস্পর

সম্মিহিত হইয়া চমুখে পরস্পরকে আঘাত করিলেন ! তাঁহারা পরস্পরের আঘাতে অতিমাত্র আহত হইয়া রথোপরি নিপতিত হইলেন । হে মহারাজ ! অনন্তর সারথি, সমুদয় সৈন্যগণের সমক্ষে অশ্বখামাকে অচেতন দেখিয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল । এই প্রকার ভীমসেনের সারথিও শত্রুতাপন ভীমসেনকে সমরে মুহুঁমুহ অচেতন হইতে দেখিয়া তাঁহাকে রথে লইয়া প্রস্থান করিল ।

সপ্তদশ অধ্যায় । ১৭ ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! সংসপ্তক সৈন্য ও অশ্বখামার সহিত অৰ্জুনের এবং অন্যান্য ভূপতিগণের সহিত পাণ্ডবদিগের যেকোন যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন কর !

হে রাজন্ ! শত্রুগণের সহিত বীরগণের দেহ ও গ্রাণ বিনাশকর যে প্রকার সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । পার্থ অর্গব-সমিভ সংসপ্তক সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহাবায়ু বৈরুপ সমুদ্রকে বিলো-
ড়িত করে, তদ্রূপ সেই সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিড়ে লাগিলেন । এবং তল সমূহ দ্বারা বীরগণের নেত্র, দশন ও ক্রযুক্ত পূর্ণচক্রে প্রভ মস্তক সকল ছেদন করিয়া যেন নালশূন্য নলিনীদ্বারা পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করিলেন । হে রাজন্ ! সংগ্রামে ধনঞ্জয় শত্রুগণের আরত পৃষ্ঠ শত্রু ও তলজয়ক অণ্ডক চন্দন ভূষিত পঞ্চাশ্য ভুজঙ্গ সদৃশ বাহসকল দুরাত্ত দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, শরাসন, শর ও হস্ত, সমস্ত তল সমূহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ ছেদন করিতে লাগিলেন । আরোহির সহিত সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও হয়গণকে বহু সহস্র শর দ্বারা সমনভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । তখন সংসপ্তকগণের প্রধান প্রধান বীরগণ সার্ভিশয় জুরু হইয়া পুষ্পবতী গাভীর নিমিত্ত কোপাবিষ্ট বৃষভেরা যেমন গর্জন করিতে করিতে প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ ধনঞ্জয়ের প্রতি দ্রাব-
মান হইলেন এবং বৃষভগণ যেমন শৃঙ্গদ্বারা অপর বৃষভকে তাড়িত করে, তদ্রূপ শর নিকর দ্বারা ধনঞ্জয়কে আঘাত করিতে লাগিলেন । ঈজলোক্য বিজয় কালে দেবরাজের সহিত দৈত্যগণের যে প্রকার লোমোৎকর ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, অৰ্জুনের সহিত ঐ বীরগণের তদ্রূপ যুদ্ধ হইতে লা-
গিল । অৰ্জুন বীর অস্ত্রদ্বারা শত্রুগণের চতুর্দিক হইতে নিপতিত হইয়া

সমুদয় নিবারণপূর্বক অবিলম্বে বহুশর বর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। তখন শত্রুগণের ভয়বর্জিত ধনঞ্জয় প্রবল সমীরণ কর্তৃক ছিন্ন ভিন্ন মহাহেমের ন্যায় বিপক্ষগণের রথ সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দর্শকগণের বিস্ময়োৎপাদন করত একাকী সহস্র সহস্র মহারথের কার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত রথের ত্রিবেণু, চক্র, অক্ষ, ধ্বজ, যোদ্ধা, প্রগ্রহ, বর্ষ, কুবর, যুগ, অক্ষাগ্রমণ্ডল, অশ্ব, সারথি, ও তুণীর, প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গই ছিন্ন হইল। তখন সিদ্ধ, দেবর্ষি ও চারণগণ তাহারে স্তুব করিতে লাগিলেন। দেবহুন্ডি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণার্জুনের মস্তকোপরি অনবরত পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, এবং এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, যে বীরদ্বয় সতত চক্র, অগ্নি ও অনিলের কান্তি ধারণ করেন, তাহারাই কৃষ্ণার্জুন; ইহারাই ভূতশ্রেষ্ঠ নারায়ণ; এক রথস্থ এই বীরদ্বয় ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের ন্যায় অজয়।

হে ভারত! এই স্বত্যাশ্রয় বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করত দ্রোণতনয় অশ্বখামা একান্ত যত্নপরায়ণ হইয়া অর্জুনের সমুখীন হইলেন, এবং হাস্য মুখে সমস্ত হস্তদ্বারা সেই শরবর্ষা অর্জুনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীর! যদি তুমি আমাকে তোমার উপযুক্ত অতিথি বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে বিশেষ রূপে সংগ্রামরূপ আতিথ্য প্রদান কর। অর্জুন সহসা দ্রোণতনয় কর্তৃক এইরূপে সংগ্রামে আহূত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করত জনার্দনকে কহিলেন, হে বাহুবল! আমি সংস্পর্শকগণকে বধ করিব; কিন্তু এক্ষণে অশ্বখামা আমাকে আহ্বান করিতেছেন; অতএব তুমি ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করিয়া যদি অশ্বখামাকে আতিথ্য প্রদানই বিহিত হয়, তবে অগ্রে তাহাই সম্পাদন কর।

• • • হে রাজন! তখন মহামতি কেশব ধনঞ্জয় কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বাহু বেক্রপ শতশত্রুকে যজ্ঞস্থানে আনয়ন করে, তত্রাপ সংগ্রামাহূত অর্জুনকে অশ্বখামার অভিমুখে উপস্থিত করিলেন এবং আচার্য্যপুত্রকে আমন্ত্রণ পূর্বক কহিলেন; হে দ্রোণপুত্র! এক্ষণে তুমি স্তম্ভিত হইয়া প্রহার কর। উপজীবিকার ভোগপুত্র পরিশোধের সময় সমপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের, বিবাদ স্তম্ভ, কিন্তু কত্রিয়দিগের জয় পরাজয় স্থল। তুমি মোহ-বশতঃ ধনঞ্জয়ের নিকট যে আতিথ্য প্রার্থনা করিতেছ, এক্ষণে তাহা লাভের নিমিত্ত স্তম্ভিত চিত্তে সংগ্রাম কর।

• • • স্তম্ভিত মহারথ আচার্য্যপুত্র মহাত্মা কেশবের এই সমস্ত বচনপরম্পরা

শ্রবণ করত তথাক্ত বলিয়া বাহুদেবকে যষ্টিশরে ও ধনঞ্জয়ে 'নারাচক্র'ে
 বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তিন বাণে
 দ্রোণপুত্রের শরাসন ছেদন করিলেন। দ্রোণ নন্দন অশ্বখামা অর্জুন কর্তৃক
 ছিন্ন শরাসন হইয়া অবিলম্বে অন্য ভীষণ কোদও গ্রহণ করত তাহাতে
 জ্যারোপণ করিয়া নিমেষমধ্যে তিন শত শরে কৃষ্ণকে ও সহস্র শরে
 অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ; পরে চরণদ্বয় ক্ষত করিয়া সাতিশর বহু সহ-
 কারে ধনঞ্জয়ের প্রতি সহস্র সহস্র শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।
 যোগবলে তদীর তুণীর, শরাসন, জ্যা, বাহ, বক্ষস্থল, মুখ, নাসিকা,
 নেত্র, কর্ণ, মস্তক, লোমকূপ, ও অন্যান্য অঙ্গ ও রথধ্বজ হইতে শরসমূহ
 নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই মহাশরজালে কৃষ্ণ ও অর্জুন সমাচ্ছন্ন
 হইলে, অশ্বখামা অতীব আনন্দসহকারে মেঘগভীর নিম্নে ভীষণ সিংহ
 নাদ করিতে লাগিলেন। তখন অরিনিস্তদন ধনঞ্জয় মহাবল অশ্বখামার
 সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে মাধব ! আচার্য্যপুত্রের
 অত্যাচার্য্য্য দর্শন কর। আমরা শরনিকরে পরিবৃত হইয়াছি বলিয়া উনি
 আমাদের গকে নিহতজ্ঞান করিতেছেন। বাহা হউক, আমি শিকাবলে
 সম্বরই উহার অভিলাষ ব্যর্থ করিতেছি, এই বলিয়া সহস্র রশ্মি যে রূপ
 নীহাররাশি বিধ্বস্ত করেন, তরুণ দ্রোণপুত্র নিকৃষ্ট এতোক শর জিহ্বা
 ছেদন করত নিপাতিত করিলেন, এবং অবিলম্বে উগ্রভর শরনিকর বিকীর্ণ
 করিয়া, সারপি, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও কুঞ্জরের সহিত সংশ্লষ্টকর্গণকে বিদ্ধ
 করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই সমরক্ষেত্রে যে যে ব্যক্তি যে যেদ্রুপে
 অবস্থিত ছিল, সকলেই আপনাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ
 করিতে লাগিল। সেই গাভীর বিনির্মুক্ত বিবিধ আয়ুধ সকল কি ক্রোশ-
 স্থিত কি সমুদ্রবর্তী সমস্ত নর ও মাতঙ্গগণকে ধ্বংস করিতে লাগিল।
 ভরপ্রহারে মদবর্ষী মত্ত মাতঙ্গগণের শুণ্ড সকল ছিন্ন হইয়া পরশু নিকৃষ্ট
 মহাজন্মের ন্যায় অবনীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অচলোদয় বৃহৎ-
 কায় মাতঙ্গগণ সাদিগ্গণের সহিত বজ্রাহত অচলের ন্যায় ধরাশায়ী
 হইল। মহাবাহু-ধনঞ্জয় বীরগণের অধিষ্ঠিত সুশিক্ষিত তুরঙ্গম যুক্ত গন্ধর্ব্ব-
 নগরোপম সুল্লর স্যন্দন সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া বিপক্ষ পক্ষীয় সুসজ্জিত
 অশ্বারোহী ও পদাতিগণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।
 কমান্তকালীন মরীচিমালী যেমন বীর রশ্মিজাল বিকর্ণ করত অস্ত্রাধি
 পরিভুক্ত করেন, মহাবল ধনঞ্জয় স্ত্রীক শরজাল বিস্তার করত সংশ্লষ্টক
 গণকে তরুণ নিপীড়িত করিয়া পুনরায় বজ্রাণি পুরন্দর বেক্ষত বজ্র

কর্ণ পর্ব ।

দ্বারী পর্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নারাচছারা আচার্য্যানন্দন অশ্বখামাকে সম্বর বিদীর্ণ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা সাতিশত্ৰু যোঁবাৰ্ঘিষ্ট হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি অন্তরাঙ্গি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দাত্য যেরূপ অপাংক্তেরদিগকে পরিত্যাগ করত পাংক্তের অর্ধি-গণের প্রতি গমন করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় সংশ্লুকগণকে পরিত্যাগ করিয়া সম্বর দ্রোণতনয়াভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায় । ১৮ ।

হে রাজন্ ! তখন নভোমণ্ডলস্থ শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় মহারথ অশ্বখামা ও ধনঞ্জয়ের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। সেই লোকভীষণ বীরদ্বয় পরস্পর শর নিকর বর্ষণকরত নভোমণ্ডলস্থ গ্রহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় নারাচছারা দ্রোণতনয়ের ক্রদেশের মধ্যভাগে বিদ্ধ করিলে, তিনি উদ্ধরশি দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুনও অশ্বখামার শত শত শরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া স্বীয় রশ্মিজালদ্বারা প্রদীপ্ত যুগান্তকালীন দিবাকরের ন্যায় স্ফোভমান হইলেন। অনন্তর বাসুদেব অভিভূত হইলে, অর্জুন অশ্বখামার প্রতি এক সর্বতোধার অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, এবং বজ্রাঘি ও যমদণ্ড সদৃশ শর রাজিহারা তাঁহাকে সমাহত করিলেন। অমিত তেজা রৌদ্রকর্ণা অশ্বখামা যে সমস্ত শরে মৃত্যুও ব্যথিত হন, অতিবগশালী তাদৃশ শর সমূহ দ্বারা কেশব ও অর্জুনের মর্মস্থান বিদ্ধ করিলেন। অর্জুন সবস্ত্র হইয়া অশ্বখামার শর সকল দ্বিগুণতর সুপুণ্ড শর বর্ষণ দ্বারা সংহরণ পূর্বক অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত সেই বীর-বরকে আচ্ছন্ন করিয়া সংশ্লুক সৈন্য মধ্যে আগমন করিলেন এবং সুমুক্ত বিশিখপুঞ্জ সহকারে, অপরাষ্ট্র শত্রুগণের ধনু, বাণ, তুণ, মৌরী বাহ করতলস্থ শস্ত্র, ছত্র, তেতু, অশ্ব, রথদণ্ড, বস্ত্র, মালা, ভূষণ, বর্ম, চর্ম, ও মস্তক সমুদয় ছেদন করিতে লাগিলেন। কৃতঘ্ন বোধপুরুষেরা সমরে যে সকল সুসজ্জিত রথ, অশ্ব ও হস্তীর উপর অবস্থিত করিতে ছিলেন, অর্জুন নিক্ষিপ্ত শরশতদ্বারা নিরস্ত হইয়া তৎসমুদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিপতিত হইতে লাগিলেন। কিরীট, মালা ও মুকুট কদম্বে সমুজ্জল, প্রভাকর, পদ্ম ও পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বদনাভিত, নর যন্তক সমস্ত তরু, অর্ধচন্দ্র ও

সুপ্রভা প্রভৃতি বাণ নিবহে কর্তিত হইয়া ধরাতে নিরন্তর পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও নিষাদ দেশীয় বীরগণ ঐরাবত সদৃশ গজবৃন্দে আরোহণ পূর্বক দেবারিদর্পহারী সুমহাতেজস্বী অর্জুনকে হনন করিতে অভিলাষী হইয়া ধাবমান হইলেন। ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের হতী সকলের বর্ষা, চর্ম্ম, কর, নিষাদী, ধ্বজ ও পতাকা সকল ছেদন করিলেন। পশ্চাৎ তাহারা বজ্রাহত শৈলশিখরের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইল।

সেই গজসৈন্য সকল এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন হইলে, বায়ুংঘেমন মেঘ-জালদ্বারা সমুদিত অংশুমালীকে আবৃত করে, সেইরূপ অর্জুন বালার্কবর্ণ শরসমূহ দ্বারা আচাধ্যাপ্ত্রকে আচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর দোণনন্দন শায়ক সমূহ দ্বারা অর্জুনের বাণ সমুদয় নিবারণপূর্বক, আকাশ মণ্ডলে বর্ষাকালের আরম্ভে মেঘ যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করত গর্জন কবে, কৃষ্ণ ও অর্জুনকে তদ্রূপ শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জুন সেই সমস্ত শস্ত্রদ্বারা পীড়িত হইয়া অশ্বখামা ও তদীয় অন্যান্য সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সহসা বাণাঙ্ক-কার অপনীত করিয়া সকলকেই স্পৃগু শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। সংগ্রামে সব্যাসাচী কোন সময়ে বাণ সকল গ্রহণ, সন্ধান বা পরিত্যাগ করিলেন, তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না; পরন্তু ক্রুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ ও পদাতি সকল পরস্পর সংঘটিত ও হত হইয়া রহিয়াছে, ইহাই সকলে দেখিতে পাইল। তখন অশ্বখামা সত্ত্বর হইয়া উৎকৃষ্ট দশটি শর সন্ধান-পূর্বক একরূপ সূকৌশলে নিক্ষেপ করিলেন যে, বোধ হইল যেন, একটি শত্রু নারাচ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ঐ নারাচ সকলের মধ্যে তিনি পাঁচটি দ্বারা অর্জুনকে এবং অপর পাঁচটি দ্বারা কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সেই কুবের ও ইন্দ্রতুল্য মানব মুখ্য কৃষ্ণ ও অর্জুন উক্ত বাণে আহত হইয়া, রুদ্ধির স্রাব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে তদ্রূপ অভিভূত দেখিয়া সকলে বিবেচনা করিল যে, ধমুর্ক্বেদে কৃতবিদ্যা অশ্বখামার প্রহারে তাহারা সমরে নিহত হইলেন। অনন্তর দশাহঁপতি কৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন, পার্থ! “আর অনবধান করিতেছ কেন? অবিলম্বে এই বোদ্ধাকে বিনষ্ট কর। ব্যাধির প্রতিকার উপেক্ষা করিলে, তাহা যেমন ক্রমে ক্রমে কষ্টকর ও দোষজনক হইয়া উঠে, ইনিও উপেক্ষিত হইলে সেইরূপ হইতে পারেন।” অগ্রমস্ত ধনঞ্জয় কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে তাহাই করিতেছি বলিয়া সান্তিশর প্রয়োগসংকারে বাণ বর্ষণদ্বারা, প্র-

আমার চন্দনসারচর্চিত ভূজযুগল, বক্ষঃস্থল, মস্তক ও অঙ্গুণম উরুদ্বয় ক্ষত-
বিক্ষত করিলেন । সমরে অতিমাত্র ক্রোধাসক্ত হইয়া তিনি গাণ্ডীবযুক্ত
বিকর্ণাস্ত্র সমূহদ্বারা অশ্বখামাকেও নিঃশেষে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার
অশ্বগণকেও বলগাচ্ছেদন পূর্বক ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন । বাণ-
বিদ্ধ বাহনগণ অশ্বখামাকে লইয়া অতিদূরে গমন করিল । হে আর্ঘ্য !
গোতমবংশাবতঃস মতিমান তরস্বী দ্রোণনন্দন অর্জুনশরে দৃঢ়তর অভি-
ভূত হইয়া বায়ুবেগগামী বাহনগণ দ্বারা স্থানান্তরিত হইলেন, এবং মনে
মনে বিবেচনা করত পুনর্বার প্রত্যাগমন পূর্বক পার্থের সহিত যুদ্ধ
করিতে আর অভিলাষী হইলেন না । তিনি জানিতেন যে, কৃষ্ণার্জুন
সংগ্রামে নিয়তই জয়ী হইয়া থাকেন ; সূতরাং হতোৎসাহ ও হতাত্মশত্রু
হইয়া কর্ণের রথাস্থনরসঙ্কুল সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অশ্বগণকে
সংযত ও আশস্ত করিয়া তথায় নিবিষ্ট হইলেন । মজৌবধি ও জিয়া-
যোগ দ্বারা দেহ হইতে ব্যাধি যেমন নিঃসৃত হয়, সেইরূপ অশ্বখামা
সমরে অনিচ্ছুক হইয়া অশ্বগণদ্বারা রণস্থল হইতে অপস্থত হইলে, কৃষ্ণ ও
অর্জুন বাতোকৃত পতাকাযুক্ত ঘোরতর শব্দশালী রথদ্বারা সংশ্লিষ্ট সৈন্য
গণেব ভূভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

উনবিংশ অধ্যায় । ১৯ ।

গজায় বহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর উত্তরদিকে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে
দণ্ডধারকর্তৃক বধ্যমান অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও পত্তিগণের মহাশব্দ সমুথিত
হইল । কেশব গরুড় ও বায়ুসম বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে
করিতেই সহসা রথবেগ নিবারণ করিয়া অর্জুনকে কহিলেন, অতুল্য
বিক্রমশালী মাগধ প্রবর দণ্ডধার শক্রবলসংহারকারী গজ, অস্ত্রশিক্ষা বা
সামর্থ্য, কোন বিষয়েই ভগদত্ত অপেক্ষা নূন নহেন ; অতএব অগ্রে
ইহাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ সংশ্লিষ্ট সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিও । তিনি
এই কথা বলিয়াই অর্জুনকে দণ্ডধার, সমীপে লইয়া গেলেন । গ্রহগণ-
মধ্যে অসহনীয় কেতুগ্রহের ন্যায় গজযুদ্ধে অসহনীয় সেই দারুণ কর্ণ-
কারী মাগধপ্রবর, ধূমকেতুরূপী উৎপাতগ্রহ যেমন সমগ্র ভূমণ্ডল বিলো-
ড়িত করে, সেইরূপ বিপক্ষদিগের সৈন্য সমুদয় প্রমথিত করিতে লাগি-
লেন । সেই বীরবর শক্রমর্দন ও মহামেষতুল্য গর্জনকারী গজাশ্বর সম

মহাভারত ।

সুসজ্জিত গজরাজে অবস্থান পূর্বক শরনিকর দ্বারা রথ সকল চূর্ণ এবং অসংখ্য মাতঙ্গ, অশ্ব ও মনুষ্যকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহার মাতঙ্গরাজ ও ভুরঙ্গসারথি সম্বলিত রথ সমুদায় ও মনুষ্যগণকে আক্রমণ পূর্বক পাদ দ্বারা মর্দন করিয়া কালচক্রের ন্যায় প্রকাণ্ড গুণ্ড দ্বারা অন্যান্য মাতঙ্গগণকে সংহার করিতে লাগিল । সেই ভৈরবী মাতঙ্গ-রাজের প্রভাবে বহুসংখ্য বর্ষসংবৃতগাঁজ অবারোহী ও পদাতি ধরাভলে বিপোখিত হইল ।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জ্যা, তল, ও রথচক্রের নিনাদে এবং যুদ্ধ, ভৈরবী ও অসংখ্য শত্ৰুর শব্দে পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব ও গজ সমাকীর্ণ রণস্থলে সেই মাতঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া উপনীত হইলেন । তখন দণ্ডধার দ্বাদশ শরে অর্জুনকে, ষোড়শ শরে কেশবকে ও তিন তিন শরে তাঁহাদের প্রত্যেক অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া বারবার সিংহনাদ করত ছাণ্য করিতে লাগিলেন । মহাবীর ধনঞ্জয় তদর্শনে সাতিশর ক্রুদ্ধ হইয়া তন্ন দ্বারা তাঁহার শর, শরাসন ও অলঙ্কৃত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া পাদ-রক্ষকগণের সহিত মহামাজকে সংহার করিলেন । গিরিব্রজেশ্বর দণ্ডধার তদর্শনে বৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অনিল ভূল্য বেগশালী স্তুপাংকট মাতঙ্গ দ্বারা বাহুদেবকে ধৈর্য্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত অর্জুনের উপর ভোমরাবাদ করিলেন । তখন পাণ্ডবদলের অর্জুন সুরঞ্জয় দ্বারা তাঁহার করিকর সম্মিত বাহুবল ও পূর্ণেন্দু সদৃশ মস্তক এককালে ছেদন করিয়া বহুসংখ্যক শর দ্বারা সেই মাতঙ্গকে বিদ্ধ করিলেন । হেমবর্ষধারী গজ-রাজ অর্জুনশরে সমাক্রম হইয়া রাজিকালে দাবায়ি প্রভাবে প্রদীপিত ঔষধপূর্ণ পর্কতের ন্যায় শোভমান হইল এবং শরাবাদজনিত বেদনার আর্তনাদ পরিত্যাগ পূর্বক কখন উত্তাস্ত কখন বা স্থলিত পদে ধাবমান হইয়া মহামাজের সহিত বজ্রবিদারিত শৈলের ন্যায় মহীভলে নিপতিত হইল ।

অনন্তর মহাবলশালী দণ্ডধীর ভ্রাতা দণ্ডধারের নিধন দর্শনে তুবার-গৌর স্বর্ণদানবিভূষিত হিম্মাচলশিখর সদৃশ উত্তুল্যমাতকে সমধিক্রম হইয়া অর্জুনের নিধনবাসনার তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন এবং সূর্য্যাস্ত-সম্মিত তিন ভোমরে বাহুদেবকে ও পাঁচ ভোমর ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন । অমিতভৈরবী অর্জুনও স্তূতিক্রুর দ্বারা উৎকণ্ঠাৎ তাঁহার বাহুবল ছেদন করিয়া ফেলিলেন । মহাবীর দণ্ডধর সেই চন্দনচর্চিত অলঙ্কৃত ভোমরসম্পন্ন ভূদগুণে ক্রুরদ্বারা

হিঙ্গ হইয়া শৈলশিখর হইতে পতিত মনোহর মহাসর্পযুগলের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে ঞ্গপং নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় অর্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা দণ্ডের মস্তক ছেদন করিলে, উহা কধিরাপ্লুত ও করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া অস্তাচল হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পরে মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার খেতাবসম্বিত হস্তীরে দিবাকরের করজাল সদৃশ শরজালে নির্ভিন্ন করিলেন। তখন সেই হস্তী অর্জুনশরে বিদ্ধ হইয়া আর্তনাদ পরিত্যাগ পূর্বক বজ্রাক্রান্ত হিমগিরির ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। তৎকালে মহাবীর অর্জুন দণ্ডধার ও দণ্ডের হস্তীদ্বয়ের ন্যায় অন্যান্য হস্তীদিগকে সংহার করিলেন। শত্রুসৈন্যগণ তদদর্শনে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করত স্থলিত হইয়া কোলাহলের সহিত সমরাস্রমে নিপতিত ও পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে অর্জুনের সৈনিক পুরুষগণ দেবগণ কর্তৃক পুরন্দর পরিবেষ্টনের ন্যায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করত কহিতে লাগিল, হে বীর! আমরা মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুগণ কর্তৃক নিভান্ত নিপীড়িত হইয়াছিলাম; তৎকালে তুমি যদি আমাদের রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে, আমরা ঐন্দ্রকপ যেরূপ শত্রুবিমাশে আহ্লাদিত হইতেছি, তাহারাও তখন আমাদের নিহত দর্শন করত সেইরূপ আনন্দিত হইত, সন্দেহ নাই। হে রাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় স্তম্ভদণ্ডের মুখে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, মর্গাদাঙ্গসারে তাঁহাদিগকে সংহার করত পুনরায় সংশ্লষ্টকগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

—:—

বিংশতিতম অধ্যায়। ২০।

হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর দণ্ডধার ও দণ্ড নিহত হইলে, অয়-শীল অর্জুন প্রত্যাগত হইয়া মঙ্গলগ্রহের ন্যায় বক্রভাবে সঞ্চরণ করত পুনরায় সংশ্লষ্টকগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। কোরবপক্ষীয় অশ্ব, রথ, কুঞ্জর ও যোধগণ পার্থ শরে নিপীড়িত হইয়া বিচলিত, ঘূর্ণিত, স্তম্ভ, পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ভল্ল, কুর, অর্ধচন্দ্র ও বৎসদণ্ড দ্বারা প্রতিবন্দী বীরগণের পরাক্রান্ত বাহন, ধ্বজ, শর, শরাঙ্গাদি, হস্ত, চতুর্ভুজ শস্ত্র, বাহু, মস্তক ও সারথি সমুদায়কে ছেদন

করিয়া ফেলিলেন। বুধভয়ুধ যেমন গাভীলাভার্থ অন্য বুধভকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র শূরগণ অর্জুনকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অভিযুখে ধাবমান হইল। হে মহারাজ ! দ্বৈলোক্য-বিজয়কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে অর্জুনের সহিত সেই বীরগণের তদ্রূপ লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় উগ্রায়ুধতনয় দন্দশূক সর্পগদৃশ তিন শরে অর্জুনকে বিদ্ধ করিল। ধনঞ্জয় তাহাব শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্তরে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন প্রাবটকালীন পবনেবিত্ত মেঘমণ্ডল যেমন হিমালয়কে আবৃত করে, তদ্রূপ সেই বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে অর্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র-নিকরে বিপক্ষ গণের অস্ত্র সমুদায় নিবারণ পূর্বক শরজালে বহুসংখ্য বীরকে সংহার করিয়া রথিগণের ত্রিবেণু, আয়ুধ, ভূগীর, চক্র, রথ, ধ্বজ, রশ্মি, যোদ্ধা, অক্ষ, রণের অধোভাগস্থ কাষ্ঠদ্বয় ও বর্ম্ম সমুদায় এবং অসংখ্য অশ্ব, পাক্ষি ও সাবথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জুনবিধ্বস্ত রথ সমুদায় অগ্নি, অনিল ও সলিলের প্রভাবে বিনষ্ট ধনিগণের গৃহ সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কুঞ্জবগণ অশনি সদৃশ শরনিকরে ছিন্নকবচ হইয়া বজ্রাঘিনির্ভিন্ন পর্ব্বতাগ্ৰস্থিত গৃত সমুদায়ের ন্যায় ধ্বংস-তলে নিপতিত হইল। অশ্বগণ অর্জুনের ভীষণ আঘাতে জিহ্বা ও অস্ত্র নির্গত হওয়াতে শোণিতাদ্র কলেববে ধবাসযা গ্রহণ করিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য অর্জুনের নাবাচে বিদ্ধ হইয়া শকায়মান, ব্লান, বিঘৃণিত, আলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দৈত্যঘাতন মহেন্দ্রের ন্যায় শিলাধৌত অশনি সদৃশ শরনিকরে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীরকে নিহত করিলেন। মহামূল্য বর্ম্ম ও ভূষণে মণ্ডিত মহাস্থপারী নানারূপ বীরগণ ও ধ্বজের সহিত ধনঞ্জয়ের শরে নিহত হইয়া সমরশয্যাশ্রয়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ ! ঐ যুদ্ধে পুণ্যকন্ধ্যা সংকুলোদ্ভব জ্ঞানসম্পন্ন বীরগণ নিহত হইয়া স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কৰ্ম্মকলে স্বর্গারোহণ করিলেন ; কেবল তাঁহাদের শরীর সমুদায় বহুধাতলে পতিত রহিল। অনুস্তর নানাজনপদাধ্যক্ষ জাতক্ৰোধ যোধগণ স্বগণ সমভিব্যাহারে মহারথ অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। গজাকূট, অশ্বারোহী, রণী ও পদাভিগণ জিঘাংসাপরবশ হইয়া বিবিধ অস্ত্র বর্ষণ করত তাঁহার অভিযুধীন হইতে লাগিল। তখন মহাতেজা ধনঞ্জয়, প্রবল বায়ু যেরূপ মহামেঘ-নিমুক্ত বাবিধারা নিবারণ করে, তদ্রূপ অশাণিত শর সমুদায় দ্বারা যোধগণ-

নিম্নুক্ত অস্ত্রবর্ষণ নিবারণ করত তাহাদিগকে অথ, পদাতি, মাতঙ্গ ও রথ সমূহের সহিত বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

সেই সময় মহামতি কেশব ধনঞ্জয়কে সর্বোধন পূরক कहিলেন, যে অর্জুন! তুমি কি বুঝা জীড়া করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ? অবিলম্বে এই সংশ্লুকগণকে সংহার করিয়া কর্ণবিনাশে যত্ববান হও। মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া দানবনিষ্পদন বাসবেব ন্যায় বলবীৰ্য্য প্রদর্শন পূরক শব্দদ্বারা অবশিষ্ট সংশ্লুকগণকে নিপাত্তিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জুন যে কথন শর গ্রহণ, কথন শব সন্ধান বা কখন শরশিক্ষণ করিলেন, তাহা কেহই অবগত হইতে সমর্থ হইল না। মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের হস্তাঘাত দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। যেমন মরালকুল শরোবরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই শুভ্রবর্ণ শরনিকর সৈন্যমাধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এই প্রকারে সেই মহাজনক্য সমুপস্থিত হইলে, মহাত্মা বাসুদেব সমরক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়া অর্জুনকে कहিলেন, হে ধনঞ্জয়! এক হুর্ঘ্যো-ধনের অপরাধে এই ভয়াবহ ভরতকুলক্য ও রাজগণের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, ধনুর্ধরগণের রাশি রাশি হেমপৃষ্ঠ পরাসন, শরশৃষ্টি, তুণীর, স্তবর্ণপুষ্প নৃতপর্ক শর, নিম্নোক্তনিম্নুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ তৈলধৌত নারাজ, হেমভূষিত বিচিত্র তোমর, কনক, পৃষ্ঠ চন্দ্র, স্তবর্ণনির্ম্মিত প্রাস, কনকভূষিত শক্তি, হেমমুত্র পরিবেষ্টিত ভীষণ গদা, স্তবর্ণমণ্ডিত পট্টিশ স্তবর্ণদণ্ডযুক্ত পরশু, ভীষণ পরিষ, ভিন্দিপাল, ভুজঙ্গী, লৌহময় প্রাস ও ভীষণ মূল প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় নিপাত্তিত রহিয়াছে। জয়াভিলাষী বীরগণ বিবিধ অস্ত্র ধারণ পূরক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোদ্ধগণ গদাভিযুক্ত কলেবর খুন্সচূর্ণিত মস্তক এবং হস্তী অথ ও রথ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া পতিত রহিয়াছে। শর, শক্তি, খটি, তোমর, খজা, প্রাস, পট্টিশ, নখর ও লণ্ড প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন, কধিরপরিপ্লুত মনুষ্য, অথ ও হস্তী সমূহের শরীরে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে। বীরগণের তলত্র ও অক্ষদযুক্ত চন্দ্র-লিপ্ত বাহু, অঙ্গুলিভ্রাণ ক্র অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, ধরিশুভোপম উরু এবং চূড়ামণি ও কুণ্ডল ভূষিত মস্তক সমূহ দ্বারা রণভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হেমকিকিণীযুক্ত রথ সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অসংখ্য শোণিতলিপ্ত অথ, রথাস্থিত কাষ্ঠ, তুণীর, পতাকা, ধ্বজ, যোদ্ধ-গণের মহাশয় পাণ্ডুবর্ণ প্রকীরণ, নিম্নুক্ত রণশয়ান শৈলাকার মাতঙ্গ,

বিচিত্র পতাকা, নিহত গজযোধী, মাতঙ্গগণের বিচিত্র কব্জল, গজচূর্ণিত ঘণ্টা, বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত দণ্ড, অক্ষুণ্ণ, অশ্বগণের যুগশেখর, রত্নচিত্রিত বশ্ম, সাদিগণের ক্ষজাগ্রে বিদ্ধ সুবর্ণমণ্ডিত বিচিত্র কব্জল, অশ্বগণের সুবর্ণখচিত্ত মণিমণ্ডিত রাজ্যের আন্তরগ, নৃপতিগণের কাঞ্চনমালা, চূড়ানি, ছত্র ও চামর সকল নিপতিত রহিয়াছে। ভূপালগণের কুণ্ডলালঙ্কৃত চন্দ্রনক্ষত্র-সমপ্রভ, অক্ষয়কৃত বদনমণ্ডল চতুর্দিকে নিপতিত থাকিতে সমরভূমি বিকসিত পদ্ম ও কুমুদযুক্ত সরোবরের ন্যায়, শরৎকালীন চন্দ্রনক্ষত্র ভূষিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইয়াছে। হে অর্জুন! এই সমস্ত দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি সমরক্ষেত্রে আপনার উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ; তুমি যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছ, দেবরাজ তিন্ন আর কেহই এরূপ কর্ত্ত্ব করিতে সমর্থ হয় না।

হে রাজন! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাহুদেব অর্জুনকে এই প্রকারে সমরক্ষেত্রে প্রদর্শন করত গমন করিতে করিতে দ্রুগোধনের বল-মধ্যে শঙ্খ, ছল্লুতি, ভেরী ও পণবের ধ্বনি এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও অস্ত্র সমুদায়ের ঘোর নিনাদ শ্রবণ করিলেন। তখন তিনি সেই বায়ুবেগগামী অশ্ব সকল সঞ্চালন পূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পাণ্ডুরাজ কোঁরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে শর দ্বারা নিপাড়ন করিতেছেন। তদর্শনে তিনি সাতিশয় বিষয়াপন্ন হইলেন। তখন শকুনিপাতন মহাবীর পাণ্ড্য অস্ত্রকের ন্যায় ও অশুরনিপাতী পুরন্দরের ন্যায় বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা অরাতি-গণের শর সমূহ ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিপাতিত করিতেছেন।

— — —

একবিংশতিতম অধ্যায় । ২১ ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি পূর্বেই লোকবিখ্যাত পাণ্ডুরাজ প্রবীরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছ, কিন্তু তাঁহার সমরকার্য্য কীর্ত্তন কর নাই। অতএব এক্ষণে তাঁহার বিক্রম, শিক্ষাপ্রভাব বলবীৰ্য্য ও দূৰ্ণ আমার নিকট সবিস্তরে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! যিনি ধনুর্বিদ্যাবিশারদ আপনাত্রে মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবল ভীষ্ম, জ্যেষ্ঠ, কৃপ, অশ্বখামা, কর্ণ, অর্জুন ও কেশবকে বনবীৰ্য্য দ্বারা পরাজিত করিতে সমর্থ হন, যে মহাবীর কাঁহাকেও কখন আত্ম সদৃশ জ্ঞান করেন না, যিনি আপনাকে কর্ণ ও ভীষ্মের সমকক্ষ ও

কেশব ও ধনঞ্জয় হইতে কোন অংশে নান বলিয়া স্বীকার করেন না ; সেই শত্রুধর শ্রেষ্ঠ মহীপতি পাণ্ডুরাজ প্রকোপিত অস্ত্রকেন্দ্র ন্যায় হস্ত-পুঞ্জের সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন । বহুসংখ্যক রথাস্থ পদাতিসমাকুল সৈন্য সকল পাণ্ডুরাজ শরে নিপীড়িত হইয়া সমরস্থলে কুলাল চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল । শত্রুনিহন পাণ্ডুরাজ প্রবল বায়ুযে রূপ জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করে, তজ্জপ শর সমূহ দ্বারা অশ্ব, রথ, ধ্বজ, আয়ুধ, কুঞ্জর ও সারথি সকলকে বিধ্বস্ত করিয়া সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন । আরোহি সম্বলিত কুঞ্জরগণ পাণ্ডুরাজের ভীষণ শরাঘাতে ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধবিহীন হইয়া পাদ-রক্ষকদিগের সহিত জীবন পরিত্যাগ পূর্বক বজ্রবিদারিত শৈলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল । ঐ মহাবীর সুশাগিত শরনিকর দ্বারা শক্তি, প্রাণ ও তুণীরধারী রণবিশারদ অশ্বারূঢ় বলবীৰ্য্য সম্পন্ন পুলিন্দ, খশ, বাহুলীক, নিবাদ, অন্ধক, কুণ্ডল, দাক্ষিণাত্য ও ভোজগণকে অস্ত্র শস্ত্র পরিশূন্য করিয়া সংহার করিলেন ।

তখন মহাবীর অশ্বখামা অশঙ্কিত চিত্ত পাণ্ডুরাজকে শর সমূহদ্বারা সেই চতুরঙ্গিণী সেনা বিনষ্ট করিতে দেখিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং হাস্যমুখে মধুরবাক্যে তাঁহারে সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন, হে কমললোচন মহারাজ ! তুমি সংকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার বল ও পৌরুষ সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তুমি পরাক্রমে দেবরাজ সদৃশ । তুমি বিশাল ভূজঙ্গ দ্বারা বিস্তৃত মোকীবীযুক্ত শরাসন বিস্ফারণ করত মহামেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া শত্রুগণের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতেছ । আমি এক্ষণে এই সংগ্রামে আনা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাই না । অরণ্যে ভীষণ পরাক্রম সিংহ যেমন নির্ভীকচিত্তে মৃগগণকে বিনষ্ট করে, তজ্জপ তুমি একাকী অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির প্রাণ সংহার করিতেছ এবং ভীষণ রথনিহনে ভূমণ্ডল ও নতোমণ্ডল কম্পিত করত শয়ানাশকারী শুল্কায়মান মহামেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছ ; অতএব তুমি এক্ষণে তুণীর হইতে ভূজঙ্গম সদৃশ সুনিশিত শর সমূহ সমুদ্রুত করিয়া অন্ধক যেরূপ শূলপাণির সহিত ভূমলগুদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তজ্জপ আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও । মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য অশ্বখামার এইরূপ বাক্যবাণে তাড়িত হইয়া তথাস্ত বলিয়া কর্ণদ্বারা জেবণতনয়কে বিদূ করিলেন । তখন দ্রোণতনয় হাস্য করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিস্কুলিঙ্গ

সদৃশ উগ্র মর্ষভেদী শর নিকরে পাণ্ডাকে নিপীড়িত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি দংশনী গতি সংযুক্ত মর্ষভেদী শর সকল পরিত্যাগ করিলেন । মহাবীর পাণ্ডা নিশিত নয় শরে তৎক্ষণাৎ সেই নারাচনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । তদনন্তর তিনি চারি শরে দ্রোণতনয়ের অশ্বগণকে নিপীড়িত ও নিহত করিয়া শর নিকরে তদীয় শর নিকর ও বিস্তৃত জ্যা ছেদন করিলেন । অনন্তর শত্রুবিষাভী দ্রোণতনয় স্বীয় শরাসনে অন্য জ্যারোপণ পূর্বক দেখিলেন যে, পরিচারকগণ তাঁহার রথের অন্যান্য উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায় সংযোজিত করিয়াছে । তখন তিনি বহু-সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্বক নভোমণ্ডল ও দিম্বুণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । পুরুষপ্রবর পাণ্ডা অশ্বখামার শরনিকর নিঃশেষিত হইবার নহে অবগত হইয়াও তদ্বিক্রিপ্ত শর সমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার চক্র-রক্ষকদ্বয়কে বিনাশ করিলেন ।

অনন্তর মহাতেজা অশ্বখামা পাণ্ডারাজের লঘুহস্ততা সন্দর্শন করিয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্বক জলদনির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ মহাবীর দিবার অর্দ্ধপ্রহর মধ্যে আট আটটি বৃষভ সংযোজিত অষ্ট শকটপূর্ণ শর সমূহ নিক্ষেপ করিয়া নিঃশেষিত করিলেন । তৎকালে যে যে ব্যক্তি অস্ত্রকের অস্ত্রক সদৃশ ক্রৌঞ্চ-পরবশ অশ্বখামাকে সন্দর্শন করিল, তাহার প্রায় সকলেই বিমোহিত হইল । হে মহারাজ ! এইরূপে মেঘমণ্ডল যেরূপ গ্রীষ্মাবসানে শৈল-বনস্পতি পূর্ণ পৃথিবীতে বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবলশালী অশ্বখামা অরাতিসৈন্যের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন ভূপাল-শ্রেষ্ঠ পাণ্ডা হৃষ্টচিত্তে বায়বাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই দ্রোণতনয়নির্ম্মুক্ত শরনিকর নিবারণ করত সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবীর দ্রোণকুমার পাণ্ডারাজের গর্জন শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার চন্দনাগুরুমণ্ডিত মলয়প্রতিমধ্বজ ও অশচ্যুত্বয় নিপাতিত করিয়া এক শরে সারথিকে সমালয়ে প্রেরণ পূর্বক অর্দ্ধচক্র বাণ দ্বারা জলদনিষ্পন্ন শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার রথ চূর্ণ করিয়া অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করত তদ্বিক্রিপ্ত অস্ত্রসকল নিরাকৃত করিলেন । তৎকালে দ্রোণাশ্বজ অশ্বখামা পাণ্ডারাজকে সংহার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে বিনষ্ট করিলেন না ।

এই অবশরে মহারথ কর্ণ পাণ্ডবগণের নাগবল ও অন্যান্য সৈন্য

সমুদয় বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি রথিগণকে রথবিহীন করিয়া অসংখ্য শরে অশ্ব ও হস্তিগণকে সাতিশয় নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । তখন এক সুসজ্জিত মহাবল পবাক্রান্ত হস্তী আরোহিবিহীন ও অশ্বখামার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রতিবন্দী হস্তীর প্রতি তর্জন গর্জন করত মহাবেগে পাণ্ডুর অভিমুখে ধাবমান হইল । তখন করি-
বুদ্ধে স্থনিপুণ গলয়ধ্বজ পাণ্ড্য সংগ্রামে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক কেশরীর শৈলশিখরে আরোহণের ন্যায় সেই মাতঙ্গ পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং অঙ্কুশাঘাত দ্বারা উহার ক্রোধ সমুদীপিত করিয়া নিহত হইলি নিহত হইলি বলিয়া অশ্বখামার প্রতি বারবার তর্জন গর্জন করত ক্রোধতরে তাঁহার প্রতি এক দিবাকর প্রভ প্রথর তোমর নিক্ষেপ পূর্বক আনন্দিত চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করত তাঁহার মণি, হীরক, সুবর্ণ ও মুক্তাহারে সমলঙ্কৃত কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন । সেই চক্র, সূর্য্য, গ্রহ ও পাবক সদৃশ দ্যুতিমান কিরীট পাণ্ডুর শরে ছিন্ন হইয়া বজ্রাভিহত পর্বত শৃঙ্গের ন্যায় ক্ষয় করত ভূতলে নিপতিত ও চূর্ণ হইয়া গেল । তখন মহারণ অশ্বখামা পাদাহত ভূজঙ্গের ন্যায় ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া যমদণ্ডসমূহিত চতুর্দশ শুর গ্রহণ পূর্বক পাঁচ শরে হস্তীর পাদচতুষ্টয় ও শুভ্র, ত্রিাশ শরে পাণ্ডুর বাহুদ্বয় ও মস্তক ছয় শরে তাঁহার ছয় অঙ্গুলকে আহত ও নিপাতিত করিলেন । তখন পাণ্ডুরাজের চন্দনচর্চিত, সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও হীরকে সমলঙ্কৃত সুদীর্ঘ সুবৃত্ত ভূজয়ুগল ভূতলে নিপতিত হইয়া গুরুড়নিহত উরগদ্বয়ের ন্যায় বিলুপ্তিত হইতে লাগিল । তাহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণচন্দ্র সমপ্রভ বোমকষারিতলোচন আনন ও ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া বিশাখা নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যগত চন্দ্রমার ন্যায় অপূর্ণ শোভা ধারণ করিল । সমরবিশারদ মহাবীর অশ্বখামা এইরূপে পাণ্ডুরাজের
দেহ তিন শরে অংশচতুষ্টয়ে এবং তাঁহার হস্তীর দেহ পাঁচশরে অংশযষ্ঠে বিভক্ত করিতে সেই দশধাবিত্তর দেহদ্বয় ইন্দের বজ্র দ্বারা বিভক্ত দশ দৈবত হবির ন্যায় সমরক্ষেত্রে নিপতিত রহিল ।

• হে রাজর্ষ ! এইরূপে মহাবীর পাণ্ড্য বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, পু ও মনুষ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্রব্যাদগণের তৃপ্তিসাধন পূর্বক অশানাগ্রি যেক্রপ ক্ষত কলেবররূপ অধা লাভ করত সলিল দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণতনয়ের শরাঘাতে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন । তখন আপনার পুত্র রাজা কৃতসিধন সুহৃদগণের সহিত সেই কৃতকার্য দেবদেবীর সন্নিধান উপনীত হইয়া দেবরাজ যেমন বলাসুর্বিজয়ী

বিষ্ণুরে অর্জনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরমাত্মাদিত চিত্তে সমুচিত উপ-
চারে তাঁহার সৎকার করিলেন ।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় । ২২ ।

যুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! এইরূপে দ্রোণকুমার অশ্বখামা মহীপতি
পাণ্ডাকে বিনষ্ট এবং সূতপুত্র কর্ণ একাকী অরাতিগণকে বিজ্ঞাবিত
করিলে, মহাবীর অর্জুন কি কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল ? পাণ্ডু-
তনয় ধনঞ্জয় বলবীৰ্য্যসম্পন্ন ও অস্ত্রে কৃতবিদ্যা । দেবাদিদেব ত্রিলোচন
তাঁহাকে সর্বভূতের অজ্ঞের বলিয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন ; অতএব
সেই অর্জুন হইতেই আমার সাতিশয় ভয় উপস্থিত হইতেছে । যাহা
হউক, সেই বীর তৎকালে রণস্থলে কি করিতে লাগিল, তাহা আমার
নিকট বিশেষরূপে কীৰ্ত্তন কর ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! নরপতি পাণ্ডু নিহত হইলে, মহামতি
বাসুদেব সত্তরে অর্জুনের হিতসাধনার্থ তাঁহাকে কহিলেন, হে পার্থ !
একগণে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আর দৃষ্টিগোচর হইতেছেন নী । * অন্যান্য পাণ্ডব
গণও প্রস্থান করিয়াছেন । তাঁহারা প্রত্যাগত হইলে, বিপক্ষীয় সৈন্য-
গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেন । ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ অশ্বখামার অস্ত্রাঘা-
তসারে স্তম্ভরগণকে নিহত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল চূর্ণ করিয়াছে ।
হে রাজন্ ! বাসুদেব এই সমস্ত বাক্য অর্জুনেব কর্ণগোচর করিলে,
মহাবীর অর্জুন স্বীয় ভ্রাতার মহাভর শ্রবণ ও দর্শন করিয়া বাসুদেবকে
কহিলেন, হে মাধব ! শীঘ্র রথ সঞ্চালন কর । মহামতি বাসুদেব অর্জু-
নের বাক্যানুসারে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ
করিলে, পুনরায় তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল । নির্ভরচিন্তা ভীমসেন
প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও কর্ণপ্রভৃতি কৌরবগণ পুনরায় সম্মিলিত হইলেন ।
অনন্তর পাণ্ডবগণের সহিত মহাবীর কর্ণের পুনরায় যমরাষ্ট্রবর্ধন তুমুল সং-
গ্রাম আরম্ভ হইল । উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের বিনাশবাসনার বিবিধ
বাণ, পরিষ, অসি, পিষ্টিক, তোমর, মৃবল, ভূষুতি, শক্তি, ঞ্জি, পরশু,
গদা, প্রাস, কুস্ত, তিন্দিপাল ও অঙ্কুশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া
নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বায়ু, তল ও রথনির্ঘোষে দিগ্ধ-
ওল, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পশুপতীর

অভিমুখে গমন করিলেন। বীরপুত্রেরা সেই শঙ্গে সাতিশশ আত্মাদিত হইয়া বিবাদ শেষ করিবার বাসনায় বীরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈন্যাগণ শরাসন, তলত্র ও জ্যার নিষন, করিগণের বৃংহিত, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার ও শূরগণের বিবিধ তলশব্দ ও তর্জন গর্জন শ্রবণ করিয়া সাতিশশ ভীত, স্তান ও নিপতিত হইল।

তখন মহাবীর কর্ণ সেই শব্দায়মান অস্ত্রবর্ষী বীরগণের অনেককেই সংহার পূর্বক শরনিপাতে পাঞ্চালগণের অশ্ব, সারথি ও স্বজযুক্ত বিংশতি রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবলশালী প্রধান প্রধান বীরগণ শরজালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ণকে বেটন করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদর্শনে শরনিকর বর্ষণ পূর্বক যুগপতি হস্তী যেমন সারসকুলসমাকীর্ণ কমলবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ শত্রুসৈন্য সমুদায় বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বীর শত্রুগণমধ্যে সমুপস্থিত হইয়া শরাসন আক্ষালন পূর্বক নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের চর্ম্ম ও বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন কোন ব্যক্তিকেই মহাবীর কর্ণের দ্বিতীয় বাণস্পর্শ সহ্য করিতে হইল না। সারথি যেমন অশ্বের উপর ক্রোধাত করে, সেইরূপ তিনি শত্রুসৈন্যাগণের তলত্রের উপর বর্ম্ম, দেহ ও অস্ত্র সংহারক শরনিকরের আঘাত করত সিংহ যেরূপ মৃগগণকে মর্দন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বলপ্রকাশ করত পাণ্ডু, স্বয়ং ও পাঞ্চালগণকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর গর্ভপুত্র, বৃন্দান এবং নকুল ও সহদেব হইারা সমবেত হইয়া কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। যোধগণ ঐ সমস্ত মহাবীরকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রাণপণে পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সিংহনাদ পরিত্যাগ, সংগ্রামার্থ আত্মান ও লক্ষ্যপ্রদান পূর্বক সমুদ্রত কালদও সদৃশ গদা, মুষল, পরিষ গ্রহণ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল এবং পরস্পর পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া শোণিত বমন পূর্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন কাহার মস্তক বহির্গত, কাহার নয়নদ্বয় উৎপাটিত এবং কাহারও বা আয়ুধ সকল ইতস্ততঃ নিপতিত হইল। কতকগুলি সৈন্য শরপূর্ণকলেবর হইয়া কধিরলিপ্ত দশন-পঙ্কিবিরাজিত, দাড়িম সন্নিভ বস্ত্র দ্বারা জীবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতকগুলি সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শত্রুগণকে পরন্তু দ্বারক তক্ষণ, পটিষ্ট্র ও অসি দ্বারা ছেদন, শক্তি দ্বারা বিদারণ, তিন্দিপাল দ্বারা নিক্ষেপ

এবং নখর, প্রাণ ও তোমর দ্বারা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে সৈন্যগণ পরস্পর নিহত হইয়া শোণিতধারা বর্ষণ পূর্বক ছিন্ন রক্তচন্দন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশয়্যায় শয়ন করিতে লাগিল। রথী কর্তৃক রথী, হস্তী কর্তৃক হস্তী, পদাতি কর্তৃক পদাতি ও অশ্ব কর্তৃক অশ্ব নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ধ্বজদণ্ড, করিণ্ড ও এবং মনুষ্যগণের মস্তক হস্ত ও ছত্র সমুদায় ক্ষুর, তল ও অর্ধচক্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী ও রথ সমবেত অশ্ব সকল বিমর্দিত হইল। হস্তী সমূহ অশ্বারোহী কর্তৃক ছিন্নশৃঙ ও নিহত হইয়া পতাকা ও ধ্বজের সহিত পর্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য অশ্বারোহী পদাতি দ্বারা ও পদাতিগণ অশ্বারোহী দ্বারা নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। মৃত মানবগণের বদনমণ্ডল ও কলেবর হৃদিত পদ্ম ও স্নান মালাদামের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দ্বিরদ, অশ্ব ও মনুষ্য গণের পরগ রমণীয় রূপ পঙ্কজ বসনের ন্যায় সাতিশয় মলিন ও হ্রস্বীকৃত হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় । ২৩ ।

—০ঃ—

হে রাজন্! তখন দুর্ঘোষনপ্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রীগণ ধৃষ্ট-
 ছায়কে সংহার করিবার নিমিত্ত একান্ত জুড় ও জিঘাংসাপরবশ হইয়া
 করিসৈন্যগণের সহিত তাঁহার অভিনুখে ধাবমান হইল। গজবৃদ্ধবিশারদ
 প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেঘল,
 কোশল, মদ্র, দর্শান, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ সকল মিলিত হইয়া
 জলধারাবর্ষী জলদমণ্ডলের ন্যায় শর, তোমর ও নারাচ সমূহ বর্ষণ করত
 পাকালসৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাকাল-
 তনয় ধৃষ্টহায় সেই পাকি, অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ দ্বারা সঞ্চালিত অচলোপম কুঞ্জ
 গণকে নারাচ ও শর সমূহে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদের মধ্যে কোন কোন-
 টারে দশ, কোন কোনটারে ছয় ও কোন কোনটারে আট বাণে বিদ্ধ
 করিলেন। তখন পাণ্ডব ও পাকাল পক্ষীয় বীরগণ জগদপুত্রকে মেঘা-
 ছন্ন দিনকরের ন্যায় সেই করিসৈন্য সমাচ্ছন্ন করিতে দেখিয়া নিশিত
 অস্ত্র ধারণ পূর্বক সিংহনাদ করত অতিবেগে ধাবমান হইল এবং মাতঙ্গ-
 ক্ষণের উপর শর বর্ষণ করত জ্যানিষোঁষ ও তলধ্বনি সুধাকারে নৃত্য করিতে

লাগিল । বীৰ্য্যবান্ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, চৈকিতান, দ্রোণ-
দীর্ঘ পঞ্চপুত্র ও প্রভঙ্গগণ মেঘের পর্কতোপরি সলিল বর্ষণের ন্যায় সেই
করিগণের উপর শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । করিগণ বীরগণের
শরাঘাতে নিতান্ত ক্লান্ত ও স্তম্ভগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া অথ, মনুষ্য ও
রথিগণকে ওঁও দ্বারা উত্তোলন, পদ দ্বারা মর্দন ও দস্তাঘাতে বিদারণ
পূর্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিল । বহুসংখ্যক বীর হস্তিগণের দন্তে সংলগ্ন
হইয়া ভীষণ বেগে নিপতিত হইল ।

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি নারাচ দ্বারা নিবটবর্তী বঙ্গাধিপতির মাত-
ঙ্গের মর্ষভেদ করিয়া নিপাতিত করিলেন । বঙ্গরাজ সেই নিহত মাতঙ্গ
হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে
সাত্যকি তাঁহার বক্ষঃস্থলে নারাচ নিক্ষেপ পূর্বক তাঁহারেও ধরাশাং
করিলেন । তখন মহাবীর সহদেব নারাচত্রেয় পুণ্ড্রের পর্কতাকার হস্তীর
পাতাকা, বর্ষ ও ধ্বজ এবং মহামাত্রকে ছেদন পূর্বক তাঁহারে সংহার
করিয়া পুনরায় অঙ্গাধিপতিপুত্রের অভিমুখে ধাংমান হইলেন । মহাবল-
শালী নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া শমনদণ্ডের ন্যায় তিন নারাচে
অঙ্গরাজতনয়কে ও শত নারাচে তাঁহার হস্তীকে নিপীড়িত করিলেন ।
তখন অঙ্গরাজতনয় ক্রোধভরে নকুলের প্রতি সূর্য্যকিরণ তুল্য আট শত
তোমর নিক্ষেপ করিলে, মাদ্রীতনয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রত্যেক অস্ত্র ত্রিধা
ছেদন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।
অঙ্গরাজতনয় এই প্রকারে নকুলশরে নিহত হইয়া স্বীয় মাতঙ্গের সহিত
ধরাতলে নিপতিত হইলেন । করিশিখাবিশারদ অঙ্গরাজতনয় নিহত
হইলে, অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রোধপরবশ হইয়া নকুলকে সংহার করি-
বার মানসে স্বর্ণময় রক্ষু ও তম্বুচ্ছদগম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্কতাকার
গজযুগ্ম লইয়া তাঁহার অভিযুখীন হইল । মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ
ও তাম্রলিঙ্গ দেশীয় বীরপুরুষেরা জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার উপর
অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল । তখন পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও
সৌম্যকগণ নকুলকে মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অস্ত্রাচ্ছন্ন অবলোকন
করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার রক্ষার্থ তথায় উপনীত হইলেন । তৎপরে
সেই করিযুথের সহিত শর তোমরবর্ষী রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ
হইল । রথিগণের নারাচে মাতঙ্গগণের কুন্ত, মর্ষ ও দস্ত সমুদয় বিদীর্ণ
ও ভূষণ সকল বিনশীর্ণ হইতে লাগিল । মহাবীর সহদেব স্তম্ভক শরসমূহ
স্বাক্ষা আটটি মহাগজের প্রাণবিনাশ করিয়া তাহাদিগকে আরোহিগণের



সহিত ধরাতলে নিপাতিত করিলেন । মহাবীর নকুলও উৎকৃষ্ট শরাসন আকর্ষণ করিয়া বক্রগতি নারাচ সমূহ দ্বারা মাতঙ্গগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । সেই সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জৌপদেয় ও পান্ডবগণ বৃহদাকার নাগগণের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই শৈলপ্রমাণ হস্তী সকল পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধগণের বারিদ্ভাবিত পুণ্ড্র বারিধারার ন্যায় শর ধারায় নিহত হইয়া বজ্রাহত শৈলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল । এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় রথী ও হস্ত্যারোহী সকল কৌরবপক্ষীয় মাতঙ্গগণকে নিপাতিত করত অন্যান্য শত্রু-সৈন্যগণকে ভিন্নকূল নদীৰ ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে বিলোড়িত ও বিক্ষোভিত করত পুনরায় কর্ণাভিমুখে ধাবমান হইলেন ।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় । ২৪ ।

হে নরনাথ ! তখন মহাবীর হুঃশাসন সহদেবকে ক্রুদ্ধচিত্তে শত্রু-বিনাশে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন । মহারথগণ ঐ মহাবীরদ্বয়কে পরস্পর যুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করত ধ্বজপট বিকম্পিত করিতে লাগিলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত হুঃশাসন রোসাবিষ্ট হইয়া তিন শর দ্বারা সহদেবের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর সহদেবও সপ্ততি নারাচ দ্বারা হুঃশাসনকে প্রহার করত তিন শর দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন । তখন মহাবীর হুঃশাসন সহদেবের শরাসন ছেদন করিয়া ত্রিসপ্ততি শর দ্বারা তাঁহার বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । পাণ্ডুপুত্র সহদেব তদর্শনে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া অচিরাতঃ খড়্গা ধারণ পূর্বক হুঃশাসনের প্রতি নিষ্কেশ করিলে, উহা তাঁহার জ্যা ছেদন পূর্বক অশ্বরতলপরিত্রষ্ট ভূজস্বের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল । তখন তিনি অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক হুঃশাসনের প্রতি এক স্ত্রীক্ষ শর নিষ্কেশ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত হুঃশাসন সেই যমদণ্ড সদৃশ শর আগমন করিতে দেখিয়া স্ত্রীক্ষ খড়্গ দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তদনন্তর তিনি সহদেবের প্রতি সেই খড়্গা নিষ্কেশ পূর্বক অবিলম্বে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন । মহাবীর সহদেব সেই খড়্গা সমাগত দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে অশাণিত শব্দসমূহ

কর্ণ পর্ব ।

দ্বারা সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবলশালী হুঃশাসন সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া চতুঃষষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সহদেব সেই সকল শর দ্রুতবেগে সমাগত দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং হুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য শরবর্ষণ করিলেন। হে রাজন্! আপনার আশ্রয় হুঃশাসনও তিন তিন শরে সহদেবনিষ্কিপ্ত প্রত্যেক শর খণ্ড খণ্ড করত পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শর-নিকরে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সহদেব রোষপরবশ হইয়া বলপূর্বক শরাসন আকর্ষণ করত হুঃশাসনের প্রতি কালাস্তক যমোপম এক ভীষণ শর প্রয়োগ করিলে, উহা মহাবেগে তাঁহার কবচ ভেদ করত ভুজঙ্গ যেক্রপ বক্ষীকমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর হুঃশাসন সেই শর-ঘাতে বিমোহিত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য অবলোকন করিয়া এবং স্বয়ং নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সম্বরে ভীতমনে রণস্থল হইতে রথ অপসারিত করিল। হে মহারাজ! মহাবীর সহদেব এইরূপে আপনার তনয় হুঃশাসনকে পরাজয় করিয়া মনুষ্য যেমন রোব-ভরে পিপীলিকাগু বিমর্দিত করে, সেইরূপ রাজা হৃষ্যোধনের সৈন্য সমুদয় প্রমথিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় । ২৫ ।

হে রাজন্! এদিকে মহাবীর কর্ণ মাজীপুত্র নকুলকে কৌরবসৈন্য বিদ্রাবণে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! আমি বহুকালের পর অতুল দৈববলে তোমার নয়রগোচর হইলাম। হে পাপক্যুরিন্! তুমিই এই অনর্থপরম্পরা, বৈর ও কলহের কারণ। তোমার দোষেই কৌরবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। অতএব এক্ষণে তুমি আমার প্রতাপ অবলোকন কর। অদ্য আমি তোমাকে সংহার করিয়া কৃতকার্য ও বিগতজ্বর হইব।

মহাবীর সূততনয় নকুলের মুখে রাজতনয়ের বিশেষতঃ ধনুর্দ্বয়ের সুসুচিত বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, হে বীর। তুমি আমাকে প্রহার

কর। অদ্য আমি তোমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিব। হে শূর! অগ্রে সমরে বীরোচিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ বাগ্জাল বিস্তার করা তোমার কর্তব্য। বীরগণ অনর্থ বাক্য ব্যয় না করিয়া যথাশক্তি হ্রস্ব করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজ আমি তোমার দৰ্প চূর্ণ করিব।

মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া সম্বরে ত্রিসপ্ততি শরে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নকুল স্তম্ভপুত্রশরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া, আশীবিধ সদৃশ ভয়ঙ্কর অশীতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ সুবর্ণপুঞ্জ নিশিত শরনিকরে নকুলের কার্ষুক ছেদন করিয়া ত্রিংশৎ শরে তাঁহারে নিপীড়িত করিলে, সেই সমুদায় শর ভূজঙ্গগণ বেক্রপ পৃথিবী ভেদ করিয়া জলপান করিয়াছিল, সেইরূপ তাহার কবচ ভেদ পূৰ্ব্বক শোণিত পান করিল।

অনন্তর নকুল অন্য এক হেমপৃষ্ঠ শরাসন গ্রহণ করত বিংশতি শরে কর্ণকে ও তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে খরধার সুরপ্র হারা তাঁহার কার্ষুক ছেদন পূৰ্ব্বক হাস্যমুখে তিনশত শরে পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অন্যান্য রথী ও সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ নকুলের শরসমূহে কর্ণকে নিপীড়িত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াগম হইলেন। অনন্তর মহাবীর স্তম্ভপুত্র অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূৰ্ব্বক পাঁচ শরে নকুলের জত্রদেশ বিদ্ধ করিলেন। লোকদীপন ভগবান্ দিবাকর স্বীয় রশ্মিজাল প্রভাবে যেমন শোভমান হন, মহাবীর মাতীজনয় সেই কর্ণ নিকৃষ্ট জত্রদেশে বিদ্ধ শরসমূহ দ্বারা তত্রপ স্তম্ভোদ্ভিত হইলেন এবং সম্বরে সাতবাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার ধনুঃকোটি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শরাসন গ্রহণ করিয়া অন্য শরজালে নকুলের চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর নকুল কর্ণের শরাসনক্ষিপ্ত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া শরনিকর প্রয়োগ পূৰ্ব্বক অচিরে তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন আকাশমণ্ডল সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খ্যোত সঙ্কুলের ন্যায় ও শলভ সমাকীর্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং শ্রেণীভূত শরসমূহ নিরন্তর নিপতিত হইয়া শ্রেণীভূত বক পক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন আকাশমণ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন ও দিনকর অন্তর্হিত হইলে, গগনচারী কোন প্রাণীই আস ভূতলে অবতীর্ণ হইতে পারিল না।

হে রাজন্! এই রূপে চারিদিক শরসমূহে নিরুদ্ধ হইলে, মহাবল পুণ্ড্র-

ক্রান্ত কর্ণ ও নকুল সমুদিত কাল স্বর্গ্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । সোমকেরা কর্ণের শরাসন নিম্নুক্ত শরসমূহে সমাহিত ও যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল । কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণও তকুল শরে সমাহিত হইয়া পবনৈরিত জলদজালের ন্যায় চারি দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল । তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যমণ্ডল সেই বীর দ্বয়ের শরপ্রহারে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগের শরপাতপথ অতিক্রম করত সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিল । হে মহারাজ ! এই রূপে সৈন্যগণ সমুৎসারিত হইলে, ঐ মহাবীরদ্বয় পরস্পরের নিধনবাসনায় দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মহাবীর নকুলনিক্ষিপ্ত কঙ্কপত্রযুক্ত শর সকল কর্ণকে এবং কর্ণ নিক্ষিপ্ত শরনিকর নকুলকে বিদ্ধ করিয়া নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল । এই প্রকারে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরনিকরে সমাবৃত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন চক্রাকের ন্যায় সকলের অদৃশ্য হইলেন ।

অনন্তর মহাবলশালী হৃতপুত্র ক্রোধাধ্বিত চিত্তে ভীষণমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নকুলকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলে, মহাবীর নকুল কর্ণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলদজালসমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না । তখন কর্ণ হাস্য করিতে করিতে তাঁহার উপর বহু সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । সেই নিরস্তর নিক্ষিপ্ত শরজালে রণভূমি যুগপৎ মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল । তখন মহামতি কর্ণ নকুলের কাৰ্ম্মিক ছেদন পূর্বক হাস্য করত তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া শরচতুষ্টয়ে তাঁহার অৰ্ধচতুষ্টয়কে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন এবং শরসমূহ নিক্ষেপ করত তাঁহার দিব্য রথ চূর্ণ করিয়া গতাকা, গদা, খড়্গ, শতচক্রযুক্ত চক্ষ ও অন্যান্য উপকরণ সকল এবং চক্র-রক্ষকগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন । তখন মহাবলশালী নকুল রথ হইতে অমতরণ পূর্বক পরিঘ সমুদ্যত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । মহাবীর কর্ণ স্রশাগিত শরনিকর দ্বারা সেই ভীষণ পরিঘ ছেদন পূর্বক নকুলকে অস্ত্রবিহীন করিয়া সন্নতপর্ক শরদ্বারা তাঁহাকে সাতিশয় নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন । অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ এই রূপে নকুলকে প্রহার করিলে তিনি হৃতপুত্রকে প্রহার করিতে সমর্থ না হইয়া সহসা আকুলিতচিত্তে প্রস্থান করিতে লাগিলেন । তখন হৃতনন্দন হাস্য করত মজ্জীতনয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার গলদেশে জ্যোতিপিত্ত কার্ম্মিক সুমপণ করিলেন । তখন পাণ্ডুনয় কর্ণের শরাসনে

মহাভারত ।

বন্ধকর্তৃ হইয়া মণ্ডলমধ্যবর্তী চক্রমার ন্যায় ও শত্রুচাপশোভিত নিবিড় সেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইলেন। তৎপরে মহাবীর কর্ণ নকুলকে কহিলেন, হে নকুল ! তুমি ইতিপূর্বে অনর্থ বাক্য বায় করিয়াছ। বাহা হউক, এক্ষণে লজ্জিত হইও না। তুমি আর মহাবলশালী কৌরবগণের সহিত সমরে সমুদাত হইও না। এক্ষণে হয়, সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও, না হয়, গৃহে প্রতিগমন বা বাহুদেব ও ধনঞ্জয় সন্নিধানে প্রস্থান কর।

হে রাজন ! ধর্ম্মাত্মা কর্ণ তৎকালে এইমাত্র কহিয়া নকুলকে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মাজীপুত্রকে তৎকালে অক্লেশে সংহার করিতে সমর্থ হইতেন ; কিন্তু কুন্তীর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে বিরত হইলেন। এই প্রকারে মহাবীর নকুল স্মৃতপুত্রকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখিতচিত্তে কুন্ত-
হিত ভূজঙ্গের ন্যায় নিষ্কাশ পরিত্যাগ করিতে করিতে লজ্জাবনতমুখে গমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রথে সমারূঢ় হইলেন। মহাবীর কর্ণও নকুলকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে শুভ্রবর্ণ অশ্বসংযুক্ত ও বহুপতাকা শোভিত রথে সমাসীন হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে সেনাপতি স্মৃতপুত্রকে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া পাণ্ডবগণের মধ্যে মহান্ কোলাহল সমুখিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ চক্রাকার ঈরিভ্রমণ করত পাঞ্চালগণকে মর্দিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ ! ঐ সময়ে কোন সারথি চক্র, ধ্বজ, পাতাকা, অশ্ব ও অক্ষবিহীন রথে অবসন্ন পাঞ্চাল-
দেশীয় রথিগণকে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রথকুঞ্জর সকল দাবানলে দগ্ধ হইয়াই বেন রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। অন্যান্য করি-
গণ বিদীর্ণকুন্ত, রুধিরাক্ত কলেবর, বিরহিতশুভ ও নিকৃতলাঙ্গল হইয়া বিদলিত অভ্রখণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। কোন কোনটা নারাচ, শর ও তোমরের আঘাতে ভগ্নবিহ্বল হইয়া হতাশনে পত-
নোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় কর্ণাভিমুখে প্রস্থান করিল। আর কোন কোনটা পরস্পরের আঘাতে রুধির ক্ষরণ করত বারিধারাবর্ষ্য মণীধরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল। তুরঙ্গমগণ ছিন্নোর, গ্রীথিতকেশর, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাংসময় আভরণ, কবিকা, চামর, চিত্রকঙ্কল, তুণীর এবং আরোহিশূন্য হইয়া চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ধ্বজা, প্রাস ও ঋষ্টি দ্বারা বিদ্ধ, কবচ ও উষ্ণীষধারী অথারোহিগণের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিহীন, কেহ কেহ বিনষ্ট, কেহ কেহ নিহন্যমান ও কেহ কেহ বা বিক-
ম্পিত হইতে লাগিল। রথী সকল নিহত হইলে, বেগগুম্বী ছুরঙ্গধোষিত

ইহমমণ্ডিত রথ সকল অক্ষ, কুবর, চক্র, ধ্বজ, পতাকা ও ঈশাদগু বিহীন হইয়া চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। বহুসংখ্যক রথী গঠানু ও অনেকে চতুর্দিকে ধাবমান হইল। অনেকে অস্ত্রশূন্য ও অনেকে অস্ত্রধারী হইয়াই কলেবর পরিত্যাগ করিল। তারকাজাল পরিবাণ্ড উৎকৃষ্ট ঘণ্টাবলিবিভূষিত ও বিচিত্রবর্ণ পতাকা সমূহে সমলঙ্কৃত বারণগণ চতুর্দিকে ধাবমান হইল। কর্ণচাপনির্মুক্ত শর সমূহে বিচ্ছিন্ন অসংখ্য মস্তক, বাহু, উরু ও অন্যান্য অবশেষ সকল ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

হে রাজন! এইরূপে মহাবীর কর্ণের কঠোর শরপ্রভাবে সংগ্রাম প্রবৃত্ত বোদ্ধগণের সাতিশর হৃদিশ উপস্থিত হইল। স্তম্ভেরের স্তম্ভপুত্রের সারকনিচরে বিদ্ধ হইয়া পতঙ্গ বেরূপ অনলাভিমুখে ধাবমান হয়, তজপ পুনরায় তাঁহারই আভিমুখে ধাবমান হইল। তখন হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল মহারথগণ সেই কল্লাস্তকালীন অনলের ন্যায় সৈন্যবিঘাতী কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী স্তম্ভপুত্র তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া শরনিকর দ্বারা মধ্যাহ্নকালীন মার্ভ-গের ন্যায় তাহাদিগকে সম্ভাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

—*

ষড়বিংশতিতম অধ্যায় । ২৬ ।

‘হে রাজন! ঐ সময়ে আপনার তনয় যুয়ংস্থ বিপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিজ্ঞাবিত করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর উলুক “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়া তাঁহার ঐতি ধাবমান হইলেন। তখন যুয়ংস্থ বজ্র সদৃশ শিতধার শরদ্বারা উলুককে তাড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর উলুকও রোষপরবশ হইয়া শানিত স্কুরপ্রদ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্বক কবি দ্বারা তাঁহাকে তাড়িত করিলেন। তখন মহাবীর যুয়ংস্থ সেই ছিন্নশরাসন পরিত্যাগ ও বেগশালী অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক রোষকষায়িতলোচনে ষষ্টি শরে উলুককে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহারে লিপীড়িত করিতে লাগিলেন। উলুক ক্রোধান্বিত হইয়া স্বর্গভূষিত বিংশতি শরে যুয়ংস্থকে বিদ্ধ করতঃ তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুয়ংস্থ উলুকের শরে ধ্বজ উন্নত হওয়ারাতে ক্রোধে অধীর হইয়া পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন উলুক তৈলধৌত ভল্ল দ্বারা যুয়ংস্থর সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলি-

হে নরনাথ ! এ দিকে অরণ্যমধ্যে শরভ যেরূপ সিংহকে দর্শন করিয়া নিবারণ করে, সেই রূপ মহাবীর কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই বলিষ্ঠ গৌতম কর্তৃক নিবারিত হইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পদনিক্ষেপ করিতেও সমর্থ হইলেন না । তত্রত্য প্রাণিগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথসমীপে কৃপাচার্য্যের রথ অবলোকন পূর্ব্বক নিরতিশয় ভীত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল যে, অদ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কালকবলে নিপতিত হইবেন । তখন রথী ও সাদিগণ নিতান্ত বিম্মান-মান হইয়া কহিতে লাগিল, বোধ হয়, এই উদারবুদ্ধি দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাতেজা কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্যের নিধনে সাতিশর ক্রোধাসক্ত হইয়াছেন । অতএব অদ্য কি ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন ? এই সমুদায় সৈন্য কি অসম্বৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে ? ঐ দ্বিজবর কি সমাগত আমাদিগের সকলকে বিনাশ না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন ? ইহার যেরূপ কৃতান্তসদৃশ মূর্ত্তি লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, অদ্য ইনি দ্রোণাচার্য্যের পদবীতে পদার্পণ করিবেন, সন্দেহ নাই । ঐ সমরবিজয়ী মহারথ কিপ্রহস্ত এবং মহাস্ত্র ও বহুবীৰ্য্যসম্পন্ন, তাহাতে আবার ক্রোধাসক্ত হইয়াছেন । আজি মহাবল পরীক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে পরাস্ত হইবেন । হে রাজন্ ! মহাবীর কৃপ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংগ্রামকালে ভবদীয় ও শক্রপক্ষীয় যোধগণের এইরূপ নানাবিধ বাক্য পরস্পরা প্রতি-গোচর হইতে লাগিল ।

হে মহারাজ ! ঐ সময় মহাবীর কৃপাচার্য্য ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা নিশ্চেষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ষস্থান সকল নিশী-ড়িত করিতে লাগিলেন । মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাত্মা গৌতমের শরজালে সমাহত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া কিংকর্তব্যাতাবধারণে অসমর্থ হইলেন । তদ্বর্ণনে তাঁহার সারথি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ক্ষপদন্তনয় ! আপনার মঙ্গল ত ? আমি যুদ্ধ কালে আপনার এরূপ বিপদ কখন ত দর্শন করি নাই । দ্বিজবর কৃপাচার্য্য আপনার মর্ষস্থান সকল লক্ষ্য করিয়া মর্ষভেদী শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছেন ; কিন্তু দৈববশতঃ তৎসমুদায় আপনার মর্ষস্থলে নিপতিত হইতেছে না । অতএব আমি অবিলম্বে অর্পণ হইতে নিবর্ত্তিত নদীবেগের ন্যায় রথ নিবর্ত্তিত করি । যিনি আপনার বিক্রম বিগষ্ট করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ অরণ্যে

কর্ণ পর্ব ।

‘হে রাজন্! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূৰ্ত্তে বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে সূত! আমার চিত্ত নিতান্ত মুগ্ধ এবং কলেবর যক্ষাক্ত, ক্লান্ত ও রোমাক্ত হইতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে এই ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করত আমার রথ অৰ্জুন সন্নিধানে উপনীত কর। হে সারথি! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অৰ্জুন কিম্বা ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেই আমার প্রয়োগাত হইবে। হে মহারাজ! তখন সারথি অশ্বগণকে দ্বারান্ত করিয়া যে স্থানে মহাধর্ম্মর ভীমসেন আপনার সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, তথায় রথ লইয়া গমন করিতে লাগিল। তখন শক্রনিপাতন কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ প্রধাবিত দেখিয়া তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং মুহূৰ্ত্তে শত্ৰুধ্বনি করত মহেন্দ্র যেক্রপ নমুচি দানবকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিলেন, তক্রপ ক্রপদ-তনয়কে ভীত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্মা হাস্য করিতে করিতে ভীষ্মসংহারক নিতান্ত হৃদ্বী শিখণ্ডীকে বারম্বার নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সুশাণিত পাঁচ ভগ্নে কৃতবর্মার জক্রদেশে আঘাত করিলেন। তখন মহাবীর হাদিক্য ক্রোধাসক্ত হইয়া ষষ্টি শরে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করত একশরে তাঁহার চাপ ছেদন করিলেন। ক্রপদতনয় শিখণ্ডী সম্মুখে অন্য কাশ্মুক গ্রহণ করত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃতবর্মাকে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়া আত্মালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নবতি সংখ্যক শর পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত বাণ তাঁহার বর্ষে লগ্ন হইয়া খলিত হইয়া পড়িল। মহাবীর শিখণ্ডী স্বীয় শরনিকর বিকল ও ধরাভলে নিপতিত অকলোকন করিয়া সুশাণিত কুরঙ্গ দ্বারা কৃতবর্মার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবর্মার এইরূপে ছিন্নশরাসন হইয়া ভগ্নশূল বৃষভের ন্যায় প্রভাব প্রকাশে অসমর্থ হইলে, ক্রপদাত্মজ শিখণ্ডী রোষাবিষ্ট চিত্তে অশীতি শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার ভূজঘন ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কৃতবর্মার শিখণ্ডীর শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। কুন্তমুখ হইতে সলিলধারা বেক্রপ বিনির্গত হয়, তক্রপ তাঁহার কলেবর হইতে ত্রিস্তর শোণিত ধারা নির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে তিনি শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া ধাতুধারা রঞ্জিত পর্জতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, এবং তৎপরে অপর এক উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্বক শিখণ্ডীর স্বক্ৰদেশে অসংখ্য শর বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী স্বক্ৰদেশবিদ্ধ শরনিকর দ্বারা শাখাপ্রশাখা

বিরাজিত প্রকাণ্ডকার মহীকহের ন্যায় শোভমান হইলেন। তদনন্তর ঐ মহাবীরবর্ষ পরম্পর পরম্পরের শরপ্রহারে শোণিতসিক্ত শরীর হইয়া প্রকাণ্ড হত ব্যভদ্রের ন্যায় বিরাজমান হইলেন। মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা পরম্পর বধে অধ্যবসারাক্রান্ত হইয়া বহুসংখ্যক মণ্ডলকোর গতি প্রদর্শন করত রথারোহণে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর কৃতবর্মা স্তুতীকৃ সপ্ততিসংখ্যক শরদ্বারা শিখণ্ডীকে সমাহত করিয়া তাঁহার উপর এক প্রাণান্তকর ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। ক্রপদতনয় শিখণ্ডী ভোজরাজ নিকৃষ্ট শর দ্বারা অভিহত হইয়া স্বজঘটি অবলম্বন পূর্বক বিমোহিত হইলেন। তদীয় সারথি তাঁহারই হৃদিকোর শর প্রহারে নিতান্ত দীনভাবে মুহমুহ দীর্ঘনিশ্বাস বিসর্জন করিতে দেখিয়া সত্তরে যুদ্ধস্থল হইতে অপসারিত করিল। হে প্রভো! ক্রপদপুত্র শৌর্যশালী শিখণ্ডী এই রূপে পরাজিত হইলে, পাণ্ডবগণ শর-ভাঙিত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় । ২৮ ।

হে রাজন্! তৎকালে খেতবাহন ধনঞ্জয় অনিল যেক্রপ ইতস্ততঃ তুল-
রাশি বিকীর্ণ করে, তক্রপ আপনার সৈন্যগণকে বিজ্ঞাবিত করিতে
লাগিলেন। তখন কৌরব, ত্রিগর্ত, শিবি, শাব, সংশপ্তক ও অন্যান্য নারা-
য়ণী সেনা এবং সত্যসেন, চক্রদেব, মিত্রদেব, স্তব্ধজয়, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন,
মিত্রবর্মা, সুশর্মা, বসুধর্মা ও মহাধর্মুর্জর অস্ত্রবিশারদ পুত্র ও ভ্রাতৃপণে
পরিবেষ্টিত ত্রিগর্তাধিপতি অর্জুনের উপর শরনিকর বর্ষণ করত সলিল-
রাশি যেমন সাগরাভিমুখে গমন করে, সেই রূপ তাঁহার প্রতি ধাবমান
হইলেন। হে রাজন্! গরুড় দর্শনে ভূজঙ্গমগণ যেমন নিশ্চেষ্টভাবে অব-
স্থিতি করে, তক্রপ সেই যোধগণ অর্জুন দর্শনে জড়ীভূত হইয়া অবস্থান
করিতে লাগিল। তাঁহারা ধনঞ্জয় শরে সতত আহত হইয়াও হতাশনে
পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁহারই পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর সত্য-
সেন তিন, মিত্রদেব ত্রিষষ্টি, চক্রসেন সাত, মিত্রবর্মা ত্রিসপ্ততি, সৌশ্রুতি,
সাত শক্রজয় বিংশতি ও সুশর্মা নয় শরে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।
মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে সেই বীরগণ কতক বিদ্ধ হইয়া সৌশ্রুতির সাত,
সত্যসেনকে তিন, শক্রজয়কে বিংশতি, চক্রদেবকে আট, মিত্রদেবকে সাত,

শত্রুসেনকে তিন, মিত্রবর্মাণকে নয় ও স্তম্ভবর্মানে আট শরে বিদ্ধ করিয়া শিলাশাণিত শরনিকরে শঙ্কজয়, সৌশ্রুতি ও চক্ৰবর্মানে শমন ভবনে প্রেরণ পূর্বক পাঁচ পাঁচ বাণে অন্যান্য মহারথগণকে নিবারণ করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন ক্রোধান্বিত চিত্তে বাসুদেবকে লক্ষ্য করিয়া তোমর নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই লৌহদণ্ড স্তম্ভবর্মণ তোমর মহাত্মা বাসুদেবের বাহু বিদীর্ণ করিয়া ধরাভূত হইল। সেই আঘাতেই বাসুদেবের হস্ত হইতে প্রতোদ ও রথরশ্মি আলিত হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর অর্জুন হৃদয়কেশকে বিকলাঙ্গ দর্শন করিয়া রোষভরে কহিলেন, হে মহাবাহো ! তুমি শীঘ্র সত্যসেনের নিকট রথ সঞ্চালন কর। আমি সমুদ্রেই উহারে বিনাশ করিব। তখন মহামতি বাসুদেব অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতোদ ও রথরশ্মি গ্রহণ পূর্বক সত্যসেনের নিকট রথ সঞ্চালন করিলেন। মহারথ অর্জুন স্তম্ভবর্মণ শর-নিকর দ্বারা সত্যসেনকে নিবারণ কবত নিশিত ভরাত্ত দ্বারা তদীয় কুণ্ডলশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি শাণিত শর দ্বারা মিত্রবর্মানে ও বৎসদত্ত দ্বারা তদীয় সারথিরে নিপাতিত করত শত শত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্বক অসংখ্য সংশ্লুকগণকে ধরাশায়ী করিলেন এবং অবিলম্বে রক্তপঙ্খ শাণিত সুরগ্র দ্বারা চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করত স্তম্ভবর্মণের অক্রুদেবে বিধমাদিত করিলেন। তখন সংশ্লুকগণ সাতিশর জুড় হইয়া দশ দিক নিনাদিত করত ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। মহাত্তবেত্তা ইন্দ্রসমভেজা ধনঞ্জয় সেই সমস্ত শরনিকর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইন্দ্রীজ্ঞের আবির্ভাব করিলেন। তখন তদীয় সেই আবির্ভূত অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র শরনিকর প্রোছত হইতে লাগিল। ঐ সকল শরজাল দ্বারা ভূরি ভূরি ধ্বজ, পতাকা, রথ, কাশ্মুক, তুণীর, যুগ, ব্যক্ষ, চক্র, যোদ্ধা, রশ্মি, কুবর, বক্রথ, প্রাণ, ঋষি, গদা, পরিঘ, তোমর, শক্তি পট্টিশ, সচক্র, শতগ্রী, ভূজ, উরু, কণ্ঠস্থজ, অঙ্গদ, কেশুর, হার, নিক, বর্ম, ছত্র, বাজন ও মুকুট সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে সমরক্ষেত্রে ভীষণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। স্তম্ভবর্মণ লোচনযুক্ত কুণ্ডল পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ ছিন্ন মস্তক, সমুদায় নভস্তলস্থিত তারকাজালের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। নিহত বীরগণের মালাঘরধারী চন্দনলিপ্ত দেহ সকল ধরাভূত হইতে লাগিল। তখন রণস্থল অতি ভীষণ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণজনগণ এবং অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব নিখতিত হওয়াতে সমরক্ষেত্রে

মহাভারত ।

কর্ণের কীর্ণ ভূভাগের ন্যায় সাতিশর হুর্গম হইয়া উঠিল। ঐ সময় শক্রনিপাতন ধনঞ্জয়ের রথচক্রের গতি রোধ হইয়া গেল। তখন বোয় হইতে লাগিল যেন, মহাবীর অর্জুনের রথচক্র তাঁহারে সেই কধিরজনিত কর্দমসমাকীর্ণ রণস্থলে বিচরণ পূর্বক বহুসংখ্যক শক্র ও হস্ত্য সমুদায় বিনাশ করিতে দর্শন করত অবসন্ন হইয়াছে। তখন যমোন্মাকৃতগামী তুরঙ্গমগণ একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও প্রাণপণে সেই কর্দমনিমগ্ন রথচক্র সমুদায়কে আকর্ষণ করিতে লাগিল। হে ভারত ! মহাধর্ম্মের অর্জুন এইরূপ সৈন্যগণকে সংহার করিলে, তাহার প্রায় সকলেই সমরে পরা-
ভূত হইল। তখন সময়বিক্রী কৃতীতনয় ধনঞ্জয় সেই বহুসংখ্যক সংশ্লি-
গণকে পরাজিত করিয়া বিধ্ব প্রকলিত হতাশনের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

—:—

একোত্রিংশতম অধ্যায় । ২৯ ।

হে রাজন্ ! তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অসংখ্য শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, রাজা দুর্যোধন নির্ভর চিত্তে স্বয়ং তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সহসা আপনায় পুত্র দুর্যোধনকে আপতিত দর্শন করত “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় দুর্যো-
ধন নর শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করত ভগ্নদ্বারা তাঁহার সারথিকে তাড়িত করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের প্রতি ত্রয়োদশ শিলাশিত শিলীমুখ নিক্ষেপ করিয়া চারিটি দ্বারা তাঁহার অশ্বেচতুষ্টয়কে সংহার পূর্বক পঞ্চম দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন, ষষ্ঠ দ্বারা রাজা দুর্যো-
ধনের ধ্বজ ছেদন, ৩ সপ্তম দ্বারা তাঁহার খড়্গ ভূতলে নিপাতিত করত অবশিষ্ট পঞ্চম দ্বারা তাঁহাকে সাতিশর নিপীড়িত করিলেন। আপনায় পুত্র এইরূপে সাতিশর বিষয় হইয়া সেই হস্ত্য রথ হইতে লক্ষ প্রদান পূর্বক ভূতলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কর্ণ, অশ্বখামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ সহসা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডুপুত্রগণও যুধিষ্ঠিরের স্বার্থে তাঁহার চতুর্দিক্ বেষ্টন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বোয়-
তর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তুর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল।

হে মহীপতে ! ঐ সময় বে স্থানে পাকালমণ কৌরবগণের সহিত

মুক্তার্থ সমাগত হইল, তথায় ঘোরতর কিল কিলা শব্দ সমুখিত হইল । নর-
গণ নরগণের সহিত, বারণগণ বারণগণের সহিত, রথিগণ রথিগণের
সহিত ও অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিগণের সহিত তুঙ্গ যুদ্ধ আরম্ভ করিল ।
হে মহারাজ ! এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণের নানাবিধ অচিন্তনীয়
সংগ্রাম দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল । বীরপুরুষগণ পরস্পরের নিধন বাস-
নায় স্লকৌশলে বিচিত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল । তাঁহারা বীরপুরুষোচিত
ব্রত প্রতিপালন পূর্বক পরস্পরের অভিযুখীন হইয়া পরস্পরকে প্রহার
করিতে লাগিলেন । কোন বীরই কোন মতে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিল
না । হে রাজন্ ! এইরূপে সেই সংগ্রাম মুহূর্তমাত্র অতি মধুবদর্শন হইয়া
ছিল । কিন্তু অবিলম্বেই সকলে যুগপৎ উন্নত হওয়াতে উহা মর্যাদা-
শূন্য হইয়া উঠিল । তখন রথিগণ কুঞ্জরগণকে আক্রমণ করিয়া সুশাণিত
শরনিকর দ্বারা বিদীর্ণ করত সমালয়ে প্রেরণ করিলেন । অশ্বারোহী
সকল চারিদিক্ হইতে আগমন ও তুরঙ্গমগণকে পরিবেষ্টন করিয়া
তলধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল । মহামাতঙ্গ সকল বিজ্রাবিত অশ্বগণের
প্রতি ধাবমান হইলে, অশ্বারোহী সকল মাতঙ্গগণের পৃষ্ঠ ও পাশে শরা-
ঘাত করিতে লাগিল । মদমত্ত মাতঙ্গ সকল অশ্বগণকে বিজ্রাবিত করিয়া
দস্তাঘাতে নিহত ও নির্মদিত করিতে লাগিল । কতকগুলি মাতঙ্গ ক্রোধা-
বিষ্ট হইয়া দস্তাদ্বারা অশ্বারোহীসমবেত অশ্বগণকে বিদ্ধ করত ক্রতবেগে
নিষ্ক্ষেপ করিতে লাগিল । কোন কোন হস্তী পদাতি সৈন্য কর্তৃক
সুযোগক্রমে সমাহত হইয়া ভীষণ আর্তনাদ পরিত্যাগ পূর্বক চতুর্দিকে
ধাবমান হইল । পদাতি সকল আভরণ পরিত্যাগ করিয়া ধাবমান হইলে,
হস্ত্যারোহিগণ জয় লক্ষণ অবগত হইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন
করিল, এবং মাতঙ্গগণকে সমাহত করিয়া পদাতিগণের কলেবর বিদীর্ণ
ও আভরণ সকল গ্রহণ করিতে লাগিল । তদর্শনে মহাবেগশালী বল-
গর্ষিত পক্ষাতিগণ ও গজারোহিগণকে পরিবেষ্টন করিয়া বিনাশ করিতে
আরম্ভ করিল । কতকগুলি গজারোহী গজগণ দ্বারা নভোমার্গে
নিষ্কিপ্ত হইয়া পতন কালে গজগণের বিষণ্ণাগ্রে বিদ্ধ হইল । কতকগুলি
গজারোহী গজের দস্তাঘাতে বিনষ্ট হইয়া গেল । কতকগুলি সৈন্যমধ্যে
মহাধজ দ্বারা বিদীর্ণকলেবর ও বারঘার নিষ্কিপ্ত হইল । আর কতক-
গুলি গজের অগ্রবর্তী বীর, মাতঙ্গগণ কর্তৃক বাজনের ন্যায় ভ্রামিত হইয়া
নিহত হইল । হে মহারাজ ! এইরূপে গজারোহীগণের গাত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া
পড়িল । নাগগণ প্রাস, তোমর ও ঋষ্টি দ্বারা দস্তান্তরাল কুন্ত ও দস্তবেষ্টনে

অতিমাত্র বিদ্ধ হইল। ঐ সময় কোন কোন মাতঙ্গ পাখিহিত স্থানকণ
বীরগণ কর্তৃক নিগৃহীত এবং অস্বারোহিণী কর্তৃক ছিন্ন হইয়া ধরাডালে
নিপতিত হইতে লাগিল। অস্বারোহী সকল তোমর দ্বারা চর্মযারী
পদাতিগণকে ধরাডালে বিমর্দিত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী সকল
কোন কোন রথীকে আক্রমণ করিয়া সেই ভীষণ সমরভূমিতে নিক্ষেপ
করিতে লাগিল। কোন কোন অমিতপরাক্রম মাতঙ্গ নারাচ প্রহারে
নিহত হইয়া বজ্রাভিহত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় ভূমিতে নিপতিত হইল।
তখন যোধগণ পরস্পর সমাগত হইয়া পরস্পরকে মুষ্টিপ্রহার ও পরস্পরের
কেশাকর্ষণ পূর্বক পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ তাহ-
দের সমুদাত করিয়া প্রতিপক্ষকে ক্ষতিতে নিক্ষেপ করত পাণদ্বারা
তাহার বক্ষস্থল আক্রমণ পূর্বক শিরচ্ছেদন করিল। কেহ কেহ খড়্গা-
ঘাতে পতনোন্মুখ অরাতির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। আর কেহ
কেহ বা জীবিত ব্যক্তির গাত্রে শস্ত্র বিদ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর যোধগণের মুষ্টিযুদ্ধ, কেশগ্রহ ও বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ
কেহ অতর্কিতরূপে অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত জনগণের জীবন সংহার
করিল। হে রাজন্! এইরূপে যোদ্ধৃবর্গ পরস্পর ভীষণ সঙ্কুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইলে, বহুসংখ্য কবন্ধ সমুৎপন্ন হইল। শস্ত্র ও বর্ষ সকল শোণিতদ্রব
হইয়া ধাতুরাগ রঞ্জিত বসনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চতুর্দিক্
হইতে সৈন্যগণের গজাশ্রপাত সৃষ্ণ ভীষণ কল কল ধ্বনি সমুৎপন্ন হইল।

হে রাজন্! এই রূপে শস্ত্রপাতসঙ্কুল ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, সৈন্য
সকল শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইল। কেহই আত্মপর অবধারণ
করিতে সমর্থ হইল না। জিগীষাপরবশ মহীপালগণ যুদ্ধ করিতে হই বলি-
রাই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন কেহ কেহ কি আত্মীয় কি শত্রুপক্ষীয়
যাহারে সমুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাহারেই বিনষ্ট করিলেন। কলতঃ কলকালে
বীরগণের শরপ্রভাবে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল।
সমরভূমি অসংখ্য নিপাতিত হস্তী, অশ্ব, রথ ও মহুবাগণ দ্বারা মুহূর্ত্তমধ্যে
অতি ভ্রূগম হইয়া উঠিল। কণকালমধ্যে সমরস্থলে শোণিতনদী প্রবাহিত
হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন জিগর্ত, কর্ণ পাঞ্চাল এবং ভীম-
পরাক্রম ভীমসেন কৌরব ও হস্তিসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।
হে রাজন্! এইরূপে সেই অপমাত্র সময়ে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ
বিপুল যশোভিলাবে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ভয়ঙ্কর বীরকর্ম উপস্থিত
হইল।

ত্রিংশতম অধ্যায় । ৩০ ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমি তোমার মুখে পুত্রগণের নিধন
বৃত্তান্ত ও অন্যান্য বহুতর বিষয় হুঃখ বার্তা শ্রবণ করিলাম । তুমি যেক্রপ
যুদ্ধের কথা কহিতেছ, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কৌরব-
গণ আর জীবিত নাই । হে হৃতনন্দন ! তুমি বিলক্ষণ বাকাবিশারদ ;
অতএব ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারথ হৃষ্যোধনকে রথবিহীন করিয়া কিরূপে
তাহার সহিত সংগ্রাম করিল ? হৃষ্যোধনই বা কিরূপে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-
চরণে প্রবৃত্ত হইল এবং সেই অপরাহ্ন সময়ে কিরূপে লোমহর্ষণ যুদ্ধ উপ-
স্থিত হইল ? তাহা আমার নিকট যথার্থরূপে কীর্তন কর ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! এইরূপে উভয় পক্ষীর সৈন্যগণ পরস্পর
ভাগ্যক্রমে মিলিত ও নিহনানান হইলে, আপনার পুত্র রাজা হৃষ্যোধন
অন্য এক রথে আরোহণ পূর্বক বিবধর ভূজঙ্গের ন্যায় ক্রোধামুক্ত
হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করত সারথিকে কহিলেন, হে হৃতা !
যে স্থানে কবচধারী রাজা যুধিষ্ঠির আতপত্র দ্বারা সুশোভিত হইতেছেন,
তথায় তুমি অবিলম্বে আমাকে লইয়া চল । হৃতবর রাজা হৃষ্যোধনের
আদেশানুসারে যুধিষ্ঠিরাত্মিসুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিল । তখন
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও মদপ্রাপী কুঞ্জরের ন্যায় জুঁক হইয়া স্বীয় সারথিকে
হৃষ্যোধনাত্মিসুখে গমন করিতে আদেশ করিলেন ।

হে ভারত ! অনন্তর ব্রণহর্ষদ মহাবীর যুধিষ্ঠির ও হৃষ্যোধন একত্র
মিলিত হইয়া বিশাল শরাসন ধারণ পূর্বক ক্রোধভরে পরস্পরের উপর
শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।

হে আর্ষ্য ! রাজা হৃষ্যোধন এক শিলাশাণিত তরু দ্বারা ধর্মশীল
যুধিষ্ঠিরের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন । ধর্মনন্দন সেই অপরাধ
সহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বে সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক
ক্রোধারুণনেত্র অন্য চাপ গ্রহণ করিয়া হৃষ্যোধনের ধ্বজ ও কার্দম্বক
ছেদন করিলেন । তখন হৃষ্যোধনও অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া যুধি-
ষ্ঠিরকে শরাহত করিতে লাগিলেন । হে মহারাজ ! এইরূপে সেই
মহাবীরা ত্রাতৃদ্বয় প্রটোপিত সিংহদ্বয়ের ন্যায় ও শলকারী বৃষদ্বয়ের ন্যায়
জিগীষাপরবশ হইয়া শত্রু বর্ষণ পূর্বক পরস্পরকে নিপীড়িত করিলেন,
এবং পরস্পরে হুঁহুয়াবেষণ পূর্বক বিচরণ করত আকর্ণাকুট চাপনির্ধুক্ত
শর সমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পুণ্ডিত কিংবদন্ত তরুর ন্যায় বিরাজমান

হইলেন। তৎপরে ঐ মহাবীরদ্বয় যুদ্ধে যোদ্ধার সিংহনাদ, তল শব্দ, ধনুষ্ঠকার ও শব্দ ধ্বনি করত পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধপরবশ হইয়া বজ্রতুল্য বেগশালী হুঃসহ বাণজয় দ্বারা আপনার পুত্রের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ‘তখন রাজা হর্ষোদধন ও সূবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত পাঁচ বাণ দ্বারা ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করত তাঁহার উপর এক ধরধার লৌহময় ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই শক্তি মহাকার ন্যায় মহাবেগে আসিতে দেখিয়া স্তূর্ণানিত বাণদ্বয়ে ছেদন করত পাঁচ শরে হর্ষোদধনকে বিদ্ধ করিলেন।’ তখন সেই সূবর্ণদণ্ডযুক্ত অনলসন্নিভ শক্তি গগনপরিভ্রষ্ট অনলের ন্যায় ভীষণ শব্দ করত নিপতিত হইল। হর্ষোদধন শক্তি বিনিহত দেখিয়া নিশিত নয় ভ্রমে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিলেন। শত্ৰুনিপাতন যুধিষ্ঠির এইরূপে হর্ষোদধন কর্তৃক বিদ্ধ হইয়া শরাসনে শর যোজন করত তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে, ঐ শর আপনার পুত্র হর্ষোদধনকে বিমোহিত করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন হর্ষোদধন বিরোধের অবসান বাসনার সক্রোধ নয়নে গদা সমুদ্যত করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দণ্ডহস্ত কৃতান্তের ন্যায় গদা উদ্যত করত হর্ষোদধনকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রকলিত উকার ন্যায় বেগশালী তেজোময় মহাশক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর হর্ষোদধন সেই শক্তির আঘাতে নশ্ববিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া মোহিত ও রথোপরি নিপতিত হইলেন। তখন ভীমসেন স্রীয প্রীতিজ্ঞা স্বরণ পূর্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে রাজন্! হর্ষোদধন আপনার বধ্য নহে! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন কৃতবর্মা অরানিত হইয়া সেই হুঃখসাগরে নিমগ্ন রাজা হর্ষোদধনের নিবৃট গমন করিলেন। তদর্শনে ভীমসেন হেমমণ্ডিত গদা গ্রহণ পূর্বক মহাবেগে হার্দিকোর প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! এইরূপে সেই অপরাহ্ন সময়ে শত্রুগণের সহিত জয়লাভলোলুপ কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধগণের তুল্য সংগ্রাম হইতে লাগিল।

একত্রিংশতম অধ্যায় । ৩১ ।

হে রাজন্! অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর কর্ণকে পুরো-
ধণী করত পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবানুগ যুদ্ধ সদৃশ যোদ্ধার সংগ্রামে

আরম্ভ করিলেন। হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ করি-
বৃহিত, নরকোলাহল, রথঘর্ষর শব্দ ও শব্দান্বিত দ্বারা সাতিশর পুল-
কিত হইয়া ক্রোধভরে বিবিধ আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্বক পরস্পরকে প্রহার
করিতে লাগিল। বীরপুরুষনিষ্কিণ্ড শানিত পরশু, অসি, পটিশ, ও
বহুবিধ শর দ্বারা-হতী, অশ্ব ও রথী সকল নিহত হইয়া গেল। চন্দ্র, সূর্য
ও কমলদশ, ধবল দশনরাজি বিরাজিত, নাসাবংশ সুশোভিত, মনোহর
লোচন, কচির ক্রীট ও কুণ্ডলে সমলঙ্কৃত নরমস্তক সমূহে সমরভূমি পরি-
ব্যাপ্ত হইল। অসংখ্য পরিষ, যুবল, শক্তি, তোমর, নখর, ভূষতী ও গদা
দ্বারা হতী, অশ্ব ও মহুঘাগণ নিহত হইলে, সমরক্ষেত্রে ভীষণ শোণিত-
নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই রূপে অসংখ্য নিহত রথী, পদাতি,
অশ্ব ও কুঞ্জর ক্ষত বিক্ষত এবং ভীষণদর্শন হওয়াতে সমরভূমি কালান্তক
মগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ ! অনন্তর আপনার দেবকুমার সদৃশ আত্মজ ও সৈনিক-
গণ বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হই-
লেন। সেই অসংখ্য হতী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসম্পন্ন কৌরবসৈন্য গমন-
কালে সাগরের ন্যায় গভীর শব্দ করত দেবরাজের সেনার ন্যায় শোভা
ধারণ করিল। তখন ইন্দ্রসমবিক্রম কর্ণ দিবাকরকর সদৃশ খরতর শর
সমূহ দ্বারা উপেক্ষিত সাত্যকিকে আঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর
সাত্যকিও অবিলম্বে বিবিধ শর নিকরদ্বারা সর্পবিষ সদৃশ উগ্র পুরুষপ্রবীর
কর্ণকে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে আর্ঘ্য ! অন-
ন্তর আপনার সুহৃদ অতিরথ সকল সাত্যকিনিষ্কিণ্ড শরনিকরে সাতিশর
নিপীড়িত হইয়া হতী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ সমভিব্যাহারে বসুধেণের
নিকট গমন করিলেন। হে মহারাজ ! তখন মহাসাগর সদৃশ কৌরব
সৈন্যসকল সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক মহাবেগে ধাবমান হইলে, ঋপদাত্মজ
প্রভৃতি পশুবপকীর বীরবরগণ উহাদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।
হে ভারত ! ঐ সময় অসংখ্য মহুঘা, অশ্ব ও কুঞ্জর বিনষ্ট হইল।

এই অবসরে পুরুষপ্রবর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব কৃতাত্মক হইয়া ভগবান্
ভবানীপতির যথাবিধি অর্চনা করিলেন এবং শত্রুবেধে কৃতনিশ্চয় হইয়া
কৌরবসৈন্যের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ বিস্তৃত হইয়া
ঐহাদিগের খেতাব যোজিত, বায়ু বিকম্পিত ঝঞ্জনপট, মেঘগভীর নিশ্বন
-রথ সম্মুখে সমাগত দেখিয়া বিমোহিত প্রায় হইলেন। অনন্তর মহাবীর
ধনঞ্জয় গাতীব ধর্ম বিস্মরণ পূর্বক রথমধ্যে যেন নৃত্য করিতে করিতে

শর বর্ষণ দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল ও গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন একে অনিল বেরূপ বলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করে, তজ্জগৎ হুসজ্জিত, বহ্ন, আবুধ ও ধ্বজদণ্ড সমন্বিত, সারথি সমবেত দেবদানপ্রতিম রথ সমুদায় শর সমূহ দ্বারা ধও ধও করিতে লাগিলেন। তৎপরে ঐ মহাবীর শরনিকর নিক্ষেপ পূর্বক বৈজয়ন্তী, আবুধ ও ধ্বজসম্পন্ন গজ, মহামাভ্র, অশ্ব, সাদী ও পদাতিগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে ভারত ! ঐ সময় রাজা দুর্যোধন একাকীই সেই কুর্ক অস্ত্রক সদৃশ হুর্নিবার ধনঞ্জয়কে শর সমূহ দ্বারা সমাহত করত তঁহার উপনীত হইলেন। মহাবল ধনঞ্জয় তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সাত শরে তাঁহার কার্শ্মক, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে কর্তন পূর্বক এক বাণে তাঁহার হৃৎদণ্ড বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি দুর্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি প্রাণাস্তকর শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অশ্বখামা উহা সপ্তধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অর্জুন শরনিকর বর্ষণ পূর্বক ক্রোধোদ্ভবের শরাসন ও অশ্বগণকে ছেদন পূর্বক কৃপাচার্যের শরাসন ধও ধও করিয়া ফেলিলেন, এবং তৎপরে হার্দিকোর কার্শ্মক, ধ্বজ ও অশ্বগণ এবং হুঃশাসনের কার্শ্মক ছেদন করিয়া কর্ণের অতিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্বক অবিলম্বে শরজর দ্বারা ধনঞ্জয়কে ও বিংশতি শর দ্বারা বাহুদেবকে বিদ্ধ করিয়া শর সমূহ নিক্ষেপ পূর্বক বারবার ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি ক্রোধোদ্ভব দেবদান্দের ন্যায় শত্রুগণকে সর্গ হার ও অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার কিছু আত্ম প্রাণ উপস্থিত হইল না।

অনন্তর সাত্যকি তথার আগমন পূর্বক প্রথমতঃ কর্ণকে নিশিত নবতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি এক শত শর নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর মহাবীর যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, উত্তমৌজা, যমজ নকুল ও সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, ধর্ম্মরাজ, প্রভক্তক, চেদি, কাক্কক, মংসা ও কৈকেয়গণ অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিগণের সহিত কর্ণ-বধে কৃতসম্মত হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন ও কটুক্তি করত তাঁহার প্রতি বিবিধ শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ শ্মশিত শর সমূহে ঐ সকল শস্ত্র ছেদন করিয়া বাহু যেমন বৃক্ষ তন্ন ধরিয়া অপবাহিত করে, তজ্জগৎ তথা হইতে সেই সমস্ত অপসারিত করিলেন। তদনন্তর তিনি ক্রোধোদ্ভবশব্দ হইয়া রথী, মহামাভ্র সমবেত গজ, সাদী

মহিত অৰ্থ ও পদাতিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন । এইরূপে পাণ্ডব-
সৈন্যগণ মহাবীর কর্ণের অস্ত্রবলে বিশস্ত, ক্ষতবিক্ষত ও বধ্যমান হইয়া
প্রায় সকলেই যুদ্ধে পরাশ্রুত হইল ।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্যমুখে অস্ত্রজাল বর্ষণ করত সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত
অস্ত্র সকল প্রতিহত করিয়া শরনিকর দ্বারা ভূমণ্ডল, দিঘুণ্ডল ও আকাশ-
মণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন । অর্জুন নিক্ষিপ্ত শরজাল যুগলের ন্যায়, পরি-
ঘের ন্যায়, শতরীর ন্যায় ও অতি কঠোর বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইতে
লাগিল । কৌরব সৈন্যগণ অর্জুনের অস্ত্রবলে সমাহত হইয়া নিমীলিত
নেত্রী ভ্রমণ ও আর্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল । ঐ সময় অসংখ্য হস্তী,
অৰ্থ ও মনুষ্য সময়ে দেহ ত্যাগ করিল এবং কতকগুলি শরনিকরে নিভাস্ত
নিপীড়িত ও একান্ত ভীত হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইল ।

হে রাজন্ ! অনন্তর ভগবান্ মরীচিমাণী অন্তগিরিশিখরে আরোহণ
করিলেন । সেই সময় প্রগাঢ় অন্ধকার ও হুলিঙ্গাল প্রভাবে আর কোন
বস্তুই লক্ষিত হইল না । কৌরবপক্ষীর মহারথগণ সেই নৈশযুদ্ধে ভীত
হইয়া সৈন্যগণ সমতিব্যাহারে রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন । পাণ্ডব-
গণও অস্থিত লাভ করিয়া বিবিধ বাসিত্ত বাদন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ
পূর্বক শত্রুগণকে উপহাস এবং কুক ও অর্জুনের স্তুতিবাদ করত বীর
শিবিরান্তিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । হে রাজন্ ! এইরূপে উভয়-
পক্ষীর বীরগণ সংগ্রামে বিরত হইলে নৃপতিগণ পাণ্ডবগণকে আশী-
র্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন পাণ্ডবেরা সেই রাজিযুদ্ধে শিবিরে
সমাগত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাক্ষস, পিশাচ ও
স্বাপদগণ দলবদ্ধ হইয়া মহাদেবের উদ্যানসন্নিভ সেই তরুণ সমরক্ষেত্রে
সমাগত হইতে লাগিল ।

ছাত্রিশতম অধ্যায় । ৩২ ।

ব্রতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে,
অর্জুন সঙ্কল্পে আমাদের সমস্ত যোদ্ধৃবর্গকে বিনষ্ট করিয়াছে । ঐ
বীর অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিলে, কৃতান্ত ও উহার
নিকট যুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন না । যে মহাবীর একাকী দ্বিধা
পরাসন গ্রহণ পূর্বক স্তম্ভপ্রায়ে হরণ, বহির তৃপ্তি সাধন, এই ভূমণ্ডল
পর্য্যবসর করিয়া সমুদায় ভূপালগণের নিকট করগ্রহণ, নিবাত কবচ

মানবগণকে বিনাশ, ঘোষণাকালে হর্ষোধন প্রভৃতি ভারতপুত্রগণকে রক্ষা এবং কিরাতরূপী ভগবান্ ভবানীপতির সহিত যুদ্ধ করত তাঁহার সম্ভাব উৎপাদন করিয়াছিল, সেই মহাতেজা অর্জুন পরাক্রম দ্বারা সমুদায় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়াছে। বাহা হউক, এক্ষণে সেই অনিন্দনীয় বীরগণ ও পুত্র হর্ষোধন যে কার্যের অনুষ্ঠান করিল, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! বশ্মাসুধবিবর্জিত হত আহত ও বিকল বাহনগণে পরিবেষ্টিত মাননীয় কৌরবগণ এইরূপে শত্রুশরে বশ্মাসুধ-বিবর্জিত, বাহনবিহীন, হতসৈন্য, একান্ত সমাহত ও নির্জিত হইয়া শিবিরে অবস্থান পূর্বক ভয়দংশে বিববিহীন বিবধনের ন্যায় দীনস্বরে পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ ভূজঙ্গের ন্যায় নিখাস পরিত্যাগ ও হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ পূর্বক হর্ষোধনের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! অর্জুন দৃঢ়কর্ষদক্ষ ও ধৈর্যশালী ; বিশেষত বাহুদেব উহারে বধা সময়ে প্রতিবোধিত করিয়া থাকেন। ধনঞ্জয় অন্য সহস্রা শস্ত্র বর্ষণ পূর্বক আমাদের বধিত করিয়াছে, কিন্তু কল্যাণ আমি তাহার সমুদায় সঙ্কর বিনষ্ট করিব ; হর্ষোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক তথাক্ত বলিয়া নৃপতিগণকে স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলে, তাঁহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই রাত্রি স্থখে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রকল্ল-চিত্তে যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইলেন, এবং দেখিলেন, ধর্ম্মরাজ যত্নপূর্বক বৃহস্পতি ও শুক্রের সম্মত এক হর্জ্জর ব্য্র বিন্যাস করিয়াছেন। তখন পরবীরঘাতী রাজা হর্ষোধন যুদ্ধে পুরন্দর তুলা, বলে মরুদগণ সম ও বীর্ঘ্যে কার্তবীৰ্য্য সদৃশ, অরাতি নিপাতন, বৃষভস্কন্ধ স্তম্ভপুত্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সৈন্যগণও কর্ণের প্রতি অমুরক্ত হইয়া তাঁহাকেই বিপদকালীন বজ্র ন্যায় বোধ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! সৈন্যগণ স্তম্ভপুত্রের প্রতি অমুরক্ত হইলে, হর্ষোধন কিরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল ? সৈন্যগণের প্রস্থানান্তর পুনরায় মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, আমার পুত্র কি স্থ্যা-দর্শনোৎসুক শীতার্ঘ পুরুষের ন্যায় কর্ণকে দর্শন করিয়াছিল ? হে সঞ্জয় ! উভয় পক্ষে যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে, মহাবীর কর্ণ কি রূপে সংগ্রাম করিতে লাগিল ? মহাবাহু স্তম্ভপুত্র একাকী সঞ্জয় ও পার্থগণকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়। ঐ বীর যুদ্ধ সময়ে ভীষণ অস্ত্রজাল এবং ইজ্ঞ ও বিজ্ঞ ন্যায়

‘জুজবল’ ধারণ করে। দুর্যোধন কর্ণকে আশ্রয় কবিরাই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তৎকালে মহারথ কর্ণ পাণ্ডবগণ কর্তৃক দুর্যোধনকে নির্ভর নিপীড়িত ও পাণ্ডুতনয়গণকে পরাক্রান্ত দেখিয়া প্রব্রু মহাকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মন্দমতি দুর্যোধন কেশবের সহিত সপুত্র পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবার বাসনায় পুনরায় কর্ণকে আশ্রয় করত সংগ্রামে উৎসাহিত হইয়া ছিল। কিন্তু হায় ! কি দুঃখের বিষয় ! কর্ণ কোপাবিষ্ট হইয়াও পাণ্ডবগণকে রণে পরাজয় করিতে পারিল না। অতএব এ বিষয়ে দৈবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হায় ! এক্ষণে দ্যুতলীড়ার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। আমি দুর্যোধনকৃত শলাভূত বিষম দুঃখ ভোগ করিতেছি। হে সজয় ! কর্ণ নীতিমান, পরাক্রমশালী ও দুর্যোধনের নিতান্ত অমুগত। তথাপি এই মহাসংগ্রামে আমাদের স্বীয় পুত্রগণকে নির্জিত ও বিনষ্ট শ্রবণ করিতে হইল ! সমরে পাণ্ডবগণকে কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না। যাহা হউক, দৈবই বলবান্।

সজয় কহিলেন, হে রাজন্ ! পূর্ক্কৃত ধর্ম্মামুগত কার্য্য সকল চিন্তা করন্। অতীত কার্য্যের অমুশোচনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। উহা চিন্তার সহিত ধ্বংস হয়। আপনি পূর্বে সঙ্গত ও অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া কার্য্যামুষ্ঠান করেন নাই ; সেই জন্যই এক্ষণে আপনার রাজ্য লাভ নিতান্ত দুলভ হইয়াছে, পাণ্ডবগণ অনেক বার আপনাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আপনি মোহবশতঃ তাঁহাদিগের সেই হিতবাক্যে কর্ণপাতও করেন না। হে বিশাঙ্গতে ! আপনি পাণ্ডবগণের ঘোরতর অনিষ্টাচরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার কলসরূপ ঘোরতর দণ্ড ক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে। হে ভরতর্ষভ ! অতিক্রান্ত বিষয়ের নিমিত্ত অমুশোচনার প্রয়োজন নাই ; এক্ষণে ঘোরতর সংগ্রাম যেক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই শ্রবণ করুন।

অনন্তর রাজনী প্রভাত হইলে, মহারথ কর্ণ রাজা দুর্যোধনের নিকট গমন করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্ ! অদ্য আমি বশস্বী তৃতীয় পাণ্ডবধনজয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। অদ্য হয় আমি তাহাকে সংহার করিব না হয়, সেই আমাকে বিনাশ করিবে। আমাদের উভয়ের কার্য্য বাহ্য্য বশতঃ পরস্পরের কখনই সূদ্ধে সমাগম হয় নাই। হে বিশাঙ্গতে ! এক্ষণে আমি স্বীয় বিবেচনামুসারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে ভ্রাতৃত ! আমি সংগ্রামে ধনজয়কে বিনাশ না করিয়া কদাচ ঐতিনিবৃত্ত হইব না। আমাদের প্রধাম প্রধান বীর-

গণ বিনষ্ট হইয়াছেন এবং আমিও ইন্দ্রদত্ত শক্তিবহীন হইয়া রণস্থলে অবস্থিত হইয়াছি; সুতরাং পার্থ অবশ্যই সমরারতনে আমার অভিমুখী হইবে। হে জনেশ্বর! তখন আপনি তাহার ও আমার পরাক্রম ও দিব্যাজ্ঞ সমুদায় দেখিতে পাইবেন। সব্যাসাচী পার্থ প্রতিবোধকার কার্য্য-বিনাশ, লঘুহস্ততা, দূরপাতিত্ব, কৌশল, অস্ত্রপাত-বর্গ, শৌর্য্য, বিজ্ঞান, নিমিত্তজ্ঞান ও বিক্রমবিধয়ে কখনই আমার তুল্য নহে। হে মহারাজ! আমার এই শরাসন সামান্য নহে, পূর্বে বিশ্বকর্মা ইন্দ্ৰের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তাহার নিমিত্ত বিজয় নামে যে প্রসিদ্ধ শরাসন নির্মাণ করিয়াছিলেন, যদ্বারা দেবরাজ দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছেন, বাহার নির্ঘোষে দৈত্যগণ দশদিক্ শূন্যপ্রায় অবলোকন করিয়াছিল, সুররাজ সেই শরাসন ভার্গবকে প্রদান করেন। ভার্গবও প্রসন্ন হইয়া সেই দিব্য শরাসন আমারে প্রদান করিয়াছেন। দেবরাজ ঐ শরাসন দ্বারা সমাগত দৈত্যগণের সহিত যে প্রকার সংগ্রাম করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ মহাবাহু ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব। আমার এই পরশুরামদত্ত ভীষণ চাপ অর্জুনের গাভীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভার্গব ইহা দ্বারা এক বিংশতি বার পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি ইহার দিব্য কার্য্য সকল কীর্ত্তন পূর্ব্বক ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। হে নরপতে! সত্য আমি এই শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ভয়শীল ধনঞ্জয়কে নিপাত্তিত করত তোমাকে বাহুবগণের সহিত আনন্দিত করিব। অদ্য এই পর্ব্বত ও কানন সুশোভিত। সমাগরা, সমীপা পৃথিবী তোমার ও তোমার পুত্র পৌত্রাদির ভোগার্থ কলিত হইবে। ধর্ম্মশীল ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধি লাভ যেমন অশক্য নহে, সেইরূপ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার অসাধ্য নহে। অনল পাদপের বেকুণ্ণ অগ্ন্য হইয়া উঠে, তদ্রূপ আমি অর্জুনের অগ্ন্য হইব, সন্দেহ নাই।

হে মহাপতে! আমি অর্জুন অপেক্ষা যে যে অংশে হীন, সেই সমুদায় স্বীকার করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মহাবীর ধনঞ্জয়ের ধর্ম্মজ্য দিব্য, ভূগীরবয় অক্ষয়, সারথি বাসুদেব, স্বর্ণভূষণ উৎকৃষ্ট, রথ অগ্নিদত্ত ও অচ্ছেদ্য, অর্ধগণ মনোবেগগামী এবং ধ্বজ বিশ্বরকর ও ছাতি-মান বানরে লাঙ্ঘিত। আমার এতদূশ কিছুই না। আমার একমাত্র বিজয়াধা দিব্য শরাসন অর্জুনের অদ্বিত গাভীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হে কুর্করাজ! আমি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুদায়ের অভায়ে ধনঞ্জয় অপেক্ষা হীন হইয়াও তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানস করিতেছি। কিন্তু

হুঃসহবীৰ্য্য মদ্রেখরকে আমার সারথ্য কাৰ্য্য স্বীকার করিতে হইবে। মহাবীর শল্য বাসুদেবের সমকক্ষ; উনি যদি আমার সারথি পদে অভিষিক্ত হন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তুমি জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব হুঃসহবীৰ্য্য শল্যই আমার সারথি হউন। শকট সমস্ত আমাব নারাতনিকর বহন করুক। উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথ সকল আমার অহু-গামী হউক। হে রাজন্! এই প্রকার হইলে, আমি অৰ্জুন অপেক্ষা অধিকতর হইব। মহাবীর শল্য বাসুদেবের অপেক্ষা সমধিক গুণবান্ এবং আমিও ধনঞ্জয় অপেক্ষা গুণসম্পন্ন। বাসুদেব যেমন অশ্ববিজ্ঞান-বেত্তা, মহাবীর শল্যও তজ্ঞ। বিশেষতঃ শল্য যেকণ ভূজবীৰ্য্যসম্পন্ন, তজ্ঞপ আর কেহই নাই, এবং আমার সদৃশ অস্ত্রযুদ্ধ করিতে আর কেহই সমর্থ হন না। অতএব মহাবীর শল্য আমার সারথিপদে নিযুক্ত হইলে, মদীয় রথ অৰ্জুনরথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। আর আমিও নিঃসন্দেহ অৰ্জুনকে পরাজয় করিব। এক্ষণে সত্বরে আমার এই মনো-রথ পূর্ণ কর। ইহা সম্পাদিত হইলে, আমি সমরে যেকণ কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। তৎকালে দেবগণও আমার অতিমুখীন হইতে সমর্থ হইবেন না। আমি যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবগণকে অশ্রম্যই পরাজয় করিব। সামান্য নর পাণ্ডবগণের কথা কি বলিব, দেবাসুরগণও আমার হস্তে নিস্তার পাইবেন না।

হে ভারত! মহাবীর! কর্ণ এইরূপ কহিলে পর, রাজা দুর্যোধন সাতিশর সজ্জিত হইয়া তাঁহাকে অৰ্চনা করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি যাহা কহিলে, আমি তাহাই করিব। এক্ষণে তুমি ও অশ্বসংযোজিত রথ সমুদায় তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। শকট সমুদায় তোমর, নারাত ও শরনিকর বহন করুক। আমরাও তোমার অহুগমনে প্রবৃত্ত হইব।

—o:o—

ত্রয়ত্রিংশত্তম অধ্যায় ১:৩৩।

হে নন্দনাথ! আপনাদ পুত্র রাজা দুর্যোধন কর্ণকে এই সকল কথা বলিয়া মহারথ মজ্ঞরাজের নিকট গমন পূৰ্ব্বক তাঁহাকে সপ্রণয় সম্ভাষণ করতঃ বিবীত ভাবে কহিতে লাগিলেন, হে মজ্ঞরাজ! আপনি অরীতি-কুলের সন্তান বর্জন, সত্যব্রত ও বিপক্ষসৈন্যের উদ্যাবহ। মহাবীর কর্ণ

প্রধান প্রধান নরপালগণের মধ্যে আগুনাকে যেভাবে বরণ করিয়াছেন, তাহা আপনার প্রতিগোচর হইয়াছে। এক্ষণে আমি নতশিরা ও বিব্রীত হইয়া অরতিগণের সংহারার্থ আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি ঐশ্বর্যমুরোধে পার্থের বিনাশ ও আমার হিত সাধনার্থ কর্ণের সাধুত্ব কার্য স্বীকার করুন। আপনি সারথ্য কার্যে নিযুক্ত হইলে, রাধের আমার শত্রুগণকে পরাজয় করিবেন। হে মহাভাগ ! সংগ্রামে আপনি বাহুবলবের সমকক্ষ ; সূতরাং আপনি ব্যতিরেকে কর্ণের অশ্বরশ্মি ধারণ করিবার যোগ্যপাত্র আর কেহই নাই। অতএব সংগ্রামে ব্রহ্মা যেমন মহাদেবকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ যেক্রপ পার্থকে সমুদ্র আপদ হইতে সর্বপ্রকারে রক্ষা করিতেছেন, হে মদ্রেখর ! সেই রূপ আপনিও রাধেরকে অন্য পরিজ্ঞান করুন। বীর্যবান্ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, আপনি, ভোজরাজ, শকুনি, সৌবল, অশ্বখামা ও আমি, এই নয় জন আমাদের প্রধান বল। হে পৃথিবীপতে ! শত্রুসংহার নিমিত্ত এই নয় জনের নরভাগ কল্পিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের অংশ উন্মূলিত হইয়াছে। তাঁহারা স্ব স্ব অংশ অতিক্রম করিয়া আমার শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। হে অনঘ ! সেই বৃদ্ধ পুরুষপুত্রবয়স দুঃস্বাদ্য কৰ্ম সাধন পূর্বক সংগ্রামে শত্রুহলদ্বারা নিহত হইয়া ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। অস্বপক্ষীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান বোধগণও বখাশক্তি আমাদের হিতসাধন করত সমরে শত্রুগণ কর্তৃক নিপাতিত হইয়া স্বর্গীকৃত হইয়াছেন। হে রাজন্ ! পূর্বে পাণ্ডবেরা অন্নসংখ্যক হইয়াও আমাদের অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে সেই মহাবলশালী সত্যবিক্রম পাণ্ডবগণ বাহাতে আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যসকল সংহার করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান করুন। হে মদ্রেখর ! মহাবাহু কর্ণ ও আপনি, আপনারা দুই জনই সর্বলোকাভিগামী, মহারথ ও আমাদের হিতসাধনে তৎপর। আজি মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ করিতেছেন ; তদ্বিবশন আমাদের ক্রাশাও বলবতী হইয়াছে ; কিন্তু উহার অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিতে পারে, এই পৃথিবীমধ্যে আপনি ভিন্ন এমন আর কেহই দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব মহাত্মা বাহুবল যেক্রপ সমরে অর্জুনের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করেন, আপনিও সেইরূপ সূতপুত্রের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। মহাবীর অর্জুন বাহুবলবের সাহায্যে অভিরক্ষিত হইয়া যে সকল কার্য সম্পাদন করে, তাহা আপনার নয়নগোচর হইয়াছে। অর্জুন পূর্বে অন্যান্য শত্রু

ধনের সহিত সমরে সমুদ্র্যত হইয়া শত্রুগণকে এক্রপ সংহার করিতে পারিতনা; এক্ষণে একমাত্র কৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়াই অধিকতর পরাক্রম দ্বারা প্রতিদিন কৌরব সৈন্যগণকে বিজ্রাবিত করিতেছে। হে মদ্রেস্বর! এক্ষণে কর্ণের ও আপনার হস্তব্য আরাতি সৈন্যের অল্প অংশ অবশিষ্ট আছে। অতএব সূর্য্যদেব যেক্রপ অরুণের সহিত মিলিত হইয়া তমোরাশি বিনষ্ট করেন, তক্রপ আপনিও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া এককালে সেই দুই অংশ ক্ষয় করত অর্জুনকে বিনাশ করুন। পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথগণ উদিত বাল সূর্য্যদয়ের ন্যায় কর্ণকে ও আপনাকে অবলোকন করত পলায়নপর হইবে। অন্ধকার যেক্রপ দিবাকর ও অরুণকে দেখিবারাত্রী অন্তর্হিত হয়, পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও স্ত্রজয়গণ আপনাদিগকে দর্শন করিয়াই নিহত হউক। মহাবীর স্তপ্তপুত্র রথিগণের শ্রেষ্ঠ, আপনিও সারথিগণের অগ্রগণ্য; বিশেষতঃ সংগ্রামে আপনার সদৃশ আর কেহই দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব কৃষ্ণ যেক্রপ অর্জুনকে সর্বাধ্বাতাই রক্ষা করিয়া থাকেন, আপনিও সেইক্রপ কর্ণকে সমরে পরিজ্ঞাণ করুন। আমি বথার্থ কহিতেছি যে, আপনি সারথিপদে নিযুক্ত হইলে, সামান্য মনুষ্য পাণ্ডবগণের কথা কি বলিব, দেবগণও কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়া না।

হে রাজন্! কুল, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও বলমদে যত্ত মদ্রাধিপতি শল্য দ্রোণাধনের বাক্য শ্রবণে রোষপরবশ হইয়া লগ্নাটদেশে জিশিখা জকুটী বিস্তার পূর্ব্বক বারম্বার করদ্বয় বিকল্লিত ও ক্রোধাক্রগনেত্রদ্বয় পরিবর্তিত করত কহিতে লাগিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি আমারে নিঃশঙ্কচিত্তে সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করাতে আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তুমি আমারে বীর্য্যহীন জ্ঞান করিয়া অবমাননা করিতেছ। তুমি কর্ণকে আশা অপেক্ষা সমধিক বলশালী বিবেচনা করিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছ। কিন্তু আমি তাহাকে সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়াই গণনা করি না। হে পৃথিবীপতে! সৈন্যসংহার বিষয়ে আমার যে ভাগ কল্লিত হইয়াছে, তুমি তদপেক্ষা আমাকে অধিকতর অংশ নির্দেশ করিয়া দাও। আমি উহা অনায়াসে পরাজয় করিয়া স্বস্থানে গমন করিব। অথবা আমি একাকী এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুসংহার করিতেছি। তুমি আমার বাহবল অবলোকন কর। হে রাজন্! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, মাদৃশ পুরুষ কখনই অবমানিত হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না; অতএব তুমি যুদ্ধস্থলে আমাকে অবমানিত করিতে চেষ্টা করিও না। হে গাকারী-

তনয় ! আমার এই শীঘ্র ও বজ্রতুল্য ভূজদ্বয়, বিচিজন শরাসন, আশী-
 বিবোপম ভয়ঙ্কর শর সকল, বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমযোজিত সুসজ্জিত-রথ ও
 হেমপটবিভূষিত গদা অবলোকন কর। হে ভূপতে ! আমি স্বীয় ভেজঃ-
 প্রভাবে ভূতল বিদীর্ণ, পর্কিত সমুদায় হতভুতঃ বিক্ষিপ্ত এবং সন্মুদ্র সকলকে
 শুষ্ক করিতেও অসমর্থ নহি। অতএব হে রাজন্ ! তুমি আমাকে এক্রপ
 মহাবল পরাক্রান্ত ও শত্রুনিগ্রহে সমর্থ জানিয়াও সমরে অপেক্ষাকৃত হীন-
 বীৰ্য্য ও নীচকুলোদ্ভব কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে ; আমাকে
 এই অকার্য্যে নিযুক্ত করা তোমার উচিত নহে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কদাচ নীচ
 ব্যক্তির আজ্ঞাবহ হইতে সাহসী হন না। ঐতিপূর্ব্বক সমাগত ও বশীভূত
 শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরে নীচাশ্রয় পুরুষের বশীভূত করিয়া রাখিলে, উৎকৃষ্ট ও অপ-
 কৃষ্টের বৈপরীত্য করণ জনিত গুরুতর পাপের অহুতান করা হয়। হে
 ভারত ! বেদে এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, ব্রাহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহ-
 দ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য ও পাদদ্বয় হইতে শূদ্র সৃষ্ট হইয়াছে।
 অনন্তর এই বর্ণচতুষ্টয়ের পরম্পর সংযোগে প্রতিলোম ও অহুলোম জাত
 বর্ণ শব্দর সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রজা পালন, কর সংগ্রহণ ও
 দান এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ; যাজন, অধ্যাপন, বিদ্বৎ প্রভিগ্রহ ও
 লোকের প্রতি অহুগ্রহ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ; কৃষিকার্য্য, পুণ্ড্রপালন ও ধর্ম্মাহু-
 সারে দান এই কয়েকটি বৈশ্যের ধর্ম্ম, আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরি-
 চর্যা করাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্মৃতগণও
 ক্ষত্রিয়ের পরিচারক ; অতএব স্মৃতির পরিচর্যা করা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য
 নহে। আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, রাজর্ষিকুলসম্ভূত মহারথ এবং বন্দিগণের
 সেবনীর ও স্তুতিভাজন, স্মৃতরাং সংগ্রামে স্মৃতপুত্রের সারথ্য বরা আমার
 কার্য্য নহে। হে রাজন্ ! আমি স্মৃতপুত্রের অবমান সহ্য করিয়া কখনই
 যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। অতএব এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও, আমি বর্গ্গৃহে
 প্রস্থান করি। মহাবীর শল্য এই বলিয়া অচিরাৎ রোষভরে ভূপীলগণমধ্য
 হইতে উদ্বীত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা দুর্যোধন শল্যের প্রতি প্রণয় ও বহমান প্রযুক্ত তাঁহার
 করগ্রহণ করিয়া শাস্তভাবে সর্সার্থ সাধন মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন,
 হে মদ্রাধিপতে ! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র
 সংশয় নাই ; কিন্তু আমি যে নিমিত্ত আপনাকে কর্ণের সারথি হইতে
 অহুরোধ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। কর্ণ আপনাকে অপেক্ষা সমধিক
 পরাক্রান্ত নহে ; এবং আমিও আপনাকে হীন বলিয়া আশঙ্কা করি না।

হে মাতুল ! আপনার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, আমার বিবেচনায় আপনাদের পূর্ব পুরুষগণ কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। এই জন্য আপনার নাম আর্ভারনি বলিয়া বিখ্যাত আছে। আপনি সংগ্রামে শত্রুগণের শল্য স্বরূপ; এই নিমিত্ত শল্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি পূর্বে বাহা কহিয়াছেন, আমার হিতার্থ তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি বা কর্ণ, আমরা কেহই আপনার অপেক্ষা সমধিক বলশালী নহি। হে মহাত্মন ! আমি কর্ণকে ধনঞ্জয় অপেক্ষা এবং আপনাকে বাসুদেব অপেক্ষা গুণশালী জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাবীর সূতপুত্র অস্ত্রযুদ্ধে অর্জুন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আপনিও বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিগুণ অশ্ববিদ্যা-বিশারদ ও সমধিক বলবীৰ্য্যসম্পন্ন; আমি এই নিমিত্তই এক্ষণে আপনাকে অশ্বগণের যত্নপদে বরণ করিতে অভিলাষ করি।

হে মহারাজ ! মহাবীর শল্য হৃষ্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কুরুপ্রবীর ! তুমি যে আমাকে সৈন্যগণ মধ্যে দেবকীপুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্তন করিলে, তাহাতেই আমি তোমার প্রতি সাতিশর প্রতি হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে প্রযুক্ত সূতপুত্র কর্ণের সারথ্য অঙ্গীকার করিতেছি, কিন্তু কর্ণের ব্রহ্মিত আমার এই একটা নিরম নির্দিষ্ট রহিল যে, আমি উহারই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব। হে রাজন ! তখন আপনার তনয় হৃষ্যোধন ও কর্ণ ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

—:—

চতুর্দ্বিংশতম অধ্যায় । ৩৪ ।

হে রাজন ! অনন্তর হৃষ্যোধন শল্যকে পুনরায় কহিলেন, হে রাজাধি-
পাতে ! পূর্বকালে দেবাসুর সংগ্রামে বেক্রপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল,
মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাহা আমার নিকট কীর্তন করেন। এক্ষণে আমি আপ-
নাকে সেই বৃত্তান্ত কহিতেছি, আপনি অবিচলিত চিত্তে তাহা শ্রবণ
করুন। পূর্বে অসুরাসুরগণ পরস্পর জিগীষাপন্নবশে হইয়া তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত
করেন। তৎকালে দৈত্যগণ ভারকাসুরের অধীন ছিল। ঐ সংগ্রামে দেব-
গণ দৈত্যগণকে পরাজিত করিলে ভারকাসুর, কমলাসুর ও বিদ্যাসুর নামে
ভারকাসুরের তিন পুত্র ভীষ্মতনু তপস্যা করত অকর্তিন নিরম অবলম্বন
পূর্বক অস্ত্র কলেকর গুরু করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে বরদাতা

ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ତାହାଦିଗେର ଦମ, ନିୟମ, ସମାଧି ଓ ତପସ୍ୟା ଓ ଅସନ୍ନ ହେଉଁ
 ତାହାଦିଗେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିତେ ସମୁଦ୍ରକ ହେଲେନ । ତখন ତାରକପୁତ୍ରଗଣ
 সকলে ମିଳିତ ହେଉଁ ତାହାର ନିକଟ ଏହି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରিল ଯେ, ହେ
 ତଗବନ୍ ! ଆମରା ଯେନ ସର୍ବଭୂତେର ଅବଧା ହେ । . ସର୍ବଲୋକ ପିତାମହ
 ତାହାଦିଗେର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣେ କହିଲେନ, ହେ ଅମ୍ଭରଗଣ ! କେହି ସର୍ବ-
 ଭୂତେର ଅବଧା ନହେ । ଅତଏବ ତୋମରା ଅଭିପ୍ରେତ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟେ
 ନିବୃତ୍ତ ହଓ । ଯଦି ତୋମାହେର ଅପର କୋନ ପ୍ରକାର ବର ଅଭିଚ୍ଛା ହସ, ତବେ
 ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କର । ତখন ସେହି ଅମ୍ଭରଗଣ ଏକତା ଅବଲବନ ପୂର୍ବକ ସ୍ଥିର-
 ନିଷ୍ଠର ହେଉଁ ପ୍ରାଣି ପୁରୁଷର ପିତାମହକେ କହିଲେନ, ହେ ଦେବ ପିତାମହ !
 ଆମରା ଏହି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେ, ଆମରା ତିନ ଜନେ ଯେନ ତିନ ପୁରେ
 ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ଜନସମାଜେ ପୂଜିତ ହେଉଁ ଏହି ଭୂମଣ୍ଡଳେ ବିଚରଣ କରିତେ
 ପାରି, ଏବଂ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଅତୀତ ହେଲେ, ପୁନରାୟ ପରମ୍ପର ସମ୍ମିଳିତ ହେ ।
 ତখন ସେହି ପୁରୁଷ ଓ ଯେନ ଏକାକାର ହର । ତତ୍କାଳେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବାଣେ
 ସେହି ଏକତ୍ର ସମବେତ ପୁରୁଷ ସଂହାର କରିତେ ପାରିବେନ, ତିନିହି ଆନା-
 ଦିପେର ନିହତା ହେବେନ । ସର୍ବଲୋକପିତାମହ ପ୍ରଜାପତି ତାହାଦିଗେର
 ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣେ ତଥାନ୍ତ ବଳିୟା ସ୍ବର୍ଗପୁରେ ଗମନ କରିଲେନ ।

ଏ ଦିକେ ତାରକାମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣ ଏହିରୂପେ ବରଲାଭ କରିତ ପରମ ଶ୍ରୀ
 ହେଉଁ ପରମ୍ପର ପରାମର୍ଶ କରତ ପୁରୁଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣେ ଦୈତ୍ୟଦାନବପୂଜିତ,
 ରୋଗବିହୀନ ସର୍ବକର୍ମଦଳକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମହାମୁରୁକେ ନିୟୁକ୍ତ କରিল । ତখন ଧୀ-
 ସମ୍ପନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣାବତ୍ତ ଶ୍ରୀ ତପଃ ପ୍ରଭାବେ ସ୍ବର୍ଗେ କାନ୍ଧନରମ୍ୟ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ରଞ୍ଜିତ-
 ମୟ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଲୋହମୟ ପୁର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରিল । ଐ ପୁରୁଷେର ଏକ ଏକଟି
 ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ବିସ୍ତାରେ ଶତଯୋଜନ ପରିମିତ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରାକାର ଓ ତୋରଣ
 ସମସ୍ତ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୃହନିକରମାକୌର୍ଯ୍ୟ, ଅସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମହାପଥବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବହ-
 ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ପ୍ରାସାଦ, ବିବିଧ ଦ୍ବାର ପରିଶୋଭିତ । ହେ ରାଜନ୍ !
 ତାରକାମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣ ଐ ପୁରୁଷେର ଅଧିପତି ହେଲ । ମହାତ୍ମା ତାର-
 କାଙ୍କେର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ, କମଳାଙ୍କେର ରଞ୍ଜିତମୟ ଓ ବିଦ୍ୟାଗାଳୀର ଲୋହମୟ ପୁର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ
 ହେଲ । ଅନନ୍ତର ସେହି ଦୈତ୍ୟଗଣ ଅନ୍ତବଳେ ଲୋକଗଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅବ-
 ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ କହିତେ ଲାଗିଲ, “ପ୍ରଜାପତି ଆବାର କେ !” ହେ ରାଜନ୍ !
 ପୂର୍ବେ ଯେ ସକଳ ଯାମାନ୍ତୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦାନବ ଦେବଗଣ କର୍ତ୍ତୃକ ନିରାକୃତ ହେଉଁ
 ଥିଲ, ତାହାରା ଏକେନେ ନହେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳେ ଫଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ
 ଅର୍ବୁଦ ଅର୍ବୁଦ କୋଟି କୋଟି ଜନ ନାନାସ୍ଥାନ ହେତେ ଆଗୁମଣ ପୂର୍ବକ ଏକତ୍ର
 ମିଳିତ ହେଉଁ ସେହି ଅମ୍ଭରଗଣେର ସମୀପେ ଉପନୀତ ହେଉଁ ଶ୍ରୀପୁର ଦର୍ଶନ

আশ্রয় করিল। এবং পুনর্বার সকলে সম্মিলিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে বাস করিতে লাগিল। ঐ সকল জিপুবাসী দৈত্য যে যাহাতে অভিলাবী হইল, মরদানব মায়াপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহাদে তাহাই প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

মহারাজ ! এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, তারকাক পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত হরিনামা দানব ঘোরভর তপোমুঠান পূর্বক লোকপিতামহ প্রজাপতিকে পরিভূষ্ট করিলে, তিনি তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন হরিনামা দানব কৃতাজ্জলি হইয়া কহিল, হে দেব ! আমি আনাদিগের পুরমধ্যে একটা বাপী নির্মাণ করিব। ঐ বাপীজলে যে সকল অদ্বিনিহত জনগণকে নিক্ষেপ করা বাইবে, তাহারা যেন আপনাদিগের পুনর্জীবিত ও মহাবল পরাক্রান্ত হয়। প্রজাপতি দানবতনয়ের বাক্য শ্রবণে তথাক্ত বলিয়া তাহারে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তারকাক্তনয় বীৰ্যবান্ হরিনামা এইরূপ বর লাভ করিয়া প্রীতি-প্রকুর চিত্তে আপনাদিগের পুরমধ্যে এক মৃতসঞ্জীবনী বাপী প্রস্তুত করিল। দৈত্যগণ যে বেশেই নিহত হইত, ঐ বাপীতে নিক্ষেপ হইবা-
মাত্র তাহারা সেই বেশে জীবিত হইয়া উঠিত। এইরূপে দৈত্যগণ সেই বাপীপ্রভাবে নিহত দানবগণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া লোকত্রয়ের ক্লেশোৎপাদন করিতে লাগিল। হুঙ্কর ভগ্নপ্রভাবে তাহারা সংগ্রামে অক্ষয় হইয়া উঠিল। তখন দেবগণও তাহাদের নিকট ভীত হইতে লাগিলেন।

হে মজ্জাধিপতে ! নির্লজ্জ দানবগণ এইরূপে ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দর্পিত ও লোভ মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া দেবগণকে বিজ্ঞাবণ পূর্বক স্বচ্ছানুসারে সুরমা দেবারণ্য, তপস্বিগণের পবিত্র আশ্রম ও রমণীয় জনপদ সমুদয়ে বিচরণ করত সকলের মর্যাদা নষ্ট করিতে লাগিল। সুররাজ ইন্দ্র দানবগণ কর্তৃক ত্রিভুবন নিপীড়িত দেখিয়া দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া দানবগণের পুরত্রয়ের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার বরপ্রভাবে সেই অভেদ্য পুর সমুদায় ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি সেই সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক দানবগণের দৌরাত্ম্য জ্ঞাপনার্থ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইলেন। সুরগণ নতশিরা হইয়া পিতৃমহকে প্রণতি পূর্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করত দানবগণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ ! যে তোমাদের অনিষ্টচরণ করে, সে আমার নিকট অপরাধী হয়; অতএব হৃদয়িত্ব দৈত্যগণ তোমাদিগকে নিপীড়িত করিয়া আমার নিকট অপরাধী



হইয়াছে। আমি সৰ্ব্বপ্রাণীকেই সমান জ্ঞান করি; কিন্তু অধাৰ্ম্মিক জন-
গণকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্তব্য কর্ম। হে সুরগণ! অশ্রু-
পূর্ণের পুত্রত্ব এক বাণেই ভেদ করিতে হইবে; কিন্তু ঐ কর্ম মহাদেব
ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যাত্ত নহে। অতএব তোমরা শীঘ্র সেই জর-
ণীল যোদ্ধা অক্লিষ্টকর্মী মহাদেবকে যুদ্ধার্থে স্বরণ কর। তিনিই তাহা-
দিগকে নিপাতিত করিবেন।

হে মজরাজ! ধর্ম্মপরায়ণ ইন্দ্ৰাদি দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মার এই বাক্য
শ্রবণমাত্র তাঁহারে পুরোবর্তী করিয়া ঋষিগণের সহিত মহাদেবের শরণা-
গত হইলেন এবং অপোনিয়ম অবলম্বন পূর্বক ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করত
রক্ষোন্ন বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন, যিনি সৰ্ব্বত্র
আত্মা ও পরমাত্মা রূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি বিবিধ তপোবলে আশ্র-
তত্ত্ব ও শাস্ত্রা যোগ অবগত হইয়াছেন এবং আত্মা সৰ্ব্বদা যাহার বশীভূত
রহিয়াছে; সেই তেজোরামি ভগবান্ উমাপতি দেবগণের নয়নগোচর
হইলেন। তাঁহারা অনন্য সদৃশ নিম্পাপ ভগবান্ দেবদেবকে নানা রূপে
কল্পিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিশ্বরূপ হইয়া সকলে সেই মহাত্মাতে
স্ব স্ব কল্পনামুরূপ মূর্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমুদয়
ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন
ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাদিগকে উৎপাদিত করিয়া মঙ্গল জনক বাক্যে সংকার
করত হাস্য মুখে কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত আগমন
করিয়াছ? তাহা শীঘ্র আমার নিকট ব্যক্ত কর। দেবগণ ত্রিলোচন
কণ্ঠে এইরূপ অনুরূপ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্বক স্বহৃদে কহি-
লেন, হে প্রভো! আপনি দেবাদিদেব, পিনাকধারী, বনমালাবিভূষিত,
দক্ষযজ্ঞ বিনাশন, প্রজাপতিদিগের পূজ্য, সকলের স্তব্য, স্তবমান ও স্তব।
আপনি শত্ৰু, বিলোহিত, রক্ত, নীলগ্রীব, শূলপাণি, অমোঘ, যুগাক্ষ, প্রে-
রাধুধবোধী, অর্হ, শুদ্ধ, ক্ষয়, ক্রোধন, হর্ষারণ, ক্রোধ, ব্রহ্ম, ব্রহ্মচারী,
ঈশান, প্রেময়; নিয়ন্তা, ব্যাঘ্রচর্ম্মবাসা, তপস্যানিয়ত, পিত্ত, ব্রতনিষ্ঠ, কৃষ্টি-
বাসা, কুমারপিতা, ত্রাঘক, উত্তমাদুধপাণি। আপনি শরণাগত জনের
দুঃখসংহর্তা, অশ্রুতুলবিনাশন, বনস্পতিপতি, নারীপতি, গোপতি, বজ্র-
পতি, সৈন্য ও অমিতোজা; আপনাকে নমস্কার করি। হে দেব!
আমরা কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাগত হইয়াছি; আপনি আমা-
দিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। তখন ভগবান্ ভবানীপতি দেবগণের বাক্যে
প্রসন্ন হইয়া স্বাগত প্রদান দ্বারা তাঁহাদিগকে আনন্দিত করত কহিলেন,

• হে সুরগণ! তোমাদিগের সন্ধান দূর হউক। এক্ষণে বল, আমি তোমা-
দিগের কি কার্য সম্পাদন করিব।

—*—

পঞ্চত্রিংশতম অধ্যায়। ৩৫।

হে মনোমুখ! মহাশয় মহেশ্বর দেবর্ষিগণকে এইরূপে অভয় প্রদান
করিলে, পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহারে অভিবাদন করত সর্বলোকের হিতকর
বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে দেবেশ! আমি তোমার অনুগ্রহে প্রজা-
পতিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া দানবগণকে অতি মহৎ বর প্রদান করিয়াছি।
এক্ষণে তুমি ভিন্ন আর কেহই সেই মর্যাদানাশক দানবগণকে সংহার
করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি প্রার্থনাকারী সুরগণের প্রতি
প্রসন্ন হইয়া দানবগণকে পরাজয় কর। হে মানপ্রদ! তোমার প্রসাদে
সমুদায় জগৎ সুখলাভ করুক। হে সর্বলোকেশ! তুমি সকলের শরণ্য;
এই জন্য আমরা সকলে তোমার শরণাগত হইয়াছি।

তখন ভগবান্ শঙ্কর কহিলেন, হে সুরগণ! আমার মতে তোমাদিগেব
শুক্রগণকে সংহার করা নিতান্ত কঠিন, কিন্তু সুরদেবী অসুরগণ অসা-
ধারণ বলসম্পন্ন; তন্নিবন্ধন একাকী সমরে তাহাদিগকে সংহার করিতে
আমার উৎসাহ হয় না। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার
অর্দ্ধ বল গ্রহণ পূর্বক সুরাতিগণকে সংহার কর। একতা মহাবল উৎপাদ-
নের হেতু।

দেবগণ কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমরা তাহাদিগের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ
করিয়াছি। আমাদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের বলবিক্রম দ্বিগুণতর
হইবে। মহাদেব কহিলেন, সেই অপরাধী পাপাত্মগণকে যে রূপে হউক,
নিহত করিতে হইবে। অতএব তোমরা আমার অর্দ্ধতেজ লইয়া তাহা-
দিগকে বিনাশ কর। তখন দৈন্যগণ কহিলেন, হে ভূতনাথ! আমরা
আপনার অর্দ্ধতেজ ধারণ করিতে সমর্থ নহি। অতএব আপনি আমা-
দিগের অর্দ্ধবল লইয়া শত্রু সংহার করুন।

তখন মহাদেব কহিলেন, হে সুরগণ! যদি তোমরা আমার অর্দ্ধ
বল ধারণ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে আমিই তোমাদিগের বলার্দ্ধ
গ্রহণ পূর্বক দানবগণকে নিপাতিত করিব। ভগবান্ শূলপাণি এই
বলিয়া দেবগণের বলার্দ্ধ গ্রহণ পূর্বক সর্বাপেক্ষা মহাবলশালী হইয়া

উঠিলেন। তদবধি তিনি মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর সেই দেবাদিদেব মহাদেব দেবগণকে কহিলেন, হে স্বরগণ! আমি ধনুর্ধারী ধারণ ও রথে আরোহণ পূর্বক তোমাদিগের শত্রুগণকে সংহার করিব। তাহা হইলে আমি অবিলম্বে দানবগণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইব। দেবগণ কহিলেন, হে দেবেশ! আমরা ত্রিলোকস্থ সমুদয় মূর্তি আহরণ করিয়া বিশ্বকর্মানির্দ্ভিত রথের ন্যায় আপনার নিমিত্ত এক দ্যুতিমান রথ প্রস্তুত করিব। দেবগণ এই বলিয়া রথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা শৈল, অরণ্য, দ্বীপ ও ভূতগণ পরিবৃত্ত বিশাল নগর সম্পন্ন বহুদুরকে মহাদেবের রথ করিলেন। মন্দর শৈল, অম্বরা-
লয় ও জলনিধি ঐ রথের অক্ষ; মহানদী ভাগীরথী জজ্বা; দিগ্দিগিক অলঙ্কার; নক্ষত্র সকল ঈষা; সত্য যুগ ও স্বর্ণ যুগকাঠ; ভূজঙ্গমরাজ অনন্তদেব কুবর; হিমালয়, বিক্র্যাচল, সূর্য ও চন্দ্র চক্র; সপ্তর্ষিমণ্ডল চক্ররক্ষক; গন্ধা, সরস্বতী, সিন্ধু ও আকাশ ধূর্তাগ; সলিল ও নদী সকল বন্ধন সামগ্রী; অহোরাত্র, কলা, কাঠা, ছয় ঋতু ও দীপ্ত গ্রহ সমুদায় অমুকর্ষ; তারকা সকল বক্রথ; ধর্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবেণু; ফলপুষ্প শোভিত ওষধি ও লতা সকল ঘণ্টা; রাত্রি ও দিবা পূর্ব ও অপর পক্ষ; শতরাষ্ট্র প্রভৃতি দশ নাগপতি ঈষা; মহোরগগণ যোদ্ধা; সম্বর্তক মেঘ যুগ চন্দ্র, কালপৃষ্ঠ; নহব, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ অখণ্ডের কেশর বন্ধন; দিক্, প্রদিক্ এবং ধর্ম, সত্য, তপ ও অর্থ অধ্বনি; সজ্জা, ব্রতি, মেধা, স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহ নক্ষত্রাদি দ্বারা সুশোভিত নভো-
মণ্ডল বাহ্যাবরণ; লোকেশ্বর ইন্দ্র, বরুণ, যম, ও কুবের অশ্ব; পূর্ব অমাবস্যা, পূর্ব পৌর্ণমাসী, উত্তর অমাবস্যা, উত্তর পৌর্ণমাসী অশ্বযোদ্ধা; পূর্ব অমাবস্যার অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক; মন রথোপহ; সরস্বতী রথের পশ্চাভাগ; ইন্দ্রচাপ সম্বলিত বিদ্রোহ পবনোদ্ধৃত পতাকা; বহট-
কার প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষবন্ধন হইলেন। তখন বিষ্ণু, সোম ও হতা-
শন এই তিন মহাত্মার যোগে মহাদেবের বাণ কলিত হইল। অগ্নি ঐ বাণের কাণ্ড, সোম ফলক ও বিষ্ণু তীক্ষ্ণধার স্বরূপ হইলেন। পূর্বে মহাত্মা ঈশানের দজে যে সঁস্বৎসর কলিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উহার শরাসন রূপ ও মহাস্বন সাবিত্রীমৌরবী রূপ পরিগ্রহ করিলেন। কালচক্র হইতে মহামূল্য রত্নমণ্ডিত অভেদ্য দিব্য বর্ষ বহিক্ত হইল। মৈনাক ও মেয়গিরি খবজবটি হইল। এবং বিদ্যামালাবিলসিত মেঘ মণ্ডল পতাকা হইয়া ঋদ্ধিকুণ মধ্যস্থিত জাজ্বল্যমান হতাশনের ন্যায় অপরূপ শোভা ধারণ

করিল। এইরূপে সেই অপূর্ণ রথ ও শরাসনাদি নিশ্চিত হইলে, দেবগণ সকল সৰ্বলোকেষু তেজোরশির একতা দর্শনে সাতিশয় বিন্মিত হইয়া মহাদেব সমীপে সমুদায় বিবরণ নিবেদন করিলেন।

হে মদ্রেখর! এইরূপে দেবগণ কর্তৃক বিপক্ষমর্দন প্রধানভম্ব রমণী রথ নিশ্চিত হইলে, মহাত্মা শঙ্কর উহাতে স্বকীয় দিব্য আয়ুধ সকল সংস্থাপন পূর্বক আকাশকে ধ্বজবাণী করত উহার উপর মহা বুঝভকে সন্নিবেশিত করিলেন। ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, ক্রতুদণ্ড ও জর রথের পার্শ্ব-রক্ষক, অথর্ক ও আদ্বিরস চক্ররক্ষক, ঋষেদ, সামবেদ ও পুরাণ সকল পুরঃসর, ইতিহাস ও যজুর্বেদ পৃষ্ঠ রক্ষক ও সমুদায় স্তোত্রাদি, বিদ্যা বাক্য, বিদ্যা ও বসটকার পার্শ্বচর হইয়া রহিল। ওঁকার সেই রথের সন্মুখে শোভা পাইতে লাগিল। তখন দেবাদিদেব মহাদেব বড়ুতুসম্পন্ন সৎসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই মৌর্যী করিলেন। ভগবান্ ক্রতুদেব সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ; সৎসর তাঁহার শরাসন; এই নিমিত্তই তাঁহার ছায়ারূপ কালরাত্রি ঐ শরাসনের মৌর্যী হইল। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র ইহঁরা তাঁহার বাণ স্বরূপ হইলেন। সমুদায় জগৎ অগ্নি, সোম ও বিষ্ণুময়। বিশেষতঃ বিষ্ণু ভগবান্ ভূতনাথের আত্মস্বরূপ; ক্ষতরাং ঐ শর দেবগণেরও অসহ্য হইয়া উঠিল; ভগবান্ ভূতনাথ সেই শরে ভূত ও অদ্বিরার স্বজসত্ত্ব হঃসহ ক্রোধানল নিহিত করিলেন।

হে মদ্রাধিপতে! ঐ সময় যে নীললোহিত ব্যাঘ্রচর্মধারী ভাবনীপতি অমৃত দিনকরের নয়নভেজঃসম্পন্ন, ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্রেরও বিনাশকম, ব্রহ্ম-দেবগণেরও নিধনকারী, ধার্মিকগণের পরিত্রাণকর্তা, অধার্মিকদিগের লংহারকর্তা এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই অহুতদর্শন স্বাবরজঙ্গমা-শ্রক জগৎ শোভা পাইতেছে, সেই মহাত্মা ভীমবল, ভীমরূপ ও প্রমথন-শীল আত্মগুণে পরিবৃত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ কঁচশরাসনধারী ভগবান্ ভাবনীপতিকে অগ্নি, সোম ও বিষ্ণু-সমুত দিব্য শর গ্রহণ পূর্বক রথারোহণে উৎসুক দর্শন করিয়া স্তম্ভবাহী সমীরণকে তাঁহার অক্ষকূলে সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান অহেশ্বর ধরাতল কল্লিত ও দেবগণকে বিত্রাসিত করত সেই রথারোহণে সমুদায় হুটলেন। মহর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা, ব্রহ্মর্ষি ও বন্ধিগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। নর্ত্তকগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ঐ সময় খড়্গ, শর ও শরাসনধারী ভগবান মহাদেব হাস্য করিয়া কহি-
য়েন, হে দেবগণ! এক্ষণে কোন্ মহাত্মা আমার সারথ্য কর্ম করিবেন?

স্বরগণ কহিলেন, হে দেবেশ ! তুমি যাহারে নিয়োগ করিবে, তিনিই তোমার সারথি হইবেন, সন্দেহ নাই । তখন দেবাদিদেব মহাদেব পুনরায় কহিলেন, হে দেবগণ ! যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা বিবেচনা পূর্বক তাঁহারেই সারথি কর ।

হে মজাধিপতে ! স্বরগণ দেবাদিদেব মহাদেবের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজাপতিসন্নিধানে গমন পূর্বক তাঁহাকে প্রসন্ন কর্ত্ত্ব কহিতে লাগিলেন, হে সৰ্বলোকপিতামহ ! তুমি অস্বরগণের বিনাশসাধনার্থ যাহা কহিয়াছিলে, আমরা তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছি । মহাদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ; আমরা তাঁহার বিচিত্র আশুখবৃত্ত মনোহর রথও নিৰ্ম্মাণ করিয়াছি । কিন্তু এ উৎকৃষ্ট রথের কে সারথি হইবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি নাই । অতএব তুমি কোন প্রধান ব্যক্তিকে সারথ্যে নিযুক্ত করিয়া আমাদের বাক্য প্রতিপালন কর । হে ভগবন্ ! তুমি পূর্বে কহিয়াছ যে, আমি তোমাদিগের হিতাক্ষেপ করিব ; অতএব এক্ষণে সেই বাক্য স্মরণ কর । হে পদ্মাসন ! স্বরগণের যুক্তি সংযোগে সেই শত্রুবিদারণ রথ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে । চারি বেদ উহার অৰ্ধ চতুষ্টয় এবং নক্ষত্র সকল বক্রণ হইয়াছে । অক্ষরনিপাতন ভগবান পিনাকপাণি স্বয়ং উহার রথী হইয়াছেন ; কিন্তু উহার উপযুক্ত সারথি দৃষ্ট হইতেছে না । যিনি সমুদায় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে সারথি করিতে হইবে । আমাদের রথ, অশ্ব, যোদ্ধা, কবচ, শত্রু ও পরাসন প্রভৃতি সমুদায়ই প্রস্তুত হইয়াছে । এক্ষণে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও সারথি লক্ষিত হইতেছে না । তুমি সৰ্ব গুণাবিত ও সৰ্বাপেক্ষা প্রধান ; অতএব তুমি অবিলম্বে সেই রথে আরোহণ পূর্বক উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে সংযত কর ।

হে মজরাজ ! এইরূপে স্বরগণ আপনাদিগের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত অবনত হইয়া পিতামহকে সারথি হইতে অনুরোধ কর্ত্ত্ব প্রসন্ন করিতে লাগিলেন । তখন পিতামহ কহিলেন, হে দেবগণ ! তোমরা যাহা কহিতেছ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে । আমি সংগ্রামকালে মহাদেবের অশ্ব সমুদয় সংযত করিব । অনন্তর দেবগণ সেই বিশ্বপাতা ভগবান পিতামহকে ভগবান মহাদেবের সারথিপদে অভিষিক্ত করিলেন । ভগবান পিতামহ সেই লোকপুঞ্জিত রথে সমারূঢ় হইলে, বায়ুবেশগামী অশ্বগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল । তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রগ্রহ ও প্রতোদ গ্রহণ পূর্বক মহেশ্বরকে কহিলেন, হে ভগবন্ !

অর্থারোহণ কর। তখন ভগবান্ ভবানীপতি সেই বিষ্ণুসোমায়িসমুত্ত
শর গ্রহণ করিয়া শরাসন নির্ঘোষে বহুমতী বিকম্পিত করত রথারোহণ
করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, অশ্বর ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে রথাক্রুত দেখিয়া স্তব
করিতে লাগিলেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব শর, শরাসন
ও অসি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোক আলোকময়
করিয়া পুনরায় ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব-
গণ ! আমি দৈত্যগণকে সংহার করিতে অসমর্থ হইব বিবেচনা করিয়া
তোমরা শোক করিও না। তোমরা আমার এই শরে তাহাদিগকে নিহত
বলিয়া বিবেচনা কর। তখন দেবগণ তোমার বাক্য সত্য, অতএব
অমরগণ নিহত হইয়াছে, এই বলিয়া মহাদেবকে উৎসাহিত করিতে
লাগিলেন, এবং শিববাক্য কখন মিথ্যা হয় না, ইহা বিবেচনা করত
পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ নীলকণ্ঠ সেই অপ্রতিম মনোহর রথে আরোহণ পূর্ব্বক
দেববৃন্দে পরিবৃত্ত এবং পরম্পর তর্জনকারী, চতুর্দিকে ধাবমান ও মাং-
সাশী, নৃত্যাহরক্ত হ্রাসদ স্বীয় পারিষদগণ কর্তৃক পুজিত হইয়া গমন
করিতে লাগিলেন। তপোনিরত মহাতাপ মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার বিজয়
প্রার্থনার শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে অভয়দাতা মহেশ্বর সমরে নির্গত
হইলে, দেবগণ ও অগতীতলম্ব যাবতীয় লোক যারপর নাই আনন্দিত
হইল। ঋষিগণ তাঁহার নানাবিধ স্তুতিবাদ করত তদীয় তেজ বর্দ্ধিত
করিতে লাগিলেন। তখন অর্কুদ অর্কুদ গন্ধর্ব্বগণ নানাবিধ বাদিত্যবাদনে
শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা অমরগণের উদ্দেশে রথ সঞ্চালন করিতে
আরম্ভ করিলে, ভূতপতি তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,
হে মহাদেব ! তুমি অত্যন্ত চিত্তে অমরাভিমুখে অশ্বসঞ্চালন কর।
আজি আমি শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক তোমাকে বাহবল দেখাইব।
ভগবান্ কমলমোনি ভূতপতির বাক্য শ্রবণে ক্রোধিত হইয়া দৈত্যদানব-
রক্ষিত ত্রিপুরের অভিমুখে বায়ুবেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগি-
লেন। তৎকালে অশ্বগণকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার
স্বাক্ষ পান করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে।

ভগবান্ নীলকণ্ঠ এইরূপে সেই লোকবন্দিত অশ্বযোজিত রথে আরো-
হণ করিয়া দৈত্যবিজয়ের নিমিত্ত ধাবমান হইলে, তাঁহার স্বজাগ্রহিত
বৃষভ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া দশদিক্‌পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সেই ভীষণ
শব্দশ্রবণে বহুসংখ্যক দৈত্য কণ্ঠের পরিত্যাগ করিল, এবং অনেক

সংগ্রামার্থ অভিযুখীন হইল। তদর্শনে শূলপাণি ক্রোধে সাতিশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদয় প্রাণী ভীত, ত্রৈলোক্য কম্পিত ও ঘোর নিমিত্ত লকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তৎকালে মহাদেবের সেই রথ সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞ্চালনে অবসর হইল। তখন দারায়ণ সেই শরভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া বৃষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করত সেই মহারথ উদ্ধৃত করিলেন। তখন রথ অবসর ও শত্রুগণ গর্জমান হওয়াতে অমিতপরাক্রম মহাদেব অশ্বপৃষ্ঠ ও বৃষভের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করত দৈত্যপুর অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং অশ্বের স্তনচ্ছেদন ও বৃষভের খুর ছই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। তদবধি গোগণের খুর ছইখণ্ডে বিভক্ত ও অশ্বগণ স্তনবিহীন হইয়াছে। হে রাজন্! অনন্তর ভগবান্ দেবাদিদেব ধনুকে জ্যায়োপণ করিয়া পাণ্ডপত অস্ত্র সংযোজন পূর্ব্বক ত্রিপুরের অপেক্ষা করত দণ্ডা-গমন রহিলেন। তখন সেই তিন পুর একত্র সমবেত হইল। তদর্শনে দেব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ পরম আহ্লাদিত হইয়া মহাদেবের স্তুতিবাদ করত জয়শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর সেই তিন পুরের দৈত্য বধোদ্যত অসহ্য পরাক্রম উগ্রমূর্ত্তি ভগবান্ ভবানীপতির সমক্ষে উপস্থিত হইল। তখন ত্রিলোকনাথ মহাদেব সেই দিব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুরত্রয়কে লক্ষ্য করত সেই ত্রৈলোক্যসারভূত শর নিক্ষেপ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, সেই পুরত্রয় তৎক্ষণাৎ ধরাভূতল নিপতিত হইল। তখন দৈত্যগণ ঘোরতর আর্তস্বর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর ভগবান্ ঈশান ভাঙ্গাদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করিলেন।

মহারাজ! এইরূপে ত্রিলোকহিতৈষী ত্রিলোচন শঙ্কর রোষভরে সেই পুরত্রয় ও তত্রত্য দানবগণকে নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিয়া হাহা শব্দ পরি-
ত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় রোষসম্ভূত হত্যাশনকে নিবারণিত করিয়া কহিলেন, হে হত্যাশন! তুমি ত্রিলোককে ভস্মসাৎ করিও না। অনন্তর প্রজাপতি প্রভৃতি দেব, মহর্ষি ও অন্যান্য লোক সমুদায় মহাদেবের প্রবৃত্তে পূর্ণকাম হইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং অতি উদার বাক্যে ঐহার স্তুতিবাদ করত ভদীর অহুমতি ক্রমে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

হে মজরাজ! এইরূপে সেই লোকশ্রুষ্ঠা সুরাসুরগণের অধ্যাক্ষ ভগবান্ মহেশ্বর লোক সকলের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব লোক-
গিতিমহ ব্রহ্মা যেমন স্বভেদে সারথী স্বীকার করিয়াছেন, তদ্রূপ এক্ষণে

আপনিও মহাশয় কর্ণের সারথী গ্রহণ করুন। আপনি যে কৃষ্ণ, অর্জুন ও শূতপুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে মন্ত্ররাজ ! এই কর্ণ সংগ্রামবিষয়ে রক্ততুল্য পরাক্রান্ত ; এবং আপনিও নীতি-বিষয়ে ত্রক্ষর সদৃশ। অতএব আপনি দৈত্যগণের ন্যায় এই শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। হে শল্য ! অদ্য মহাবীর শূতপুত্র বাহাতে কৈতব কৃষ্ণসারথী অর্জুনকে প্রপীড়ন পূর্বক নিহত করিতে পারেন, আপনি অবিলম্বে তাহার উপায় বিধান করুন।

হে মন্ত্ররাজ ! আমাদিগের রাজ্যলাভ প্রত্যাশা, জীবন ও কর্ণের মহাশয়নিবন্ধন জরাজীর্ণ আপনাকেই বিদ্যমান রহিয়াছে আমাদিগের রাজ্য, জয়লাভ এবং মহাবীর কর্ণ ও আমরা আপনারই আশ্রিত ; অতএব আপনি এক্ষণে অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন ! হে মন্ত্রাধিপতে ! আর এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ আচার পিতার সমক্ষে যে ইতিহাস কীর্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনি তাহাও শ্রবণ করুন। সেই হেতুপূর্ণ কার্যার্থ সম্বলিত ইতিহাস শ্রবণ ও অবধারণ করিয়া আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, অসন্দিগ্ধ মনে তাহার অনুষ্ঠান করুন। মহাশয়! মহর্ষি জমদগ্নি ভৃগুবাংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রাম। ঐ মহাতেজা জমদগ্নি-তনয় অস্ত্র লাভার্থ অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া কৃত্তদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। কিয়দিন পরে ভগবান্ মহেশ্বর তাঁহার ভক্তি-ভাব ও শাস্তিগুণে একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন, এবং তাঁহার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া তথায় আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে রাম ! আমি তোমার প্রতি সাতিশর সন্তুষ্ট এবং তোমার অভিপ্রায় সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়াছি ; এক্ষণে তুমি আপনার পবিত্র কর। তাহা হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে ভৃগুনন্দন। যখন তুমি পবিত্র হইবে, তখন আমি তোমারে অস্ত্র সমুদার প্রদান করিব। এই সমস্ত অস্ত্র অপাত্র ও অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে ভ্রমসাৎ করিয়া ফেলে।

জমদগ্নিতনয় রাম ভগবান্ শূলপাণি কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া প্রীতি পূর্বক কহিলেন, হে ভগবান্। আমি নিম্নতই আপনার শুক্রশ্রী করিতেছি ; আপনি যখন আমাকে অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্র বোধ করিবেন, সেই সময়েই আমাকে উহা প্রদান করিবেন। জমদগ্নিনন্দন এই বলিয়া তপস্যার অনুযোগে ইচ্ছায় নিগ্রহ, নিরাম, পূজা, উপহার, বলি, মন্ত্র ও হোমধারা কল্পবৎসব ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন, তখন ভগবান্ মহাদেব ভৃগুতনয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভগবতী পার্শ্বতীর

নিকট कहিলেন, প্রিয়ে ! দৃঢ়তপরাণ রাম আমার প্রতি সান্ত্বন্য ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে । ভগবান্ শঙ্কর পার্শ্বতীকে এইরূপ कहিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ সমক্ষে বারংবার জামদগ্ন্যের গুণগ্রামের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন ।

হে মজরাভ ! ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অশুরগণ মোহ ও গর্ক প্রভাবে দেবগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল । তখন দেবগণ একত্র সমবেত ও তাহাদিগের সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া পরম যত্ন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না । তখন তাঁহারা ভগবান্ ক্রতুদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রসন্ন করত कहিলেন, হে ভগবন্ ! আপনি আমাদিগের বিপক্ষগণকে সংহার করুন । ক্রতুদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের সমক্ষে শত্রুসংহারে অঙ্গিকার করিয়া রামকে আহ্বান পূর্বক कहিলেন, হে রাম ! তুমি লোকের হিত ও আমার গ্লীতি সাধনের নিমিত্ত অশুরশত্রুগণকে সংহার কর । রাম कहিলেন, হে দেবেশ ! আমি অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইনাই সুতরাং অস্ত্রবিদ্যাপারদর্শী যুদ্ধহর্মদ দানবদলকে দলন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব ? ক্রতু कहিলেন, হে রাম ! আমি कहিতেছি, তুমি দেবশত্রু অশুরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে ; এক্ষণে আমার আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ গমন কর । তুমি উহাদিগকে পরাজয় করিলে, অসামান্য গুণগ্রাম প্রাপ্ত হইবে । তখন রাম ক্রতুদেবের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ রণমদমন্ত দানবগণের নিকট গমন পূর্বক कहিলেন, হে দৈত্যগণ ! দেবাদিদেব শঙ্কর তোমাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আনায়ে প্রেরণ করিয়াছেন । এক্ষণে তোমরা আমার সহিত সমরে সমুদাত হও । দানবগণ রামের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সমরে প্রবৃত্ত হইল । মহাবীর রাম ও বজ্রসমস্পর্শ অস্ত্রদ্বারা অচিরাৎ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন । অনন্তর তিনি দানবান্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ক্রতুদেবের নিকট গমন করিলেন । ভগবান্ মহাদেব করস্পর্শ দ্বারা অবিলম্বে তাঁহারে ব্রণবিহীন করিয়া প্রীতিপ্রসূর চিত্তে নানাবিধ বর প্রদান করত कहিলেন, হে রাম ! তুমি বিরন্তর নিপীড়িত হইয়াও দানবান্ত্র সকল সহ্য করিয়া মনুষ্যাগণের অসাধ্য কার্য সম্পাদন করিয়াছ । এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত দিব্যাস্ত্র সকল গ্রহণ কর ।

অনন্তর রাম ক্রতুদেবের প্রসাদে অভিলষিত বর ও দিব্যাস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করত তাঁহার অমূল্য ক্রমে জ্ঞানে গমন করি-

জেন। হে মজ্জেশ্বর! মহর্ষি আমার পিতার নিকট এই পুরাণ্ড কীৰ্ত্তন
করিয়াছিলেন! সেই ভৃগুকুলতিলক মহাবীর পরশুরাম আনন্দিত চিত্তে
কর্ণকে দিব্য ধনুর্কোদে দীক্ষিত করেন যদি স্তূপুত্রের কিঞ্চিদ্ভ্রাতৃ দোষ
থাকিত, তাহা হইলে, মহর্ষি রাম তাঁহাকে কখনই দিব্যাস্ত্রজাল প্রদান
করিতেন না। এই জন্য আমি তাঁহাকে স্তূপবংশোদ্ভব বলিয়া বিবেচনা
করি না। আমার বিবেচনার উনি ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত দেবকুমার ও মহৎ
গোত্রসম্পন্ন। উনি কদাচ স্তূপবংশোৎপন্ন নহেন। বেন মৃগীর গর্ভে ব্যাঘের
উৎপত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, সেই রূপ সামান্য নারীর গর্ভে কুণ্ডলালঙ্কৃত,
কবচধারী, দীর্ঘ ভুজ, আদিত্য সন্নিভ মহারথ পুত্র সমুৎপন্ন হওয়া কখনই
সম্ভবপর নহে। হে মজ্জপতে! মহাবীর কর্ণের বাহুব্বর হস্তিগুণ সদৃশ
নিতান্ত পীল ও বক্ষঃস্থল অতি বিশাল; অতএব উনি কখনই প্রাকৃত মনুষ্য
নহেন। উনি মহাবলশালী রামের শিষ্য ও মহাত্মা।

ষট্ ত্রিংশত্তম অধ্যায় । ৩৬ ।

হৃষ্যোধন কহিলেন, হে মজ্জাধিপতে! এইরূপে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা
কৃত্তদেবের সারথ্যকার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ রথী অপেক্ষা
বলসম্পন্ন ব্যক্তিকেই সারথি করা কর্তব্য। অতএব হে পুরুষব্যাঘ্র!
আগনি যুদ্ধস্থলে কর্ণের অঙ্গগণকে সংযত করুন। দেবগণ যেমন ব্রহ্মাকে
শকরাপেক্ষা অধিকতর বলশালী জানিয়া মহাদেবের সারথি করিয়াছিলেন।
তজ্জপ আমরা আপনারে কর্ণাপেক্ষা সমধিক বীর্য্যবান্ অবগত হইয়া
স্তূপুত্রের সারথ্যে নিয়োগ করিতেছি।

মজ্জরাজ কহিলেন, হে রাজন! ভগবান্ ব্রহ্মা ষেক্ষরূপে কৃত্তদেবের
সারথ্য কার্য্য করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ ভবানীপতি ষেক্ষরূপে এক বাণ
দ্বারা দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই অলৌকিক দিব্য উপাখ্যান
বহুবীর আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎবেত্তা মহাত্মা জম্বী-
কেশ ও এ বিবরণ আত্মপূর্ষিক অবগত আছেন। এবং ইহা অবগত
হইয়াই বিধাতা যেমন বৃষভক্ষ্যের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন,
তজ্জপ তিনি অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন। যদি কর্ণ কোনক্রমে
অর্জুনকে নিহত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বাহুদেব স্বয়ং শত্রু
ও গদা ধারণ, পূর্বক তোমার দৈন্যগণকে উদ্ধূলিত করিবেন। মহাত্মা

পরিনন্দা ও পরভুতি এই চারিটি বিষয়ে কদাচ আসক্ত হন না । কিন্তু হে বিদ্বান্ ! আমি তোমার প্রত্যয়ার্থে আত্মসমর্পণ করি যে বাক্য কহিতেছি, তাহা তুমি প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম কর । আমি সাবধানে অশ্বগণের প্রয়োগ, ও তাহাদের ভাবীদোষের পরিজ্ঞান এবং সেই দোষ নিবারণের উপায় বিজ্ঞান ও সামর্থ্য এই সমস্ত গুণে মাতলির ন্যায় দেবরাজের সারথি হইবার উপযুক্ত পাত্র । অতএব হে সূতনন্দন ! তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তোমার চরগণকে পরিচালিত করিব । তুমি এক্ষণে স্থিরভাবে অবস্থিতি কর ।

—:—

সপ্তত্রিংশতম অধ্যায় । ৩৭ ।

দুর্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ ! অশ্বসঞ্চালন বিষয়ে কৃত্য অপেক্ষা সমধিক দক্ষ এই মজরাজ, ইন্দ্রসারথি মাতলির ন্যায় তোমার সারথ্য কার্য সম্পাদন করিবেন । মাতলি যেমন দেবরাজের হরিদ্বর্ণ অশ্বসংযোজিত রথ পরিচালন করেন, তদ্রূপ আজি এই শল্য তোমার রথোপযোগে সঞ্চালন করিবেন । তুমি যোদ্ধা এবং মজরাজ সারথি হইয়া রথোপরি অবস্থিত হইলে, এই উৎকৃষ্ট রথ নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে সময়ে পরাজয় করিবে ।

সম্মত কহিলেন, হে রাজন ! পর দিন প্রাতঃকালে রাজা দুর্যোধন মহাবীর মজরাজকে পুনরায় কহিলেন, হে মজরাজ ! আগনি কর্ণের অশ্বগণকে সংযত করুন । আগনি রক্ষক হইলে, কর্ণ অর্জুনকে নিশ্চয়ই পরাজয় করিতে পারিবেন ।

হে ভারত ! মহাবীর শল্য দুর্যোধন বাক্যে সন্মত হইয়া রথারোহণ পূর্বক কর্ণ সমীপে উপনীত হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ মাতলির সজ্জিত হইয়া সারথিকে কহিলেন হে সূত ! তুমি অবিলম্বে আমার রথ সজ্জিত কর । তখন সারথি সেই গন্ধর্ব্বনগরোপম জয়শীল রথ বধা-বিধি সূক্ষ্মজিত করিয়া কর্ণসমীপে “রথল হউক, জয়লাভ করুন” এই বলিয়া তদবস্থান্ত নিবেদন করিল । পূর্বে রেবতিনিশারদ পুঙ্খোহিত ঐ রথের নীরাজনাদি সংকার সম্পাদন করিয়াছিলেন ; এক্ষণে রথিপ্রের্ত কর্ণ বধাবিধি তাহার অভ্যর্থনা ও বহুসহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্যো-পাসনা সমাধানান্তর সমীপস্থিত মজরাজকে কহিলেন হে মজরাজ !

আপনি রথারোহণ করুন। তখন মহাতেজা শল্য সিংহের দৈশারোহণের
ন্যায় কর্ণের সেই হৃদয় উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ
বীর রথে শল্যকে আরোহণ করিতে দেখিয়া সূর্য্যদেব যেমন বিজ্ঞাৎ-
শোভিত জলধরের উপর অধিষ্ঠান করেন তদ্রূপ স্বয়ং তাহাতে অধিষ্ঠিত
হইলেন। সেই সূর্য্যানলসদৃশ তেজঃসম্পন্ন মহাবীরস্বর এক রথাক্রুত
হইয়া গগনমণ্ডলে একত্র সমবেত মেঘাক্রুত ভাষু ও কুশাক্রুত ন্যায় বিরাজ-
মান হইলেন। অনন্তর যজ্ঞস্থলে ঋত্বিকগণ যেমন ইন্দ্র ও অগ্নির স্তব
করে তদ্রূপ বন্দিগণ ঐ বীরদ্বয়কে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শর-
নিকরধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ সেই মহারথে আরোহণ পূর্বক শরাসন বিক্ষা-
রণ করত মণ্ডলাস্তগত মন্দরভূধরহ ভাস্করের ন্যায় শোভা ধারণ
করিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্যোধন সেই যুদ্ধাথ সমুদাত অমিততে মহাবাহু
কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! মহাবল পরাক্রান্ত তুমি ও তোমার
রণস্থলে যে হৃদয় কর্ম করিতে সমর্থ হন নাই, এক্ষণে তুমি সমুদায় ধন-
কীরণের সমক্ষে তাহা সম্পাদন কর। আমার মনে এই ছিল যে, মহাতা-
ভীষ্ম ও ভ্রোণ নিশ্চয়ই অর্জুন ও ভীমসেনকে নিহত করিবেন; কিন্তু
তুমি তাহা করেন নাই। অতএব তুমি এক্ষণে হয়, ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ
না হয়, ধনঞ্জয়, ভীমসেন এবং মাজীপুত্র নকুল ও সহদেবকে সংহার কর।
হে রাধেয়! তোমার জয় ও মঙ্গল হউক, তুমি যুদ্ধে গমন পূর্বক পাণ্ডব
সৈন্যগণকে ভয়গাৎ করিয়া ফেল।

হে রাজন! অনন্তর মেঘনির্ঘোষের ন্যায় সহস্র সহস্র তুর্য্য ও অযুত
অযুত ভেরী নিনাদিত হইতে লাগিল। রথাক্রুত মহারথ কর্ণ দুর্যোধনের
বাক্যে স্তম্ভিত হইয়া শল্যকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি যতক্ষণ ধন-
ঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে সংহার না করিতেছি, ততক্ষণ
তুমি অশ্বগণকে সঞ্চালিত কর। আমি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপে প্রবৃত্ত
হইতেছি। ধনঞ্জয় আমার বাহুবল অবলোকন করুক। আজি আমি পাণ্ডব
বিনাশ ও দুর্যোধনের অরুণাভের নিমিত্ত স্নাতীক শরনিকর নিক্ষেপ
করিব!

শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে স্তম্ভপুত্র! সাক্ষাৎ দেব-
রাজ বাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তুমি সেই সর্পশাক্তবিশারদ
মহামুর্ছক পাণ্ডবগণকে কি সাহসে অবজ্ঞা করিতেছ? সেই মহাবীরগণ
সংগ্রামে কদাচ প্রতিনিবৃত্ত বা পরাজিত হইবেন না। এখন শ্রবণ

করিতে, রণস্থলে অর্জুনের অশনির্ঘোষ সদৃশ ভয়ঙ্কর গাণ্ডিবনিশ্বন হইতেছে এবং যখন দেখিবে ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় কুঞ্জরগণকে বিশীর্ণদন্ত ও নিহত করিতেছেন ; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নকুল ও মহাদেব সমভিষাহারে শান্তি শর সমূহ দ্বারা আকাশমণ্ডলকে মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় করিয়াছেন ও অন্যান্য ক্ষিপ্ত হুরাসদ ভূপালগণ শত্রুগণের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতেছেন, তখন আর একরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। হে রাজন্ ! তখন কর্ণ মদ্ররাজের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে রথ সঞ্চালনে অসুস্থ করিলেন ;

—*—

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় । ৩৮ ।

হে রাজন্ ! অনন্তর কৌরবগণ মহাদুর্ধর কর্ণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া ঈর্ষমনে চতুর্দিক হইতে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর আপনার ইশনাগণ একমাত্র মৃত্যুকেই নিনাদি সংগ্রামে নিবর্তনকারী স্থির করিয়া যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইল।

হে রাজন্ ! তখন হুন্ডি নির্ঘোষ, ভেরী, বিবিধ শরশব্দ ও বেগশব্দ বাহনগণের গর্জ্জন হইতে আরম্ভ হইল। কর্ণ সমরে প্রস্থিত হইলে যোদ্ধগণ সাতিশর আচ্ছাদিত হইল। তখন পৃথিবী বিচলিত হইয়া প্রচণ্ড শব্দ করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতে সপ্ত মহাগ্রহকে বিনির্গত হইতে দৃষ্ট হইল। উদ্ধাপাত, দিগ্ধাহ বিনাবর্ষণে বজ্রপতন ও প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎকালে হুনিমিত্তদ্যোতক মৃগ ও বিহগগণ আপনার বাহিনীকে অনেকবার দক্ষিণবর্ত্তিনী করিল। কর্ণের তুরগগণ প্রস্থান সময়ে বারম্বার ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল হইতে নিরন্তর অগ্নি বর্ষণ আরম্ভ হইল। শত্রু সমুদয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ধ্বজ সকল কল্পিত হইতে লাগিল এবং বাহনগণ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। হে রাজন্ ! কৌরবগণের বিনাশসূচক এবিধ ও অন্যান্য বহুতর ভয়াবহ উৎপাত উপস্থিত হইল। কিন্তু তখন সকলে দৈব কর্ত্তক বিমোহিত হইয়া সেই সমস্ত হুনিমিত্ত উপেক্ষা করিল। নরপতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্থিত স্তূপগুহকে জয়াশীর্বাদ করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণ পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়াই স্থির করিলেন।

হে রাজন! অনন্তর প্রজলিত অনল ও সূর্যাসদৃশ তেজস্বী অরাতি-
 কান্তন-কর্ণ মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বীৰ্য্যাহীনতা ও অৰ্জ্জুনের কার্য্যা-
 তিশয় চিন্তা কুরিয়া একবারে অভিমান, দৰ্প ও ক্রোধে প্রজলিত হইয়া
 দীৰ্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূৰ্ণক শল্যকে কহিলেন, হে মজরাজ! আমি
 দ্রথারোহণ ও আশুধ ধারণ করিলে, ক্রোধপরতন্ত্র বজ্রধর ইন্দ্রকে দৰ্শন
 করিয়াও ভীত হই না। এক্ষণে ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণকে সমরশয়ান-
 শয়ান দেখিয়া আমি কিছুমাত্র অস্থির হইতেছি না। প্রধান প্রধান
 রথ, অশ্ব ও কুঞ্জরগণের প্রমথনকারী, মহেন্দ্র ও বিষ্ণু তুল্য পরাক্রান্ত,
 অবধ্যকল্প, অনিন্দিত ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে শত্রুহস্তে নিহত দেখি-
 রাও আমার কিছুমাত্র ভয় হইতেছে না। মহাত্মবেত্তা দ্বিজবব গুরু
 দ্রোণাচার্য্য মহাবলশালী মহীপালগণকে এবং সারথি, রথী ও কুঞ্জরদিগকে
 অরাতিগণ কর্তৃক নিহত দৰ্শন করিয়া কি নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সংহার
 করিলেন না? হে কৌরবগণ! আমি ধনঞ্জয়কে সমরে দ্রোণেরও সম্মান-
 ভাদন অবগত হইয়া সত্য কহিতেছি যে, আমি ভিন্ন অন্য কোন বীরই
 করাল কৃতান্তের ন্যায় সমাগত ধনঞ্জয়ের বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ
 হইবে না। মহাবীর দ্রোণ অস্ত্রাভ্যাস, অবধানতা, বাহুবল, ধৈর্য্য, ও
 নীতিসম্পন্ন ছিলেন। যখন তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইরাছেন, তখন
 আমি আমি সকলকেই আসন্নমৃত্যু বলিয়া বোধ করিতেছি। কৰ্ম্ম
 সকল দৈবায়ত্ত; তন্নিবৃত্ত আমি অনেক অহুসঙ্কান করিয়াও এই
 ভূমণ্ডলের কোম বস্তুই স্থিরতা দেখিতেছি না। যখন আচার্য্য নিহত
 হইরাছেন, তখন অদ্য সূর্য্যোদয়ে আমি যে জীবিত থাকিব, এ কথা
 নিশ্চয়রূপে কে বলিতে পারে? হে মজরাজ! শত্রুহস্তে আচার্য্যের নিধন
 দর্শন করিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নীতি, দিব্য আশুধ, বল-
 বীৰ্য্য ও কার্য্যকলাপ এই সমস্ত মনুষ্যের সৃষ্টিপাদনে সমর্থ নহে। দেখ,
 যিনি বলে ত্রিবিক্রম ও পুরন্দর সদৃশ, নীতিবিষয়ে ব্রহ্মস্পতি ও গুক্রা-
 চার্য্যের সদৃশ এবং তেজে অনল ও আদিত্য সদৃশ, সেই বিতান্ত হুঃসহ-
 বীৰ্য্য দ্রোণাচার্য্য দিব্যাত্ম প্রভৃতি কোন উপায় দ্বারা রক্ষা পাইলেন না।
 হে মজরাজ! এক্ষণে আমাদিগের দ্বীপুত্রগণ মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে
 এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শোকরসও ব্যর্থ হইরাছে। এ সময় যুদ্ধ করা একমাত্র
 আমারই কার্য্য। অতএব তুমি শীঘ্র আমাকে শত্রুসৈন্যমাধ্যে লইয়া চল।
 আমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অৰ্জ্জুন,
 নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি ও সঞ্জয়গণের বলবীৰ্য্য সহ্য করিতে

জয় হইবে ? অতএব হে মদ্ররাজ ! যে স্থানে গাঞ্চাল, পাণ্ডব ও দ্রুপদ-গণ অবস্থিতি করিতেছে, তুমি শীঘ্র তথায় রথ লইয়া চল। অন্য আশি হয় তাহাদিগকে সংহার, না হয় স্বয়ং দ্রোণপ্রদর্শিত যথ অবলম্বন করত শমনভবনে গমন করিব। হে শল্য ! আমিও সেই ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবীরগণের ন্যায় নিঃসন্দেহ মৃত্যুযুগে নিপতিত হইব। কিন্তু আমি সংগ্রামস্থল হইতে পলায়ন করিয়া কোন ক্রমেই মিত্রদ্রোহী হইতে পারিব না। বিদ্বানই হউক, বা মূর্খই হউক, আব্রহ্মণ হইলে, কেহই মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বাহা অদৃষ্টে আছে, কেহই তাহার আতিক্রম করিতে পারে না। অতএব আমি অবশ্যই সংগ্রামার্থ পাণ্ডবগণ সমীপে গমন করিব। মহারাজ দুর্যোধন নিরন্তর আমার হিত চিন্তা করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার কার্যসাধনের নিমিত্ত প্রীতিকর ভোগ ও হস্তাজ জীবন বিসর্জন করা আমার অকর্তব্য নহে। হে মদ্ররাজ ! ভগবান্ রাম আমারে এই ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত, শকবিহীন চক্র যুক্ত, স্বর্ণময় আসন সম্পন্ন, রক্তময় ত্রিবেণু সমলকৃত, উৎকৃষ্ট অশ্ব সংযোজিত রথ প্রদান করিয়াছেন। আর এই আমার বিচিত্র শরাসন, ধ্বজ, গদা, ভীষণ সারক সমূহ, সমুজ্জ্বল খড়্গ, ভীষণ নিশ্বন-বন্দর ও ব্রহ্মশূল বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি এই বিচিত্র পতাকাপরিশোভিত অশ্ব-সমন্বিত যোদ্ধা যুক্ত ভূগীর সুশোভিত রথে আরোহণ করিয়া পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক দনঞ্জয়কে সংহার করিব। যদি সর্বসংহারক মৃত্যু স্বয়ং অগ্রমভ হইয়া অর্জুনকে রক্ষা করেন, তথাপি আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় তাহারে সংহার, না হয় স্বয়ংই ভীষ্মের ন্যায় শমনভবনে গমন করিব। অধিক কি, যদি অন্য যম, বক্রণ, কুবের এবং ইন্দ্র ও স্বর্ণগণ সমভিব্যাহারে দনঞ্জয়কে রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তথাপি আমি তাহাদিগের সহিত তাহাকে পরাজয় করিব।

হে রাজন্ ! মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধার্থ একান্ত হৃষ্ট হৃত পুত্রের এইরূপ আশ্ব-শ্লাঘা শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহার বাক্যে উপহাস ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তাহারে প্রতিবেদ্য করত কহিতে লাগিলেন, হে হৃতপুত্র ! তুমি আর আশ্ব শ্লাঘা করিও না। তুমি মহাবলশালী বট, কিন্তু এক্ষণে স্বীয় সামর্থ্য অপেক্ষা সমধিক বাক্য ব্যয় করিতেছ। অর্জুন পুরুবশ্রেষ্ঠ, তুমি পুরুবা-ধম ; অতএব তাঁহার সহিত তোমার তুলনা হইতে পারে না ; দেখ, পুরুষের সদৃশ বলবীৰ্য্যসম্পন্ন মহাবীর দনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি ইন্দ্ররক্ষিত দেবগোত্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণিত দ্বারকাপুত্রী আলোড়িত করিয়া

কৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী স্তম্ভদ্রাকে হরণ এবং ত্রিলোকনাথ ভগবান্ ভবানী পতিকে যুগবধ কলহযুদ্ধে আহ্বান করিতে সমর্থ হন ? ঐ বীর হতাশনের প্রতি বহুকাল প্রদর্শন পূর্বক দেব, দৈত্য, উরগ, পিশাচ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহার অভিলষিত হবি প্রদান করিয়াছিল। হে কর্ণ ! গন্ধর্ভগণ কোরবগণ সমক্ষে কলহপ্রিয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে হরণ ও ভূমি সর্বপ্রাণে পলায়ন করিলে, মহাবীর অর্জুন যে দিবাকরের করজাল সদৃশ শরনিকর দ্বারা গন্ধর্ভগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে দুর্ঘোধান প্রভৃতি বীরগণকে মুক্ত করিয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ হন ? ঐ মহাবীর গোত্রহযুদ্ধে বলবাহনসম্পন্ন দ্রোণ, অন্তথামা ও ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণকে পরাজয় করিয়াছিল। তৎকালে তুমি কি তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলে ? হে স্তম্ভপুত্র ! এক্ষণে তোমার বধার্থ এই একটি সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি অদ্য শত্রুভয়ে পলায়ন না করিয়া যুদ্ধে গমন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

মদ্রাধিপতি শল্য একাগ্রচিত্তে কর্ণের প্রতি অর্জুনের স্তুতিবাদযুক্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে, কোরবসেনাপতি স্তম্ভপুত্র সাতিশয় রোষা-বিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মদ্ররাজ ! তুমি কি নিমিত্ত অর্জুনের প্লাঘা করিতেছ ? অদ্য অর্জুনের সহিত আমার সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। যদি সে আমাকে পরাজয় করিতে পারে, তাহা হইলে, তোমার এই প্লাঘা সফল হইবে। মহাত্মা মদ্ররাজ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হউক বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থ শল্যকে অখচালন করিতে কহিলেন। হে রাজন্ ! অনন্তর কর্ণের সেই ঐশ্বর্যবোজিত রথ শল্য কর্তৃক পরিচালিত হইয়া সূর্য্যদেব বেক্রপ অন্ধকার বিনাশ করত সমুদিত হন, তদ্রূপ শত্রু সংহার করত ধাবমান হইল।

—*—

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় । ৩৯ ।

হে নরনাথ ! তখন মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ পরম প্রীতি লাভ করিয়া সেই শ্যাম্রচক্ষ্যাবৃত রথে আরোহণ পূর্বক পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনায় সৈন্যগণকে আনন্দিত করত পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীরগণ ! অদ্য তোমাদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি মহাত্মা দনঞ্জয়কে দেখাইতে পারিবে, আমি তাহাকে

তাহার অভিলষিত ধন প্রদান করিব। যদি তাহাতে তাহার প্রীতি না জন্মে, তাহা হইলে, তাহাকে শকটপূর্ণ রত্ন প্রদান করিব। যদি তাহা তাহার সন্তোষকর না হয়, তাহা হইলে, তাহাকে কাংসানির্মিত সোহনপাত্র সম্বলিত একশত হৃদ্ববতী গাভী, এক শত গ্রাম এবং অশ্বতরী সংযোজিত, কৃষ্ণকেশী যুবতীগণ যুক্ত, ষ্ঠৈতর্ঘ্য রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাহার সন্তোষ না হয় তাহা হইলে, তাহারে ছয় মাতঙ্গ সংযোজিত স্তবর্ণ নির্মিত রথ ও নিককণ্ঠী গীতবাদ্যাদি বিশারদা অজাতপুত্র। এক শত কামিনী প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে, একশত কুঞ্জর, এক শত গ্রাম, একশত ষ্ঠৈতর্ঘ্য রথ ও গজ, অশিক্ষিত দশ সহস্র অশ্ব এবং হেমশৃঙ্গ যুক্ত চারি শত লবংস। ধেনু প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি প্রীত না হন, তাহা হইলে তাহাকে স্তবর্ণমণ্ডিত মণিময় ভূষণ সম্পন্ন ষ্ঠৈতর্ঘ্য সুদন্ত অষ্টাদশবিধ পঞ্চশত অশ্ব এবং কাষোজদেশজাত ও সুন্দর ভূষণ ভূষিত কনকময় রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি প্রীত না হন, তাহা হইলে তাহারে স্তবর্ণভূষিত পশ্চিম দেশোৎপন্ন ছয় শত মাতঙ্গ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে মগধদেশ সজ্জ্ব একশত সববৌবনসম্পন্ন নিককণ্ঠী দাসী ও প্রভূত ধনশালী, ভরী শূন্য, নদী ও পাবনের সমীপবর্তী রাজভোগ্য চতুর্দশ বৈশ্য গ্রাম প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাহার তুষ্ট সাধন না হয়, তাহা হইলে তিনি আমার পুত্র কলজ ও বিহারসামগ্রী সমুদায়ের মধ্যে যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাহাকে তাহাই সমর্পণ করিব এবং অবশেষে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের অর্থ সমুদায় তাহাকে প্রদান করিব।

রাজন্! মহাবীর কর্ণ বারম্বার এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া সমুদ্রজাত স্তবর্ণ শঙ্খ প্রস্থাপিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ হর্ষোদয়িত হৃৎপুলকের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহার অনুগামী হইলেন। তখন আপনার সৈন্য মধ্যে সিংহনাদমিশ্রিত ব্যুহিত ধ্বনি এবং হুঙ্কার ও মৃদঙ্গের ন্যায় নিব্বন সমুখিত হইল। হে রাজন্! এই রূপে আপনার সৈন্যগণ একান্ত আল্লাদিত হইলে, মদ্ররাজ শল্য সমরবিহারী আয়ুধা বা নিরস্ত্র মহারথ হৃৎপুত্রকে সন্তোষন পূর্বক হাদ্যবদনে কহিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪০ ।

হে ~~কর্ণ~~ তুমি ছয় মাতঙ্গ সংযোজিত হেমময় রথ প্রভৃতি কিছুই প্রদান করিও না । তুমি বাণকতাপ্রযুক্তই কুবেরের ন্যায় ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছ । আজি অক্লেশেই অর্জুনকে দেখিতে পাইবে । তুমি অতি মুঢ়ের ন্যায় বিপুল ধন বিতরণের বাসনা করিতেছ ; কিন্তু অপাত্রে দান করিলে, যে সকল দোষ জন্মে, মোহ প্রযুক্ত তাহা বুঝিতে পারিতেছ না । তুমি যে লক্ষ লব্ধ ধন বৃথা ব্যয় করিতে, সমুদ্র্যত হইয়াছ, তদ্বারা নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পার । আর তুমি অজ্ঞানতা বশতঃ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংহার করিতে অভিলাষ করিতেছ ; কিন্তু উহা কখনই সম্ভবপর নহে । শৃগল কেশরিস্বয়ংকে সময়ে নিপাতিত করিয়াছে, ইহা কখনই আমাদিগের প্রতিবিবরে প্রবিষ্ট হয় নাই । তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র জনের বাহা অভিলাষ করিবার নহে, তাহা তুমি অভিলাষ করিতেছ । তোমার কি এমন কোন স্নহৃদ নাই যে, এ সময়ে তোমারে অনলে পতনোন্মুখ দেখিয়া নিবারণ করে ? তুমি কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছ না । অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে । কোঁনু, জিজীবিষু ব্যক্তি অসম্বদ্ধ অপ্রোতব্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে ? তুমি বাহা বাসনা করিতেছ, উহা কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধন পূর্বক উভয় ভুজ দ্বারা সমুদ্র সস্তরণ ও অচলশৃঙ্গ হইতে নিপতনের ন্যায় নিতান্ত বিফল বোধ হইতেছে । এক্ষণে যদি তুমি স্বীয় মঙ্গল বাহা কর, তাহা হইলে বৃহিত যোদ্ধা ও সেনাগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া অর্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও । আমি তোমার প্রতি বিবেচাচরণ করিতেছি না, হৃদ্যোধনের হিতাভিলাষেই এইরূপ কহিতেছি ; এক্ষণে যদি তোমার জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্যে স্নান প্রদর্শন কর ।

কর্ণ কহিলেন, হে মদ্ররাজ ! আমি স্বীয় বাহুবলে অর্জুনের সহিত সংগ্রামে অভিলাষী হইতেছি, তুমি মিত্রতা পূর্বক শত্রুতাচরণ করিয়া আমাকে ভীত করিতে অভিলাষী হইয়াছ । বাহা হউক, এক্ষণে মনু-বোয় কথা দূরে থাকুক, অদ্য দেবরাজও আমাকে এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না ।

অনন্তর মহাবীর মদ্রাধিপতি শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একোপাধি পরিবার নিমিত্ত পুনরায় কহিলেন, হে স্তম্ভগুণ । যখন অর্জু-

নের জ্যানিস্থত বেগবান্ নিশিতাগ্র শরলাল তোমার অঙ্গগমন করিবে, যখন বীভৎসু দিব্য শরাসন গ্রহণ পূৰ্ণক কোরব বাহিনী সস্তাপিত করত নিশিত শরনিকরে তোমারে নিপীড়িত করিবে, সেই সম্মত তোমাকে অমুতাপিত হইতে হইবে। বালক যেরূপ মাতৃ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া চক্ষু গ্রহণে অভিলাষী হয়, সেই রূপ তুমি মোহ বশতঃ অদ্য দেদীপ্যমান রথস্থ অৰ্জুনকে ভয় করিতে অভিলাষ করিতেছ।

হে মূঢ়! আজি ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করাত্তে তীক্ষ্ণদার ত্রিশূলে তোমার সৰ্ব্বশরীর ঘর্ষিত করা হইতেছে। অঙ্গপ্রাণ যুগশাবক যেমন ক্রুদ্ধ বৃহৎ কেশরীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে, সেই রূপ তুমি অদ্য ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতেছ। বন মধ্যে মাংসতৃপ্ত শৃগাল যেমন কেশরীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হয়, তদ্রূপ তুমি আজি পরাক্রান্ত রাজতনয় ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বিনষ্ট হইও না। হে স্তম্ভপুত্র! তুমি শশক হইয়া প্রতিরগত বিশাল দন্তশালী মহাগজ স্বরূপ ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতেছ। অজ্ঞানতা বশত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ বাসনা করাত্তে তোমার কাষ্ঠ দ্বারা বিলম্ব মহাবিব রোষাবিষ্ট ভূজ-বিন্দু করা হইতেছে। শৃগাল যেমন কেশরবিরাজিত ক্রোধাবিষ্ট সিংহকে ও সর্প যেমন আশ্রয়বিনাশার্থ বলিষ্ট পতঙ্গরাজ গরুড়কে আহ্বান করে, তুমি তদ্রূপ অৰ্জুনকে আহ্বান করিতেছ এবং প্রববিহীন হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্দ্ধিত অসংখ্য মীনসমাকীর্ণ ভয়ঙ্কর জলনিধি উত্তীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছ। বৎস যেমন স্তুতীকৃত শৃঙ্গশালী প্রহারসমর্থ বৃষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে, তেজ যেরূপ সলিলপ্রদ নিবিড় মহামেঘের উদ্দেশে ও আশু-গৃহস্থিত কুক্কুর যেমন অরণ্যচারী ব্যাঘ্রের উদ্দেশে ঘোরতর গর্জন করে, সেইরূপ তুমি নরশার্দ্দল ধনঞ্জয়ের উদ্দেশে গর্জন ও তাঁহারে আহ্বান করিতেছ। হে রাধেয়! অরণ্য মধ্যে শশক পরিবেষ্টিত শৃগাল যাবৎ সিংহকে দর্শন না করে, তাবৎ আপনারে সিংহের ন্যায় জ্ঞান করিলা থাকে, সেই রূপ তুমিও শক্রনিহন ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আপনাকে সিংহের ন্যায় জ্ঞান করিতেছ। যাবৎ সূর্য ও চন্দ্রমার ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন এক রথস্থ কৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে দর্শন না করিতেছ, তাবৎ তুমি আপনাকে ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ করিতেছ। যাবৎ ঘোর সমরে অৰ্জুনের ভীষণ গাভীর নির্ধোষ তোমার শ্রবণগোচর না হইবে, তাবৎকাল তুমি বাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে। কিন্তু অৰ্জুনের রথ ও শরাসনের গভীর নিষ্কনে দশদিক প্রতিফলিত হইলে, তোমারে নর্দমান শার্দ্দলদর্শী শৃগালের

জানি বিমূঢ় হইতে চাইবে । হে মূঢ় ! মহাবীর অর্জুন সিংহের ন্যায়
প্রত্যক্ষস্পন্দন, আর তুমি বীরজনের বিদ্যেবাচরণ করিয়া শৃগালের ন্যায়
লক্ষিত হইতেছ । হে মৃতপুত্র ! মুষিক ও বিড়ালের, কুকুর ও ব্যাঘ্রের
শৃগাল ও সিংহের, শশক ও কুঞ্জরের, মিথ্যা ও সত্যের এবং বিষ ও
অমৃতের বেক্রপ প্রভেদ, তোমার এবং ধনঞ্জয়ের তক্রপ বিভিন্নতা সন্দেহ
নাই ।

একচত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪১ ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! অমিততেজা শল্য কর্ণকে এই রূপ
ভিন্নকার করিলে, মহাবল পরাক্রান্ত মৃতপুত্র তাঁহার বাক্শল্যে সাতিশয়
ব্যথিত হইয়া রোষভরে কহিতে লাগিলেন, হে শল্য ! গুণবান্ ব্যক্তিই
গুণিগণের গুণগ্রাম জানিতে পারেন ; কিন্তু যে নিশ্চরণ হয়, সে কদাচ
তাহা জানিতে পারে না । তুমি গুণবিহীন ; অতএব কিরূপে গুণাগুণ
পরিজ্ঞানে কুমর্থ হইবে ? আমি মহাবীর ধনঞ্জয়ের মহাত্মনিচয়, শরাসন,
ক্রোধ ও বলবিক্রম এবং মহাত্মা কৃষ্ণের মহাত্মা বেক্রপ অবগত আছি,
তুমি তক্রপ নহ । আমি আপনার ও ধনঞ্জয়ের বীর্য্যের বিষয় বিশেষরূপে
অবগত হইয়াই পাণ্ডীবধারী অর্জুনকে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতেছি ।
হে শল্য ! আমার নিকট এক তুণীরশায়ী সুপুত্র শোণিতভোজী সুশা-
ণিত শর বিদ্যমান আছে । আমি বহুকাল উহারে পূজা করত চন্দনচূর্ব
মধ্যে রাখিয়াছি । ঐ বিষবান্ ভীষণ শর নয়, অথ ও কুঞ্জর নিকরের
বিনাশ সাধন এবং এক কালে মর্ষ ও অস্থি বিদারণ করিতে সমর্থ হয় !
আমি উহা দ্বারা মহাগিরি স্রমেত্বকেও বিদীর্ণ করিতে পারি । আমি
সত্য বলিতেছি, অর্জুন ও দেবকী পুত্র কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি ঐ
বাণ কদাচ নিক্ষেপ করিব না । হে শল্য ! আমি সেই অমোঘ শর
প্রভাব রোষভরে বাহুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া
বীর পরাক্রমাক্রূপ কার্য্য সম্পাদন করিব । সমুদায় বৃষ্ণিবীরগণ মধ্যে
কৃষ্ণ লক্ষ্য এবং পাণ্ডবগণ মধ্যে অর্জুনের উপরু বিজয় প্রতিষ্ঠিত আছে ।
ঐ উত্তর বীরের হস্তে কাহারই নিস্তার নাই । কিন্তু আজি সেই রথস্থিত
মহাপুরুষের আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবে । তুমি আমি আমার
আজিভাত্য সন্দর্শন কর । অদ্য আমি সেই পিতৃব্রজের ও মাতুলক

ভ্রাতৃধরকে সংহার করিয়া সূত্রগ্রথিত মণিধরের ন্যায় সময়ে নিপাতিত করিব। হে শল্য! ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব ও কপিধ্বজ এবং বাসুদেবের চক্র ও গরুড়ধ্বজ ভীক্সভাব মনুষ্যাগণের ত্রাসজনক বটে; কিন্তু আমার সাতিশয় হর্বসম্পাদক। তুমি নিতান্ত মূঢ়, হুশ্রুতি ও মহাযুদ্ধে অনভিজ্ঞ; অতরাং ভয় প্রযুক্ত নানাবিধ অসম্বন্ধ প্রেলাপ এবং কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগের স্ততিবাদ করিতেছ। আমি সময়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে সংহার করিয়া তোমাকেও তোমার বান্ধবগণের সহিত শমনসদনের অতিথি করিব। হে দুর্গতে! সূত্রাশয়! ক্রাভ্রিয়কুলপাংসন! তুই সুহৃদু হইয়াও শত্রুর ন্যায় কি নিমিত্ত আমাকে কৃষ্ণাৰ্জুন হইতে ভীত করিতেছিস! বাহা হউক, অদ্য হয়, তাহারাই আমাকে বিনাশ করিবে না হয়, আমিই তাহাদিগকে সংহার করিব; কিন্তু স্বীয় বলবীৰ্য্য পরিজ্ঞাত হইয়া কদাচ তাহাদিগের নিকট ভীত হইব না। সংগ্রহ বাসুদেব ও শত শত অর্জুন সময়ে সমাগত হইলেও তাহাদিগকে সংহার করিব। রে কুদেশজ! তুই আর কোন কথা উচ্চারণ করিস না।

রে মূঢ়মতে! স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও জীভাগত মনুষ্যেরা দুর্শ্রুতি মজ্জকগণের যে বিষয় অবধারণ ও কীর্তন করে, পূর্বে ব্রাহ্মণেরা, রাজসভায় যাহা কীর্তন করিতেন, একচিতে তাহা শ্রবণ করিয়া ইয়ং ক্রান্ত হও, না হয় প্রত্যুত্তর প্রদান কর। মজ্জকগণ মিত্রদ্রোহী ও নিয়ত পরাধেয়ী তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য নাই। তাহারা নীচপ্রকৃতি নরাধম, হুয়াত্মা, মিথ্যাবাদী ও উগ্রস্বভাব। তাহাদের সহিত প্রণয় করা অবর্তব্য। আমরা শ্রবণ করিয়াছি মজ্জকগণ জন্মাবধি সমস্ত হৃদয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মজ্জদেশে পিতা, পুত্র, মাতা, স্বশ্র, স্বগুরু, মাতুল, জামাতা, হুহিতা, ভ্রাতা, নন্দা, অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, অভ্যাগত ও দাসদাসী সকলে সমবেত এবং রমণীগণ স্বেচ্ছামুসারে পুরুষগণের সহিত সুরতে প্রবৃত্ত হইয়া মদ্যপান পূর্বক শত্ৰু, মৎস্য ও মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করত কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন গান ও কখন অসম্বন্ধ প্রেলাপ করিয়া থাকে। মজ্জকগণ বিরুদ্ধকর্মা ও অহঙ্কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। অতএব তাহাদিগের কি রূপে ধর্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে? মজ্জকদিগের সহিত বৈর বা সৌহার্দ্য করা কর্তব্য নহে। তাহাদিগের সহিত কেহই মিলিত হয় না। তাহারা মল স্বরূপ। গান্ধারকদিগের শৌচ ও মজ্জকদিগের সঙ্গতি নাই।

হে মজ্জাধিপতে! প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এইমাত্র বলিয়া বৃশ্চিকৃৎপ্রভৃতি ব্যক্তির

চিকিৎসা করিয়া থাকেন যে, রাজা যেমন যজ্ঞে ঋত্বিক হইলে হরি নই হয়, ত্র্যক্ষণ শূদ্রকে অধ্যয়ন করাইলে যেমন অবমানিত হন এবং ত্র্যক্ষণ-দেবী যেমন সকলের অবজ্ঞাভাজন হয়, সেইরূপ লোকে মদ্রকৃগণের সহিত সৌহার্দ্য করিলে পতিত হইয়া থাকে। অতএব মদ্রকদিগের সহিত প্রণয় করা নিতান্ত অকর্তব্য। হে বৃশ্চিক! তোমার বিষক্ষয় হইল, আমি অথর্ব বেদোক্ত মজ্জহারী সমুদয় শাস্তি করিলাম। হে শল্য! আমি এইরূপে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব তুমি ইহা সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া ভূমীন্তাব অবলম্বন পূর্বক পরে যীহা বলিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর।

হে মদ্ররাজ! যে রমণীগণ মদমত হওয়ার্তে পরিধান বসন পরিভ্যাগ পূর্বক নৃত্য, বাহারা ব্যতিচার দোষদূষিত হইয়া অভিমত পুরুষের সহিত সংসর্গ এবং বাহারা উদ্ধতম্বভাব হইয়া উল্লু ও গর্দভের ন্যায় মূঢ় পরিভ্যাগ করে, তুমি সেই ধর্মভ্রষ্ট নিলজ্জ রমণীগণের অন্যতরের তনয় হইয়া কি রূপে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষ করিতেছ? মদ্রদেশীয় রমণীগণের নিকট কাঙ্ক্ষিক প্রার্থনা করিলে, তাহারা তৎ প্রদানে অসম্মত হইয়া নিতম্বদ্বয়ে করাঘাত করত কহিয়া থাকে, কাঙ্ক্ষিক আমাদের তিথ্য স্থির, ইহা কেহ যাচঞা করিও না। আমরা পতি অথবা পুত্রকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কাঙ্ক্ষিক প্রদান করিতে পারি না। হে মদ্ররাজ! আমরা আরও শ্রবণ করিয়া থাকি যে, মদ্রদেশীয় গৌরীরা নিলজ্জ, কঞ্চলাবৃত উদরপরায়ণ ও অশুচি; আমি হই, আর অন্য যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন, সকলেই অতীব নিন্দনীয় কুকর্ম-শালী মদ্রকদিগের এইরূপ দোষ কীর্তন করিতে পারে। মদ্রক, সৈন্ধব ও সৌবারগণ পাপদেশ সম্ভূত, রোচ্ছ ও নিতান্ত অধার্মিক; তাহারা কি প্রকারে ধর্ম কীর্তনে সমর্থ হইবে? যুদ্ধে নিহত ও সজ্জনগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া রণশ্যায় শয়ন করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম; অস্ত্রযুদ্ধে প্রাণত্যাগ পূর্বক স্বর্গলাভ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য; বিশেষতঃ আমি হুর্বো-ধনের প্রিয়সখা, অতএব তাহার নিমিত্ত আমার প্রাণ ও ধন পরিভ্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। তুমি পাপদেশ সম্ভূত ও রোচ্ছ। এক্ষণে তুমি আমা-দিগের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছ; ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ ভেদের নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে। যাহা হউক, নাস্তিক ব্যক্তির যেমন ধর্মশীল ব্যক্তিদ্বিকে ধর্মচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ ভবাদৃশ শত ব্যক্তিও আমারে সমরপরাজুথ বা ভীত

করিতে সমর্থ হইবেন না । তুমি গ্রীষ্মপীড়িত যুগের ন্যায় বথেষ্ট বিলাপ কর বা শুকবন্ত হও তথাপি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে ব্যবস্থিত এই ব্যক্তিকে কখন ভীত করিতে সমর্থ হইবে না । পূর্বে গুরু পরশুরাম দেহ ত্যাগে অসঙ্কুচিত ও সমরে অপরাধুধ নরশার্ঙ্গলগণের যে গতি কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই স্মরণ ও প্রধানতম পুরুষবার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া কৌরবগণের উদ্ধার ও শত্রুগণের বিনাশ সাধনে সমুদাত হইয়াছি ; অতএব কখনই পরাধুধ হইব না । বোধ হয়, এক্ষণে আমারে এই অধ্যাক্ষার হইতে নিবৃত্ত করে, এরূপ লোক ত্রিলোক মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই ; অতএব তুমি তুষ্টীস্থাব অবলম্বন কর, ভীত হইয়া অনর্থ বাক্য ব্যর্থ করিতেছ কেন ? হে মজকাধম ! আমি তোমারে সংহার করিয়া ক্রবাদগণকে উপহার প্রদান করিব না । মিজের কার্য সাধন, হৃষ্যোধনের অনুরোধ ও তিতিক্ষা এই তিন কারণে তুমি এ বাজা আমার নিকট পরিজ্ঞাপাইলে, কিন্তু পুনরায় এরূপ বাক্য প্ররোপ করিলে, বজ্রতুল্য গদা দ্বারা তোমার মস্তক অধঃপাতিত করিব । হে কুদেশজ শল্য ! অদ্য বীরগণ আমারে ক্রুদ্ধ ও অর্জুনের হস্তে বিনষ্ট অথবা তাহাদিগকে আমার হস্তে নিহত দর্শন ও শ্রবণ করিবে । হে মহারাজ ! মহাবীর কণ এইরূপ কহিয়া নির্ভয় চিত্তে পুনরায় বারম্বার মজাধিপতিকে অবশম্ভাবনে আদেশ করিতে লাগিলেন ।

দ্বিচত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪২ ।

হে মহারাজ ! অনন্তর মজরাজ শল্য যুদ্ধার্থী কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করত পুনরায় কহিলেন, হে সূতপুত্র ! আমি ধর্ম্মপরায়ণ এবং সমরে অপরাধুধ, বস্ত্রধারিত মুক্কাভিষিক্ত ভূপালগণের বংশে সমুৎপন্ন হইয়াছি । এক্ষণে তোমাকে মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে ; অতএব সৌমদ্য বশতঃ তোমার চিকিৎসা করিব । হে কর্ণ ! আমি যে এক্ষণে একটি কাকোপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, তুমি তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিয়া বাহা ইচ্ছা দ্রব, কর । হে কুলপাংশন ! আমি বিলক্ষণ স্মরণ করিয়া দেখিতেছি, আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই, অতএব তুমি কি নিমিত্ত শিনাপরাধে আমারে বিনষ্ট বরিতে অভিলাষ করিতেছ ? আমি সারথ্য কার্যে নিযুক্ত, বিশেষ

কতঃ রাজ্য হৃৎযোধনের প্রিয়চিকীর্ষু; স্ততরাং তোমাং হিতাহিত জ্ঞান
প্রদান কর। আমার নিতান্ত কর্তব্য। তুমি তৎসমুদায় অবগত হইয়া
কার্য্যাক্ষত কর। হে কর্ণ! আমি যখন এই রথের সারথি হইয়াছি,
তখন সম বিহ্বল ভূতাগ, রথীর বলাবল, রথ ও অশ্বগণের ভ্রম ও অবসাদ,
যুগের শব্দ, পক্ষীর বিকৃত, ভার, অতিভার, শল্য সকলের প্রতীকার, অস্ত্র-
যোগ, যুদ্ধ ও গুণভাণ্ড নিমিত্ত সমুদায় আমার সমস্ত পরিজ্ঞেয়; বাহা
হউক, আমি এক্ষণে যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

হে কর্ণ! সমুদ্র পারে কোন ধর্ম্মশীল রাজার রাজ্যে এক প্রভূত ধন-
ধান্যসম্পন্ন, রাজিক, দানশীল, ক্রমাশীল, স্বধর্ম্মনিরত, পবিত্রচিত্ত, সর্ব্ব-
ভূতহিতৈষী এক বৈশ্য বাস করিত। ঐ বৈশ্যের অনেকগুলি পুত্র ছিল।
বৈশ্যতনয়গণ আপনাদের উচ্ছিষ্ট মাংস, অন্ন, দধি, ক্ষীর, পায়স, মধু ও
স্বত দ্বারা একটি কাকের ভরণ পোষণ করিত। ঐ কাক বৈশ্যতনয়গণের
উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিতান্ত গর্জিত হইয়া উঠিল এবং আপ-
নার সদৃশ ও আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিতে
লাগিল।

একদা গরুড়তুলা বেগগামী হস্তচিত্ত কতকগুলি হংস সেই সমুদ্রতীরে
উপস্থিত হইল। বৈশ্যতনয়গণ সেই হংসগণকে অবলোকন করিয়া কাককে
কহিল, ওহে কাক! তুমি সকল পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উচ্ছিষ্টভোজী
বায়স অল্পবুদ্ধি বৈশ্য কুমারগণের সেই প্রভারণা বাক্যে আত্মাদিত
হইয়া মূর্ত্তা ও গর্জিত্ত্ববন্ধন তাহাদিগের বাক্য সত্য বলিয়াই বিবেচনা
করিল। তখন সেই হংসগণের মধ্যে কে প্রধান ইহা জানিবার নিমিত্ত
তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহাদিগের মধ্যে একটি হং-
সকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাহাকে আত্মান পূর্ব্বক কহিল, হে হংস-
শ্রেষ্ঠ! এস, আমরা উভয়ে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হই।

তখন সেই সমাগত বিহ্বলশ্রেষ্ঠ হংসগণ বহুভাবী বায়সের বাক্য
শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে কহিল, রে দুর্দ্দতিপরতন্ত্র কাক! আসসা মানস-
লব্ধোবরবাসী হংস, ইচ্ছামুসারে সমগ্র মহীমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকি
অন্যান্য বিহ্বলযেরা আমাদের দূরগামিত্ব প্রযুক্ত নিয়তই সংকার
করিয়া থাকে। রে দুর্দ্দতে! তুই কাক হইয়া প্রভূতশালী, হরণপাতী,
চক্রাক হংসকে কি বলিয়া উড্ডয়নে আত্মান করিতেছিস? বাহা হউক,
তুই কি রূপে আমাদের সহিত উড্ডয়ন করিবি, তাহা বল।

তখন ত্রিনজাতি প্রযুক্ত আত্মপ্রাণা পরবশ মুঢ়মতি কাক হংসের বাক্যে

বারবার অনাদর প্রদর্শন পূর্বক কহিল, হে হংসগণ ! আমি এক শত বিচিত্র উড্ডয়ন প্রদর্শন করিতে পারি। আমি প্রত্যেক উড্ডয়নে শত যোজন করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইব; এবং তোমাদিগের সাক্ষাৎ উড্ডীন, অবতীন, প্রতীন, ডীন, নিতীন, সংতীন, তিথ্যকডীন, বিতীন, পরিতীন, পরাডীন, স্ততীন, অতিডীন, খডীন, ডীনডীন, সম্পাত, সমুদীর্ণ ও অন্যান্য নানাবিধ গতাগতি এবং কাকের সমুচিত বিবিধ গতি প্রদর্শন করিব। তোমরা এক্ষণে আমার বল সন্দর্শন কর। হে হংসগণ ! আমি এক্ষণে ঐ সকল গতির মধ্যে কোন প্রকার গতি অবলম্বন করিয়া আকাশ মার্গে উড্ডীন হইব; তোমরা তাহা বিশেষরূপে নির্দেশ কর। আমি যে গতিদ্বারা উড্ডীন হইব, সেই গতি দ্বারা তোমাদিগকেও নিরাশ্রয় অন্তর্গীর্ণে উত্থিত হইতে হইবে। তোমরা কৃতনিশ্চয় হইয়া বল, আমি কোন্ কোন্ গতি দ্বারা উড্ডীন হইব।

তখন সেই হংসগণের মধ্যে একটি হংস কাকের বাক্য শ্রবণ পূর্বক হাস্য করিয়া কহিল, হে কাক ! তোমার শত প্রকার গতাগতি বিদিত আছে। কিন্তু আমাদের সমস্ত পক্ষিপ্ৰাণি বিদিত একমাত্র গতি ভিন্ন আর কিছুই পরিজ্ঞাত নাই। আমি তাহাই অবলম্বন পূর্বক তোমার সহিত গমন করিব; এক্ষণে তোমার ইচ্ছানুরূপ গতি দ্বারা উড্ডীন হও।

হে কৰ্ণ ! তৎকালে ঐ স্থানে আরও কএকটি কাকের সমাগম হইয়াছিল। তাহারা হংসের বাক্য প্রতিগোচর করত হাস্যমুখে কহিল, এই হংস এক প্রকার গতি অবলম্বন পূর্বক কি প্রকারে শত প্রকার গতি পরিত্যাগ করিবে।

অনন্তর কাক ও হংস পরস্পর স্পর্ধা সহকারে নভোমণ্ডলে উৎপতিত হইল এবং স্ব স্ব কার্যের প্রসংশা করত পরস্পরকে বিম্বিত করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল। তখন বারসগণ সেই কাকের নানাবিধ বিচিত্র গতি অবলোকনে পরমাত্মাদিত হইয়া মুক্তবর্ষে কোলাহল করিতে লাগিল। হংসগণও অগ্রিম বাক্যদ্বারা কাককে উপহাস করত কখন যুদ্ধজ্ঞ কখন বা ধরাতল হইতে উৎপতিত ও নিপতিত হইতে আরম্ভ করিল এবং নিরন্তর শব্দ করিয়া আপনাদিগের জয়ঘোষণা করিতে লাগিল। হংস একমাত্র মৃদুগতি দ্বারা নভোমণ্ডলে উত্থিত হইবার উপক্রম করত কাক অপেক্ষা হীনগতি দৃষ্ট হইল। ঐ সময় কাকেরা হংসগণকে অবজ্ঞা করত কহিল, হে হংসগণ ! তোমাদের মধ্যে যে হংসটি আকাশমার্গে উত্থিত হইয়াছে, ঐ দেখ, সে এক্ষণে হীনগতি হইয়া পড়িতেছে।

• অনন্তর সেই অন্তরীক্ষস্থ হংস কাকগণের স্পর্শাত্মক বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরের উপরিভাগে পশ্চিম দিকে মহাবেগে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন কাক নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সেই মহাসমুদ্র মধ্যে দ্বীপ ও বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ না করিয়া ভয় ও মোহে সাতিশয় অতিভূত হইল এবং কোন্ স্থানে অবস্থান পূর্বক শ্রমাপনোদন করিবে, ইহাই মুহূর্ত্ত চিন্তা করিতে লাগিল।

হে কর্ণ ! মহাসমুদ্র জলজন্তুগণের আকর ও হংসহ বেগ সম্পন্ন; উহা অসংখ্য মহাসত্ত্ব সমুদ্ভাসিত হইয়া আকাশকেও পরাভূত করিয়াছে। গান্ধার্য্যো কেহই উহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার জলরাশি আকাশের ন্যায় সুদূর বিস্তৃত, সূতরাং সামান্য কাক কি রূপে সেই বহুবিস্তীর্ণ সাগর পার হইতে সমর্থ হইবে? অনন্তর হংস বহু দূর অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকাল সেই কাককে নিরীক্ষণ করত, তাহারে পরিত্যাগ পূর্বক গমন করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার আগমন কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন কাক নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া হংস সমীপে আগমন করিল। হংস কাককে গতিবিহীন ও নিমজ্জনোন্মুখ দেখিয়া সংপুরুষোচ্চৈত ব্রত স্মরণ পূর্বক তাহারে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কহিল, হে কাক ! তুমি শত শত প্রকার উদ্ভয়নের বিষয় বারম্বার উল্লেখ করিয়া গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছ। তুমি এক্ষণে যেক্রপ গতি অবলম্বন পূর্বক উড্ডীন হইতেছ, ইহার নাম কি? তুমি চক্ৰগুট ও দুই পক্ষ দ্বারা বারম্বার সলিল স্পর্শ করিতেছ; অতএব বল, এক্ষণে কোন গতি আশ্রয় করিয়াছ? হে বায়স। আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।

হে কর্ণ ! তখন সেই দুই স্বভাব বায়স সাগরের পার দর্শন না করিয়া একান্ত শ্রান্ত, বায়ুবেগে প্রমথিত ও নিমজ্জনোন্মুখ হইয়া আর্ন্ত স্বরে হংসকে কহিল, হে হংস ! আমরা কাক, কা কা শব্দ করিয়া চতুর্দিকে গমন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি স্বীয় জীবন সমর্পণ পূর্বক তোমার শরণাগত হইতেছি; তুমি আমারে সমুদ্র পারে লইয়া চল।

কাক এই বলিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত কাতর হইয়া দুই পক্ষ চক্ৰগুট দ্বারা সাগর সলিল স্পর্শ করিয়া সলিল মধ্যে পতিত হইল। তখন হংস কাককে সমুদ্র জলে নিপতিত, দীনমনা ও মৃতপ্রায় দেখিয়া কহিল, হে কাক ! তুমি আত্মপ্রাণা করত কহিয়াছিলে যে, আমি শত প্রকার উদ্ভয়ন প্রতারণা করিব। এক্ষণে সেই বাক্যটি স্মরণ কর। তুমি শত

প্রকার উজ্জয়নাভিষেক ও আমি অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাপন্ন ; তবে এক্ষণে এইরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া কি নিমিত্ত সাগরে নিপতিত হইলে ?

তখন কাক একান্ত অবসন্ন হইয়া উপরিভাগে হংসকে অবলোকন পূর্বক প্রসন্ন করত কহিল, হে হংস ! আমি উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে গর্বিত হইয়া আপনাকে গরুড়ের ন্যায় জ্ঞান এবং অন্যান্য কাক ও অপরাপর পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম ; এক্ষণে প্রাণ রক্ষার্থ তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি আমাকে স্বীকৃতি দিয়া চল। যদি আমি জীবিতাহার স্বদেশ বাইতে পারি, তাহা হইলে আর কাহারেও অপমানিত করিব না। তুমি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তখন বেগবান হংস মহাসমুদ্রে নিপতিত বিচেতন বারসের কাতরোক্তি শ্রবণে করুণাজ হইয়া পদ দ্বারা তাহারে বেগে উৎক্ষেপণ ও আত্মপৃষ্ঠে সংস্থাপন করত পূর্বে যে দ্বীপ হঠতে স্পর্শ করত উজ্জীন হইয়াছিল, তথায় পুনরায় উত্তীর্ণ হইল এবং কাককে আবাসিত করিয়া স্বাভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিল।

হে কর্ণ। সেই উচ্ছিষ্টপুষ্ঠ বারস এইরূপে হংস কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্ত্রী বনবীৰ্য্য পরিহার পূর্বক শান্তভাবে অবলম্বন করিল। তুমিও সেই উচ্ছিষ্টভোজী কাকের ন্যায় ধর্ত্তরাষ্ট্রগণের উচ্ছিষ্ট ভোজীনে প্রতিপালিত হইয়া কি সদৃশ, কি শ্রেষ্ঠ সকলকেই অবজ্ঞা করিতেছ, সন্দেহ নাই। হে স্ততপুত্র ! বিরাটনগরে অর্জুন যখন তোমাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তখন তুমি দ্রোণ, অশ্বখামা, কপ, ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াও তাঁহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই। তৎকালে সিংহ যেন শৃগালগণকে অনায়াসে পরাজয় করে, তদ্রূপ অর্জুন তোমাদিগকে পরাজয় করিয়াছিল। তখন তোমার বীরত্ব কোথায় ছিল ? সব্যাসাচী তোমার ভ্রাতাকে নিহত করিলে, তুমিই প্রথম সমুদায় কৌরবগণের প্রত্যেকে পলায়ন করিয়াছিলে। যখন বৈতবর্নে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগকে আক্রমণ করে, তখন তুমিই সর্বাঙ্গে কৌরবগণকে পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন কর। তৎকালে ধনঞ্জয় চিত্রসেন ঐভূতি গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় পূর্বক ভয় লাভ করিয়া ভাৰ্য্যা সমবেত হৃথোদনকে মুক্ত করিয়াছিল। পরশুরাম রাজসভার ধনঞ্জয় ও বাহুবল্লভের পূর্ব প্রভাব কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। ভীষ্ম এবং দ্রোণ ও সর্করা বহীপালগণের সমক্ষে কৃত ও অর্জুনকে অবধ্য বলিয়া নির্দেশ করিতেন। হে কর্ণ ! ব্রাহ্মণ যেন সমুদায় প্রাণী অপেক্ষা প্রধান, তদ্রূপ অর্জুন তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এক্ষণে তুমি অবিলম্বে সেই এক রথাক্রুত কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় ও বাসুদেবনন্দন কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবে। অতএব কাক যেমন বুদ্ধি পূর্বক হংসের আশ্রিত হইয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও সেই বৃষ্ণিকুলচূড়ামণি কৃষ্ণ ও পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের আশ্রিত হইও। হে কর্ণ! তুমি যখন মহাবলশালী কৃষ্ণ ও অর্জুনকে এক রথে উপবিষ্ট দেখিবে, তখন আর এরূপ কথা কহিবে না। যখন অর্জুন শত শর দ্বারা তোমার দর্প চূর্ণ করিবেন, তখন তুমি তাঁহার ও তোমার যেকি বৈলক্ষণ্য, তাহা দেখিতে পাইবে। তুমি মূর্থতা প্রযুক্ত দেবাস্ত্র মনুষ্য মধ্যে সুবিখ্যাত নরোত্তম বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অবজ্ঞা করিও না। হে মূঢ়! এক্ষণে তুমি আপনাকে খদ্যোততুল্য এবং ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে চন্দ্র ও সূর্য্য সদৃশ বিবেচনা কর। তুমি ঐ মহাহুভাব মরসিংহদ্বয়কে আর অশ্রদ্ধা করিও না। আত্মপ্রাণা বিধয়ে মৌনাবলম্বন কর।

ত্রিচত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪৩ ।

হে রাজন! মহাত্মা অধিরথতনয় কর্ণ মজ্ঞাধিপের সেই অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করত কোষভরে তাঁহাকে কহিলেন, হে শল্য! আমি অর্জুন ও বাসুদেবের বল সম্যক বিদিত আছি, আমি কৃষ্ণের রথসঞ্চালন ও ধনঞ্জয়ের অস্ত্র বল বৈরূপ জ্ঞাত আছি, তুমি তদ্রূপ অবগত নহ। অতএব আমি নির্ভয়ে সেই অন্নবিদ শ্রেষ্ঠ মহাবীরদ্বয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু দ্বিজবর পরশুরামের শাপের নিমিত্ত আমার সাতিশয় সন্তাপ হইতেছে। পূর্বে আমি দিব্যাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ বেশে পরশুরামের নিকট অবস্থান করিয়াছিলাম। কোন সময়ে গুরু আমার উরু দেশে মন্তুক অর্পণ করিয়া নিদ্রিত হইলে দেবরাজ অর্জুনের হিতাভিলাষে আমার বিষ বিধানার্থ কীটরূপ ধারণ করিয়া আমার উরুদেশ বিদীর্ণ করিল, তাহা হইতে অতিমাত্র শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। তথাপি আমি গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে স্থির হইয়া রহিলাম। কণকাল পরে মহাত্মা জামদগ্ন্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি সেই শোণিত দর্শনে আমার দৃঢ়তর ধৈর্য্যগুণ পর্যালোচনা করত কহিলেন, হে বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ মহা; অতএব তুমি যুগার্থ রূপে তোমার আত্মপরিচয় প্রদান কর। তখন আমি হৃতপুরু বলিয়া তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। মহা-

তপা ছুণনন্দন আমার বাঁকা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদে এই অভিলাষ
 প্রদান করিলেন যে, হে হরাশ্রম ! তুমি শঠতাচরণ পূর্বক আমার নিকট
 যে লক্ষ্যান্ত্র গ্রহণ করিয়াছ। যত্নাকাল উপস্থিত হইলে তাহা আর
 তোমার স্থিতিপথে উদ্ভিত হইবে না। রে মুঢ় ! অত্রাক্ষণ কি কখন
 ত্রাক্ষণ হইতে পারে ? হে শল্য ! অদ্য সেই ভীষণ তুমুল সংগ্রামে আমি
 সেই অস্ত্র বিন্ধিত হইলে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ ভীমপরাক্রম ধনঞ্জয় নিখিল ক্ষত্রিয়-
 গণকে সন্তাপিত করিবে। আমি এই জন্যই সাতিশর হুঃখিত হইয়াছি।
 যাহা হউক, আমার যে সর্পময় শর আছে, তদ্বারা আমি শত্রুগণকে
 সংহার করিয়া অসহ্য পরাক্রম, সত্যপ্রতিজ্ঞ ক্রুরকর্মা পরাক্রমশালী মহা-
 ধর্মুর্জর অর্জুনকে সংহার করিব। মহা সমুদ্র অসংখ্য জনগণকে জল-
 নিমগ্ন করিবার মানসে ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইলে, যেমন বেলাহ্মি
 তাহারে নিবারিত করে, তজ্জপ মহাদ্রবলসম্পন্ন মহাবীর ধনঞ্জয় মর্ষভেদী
 শক্রনিপাতন শরনিকরে ভূপালগণকে উন্মূলিত করিতে উদ্যত হইলে,
 আমি শরনিপাত দ্বারা তাহারে নিবারণ করিব। হে শল্য ! যে মহাবীর
 অদ্বিতীয় ধর্মুর্জর এবং যে সমরক্ষেত্রে সুরাসুরগণকে পরাজিত করিতে
 সমর্থ, আজি সেই মহাবীরের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন
 করিবে। প্রদীপ্ত মার্ভও সদৃশ মহাবীর অর্জুন অলৌকিক মনুষ্য
 গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে, আমি যেখের ন্যায় তাহারে শর-
 জালে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় উত্তমাত্ম দ্বারা তাহার অস্ত্র সকল ছেদন
 পূর্বক তাহারে ভূতলে নিপাতিত করিব। মেঘ-বৈরুপ সলিলরাশি বর্ষণ
 দ্বারা সর্বলোকদহনোন্মুখ হতাশনকে প্রশমিত করে, তজ্জপ আমি শর-
 সমূহ বর্ষণ পূর্বক তাহারে প্রশমিত করিব। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ভূজঙ্গ সদৃশ
 ক্রোধপ্রদীপ্ত কুস্তীতনর আজি আমার নিশিত ভন্ন প্রহারে সমরে নিরস্ত
 হইবে। হিমালয় যেমন অনায়াসে প্রচণ্ড বায়ুবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়,
 তজ্জপ আমি রথমার্গবিশারদ সমরপারদর্শী অর্জুনের পরাক্রম সহ্য
 করিব। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে সমুদায় পৃথিবী পরাক্রম করিয়াছিল,
 যাহার সদৃশ বোদ্ধা আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, আজি আমি তাহার সহিত
 সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। যে বীর ঋগুবেদহকালে দেবপণের সহিত অসংখ্য
 জীবজন্তু পরাজিত করিয়াছে, আমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি জীবিত-
 নিরক্ষেপ না হইয়া সেই অর্জুনের সহিত সংগ্রামে সমুদাত হইতে সমর্থ
 হয় ? হে শল্য ! অদ্য আমি শরনিকর দ্বারা নিশ্চয়ই সেই অভিমাত্রী
 শিকিতাত্র দিব্যাহবেতা লঘুহস্ত মহাবীর অর্জুনের শিরঃস্থল করিব।

অন্য কোন ব্যক্তি সহায়বিহীন হইয়া যাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করে না, আমার যত্নই হউক, বা জয় লাভই হউক, আজি আমি সেই অর্জুনের সহিত সমরে সমুদাত হইব। হে যুধিষ্ঠির! তুমি কি নিমিত্ত ধন-জয়ের পুরুষকার বর্ণন করিতেছ? আমি স্বয়ংই হৃষ্টচিত্তে নরপতিগণের সাক্ষাতে তাহার পৌরুষ ব্যক্ত করিব। তুমি নিতান্ত অহিতকারী, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রাশয়, ও অসহিষ্ণু; আমি তোমার তুল্য শত ব্যক্তিকে সংহার করিতে পারি। কিন্তু এক্ষণে অসমর বলিয়া ক্রমা প্রদর্শন করিলাম। তুমি নিতান্ত যুদ্ধের ন্যায় আমাকে অবমানিত করিয়া, অর্জুনের প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। দেখ, আমার প্রতি সরল ব্যবহার করাই তোমার কর্তব্য; কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া আমার প্রতি কোটিল্য প্রদর্শন করিলে; তুমি অতি মিত্রভ্রোহী; যে হেতু কোন ব্যক্তির সহিত একজ সপ্তপদ তুমি বিচরণ করিলেই তাহার সহিত মিত্রতা হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে রাজা দুর্যোধন স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিয়াছেন; সুত-রাং ইহা অতি ভয়ঙ্কর কাল। আমি রাজা দুর্যোধনের হিতসাধনার্থ যত্ন করিতেছি; কিন্তু তুমি যাহদিগের সহিত কিছুই মিত্রতা নাই, তাহাদি-গের হিতানুষ্ঠানের বাসনা করিতেছ। হে শল্য! মিত্র, নন্দ, প্রী, সং-পূরক জৈমিষ্ঠি এই সকল ধাতুর অর্থ ই মিত্র শব্দের বাচ্য; অর্থাৎ বৈহ, অভিনন্দন, প্রীতি, সম্যক্ৰূপে জ্ঞান, মান, ও হর্ষ এই সমুদয় মিত্র-তার কার্য্য। আমি তোমাতে সত্য বলিতেছি, আমার এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে। তাহা রাজা দুর্যোধনেরও অবিদিত নাই। আর শদ, শাস, শো, শূ, স্বস, সীদ, ও বহুবিধ উপসর্গ পূরক যদ এই সমস্ত ধাতুর অর্থ ই শত্রু শব্দের বাচ্য; অর্থাৎ নিপাতন, শাসন, অন্নতাপাদন, বিবাদ, ও বহু প্রকারে হিংসা এই সমুদয় শত্রুতার কার্য্য, সেই সমস্ত দোষই প্রায় তোমাতে বিদ্যমান আছে; এবং তুমি তৎসমুদায় আমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছ। বাহা হউক, হে শল্য! অদ্য আমি দুর্যোধনের শুভানুষ্ঠান, তোমার সন্তোষ সাধন এবং আপনার জয়লাভ, যশোলাভ ও ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত পরম যত্নবান হইয়া ধনজয় ও কৃষ্ণের সহিত সমরে সমুদাত হইব। এক্ষণে তুমি আমার অন্তত কার্য্য, ব্রাহ্ম অস্ত্র, ব্রহ্ম, বারুণ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র সমুদায় অবলোকন কর। অদ্য যুদ্ধকালে আমার রথচক্র যদি বিঘ্ন স্থলে নিপতিত না হয়, তাহা হইলে আমি মস্ত হস্তী যেমন মস্ত হস্তীর সহিত যুদ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবলশালী অর্জু-নের সহিত যুদ্ধ করত জয়লাভার্থী হইয়া তাহার প্রতি দুর্নিবার ত্রাস

অব্র নিষ্কেপ করিব। ঐ অস্ত্রে কাহারও নিস্তার নাই। হে শল্য! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আমি দণ্ডধারী কৃতান্ত, পাশপাশি বরণ, গদ্যমারী কুবেরও বজ্রহস্ত বাসব প্রভৃতি কোন আততায়ী শত্রু হইতেই ভীত হই না, অতএব ধনঞ্জয় ও জনার্দন হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হইতেছে না। এই নিমিত্ত আজি আমি নিশ্চয়ই সমরে সমুদ্রত হইব।

হে মজ্জাধিপতে ! একদা আমি অস্ত্রাভ্যাসের নিমিত্ত প্রমত্তের ন্যায় শরনিকর বর্ষণপূর্বক অজ্ঞানতা বশতঃ কোন এক ব্রাহ্মণের হোমধেনুসম্বৃত বৎসকে সংহার করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ তদ্বর্ণনে আমাকে কহিলেন, তুমি প্রমত্ত হইয়া আমার এই হোমধেনুর বৎসটাকে বিনষ্ট করিয়াছ। এই নিমিত্ত তুমি যুদ্ধ করিতে করিতে যখন একান্ত ভীত হইবে, তখন তোমার রথচক্র নিশ্চয়ই বিলমধ্যে নিপতিত হইবে। হে শল্য! সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপে কেবল আমার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। তিনি এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিলে, এই সমস্ত যুদ্ধ হঃধের ঈশ্বর সোমবংশসম্বৃত মহীপালগণ তাঁহাকে সহস্র ধেনু ও ছয় শত বলীবর্দ প্রদান করিলেন; কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ কোন রূপেই প্রসন্ন হইলেন না। তৎপরে আমিও শত শত দীর্ঘদন্ত মাতঙ্গ ও অসংখ্য দাস দাস্ত্রী প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলাম না। পূর্বে আমি তাঁহাকে খেতবর্ণ বৎসসম্পন্ন কৃষ্ণকায় চতুর্দশ সহস্র ধেনু প্রদান করিলাম; ব্রাহ্মণ তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। তদনন্তর আমি তাঁহাকে সংকার করিয়া সর্কোপকরণসম্পন্ন গৃহ ও সমস্ত ধন প্রদান করিলাম। কিন্তু তিনি তাহাও প্রতিগ্রহ করিলেন না। তৎপরে তিনি আমাকে যত পূর্বক অপরাধ মার্জনা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে স্মৃত! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কখন মিথ্যা হইবে না। অন্ত-বাক্য কথিত হইলে, প্রজা বিনষ্ট এবং তদারা আমাকেও পাপগ্রস্ত হইতে হইবে; অতএব আমি ধর্মরক্ষার্থ কখনই অন্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিব না। হে স্মৃত! তুমি আমার সত্যের প্রতি হিংসা করিও না। মৎপ্রদত্ত শাপ তোমার ধোবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইবে। কেহই আমার বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। সত্যএব তুমি আমার প্রদত্ত অভিশাপের ফলভোগ কর। হে মজ্জরাজ! আমি তোমাকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও বদ্ধতা নিবন্ধন তোমাকে এই কথা কহিলাম। এক্ষণে আরও যাহা কহিতেছি, তাহা তুমি তুচ্ছভাবে অবলম্বন পূর্বক শ্রবণ কর।

চতুঃষট্ঠ্যরিংশতম অধ্যায় । ৪৪ ।

হে রাজহু ! শক্রনিপাতন কর্ণ মন্ত্ররাজকে এইরূপে নিবারণ করত পুনরায় কহিলেন, হে শল্য ! তুমি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্তন করিলে, তাহাতে আমি কদাচ সংগ্রামে ভীত হইব না। কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথা কি বলিব, দেবগণসমবেত দেবরাজও আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আমার মনে ভয় সঞ্চারিত হয় না। তুমি বাক্য দ্বারা আমাকে কদাচ শঙ্কিত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি আমার প্রতি পুনঃ পুনঃ কটুক্তি প্রয়োগ করিতেছ; কিন্তু নীচ ব্যক্তিরাই পরুষ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বল প্রকাশ করিয়া থাকে। হে হর্বুক্ষে ! তুমি আমার গুণ কীর্তনে অসমর্থ হইয়াই বিবিধ কুবাক্য প্রয়োগ করিতেছ; কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কর্ণ স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ ও যশোলাভের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ! এক্ষণে তুমি কেবল আমার সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ ও মিত্রের অতীষ্ট সাধন এই তিন কারণেই জীবিত রহিয়াছ। রাজা দুর্যোধনের গুরুতর কার্য্য সমুপস্থিত হইয়াছে, এবং তিনি সেই কার্য্যভার আমায় প্রতি ন্যস্ত করিয়াছেন। আর আমিও পূর্বে তোমার কটুক্তি ক্ষমা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, বিশেষতঃ মিত্রজ্যেষ্ঠ নিতান্ত পাপজনক; এই সমস্ত কারণেই তুমি এতাব্যকাল জীবিত রহিয়াছ। হে মন্ত্ররাজ ! আমি সহশ্র শল্য সদৃশ; অতএব আমার সহায় না থাকিলেও আমি অনায়াসে শক্রগণকে জয় করিতে পারি।

—*—

পঞ্চচত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪৫ ।

শল্য কহিলেন, হে কর্ণ ! তুমি বিপক্ষোদ্দেশে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলে, তৎসমুদায় কেবল প্রলাপমাত্র। তোমার ন্যায় সহস্র কর্ণও তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে পারে না।

মন্ত্ররাজ শল্য স্তম্ভপুত্রকে এইরূপ কঠোর বাক্য কহিলে, কর্ণ সাতিশর ক্ষুদ্র হইয়া তাঁহার প্রতি দ্বিগুণতর পরুষবাক্য প্রয়োগ করত কহিলেন, হে শল্য ! আমি শ্বতরাষ্ট্রসন্ধিধানে ব্রাহ্মণ মুখে বাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণেরা শ্বতরাষ্ট্রভবনে বিবধ

বিচিত্র দেশ ও পূর্বতম নগরভিগণের বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেন। তখন একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহীক ও মজ্জ দেশনিবাসী ব্যক্তিগণকে নিষ্কাশন করত কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ ! যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং যাহারা সিঙ্খনদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে দূর প্রদেশে অবস্থিত, সেই সমুদায় অধাঙ্গিক অশুচি বাহীক গণকে পরিভ্রাণ করা কর্তব্য। গোবর্দ্ধন, বট ও সূতস্রনায়ে চত্বর বালাবধি স্মৃতিপথে জাগরুক রহিয়াছে। আমি নিতান্ত নিগূঢ় কার্ঘ্যা-শূরোধ বশতঃ বাহীকগণের সহিত বাস করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত তাহাদের ব্যবহার আমার বিদিত আছে। শাকল নামে নগর, আপগা নামে নদী ও জর্জিকান্তিধেয় বাহীকগণের ব্যবহার অত্যন্ত নিন্দনীয়। তখন আচারদ্রষ্ট ব্যক্তির গোড়ীশূরা পান এবং লম্বনের সহিত দ্রষ্টব্য, অপূর্ণ ও গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মালাচন্দন বিহীন হইয়া নগরের গৃহপ্রাচীর সমীপে নৃত্য এবং গর্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চীৎকার করত অঙ্গীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা স্বপুরুষবিবেক-বিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করত উচ্চৈঃস্বরে পুরুষগণের প্রতি আনন্দজনক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। কোন সময়ে এক জন বাহীক কুরুজাঙ্গলে অবস্থান করত অপ্রহর চিত্তে কহিলেন, 'আহা !' সেই কৃষ্ণবাসিনী গোঁরী আমারে স্মরণ করিয়া শয়ন করিতেছে। হায় ! আমি কত দিনে রমণীরা শতক্র ও কঙ্কলাজিনধারিণী ও হুগললাটাস্থি-সম্পন্ন গোঁরীগণের মনঃশিলায় ন্যায় সমুজ্জল অপাঙ্গদেশ, লগাট, কপোল ও চিকুরে অঙ্গনচিহ্ন এবং গর্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বত্থের শব্দভুল্য মৃদঙ্গ, আনক, শঙ্খ ও মর্দলের নিম্বন সহকারে কেলিপ্রসঙ্গ অবলোকন করিব। হায় ! কত দিনে শমী, পীলু ও করীরের অরণ্যে সচক্র অপূর্ণ ও শক্ত পিত্ত ভক্ষণ করত স্তম্ভী হইব, এবং মহাবেগে গমন পূর্বক পশ্চিমধ্যে পশ্চিকগণের বজ্রাঘরণ করিয়া বারম্বার তাহাদিগকে তাড়ন করিব। হে মহারাজ ! হুরাক্সা বাহীকদিগের এইরূপ হুচরিত্র। তাহাদের দেশে কোন্‌ সহদয় ব্যক্তি অরস্থান করিতে পারে ?

হে মজ্জরাজ ! তুমি যে বাহীকগণের পুণ্য পাপের বর্ঠাংশ ভোগ করিয়া থাক, সেই ব্রাহ্মণ তাহাদিগের এইরূপ ব্যবহার কীর্তন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় যাহা কহিলেন, তাহা শ্রবণ কর। বাহীকদেশে শাকল নামে একটি নগর আছে ; তখন এক ব্রাহ্মণী প্রতি কৃষ্ণচতুর্দশীর তৃত্বনীতে হস্তভিধ্বনি করত এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে যে, 'আহা ! আমি

কত দিনে পুনরায় এই শাকল নগরে সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গোড়ী সুরাপান এবং গোমাংস ও পলাশুযুক্ত মেঘমাংস ভোজন করিয়া বাহ্যিক সজ্জিত করিব, যাহারা বরাহ, কুকুর, গো, গর্ভভ, উষ্ট্র ও মেঘের মাংস ভোজন না করে, তাহাদের জন্ম বুঝা । হে শল্য ! শাকল দেশে আবারুদ্ধ সকলেই সুরাপানে মত্ত হইয়া এইরূপ সজ্জিত করিয়া থাকে, অতএব তাহাদিগের ধর্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভবপর হয় ?

হে শল্য ! আর এক ব্রাহ্মণ কুকুমভার বাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর । হিমালয়ের বৃহির্ভাগে, যে স্থলে পীলুবন বিদ্যমান আছে এবং সিদ্ধ ও তাহার শাখা বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে । সেই আরট্ট দেশ নিতান্ত ধর্মবিবর্জিত ; তথার গমন করা বিধেয় নহে । ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃলোক ধর্মচ্যুত সংস্কার-বিহীন আরট্টদেশীয় বাহীকগণের পূজা গ্রহণ করেন না । সেই ঘৃণাশূন্য মুঢ়েরা শক্ত ও মদ্যবিশিষ্ট কুকুরাবলীচ কাঠময় ও মৃন্ময় পাতে উষ্ট্র, গর্ভভ ও মেঘের হৃৎ ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে । সেই হর্যচারগণ কোন প্রকার অন্ন ভক্ষণে বা ক্ষীর পানে পরাধুষ্ট নহে । তাহাদের কাহ্নাই পিতার নির্ণয় নাই । পণ্ডিতগণ কদাচ তাহাদের সংসর্গ করেন না ।

হে শল্য ! কুকুমভার ঐ ব্রাহ্মণ আরও বাহা কহিয়াছিলেন আমি তোমার নিকট তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি যে ব্যক্তি বৃগব্রহ্ম উষ্ট্রাদির হৃৎপান, অচ্যুত স্থলে বাস ও ভূতিলয়ে স্নান করে, তাহার কিরূপে স্বর্গলাভ হইবে, পঞ্চনদী পর্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া যে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানের নাম আরট্ট । সাধুলোক কদাচ তথার হই দিন অবস্থান করিবেন না । বিপাশা নদীতে বাহ ও বহীক নামে দুইটি পিশাচ আছে । বাহীকেরা তাহাদেরই অপত্য । উহারা প্রজাপতির স্তম্ভ নহে ; স্তবরাং হীনযোনি হইয়া কি রূপে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম পরিভ্রাত হইবে । ধর্মবিবর্জিত কারকর, মাহিবক, কালিদ, কেরল, কর্কেটক ও বীরক-গণকে পরিভ্রাগ করা কর্তব্য । হে শল্য ! সেই ব্রাহ্মণ তীর্থগমনপ্রসঙ্গে সেই আরট্টদেশে একরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন । ঐ রজনীতে এক উল্গলমেখল্য ব্রাহ্মণী তাহারে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিল । সেই আরট্টদেশ বাহীকগণের বাসস্থান । তথার যে সমস্ত হতভাগ্য ব্রাহ্মণ বাস করে, তাহাদিগের বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুই নাই । দেবগণ সেই অতর্কিত হর্যচারিগণের অন্ন ভক্ষণ করেন না । আরট্টদেশের ন্যায় প্রস্থল,

মদ্র, গাকার, শম, বসতি, সিদ্ধ ও সৌবীর দেশে এইরূপ অসদ্ব্যবহার প্রচলিত আছে !

ষট্চত্বারিংশত্তম সর্গ । ৪৬ ।

হে মদ্ররাজ ! আমি পুনরায় তোমার নিকট এক উপাখ্যান কীর্তন করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে বিশেষ রূপে তাহা শ্রবণ কর। কিয়দ্দিন অতীত হইল, এক ব্রাহ্মণ আমাদের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তথ্য সদাচার দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি বহুকাল হিমালয়শৃঙ্গে বাস ও বিবিধ ধর্মসঙ্কুল বহুতর দেশ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু কোন স্থানে সমুদয় প্রজাগণকে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখি নাই। সকল ব্যক্তিই বেদোক্ত ধর্মকে বথার্থ ধর্ম বলিয়া থাকে। পরিশেষে আমি বহুজনপদ পরিভ্রমণ পূর্বক বাহীক দেশে উপস্থিত হইয়া জুনিলাম, তত্রত্য লোক সকল অগ্রে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় ঐশ্য, শূত্র, বাহীক ও নাপিত হয়; অনন্তর পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া তৎপরে দাস হয়। গাকার, মদ্রক ও বাহীকগণ কামচারী, বসুচেতা ও সক্ষীর্ণ। আমি সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্বক বাহীকদেশে এইরূপ ধর্ম-সঙ্কর কারক আচারবিপর্যয় দর্শন করিলাম।

হে মদ্ররাজ ! আমি আর এক জনের নিকট বাহীকদিগের যে কুৎসিত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্বে আরউদেশীয় দস্যুরা এক পতিপরায়ণা রমণীকে অপহরণ পূর্বক তাঁহার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে, তিনি এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে নরাধমগণ ! তোমরা অধর্মাচরণ পূর্বক আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে; অতএব তোমাদিগের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে না। হে মদ্ররাজ ! এই জন্যই আরউদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী হয় না, ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। কুরু, পাঞ্চাল, শালা, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশ্যপৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ এবং চেদিদেশীয় মহাত্মারা সকলেই পুরাতন শাস্ত্র ধর্ম অবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন। হে শল্য ! অধিক আর কি বলিব, বাহীক, মদ্রক ও কুটিলহৃদয় পাঞ্চনদ ভিন্ন অন্যান্য দেশের অসাধু ব্যক্তিরাও ধর্মবিময় অবগত আছেন।

হে মদ্ররাজ ! তুমি এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া তুচ্ছীকৃত্য অবলম্বন কর । তুমি সেই সমস্ত লোকের রক্ষাকর্তা এবং তাহাদিগের পুণ্যপাপের বড়ভাগ গ্রহীতা ; অথবা রাজা প্রজা রক্ষা করিলেই তাহাদিগের পুণ্য ভাগী হন ; তোমার ত তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছু মাত্র ধন নাই, অতএব তুমি তাহাদিগের পুণ্যভাগী নহ । কেবল তাহাদিগের হৃৎকেরই অংশভাগী । পূর্বে সত্যযুগে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য সমুদয় দেশে সনাতন ধর্ম পুজিত ও সকল বর্ণকে স্বয়ং ধর্ম অবস্থিত অবলোকন করিয়া পরম প্রীতিলভ করিয়াছেন ; কিন্তু পঞ্চনদ দেশের ধর্ম সার্থিশর কুৎসিত দেখিয়া বিচার প্রদান করেন । ব্রহ্মা যখন বাহীক-গণকে সত্যযুগেও কুরুধর্ম প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাদের ধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন, তখন তোমার জনসমাজে বাক্য ব্যয় করা নিতান্ত অকর্তব্য ।

হে শল্য ! আমি পুনরায় তোমাকে কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । পূর্বে কল্মাষপাদ নিশাচর “ক্ষত্রিয়গণের ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণদিগের অত্রত মলস্বরূপ, বাহীকগণ পৃথিবীর মলস্বরূপ ও মদ্রদেশীয় কামিনীগণ অন্যান্য স্ত্রীগণের মলস্বরূপ” এই কথা বলিতে বলিতে সরো-বরে নিমগ্ন হইতেছিল ; এমন সময় এক ভূপতি তাহাকে সেই সরোবর হইতে উদ্ধার করিয়া রাক্ষসবিজীবক মন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন সেই রাক্ষস তাহাকে কহিল, হে রাজন ! কোন ব্যক্তি রাক্ষস কর্তৃক উপক্রম হইলে, এই মন্ত্র দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবেক যে, “শ্লেচ্ছগণ অহুযাদিগের, তৈলিকগণ ব্রহ্মহত্যাদিগের, বণ্ডগণ তৈলিকদিগের ও ঋষিকৃ ভূপতিগণ বণ্ডদিগের মলস্বরূপ । এক্ষণে তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে ঋষিকৃ ভূপতি ও মদ্রকদিগের ন্যায় পাপভাজন হইবে । পাঞ্চালগণ ব্রাহ্ম ধর্ম, কৌরবগণ সত্যধর্ম এবং মৎস্য ও শূর-সেনদেশবাসিগণ যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । পূর্বদেশীয়গণ শূদ্রধর্মাবলম্বী ; দাক্ষিণাত্য ধর্মদ্রোহী ; বাহীকগণ তক্ষর এবং সৌরভূম-গণ সন্ধর । কৃতব্রতা, পরধনাপহরণ, সুরাপান, গুরুপত্নীগমন, বাক-পাক্ষ্য, গোবধ, পারদারিকতা ও পরবস্ত্র উপভোগ যাহাদিগের ধর্ম, সেই আর্যদিগের আর কি অধর্ম হইতে পারে ? অতএব পঞ্চনদদেশকে ধিক ! হে শল্য ! পাঞ্চাল, কুরু, নৈমিষ ও মৎস্য দেশীয়েরা ধর্মতত্ত্ব অবগত আছেন । আর উত্তর দিকস্থিত অঙ্গ ও মগধদেশীয় ব্রহ্মগণ ধর্মের স্বরূপ অবগত না হইয়াও শিষ্টাচারের অনুসারী হইয়া থাকেন ।

হে শল্য ! অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ পূর্বদিক এবং পিতৃগণ পুণ্যকর্মা

প্রতিপতির পালিত দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়াছেন। বলবান বরুণদেব দেবগণকে প্রতিপালন করত পশ্চিম দিক্ রক্ষা করিয়া থাকেন। ভগবান সৌম ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তর দিক পালন করেন। হে রাজন! পিশাচ ও নিশাচরগণ গিরিবর হিমালয়কে, গুহ্যকগণ গন্ধমাদন পর্বতকে রক্ষা করিতেছেন এবং সনাতন ভগবান বিষ্ণু সমুদ্র প্রাণিগণকে রক্ষা করিতেছেন। মাগধগণ ইন্দির দ্বারা কোশলদেশবাসিগণ দর্শন দ্বারা, কৌরব ও পাঞ্চালগণ অকৌন্তি দ্বারা সকলই জানিতে পারে। পার্শ্ব-ভীষ্মগণ শিবিদিগের মায় নিতান্ত নির্কোষ। যবনগণ সর্ষঙ্গ, বিশেষতঃ শুব; মেচ্ছগণ স্বীয় সঙ্কেত পরতন্ত্র, ইতর লোকেরা প্রবোধিত না হইলে অর্থ বোধ করিতে পারে না। বাহীকগণ ভাড়নাদি দ্বারা বৃষ্টিতে পারে। কিন্তু মদ্রদেশীয়গণ কিছুতেই বৃষ্টিতে পারে না। হে শল্য! তুমি সেই মদ্রদেশীয়; অতএব আমার কণায় আর প্রত্যুত্তর করিও না। মদ্রদেশ পৃথিবীস্থ সর্ব দেশের মল স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দেখ, সুরাপান, গুরুদারভিমর্ষণ, ক্রণহত্যা ও পরধনাপহরণ যাহাদিগের ধর্ম তাহাদের পক্ষে কিছুই অধর্ম নাই; অতএব আরটুকু ও পাঞ্চনদদিগকে দিক্! হে শল্য! আমি যাহা কহিলাম, তাহা অবগত হইয়া ভূকীন্তাব অবলম্বন কর; আর আমার প্রতিকূলাচরণ করিও না। নচেৎ আমি অগ্রে তোমারে সংহার করিয়া অবশেষে কেশব ও ধনঞ্জয়কে যমায়ণে প্রেরণ করিব।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সেই সকল বাণ্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কে হৃতপুত্র! তুমি যাহাদিগের অধিপতি, সেই অঙ্গ দেশীয়দিগের মধ্যে আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুত্র কলত্র দিগকে বিক্রয় করা প্রচলিত আছে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম রথার্থিরথ সংখ্যা সময়ে তোমার, যে সকল দোষ কীর্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি তৎসমুদায় অবগত হইয়া ক্রোধ সঞ্চরণ কর। হে কর্ণ! ব্রাহ্মণ, কল্লিয়, বৈশ্য ও শূত্র এবং সূত্রতপস্রারণ সাধী ক্ষত্রনাগণ সর্ষঙ্গই বিদ্যমান আছেন। সর্ষ হলেই পুরুষগণ পরস্পর পরস্পরকে উপহাস করিয়া থাকে। এবং সূত্রতপস্রাও সর্ষঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। হে কর্ণ! সকলেই পরদোষ কীর্তনে নিপুণ; কিন্তু কেহই আত্মদোষে ক্রক্ষেপণ করে না। লোকে আপনাদি দোষ অবগত হইয়াও বিবৃত হয়, স্বধর্মনিরত নরপতিগণ সর্ষঙ্গ বিদ্যমান থাকিয়া দুষ্টদল দমন করিতেছেন; ধার্মিক পুরুষেরাও সর্ষ হাশে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এক দেশের সকল ঐক্যিই যে অধর্মা-

চরণ করে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অনেক স্থানে অনেকে স্ব স্ব চরিত্র দ্বারা দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছে।

হে রাজন্। ঐ সময় রাজা দুর্যোধন মদ্ররাজ ও শূতপুত্রকে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিত্রভাবে কর্ণকে ও কৃতাজলি পূর্বক শল্যকে নিবারণ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্যোধন কর্তৃক নিবারণিত হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না এবং শল্যও শত্রুসংহারে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ হাস্য করিয়া পুনরায় শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! এক্ষণে তুমি মরণ স্থলান কর।

সপ্তচত্বারিংশতম অধ্যায়। ৪৭।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সমরবিশারদ অরিনিন্দন মহাতেজা কর্ণ পাণ্ডবগণের ধুটছায়াপরিরক্ষিত পরপরাক্রমসহিষ্ণু অপ্রতিম বাহ দর্শন পূর্বক রোষপরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণকে যথাবিধি বাহিত করত রথ নির্ধোষ, সিংহনাদ ও বাদিত্র নিবনে মেদিনী কল্মিত করিয়া শত্রুগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং দেবরাজ বেরূপ অস্ত্রগণকে চাংহার করিয়াছিলেন, সেই রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার বাম ভাগে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর কর্ণ কিরূপে সেই ভীমসেন পরিরক্ষিত দেবগণেরও অজের ধুটছায়াপ্রমুখ পাণ্ডবকীয় মহামহর্করগণের বিপক্ষে বাহ নিশ্চায় করিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের ব্যাহের পক্ষ ও কোন্ কোন্ ব্যক্তি প্রপক্ষ হইয়াছিল? বীরগণ কিরূপে ন্যায়ানুসারে বিভাগ করত অবস্থিতি করিতে লাগিল? পাণ্ডবসমূহ কিরূপে ব্যাহ রচনা করিয়াছিল? আর কিরূপে সেই ধোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? যখন শূতপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করে, তখন অর্জুন কোথায় অবস্থিতি করিতেছিল? মহাবীর অর্জুনের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করা কাহারও সাধ্য নহে। যে অর্জুন একাকী খাণ্ডবদাহে সকল প্রাণীকে পরাজয় করিয়াছিল, কর্ণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি জীবিতনিরপেক্ষ না হইয়া তাহার প্রতিদ্বন্দী হইতে সমর্থ হয়?

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্! যেভাবে বাহ নিশ্চিত হইল, মহাবলশালী ধর্মজয় তৎকালে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে যে বীর স্ব স্ব পক্ষীয় নরপাতিকে পরিবেষ্টন করিয়া যেক্রপ যুদ্ধ করিলেন, সেই সমস্ত

বিষয় প্রবণ করুন। মহাবল কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ষ্য ও মাগধগণ দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। মহারথ শকুনি ও উলূক বিমল পাশধারী সাদিগণ, সলভসমূহের ন্যায় ও বিকটমূর্তি পিশাচগণের ন্যায় অসম্ভ্রান্ত পাক্কার সৈন্যগণ দুর্জয় পার্শ্বতীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই বীরগণের প্রপক্ষে অবস্থান পূর্বক কৌরবগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধমদমন্ত সংসপ্তকগণও চতুর্কিংশতি সহস্র রথ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণার্জুনের বধসাধনার্থ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ বাহের বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিল। শক, কাছোজ ও যবনগণ অসংখ্য রথ, অশ্ব ও পদাতিগণের সহিত কর্ণের আদেশক্রমে অর্জুন ও কৃষ্ণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত উহাদিগের প্রপক্ষে অবস্থান করিল। বিচিত্র কবচধারী অঙ্গদালঙ্কৃত হৃতপুত্র জ্যোথাবিষ্ট স্বীয় পুত্রগণকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেনা-মুখের মধ্য ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূর্য্যাস্তসন্নিভ, পিকুল-লোচন প্রিয়দর্শন হুঃশাসন হস্ত্যারোহণ পূর্বক সৈন্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া বাহের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দ্রুপদাধন দেব-গণরক্ষিত দেবরাজের ন্যায় বিচিত্র অস্ত্র ও কবচধারী সহোদর এবং মহাবল মদ্রক, কেকয় ও জ্যোতপুত্র প্রভৃতি কৌরবগণের বীরগণ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া হুঃশাসনের অঙ্গুগমন করিতে লাগিলেন। মহাবীৰ্য্যসম্পন্ন মেঘগণসমাক্রান্ত মন্ত মাতঙ্গ সকল জলধারাবর্ষ্য জলধরের ন্যায় নিরন্তর বদধারা বর্ষণ করত রথিগণের অঙ্গুগামী হইল। উহার্য্য ধ্বজ, পতাক ও আব্রুধারী মহামাজগণ কর্তৃক অধিরুদ্ধ হইয়া তরুগণবিরাজিত শৈলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সমরে অপরাধুখ অসংখ্য বীরগণ পিষ্টশ ও অসিধারণ পূর্বক ঐ সকল মাতঙ্গের পাদরক্ষক হইল। হে মহারাজ ! এই রূপে সেই কর্ণের প্রযত্নে মহাবাহু অশ্বারোহী, হস্ত্যারোহী ও রথী সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া দেবাসুর বাহের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ পূর্বক শক্রগণের মনোমধ্যে ভয় সঞ্চার করতই বেন নৃত্য করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল বর্ষ্যকালীন বলাহকের ন্যায় উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে সমরবাগিনার্য্য বিনির্গত হইতে লাগিল।

মহারাজ ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণকে সেনামুখে সমবস্থিত অবলোকন করিয়া অমিত্রহন্তা, বীরপ্রবর ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জুন ! ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ যুদ্ধার্থ পক্ষ প্রপক্ষযুক্ত মহাবাহু প্রস্তুত করিয়াছে। অতএব এক্ষণে অরাতিগণ বাহাতে আত্মাদিগকে গয়াভূত করিতে না পারে, তুমি এইরূপ উপায় বিধান কর।

ধর্মরাজ বৃধিষ্ঠির অর্জুনকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে, মহাবীর ধনঞ্জয় কৃতান্তলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি আপনার আদেশানুরূপ কার্য্যের অঙ্গীকার করিব। তাহার কদাচ অন্যথা হইবে না। যাহাতে বিপক্ষগণ বিনষ্ট হয়, আমি তাহাই করিতেছি। উহা-
দিগের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদিগকে সংহার করিলে, সকলের বিনাশ সাধন হইবে।

তখন বৃধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! তুমি কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও, এবং ভীমসেন দুর্য্যোধনের, নকুল ব্রহ্মসেনের, সহদেব শকুনির, শতানীক দ্রুপাদেনের, সাত্যকি কৃতবর্মান, পাণ্ড্য অশ্বখামার ও দ্রৌপদেয় গণ শিখণ্ডি সমভিব্যাহারে অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সংগ্রাম করুন। আর আমি স্বয়ং কৃপাচার্য্যের সহিত সমরে সমুদ্যত হইতেছি।

হে মহারাজ ! মহাবীর অর্জুন ধর্মরাজের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং চমুখে অবস্থান করত বিপক্ষের অভিযুখে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্ ! পূর্ব্বের ব্রহ্মার মুখসম্মত বিশ্বামিত্রপ্রণেতা অনল যে রথের অধ হইয়াছিলেন, প্রথমে অগ্নি হইতে যাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, দেবগণ ব্যাহাকে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বলিয়া জানিতেন এবং পূর্ব্বের যাহা ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে ক্রমে-ক্রমে বহন করিয়াছিল, অদ্য বাসুদেব ও অর্জুন সেই রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মজরাজ শল্য সেই অভুতদর্শন রথ অবলোকন করিয়া রণদুর্ন্দ্ব কণ্ঠকে পুনরায় কহিলেন, হে কর্ণ ! তুমি যাহার অন্বেষণ করিতেছিলে, ঐ সেই মহাবীর অর্জুন খেতাসমুক্ত বাসুদেবপরিচালিত, নিতান্ত হুনির্বার্য্য মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রুসৈন্য নিপীড়িত করত আগমন করিতেছেন। হে রাধেয় ! যখন মেঘ নিম্বনের ন্যায় ভীষণ শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, তখন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, ধূলিগটল সমুখিত হইয়া নভোমণ্ডল সমাজ্জর করিয়াছে। ভূমণ্ডল চক্রনেমি দ্বারা আর্হিত হইয়াই ঘেন বিকল্লিত হইতেছে। তোমার সৈন্যের হুই দিকে প্রচণ্ড ব্য্রু প্রবাহিত হইতেছে। ক্রবাদগণ বোরতর চীৎকার ও কুরঙ্গ-
গণ ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, মেঘাকার বোরদর্শন কেতু-
গ্রহ দিবাকরকে সমাজ্জর করিয়াছে। চতুর্দিকে বিবধ যুগবৃক্ষ ও বর্নিষ্ঠ শার্ঙ্গদলগণ সূর্য্যদেবকে অবলোকন করিতেছে। সহস্র সহস্র ভীষণ কঙ্ক ও গুর্জী সকল একত্র সমবেত ও পরস্পর অভিযুখীন হইয়া সন্ধ্যা করিতেছে।

ছেন, এমন সময়ে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ গজা ও যমুনীর ন্যায় পরস্পর মিলিত হইল ।

—:—

অষ্টচত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪৮ ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয় ! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ এইরূপে ব্যাহিত ও পরস্পর মিলিত হইলে, মহাবলশালী ধনঞ্জয় সংশ্লুকগণের এবং কর্ণ পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপে যুদ্ধার্থ গমন করিব ? যুদ্ধবর্ণনে তোমার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে । অতএব এক্ষণে তুমি উহা সবিস্তর কীর্তন কর । বীরগণের বিক্রম বিবরণ শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না ।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন ! মহাবীর ধনঞ্জয় ব্যাহিত বিপক্ষসৈন্যের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া কোরবগণের অনিষ্টসাধনোদ্দেশে স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যাহিত করিলেন । চন্দ্রার্ক সদৃশ দ্যুতিমান মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন পরাবতসবর্ণ অশ্ব-সংযোজিত রথে আরোহণ পূর্বক সেই সাদি, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথসমূহে সমাকীর্ণ মহাব্যূহের মুখে অবস্থান পূর্বক মূর্তিমান কৃতান্তের নাম শোভা পাইতে লাগিলেন । তারাগণ যেমন নিশাকরকে রক্ষা করিয়া থাকে, তরুণ শার্ঙ্গ লসম পরাক্রম, বিচিত্র বর্ষ ও জৌগন্দেরগণ অশুচরগণ সম-ভিব্যাহারে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ।

মহারাজ ! এই রূপে সৈন্য সকল ব্যাহিত হইলে, মহাবীর অর্জুন সংশ্লুকগণকে যুদ্ধস্থলে অবলোকন করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ধনুর্বিফারণ করিতে করিতে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন । এদিকে হতাস্বর রথভূমিষ্ঠ সংশ্লুকগণ ও জয়লাভে সমুৎসুক ও অর্জুনবধে কৃতসকল হইরা জীবিতাশা বিসর্জন পূর্বক তাঁহার অতিমুখে গমন করত তাঁহাকে শর-সমূহে নিপীড়িত করিতে লাগিল । তখন অর্জুনের সহিত নিবাতকবচ-গণের ন্যায় সেই সংশ্লুকগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । মহাতীর ধনঞ্জয় শক্রপক্ষীরের রথ, অশ্ব, হস্তী, ধ্বজ, পদাতি, শর, শরাসন, খড়্গ, চক্র, পরশু এবং আয়ুধযুক্ত বহুদ্যুত বাহু, বিবিধ অস্ত্র ও মন্তক সকল ছেদন করিতে লাগিলেন । সংশ্লুকগণ সেই সৈন্যরূপ মহাবর্ত মধ্যে অর্জুনের রথ নিমগ্ন জ্ঞান করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল । তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পশুসংহারে প্রবৃত্ত ক্রতুদেবের ন্যায় একান্ত রোষণরবণ

হইয়া সম্মুখবর্তী বীরগণকে সংহার পূর্বক উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চাৎভাগে স্থিত শত্রুগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন ।

ঐ সময় পাঞ্চাল, চেদি ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবগণের ভূমূল সংগ্রাম হইতে লাগিল । মহাবীর কৃপ, কৃতবর্মা ও শকুনি, ইহারা সমবে প্রমত্ত হইয়া কৌশল্য, কাশি, মৎস্য, কাক্রব, কৈকয় ও শুবসেনদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । হে রাজন্ ! ঐ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-কুলসমুৎত বীরগণের বিনাশকর, যশস্কর, পাপনাশক এবং স্বর্গ ও ধর্ম-লাভের হেতু হুত ।

ঐ সময় মহারাজ দুর্যোধন মজক ও কৌরব বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত মহারণ কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । মহাবীর কর্ণ নিশিত শরনিকরে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য বিনষ্ট ও মহারণগণকে বিমর্দিত করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বহুসংখ্যক শত্রুগণের বস্ত্র ছেদন, রণ উন্মূলন ও জীবন সংহার পূর্বক ভাঙ্গাদিগকে যশস্বী স্বর্গ ভাঞ্জন করিয়া সাতিশয় আত্মাদিত হইলেন । তে মহারাজ ! এইরূপে কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের হস্তী, অশ্ব ও নহুবাগণের বিনাশকর দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ।

একোন পঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৪৯ ।

হুতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয় ! মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্বক যুধিষ্ঠির সমীপে উপনীত হইয়া কিরূপে জনক্য করিল ? যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর অধিরথতনয় কর্ণকে নিবারিত করিল এবং স্তম্ভক কোন্ কোন্ বীরকে প্রমথিত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রপীড়িত করিল ? তুমি আমার নিকট সেই সমস্ত বিষয় কীর্তন কর ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! বৈরিবিবাতক কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত দেখিয়া পাঞ্চালগণের প্রতি সত্তরে ধাবমান হইলেন । জয়শীল পাঞ্চালগণ কর্ণকে ক্রতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া মহাদাগরাভিমুখে ধাবমান হংসগণের ন্যায়, তাঁহার অভিমুখে মহাবেগে গমন করিল । অনন্তর উভয় পক্ষে অসংখ্য শল্মশ্বনি ও ভীষণ ভেদীশক প্রাহৃত হইল এবং অনবরত শরনিপাত শব্দ, মাতঙ্গবৃহিত,

ভূরক্ষ হেঁথিত, রথঘর্ষের রব ও বীরবর্গের স্রোতস্রাব সিংহনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে সমুদায় প্রাণিগণ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া এই রূপ বিবেচনা করিতে লাগিল যে, তরু, ভূধর ও সাগর সম্বলিত অখিল ভূমণ্ডল, বায়ুবারিহসমম্বিত গগনমণ্ডল এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রপরিব্যাপ্ত স্বর্গ বিঘূর্ণিত হইতেছে। তখন ক্ষুদ্র প্রাণিগণ প্রায় সকলেই দেহ পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্ত্বরে শরসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ যেমন অশুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তসপ্ততি প্রভঙ্গককে শরানলে দগ্ধ করিলেন এবং নিশিত পঞ্চবিংশতি শরে পঞ্চবিংশতি পাঞ্চালকে বিনাশ করিয়া শক্রশরীরবিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সহস্র সহস্র চেদিদেশীয় বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ স্তম্ভপুত্রকে সমরে অলৌকিক কার্য্যের অমুষ্ঠান করিতে দেখিয়া সত্ত্বরে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর স্তম্ভপুত্র শীঘ্র শরাসনে পাঁচ শর সন্ধান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেনকে বিনাশ করিলেন। পাঞ্চালগণ তদর্শনে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। তখন পাঞ্চালদেশীয় আর দশ জন মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলে, মহাবীর কর্ণ তাহাদিগকেও অবিলম্বে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার পুত্র ও চক্ররক্ষক সুষেণ এবং সত্যসেন প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পৃষ্ঠরক্ষক বৃষসেন প্রযত্ন সহকারে তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যায়, সাত্যকি, বৃকোদর, জনমেজয়, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, দ্রোণদীর পঞ্চ পুত্র এবং প্রবীর, প্রভঙ্গক, চুড়ি, কৈকেয়, পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ কর্ণের সংহারার্থ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া বর্ষাকালীন মেঘমণ্ডল যেরূপ পক্ষ্মতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের ভনয়গণ ও তাঁহার পঞ্চ অন্যান্য বীরগণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার বাসনার সেই পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সুষেণ এক ভরাত্ত্ব দ্বারা ভীমসেনের কাষ্মুক ছেদন করিয়া সাত নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য এক

কাম্বুক গ্রহণ ও তাহাতে জ্বা আরোপণ পূর্বক সুষেণের শরাসন ছেদন করত দশ শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং অশাণিত ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপ পূর্বক কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া দশ শরে তাঁহার পুত্র ভাহুসেনকে বিদ্ধ করত স্নহদগণের সাক্ষাতে ক্ষুর দ্বারা অশ্ব, সারথি আয়ুধ ও ধ্বজের সহিত তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। ভাহুসেনের সেই চন্দ্রসদৃশ মনো-রম মস্তক ভীমের ক্ষুরে ছিন্ন হইয়া স্থানলচ্যুত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন ক্রূপ ও ক্রুতবর্মান কাম্বুক ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য বীরগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তিন শরে হুঃশাসনকে ও ছয় শরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া উলুক ও তাঁহার ভ্রাতা পতত্রিকে বিরথ করিলেন; তৎপরে সুষেণকে লক্ষ্য করিয়া, হা সুষেণ ! তুমি এইবারে নিহত হইলে ! এই বলিয়া, এক শর গ্রহণ করিলে, মহাবীর কর্ণ সম্বন্ধে উহা ছেদন পূর্বক তিন শরে তাঁহারে তাড়িত করিলেন। তখন মহাবীর ভীম আর একটা স্ত্রীক্ক শর গ্রহণ করিয়া কর্ণপুত্র সুষেণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ তৎক্ষণাৎ উহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি সুষেণকে রক্ষা ও ভীমকে নিহত করিবার অভিলাষে ত্রিসপ্ততি শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে মহাবীর সুষেণ ভারসহ শরাসন গ্রহণ পূর্বক পাঁচ শরে নকুলের বাহ ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, মহাবীর মাজীতনয় বিংশতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া কর্ণের মনে ভয়োৎপাদন করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সুষেণ দশ শরে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুর-প্রান্ত দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। নকুল তদর্শনে রোষপর-বশ হইয়া সম্বন্ধে অন্য এক শরাসন গ্রহণ গ্রহণ পূর্বক নয় শরে সুষেণকে নিবারণ করিলেন এবং অসংখ্য শরে দ্বিঘৃণল সমাচ্ছন্ন করিয়া সুষেণের সারথিকে নিহত ও তিন শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া তিন ভয়ে তাঁহার কাম্বুক তিনখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সুষেণ ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক নকুলকে ষষ্টি ও সহদেবকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। এই প্রকারে তাঁহারা পরস্পর বধাভিলাষে পরস্পরকে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই সংগ্রাম দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল।

তখন মহাবীর সাতাশি তিন শরে বৃষসেনের সারথিকে বিনাশ, এক ভয়ে শরাসন ছেদন, সাত শরে অশ্ব সংহার ও এক সারকে ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া শাণিত শরদ্বয়ে তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বৃষসেন

সাত্যকির শরাঘাতে প্রথমতঃ নিভাস্ত অবসন্ন হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে পুনরায় উখিত হইলেন এবং সাত্যকিরে সংহার করিবার নিমিত্ত খড়্গচর্চ গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি বৃষসেনকে ক্ষতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে দশ বরাহকর্ণ অস্ত্রধারা তাঁহার গড়গচর্চ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দুঃশাসন বৃষসেনকে রথশূন্য ও অস্ত্রবিহীন অবলোকন করিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করতঃ সত্বরে অন্য এক খান রথ আনয়ন কবাইলেন। মহাবীর বৃষসেন সেই রথে আরোহণ করিয়া জ্যোদেয়গণকে ত্রিসপ্ততি, সাত্যকিকে পাঁচ, ভীম সেনকে চতুঃষষ্টি, সহদেবকে পাঁচ, নকুলকে ত্রিংশৎ শতানীককে সাত, শিখণ্ডীকে দশ, যুধিষ্ঠিরকে এক শত ও অন্যান্য বীরগণকে অসংখ্য শরে নিপীড়িত করতঃ কর্ণের পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকী নয় শরে দুঃশাসনকে বিদ্ধ এবং তাঁহার রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ললাটদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় অন্য সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক কর্ণ সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ, জ্যোদেয়গণ ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সাত, ভীমসেন চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত, শিখণ্ডী দশ, যুধিষ্ঠির একশত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে কর্ণকে বিমর্দিত করিলেন। মহাবলশালী কর্ণও ঐ সকল বীরের প্রত্যেককে দশ দর্শ শরে বিদ্ধ করতঃ যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সূতপুত্রের অস্ত্রবল ও পাণিলাঘব দর্শনে আমাদের সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। কর্ণ যে রোষাবিষ্ট চিত্তে কখন অস্ত্র গ্রহণ, কখন সন্ধান এবং কখনই বা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন সকলে কেবল তাঁহার শত্রুগণকে নিহত ও রণস্থলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিল। ঐ সময় সূতপুত্রের শর সমূহে দিগ্‌মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল এবং অশ্বরতল রক্তবর্ণ অস্ত্রধাওে সম্ভৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বিপক্ষগণ বহু শরে সূতপুত্রকে বিদ্ধ করিয়াছিল, কর্ণ তদপেক্ষা তিনগুণ শরে তাহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র শরে নিপীড়িত করতঃ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবক্ষীর বীরগণ কর্ণের শরে অশ্রু ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ অবকাশ প্রদান পূর্ব্বক অপসৃত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণের করিসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চৌদ্র দেশীয় জিংশং রথীকে সংহার পূর্বক নিশিত শর সমূহে ধর্ম্মরাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং শিখণ্ডী ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ তাঁহার চতুর্দিক পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কৌরবগণও দুর্নিবার কর্ণকে পরম যত্ন পূর্বক রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে নানাবিধ বাদিও ধ্বনি ও বীরগণের সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ও কর্ণ প্রভৃতি কৌরবগণ নির্ভয়চিত্তে পুনর্বার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫০ ।

হে রাজনু! অনন্তর মহাবীর রাধেয় সহস্রং হস্তী, অশ্ব এবং পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবসৈন্য ভেদ করত যুধিষ্ঠিরের অভিযুখে গমন করিলেন এবং শক্রনিষ্কিপ্ত বহুবিধ শর সমূহ ছেদন পূর্বক অনায়াসে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মস্তক, বাহু ও উরুদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন। কর্ণের ভীষণ শরাঘাতে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং কতকগুলি বিকলান্ন হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিল। তখন দ্রাবিড় ও নিষাদদেশীয় পদাতিগণ সাত্যকি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ণের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও তাহাদিগকে ছিন্নবাহু, ছিন্নউরুয ও বিগতান্ন করিয়া ছিন্নমূল শালবনের ন্যায় যুগপৎ ভূতলে নিপতিত করিলেন। বীরগণ এইরূপে অকুতোভয়ে কর্ণের সম্মুখবর্তী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে তাহাদের যশোঘোষণায় দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ক্রুদ্ধ ক্রতাস্তের ন্যায় কর্ণকে সমরক্ষেত্রে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া নগ্ন ও ঔষধ যেমন ব্যাধিকে অবরোধ করে, তক্রূপ তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। মহাবীর কর্ণও মজৌষধ-প্রমাণী উষণ ব্যাধির ন্যায় তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনতিদূরে উপনীত হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের হিতাভিলাষী পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কৈকয়গণ কর্তৃক ব্রজ হইয়া ব্রহ্মবেত্তাও যেমন মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না, তক্রূপ তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষাকণ নেত্রে অদূরবর্তী শক্রনিপাতন

স্বতপুত্রকে कहিলেন, হে কর্ণ ! আমি যাহা कहিতেছি, তাহা শ্রবণ কর । তুমি সতত বলবান্ অৰ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত স্পর্ধা করিয়া থাক এবং দুর্যোধনের মতাহুসারে নিয়ত আমাদিগকেও নিপীড়িত করিতেছ ; এক্ষণে তোমার যত দূর বলবীৰ্য্য এবং আমাদিগের প্রতি বিধেয়বুদ্ধি থাকে, পৌরুষ অবলম্বন পূৰ্ব্বক তাহা প্রকাশ কর । আমি অন্য তোমার সংগ্রামবাসনা নিঃশেষিত করিব ।

হে রাজন্ ! ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বতপুত্র কর্ণকে এই কথা বলিয়া সূৰ্য্য-পুত্র লৌহময় দশ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন । তখন মহাধনুর্ধর শত্রু-ভাপন কর্ণ হান্য করতঃ দশ বৎসদন্ত শরে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন । ধৰ্ম্মরাজ কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূৰ্ব্বক হত হত্যাণনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন । তখন তাঁহার কলেবর কলান্তকালীন বিখদহনপ্রবৃত্ত আলাসমাকীর্ণ সম্বর্ত্তহত্যাশনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । তদদর্শনে সেই প্রদীপ্ত আয়ুধধারী সৈন্যাগণ মালাঘর পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক দশ দিকে ধাবমান হইল ।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির স্বতপুত্রের বিনাশ বাসনার সত্ত্বরে সূৰ্য্যভূষিত মহাকোদও বিস্ফারিত করিয়া তাহাতে পরন্তবিদারণক্ষম সূশাগিত বমদণ্ডসদৃশ শর সংযোগ ও আকর্ষণ আকর্ষণ পূৰ্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । তখন সেই বজ্রনিম্বন শর মহারথ কর্ণের বামপার্শ্বে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি সাতিশয় কাতর ও বিকলাঙ্গ হইয়া রথোপরি শরাসন পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক মুচ্ছিত হইলেন । ঐ সময় মহাবীর কর্ণকে তদবস্থ ও তাঁহার মুখ বিবর্ণ দর্শন করিয়া কোরবসৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার ধ্বনি সমুথিত হইল । পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দর্শন করিয়া সিংহ-নাদ পরিত্যাগ ও কিল কিল শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন ভীম-গরাক্রম কর্ণ সত্ত্বরেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিধনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং কনকময় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের উপর শাগিত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । তখন যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক পাকালবংশোদ্ভব চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার নিশাকরণাশ্বভর্তী পুনর্দহর ন্যায় ধৰ্ম্মরাজের উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান ছিলেন । মহাবীর কর্ণ ছই ক্ষুর দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিলেন । তখন ধৰ্ম্মরাজ সূশাগিত শরনিকর দ্বারা স্বতপুত্রকে বিদ্ধ করত সূৰ্যেণের প্রতি তিন, সত্যসেনের প্রতি তিন, শল্যের প্রতি নবতি এবং রাধেয়ের প্রতি পুনর্দহার ত্রিসপ্ততি শর-নিক্ষেপ পূৰ্ব্বক তাঁহার দক্ষঃগণকে তিন তিন কুটিল শরে বিদ্ধ করিলেন । তখন স্বত-

পুত্র হাস্যমুখে শরাসন বিধ্বনন পূর্বক এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা যুধিষ্ঠিরের কলেবর বিদীর্ণ করতঃ তাঁহাকে 'ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অমর্ষিতচিত্তে ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ কর্ণের উপর শর বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন । মহাবীর সাত্যকি, চেকিতান, যুগ্মশু, পাণ্ড্য, বৃষ্টিদ্রায়, শিখণ্ডী, দ্রৌপদেয়গণ, প্রভদ্রকগণ, মাদ্রীভনয়নয়, ভীমসেন, শিশুপালপুত্র এবং কেকয়, কান্বয়, কাশি ও কোশল দেশোত্তর বীরগণ অচিরে বহুশেষকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাঞ্চালদেশীয় জনমেজয় শর-নিকর দ্বারা স্তম্ভপুত্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । আর অপরাপর পাণ্ডব-পক্ষীয় বীর পুরুষগণ বহুসংখ্যক রথ, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বরাহকর্ণ নারীচ, নিশিত নালীক, বৎসদন্ত, বিপাঠ, ক্ষুরপ্র ও চটকামুখ প্রভৃতি বিবিধ শর নিক্ষেপ করতঃ কর্ণের নিধনবাস-নায় চারি দিক্ হইতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল ।

হে রাজন ! এইরূপে মহাতেজা স্তম্ভপুত্র পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রাচুর্ভূত করত শরষষ্টি দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল পরি-পূরিত করিলেন এবং শরানলে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যারণ্য দগ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তৎপরে তিনি মহাস্ত্র সন্ধান পূর্বক দ্বিষং হাস্য করতঃ যুধিষ্ঠিরের কোদণ্ড দ্বিগুণ করিয়া ফেলিলেন এবং নিমেষমধ্যে নতপর্ক নবতি শর সন্ধান পূর্বক তাঁহার স্রবণমণ্ডিত কবচ ছেদন করিলেন । ধর্ম্মরাজের বিচিত্র কবচ কর্ণশরে ছিন্ন হইয়া সূর্য্যকিরণ সংশ্লিষ্ট বিদ্যাদ্বিগলিত বাতাহত মেঘের ন্যায় ও রাজিকালীন বিগতাল নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্বক ভূতলে নিপতিত হইল । মহারাজ ! এই রূপে রাজা যুধিষ্ঠির কবচবিহীন ও শোণিতাক্তকলেবর হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে কর্ণের প্রতি এক লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত স্তম্ভপুত্র সাতশর দ্বারা সেই প্রদীপ্ত শক্তি আকাশপথেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন ধর্ম্মরাজ বলপূর্বক কর্ণের বক্ষঃস্থলে চারি তোমর নিক্ষেপ করতঃ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন । মহাবীর কর্ণ সেই -তোমরাঘাতে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া শোণিত ক্ষরণ ও ক্রুদ্ধ ভ্রূঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে এক ভগ্নে যুধিষ্ঠিরের ধ্বজ ছেদন ও তিন ভগ্নে তাঁহার গাত্র বিদ্যুরণ পূর্বক তাঁহার ভূগীরদ্বয় ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন । তখন রাজা যুধিষ্ঠির অসিতপুচ্ছ খেতাব সংযোজিত অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম

পরিত্যাগ পূর্বক গ্রহান করিতে লাগিলেন ; কোনমতেই কর্ণের সমক্ষে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না । তখন মহাবীর কর্ণ ক্রতবেগে গমন পূর্বক বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মংসা, ধ্বজ, কুর্শ ও শঙ্খ প্রভৃতি লক্ষ্যযুক্ত পাণ্ডুরবর্গ হস্ত দ্বার ধর্ম্মরাজের স্বক্কেশ স্পর্শ করতঃ স্বয়ং পবিত্র হইয়া তাঁহাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন । তখন কুণ্ডীর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে সমারুঢ় হইল ।

‘হে মহারাজ ! তখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে যুধিষ্ঠিরগ্রহণে সমুদ্যত দেখিয়া নিষেধ করতঃ কহিলেন, হে হৃতপুত্র ! তুমি এই শ্রেষ্ঠ নরপতিকে গ্রহণ করিও না ; উহাঁরে গ্রহণ করিলেই উনি তোমাকে বিনাশ করিয়া আমাকে ভস্মসাৎ করিবেন । তখন হৃতপুত্র হাস্যমুখে যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করতঃ কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন ! তুমি ক্ষত্রিয়কুলে ভ্রমগ্রহণ ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিরূপে প্রাণভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতেছ ; আমার বোধ হয়, তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিজ্ঞাত নহ । তুমি নিয়ত বেদপাঠ ও যজ্ঞ কর্ম্ম অহুষ্ঠান করিয়া থাক ; অতএব যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য নহে । যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ কর । আর বীরপুরুষদিগের নিকট গমন ও তাহাদিগের প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিও না ।’

মহাবীর কর্ণ ধর্ম্মরাজকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্বক বজ্রহস্ত দেবরাজের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন । নরপতি যুধিষ্ঠিরও লজ্জিত হইয়া পলায়ন কবিত্তে লাগিলেন । চৈদি, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং মহারথ সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণ যুধিষ্ঠিরকে অপসৃত দেখিয়া সকলেই তাহার অনুগামী হইলেন । তখন মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সংগ্রামে বিমুখ দর্শন করতঃ হুটুচিহ্নে কৌরবগণের সহিত তাঁহাদের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । কৌরবসৈন্য মধ্যে ভীষণ শরাসনধ্বনি, সিংহনাদ, এবং ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের নিশ্চয় সমুখিত হইল । তখন রাজা যুধিষ্ঠির ক্ষত-কীর্ত্তির রথে আরোহণ পূর্বক কর্ণের পরাক্রম অবলোকন করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি কৌরবগণ কর্তৃক পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিমর্দিত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে স্বপক্ষীয় যোধগণকে কহিলেন, হে বীরগণ ! তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছ কেন ? সত্বরে বিপক্ষগণকে বিনাশ কর । তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে আগুনায় পুত্রগণের প্রতি গমন করিলেন । ঐ সময় অসংখ্য যোধগণ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও অস্ত্র সমূহের তুল্লশব্দ সমুখিত হইল । যোদ্ধা-

বর্ষ গাত্রোখান কর, প্রহার কর, সম্মুখবর্তী হও, এই কথা বলিতে বলিতে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন নভোমণ্ডল মেঘমণ্ডলের ন্যায় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল। শবসমাচ্ছন্ন নরবীরগণ পরস্পর প্রহার করতঃ বিকলাঙ্গ এবং পতাকা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও আয়ুধবিহীন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণ আরোহিণের সহিত বহুল বনসম্পন্ন বজ্রভিন্ন পর্কতশিখরের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। কবচধারী দিব্য ভূষণভূষিত পদাতিগণ প্রতিপক্ষ বীরগণের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ধরাশয়্যায় শয়ন করিল। ঐ সময় সমরাস্ত্রন রণমত্ত বীরগণের বিশাল তাম্রবর্ণ লোচনযুক্ত, হিন্দু ও অরবিন্দ সদৃশ আনন-সম্বিত মল্লক সমূহে সমাচ্ছন্ন হইল। অস্মরোগণ অভিযুগত রণনিহত শত সহস্র বীরগণকে গীতবাদ্যাদিযুক্ত বিমানে আরোপিত করিয়া গমন করাতে ভূমণ্ডলের ন্যায় গগনমণ্ডলেও তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বীরগণ সেই মহানু আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন পূর্ব্বক স্বর্গবাস লালসায় পরম আত্মলাদিত হইয়া সঙ্করে পরস্পরকে সমাহত করিতে প্রবৃত্ত হইল। রথিগণ রথিগণের, পদাতিগণ পদাতিগণের, হস্তিগণ হস্তিগণের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

হে রাজর্জুন! এইরূপে সেই গজবাজিনরক্ষকর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, সৈন্যগণের পাদোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটলে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। তখন বীরগণ কি স্বপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় বাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাকেই প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ কেশাকেশি, দস্তা-দস্তি, মুঠামুঠি, নখানখি, ও বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদিগের শরীর-বিনির্গত রুধির দ্বারা রণস্থলে ভীকৃৎসনের ভয়াবহ ঘোরতর নদী সৃষ্টি হইল। উহার স্রোতে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও নরদেহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বীরগণ মধ্যে কেহ কেহ নদীপারে, কেহ কেহ বা তাহার মধ্যে গমন করিলেন এবং কেহ কেহ সত্তরণ করত সেই রুধিরমধ্যে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্মগ্ন হওয়াতে বর্ষ, অস্ত্র ও রসনের সহিত শোণিতাক্ত হইয়া সেই রুধিরে স্নান, সেই রুধির পান করিয়া তাহাতে অবসন্ন হইতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, আয়ুধ, আভরণ, বসন, বর্ষ, হত ও আহত বীরগণ এবং ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও দিগ্‌মণ্ডল প্রায় সমুদায় লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। শোণিতের গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গমন শব্দে সৈন্যগণের মহাবিষাদ উপস্থিত হইল। ঐ সময় ভীমসেন ও সম্রাট প্রভৃতি বীরগণ সেই নিহতপ্রায় সৈন্যগণের প্রতি বারংবার

ধাবমান হইতে লাগিলেন। মহারাজ ! তখন আপনার পুত্রগণের চতু-
রঙ্গ বল সেই ধাবমান বীরগণের পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ এবং চৰ্শ্ব,
কবচ ও আয়ুধবিহীন হইয়া অরণ্যস্থিত সিংহাধিত মাতঙ্গকুলের ন্যায়
চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।



একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫১ ।

হে রাজন্ ! তখন রাজা দুর্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পাণ্ডবগণকর্তৃক
বিদ্রাবিত দেখিয়া যত্নসহকাৰে চীৎকাব করতঃ তাহাদিগকে নিবারণ
করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না।
অনন্তর ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ এবং শকুনি ও কৌরবগণ অস্ত্র শস্ত ধারণ
পূৰ্ব্বক ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর স্তুতপুত্রও
কৌরবগণকে দুর্যোধনের সহিত ভীমাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া শল্যকে
কহিলেন, হে শল্য ! এক্ষণে আমাকে ভীমের সম্মুখে লইয়া চল। তখন
মদ্ররাজ কর্ণের বাক্যানুসারে হংসসদৃশ ধবলবর্ণ অশ্বগণকে ভীমের অভি-
মুখে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহারা শীঘ্র ভীমসেনের সমক্ষে
উপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সমাগত অবলোকন করিয়া
রোষভরে তাহাকে সংহার করিবার অভিলাষে মাত্যকি ও ধুইদ্রায়কে
কহিলেন, হে বীরধন ! তোমরা এক্ষণে ধৰ্ম্মরাজকে রক্ষা কর। দ্বন্দ্ব্বিতি
কর্ণ দুর্যোধনের প্রীতি সমুৎপাদনের নিমিত্ত উহাঁর পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন
করিয়া দিয়াছে। ভাগ্যে আমি দেখিয়াছিলাম, এই জন্য উনি তৎকালে
সেই বিষম সঙ্কট হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। অতএব
অদ্য আমাকে এককালে এই দুঃখের অবসান করিতে হইবে। আজি
হয়, আমি কর্ণকে বিনাশ করিব, না হয়, সেই আমাকে সংহার করিবে,
সন্দেহ নাই। হে বীরগণ ! অদ্য আমি ধৰ্ম্মরাজকে তোমাদের হস্তে সম-
র্পণ করিতেছি। তোমরা নিরলস হইয়া সাবধানে উহাঁর রক্ষা কর।
মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া সিংহনাদে দিগ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করতঃ
কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময়ে শল্য ভীমসেনকে সম্মুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া
কর্ণকে কহিলেন, হে স্তুতপুত্র ! ঐ দেখ, ভীমসেন রোষভরে তোমার অভি-
মুখে আগমন করিতেছেন। ইনি অদ্য নিশ্চয়ই তোমার উপর চিরসঞ্চিত

ক্ৰোধানল নিৰ্দ্বেপ করিবেন । এক্ষণে ইঁহার রূপ প্রলয়কালীন হতাশনের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে । মহাবীর অভিমত্যা ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও, ইঁহার জঁদুল রূপ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই । ঐ মহাবীর ক্রুদ্ধ হইলে, ত্রিলোকিহ সকল ব্যক্তিকে নিবারণ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই ।

হে রাজন্ ! মদ্রেখর শল্য স্তূতপুত্রকে এই রূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন রোষাবিষ্ট চিত্তে তথায় আগমন করিলেন । মহাবীর কর্ণ যুদ্ধাভিলাষী ভীমসেনকে সমাগত দেখিয়া হাস্য করতঃ মদ্ররাজকে কহিলেন, হে শল্য ! তুমি আমার সাক্ষাতে ভীমসেনের বিষয়ে যে সকল কথা কহিলে, তৎসমস্তই সত্য । ভীমসেন মহাবলশালী, ক্ৰোধনব্ধতাব ও দেহ রক্ষায় নিতান্ত নিরপেক্ষ । ঐ মহাবীর বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাস সময়ে দ্রৌপদীর প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে কীচককে স্বর্ণ সমভিব্যাহারে বিনষ্ট করিয়াছিলেন । আজি ঐ ভীম উদাত্তদত্ত মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় ক্ৰোধপরবশ হইয়া যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । হে মদ্ররাজ ! হয়, ধনঞ্জয় আমারে বিনাশ করিবে, না হয়, আমিই তাঁহাকে সংহার করিব । ইহা আমার চিরপ্রার্থনীয় । আজি কি ভীমের সহিত সমাগম লীতে আমার সেই মনোরথ পূর্ণ হইবে ? ভীম বিনষ্ট বা বিরথ হইলে, যদি অর্জুন আমার সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করে, তাহা হইলেই নিশ্চয় আমার মনোরথ সকল হইবে । হে শল্য ! এক্ষণে ঐ বিষয়ে যাহা কর্তব্য হয়, তাহা তুমি অবিলম্বে স্থির কর ।

মদ্ররাজ শল্য কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে স্তূতপুত্র ! তুমি এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমের সহিত সময়ে সমুদাত্ত হও । অগ্রে ভীমকে পরাজয় করিলে, পশ্চাৎ ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইবে । আমি সত্য কহিতেছি, তুমি চিরকাল যে রূপ অভিলাষ করিতেছ, তাহা আজি পূর্ণ হইবে । ঐ সময় কর্ণ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে শল্য ! আজি অর্জুনকে সংহার করিব । এক্ষণে তুমি যুদ্ধে মনঃসমাদান করিয়া ভীমের প্রতি অশ্ব সঞ্চালন কর ।

হে রাজন্ ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যে স্থানে ভীমসেন কোরবসৈন্যগণকে বিভ্রাবিত করিতেছিলেন, তথায় অবিলম্বে রথ সমানীত করিলেন । এই প্রকারে ভীমসেন ও কর্ণ পল্লবস্পর্শ সন্মুখীন হইলে রণস্থলে তুর্য্যধ্বনি ও ভেরীনিবন্ধ সমুখিত হইল । তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত নারায়ণকে দ্রুতগতি কোরবসৈন্যগণকে চতুর্দিকে বিভ্রা-

বিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের সংগ্রাম অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। মহাবীর বৃকোদর যুর্হর্মধ্যে কর্ণের সম্মুখীন হইলেন। সূতপুত্র ও তাঁহারে সমাগত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে নারাচ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর কর্ণনিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করতঃ নিশিত নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ শরাঘাতে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করতঃ সর্কাবরণভেদী সূতীক্ষ্ম নারাচ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীমসেনও সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক নিশিত শরে কর্ণের মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিয়া স্বর্লোক ও ভুলোক বিকল্পিত করতঃ ঘোরতর সিংহ-নাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অরণ্যমধ্যে মদোৎকট গর্জিত কুঞ্জরকে যেমন উড়া দ্বারা আহিত করে, তদ্রূপ পঞ্চবিংশতি নারাচে ভীমসেনকে সমাহত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন বোম্বকষাণ্ডিত লোচনে সূতপুত্রের সংহার বাসনায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক তাঁহার প্রতি এক পর্বতবিদারণক্ষম ভারসহ সায়ক সন্ধান করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তখন বজ্রবেগ যেমন পর্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই ক্ষণনিমিষন ভয়ঙ্কর শর সূতপুত্রকে বিদীর্ণ করিল। মহাবল কর্ণ সেই ভীমনিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া রথোপস্থে নিষ্পন্ন হইলেন। তখন মদ্রপতি শল্য তাঁহাকে সংজ্ঞাবিহীন অবলোকন করিয়া সত্বরে রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে কর্ণকে পরাজিত করিয়া মহাবীর বৃকোদর পূর্বে দেবরাজ যেমন অহুরগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরবদৈন্যাগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

—*—

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫২ ।

যুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন মহাবাহু কণকে রথোপরি পাতিত করিয়া হৃকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হৃণ্যোধন বারম্বার আমারে কহিয়াছিল, কর্ণ একাকী সমরে সমুদার সঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে। এক্ষণে সে ভীমসেনকর্তৃক রাধেন্নকে পরাজিত অব-লোকন করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা হৃণ্যোধন কর্ণকে রণপরায়ণ

বলোকন করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে মহোদরগণ ! তোমরা দীর্ঘ
গমন-পূর্ব্বক অগাধ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন রাধেয়কে উদ্ধার কর। তখন আপ-
নার তনয়গণ দ্ব্যেষ্ঠ মহোদর কর্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া পতঙ্গের
পাবকাভিমুখে গমনের ম্যায় ভীমসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত সরোষ-
নয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পাশ, ভূগীর
ও কবচধারী শ্রতবান্, হর্দ্রর, ক্রাথ, বিবিৎসু, বিকট, সম, নন্দ, উপ-
নন্দক, দ্ব্যধর্গ, সুবাহ, বাতবেগ, সুবর্চা, ধনুগ্রাহ, হর্ষদ, জলসন্ধ, শল ও
সহ, ইঁহার। অসংখ্য রথে পরিবৃত্ত হইয়া চতুর্দিক্ হইতে ভীমসেনকে পরি-
বেষ্টন করতঃ তাঁহার উপর বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।
মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন এইরূপে আপনার পুত্রগণ কর্তৃক নিপীড়িত
হইয়া সত্তরে তাহাদের পক্ষীয় পঞ্চদশ রথী ও পঞ্চাশৎ রথ বিনষ্ট
করিয়া ভল্ল দ্বারা বিবিৎসুর কুণ্ডলমুশোভিত শিরস্ত্রাণসম্বলিত পূর্ব চক্র
মন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আপনার অন্যান্য তনয়গণ
মহাবীর বিবিৎসুরে নিহত দেখিয়া ভীমপরাক্রম ভীমসেনের প্রতি ধাব-
মান হইলেন। তখন শক্রনিপাতন ভীমসেন অপর দুই ভল্ল দ্বারা বিকট ও
সম নামক আপনার আর দুই পুত্রের প্রাণ সংহার করিলেন। সেই
দেবকুমার সদৃশ বীরদ্বয় বায়ুভয় মহীকুহের ন্যায় ধরাতে নিপতিত হই-
লেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সত্তরে স্ত্রীক্ৰ নারাত দ্বারা ক্রাথকে
নিহত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। হে রাজন্ ! এই প্রকারে
আপনার ধনুর্দ্রক তনয়গণ নিহত হইলে, সমরভূমিতে মহান্ হাহাকার
শব্দ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন পুনর্বার
নন্দ ও উপনন্দকে নিপাতিত করিলেন। তদর্শনে আপনার তনয়গণ
রথস্থ ভীমসেনকে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় জ্ঞান করিয়া নিতান্ত
ভীত ও বিহ্বল হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

• হে মহারাজ ! ঐ সময় নৃতপুত্র কর্ণ আপনার তনয়গণকে নিহত
দর্শন করতঃ নিতান্ত হর্ষনায়মান হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে রথ
সঞ্চালন করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্ররাজ কর্ণের আদেশানুসারে
হংসবর্ণ অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার। মহাবেগে
ধাবমান হইয়া সত্তরে ভীমসেনের সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর কর্ণ
ও ভীমসেনের প্রতি ভীষণ ভূমূল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হে রাজন্ !
আমি তৎকালে মন্ত্ররথ কর্ণ ও ভীমসেনকে সমরে সমবেত দেখিয়া মনে
মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি, অদ্য এই বীরদ্বয়ের বিরুদ্ধ

সংগ্রাম হইবে। অনন্তর সংগ্রামনিপুণ ভীমসেন আপনার পুত্রগণের সমক্ষে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পরমাত্রাবিৎ কর্ণও ক্রোধাসক্ত হইয়া নতপর্ক নর ভন্ন দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্রের শরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া আকর্ণপূর্ণ সাত শরে তাঁহারে আহত করিলেন। তখন সূতপুত্র কর্ণও ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিভ্যাগ পূর্বক শরনিকর বর্ষণদ্বারা তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবল ভীমসেন কৌরবগণের সমক্ষে মহারথ কর্ণকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করতঃ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমসেনের শরাঘাতে রোষণরবশ হইয়া দৃঢ়রূপে শরাসন গ্রহণ পূর্বক ভীমসেনের প্রতি দশ বাণ নিক্ষেপ করতঃ নিশিত ভন্নদ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বুকোদর কর্ণের বিনাশবাসনায় এক হেমপটুবিভূষিত দ্বিতীয় যমদণ্ড সদৃশ ভীষণ পরিঘ গ্রহণ করত তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণও তৎক্ষণাৎ অসংখ্য আশীবিধ সদৃশ শরনিকরে সেই অশনির ন্যায় শঙ্কারমান সমাগত পরিঘ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সূদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্বক শক্রনিহন কর্ণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে রাজন্ ! অনন্তর পরম্পর বৈধেবী সিংহদ্বয়ের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের পূর্বোপেক্ষা সমধিক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর কর্ণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তিনশরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্ধর ভীমসেন কর্ণশরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া এক দেহবিদারণ বিষম সারক গ্রহণ পূর্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে, উহা কর্ণের বর্ষ ছেদন ও শরীর ভেদ করিয়া বগ্নীকাস্তর্গামী পদ্মপের ন্যায় ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণ বুকোদরের শরাঘাতে সাতিশয় ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভুজঙ্গকালীন পর্কতের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সাতিশয় রোষণরবশ হইয়া ভীমসেনকে পঞ্চবিশতি নারাচ দ্বারা বিদ্ধ ও অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিয়া একবাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন ও ভন্ন দ্বারা সারথিরে শমনতবনে প্রেরণ করিলেন এবং কণকালমধ্যে অনারাসে তাঁহার শরাসন ছিন্ন ও রথ ভগ্ন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন গদা গ্রহণ পূর্বক সেই ভগ্ন রথ হইতে মহাবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাঁকু যেমন শত্রু-কালীন মেঘ সকালিত করে, সেইরূপ গদা প্রহারে কৌরবসেনাগণকে

বিজ্ঞাপিত করিতে লাগিলেন। এবং দ্বিষাদন্ত সপ্তশত মাতঙ্গগণকে সহস্র বিজ্ঞাপিত করিয়া তাহাদের দন্তবেষ্টন, নেত্র, কুণ্ড, গণ্ড ও মর্শে সাতিশয় আঘাত করিলেন। তাহারা ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে অতিমাত্র ভীত হইয়া প্রথমতঃ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল; কিন্তু মহামাতঙ্গ কৰ্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনর্বার ভীমসেনের অভিমুখে গমন পূর্বক বারিদমণ্ডল যেরূপ দিবাকরকে বেষ্টন করে, সেইরূপ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। তখন শক্রনিপাতন ভীমসেন পুরন্দরকর্ত্তৃক বজ্রদ্বারা অচল চূর্ণের ন্যায় গদাঘাতে সেই সপ্ত শত মাতঙ্গ বিনষ্ট করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় শকুনির মহাবলশালী দ্বিপঞ্চাশৎ হস্তী বিপোখিত করিয়া কৌরবপক্ষীয় এক শত রথ ও শত শত পদাদিকে বিনষ্ট করতঃ সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্ ! এইরূপে আপনার সৈন্যগণ মহাবীর ভীমের প্রভাবে ও মার্ত্তণ্ডের প্রতাপে সাতিশয় সন্তুষ্ট ও হতাশনার্পিত চক্ষের ন্যায় নিভাস্ত সঙ্কুচিত হইয়া ভীমভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময় অন্যান্য চন্দ্র ও বর্ষধারী পঞ্চ শত রণী শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবলশালী ভীমসেনও দৈত্যানিশ্চদন বিষ্ণুর ন্যায় গদা দ্বারা সেই ধ্বজ, পতাকা ও আব্রুদ সমন্বিত বীরগণকে বিপোখিত করিয়া ফেলিলেন। তখন বীর্যবানু তিন সহস্র অশ্বারোহী শকুনির অনুমতি ক্রমে শক্তি, ঋষ্টি ও পাশ হস্তে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। শক্রানিশ্চদন বৃকোদরও ক্রভবেগে তাহাদিগের সমীপবর্তী হইয়া নানাবিধ মার্গে পরিলম্বন করতঃ গদা দ্বারা তাহাদিগকে বিমর্দিত করিলেন। তৎকালে শিলানিপীড়িত মাতঙ্গগণের ন্যায় তাহাদিগের ভীষণ আর্তধ্বনি হইতে লাগিল। হে রাজন্ ! মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুপুত্র এইরূপে সুবলতনয়ের তিন সহস্র অশ্বারোহী নিহত করতঃ অন্য রথে সমাক্রান্ত হইয়া কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

• তখন মহাবীর সুতপুত্র শক্রনিপাতন যুধিষ্ঠিরকে শরজালে সমাক্রান্ত ও তাহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহারথ ধর্ম্মরাজ কর্ণের রথ দর্শন করতঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও যুধিষ্ঠিরের প্রতি শরজাল বর্ষণ পূর্বক স্বর্লোক ও ভূলোক সমাবৃত করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পবনতনয় ভীমসেন কর্ণকে ধর্ম্মরাজের পশ্চাৎ প্রাবিত দেখিয়া ক্রোধভরে কর্ণকে শরজালে সমাক্রান্ত করিতে

লাগিলেন। শত্রুকর্ষণ সূতপুত্রও সম্বরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্থাপিত শর নিকর দ্বারা ভীমসেনকে পরিব্যাণ্ড করিলেন। তখন সাত্যাকি সম্রাট সাত্যাকি ভীমের পাণ্ডি গ্রহণার্থ তাঁহার রথ সন্নিহিত সূতপুত্রকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সূতপুত্র সাত্যাকিনির্মুক্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও ভীমের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজগণ্য মহাবীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ক্রোধ-পৃষ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ শরনিকর চতুর্দিকে বিকীর্ণ হওয়াতে দিগ্ধিক্ সমাচ্ছন্ন ও সূর্য্যদেব আকাশমণ্ডলের মধ্যগত হইলেও তাঁহার প্রভা অন্তর্হিত হইল। মহারাজ! তখন কৌরবগণ শকুনি, কৃতবর্মা, অখণ্ডামা, কর্ণ ও কৃপকে পাণ্ডবগণের সহিত সমবেত দেখিয়া পুনরায় যুদ্ধবাসনায় আগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর্ষ সমুদ্র মহাসাগরের ন্যায় তাঁহাদিগের কিলকিলা ধ্বনি সমুখিত হইল। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পরকে দর্শন ও গ্রহণ পূর্ব্বক হুইচিতে পরস্পর সমবেত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই মধ্যাহ্ন সময়ে উভয় পক্ষীয় বীরগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ সংগ্রাম কখনই আমাদের নয়নগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। দারিপ্রবাহ যেরূপ সাগরের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইল। মহারাজ! এইরূপে সেই উভয় পক্ষীয় বেগবতী সেনানদী পরস্পর মিলিত হইলে তাহাদিগের পরস্পর-নিষ্কিপ্ত শরসমূহের মহাশব্দ সমুখিত হইল।

হে রাজন! অনন্তর যশোলাভার্থী কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, উভয় পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ পরস্পরের নমোরোধ পূর্ব্বক অনবরত বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যাহার পিতৃগত, মাতৃগত, কর্ণগত বা চরিত্রগত যে কিছু দোষ ছিল, বিপর্য্যগত তাহারে সেই সমস্ত মুক্তকণ্ঠে প্রবণ করাইতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় যুদ্ধস্থলে বীরগণকে পরস্পর তর্জ্জন করিতে দেখিয়া আমার বিবেচনা হইল যে, উহারা আর জীবিত নাই। কলতঃ সেই অমিতভেদা রোষাবিষ্ট বীরগণের কলেবর নিরীক্ষণ করিয়া আমার মাতিশয় ভয় উপস্থিত হইল। তখন আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি, আজি কি কাণ্ড উপস্থিত হইবে। মহারাজ! অনন্তর মহারথ কৌরব ও পাণ্ডবগণ স্তম্ভীক শর সমূহ দ্বারা পরস্পরকে নিপীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশতম অধ্যায় । ৫৩ ।

হে মহারাজ ! তখন সেই পরস্পর জয়াভিলাষী বদ্ধবৈর ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল । সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে পরস্পর নিকৃষ্ট গদা, পরিষ কুণ্ণ, প্রাস, তিন্দিপাশ ও ভুগুণী প্রভৃতি অস্ত্র সমুদয় পতঙ্গসমূহের দ্বারা চতুর্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল । মাতঙ্গগণ মাতঙ্গ-গণকে, অশ্বগণ অশ্বগণকে, রথিগণ রথিগণকে, পদাতিগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে, রথিগণ হস্তী ও অশ্বগণকে এবং দ্রুতগামী মাতঙ্গগণ হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়কে বিমর্দিত করিতে লাগিল । বীরগণ চীৎকার করিয়া পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, রণভূমি পশুদিগের বধভূমির ন্যায় প্রতী-য়মান হইতে লাগিল । তৎকালে চতুর্দিক রুধিরাক্ত হইলে, পৃথিবী কুম্ভ-রাগরঞ্জিত বসনধারিণী যুবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল । তখন উহা স্বর্ণবস্ত্র বা বর্ষাকালীন ইন্দ্রগোপ কীটে সমাধীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । বীরগণের মস্তক, বাহু, উরু, কুণ্ডল ও নিক প্রভৃতি ভূষণ, চর্ম্ম এবং কলেবর সমুদয় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল । মাতঙ্গগণ পরস্পর দস্তাবাতে দ্বিগীর্ণ ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ধাতুধারাস্রাবী-গৈরিক পর্ব-তের ন্যায় শোভা ধারণ করিল । কোন কোন মাতঙ্গ তোমর সমুদয়েব উপর শুণ্ডনিক্ষেপ এবং কোন কোনটা তোমর সকল চূর্ণ করিতে লাগিল । কোন কোন হস্তী নারাচ অস্ত্রে ছিন্নবর্ধ হইয়া হিমাগমে মেঘ-নিম্নুক্ত ভূধরের এবং স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকরে চিত্রিত হইয়া উকা প্রদীপ্ত পর্বত শৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল । কোন কোন পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ পরস্পরের আঘাতে সমাহত হইয়া পক্ষশালী অচলের ন্যায় বিনষ্ট, কোন কোনটা শলাদ্বারা নিপীড়িত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ধাবমান এবং কোন কোনটা দস্ত ও কুণ্ডদ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া নিপতিত হইল । অন্যান্য মাতঙ্গগণ সিংহের ন্যায় ভীষণ শব্দ ও ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল । স্বর্ণভূষণালঙ্কৃত অশ্বগণও শরসমূহে নিপীড়িত হইয়া অব-সন্ন, ম্লান ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল । কতকগুলি অশ্ব শর ও তোমরের প্রহারে ধরাতে পতিত হইয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতে লাগিল । মনুষ্যগণ ধরাতে পতিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, পিতামহ ও বন্ধুগণকে এবং কেহ কেহ ধাবমান শত্রুগণকে নিরীকণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের স্তম্ভসিদ্ধ নাম ও স্তোত্র জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল । তাহাদিগের স্বর্ণ ভূষণবিভূষিত ছিন্নবাহু সমুদায় কখন উদ্ভ্রান্ত কখন বিচেষ্টিত কখন পতিত

কখন উদ্ভিত ও কখন কম্পিত হইতে লাগিল এবং কতকগুলি পক্ষমুখ ক্ষু-
দ্দের ন্যায় বেগে বিলুপ্ত হইল। সেই চন্দনলিষ্ঠ সর্পাকার ভূঙ্গ সকল
শোণিতসিক্ত হওয়াতে স্বর্ণধ্বজের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

হে রাজন্ ! এইরূপে চতুর্দিকে বোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সৈন্যগণ
পরস্পরকে চিনিতে সমর্থ হইল না। তখন রণস্থল ধূলিপটল ও শব্দসম্পাতে
সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তৎকালে কাহারই আশ্রয় পর বিবেচনা রহিল না।
মহারাজ ! সেই ভীষণ সংগ্রামকালে বারম্বার ক্ষুদীর্ণ শোণিতনদী সকল
প্রবাহিত হইতে লাগিল। মস্তক সকল উহাদের পাষণ, চিকুরনিকর
শৈবাল ও শাশল, অস্থি সকল মীন, শব্দ, শব্দাসন ও গদা সকল ভেলা এবং
মাংস উহার পক্ষ্মরূপ হইল। অনেকেই সেই ভীষণগণের ভয়াবহ ও বীর-
গণের হর্ষবর্দ্ধন ভীষণ নদীতে নিমগ্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিল। ঐ
সময় মাংসাশী জন্তুসকল চতুর্দিকে ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে,
রণস্থল শমনসদনের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে অসংখ্য কবন্ধ
সমুদ্ভিত হইল। ভূতগণ মাংস ভক্ষণ এবং শোণিত ও বসি পানে পরিভুক্ত
হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কাক, গৃধ্র ও বক সমুদায় মেদ,
মজ্জা, বসি ও মাংস ভক্ষণে প্রমত্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল।
শূরগণ সেই ভীষণ সময়ে যোদ্ধাগণের সমুচিত ব্রত অবলম্বন পূর্বক ছুপ্রি-
হায়া ভয় পরিত্যাগ করিয়া সেই শরশক্তিসমাকুল ক্রবাদগুণ-সমাবৃত সমর-
ক্ষেত্রে স্বীয় স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ পূর্বক নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ
করিলেন। অসংখ্য যোদ্ধা চতুর্দিক হইতে পরস্পরকে পিতৃনাম, গোত্র-
নাম ও স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়া শক্তি, তোমর ও পট্টিশ দ্বারা পীড়ন
করিতে লাগিল। হে রাজন্ ! এইরূপে সেই বোরতর সংগ্রাম আরম্ভ
হইলে, সমুদর কোরবসেনা সমুদ্রস্থ ভগ্ন নৌকার ন্যায় অবসন্ন হইয়া
পড়িল।

—:—

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৪ ।

হে রাজন্ ! ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয়কারক ভয়ঙ্কর সংগ্রামসময়ে যেখানে মহা-
বীর ধনঞ্জয় সংশপ্তক, কোশল ও নারায়ণী সেনা সংহার করিতেছিলেন,
তথায় গাজীবনির্দোষ শ্রবণগোচর হইল। সংশপ্তকগণ রোষাবিষ্ট ও অস-
ভিলাষী হইয়া চতুর্দিক হইতে অর্জুনের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিল।
সহাবীব অর্জুন অনার্যাসে সেই শরবৃষ্টি নিবারণ পূর্বক মহাধৃগগকে নিপা-

কৃত করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং শিলাশানিত কঙ্কণত্রিভূ-
বিত শরনিকরে সেই সমস্ত সৈন্যগণকে বিমর্দিত করিয়া উৎকৃষ্ট আয়ুধ-
ধারী মহাবীর সূশর্মাকে আক্রমণ করিলেন। তখন সূশর্মী ও সংশপ্তক-
গণ অর্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূশর্মী দশ
শরে অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া বাসুদেবের দক্ষিণ বাহুতে শরত্রয় নিক্ষেপ
পূর্বক এক তল দ্বারা পার্শ্বের রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। অর্জুনধ্বজস্থিত
বিশ্বকর্মান্বিনির্মিত কপিবর সূশর্মার শরে সমাহত হইয়া সৈন্যগণকে ভয়
প্রদর্শন পূর্বক মহাগর্জন করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন! আপনার
সৈন্য সেই কপিবরের ভীষণ শব্দ শ্রবণে সাতিশর ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া
বিবিধ পুষ্পসমাকীর্ণ চৈত্ররথ বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর যোধগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া জলদাবলি যেমন পর্ষভের উপর
বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহারথ ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত শর বর্ষণ পূর্বক
তাহার সেই বিপুল রথ পরিবেষ্টন করিল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় কর্তৃক শানিত
শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও তাহারে আক্রমণ পূর্বক চীৎকার করিতে
লাগিল। তৎপরে তাহারা ক্রোধভরে চতুর্দিক্ হইতে অর্জুনের অশ্ব,
রথচক্র, রথেষা ও রথ আক্রমণ পূর্বক ভীষণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ
করিল। তৎকালে অনেকে বাসুদেবের ভূগবয় এবং কেহ কেহ হৃষ্টচিত্তে
রথস্থিত ধনঞ্জয়কে ধারণ করিল। তখন অমিততেজা কৃষ্ণ বেগসহকারে
বাহ বিকম্পিত করিয়া হৃষ্ট মাতঙ্গ যেরূপ হস্তোপকদিগকে অধঃপাতিত করে,
তদ্রূপ সেই বীরগণকে ধ্বংসলৈলা পাতিত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত
অর্জুনও সেই মহামাত্রগণ কর্তৃক আপনাকে পরিবৃত, রথ নিগৃহীত ও কেশ-
বকে উপক্রম দেখিয়া, ক্রুদ্ধচিত্তে তাহার রথে সমাক্রান্ত অসংখ্য পদাতিকে
অধঃপাতিত ও সমীপস্থ যোদ্ধৃবর্গকে আসন্নযুদ্ধোপযোগী বাণ দ্বারা সমা-
চ্ছিন্ন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, হুঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত
বহুসংখ্য সংশপ্তক নিহত হইয়াছে। এই পৃথিবীমণ্ডলে আমা ব্যতি-
রেকে এক্ষণ ঘোরতর রথবন্ধ সহ্য করা আর বাহারই সাধ্য নহে।

হে রাজন! অমিততেজা ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া দেবদত্ত শস্ত্র
বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও পাঞ্চজন্য শস্ত্র
বাদিত করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূরিত করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই
শস্ত্রধ্বনি শ্রবণে সাতিশর ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।
পরবীরবাতী অর্জুন তদর্শনে বারম্বার নাগাজ প্রয়োগ পূর্বক সংশপ্তক-
গণের গতিরোধ করিলেন। তখন সংশপ্তকগণ অচলের ন্যায় নিশ্চেষ্ট

ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময় পূর্বে তারকাশ্রয়ের বিনাশ সময়ে দেবরাজ যেমন দৈত্যদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডুনন্দন সেই নিশ্চেষ্ট যোধগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ সাতিশর নিপীড়িত হইয়া ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন ও সমুদার অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু মহাবীর অর্জুনের নাগাস্ত্রপ্রভাবে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর পাণ্ডুনন্দন সমস্তপর্ব শরনিকর দ্বারা তাহাদিগকে অক্লেশে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। কেন না, তিনি তৎকালে বাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই ভুজঙ্গসমূহে পরিবৃত্ত হইয়াছিল।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মহারথ সুশর্মা সেই সৈন্যগণকে নিগৃহীত অবলোকন করিয়া সত্তরে গাকড়াস্ত্র প্রাহুভূত করিলেন। তাঁহার ঐ অস্ত্রপ্রভাবে বহুসংখ্যক সুপর্ণ উৎপন্ন হইয়া ভুজঙ্গগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। হতাবশিষ্ট ভুজঙ্গগণ সেই সুপর্ণগণকে সন্দর্শন করিয়া ভয়ব্যাকুলিত মনে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন দিবাকর যেমন মেঘ হইতে নির্মুক্ত হন, তদ্রূপ ঐ সৈন্যগণ সেই নাগাস্ত্র হইতে বিমুক্ত কুরিয়া ধনঞ্জয়ের রথোপরি অনবরত বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরবীর-ঘাতী অর্জুন শরনিকর নিক্ষেপ পূর্বক সেই মহাস্ত্রাঘুটি নিবারণ করিয়া যোধগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ সুশর্মা তদর্শনে সাতিশর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ আনতপর্ব ঐক শরে অর্জুনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জুন সেই শরপ্রহারে দ্বার পর নাই ব্যথিত হইয়া রথোপরি মুচ্ছিত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গ “ধনঞ্জয় নিহত হইল” এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎপরে চারিদিকে শব্দ, তেরী ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের বিপুল নিশ্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে খেতাব কৃষ্ণসারথি অর্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া অবি-লম্বে ইন্দ্রাস্ত্র প্রাহুভূত করিলেন। সেই অস্ত্র প্রভাবে মহত্বে সহস্র বাণ সমুৎপন্ন হইয়া চারিদিকে আগনার সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ ও অন্যান্য সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন সংশ্লোক ও গোপাল-গণের অন্তঃকরণে সাতিশর ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহাদিগের মধ্যে কেহই অর্জুনকে শরবিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় বীরগণের সাহায্যেই সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

বীরগণ সন্দেহহীন হইয়া তাঁহাদিগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিতে লাগিলেন। হে রাজন! পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় সেই যুদ্ধে অযুত রথী, চতুর্দশ সহস্র সৈন্য ও তিন সহস্র হস্তীকে বিনষ্ট করিয়া বিধুম প্রজলিত অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট সংশ্লুকগণ “হয়, মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব, না হয়, শাশ্বত জয় লাভ করিব” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিলেন। হে ভরতকুলপালক! তখন মহাবলশালী পাণ্ডুতনয় দ্বিরাটীর সহিত তাহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৫ ।

হে বিশাম্পতে! তখন কৃতবর্ষা, কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা, কর্ণ, উলুক শকুনি ও দ্রাতৃগণসমবেত রাজা হৃষ্যোধন অর্ণবস্থ ভগ্ন নৌকার ন্যায় স্বপক্ষীয় বাহিনীকে পাণ্ডুপুত্রভয়ে সাতিশয় নিপীড়িত ও অবসন্ন দেখিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ভীকৃগণের ভয়-বর্দ্ধন ও বীরগণের আত্মদমনক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৃপবিনির্মুক্ত শরজাল শলভসমূহের ন্যায় সৃঞ্জয়গণকে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন শিখণ্ডী রোমভরে কৃপের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চারিদিকে শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মবেত্তা কৃপাচার্য্যও সেই শরবৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে শিখণ্ডীকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন শিখণ্ডী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবক্রগামী সাত শরে কৃপকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীর শরনিকরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া কুশাগিত শরসমূহ দ্বারা তাঁহার অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন মহা-রথশিখণ্ডী সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে কৃপাচার্য্যের পতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কৃপাচার্য্য তাঁহাকে ক্রতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সম্রতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা সহস্রা আচ্ছন্ন করিলেন। তদর্শনে তত্রত্য জনগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। হে রাজন! তখন আমরা সলিলোপরি শিলাসত্তরণের ন্যায় এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া যে, মহাবীর শিখণ্ডী কৃপের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া সময়ে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারথ-ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীকে গোতমনন্দনের শরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া কৃপের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ষা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপা-

চার্যের রথান্তিমুখে ধাবমান দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন রাজা যুদ্ধিষ্ঠিরও পুত্র ও সৈন্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া রূপের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তদর্শনে মহাবীর অশ্বখানা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। রাজা হুগ্যোধন ভ্রাবাসিত মহারথ নকুল ও সহদেবকে শরনিকর দ্বারা নিবারণ পূর্বক আক্রমণ করিলেন। সূর্য্যানন্দন কর্ণভীমসেন এবং কান্নব, কৈকয় ও স্তম্ভরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শরদ্বংপুত্র কৃপাচার্য্য ভ্রাবাসিত হইয়া শিখণ্ডীকে বেনদধ্ব করিবার অভিলাষে তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবলশালী শিখণ্ডী ধ্বজ বিঘূর্ণন পূর্বক রূপনিক্ষিপ্ত স্তব্ধমতিত সমস্ত শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অবিলম্বে শরসমূহ দ্বারা শিখণ্ডীর শতজ্ঞ বিঘূষিত চর্ম্ম ছেদন করিলেন। তদর্শনে সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল। এই রূপে শিখণ্ডী চর্ম্মবিহীন হইয়া ধ্বজ গ্রহণ পূর্বক রূপসমীপে ধাবমান হইলেন এবং আতুর ব্যক্তি যেমন মৃত্যুর বশীভূত হয় তদ্রূপ গৌতমতনয়ের বশীভূত হইয়া পড়িলেন।

হে মহারাজ ! ঐ সময় মহাবলশালী চিত্রকেতুপুত্র স্নকেতু শিখণ্ডীকে কৃপাচার্য্যশরে সমাজ্জ্বর ও নিতান্ত ক্লিষ্ট দেখিয়া অবিলম্বে নানাবিধ শরজাল দ্বারা রূপকে সমাকীর্ণ করত তাঁহার রথসমীপে আগমন করিলেন। তখন শিখণ্ডী দ্বিজবর রূপকে স্নকেতুর সহিত সমরে সমাসক্ত দেখিয়া পলায়নপরায়ণ হইলেন। সেই সময় মহাবীর স্নকেতু প্রথমতঃ নয়, তৎপরে সপ্ততি ও পুনরায় তিন শরে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার শরশরাসন ছেদন পূর্বক একশরে সারথির মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিলেন। তদর্শনে গৌতমতনয় সাতিশর রৌপ্যরবশ হইয়া অন্য এক সূদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্বক ত্রিংশৎ শরে স্নকেতুব সমস্ত মর্ম্ম আহত করিলেন। মহাবীর চিত্রকেতু-তনয় কৃপাচার্য্যের শরপ্রহারে বিকলাঙ্গ হইয়া ভূমিকম্পসঙ্কট বৃক্ষ যেমন কল্লিত হইতে থাকে, তদ্রূপ রথোপরি কল্লিত হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কৃপাচার্য্য সুরপ্রাজ দ্বারা তাঁহার উজ্জল কুণ্ডলালঙ্কৃত উকীষভূষিত শিরস্ত্রাণসম্বিষ্ট মস্তক ছেদন করিয়া শ্যেনসদৃশত আমিষের ন্যায় ধরাভূলে পাতিত করিলেন। তখন স্নকেতুর কলেবরও ভূমিতলে পতিত হইল। হে মহারাজ ! চিত্রকেতু-তনয় এইরূপে নিহত হইলে, তাঁহার সেনাগণ সাতিশর ভীত হইয়া কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে রাজেন্দ্র ! এদিকে কৃতবর্ম্মা মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরে নিবারণ

পূৰ্ণক হৰ্ষাবিষ্ট চিত্তে “হির হও” “হির হও” এই কথা বলিতে বলিতে তৰ্জ্জন করিতে লাগিলেন । হে রাজন ! তখন আমিষের নিমিত্ত রোষ-বিষ্ট শ্যেনদ্বয়ের বেক্রপ যুদ্ধ হয়, মহাবীর কৃতবৰ্ম্মা ও ধৃষ্টদ্যায়ের তুঙ্গ-ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল । পাকালতনয় ধৃষ্টদ্যায় জুদ্ধ হইয়া হার্দিক-কাকে নিপীড়িত করিয়া নয় শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত করিলেন । মহারথ কৃতবৰ্ম্মাও ক্রণদপুত্রের শরে নিপীড়িত হইয়া শরজাল বিস্তার পূৰ্ণক তাঁহাকে রথ ও অশ্বের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । তখন রথাক্রুত ধৃষ্টদ্যায় কৃতবৰ্ম্মার শরনিকরে পরিবৃত্ত হইয়া জলধারাবর্ষী জলধর-সমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং কিন্নরকণ শরে স্ববর্ণভূষিত বিশিখসমূহে সেই শর সকল নিরাকৃত করিয়া কৃতবৰ্ম্মার প্রতি নিশিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । সমরবিশারদ হার্দিক্যও সহস্র সহস্র শরে সেই সহস্রাগত ছুরাসদ শরবৃষ্টি দূরীভূত করিলেন । তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যায় স্বীয় শরজাল নিবারণ দেখিয়া কৃতবৰ্ম্মাকে নিবারণ পূৰ্ণক ভন্নাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন । হে বিশা-ম্পতে ! মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যায় এইরূপে বীৰ্য্যবান্ বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া সন্ধরে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মহাবল পরাক্রান্ত কৌরবগণও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূৰ্ণক তাঁহার অতিমুখে ধাব-মান হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।

ষট্‌পকাশতম অধ্যায় । ৫৬

হে মহারাজ ! তখন মহাবীর অশ্বখামা যুধিষ্ঠিরকে সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কর্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়া লঘুহস্তে শরসমূহ বর্ষণ ও বিবিধ শিকানৈপুণ্য প্রদর্শন পূৰ্ণক হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন এবং ধর্ম্মরাজকে দিব্য মন্ত্রপুত অস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন করত আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । তখন আর কোন বস্তুই অল্পভূত হইল না । সেই অতি বিস্তীর্ণ রণস্থল কেবল শরময় হইয়া উঠিল । স্ববর্ণমণ্ডিত শর-নিকর নভস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া চক্রাতপের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল । তখন নভোমণ্ডল শর সমূহে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে সমরভূমি যেন মেঘচ্ছায়ায় সমাবৃত্ত হইল । আকাশচারী প্রাণিগণ আর উড্ডীন হইতে সক্ষম হইল না । তদর্শনে আমরা সকলেই বিষয়াপন্ন হইলাম । ঐ সময় সংগ্রাম-

প্রিয় শিনিপ্রবীর সাত্যকি, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সৈনিকগণ
দ্রোণতনয়ের ক্রিয়াকারিতা সন্দর্শনে সাতিশর বিন্ধ্যরাগন হইয়া কোন-
ক্রমেই পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক তাঁহার সহিত বৈরিতাচরণে সমর্থ হইলেন
না। মহারথ নরপতিগণও সেই প্রথর দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্রোণ-
তনয়কে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, পাঞ্চাল ও দ্রোণদীতনয়গণ অশ্বখামার
শরনিকরে স্বীয় সৈন্যগণকে বধ্যমান দেখিয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্বক
তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সপ্তবিংশতি
শরে অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় স্তবর্ণ ধতিত সাত নারাচে তাঁহাকে
বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর ধর্মরাজ ত্রিসপ্ততি, প্রতিবিদ্যা সাত, ঋতকর্মা
তিন, ঋতকীর্তি সাত, সূতসোম নয়, শতানীক সাত এবং অন্যান্য বীরগণ
অসংখ্য শরে চতুর্দিক হইতে অশ্বখামারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহা-
বীর দ্রোণনন্দন তাঁহাদের শরাঘাতে একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ ভূজঙ্গের
ন্যায় দীর্ঘ নিখাস পরিত্যাগ পূর্বক সাত্যকিরে পঞ্চবিংশতি, ঋতকীর্তি
নয়, সূতসোমকে পাঁচ, ঋতবর্ম্মারে আট, প্রতিবিদ্যাকে তিন, শতানীকে
নয়, ধর্মপুত্রকে পাঁচ ও অন্যান্য বীরগণকে দুই দুই শরে নিপীড়ন করিয়া
নিশিত শরনিকরে ঋতকীর্তির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন
ঋতকীর্তি অন্য শরাসন গ্রহণ করত অশ্বখামারে প্রথমতঃ তিন শরে বিদ্ধ
করিয়া পুনরায় নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন
দ্রোণনন্দন শরবর্ষণ পূর্বক পাণ্ডবসৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে
ধর্মরাজের শরাসন ছেদন পূর্বক তিন শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন।
তখন ধর্মরাজ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক সপ্ততিশরে অশ্ব-
খামার বাহুগুল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও ক্রোধাবিষ্ট
হইয়া স্তূতিক্ত অর্দ্ধচন্দ্রে বাণে অশ্বখামার শরাসন ছেদন পূর্বক ভয়ঙ্কর
সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় সত্বরে শক্তি
দ্বারা সাত্যকির সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অনতিবিলম্বে
অন্য চাপ গ্রহণ পূর্বক শরনিকরে যুযুধানকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্য-
কির অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।
তখন যুধিষ্ঠিরাদি বীরগণ সেই শত্রুধনুপ্রধান দ্রোণাশ্বজের উপর মহা-
বেগে নিরন্তর নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর
অশ্বখামাও সেই মহাবেগে সমাগত শর সমুদার সহ্যসাধ্যদনে প্রতিগ্রহ
করিলেন। অনন্তর হতাশন বেক্রপ তুণরাশি তদ্যদাৎ করিয়া ফেলে,

তুঙ্গপ ত্রিনি শরানলে পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ কবিত্তে লাগিলেন এবং ত্রিনি যেরূপ নদীমুখ কোপিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে আলো-
ড়িত করিয়া সাতিশয় সমুপ্ত করিতে লাগিলেন । তখন তদ্রূপ সকল
বাহিনীই দ্রোণতনয়ের পরাক্রম সন্দর্শন পূর্বক পাণ্ডবগণকে নিহত বলিয়া
অবধারণ করিল ।

ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জুহু হইয়া অবিলম্বে দ্রোণতনয়কে সম্বোধন
পূর্বক কহিলেন, হে গুরুপুত্র ! আজি তুমি যখন আমাকে সংহার
কবিত্তে উদ্যত হইয়াছ, তখন বোধ হইতেছে, তোমার অন্তঃকরণে প্রীতি
ও কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নাই । দেখ, তপোহুষ্ঠান, দান ও অধ্যয়নই
ব্রাহ্মণের কর্তব্য কৰ্ম্ম ; আর ধনুর্দ্ধারণ করাষ্টে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য ; অতএব
তুমি যখন ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করিতেছ, তখন তুমি
নামমাত্র ব্রাহ্মণ । যাচা চউক, হে ব্রাহ্মণধর্ম্ম ! আমি অন্য তোমার
সমক্ষেই কৌরবগণকে পরাজিত করিব ; এক্ষণে তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও ।

হে রাজন ! মহাবীর অশ্বখামা ধর্ম্মবাজের এই বাক্য শ্রবণে হাস্য-
মুখে প্রকৃত তব অনুধাবন পূর্বক কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া
প্রজাসংহাতে প্রবৃত্ত অন্তকের ন্যায় ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অনবরত শরনিকর
নিক্ষেপ পূর্বক তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন । তখন ধর্ম্মরাজ
যুধিষ্ঠির দ্রোণতনয়নির্ম্মুক্ত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া সেই বহুল সৈন্য
পরিভ্রাণ পূর্বক সম্ভবে তথা হইতে কৌরবসৈন্য সংহারার্থ প্রস্থান করি-
লেন । দ্রোণতনয় অশ্বখামাও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তথা
হইতে গমন করিলেন ।

—*—

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৭ ।

হে-মহারাজ ! অতস্তর মহাবীর কর্ণ চেদি, কৈকেয় পরিবৃত্ত ভীম-
সেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বয়ং অবরোধ করিয়া শরনিকর দ্বারা নিবারণ এবং
ভীমেবু সমক্ষেই মহারথ চেদি, কাক্রব ও নৃঞ্জয়গণকে সংহার কবিত্তে
লাগিলেন । তখন মহাবীর ভীমসেন মহারথ কর্ণকে পরিভ্রাণ পূর্বক
কক্ষদহনে প্রবৃত্ত হতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কৌরবসৈন্যমধ্যে
প্রস্থান করিলেন । মহাবীর কর্ণও মহাপরুর্ধ্ব পাণ্ডাল, কেকয় ও নৃঞ্জয়-
গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় মহাবীর অর্জুন সংশ্লুক-
গণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । হে মহারাজ ! আপনার ধর্ম্ম-

দ্রণাবশতঃ এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ ঐ অনলতুল্য তিন মহারথ কর্তৃক নিপীড়িত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র ! অনন্তর আপনার পুত্র অপরিমিতবলশালী রাজা দ্রুপ্যোধন একান্ত ক্রোধাসক্ত হইয়া নয় শরে নকুলকে ও তাঁহার অশ্বেচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন এবং খরধার কুর দ্বারা সহদেবের কাঞ্চনধ্বজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন নকুল রোষভরে সাত ও সহদেব পাঁচ শরে দ্রুপ্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপ্যোধনও ক্রোধাসক্ত হইয়া পাঁচ পাঁচ শরে সেই মহাধনুর্ধর যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া দুই ভয়ে কার্ম্মক ও শর ছেদন পূর্ব্বক পুনর্বার তাঁহাদিগকে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন দেবকুমার সদৃশ মহাবীর নকুল ও সহদেব সত্ত্বরে ইন্দ্র-চাপ সদৃশ অন্য দুই কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া মহামেষ যেমন শৈলোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তজ্জপ দ্রুপ্যোধনের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা দ্রুপ্যোধন ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া ঐ মহাধনুর্ধর পাণ্ডুনন্দনদ্বয়কে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলীকৃত ও শরনিকর নিরন্তর নিপতিত হইতেছে, ইহা নেত্রগোচর হইল। তিনি দিনকরের করনিকরের ন্যায় শরনিকরে দিগ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিলেন। মহারাজ ! এইরূপে সমরভূমি শরময় ও গগনমণ্ডল শরসমাচ্ছন্ন হইলে পর, মহাবীর নকুল ও সহদেবের মূর্ত্তি সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন মহারথগণ দ্রুপ্যোধনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া মাজীতনয়দ্বয়কে মৃত্যুসমীপে উপনীত বলিয়া অস্থমান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ ! ঐ সময় পাণ্ডবসেনাপতি মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল ও সহদেবকে অতিক্রমপূর্ব্বক দ্রুপ্যোধনসমীপে উপনীত হইয়া শরনিকুর দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অমর্ষপরায়ণ দ্রুপ্যোধনও ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রথমতঃ পঞ্চবিংশতি ও তৎপরে পঞ্চযুক্তি শরে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ কুরপ্রান্ত্রে তাঁহার শর, শরাসন ও অস্থলিজাগ ছেদন পূর্ব্বক সিংহ-নাদ করিতে লাগিলেন। তখন অরাতিনিপাতন ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় বীৰ্য্যপ্রভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়াই যেন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক ভারসহ শরাসন গ্রহণ করিয়া রোষাক্রণনেত্রে দ্রুপ্যোধনের নিধনবাসনায় গর্জনকারী পন্নগের ন্যায় পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই কঙ্ক-পত্রপরিশোভিত শিলাশাণিত নারাচনিচয় নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দ্রুপ্যোধনের হেমময় বর্ম্ম ভেদ করিয়া মহাবেগে বহুধাগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন

রাজা হর্ষোদধন সেই ধৃষ্টদ্যুম্ননিক্ষিপ্ত নারাচে অতিমাত্র বিদ্ধ, ছিন্নবর্ষ ও অক্ষরীকৃতগাত্র হইয়া বসন্তকালীন কুসুমিত কিংকর তরুর ম্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর ঐ মহাবীর ক্রোধান্বিত হইয়া এক ভল্ল দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন, ছেদন পূর্বক সম্বরে দশ বাণে তাঁহার জঘনের মধ্যস্থল বিদ্ধ করিলেন। মধুলিপ্সু ভ্রমরগণ যেমন প্রফুল্ল পঙ্কজের শোভা উৎপাদন করে, তজ্জপ সেই হর্ষোদধননিক্ষিপ্ত কন্দারপরিমার্জিত নারাচ-নিকর জঁপদনন্দনের মুখমণ্ডলের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিল। অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক তৎক্ষণাৎ অন্য এক বাণ ও ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিয়া পাঁচ ভল্ল হর্ষোদধনের অশ্ব ও সারথিকে সংহার, এক ভল্ল চাপচ্ছেদন এবং দশ ভল্ল সুসজ্জিত রথ, ছত্র, শক্তি, খজা, গদা ও ধ্বজ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন নরপতিগণ কুরু-পতির সুবর্ণাঙ্গদবিত্ত্বিত বিচিত্র মণিময় নাগধ্বজ ছিন্ন ভিন্ন দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহারাজ! এই রূপে রাজা হর্ষোদধন বিরথ ও ছিন্নায়ুধ হইলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দণ্ডধার ধৃষ্টদ্যুম্নের সাক্ষাতেই অসম্মতচিত্তে হর্ষোদধনকে স্বরূথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপস্থত হইলেন।

এদিকে মহাকুল সূতপুত্র সাত্যকিকে পরাজয় করিয়া হর্ষোদধনের হিতসাধনার্থ দ্রোণবাণী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকিও মাতঙ্গ যেক্রপ প্রতিপক্ষ মাতঙ্গের জঘনস্থলে দস্তাবাত করে, তজ্জপ কর্ণের পশ্চাত্তাগে শরনিকর বর্ষণ পূর্বক তাঁহার অনুগামী হইলেন।

হে রাজন! তখন কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যস্থলে বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে আরম্ভ হইল। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীর কোন বীরই তৎকালে সংগ্রামে পরাজুত হইলেন না।

অনন্তর মহারথ কর্ণ সম্বরে পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নসময়ে উভয়পক্ষে অসংখ্য হলী, অশ্ব ও মহাব্য সমুদয় বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন বিহঙ্গমগণ যেক্রপ আবাসবৃক্ষে ধাবমান হয়, তজ্জপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে পরাজয় করিবার অভিল্লাষে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও জুদ্ধ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যাঘ্র-কেতু, সুশর্ম্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়শুক্ল, রোচমান ও সিংহসেন এই বয়েকটি পাঞ্চালদেশীয় প্রধান প্রধান বীরকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ সকল বীরগণ রথসমূহ দ্বারা সংহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। কর্ণ তদর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাশ-

এসে প্রবৃত্ত সেই আট জন মহাবীরকে সুশাসিত আট রেশ সমাহার করিয়া সমরবিশারদ অন্যান্য অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি জিফু, জিফুকর্মা, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্রায়ুধ, হারি, সিংহকেতু, রোচমান, শলভ এবং চেদিদেশীয় বহুসংখ্যক মহারথকে বিনাশ করিলেন। এই বীরগণের বধসময়ে কর্ণের শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া ক্রুদ্ধদেবের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। তখন করিনিকর কর্ণ শরনিকরে তাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া সমরক্ষেত্র একান্ত আকুলিত করিয়া, চতুর্দিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি কর্ণশরে নিহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে করিতে বজ্রবিদলিত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। নিহত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের দেহে মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্রের গমনপথ সমাকীর্ণ হইল।

হে রাজন্! মহাতেজা কর্ণ তৎকালে যে প্রকার কার্য সম্পাদন করিলেন, মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ বা আপনার পক্ষীয় কোন যোদ্ধাই তদ্রূপ ভয়াবহ কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। তিনি বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণকে বিমর্দিত করিলেন এবং কেশরী যেমন মৃগকুলमध्ये নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ পূর্বক তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে তদ্রূপ পাঞ্চালগণের মধ্যে অকুতোভয়ে সঞ্চরণ করিয়া তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মৃগযুথ বেক্রপ সিংহযুথে নিপতিত হইয়া কখনই জীবন ধারণে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ এই সকল মহারথগণ কর্ণের নিকটবর্তী হইয়া আর জীবিত রহিল না। অমুখ্যগণ যেমন অগ্নিতে পতিত হইয়া দগ্ধ হয়, তদ্রূপ স্তম্ভয়গণ কর্ণের রোযানেলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হে রাজন্! এই রূপে চেদি, কৈকেয় ও পাঞ্চালগণ মধ্যে বহুসংখ্যক বীরই স্ব স্ব নাম উচ্চারণ করত কর্ণকর্তৃক নিহত হইল। হে রাজন্! মহাবীর কর্ণের পরাক্রম দর্শনে আমার বিবেচনা হইয়াছিল যে, পাঞ্চালগণের মধ্যে এক জনও জীবনসহে অধিরথতনয়ন হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পাঞ্চালগণকে সুদূরে কর্ণ কর্তৃক নিহত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্ট-দ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, জনমেজয়, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও প্রভদ্রকগণ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক বীর পুরুষ অগ্রসর হইয়া সূত-পুত্রের চতুর্দিক পরিবেষ্টন পূর্বক তাহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত মহাবীর কর্ণগুরুত্ব যেমন সর্পগণকে আক্র-

যুগ করে, তজ্জপ একাকী সেই সকল চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর তাহাদিগের সহিত সূতপুত্রের দেবানুযুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দিবাকর যেমন তমোরাশি নিরাস করেন, তজ্জপ কর্ণ একাকী অসম্ভাস্ত চিত্তে সেই একত্র সমবেত শরবর্ষী মহাধনুর্ধর বীরগণকে পরাজিত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন সূতপুত্রকে পাণ্ডবগণের সহিত সমরে সমুদ্যত দেখিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে সমদণ্ড সদৃশ শরনিকর দ্বারা চারিদিকে কৌরবসেনাগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মহাধনুর্ধর একাকী বাহুলীক, ঠেকের, মৎস্য, বাসাত্য, মদ্র ও সৈন্ধব-গণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করত সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। হতা-রোহী নাতঙ্গগণ তাঁহার শরসমূহে মর্ষস্থানে তাড়িত হইয়া ভূতলে নিপ-তিত হইতে লাগিল এবং ভূতলে নিপতনসময়ে মেদিনীমণ্ডল বিকম্পিত করিতে লাগিল। হতারোহী অশ্বগণ ও পদাতি সমুদায় ভীমগণে নির্ভিন্নগাত্র ও গতপ্রাণ হইয়া অনবরত কৃষির বমন করত শমরশব্দায় শয়ন করিল। সহস্র সহস্র রথী ভীমভয়ে ভীত ও পতিতাবুধ হইয়া প্রাণভ্যাগপূর্ব্বক ধরাভলে নিপতিত হইলেন। তখন ভীমসেনের শর-নিকরে সমীচ্ছন্নকলের অশ্বরোহী, সারথি, পদাতি, অশ্ব ও গজ সমূহে বসুধাওল পরিব্যাপ্ত হইল। হৃষ্যোধনের সৈন্যগণ ভীমভয়ে ভীত, নিস্প্রভ, নিরুৎসাহ ও দীনভাবাপন্ন হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করত শরুংকালীন নিশ্চল মহার্ঘবের ন্যায় শোভমান হইল। হে রাজন্ ! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া কৃষিরধারায় পরিবৃত্ত ও আর্দ্র হইল ; কিন্তু তথাপি পরস্পর হতাহত করত পরস্পরসন্নিধানে গমন করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রোধপরবশ কর্ণ পাণ্ডববাহিনীকে ও ভীমপরাক্রম ভীমসেন কৌরববাহিনীকে বিজ্ঞাবিত করত অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

হে রাজন্ ! সেই অদ্বুত দর্শন ঘোরতর যুদ্ধকালে জয়শীল অর্জুন বহুত্যাগক সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে জনার্দন ! আমাকে যে সকল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহারা এক্ষণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। মহারথ সংশপ্তকগণ আমার বাণ নিবারণ করিতে না পারিয়া সিংহশল্য মৃগযুগের ন্যায় অমুগামিগণে রুহিত পল্যায়ন করিতেছে। এ দিকে অক্ষয়সৈন্যগণ কর্ণগণের বিদলিত হইতেছে। ঐদেব, ধীর্মান সূতপুত্রের হস্তিকক্ষাচিহ্নিত রণক্ষেত্রে সৈন্যমধ্যে স্ফোভিত

রহিয়াছে। এ মহাবীর কষ্টচিত্তে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অন্য কোন মহারথই উহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। কর্ণ যেক্রপ বীৰ্য্যশালী, তাহা তোমার বিদিত আছে। অতএব এই বীর পুরুষ যে স্থানে আমাদিগের সৈন্য সকল বিদ্রাবিত করিতেছেন, তুমি এক্ষণে সংশপ্তকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন কর; ইহাই আমার অভিপ্রেত। হে কুরু! তোমার যথা অভিকৃতি হয়, সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। মহাত্মা বাহুদেব অর্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যেন হাস্য করত তাঁহারে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে কৌরবগণকে সংহার কর।

হে মহারাজ! তখন ধনঞ্জয়ের হংসবর্ণ অশ্বগণ বাহুদেব কর্তৃক পরিচালিত হইয়া আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অশ্বগণের প্রবেশ কালে ভবদীয় সৈন্যগণের চতুর্দিক্ ভয় হইয়া পড়িল। ধনঞ্জয়ের সেই কপিধ্বজ রথ মেঘগর্জনে তুল্য ঘোরতর শব্দ করিয়া পতাকা উড্ডীন করিতে করিতে বিমান যেমন আকাশপথে গমন করে, তদ্রূপ আপনার সৈন্যমধ্যে গমন করিল। তখন মহাপ্রভাব সম্পন্ন কেশব ও অর্জুন আপনার সৈন্যগণকে প্রভয় করত তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্বক দ্রোণাবেশে লোহিতলোচন হইয়া সাতিশর শোভমান হইতে লাগিলেন। "যাজ্ঞিকগণ দেবপ্রধান অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বিধিপূর্বক আহ্বান করিলে, তাঁহারা যেমন যজ্ঞস্থলে আগমন করেন, তদ্রূপ সেই যুক্তনিপুণ কেশবর্জুন সময়ে সমাহু হইয়া সময়যজ্ঞে সমাগত হইলেন এবং মহারথ্যমধ্যে তলশপে রোষাবিষ্ট মাতঙ্গবৃগলের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় রথসৈন্য ও অশ্ব সমূহে আলাড়িত করত পাশহস্ত যমের ন্যায় বাহিনী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সেই সময় অর্জুনকে স্বদীয় সৈন্যমধ্যে বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া রাজা দুৈধ্যা-ধন পুনরায় সংশপ্তকগণকে প্রেরণ করিলেন।

হে রাজন! তখন সংশপ্তক মহারথগণ এক সহস্র রথ, তিন শত হস্তী, চতুর্দশ সহস্র তুরঙ্গ ও দুই লক্ষ প্রসিদ্ধ লক্ষ্যবেধী শৌর্য্যসম্পন্ন ধনুর্দ্ধারী পদাতি সমভিব্যাহারে চতুর্দিক্ হইতে শরানিবর বর্ষণ করিয়া পাণ্ডুগণ অর্জুনকে সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন করত তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন। তখন শক্রবাহী অর্জুন সংশপ্তকগণের সারক সমূহে আচ্ছাদিত হইয়া আপনাকে পাণহস্ত অন্তক সদৃশ সাতিশর ভীষণমূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং সংশপ্তকগণের বনসংহার করিয়া মধুরদর্শন হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর পার্শ্ব বিদ্যাৎসদৃশ প্রভাশালী সুবর্ণভূষিত শরজালে সমুদয় নভোমণ্ডল একরূপ আচ্ছন্ন করিলেন যে, তাহাতে আর কিছুমাত্র স্থান রহিল না । হে রাজনু ! অর্জুনের বাহুবিমুক্ত শরনিকরে নভো-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে, বোধ হইতে লাগিল যে, আকাশমণ্ডল ভূজঙ্গ-সমূহে আচ্ছাদিত হইয়াছে । ফলত মহাবীর ধনঞ্জয় সকল দিকেই সুবর্ণ-পুষ্প স্মৃতিস্মাগ্র সমস্তপর্ব্ব শর সমস্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তাহার তলশব্দ শ্রবণে সকলেই এইরূপ বোধ করিল যে, ভূতল, আকাশমণ্ডল, দিগ্ভাণ্ডল, সমুদ্র ও পর্ব্বত সকল যেন বিদীর্ণ হইতেছে ।

এই রূপে মহাবল কুন্তীনন্দন দশ সহস্র মহীপালকে সংহার করিয়া সংশ্লষ্টবর্ণণের প্রপঞ্চাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং কাষোজগণ পরি-রক্ষিত সেই প্রপঞ্চ সৈন্যের সন্নিহিত হইয়া, ইন্দ্র যেক্রপ দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তক্রপ বল পূর্ব্বক শরবৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন । তিনি ভন্নপ্রহারে বিপক্ষগণের শত্রুযুক্ত বাহ ও মণ্ডক সমস্ত অবিলম্বে ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিহীন ও অঙ্গশূন্য হইয়া বাতভয় বহুশাখাসম্বিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল ।

মহাবীর অর্জুন এইরূপে অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতিগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন অর্জুন অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বয়দ্বারা তদীয় পরিঘতুল্য বাহুযুগল এবং ক্ষুরাজ্জঘারা পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বদনযুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন সুদক্ষিণারুজ রক্তাক্তকলেবর হইয়া বাহনপৃষ্ঠ হইতে বজ্র বিদারিত মনঃশীলাশৈল শিখরের ন্যায় নিপতিত হইলেন । লক্ষ্যগুণ সেই উন্নতদেহ কমললোচন প্রিয়দর্শন সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ সহো-দরকে কান্ধন স্তম্ভের ন্যায় ও বিদীর্ণ স্তম্ভ শৈলের ন্যায় নিপতিত দর্শন করিলেন ।

হে রাজনু ! অনন্তর পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । সেই সংগ্রামে যাহারা প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগেরও নানাপ্রকার অবস্থা সংঘটিত হইল । হে ভীরত ! তখন কাষোজ, যবন ও শকদেশীয় অশ্বগণ অর্জুনের এক এক শরে নিহত ও রুধিরাক্ত কলেবর হওয়াতে সমুদায়ই শোণিতময় হইল । ঐ সময় অশ্বসারথিবিহীন রথী, আরোহিশূন্য অশ্ব, মহানাজহীন হস্তী ও হস্তিবিহীন মহামাজগণ পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন, উভয় পক্ষে ঘোরতর জনক্ষয় সমুপস্থিত হইল । মহাবীর অর্জুন

সংশপ্তকগণের পক্ষ ও প্রাপক্ষ নিহত করিলে, মহাবীর অশ্বখামা সূর্য্যার ন্যায় কিরণ সম্পন্ন ঘোরতর শরনিকর ধারণ ও সূর্য্য বিতুষিত শরাসন বিকম্পিত করত সত্তরে তাঁহার নিকট দাবমান হইলেন এবং ক্রোধভরে মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক লোহিতলোচন হইয়া দণ্ডারী ক্রোধাক্ত কৃতান্তের ন্যায় আকার ধারণ করত উগ্রতর শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যগণ অশ্বখামার নিক্ষিপ্ত শর সমূহ দ্বারা সমাহত হইয়া পলায়ন কবিত্তে আরম্ভ করিল। হে রাজন! অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা বাসু-দেবকে রথস্থ দর্শন করিলামাত্র পুনরায় উগ্রতর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাশ্বজ নিক্ষিপ্ত সায়ক সকল চতুর্দিকে পতিত হইয়া রথস্থিত কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় উভয়েই আচ্ছাদিত করিল। এ সময় প্রোথপশালী অশ্বখামা তীক্ষ্ণতর শরশত দ্বারা মাধব ও পাণ্ডবকে সময়ে বিচেন্তনপ্রায় করিলেন। তদর্শনে স্থাবরজঙ্গমাশ্বক প্রাণিগণ হাচাকার করিতে লাগিল। তখন সিদ্ধ ও চারণগণ সেই চরাচররক্ষক কৃষ্ণার্জুনকে শর-সমাচ্ছন্ন দেখিয়া “অদ্য সন্ধ্যারূপেব ক্রুরপে মঙ্গল হইবে” এই রূপ চিন্তা করত চতুর্দিক্ হইতে আগমন করিলেন। হে মহাবাজ! মহাবীর অশ্বখামা কৃষ্ণার্জুনকে শর সমাচ্ছন্ন করিয়া যাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, আমি পূর্ব্বে আর কখনই কাহারও তাদৃশ বিক্রম সন্দর্শন করি নাই। এই সময় আমি দ্রোণাশ্বজের সিংহনাদের ন্যায় শত্রুকুল ভয়াবহ শরাসননির্ঘোষ বারম্বার শ্রবণ করিলাম। তিনি যখন বাম ও দক্ষিণ পাশে শররাজি বর্ষণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ধনুজ্যাজ্ঞলধরমধ্যবর্ত্তিনী সৌদামিনীর ন্যায় শোভমান হইল। হে মহারাজ! এ সময়ে তাঁহার কলবর একরূপ জ্বলিবেকা হইয়া উঠিল যে, মহাঘণা অর্জুন সাতিশর ক্ষিপ্তকারী ও দৃঢ়হস্ত হইলেও সেই দ্রোণাশ্বজকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিমোহিত হইয়া আপনার পরাক্রম নিহত বোধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জুন ও আচার্য্যপুত্রের একরূপ ভীষণ সংগ্রামে, মহাত্মা বাসুদেব দ্রোণপুত্রকে অধিকবল এবং অর্জুনকে নূনবল অবলোকন পূর্ব্বক সাতিশর ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অশ্বখামা ও ধনঞ্জয়কে লোচন দ্বারা দণ্ড করিয়াই যেন বারম্বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি সপ্রণয় সন্তোষ পূর্ব্বক অর্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আজ আমি তোমার পক্ষ ইহা অতি আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে, দ্রোণপুত্র তোমারে যুদ্ধে অতিক্রম করিয়াছে। হে

পার্থ! আজি কি তোমার বীৰ্য ও বাহুবল অবসন্ন হইয়াছে? তোমার হস্তে বা-রথে কি গাভীর বিদ্যমান নাই? তোমার মুষ্টি ও বাহুগুলের কি কোন আঘাত ঘটিয়াছে? আজি আমি যে, অশ্বখামাকে রণস্থলে তোমা অপেক্ষা সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতে অবলোকন করিতেছি, ইহার কারণ কি? হে পার্থ! এ সময় দ্রোণতনয়কে গুরুপুত্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না ।

হে রাজেন্দ্র! মহাবীর অৰ্জুন মহাত্মা বাসুদেব কর্তৃক এই রূপ অভি-
হিত হইয়া সত্তরে চতুর্দশ ভিন্ন প্রহর পূর্বক অশ্বখামার কাশ্যুক, ধ্বজ, ছত্র,
পতাকা, রথ, শক্তি ও গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে বৎস-
দত্ত শরনিকরে তাঁহার জক্রদেশে প্রহার করিলেন। মহাবীর অশ্বখামা
সেই আঘাতে মুচ্ছিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করত অবস্থিতি করিতে
লাগিলেন। তখন তাঁহার সারথি তাঁহাকে পার্শ্বশরে নিপীড়িত ও সংজ্ঞা-
বিহীন অবলোকন করিয়া অৰ্জুনের হস্ত হইতে পরিজ্ঞান করিবার নিমিত্ত
রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। এই অবসরে শক্রবিনাশন ধনঞ্জয় দুর্যো-
ধনের সমক্ষেই শত সহস্র কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।
হে মহারাজ! আপনার কুমন্ত্রণাতেই কৌরবসৈন্যগণ তৎকালে সমরে
এইরূপ আহত ও নিহত হইল। ঐ সময় রণকাল মধ্যেই মহাবীর অৰ্জুন
সংশপ্তকগণকে, বৃকোদর কৌরবগণকে এবং কর্ণ পাঞ্চালগণকে বিমর্দিত
করিলেন। হে বিশাম্পতে! বীরজনধ্বংসকারক রণক্ষেত্রে এইরূপ ঘোরতর
যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, অসংখ্য কবন্ধ সমুখিত হইল। হে ভরতশতম! তৎ-
কালে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শরপ্রহারবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া রণস্থল
হইতে এক ক্রোশ দূরে গমন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৮ ।

হে রাজন্! অনন্তর রাজা দুর্যোধন কর্ণসমীপে উপনীত হইয়া
মজ্ঞরাজ শল্য ও অন্যান্য মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যতনয়কে সম্বোধন
পূর্বক কহিলেন, হে সূতপুত্র! আত্মসদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন জনগণের সহিত যুদ্ধ
কৃত্রিয়গণের প্রার্থনীয়। এক্ষণে তাহা উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রকার যুদ্ধ
করাই কৃত্রিয়গণের সুখজনক, সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে
উৎসাহিতের স্বর্গদার স্বেচ্ছাক্রমে উদ্যত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে শূর-

গণ হয় সমরে পাণ্ডবগণকে নিপাতিত করিয়া ঋদ্ধিমতী বহুমতী লাভ করায়, অথবা শত্রুকর্তৃক নিপাতিত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হউন ।

হে মহারাজ ! প্রধান প্রধান কল্পিত সকল চর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক আত্মাদিত হইয়া সিংহনাদ ও নানা প্রকার বাদিত্র ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন ।

তখন দ্রোণনন্দন অশ্বখামা আপনার যোধপুরুষদিগকে অধিকতর আনন্দিত করিয়া কহিলেন, হে কল্পিতগণ ! আমার পিতা সমুদার সৈন্যগণের ও তোমাদিগের সমক্ষে শত্রু সকল পরিত্যাগ করিলে পর, নরাধম ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে বধ করিয়াছে । অতএব আমি সেই পিতৃবধজনিত ক্রোধ এবং বহুবীর চর্য্যোধনের উপকারের নিমিত্ত তোমাদিগের নিকট সাহা প্রতিক্ষা করিতেছি, শ্রবণ কর । আমি পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ না করিয়া কদাচ কবচ পরিত্যাগ করিব না । যদি আমার এই প্রতিক্ষা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমার স্বর্গলাভ হইবে না । আজি কি অর্জুন, কি ভীমসেন বে ব্যক্তি সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষার্থে আগমন করিবে, আমি তাহাকেই শরদ্বারা বিনাশ করিব ।

দ্রোণতনয় অশ্বখামা এই প্রকার প্রতিক্ষা করিলে, সমস্ত কৌরবসৈন্য একত্র মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের ও পাণ্ডবগণ কৌরবদিগের অভিমুখীন হইলেন । অনন্তর উভয়পক্ষীয় রথিগণের যুগান্তকালতুল্য অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । তখন দেবগণ, অঙ্গরোগণ ও অপরাপর প্রাণিগণ নরবীরদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন । অঙ্গরারা প্রহুটচিত্তে স্বকାର্য্যসাধনকুশল বীরপুরুষদিগকে নানাবিধ দিব্য মালা, গন্ধ ও রত্ন দ্বারা ব্যাণ্ড করিলেন । সমীরণ সেই সমস্ত অঙ্গরু বহন করিয়া সমুদার যোধদিগকে আমোদিত করিতে লাগিল । যোধগণ অঙ্গরু বায়ু সেবনে আত্মাদিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল । সেই সময় রণস্থলী দিব্য মালা, স্বর্ণপুষ্প বিচিত্র, শরজাল ও যোধগণে পরিব্যাণ্ড হইয়া নক্ষত্রমালাবিরাজিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় খোঁতা পাইতে লাগিল । তখন দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি আকাশচারিগণ সাধুবাদ দ্বারা জ্যানিষেঁষ, নেমিনিষন ও সিংহনাদসমাকীর্ণ রণস্থলকে সমাকুল করিলেন ।

একোন ষষ্ঠিতম অধ্যায় । ৫৯ ।

হে রাজন্ ! ঐ সময় মহাবীর ভীমার্জুন ও কর্ণ কোপাশ্রিত হইলে, কৃপাদিগের এই রূপ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অমিতপরাক্রম অর্জুন জ্ঞাননন্দন অশ্বখামাকে পরিত্যাগ পূর্বক অন্যান্য মহারথদিগকে পরাজয় করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মহাবাহো ! ঐ দেখ, পাণ্ডবসৈন্য চতুর্দিকে প্রস্রুত হইতেছে। মহাবীর কর্ণও অশ্বপক্ষীর মহারথগণকে নিপীড়িত করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা তাঁহার স্বজনও আমার নয়ন-গোচর হইতেছে না। দিবসের দুই ভাগ গত হইয়াছে, এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট আছে। বিশেষতঃ কোরবপক্ষীর বীরগণের মধ্যে কেহই আর আমার সহিত সংগ্রাম করিতেছে না। অতএব তুমি এই সময় আমার প্তির কার্যসাধনার্থ যুধিষ্ঠির সমীপে গমন কর। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কুশলী দেখিয়া পুনর্বার শক্রদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব। মহাশয়! বাহুদেব অর্জুনবাক্য শ্রবণে শীঘ্র যুধিষ্ঠিরসমীপে রথ চালন করিলেন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ও মহারথ স্তম্ভয়গণ একমাত্র মৃত্যুকেই সংগ্রামে নিবর্তনকারী স্থির করিয়া কোরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। মহাশয়! গোবিন্দ সেই সংগ্রামভূমিতে অসংখ্য বীরকে বিনষ্ট দেখিয়া অর্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ ! ঐ দেখ, হৃষ্যোনের হ্রনীতিনিবন্ধন পৃথিবীতে ভরত-বংশীয় ও অন্যান্য রাজগণের কি অতি ঘোরতর বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে ! ঐ দেখ, মৃত ধর্ম্মরথদিগের স্বর্ণপৃষ্ঠ কাশ্মুক, মহামূল্য তুণীর, স্বর্ণপৃষ্ঠ আনতপর্ক শর, নির্মোহানির্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ অপরিকৃত নারীচ, গজদন্তনির্মিত মুষ্টিযুক্ত খড়্গ, কনকখচিত চর্ম্ম, স্বর্ণময় প্রাস, কনকভূষণ শক্তি, স্বর্ণপট্টবন্ধ মহাগদা, কনকময় ঋষ্টি, স্বর্ণভূষিত পট্টিশ, স্বর্ণদণ্ডযুক্ত পরশু, অরোহণির্মিত কুস্ত, গুরুতর মুবল, বিচিত্র শতগ্রী, বিপুল পরিঘ, চক্র ও তোমার হস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে। জয়াভিলাষী বীরগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোধ পুরুষ গদাগ্রহারে চূর্ণগাত্র, মুঘলাঘাতে ভিন্নমস্তক ও হস্তাশ্রয় দ্বারা মণিত হইয়াছে। হে পরম্পর ! শর, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ, ঘোরতর লৌহনির্মিত পরিঘ, কুস্ত, পরশু ও অশ্বগণের ধ্বংসের প্রহারে ছিন্ন ভিন্ন শোণিতাক্ত ময়ূষা, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের শরীর সমূহে সংগ্রামস্থল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, বীরগণের স্বর্ণবর্ণাঙ্কিত কেয়ুরাশিত সতলত চন্দনচর্চিত ছিন্ন বাহু, অঙ্গুলি সমন্বিত অলঙ্কৃত ভূতাপ্র, গজদন্ত

তুলা উক ও অত্যন্তম চুড়ামণিবন্ধ কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সমূহে রণভূমি অপূৰ্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে। ক্ষত বিক্ষতান্ন শোণিতদিগ্ন কবর্কগণ চতুর্দিকে সমুখিত হওয়াতে সমরাজন শাস্তজ্ঞান হতাননে সমাবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, স্বর্ণকিঙ্কণীযুক্ত অত্যাংকুষ্ঠ রথ সকল বহু প্রকারে ভগ্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে। ঐ দেখ, অশ্ব সকল শরসমাহত ও বিনির্গতাজ হইয়া পতিত রহিয়াছে। ঐ দেখ, অশ্বকর্ষ, তুণীর, বিবিধ ধ্বজ, পতাকা, মহারথদিগের মহাশঙ্খ, শুভ্রবর্ণ চামর সকল ইত্যন্ততঃ পতিত রহিয়াছে। ঐ পূর্বততুলা প্রকাণ্ড গজ সকল ভিহ্বা বহির্গত করিয়া শয়ন করিয়াছে। ঐ দেখ, বিচিত্র পতাকাশোভিত নিহত তুরঙ্গ, গজবাজিগণের পৃষ্ঠস্থ বিচিত্র চিত্রাঙ্কন, স্বর্ণধচিত রথাঙ্কুশ, পতিত মাতঙ্গগণের শরীরাবাতে বহুধাতয় শণ্টা, বৈদূর্য্যদণ্ড, অঙ্কুশ, অস্বরোহিগণের ভূজাগ্রবন্ধ সুবর্ণরচিত কশা, বিচিত্র মণিধচিত সুবর্ণবিভূষিত রত্নচন্দ্রনির্ম্মিত অশ্বাস্তরণ, নরপতিগণের চুড়ামণি, বিচিত্র কাঞ্চনমালা, ছত্র ও ব্যাজন সকল চতুর্দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বীরগণের চক্র ও নক্ষত্র তুলা দীপ্তিসম্পন্ন মনোহর কুণ্ডল-মণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত বদন সমূহে বসুকরা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে গাঢ়তর আহত ও নিপতিত হইয়া আর্জবর পরিত্যাগ করিতেছে এবং উহাদিগের জ্ঞাতিগণ অস্ত্র শস্ত পরিত্যাগ পূর্বক রোদন করিতে করিতে উহাদিগের শুক্রবায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। জয়াভিলাষী বীরগণ রোষভরে মৃত বোধগণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অন্যান্য বীর-গণের সহিত যুদ্ধার্থ ধাবমান হইতেছে। সমরসমাহত শয়ান জ্ঞাতিবর্গ জল প্রার্থনা করিতে অনেকে জল আনয়ন করিতে ধাবমান হইতেছে। অনেকে বান্ধবগণের নিমিত্ত জল আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বিচে-তন দর্শনে জল পরিত্যাগ পূর্বক আক্ষেপ করিতে করিতে গমন করি-তেছে। কেহ কেহ জল পান করিতে করিতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে। বান্ধবপ্রিয় বীরগণ সেই প্রিয় বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধার্থ ধাব-মান হইতেছে। আর অন্যান্য বোধগণ অধরোষ্ঠ সংদংশন করত ক্রকুটী বন্ধন পূর্বক চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে।

হে মহারাজ ! মহাত্মা কৃষ্ণ অর্জুনকে এইরূপ বলিতে বলিতে যুধিষ্ঠিরাত্মমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অর্জুনও ধর্ম্মবাজকে দেখিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া কৃষ্ণকে বারবার স্মরণিত করিতে লাগিলেন। তখন মাধব স্বর হইয়া অর্জুনকে সেই সমরভূমি প্রদর্শন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডব ! ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয় ভূপতিগণ যুধিষ্ঠিরের

প্রতি ধাবিত হইতেছেন। মহাবীর কর্ণ যুদ্ধস্থলে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় অধস্থান করিতেছে। মহাধনুর্দ্ধর বৃকোদর যুদ্ধে ধাবমান হইতেছেন। পাণ্ডাল, সঞ্জয় ও পাণ্ডবগণের অগ্রবর্তী যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরবসৈন্যগণকে নিপীড়িত করাতে তাহার পলায়নপর হইতেছে। মহাবীর রাধানন্দন রণপরাক্রম কৌরবসৈন্যগণকে অবরোধ করিতেছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রসমপরাক্রম শস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য জ্যেষ্ঠনন্দন কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামে গমন করিতেছে। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে। ঐ দেখ, সঞ্জয়গণ সংগ্রামে নিহত হইতেছে।

হে মহারাজ ! এইরূপে বহুদেবকুমার কৃষ্ণ অর্জুনকে সমস্ত সংগ্রাম বিবরণ कहিলেন। অনন্তর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় সৈনিকগণ জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। হে ভূমিপাল ! আপনার দুর্নয়নাতেই তৎকালে ভবদীয় ও শত্রুপক্ষীয় বহুসংখ্যক লোকের এই প্রকার বিনাশ উপস্থিত হইল।

—:—

ষষ্ঠিতম অধ্যায় । ৬০ ।

হে মহারাজ ! অনন্তর মহাবীর কর্ণপ্রভৃতি কৌরব ও যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণ নির্ভয়চিত্তে পুনরায় যুদ্ধার্থ পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ও পাণ্ডবদিগের যমরাষ্ট্রবিবর্ধন লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই ঘোরতর যুদ্ধে শোণিতশ্রোত প্রবাহিত ও শৌর্য্যসম্পন্ন সংশ্লুকগণ অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাণ্ডবগণ অন্যান্য রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর স্তপুত্র সেই জয়লাভেচ্ছ বীরগণকে হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া পর্ত্ত যেমন বারিপ্রবাহকে অবরোধ করে, তজ্জপ একাকীই তাঁহাদিগের লতিরোধ করিলেন। তখন জলশ্রোত যেমন পর্ত্ততে সংলগ্ন হইয়া চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, তজ্জপ সেই মহারথগণ কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়াই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। হে ভারত ! অনন্তর সেই বীরগণের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আনতগর্ভ শরদ্বারা কর্ণকে প্রহার করত “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” এইরূপ কহিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিজয়াখ্য উৎকৃষ্ট শরাগন বিকশিত

করিয়া ধুটুয়ায়ের আশীবিষ সদৃশ শর ও শরাসন ছেদন করত তাঁহাকে নর শরে তাড়িত করিলেন। কর্ণনির্মুক্ত বাণ সকল ধুটুয়ায়ের কাকন-নির্মিত কবচ ভেদ পূর্বক শোণিতলিপ্ত হইয়া ইন্দ্রগোপ কীটকুলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারথ ধুটুয়ায় সেই ছিন্ন ধনু পরিভাগ করিয়া অন্য এক ধনু ও আশীবিষ সদৃশ শরনিকর গ্রহণ পূর্বক সম্রতপূর্ব লপ্তি শর দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। শত্রুমর্দনকারী কর্ণও আশীবিষ সদৃশ বাণ সমূহ দ্বারা ধুটুয়ায়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধুটুয়ায় নিশিত শরজালে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহারথ কর্ণও অতিশয় কোপাধিত হইয়া এক স্বর্ণালঙ্কৃত মৃত্যুদণ্ড সদৃশ শর ধুটুয়ায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই কর্ণনির্মিত ভীষণ শর ধুটুয়ায়ের অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া লঘুহস্তে তৎক্ষণাৎ উহা ধও ধও করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুধানকে শরনিকরে নিবারণ করত সাত নারীচ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকিও স্বর্ণমণ্ডিত শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীর-দ্বয়ের চক্ষু ও কর্ণের ভীতিজনক অতি ঘোরতর বিচিত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ ও সাত্যকির সেই আশ্চর্য্য কার্য্য দীর্ঘনে সকলেরই কলেবর রোমাঞ্চিত হইল।

হে মহারাজ! এই অবসরে পরপূরবিজয়ী দ্রোণনন্দন অশ্বখামা শত্রুকুলবিনাশন ধুটুয়ায়ের নিকট গমন পূর্বক অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, রে ব্রহ্মঘাতক! তুই স্থির হ; অন্য প্রাণ থাকিতে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবি না। মহাবীর অশ্বখামা বারবার এইরূপ বলিয়া ধুটুয়ায়কে ক্ষিপ্তহস্তে ঘোরতর নিশিত শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে ভারত! পূর্বের দ্রোণাচার্য্য সমরে ধুটুয়ায়কে নিরীকণ পূর্বক উহাকে যেক্রপ আপনার মৃত্যুস্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তক্রপ পরবীরঘাতী ধুটুয়ায়ও অশ্বখামাকে আপনার মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালান্তক যমভুলা মহাবীর ধুটুয়ায় আপনাকে সমরে শত্রুর অবস্থা বিবেচনা করিয়া ক্রতবেগে দ্রোণনন্দনের অভিমুখে দাবমান হইলেন। মহারথ দ্রোণনন্দনও ধুটুয়ায়কে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিভ্যাগ পূর্বক তাঁহার সম্মুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ঐ বীরদ্বয় পরস্পরকে দর্শন করিয়া পর পর নাই কুপিত হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর মহাপ্রতাপশালী দ্রোণনন্দন

অখ্যাতা সমীপস্থ ধৃষ্টদ্যায়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে পাঞ্চালপক্ষ !
অন্য আমি নিশ্চয়ই তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। পূর্বে তুমি
আমার পিতাকে বিনাশ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ, সেই পাপ
তোমাকে অন্য যার গর নাই সম্বলু করিবে। রে মুঢ় ! যদি তুমি পার্থ
কর্তৃক রক্ষিত না হইয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থান কর, অথবা যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্বক
পলায়নপর না হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বধ করিব।

মহাপ্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যায় অখ্যাতার এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহি-
লেন, জ্যোতনন্দন ! আমার যে অসিঙ্গ তোমার রণপ্রিয় পিতার বাক্যে
উত্তর প্রদান করিয়াছিল, এক্ষণে সেই খড়্গই তোমারও এই বাক্যের
প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। আমি যখন ব্রাহ্মণাধম তোমার পিতাকে
পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক বিনাশ করিয়াছি, তখন কি নিমিত্ত পরাক্রম-
প্রভাবে তোমাকেও বিনাশ না করিব ? হে মহারাজ ! জ্যোতনন্দন
পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যায় এই বলিয়া নিশিত শর দ্বারা জ্যোতনন্দনকে বিদ্ধ
করিতে লাগিলেন।

অনন্তর জ্যোতনন্দনের অখ্যাতা সাতিশর কোপাবিষ্ট হইয়া সমুদগত
বাণজালে ধৃষ্টদ্যায়ের চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন দিগ্ভ্রম,
আকাশমণ্ডল ও যোধগণ সেই জ্যোতনন্দনের শরজালপ্রভাবে একবারে
অদৃশ্য হইয়া পড়িল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যায়ও স্তম্ভপুঞ্জের সাক্ষাতে অখ-
্যাতাকে শরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। রাধানন্দন কর্ণ একাকীই পাণ্ডব ও
পাঞ্চালগণ এবং জ্যোতনন্দনের পঞ্চপুত্র, সুধামন্যু ও সাত্যকিকে নিবারণ
করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যায় জ্যোতনন্দনের কার্য্যুক
চেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অখ্যাতা সেই ছিন্ন কার্য্যুক পরিত্যাগ
পূর্বক অপর ধ্বংস গ্রহণ করিয়া আশীবিধ সদশ ঘোরতর শরনিকর দ্বারা
নিমেষমধ্যে ধৃষ্টদ্যায়ের শরাসন, শক্তি, গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও রথ
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যায় এইরূপে ছিন্নশরাসন,
বিরথ, হতাশ ও হতসারথি হইয়া অশাপিত খড়্গা ও চক্ষু গ্রহণ করিলেন।
হে মহারাজ ! লঘুহস্ত অখ্যাতা, ধৃষ্টদ্যায় সেই ভয় রথ হইতে অবতীর্ণ
হইবার পূর্বেই, ভয় দ্বারা তাঁহার খড়্গা ধও খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।
ভদ্রদর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল।

হে ভারত ! এইরূপে ধৃষ্টদ্যায়ের রথ ভগ্ন, অশ্ব নিহত, কার্য্যুক ও
খড়্গা ছিন্ন এবং শর প্রহারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কত বিকৃত হইলেও অখ্যাতা
কোন ক্রমেই তাঁহাকে বাণ দ্বারা নিহত করিতে পারিলেন না। অখ্যাতা

ঈশ্বর দেখিলেন, অস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশ সাধন নিতান্ত দুঃসাধ্য, তখন তিনি শরাসন পরিত্যাগ করিয়া গরুড় যেরূপ সর্পগ্রহণাভিলাষে মহাবেগে গমন করে, তদ্রূপ রূপদমনয়ের প্রীতি ধাবমান হইলেন। তদর্শনে কৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, অশ্বখামা ধৃষ্টদ্যুম্নের বধসাধনার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। অতএব এক্ষণে তুমি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় জ্রোণপুঞ্জের নিকট হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে মোচন কর; নচেৎ অশ্বখামা নিশ্চয়ই উহাকে বধ করিবে। মহাত্মা কৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলিয়া অশ্বখামার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভ অশ্বগণ কেশব কর্তৃক পরিচালিত হইয়া মহাবেগে আকাশতল পান করতই যেন অশ্বখামার রথাভিমুখে ধাবমান হইল।

তখন অমিতপরাক্রম অশ্বখামা কৃষ্ণাৰ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নবধে দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জুন জ্রোণাশ্রমকে ধৃষ্টদ্যুম্নের আকর্ষণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রীতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জুনের গাণ্ডীবনিশ্চুর্ত সেই সমস্ত শর বন্দীকান্তর্গামী উরগের ন্যায় অশ্বখামার শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন মহাপ্রভাপশালী অশ্বখামা সেই পার্থনিক্ষিপ্ত শরনিকরে প্রাচুর্য বিদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ পূর্বক রথে আরোহণ ও কার্য্যক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়কে শরসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে মহাবীর সহদেব শত্রুনিপাতন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথে আরোপিত করিয়া যুদ্ধস্থল হইতে অপসারিত করিলেন।

অনন্তর অমিততেজা অর্জুন শরসমূহ দ্বারা অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন জ্রোণতনয় ক্রোধে সাতিশয় অধীর হইয়া তাঁহার বাহুগুল ও বক্ষঃস্থলে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অর্জুন অশ্বখামাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে দ্বিতীয় কালদণ্ড সদৃশ এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ অর্জুনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবারাত্র অশ্বখামার মুখমণ্ডলে নিপতিত হইল। মহাবীর জ্রোণনন্দন সেই নারাচাঘাতে রথোপরি নিবল ও বিমোহিত হইলেন। তদর্শনে তাঁহার সাত্ত্বি অবিলম্বে তাঁহাকে সংগ্রামভূমি হইতে নিঃসারিত করিল। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিজয়াখ্য শরাসন আকর্ষণ ও অর্জুনের প্রীতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার সহিত ষৈরংধ যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে, বিমোচিত, ও জ্রোণনন্দনকে নিপীড়িত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। নানাবিধ

গিবা বাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। যোধগণ সেই অদ্ভুত বাঁপায় দর্শন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন বীরবর অর্জুন ক্রক্কে কহিলেন, হে সখে! এক্ষণে তুমি সংশ্লিষ্টগণের অভিমুখে অধঃসঞ্চালন কর। উহাদিগকে বিনষ্ট করাই আমার প্রধান কার্য্য। মহাত্মা বাহুদেব অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মনোমারুতগামী পতাকাশুশোভিত রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

—*

একষষ্ঠিতম অধ্যায় । ৬১ ।

তে নবেক্ষ। তখন মহাত্মা বাহুদেব অর্জুনের রথ সঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয় মহাবলশালী মহাপুরুষগণ তোমার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরেব নিধনাভিলাষে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। রণদৃশ্যে অমিতপরাক্রম পাঞ্চালগণ ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ রৌদ্রে উহার অনুগামী হইয়াছে। রাজা দুর্যোধন কবচ ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক সমরবিশারদ আশীবিষমদৃশ ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সর্ব্বলোকাধিপতি যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ ধর্ম্মপুত্রের বিনাশবাসনার রত্নগ্রহণে ধাবমান অর্থলাভার্থীর ন্যায় উহার অনুগমন করিতেছে; ঐ দেখ, অগ্নি ও ইন্দ্র যেমন অমৃত হরণে সমুদাত দানবগণকে রৌধ করিয়াছিলেন, তজ্জপ মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি ও বৃকোদর যুধিষ্ঠিরভিমন্থে গমনোদ্যত কৌরবসৈন্যগণের গতিরোধ করিতেছেন; কিন্তু মহারথগণের সংখ্যা অধিক হওয়াতে, উহারা শঙ্ক বাদন, কাশ্মুক বিষর্গন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া ঐ মহাবীরদ্বয়কে অভিজ্ঞ পূর্ব্বক সাগরগমনোদ্যত প্রাবৃত্তকালীন জলরাশির ন্যায় ধর্ম্মরাজের স্বভিমন্থে গমন করিতেছে। এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের আরক্ত হও-রাতে উহাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত ও হতাশনে আচ্ছত বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে দুর্যোধনের যেক্রপ কৌরবসৈন্য লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, দেবরাজ ইন্দ্র ও উহার নিকট পরিজ্ঞাণলাভে সমর্থ নহেন। হে ধনঞ্জয়! কোন্ ব্যক্তি কোপাধিত যমতুল্য তেজস্বী শরণারাবরী লঘুহস্ত মহারথ দুর্যোধনের বাণবেগ সহ্য করিতে পারে? মহাবল দুর্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা ও সূতপুত্র ইহাদিগের এক এক জনের শরণবেগে পরিত সকলও বিদীর্ণ হয়। হে অর্জুন! রণবিশারদ অরাতিনিপা-

জন যুধিষ্ঠির অদ্য এক বার রাধানন্দন কর্তৃক পরাহৃত হইয়াছেন । কলতঃ মহাবীর কর্ণ মহাবলশালী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পীড়ন করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই । মহারাজ ধর্ম্ম-বন্দন কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে অপরাপর মহারথীরাও তাঁহাকে অন্ত্রাঘাত করিয়াছে । উপবাসব্রতাবলম্বী ভরতকুলপাবন যুধিষ্ঠির নিরস্তর ক্ষমাগুণে অলঙ্কৃত, ক্ষত্রিয়জনোচিত নিষ্ঠুরাচরণে সমর্থ নহেন । উনি কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে উহাঁর জীবন নিতান্ত সংশ্লার্ক হইয়াছে । হে ধনঞ্জয় ! যখন অমর্ষপরায়ণ বুকোদর কোরবগণের বীরনাদ ও শঙ্খধ্বনি বারম্বার সহ্য করিতেছেন, তখন ধর্ম্মরাজের অবশ্যই অন্তঃ ঘটনা হইয়াছে । ঐ দেখ, পাণ্ডায়া স্তননন্দন যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর, বলিয়া কোরবদিগকে প্রেরণ করিতেছে । মহারথগণ ইজ্জতাল, পাণ্ডপত, সুগাকর্ণ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহে ধর্ম্মরাজকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে । যখন মহাধর্ম্মকীর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ জলমগ্ন ব্যক্তির পরিত্রাণার্থে ধাবমান বলবান্ ব্যক্তিদিগের ন্যায় সত্তরে ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি শত্রুশরে ব্যাধিত ও অবসন্ন হইয়াছেন । উহাঁর রথকেতু আর নেত্রগোচর হয় না ; উহা নিশ্চয়ই স্তম্ভপুত্রের শরবর্ষণে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । ঐ দেখ, মত্ত মাতঙ্গ যেমন কমলবন বিদলিত করে, তক্রূপ মহাবলশালী কর্ণ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক এবং পাঞ্চাল ও চেদিগণের সাক্ষাতেই পাণ্ডবসেনা বিনষ্ট করিতেছে । হে পাণ্ডুতনয় ! ঐ দেখ, তোমাদের মহারথগণ রথ লইয়া কিরূপে ধাবমান হইয়াছে । মাতঙ্গগণ কর্ণশরে অভিহত হইয়া আর্জুনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতেছে । ঐ দেখ, স্তম্ভপুত্রের হস্তিকক্ষাচিহ্নিত রথধ্বজ ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে । ঐ, রাধানন্দন শত শত শর নিক্ষেপ করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণকে সংহার করিতে করিতে ভীমসেনের রথাত্মিযুখে ধাবমান হইয়াছে । মহারথ পাঞ্চালগণ স্তম্ভপুত্রের শরনিকরে বিজ্রাবিত হইয়া দেব-রাজবিদলিত অশ্রুগণের ন্যায় চতুর্দিকে পলায়ন করিতেছে । ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ এক্ষণে পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও অঙ্গরগণকে পরাজিত করিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করাতে বোধ হইতেছে যে, ঐ মহাবীর তোমার অঘেবণে প্রবৃত্ত হইয়াছে । ঐ দেখ, সূর্য্যানন্দন এক্ষণে শরাসন বিষ্ফারিত করিয়া শত্রুজয়ে পরমাক্লাদিত দেবগণে পরিবৃত্ত দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতেছে । ঐ দেখ, কোরবগণ কর্ণের পরাক্রম দর্শনে সিংহন্যাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডব ও অঙ্গরগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করিতেছে । মহাবল-পরা-

ক্রান্ত স্তন-নন্দন আমাদিগের সৈন্যগণকে নিতান্ত সন্তোষিত করিয়া কৌরব সৈন্যদিগকে কহিতেছে, হে বীরগণ ! তোমরা সত্তরে ধাবমান হও ; তোমাদিগের মঙ্গল হউক ; যেন সৃঞ্জয়গণ সজীব অবস্থায় তোমাদের নিকট পরিভ্রাণ লাভে সমর্থ না হয় । আমরাও তোমাদিগের অনুগমন করিতেছি । হে কুন্তীতনয় ! রাধানন্দন কর্ণ কৌরবসৈন্যদিগকে এইরূপে প্রোৎসাহিত করিয়া শরবর্ষণ পূর্বক ভাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে । হে ধনঞ্জয় ! ঐ দেখ, নিশানাথের উদয়ে উদয়গিরি যেরূপ স্পোভিত হয়, আজি মহাবীর স্তননন্দন শত শলাকাসম্বিত ষেত আতপত্র দ্বারা সেইরূপ স্পোভিত হইয়াছে । ঐ মহাবীর কাম্বুক বিকম্পিত করিয়া আশীবিধ সদৃশ শরজাল নিক্ষেপ পূর্বক তোমার প্রতি কটাক্ষ পাত করিয়াছে । এক্ষণে নিশ্চয়ই এই দিকে আসিবে । হে কপিকেতন ! ঐ দেখ, রাধানন্দন এইদিকে কপিধ্বজ দর্শনে তোমার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় আগমন করিতেছে । হৃষ্যোধন কর্ণকে একাকী দেখিয়া উহার ব্রহ্মার্ষ স্বীর রথসৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে । অতএব তুমি এক্ষণে বাহ্য, যশ ও সুখলাভার্থী হইয়া পরম যত্নসহকারে উহাদিগের সহিত স্তপুত্রকে বিনাশ কর । হে পার্থ ! তুমি ও স্তননন্দন সুরাসুরের ন্যায় অকাতরে কুঞ্জে প্রযুক্ত হইলে, ক্রোধাবিষ্ট হৃষ্যোধন তোমাদিগের উভয়কে সংক্রুদ্ধ দেখিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না । অতএব তুমি এই সময়ে আপনার পবিজতা ও ধর্ম্মরাজের প্রতি কর্ণের ক্রোধ অনুগমন পূর্বক বর্তমান সময়ের সমুচিত কার্য্যে প্রযুক্ত হও ; যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবল কর্ণের প্রতি গমন কর । হে অর্জুন ! ঐ দেখ, পাঁচ শত মহাবলশালী রথী, পাঁচ সহস্র মাতঙ্গ, দশ সহস্র অশ্ব ও প্রযুক্ত পদাতি একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে রক্ষা করত তোমার অভিমুখে ধাবমান হইতেছে । অতএব তুমি ক্রমশঃ দ্রুতবেগে মহাবীর কর্ণের সমীপে উপস্থিত হও । ঐ দেখ, স্তননন্দন ক্রোধভরে পাঞ্চালদিগের প্রতি ধাবমান হইয়াছে । ঐ নীরের রথকেতু বীরবর ষ্ঠৈহ্যয়ের অভিমুখে দৃষ্ট হইতেছে ।

হে ভরতকুলপুঙ্গব পার্থ ! আমি এক্ষণে তোমারে এতটা শুভ সংবাদ প্রদান করিতেছি, ঐ দেখ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিরাপদে অবস্থান করিতেছেন । ঐ দেখ মহাবাহু ভীমসেনও সাত্যকি ও সৃঞ্জয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেনামুখে অবস্থিত রহিয়াছেন । হে কৌন্তের ! ঐ দেখ ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও মহাত্মা পুষ্কালগণ নিশিত শরনিকর দ্বারা কৌরবগণকে সংহার করিতেছেন । হৃষ্যোধনের সৈন্য সবেল ভীমনিশিত শরনিকরে নিপীড়িত

ও শোণিতাক্ত-কলেবর, হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতেছে।
 হে পার্থ! এক্ষণে উহাদের অকৃত শস্যবিহীন বন্ধুকার ন্যায় 'নির্ভাক্ত'
 দীনদর্শন হইতেছে। ঐ দেখ, খেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ এবং উজ্জ, হৃদ্য
 ও নক্ষত্রে বিভূষিত পতাকা ও ছত্র সকল ইত্যন্ততঃ বিকীর্ণ, স্বর্ণরক্তনির্মিত
 তেজঃসম্পন্ন অসংখ্য কেতু এবং হস্তী ও অশ্ব সমুদায় চারিদিকে নিপতিত
 রহিয়াছে। রথিগণ পাঞ্চালগণের নানাবিধ শরনিকরে নিহত হইয়া রথ
 হইতে নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চালেরা কৌরবপক্ষীর আরোহিণী হস্তী,
 অশ্ব ও রথ সমুদায়ের অতিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিতেছে এবং ভীমের
 সাতাঘালাভে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া বিপক্ষসৈন্য বিমর্দিত করত বীরনাদ
 ও শঙ্খনাদ করিতেছে। হে অর্জুন! পাঞ্চালগণের পরাক্রম অবলোকন
 কর। ইহারা নিরস্ত্র হইয়াও বিপক্ষগণের অস্ত্র গ্রহণ পূর্বক তদ্বারাই উহা-
 দিগকে বধ করিতেছে। ঐ দেখ, শক্রগণের উত্তমাদ ও বাহু সকল ইত্যন্ততঃ
 নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চালপক্ষীর হস্তারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী
 বীরগণ সকলেই প্রসংশাজন; হংসশ্রেণী যেরূপ মানসসরোবর হইতে
 সরিষার ভাগীরথীতে উপনীত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ দ্রুতবেগে ধৃতরাষ্ট্রের
 সৈন্যমধ্যে সমাগত হইতেছে। ঐ দেখ, বৃষভগণ যেরূপ বৃষভগণকে নিবারণ
 করিবার নিমিত্ত বলবীৰ্য্য প্রকাশ করে, সেইরূপ কৃপ ও দ্রুপ প্রভৃতি মহা-
 বীরগণ পাঞ্চালগণের নিবারণার্থ পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন
 প্রভৃতি বীরেরা ভীমাস্ত্রবিমর্দিত কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র মহারথকে
 বিনষ্ট করিতেছে। ঐ দেখ, শক্রগণ পাঞ্চালদিগকে অভিভূত করাতে ভীম-
 পরাক্রম ভীমসেন নিঃশঙ্কচিত্তে বিপক্ষগণকে আক্রমণ পূর্বক সিংহনাদ পরি-
 ত্যাগ করিয়া শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৌরবসৈন্যের অধিকাংশই
 অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রথিগণ ভষ্মব্যাকুলচিত্তে মহাবেগে পলায়ন করি-
 তেছে। ঐ দেখ, কতকগুলি মাতঙ্গ বৃকোদরের স্ত্রীক্ক নারাচে নিক্ষেপ
 পাত্র হইয়া অশনিনির্ভিন্ন শৈল শৃঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত এবং কোন
 কোন মাতঙ্গ সমুদপর্শ শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমর্দিত
 করত দাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর বৃকোদর শক্রপরাভের পরম
 প্রীতি লাভ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন। ঐ, একজন হস্তা
 বোহী গজ্জন করিতে করিতে দণ্ডহস্ত কৃতান্তের ন্যায় ভোমরহস্তে করিয়া
 ভীমসেনকে সংহার করিবার জন্য বেগে আগমন করিতেছিল; মহাবল
 পঞ্চাঙ্গাশ্ব বৃকোদর সূর্য্যায়সম্মিত দুল্লখিত দশ নারাচ দ্বারা উহার বাহু
 ছেদন পূর্বক উহাকে সংহার করিয়া শক্তি ও ভোমর সমূহ দ্বারা সংহা-
 ত

আধিষ্ঠিত নীলনীরদসদৃশ অন্যান্য মাতঙ্গগণের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ দৈব, তিনি সুগ্রীক শরজালে একবারে সাত সাত গম্ব বিনাশ পূর্বক ধ্বংসপ্রাপ্ত করিয়া দশ দশ শরে এক এক মাতঙ্গকে নিপাতিত করিতেছেন। হে অর্জুন! এক্ষণে ইন্দ্রসমপরাক্রম ভীমসেন কোপাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে কৌরবসৈন্যের সিংহনাদ আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। হৃষ্যোধনের তিন অক্ষৌহিণী ভীমসেনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, বৃকোদর রোষভরে তাহাদের সকলকেই নিবারিত করিয়াছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তখন মহাবলশালী ধনঞ্জয় ভীমসেনের সেই দুফর কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট কৌরবসৈন্যদিগকে শরজালে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন। সংশ্লথকগণ ধনঞ্জয়ের শরজালে সমাহত হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক ইন্দ্র লাভ করিয়া শোকশূন্য হইল। মহাবলশালী অর্জুনও সম্রতপর্ব শরনিকর দ্বারা কৌরবসেনা নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় । ৬২ ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও বৃকোদর সমরে প্রবৃত্ত এবং আমাদের সৈন্যগণ পাণ্ডব ও অঞ্জয়গণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া নিরানন্দ ও বিদ্রুত হইলে, কৌরবেরা কি করিল? তাহা আমার নিকট কীর্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! মহাপ্রতাপশালী কর্ণ ভীমসেনকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাক্রণনেত্রে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আপন্যার পুত্র হৃষ্যোধনের সৈন্যদিগকে ভীমশরে সমরপরাভূত অবলোকন পূর্বক পরম বশ্র সহকারে তাহাদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া পাণ্ডবাভিমুখে গমন করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ স্ব স্ব কার্য্যক বিকল্পিত করিয়া শরজাল বিস্তার করিতে করিতে রাধানন্দনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবলশালী বৃকোদর, শিখণ্ডী, সাতাকি, জনমেজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও প্রভৃৎকগণ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া জয়লাভার্থ চতুর্দিক্ হইতে কৌরবসৈন্যগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় মহারথগণও

জিঘাংসাপরবশ হইয়া অবিলম্বে পাণ্ডবসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন । তৎকালে অসংখ্য ধ্বংসপরিণোভিত চতুরঙ্গ বল আশ্চর্য্যরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল ।

অনন্তর মহাবলশালী শিখণ্ডী সূতপুত্রের, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপরিবেষ্টিত দুঃশাসনের, মাজীনন্দন নকুল বুধসেনের, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিত্রসেনের, সহদেব উলূকের, সাত্যকি শকুনির, মহারণ দ্রোণনন্দন ধনঞ্জয়ের, কৃপাচার্য্য মহাধর্ম্মীর যুধামন্যুর, কৃতবর্মা উত্তমৌজার এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ অপরাপর কোরবগণের প্রীতি ধাবমান হইলেন । মহাবীর বৃকোদর একাকীই অসংখ্য সৈন্যসমবেত আপনার পুত্রগণকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন ভীষ্মবিষাতী শিখণ্ডী অকুতোভয় সমরচারী সূতনন্দনকে শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন । সূতনন্দন শিখণ্ডীর শরে আহত হইয়া ক্রোধভরে অধর বিকম্পিত করত তিন শরে তাঁহার লগাটদেশ বিদ্ধ করিলেন । শিখণ্ডী সেই শর লগাটদেশে ধাবণ পূর্ব্বক ত্রিশূল রজতগিরির ন্যায় শোভমান হইলেন । তখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূতীক্স নবতি বাণে কর্ণকে নিপীড়িত করিলে, মহাপ্রতাপশালী কর্ণ তাঁহার অশ্ব সংহার ও তিন শরে সারথিকে বিনাশ করিয়া কুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন । শত্রুতাপন মহাবল শিখণ্ডী সেই হতাস্থ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর কর্ণ স্বীয় শরসমূহে সেই শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভীষ্মদ্বার নর শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন । মহাবলশালী শিখণ্ডী কর্ণের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তদীয় শরপতন পথ পরিহার পূর্ব্বক সাতিশর ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ প্রবল বায়ু মেরুপ তুলরাশি পাত্তিত করে, সেইরূপ পাণ্ডবীসেনা নিপাত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসন কতৃক নিপীড়িত হইয়া তিন শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর দুঃশাসনও আনতপর্ক স্বর্ণপুন্ড্র ভল্ল দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন । মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরসমূহে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন । দুঃশাসন সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-নিষ্কিপ্ত ভীষণ শর মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তিন শরে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । তৎপরে ঐ মহাবীর স্বর্ণাসক্ত সপ্তদশ ভঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, দ্রপদনন্দন যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত হইয়া নিশিত কুরপ্রাস্ত্র দ্বারা

তঁাহার কার্য্যক ছেদন করিলেন । তদর্শনে সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে চীংকার করিতে লাগিল । তখন মহাবলশালী দ্রুশাসন হাস্য করিয়া শীঘ্র অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরজালে জপদনন্দনের চারি দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । সমস্ত বীর পুরুষ এবং অশ্বরা ও সিদ্ধগণ আপনার গুত্র দ্রুশাসনের সেই অভূত বিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া নিভান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন । মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে সিংহসংরুদ্ধ হস্তীর ন্যায় দ্রুশাসন কর্ত্ত্বক অবরুদ্ধ হইলে, আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না । পাঞ্চালগণ আপনাদিগের সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবরুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য হতী, অশ্ব ও রথ সমূহে সমবেত হইয়া দ্রুশাসনকে অবরোধ করিলেন । অনন্তর উভয় পক্ষে সর্ব্বলোকভয়াবহ অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।

এ দিকে বৃষসেন গিড়গন্নিধানে অবস্থিতি করত প্রথমতঃ লোহময় পাঁচ শরে নকুলকে তাড়িত করিয়া পুনর্বার তিনবাণে বিদ্ধ করিলেন । মহাবল নকুলও হাস্য করিয়া তীক্ষ্ণধার বাণ দ্বারা বৃষসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । শক্রনিপাতন বৃষসেন এইরূপে নকুলবাণে সাতিশর বিদ্ধ হইয়া বিংশতি শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলে, নকুলও পাঁচ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন । অনন্তর সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরযুগল অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন ! ঐ সময় অন্যান্য সৈন্যগণ যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল । মহাবলশালী কর্ণ দ্রুঘো-ধনের সৈন্যগণকে যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত বল পূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন । তদর্শনে মহাবীর নকুল কোরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । বৃষসেনও নকুলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাধানন্দনের চক্ররূপে আবৃত হইলেন ।

তখন মহাবলশালী সহদেব ক্রোধাবিষ্ট উল্লুককে নিবারণ করিয়া ভদ্রীক্ষ অশ্চতুর্ভুজ ও সারথিকে বিনষ্ট করিলেন । তখন উল্লুক সত্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিগুর্ভুগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি বিংশতি তীক্ষ্ণধার নারচ দ্বারা শকু-নিরে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে এক ভয়ে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন । মহাবীর সুবলপুত্রও অত্যন্ত রোষপরবশ হইয়া সাত্যকির চর্ম্ম বিদারণ ও সুবর্ণময় ধ্বজ ছেদন করিলেন । তদর্শনে মহাবলশালী সাত্যকি রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে শকুনিকে বিদ্ধ করত তিনশরে তাঁহার সারথিকে নিপীড়িত ও বহুসংখ্য শরে অশ্বগণকে ভূতলশায়ী করিলেন ।

তখন শকুনি সহসা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সমুদ্রে উলূকের রথে আরোহণ করিয়া সাত্যকির নিকট হইতে পলায়ন করিলেন । তখন মহাবীর সাত্যকি মহাবেগে কৌরবসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন । কৌরবসৈন্যগণ সাত্যকির শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্বক চতুর্দিকে পলায়িত ও নির্যাতনের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল ।

তখন রাজা দুর্যোধন সংগ্রামে বৃকোদরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিমেষ মধ্যে তাঁহার রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিকে বিনষ্ট করিলেন । তদর্শনে পাণ্ডবসৈন্যগণের আত্মাদেব আর পরিসীমা রহিল না । দুর্যোধনও যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া ভীমের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন । তখন কৌরবসৈন্য সকল বৃকোদরের সংহার বাসনায় তাঁহার অভিমুখীন হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল ।

এ দিকে মহাবীর যুধামন্যু কৃপাচার্য্যকে সুশাসিত শরে বিদ্ধ করত তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন । শত্রুধরাগ্রগণ্য কৃপাচার্য্য তৎক্ষণাৎ অন্য কার্য্যক গ্রহণ পূর্বক যুধামন্যুর ছত্র, ধ্বজ ও সারথিকে ভূতলে পাতিত করিলেন । মহাবল যুধামন্যু ভীত হইয়া স্বয়ং রথসঞ্চালন করত পলায়ন করিতে লাগিলেন ।

ঐ সময় মহাবলশালী উত্তমৌজা মেঘ যেমন বারিধারায় ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কৃতবর্মাণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । তখন সেই বীরদ্বয়ের অতি ভয়াবহ অপূর্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল । অনন্তর কৃতবর্মা সহসা উত্তমৌজার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলে, তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন । তাঁহার সারথি তদর্শনে রথ লইয়া পলায়ন করিল । অনন্তর কৌরবসৈন্যগণ বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল । হুঃশাসন ও শকুনি ভীমসেনকে গজসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া ক্ষুদ্রকাত্রে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন ভীমসেন ক্ষুদ্র দুর্যোধনকে শর বর্ষণ দ্বারা বিমূখ করিয়া গজসৈন্যের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং তাহাদিগকে সহসা সমাগত দেখিয়া সাতিশর ক্ষুদ্র হইয়া দিবাক্ত পরিত্যাগ পূর্বক দেবরাজ বৈরাগ্য বজ্রধারা অস্ত্ররগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই কুরিসৈন্য নিপীড়িত করিলেন । ঐ সময় গগনতল পতঙ্গাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় বৃকোদরশর সমাবৃত হইল । প্রবল বায়ু বৈরাগ্য জলধরপটল সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন একত্র সমবেত সহস্র সহস্র গজযুগ বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন । কীকেনজালজড়িত মণিমণ্ডিত বিদ্রাবিত জলধরসদৃশ সাতজযুগ

শরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ধরাতে নিপতিত হওয়াতে ভূমণ্ডল বিশীর্ণ শৈলসমাচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রত্নবিভূষিত গজারোহিণী ইত্যন্তঃ নিপতিত থাকিতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ক্ষীণপুণ্য গ্রহ সকল ধরাতে পতিত হইয়াছে।

হে রাজন্! এইরূপে মাতঙ্গগণের গণ্ড, গুণ্ড ও কুণ্ড সকল ভীমশরে বিদীর্ণ হইলে, তাহারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে শোণিত বমন পূর্বক পলায়ন করত ধাতুধারারঞ্জিত পর্কতের ন্যায় শোভমান হইল। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ভয়ঙ্কর সর্পসদৃশ অগুরুচন্দনদিগ্ধ বাহুবল দ্বারা শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন এবং বারণ-গণ তাঁহার বজ্রসমন্বিত জ্যানিরোধ ও তলধ্বনি শ্রবণে মল স্তম্ভ পরি-ত্যাগ করত পলায়ন করিতেছে, ইহা আনাদের নয়নগোচর হইল। হে ভারত! তৎকালে ভীমপরাক্রম ভীমসেন একাকীই সেই আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বপ্রাণিবিনাশন রুদ্রদেবের ন্যায় অপূর্ব্ব গোপা ধারণ করিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৩।

হে নরনাথ! অনন্তর প্রবল প্রতাপশালী অর্জুন স্বৈরাচারসংযোজিত কেশবসঞ্চালিত রথে সমাক্রান্ত হইয়া প্রবল বায়ু যেমন মহাসমুদ্রকে ক্ষুভিত করে, সেইরূপ অসংখ্য তুরঙ্গমসমবেত কৌরবসৈন্যগণকে আলো-ড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্যোধন ধনঞ্জয়কে যুধিষ্ঠির-রক্ষার অনবহিতচিত্ত অবলোকন করিয়া রোষভরে স্বীয় সৈন্যগণের অর্দ্ধাংশ সমভিব্যাহারে সমাগত ধর্ম্মনন্দনের নিকট সহসা গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করত ত্রিসপ্ততি সুরপ্রান্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারাজ ধর্ম্মনন্দন ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া সত্তরে দুর্যোধনের প্রতি ত্রিশত ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় কৌরবেরা ধর্ম্মরাজের প্রহা-ভিলাষে ধাবমান হইলেন। মহাবীর মাজীতনয়ন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রুগুণের দৃষ্টান্তসূচী অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার বাসনায় এক অকৌ-হিনী সৈন্য লইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিতে আরম্ভ

করিলেন। ভীষ্মপরাক্রম ভীষ্মসেনও কৌরবপক্ষীয় মহারথগণকে বিমর্জন পূর্বক শত্রুগণপরিবৃত্ত যুদ্ধিরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। তখন মহাবল সূতপুত্র সেই সর্কাস্ত্রবিশারদ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে ক্রতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া পরনিকর দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও নিরন্তর নারাচনিকর বর্ষণ ও তোমর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোনমতেই কর্ণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর সহদেব অবিলম্বে তথায় আগমন পূর্বক নিরন্তর পর-জাল বিসর্জন করিয়া বিংশতি শরে হৃষ্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা হৃষ্যোধন সহদেবনির্মুক্ত শরজালে সাতিশর বিদ্ধ ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া প্রতিগ্রগণ্ড শৈলোপম কুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ তদর্শনে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া ক্রতবেগে আগমন করত সায়কনিচয় দ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ধর্মরাজের সেই বিপুল সৈন্য কর্ণের পরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সহসা ধাবমান হইল। ঐ সময় কর্ণের পূর্বনিক্ষিপ্ত শরের পৃথক পৃথক নিক্ষিপ্ত শরের ফল দ্বারা আহত হইতে লাগিল। নতোন্নতগলে পরনিকরসম্বর্ষণে হত্যাশীল প্রাচুর্ভূত হইল। দশ দিক্ সঞ্চালিত শলভকুলের ন্যায় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মহাবলশালী কর্ণ রক্তচন্দনদিগ্ধ মণিহেমসমলঙ্কৃত ভুজবন বিস্তার করত মহাস্ত্র প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! মহাবীর কর্ণ এইরূপে পরনিকরে সকলকে বিমোহিত করিয়া ধর্মরাজ যুদ্ধিরের নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন যুদ্ধিরও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূতপুত্রের প্রতি সূতীক পঞ্চাশ শর পরিত্যাগ করিলেন। হে ভরতশতম! তৎকালে সমরাজন শরাস্রকারে নিতান্ত ভীষণদর্শন হইয়া উঠিল। আপনাদি পক্ষীয় বীরগণ যুদ্ধিরনির্মুক্ত সুশাসিত কঙ্কণজবিত্ত্বিত শর, তরু এক বিবিধ শক্তি, ঋষ্টি ও মুঘল দ্বারা সৈন্যগণকে নিহত দর্শন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। কলতঃ তৎকালে যুদ্ধির বে বে স্থলে ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই সৈন্যগণ হিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

অনন্তর মহাবলশালী সূতপুত্র ক্রোধে প্রক্ষুরিতাত্ম্য হইয়া নারাচ, বৎসদন্ত প্রভৃতি শর সকল নিক্ষেপ করিতে করিতে যুদ্ধিরের অভিক্রমে ধাবমান হইলেন। ধর্মরাজও কর্ণের প্রতি সুশাসিত সুবর্ণপৃথক পরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্য করত নিশিত তিন

জন্মে যুধিষ্ঠিরের স্তন্যদেহের মধ্যস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই কর্ণনির্মুক্ত ভয়ের প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথে উপবেশন পূর্বক সারথিরে সম্বরে রথ অপসারিত করিতে অহুমতি প্রদান করিলেন। তখন দ্বার্টরাষ্ট্রগণ অন্যান্য ভূপতিগণ সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ কর বলিয়া বারবার চীৎকার করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর এক সহস্র সাত শত কৈকেয় পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত ! এইরূপে সেই লোকক্লরকর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও দ্রুপদোদন পরস্পর সমরে সমুদ্যত হইলেন।

—:—

চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায় । ৬৪ ।

হে বিশাম্পতে ! তখন মহাবল পরাক্রান্ত সূর্য্যানন্দন কর্ণ সমরে অগ্র-
ণর মহারথ কৈকেয়গণকে শরনিকর দ্বারা নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কৈকেয়গণ কর্ণকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ-
বস্ত্রবান্ হইলেন। তথাপি মহাবীর হৃতপুত্র তাঁহাদিগের পঞ্চদশ রথীকে
শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। বোদ্ধৃবর্গ হৃতপুত্রের শরনিকরপ্রহারে
নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার পরাক্রম সাতিশর দুঃসহ বলিয়া বিবে-
চনা করত আত্মপরিজ্ঞাপার্থ ভীমসেনের সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিল।
হে মহারাজ ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে একাকী শরনিকর নিক্ষেপ পূর্বক
সেই অসংখ্য রথসৈন্য ভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হই-
লেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শর সমূহে ক্ষতবিক্ষতান্ন ও বিচেতন-
প্রাপ্ত হইয়া নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষার নিযুক্ত করত শনৈঃশনৈঃ
শিবিরান্তিমুখে প্রমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কর্ণ দ্রুপদোদনের
হিতসাধনার্থ জুতীক্স তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা
যুধিষ্ঠিরও কর্ণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথি ও
চারি শরে অশ্বচতুষ্টয়কে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর তাঁহার চক্ররক্ষক
শক্রনিপাতন নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভয় প্রদান পূর্বক কর্ণের প্রতি
ধাবমান হইয়া প্রথম বহুসংহকারে তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগি-
লেন। প্রবল প্রতাপেশালী কর্ণও দুই খরধার ভরাত্ত দ্বারা যাজ্ঞীতনয়
নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া অগ্নান বদনে ধর্ম্মরাজের মনোমারুতগামী

কৃষ্ণপুত্র খেতবর্ণ অশ্বগণকে বিনাশ পূর্বক এক ভলে তাঁহার শিরশ্রাণী পাতিত করিলেন এবং অবিলম্বে নকুলের অশ্ব সকল সংহার পূর্বক রথেষ্টা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ও নকুল এইরূপে রথাবিহীন ও শরসমাহত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

ঐ সময় অর্জুনিপাতন মদ্ররাজ শল্য কৃপাপরায়ণ হইয়া কর্ণকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! আজি তোমাকে ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত রোষণবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত সংগ্রাম করিতেছ? যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার অস্ত্র শস্ত্র অন্নমাত্রাবশিষ্ট, কবচ ছিন্ন ভিন্ন এবং সারণি ও বাহনগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলে, তুমি বিপক্ষের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া যদি অর্জুনসমীপে গমন কর, তাহা হইলে, তোমার উপহাস্যাম্পদ হইতে হইবে।

হে রাজন্! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ও সুপাণিত শরনিকরে যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে বিদ্ধ করত হান্যমুখে ধর্মরাজকে রণপরায়ণ করিলেন। তখন শল্য কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের বধসাধনে নিতান্ত সমুৎসুক দেখিয়া হান্য করত পুনরায় কহিলেন, হে রাধেয়! ধর্মরাজকে সংহার করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? রাজা দুর্যোধন বাহার বধসাধনমুখে তোমার সম্মান করিয়া থাকেন, তুমি সেই অর্জুনকে অগ্রে বিনাশ কর। ঐ কৃষ্ণার্জুনের শঙ্খধ্বনি ও বর্ষাকালীন মেঘগভীরনিবন শরাসননির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ণ পূর্বক মহারথগণকে নিপীড়িত করত অস্বংসকীর সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছে। যুগ্মদ্বা ও উত্তমোজা উহার পৃষ্ঠদেশ, সাতাকি উত্তর চক্র ও ধুষ্ঠদ্বার দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিতেছে। ঐ দেখ, ভীমসেন রাজা দুর্যোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব অদ্য বৃকোদর বাহাতি আমাদিগের সাক্ষাতে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারে, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। ঐ দেখ, ভীমসেন দুর্যোধনকে আক্রমণ করিয়াছে। যদি তুমি অদ্য উঁহাকে পরিভ্রাণ করিতে পার, তাহা হইলে, সকলেই বিশ্বাসপন্ন হইবে। অতএব তুমি শীঘ্র গমন পূর্বক সংশয়াপন্ন রাজাকে মুক্ত কর। ধর্মরাজ ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে সংহার করিয়া তোমার কি ফল হইবে?

হে রাজন্! মহাবল সূতপুত্র এই রূপে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। শরবিদ্ধ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও সহদেবের বেগবান অশ্বসংলগ্নিত রথে উপবিষ্ট ও নিতান্ত পঙ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণ সমভিযাহারে শিবিরে প্রতিগমন

পূর্বক রথ হইতে আরোহণ করত অবিলম্বেই শরন করিলেন। তৎপরে সংগ্রামবেদনা অপনীত হইলে, তিনি মহাবীর নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃবর! মহাবীর ভীমসেন মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জন করিতেছে। অতএব তোমরা অচিরে তাঁহার সৈন্যমধ্যে গমন কর। মাত্রীতনয় নকুল ও সহদেব যুদ্ধিষ্ঠিরের অল্পমতিক্রমে বারুব্বেগগামী অথ সংঘোজিত অন্য রথে আরোহণ পূর্বক ভীমসেনের নিকট উপনীত হইলেন এবং তথায় বিবিধ যোদ্ধগণকে বিনষ্ট দর্শন করিয়া সৈনিকগণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চমুষ্টিতম অধ্যায় । ৬৫ ।

হে রাজন্! অনন্তর মহাবলশালী দ্রোণতনয় অশ্বখামা অতি বৃহদাকার অসংখ্য রথে পরিবৃত্ত হইয়া সহসা ধনঞ্জয়ের নিকট ধাবমান হইলেন। বাসুদেবসহায় অর্জুন দ্রোণায়ুজকে সহসা সমাগত দেখিয়া বেলাড়মিষেক প সাগরের বেগ অবরোধ করে, তজ্জপ তাঁহার গতিরোধ করিলেন। তখন মহাপ্রতাপবান্ অশ্বখামা রোষপরবশ হইয়া কৃষ্ণার্জুনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদদর্শনে মহারথ কৌরবগণ সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জুন হাস্যমুখে দিব্যাস্ত্রের প্রাচুর্ভাব করিলে, দ্রোণতনয় তৎক্ষণাৎ উহা নির্মাকৃত করিলেন। ফলত তৎকালে অর্জুন অশ্বখামার বিনাশের নিমিত্ত যে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্জয় দ্রোণনন্দন তৎসমস্তই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! সেই ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ সময়ে দ্রোণায়ুজকে বিবৃতানন কৃতান্তের জ্ঞান বোধ হইতে লাগিল। তিনি অভিক্ষগামী শরনিকরে দিগ্বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া তিন ক্ষরে কৃষ্ণের দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণায়ুজের বাহনগণকে সংহার করিয়া যুদ্ধস্থলে এক শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। মহাবীর অশ্বখামার অসংখ্য রথসমবেত রথী অর্জুনের গাতীবিনমুক্ত শরনিকরে বিনষ্ট হইল। তখন দ্রোণায়ুজ ও ধনঞ্জয়ের জ্ঞান ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন।

হে রাজন্! এই রূপে মহাবীরদ্বয় পরস্পর ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলে, যোদ্ধবর্গ মর্যাদাবিহীন হইয়া যুদ্ধ করত ইত্যন্তঃ ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জুন অথ ও সারথি বিহীন রথ, সাদীবিহীন অশ্ব এবং আরোহী

৩ মহামাত্র বিহীন কুঞ্জরপণকে বিনষ্ট করিয়া অসংখ্য সৈন্যগণকে বশীভূত করিলেন । রথী সকল অর্জুনপরে নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল । এবং অশ্ব সকল যোদ্ধা বিহীন হইয়া চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল । তখন জোহনন্দন অশ্বখামা যুদ্ধবিশারদ অর্জুনের সেই ভীষণ কার্য দর্শনে অবিলম্বে তাঁহার সন্মুখীন হইয়া স্তব্ধবিভূষিত শরাসন বিকম্পিত করত চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অতি নির্দয়ভাবে তাঁহার হৃদয়দেশ নিপীড়িত করিলেন । মহাবীর ধনঞ্জয় জোণাশ্রমের শরাঘাতে বিদ্ধ হইয়া শরজাল বিস্তার পূর্বক সহসা অশ্বখামাকে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার শরাসন বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন মহাবীর জোণাশ্রম বজ্র সদৃশ পরিঘ গ্রহণ পূর্বক ধনঞ্জয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জুন হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ ঐ স্তব্ধ বিভূষিত পরিঘ ছেদন করিলেন । ভীষণ পরিঘ পার্শ্বপরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত শৈলের স্তায় ধরা-তলে পতিত হইল ।

তখন মহারথ অশ্বখামা সাতিশর জুড় হইয়া ইন্দ্রজাল প্রভাবে অর্জুনের প্রতি নিরস্তর ভীষণ অস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবীর ধনঞ্জয় সেই ইন্দ্রজালদর্শনে অবিলম্বে গাতীব কাশ্মুকে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র সংযোজিত করিয়া উহা নিবারণ পূর্বক কণকাল মধ্যে জোণাশ্রমের গথ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । মহাবীর অশ্বখামা অর্জুনের শরজালে নিতান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্বক শরনিষ্কর সহ করত শত শরে ক্রমশঃ ও তিন শত ক্রমশঃ অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন । তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শতসংখ্য নারীচছারা আচার্য্যানন্দনের মর্শ্বস্থল বিদারণ করিয়া কৌরবসৈন্যগণের সমক্ষেই তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধনুর্জ্যার উপর অনবরত বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সমুদ্রে ভস্ম দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ হইতে ভূমিতলে পাতিত করিলেন । তখন গুরুকুমার অশ্বখামা স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিয়া শরজালে বাহুদেব ও ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া বাণ বর্ষণ দ্বারা ধনঞ্জকে আচ্ছন্ন করিলে, বোধগণ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং আমরাও তদীয় অত্যাশ্চর্য্য বিক্রম দর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইলাম ।

অনন্তর জয়শীল অর্জুন জীবৎ হাস্য করিয়া কুরপ্রাস্ত দ্বারা অশ্বখামার অশ্বরশ্মি ছেদন করিলেন । অশ্বগণ অর্জুনের শর গ্রহণে নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকৃত হইতে লাগিল । তখন কৌরবদলমধ্যে ভয়াবহ কোলাহল উঠিত হইল । মহাবীর পাণ্ডবগণ জয়গাতে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া

স্বতীক শরবর্ষণ করিতে করিতে কোরবসৈন্য অভিযুগে ধাবমান হইলেন। কোরবসৈন্যগণ বিজয়লাভপ্রকট পাণ্ডবদিগের শরনিকরে নিরস্ত্র নিপীড়িত হইয়া সৌবল, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই বিকল চিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন আপনার পুত্রগণ তাহাদিগকে পলায়নে দুহর্ষুহঃ নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং স্তননন্দনও থাক্ থাক্ বলিয়া তাহাদিগকে বারম্বার নিষেধ করিলেন। কিন্তু সেই সকল সৈন্য যুদ্ধহলে অবস্থিতি করিতে পারিল না। পাণ্ডবসৈন্যগণ কোরবসৈন্যগণকে চতুর্দিকে বিক্ষত হইতে দেখিয়া প্রকটমনে চীৎকার আরম্ভ করিল।

অনন্তর দুর্ঘোষন বিনীত বচনে কর্ণকে কহিলেন, হে স্ততপুত্র! ঐ দেখ, তুমি বিদ্যমান থাকিতে সৈন্যগণ পাঞ্চালদিগের শরে প্রণীড়িত হইয়া ভয়বাকুলিতচিত্তে পলায়ন করিতেছে এবং সহস্র সহস্র যোধগণ পাণ্ডবগণ কর্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া তোমাকেই আহ্বান করিতেছে।

হে মহারাজ! তখন মহাবলশালী কর্ণ দুর্ঘোষন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রকৃত চিত্তে শল্যকে কহিলেন, হে মন্ত্ররাজ! তুমি অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি অন্য সমস্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট করিয়া তোমাকে স্বীয় বাহুবল প্রদর্শন করিতেছি। মহাপ্রভাপশালী রাধানন্দন শল্যকে এই কথা বলিয়া বিজয়াখ্য স্বীয় প্রাচীন কার্প্যুকে জ্যা যোজনা ও বারম্বার কার্প্যুকে আকর্ষণ করত সত্য শপথ দ্বারা স্বীয় যোধগণকে নিবারণ পূর্বক পরশুরামপ্রদত্ত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র প্রযুত প্রযুত, অর্কুদ অর্কুদ, কোটি কোটি প্রজলিত কঙ্কণজসমবিত তীক্ষ্ণধার শর নিঃসৃত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যদিগকে অচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই সময়ে আর কিছুমাত্র অস্থত হইল না। পাঞ্চালগণ অতিশয় নিপীড়িত হইয়া হাহাকার আরম্ভ করিল। সহস্র সহস্র গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি বিনষ্ট হইয়া চতুর্দিকে পতিত হওয়াতে ধরাতল কম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন যোধগুণপ্রধান রাধের একাকী পরানলে অরাতিদিগকে দগ্ধ করত ধুমবিহীন বহির ন্যায় শোভমান হইলেন। পাঞ্চাল ও চেদিগণ রাধেয়ের শরগ্রহণে দাবানলদগ্ধ গজবৃক্ষের ন্যায় বিমোহিত হইয়া ব্যাঘ্র সদৃশ ভীষণ শরে চীৎকার আরম্ভ করিল। বিনষ্ট ক্যক্তির কুটুম্ববর্গ সমবেত হইয়া বে প্রকার ক্রন্দন করিয়া থাকে, সগভীত চতুর্দিকে প্রক্ষত বীরগণের সেই প্রকার আর্ত শব্দ যুদ্ধহলে শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। ঐ সময়ে

ত্রিগাঙ্কযোনিগত জীবগণও পাণ্ডবদিগকে কর্ণশরে প্রণীড়িত অবলোকন করিয়া যার পর নাই ভীত হইল। স্তম্ভরগণ যুদ্ধে কর্ণ কর্তৃক নিপীড়িত ও বিগল্গকর হইয়া মৃত ব্যক্তিগণ যমপুরে যেরূপ যমরাজকে আস্থান করে, তজ্জপ ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণকে মুহূর্গুহঃ আস্থান করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অর্জুন সেই কর্ণশরে নিপীড়িত বীরগণের কাতরধ্বনি শ্রবণ ও ভীষণ ভার্গবাত্ম অবলোকন করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব ! ঐ ভার্গবাত্মের বিক্রম অবলোকন কর। ঐ অন্ত নিবারণ করা অতি হুঃসাধ্য ; ঐ দেখ, রাধানন্দন কালান্তক সদৃশ জুহু হইয়া সমরাস্থানে নিদাক্ষণ কার্যা সম্পাদন পূর্বক মুহূর্গুহঃ আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে। সতএব এক্ষণে তুমি উহঁর অভিযুখে অশ্র চালন কর। সম্প্রতি কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করা আমার কর্তব্য নহে। লোকে জীবিত থাকিয়া যুদ্ধে জয় বা পরাজয় লাভে সমর্থ হয় ; মৃত ব্যক্তির জয়-লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।

হে মহারাজ ! মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে অর্জুন ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাধানন্দনের শরে অতিশয় নিপীড়িত হইয়াছেন। তুমি প্রথমে তাঁহাকে দর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে নিপীড়িত করিও। হে ভারত ! তৎকালে মহাপ্রোক্ত বাসুদেব মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, অপরাপর বীরবর্গের সহিত কর্ণ বহুকণ যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইলে, ধনঞ্জয় তাঁহাকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিতে পারিবেন। মহামতি বাসুদেব এইরূপ বিবেচনা করিয়াই অর্জুনকে অগ্রে ধর্ম্মরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া সত্তর অর্জুনের সহিত যুধিষ্ঠির দর্শনার্থে গমন করিতে লাগিলেন। অর্জুন তাঁহার আদেশে সম্মত হইয়া কর্ণনিপীড়িত ধর্ম্মরাজকে দীক্ষা দেখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে সত্তর গমনে বারম্বার অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রোণাত্মজের সহিত তাঁহার ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্রও বাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না, মহাবীর অর্জুন সেই গুরুপুত্র অশ্বখামাকে পরাজয় পূর্বক সৈন্যগণ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অধেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

ষট্‌ বর্ষিতম অধ্যায় । ৬৬ ।

হে রাজন ! তখন মহাবলশালী দুর্ধ্ব ধনঞ্জয় পরাজিত অগণ্যমাতৃক পরিভ্যাগ পূর্বক স্বীয় সৈন্যগণের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করত চমুখে অবস্থিত যুদ্ধবিরত বীরগণকে অতিশয় আহ্বাদিত এবং যে সকল বীর পূর্ব প্রহারবেগে বিমর্দিত হইয়াও রথারোহণে সমরাজনে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন । তৎপরে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের দর্শনলাভে অকৃতকার্য হইয়া সত্বরে ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন ! এক্ষণে ধর্ম্ম রাজ যুধিষ্ঠির কোথায় ?

তখন ভীমসেন অর্জুন বাক্য শ্রবণে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের শরাঘাতে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন । এক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কিনা, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে ।

অর্জুন ভীমসেন কতৃক ত্রৈরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন ! তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এস্থান হইতে অবিলম্বে গমন কর । আমার বোধ হয়, কর্ণের শরসমূহে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন । তিনি পূর্বে দ্রোণের শরনিকরে গাততর বিদ্ধ হইয়াও যেপর্যন্ত দ্রোণাচার্য্য নিহত না হইয়াছেন, সেই পর্যন্ত বিজয় লাভ প্রত্যাশার যুদ্ধস্থলে অবস্থান করেন অদ্য যখন তাঁহাকে যুদ্ধস্থলে দর্শন করিতেছি না, তখন সূতপুত্রের সহিত যুদ্ধে তাঁহার জীবন সংশয় উপস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই । অতএব তুমি তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত শীঘ্র প্রস্থান কর । এক্ষণে আমি অরাতিগণকে অবরোধ করত এই স্থানে অবস্থান করিতেছি ।

ভীমসেন অর্জুন বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত গমন কর । তোমারই কর্তব্য । এক্ষণে এ স্থান হইতে গমন করিলে, বিপক্ষগণ আমাদের ভীত বলিবে ।

• অর্জুন ভীমসেনের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন ! সংশয়কেরা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অবস্থান করিতেছে । এক্ষণে ইহাদিগকে সংহার না করিয়া শত্রুগণের নিকট হইতে প্রত্যাগমন করা আমার নিত্য অকর্তব্য । •

ভীমসেন অর্জুন বাক্য শ্রবণে কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! আমি একাকী

ସ୍ତ୍ରୀ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବେ ସଂଶ୍ଳେଷଣେର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିତେହି । ତୁମି ଧର୍ମରାଜେର ବ୍ରତାନ୍ତ ଜ୍ଞାତ ହେବାର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାନ କର ।

ସଞ୍ଜୟ କହିଲେନ, ହେ ରାଜନ୍ ! ମହାବୀର ଅର୍ଜୁନ ଭୀମସେନ କର୍ତ୍ତୃକ ଏହିରୂପ ଅଭିହିତ ହେବା ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଗୁଣିଷ୍ଠିରେର ସମୀପେ ଗମନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ କୃଷ୍ଣକେ କହିଲେନ, ହେ ବାହୁଦେବ ! ଆମି ଧର୍ମରାଜକେ ଅବଲୋକନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ନିତାନ୍ତ ସମୁଦ୍ଧୃକ ହେବାହି । ଅତଏବ ତୁମି ଏହି ସୈନ୍ୟାମାଗର ଅତିକ୍ରମ ପୂର୍ବକ ଗମନ କର ।

ତତ୍ପନ ଅଗ୍ରମେର ବାହୁଦେବ ଗରୁଡ଼ବେଗମୀ ଅଧର୍ମଗଣକେ ସଂହାରିତ କରତ ଭୀମସେନକେ କହିଲେନ, ହେ ବୃକୋଦର ! ସଂଶ୍ଳେଷଣକେ ସଂହାର କର । ତୋମାର ମନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନହେ । ଅତଏବ ତୁମି ଉହାଦିଗକେ ସଂହାର କର । ଆମରା ଏକପେ ପ୍ରସ୍ତାନ କରିଲାମ ।

ହେ ରାଜନ୍ ! ମହାତ୍ମା ହବିକେଶ ଭୀମସେନକେ ଏହି ରୂପେ ସଂଶ୍ଳେଷଣେର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିତେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅଚିରାତ୍ ସ୍ଥାନରେର ସମସ୍ତବ୍ୟାହାରେ ରାଜା ଗୁଣିଷ୍ଠିରେର ସମୀପେ ଉପନୀତ ହେଲେନ ଏବଂ ଉତ୍ତରେ ରଥ ହେତେ ଅବରୋହଣ ପୂର୍ବକ ଏକାକୀ ଧର୍ମରାଜେର ଚରଣ ବନ୍ଦନ କରତ ତାହାକେ ଅକ୍ଷତିହ୍ନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସାତିଶର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରଲେନ । ରାଜା ଗୁଣିଷ୍ଠିର ଦେବରାଜସମୀପେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଶ୍ୱିନୀକୂମାରଦ୍ୱୟେର ନାମ୍ନ ସେହି ବୀରଦ୍ୱୟକେ ସମାପତ ଦର୍ଶନ କରିବା ଜୟାନ୍ତର ନିହତ ହେଲେ, ସୁରଶୃଙ୍ଗ ବୃହସ୍ପତି ସେଧନ ବାସବ ଓ ବିଷ୍ଣୁକେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବାହିଲେନ, ତତ୍ପ୍ରମୁଖ ଉହାଦିଗକେ ସମୁଚିତ ଅଭିନନ୍ଦନ କରଲେନ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥଶରେ ନିହତ ହେବାହି, ଇହା ହିର କରିବା ପ୍ରୀତି ଅଭ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ ଗଳ୍ପଦ ବାକ୍ୟେ ସେହି ଲୋହିତଲୋଚନ କ୍ରତବିକ୍ରତାଞ୍ଜ ଶୋଣିତାନ୍ତକଳେବର ଅମିତ ପରାକ୍ରମ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନକେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରତ ଶାନ୍ତବାଦ ପ୍ରେରାଣ ପୂର୍ବକ ସନ୍ଧିତ ଯୁଦ୍ଧେ କହିତେ ଲାଗିଲେନ ।

—:—

ସଂସ୍କୃତିତମ ଅଧ୍ୟାୟ । ୬୭ ।

ହେ ଦେବକୀନନ୍ଦନ ! ହେ ଅର୍ଜୁନ ! ତୋମାଦିଗେର କୁଳଜାତ ? ଅନ୍ୟ ଆମି ତୋମାଦିଗକେ ଅବଲୋକନ କରିବା ସଂପରନୀତି ଆହ୍ୱାନିତ ହେଲାମ । ତୋମାରା ଅକ୍ରମେ ଧର୍ମରେ ନିରାପଦେ ମହାରଥ ଅତପ୍ରଭାବେ ସଂହାର କରିବାହି । ଲୋକବିଧ୍ୟାତ୍ତ ମହାରଥ କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳେ ଆତ୍ମବିବସୟ ଶରୀରାବିଶାରଦ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରପତ୍ନେର ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ବର୍ଷେର ନ୍ୟାୟ ଉହାଦିଗେର ରକ୍ତକ ହିଲ । ମହାବୀର ବୃଷସେନ

ক হুহুৎ ভাট্টাকে রক্ষা করিতেছিল। সে ভাগবতের নিকট দুর্জয় অস্ত্র লাভ করিয়াছিল। ঐ বীর সৈন্যসুখে গমন পূর্বক কৌরবগণকে রক্ষা ও বিপক্ষ মর্দন করিত, এবং প্রতিনিরত দুর্যোধানের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সাতিশর ক্রেশকর হইয়াছিল। ইহু প্রমুখ দেবগণও উহাকে পরাজয় করিতে অসমর্থ ছিলেন। তোমরা আজি ভাগ্যক্রমে সেই অগ্নি-সমন্তোজা, পবনবেগগামী, পাতালসমগম্য, মিত্রানন্দবর্দ্ধন ও আমার সুহৃৎ কুলকৃতান্ত মহাবীরকে সংহার করিয়া দৈত্যবিঘাতী দেবদ্বয়ের ন্যায় আমার সন্নিধানে উপনীত হইয়াছ। আজি সেই সর্বলোকের নিধনাভিলাষী কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর কর্ণের সহিত আমার ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী, দ্রোণদৌর্য্যপত্য পুত্র ও পাণ্ডালগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সাক্ষাতেই আমার রথ-ধ্বজ ছিন্ন, পাকি, সারথিহীন ও অশ্বগণকে নিহত এবং আমাকে পরাজয় পূর্বক যুদ্ধস্থলে আমার অঙ্গুগামী হইয়া আমার প্রতি বহুতর কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! অধিক আর কি বলিব, আমি কেবল আজি ভীমসেনের প্রভাবেই জীবিত আছি, যাহা হউক, কর্তৃত্ব অপমান আর আমার সহ্য হয় না। হে পার্থ! আমি যাহার ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর দিনযামিনীর মধ্যে কখন নিদ্রিত বা সুখী হইনাই, এক্ষণে তাহার প্রতি বিবেচ্য বুদ্ধি হওয়াতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি। আমি বাঞ্ছনীয় পক্ষীয় ন্যায় যত্নাকাল উপস্থিত বোধ করিয়া যতপুঞ্জের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছি। কি প্রকারে কর্ণকে নিপাতিত করিব, এই চিন্তাতে আমার বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে। আমি জাগ্রদবস্থায় কর্ণকে স্বপ্ন দেখিতাম। আমি কর্ণের ভয়ে সাতিশর ভীত হইয়া যে যে স্থানে গমন করিতাম। হে পার্থ! সেই সংগ্রামে অপরাধী মহাবলশালী কর্ণ আমার অশ্ব ও রথ বিনষ্ট করিয়া আমাকে পরাজিত করত অন্য জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছে। অন্য যখন কর্ণ আমাকে পরাজিত করিয়াছে, তখন আর আমার প্রাণ বা রাজ্যে প্রয়োজন কি? পূর্বে মহাবীর ভীষ্ম, কৃপ বা দ্রোণ হইতে আমার যে অবস্থা সংঘটিত হয় নাই, আজি মহারথ কর্ণ হইতে তাহা ঘটিয়াছে। এই জন্য আমি বিশেষ রূপে তাহার নিধন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি।

হে ধনঞ্জয়! মহাবীর কর্ণ যুদ্ধে বাসবগদ্য বিক্রমে কৃতান্ত সমান, অস্ত্রপ্রয়োগে পরশুরাম তুল্য। ঐ মহাবীর সর্বযুদ্ধপারদর্শী, যুদ্ধ-কৌশলগণের অগ্রগণ্য। ধৃতরাষ্ট্র বীর পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তোমার বিনাশের

নিমিত্তই কর্ণের অভিবাদন করিতেন, এবং সমস্ত যোদ্ধৃগণ মধ্যে কর্ণকেই তোমার যুত্মস্বরূপ স্থির করিয়াছিলেন। হে কৌশল্য ! তুমি কিরূপে মিত্র-গণ সমক্ষে করুণিশ্বেদী কেশরীর ন্যায় সেই সমরপ্রবৃত্ত কর্ণের শিরশ্ছেদন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে পুরুষপ্রবীর ! যে ছুরাছা তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে অবেষণ করত কহিয়াছিল যে, যে ব্যক্তি আমাকে ধনঞ্জয়কে দেখাইতে পারিবে, আমি তাহাকে ছয় মাতঙ্গযুক্ত রথ প্রদান করিব। সেই সূতপুত্র কি তোমার ককপত্রযুক্ত মুশাণিত শরসমূহে সমাহত হইয়া ধরাতেলে শয়ন করিয়াছে ? ছুরাছা দুর্যোধনের প্রশ্নে নিতান্ত গর্কিত সূতপুত্র তোমার অমুসন্ধান করত চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়াছিল; তুমি তাহারে বিনাশ করিয়া আমার সান্তিশয় হিতামুষ্ঠান করিয়াছ। যে বীরাভিমানী ছুরাছা তোমার দর্শনলাভার্থে প্রদর্শক ব্যক্তিকে হতী, গো ও অশ্ব, কাঞ্চনময় রথ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যে পাপাছা তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত সর্বদা স্পর্ধা করিত; যে ছুরাছা কৌরবগণের সভাস্থলে আয়ুশ্লাঘা করিয়াছিল এবং যে দৃষ্টি দুর্যোধনের অভিশয় প্রীতিভাজন ছিল, আজি তুমিই কি সেই বলগর্কিত সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছ ? সে কি তোমার সহিত সমরে সমাগত ও তোমার গাতীবিন্ধু শোণিত-পানী শরে বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া সমরাজনে শয়ন করিয়াছে ! দৃষ্টি দুর্যোধনের ভুজবয় কি ভগ্ন হইয়াছে ? যে পাপাছা সভা মধ্যে দুর্যোধনকে আক্লাদিত করত আমি অর্জুনের বধসাধন করিব এইরূপ গর্কপূর্ণ বাক্য-ধারা আয়ুশ্লাঘা করিয়াছিল, তাহার সেই বাক্য ত সত্য হইল না ? যে সূতমতি অর্জুন জীবিত থাকিতে আমি কখনই পাদক্ষালন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজি তুমি কি সেই সূতপুত্রকে সংহার করিয়াছ ? যে পাপাছা সভাস্থলে কৌরবগণের সাক্ষাতে জৌপদীকে কহিয়াছিল, হে কৃষ্ণ ! কেন তুমি নিতান্ত দুর্বল পতিস্ত পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতেছ না, হে অর্জুন ! তুমি কি তাহার দর্পচূর্ণ করিয়াছ ? যে দৃষ্ট আমি কৃষ্ণের সহিত অর্জুনকে বিনাশ না করিয়া কখনই প্রতি-নিবৃত্ত হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই হতভাগ্য কি তোমার শরজালে বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া রণস্থলে শয়ন করিয়াছে। হে অর্জুন ! সৃষ্ণ ও কৌরবগণের সমাগমকালে যে রূপ ঘোষতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তোমার অবদিত নাই। ঐ যুদ্ধে দৃষ্টি, সূতপুত্র আমাকে এইরূপ দৃষ্টশাপন করিয়াছে; তুমি শরাসননির্ম্মুক্ত প্রক্ষলিত শরনিকর

হারা সেই মূঢ়মতির কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ত ছেদন করিয়াছ ? আমি স্মৃতপুত্রের শরনিকরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তুমি আজি নিশ্চয়ই কর্ণকে বিনাশ করিবে। আমার সেই চিন্তা, ত সকল হইয়াছে ? হৃষ্যোধন যে কর্ণের পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া গর্জ প্রকাশ পূর্বক আমাদিগকে উপেক্ষা করিত, তুমি কি আজি বল-বীৰ্য্য প্রভাবে হৃষ্যোধনের প্রধান আশ্রয়-স্বরূপ সেই স্মৃতপুত্রকে সংহার করিয়াছ ? যে পাপাত্মা পূর্বে সভাস্থলে কৌরবগণের সাক্ষাতে আমা-দিগকে বণ্ডিত বলিয়াছিল ; যে ছুরাশ্বা সম্মিতমুখে দ্যুতক্রীড়ার নির্জিত কৃষ্ণাকে বলপূর্বক আনয়ন করিতে হুঃশাসনকে অহুমতি প্রদান করিয়া-ছিল এবং যে নীচপ্রকৃতি রথাত্তিরথ সংখ্যানসময়ে অর্দ্ধরপরূপে নির্দিষ্ট হইয়া শত্রুধরপ্রধান পিতামহকে তিরস্কার করিয়াছিল, সেই ছুরাশ্বা কর্ণ কি তোমার শরে নিহত হইয়াছে ? হে অর্জুন ! আমার হৃদয়ে অপ-মানবায়ু-সঙ্কুচিত ক্রোধানল নিয়ত প্রজ্বলিত হইতেছে। অদ্য তুমি, স্মৃতপুত্র আমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া এই সংবাদদ্বারা উহা নির্কোণ কর। কর্ণের নিধন আমার নিতান্ত প্রার্থনীয়। অতএব তুমি কিরূপে তাহারে নিহত করিলে, বল। হে পুরুষব্যাঘ্র ! বুভুক্ষুর নিহত হইলে বিষ্ণু যেমন হ্রৈঃস্রোতঃ আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও এত-ক্ষণ তোমার আগমন প্রতীক্ষা করত অবস্থিতি করিতেছি।

অর্কযক্ষিতম অধ্যায় । ৬৮ ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ ! অপরিসীম বীৰ্য্যসম্পন্ন জয়শীল মহা-মতি অর্জুন ধর্ম্মাশ্বা ক্রোধাবিষ্ট রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! অদ্য আমি যখন সংশ্লোকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তখন কৌরবসৈন্যগণের অগ্রবর্তী মহাবীর অশ্বখামা আশীবিধ সদৃশ সায়কনিচয় বর্ষণ করত সহসা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ আমার মেঘগম্ভীর নিম্বন রথ দর্শন করিয়াই পরিবেষ্টন করিতে লাগিল। আমিও সেই সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে পাঁচ শত ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিয়া অশ্বখামার ভিকট উপস্থিত হইলাম। মহাবীর অশ্বখামা আমাকে দর্শন করিবামাত্র গজেন্দ্র যেমন হৃৎশ্রেষ্ঠের সম্মুখে আগমন করে, তদ্রূপ আমার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং

নিহন্যমান কৌরবগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিত্য সমুৎসুক হইয়া পরম যত্ন সহকারে বিধায়ি সদৃশ সুশাগিত সায়ক দ্বারা আমাকে ও কৃষ্ণকে নিত্য নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অশ্বখামার আট আটটি গোসংযোজিত আটখানি শকট-পরিপূর্ণ যে অসংখ্য শর ছিল, তিনি আমার প্রতি তৎসমুদায়ই নিক্ষেপ করিলেন। আমিও বায়ু যেক্রপ জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তক্রপ তাঁহার শরনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি শিক্ষাকৌশল, অস্ত্রবল ও প্রযত্ন প্রদর্শন পূর্বক বর্ষাকালে কৃষ্ণমঘ যেক্রপ জলধারা বর্ষণ করে, তক্রপ অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তৎকালে আমার কোন্ পক্ষে অবস্থিতি এবং কখনই বা শর সন্ধান ও শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, আমি তাহা কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না। সেই সময় কেবল তাঁহার কার্পূর মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর অশ্বখামা আমাকে ও বাহুবদেবকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। আমিও কণকালমধ্যে অশনিকল্প ত্রিশং শরে তাঁহাকে নিত্য নিপীড়িত করিলাম। তখন তিনি আমার শরজালে নিত্য বিদ্ধ হইয়া শরীর ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তাঁহার শরীর হইতে নিরন্তর শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর গুরুনন্দন স্বীয় সৈন্যগণকে আমার শর-সমূহে নিষ্ঠাস্ত অভিভূত ও শোণিতাজ্জকলেবর অবলোকন করিয়া কর্ণের ব্রথসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবলশালী কর্ণগজ ও অশ্বগণকে ধাবমান ও যোদ্ধৃ-বর্গকে নিরতিশয় ভীত নিরীক্ষণ করিয়া পঞ্চাশং মহারথের সহিত অর্বিলম্বে আমার অভিযুগে উপস্থিত হইল। আমি সেই মহারথদিগকে সংহার করিয়া কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্বক সত্বরে আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। এক্ষণে গোসনুহ যেক্রপ হৃগেজ্জকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত হয়, পাঞ্চালগণ সেইরূপ কর্ণকে অবলোকন করিয়া ভীত হইতেছে। সম্প্রতি প্রভদ্রকগণ তাহার সম্মুখীন হইয়া যেন যমের ব্যাদিত মুখে নিপতিত হইয়াছে। মহাবল সূতনন্দন প্রভদ্রকগণের মধ্যে সাত শত বখীকে বিনষ্ট করিয়াছে। বস্তুতঃ ঐ মহাবীর যে পর্যন্ত আমাদিগকে নিরীক্ষণ না করিয়াছিল, সেই পর্যন্ত আমাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা উপস্থিত হয় নাই। হে রাজন্ ! মহাবীর অশ্বখামা পূর্বে আপনাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে এবং তৎপরে কর্ণের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া স্থির করিয়াছিলাম যে, আপনি, সূতপুত্রকে পারিত্যাগ পূর্বক শিবিরে আগমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মাশ্বন্ ! আমি পূর্বে

মহাবীর কর্ণের এই প্রকার অদ্ভুত অস্ত্রবল অবলোকন করিয়াছি, আজি তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে স্বল্পয়গণ মধ্যে এমন আর কোন ব্যক্তিই লক্ষিত হয় না; অতএব মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্রবর্কণে নিযুক্ত হউন এবং মহাবলশালী যুধামন্যু ও উত্তমৌজা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। আমি আজি যদি কর্ণকে যুদ্ধস্থলে দেখিতে পাই, তাহা হইলে বুঝাস্বরের সহিত সমাগত দেবরাজের ন্যায় সেই সুদুর্ভয় মহাবীরের সহিত মিলিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি আগমন পূর্বক আমাদের উভয়েরই সংগ্রাম অবলোকন করুন। ঐ দেখুন, প্রভদ্রকেরা কর্ণের প্রতি ধাবমান হইতেছে এবং রাজকুমারেরা স্বর্গলাভে সমুৎসুক হইয়া নিহত হইতেছেন। আমি যদি অন্য পরাক্রমপ্রভাবে বান্ধবগণসমবেত স্ত্রতপুত্রকে সংহার না করি, তাহা হইলে অসীকৃত প্রতিপালন পরাশুথ ব্যক্তির যে গতি লাভ হন, আমারও যেন সেই ক্লহগতি প্রাপ্তি হয়। হে নরপাল! এক্ষণে আপনি সংগ্রামে আমার বিজয় প্রার্থনা করুন। ঐ দেখুন, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতেছে। অতএব আমারে শীঘ্রই যুদ্ধস্থলে গমন করিতে হইবে। জ্ঞানি আমি নিশ্চয়ই সমস্ত সৈন্য ও বিপক্ষগণ এবং কর্ণকে বিনাশ করিব।

—•••—

একোনিসপ্ততিতম অধ্যায়। ৬৯।

হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির মহাবীর কর্ণের শর সমূহে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারে জীবিত শ্রবণ করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে অর্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমার সৈন্যগণ নিপীড়িত ও পলায়িত হইরাছে এবং তুমিও স্ত্রতপুত্রকে সংহার করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্বক আমার সমীপে উপনীত হইরাহ। এক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝিলাম, অর্ধ্যা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা তোমার নিতান্ত অসুচিত হইরাছে। তুমি বৈতবনে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমি একাকীই স্ত্রতপুত্রকে বিনষ্ট করিব। হে অর্জুন! এক্ষণে তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? তুমি অন্য কর্ণভয়ে ভীত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্বক ক্লিষ্টমনে এখানে উপস্থিত হইলে? তুমি যদি পূর্বেই বৈতবনে আমাকে কহিতে

হে, আমি কর্ণকে বিনাশ করিতে পারিব না, তাহা হইলে, আমি ইতি-
কর্তব্যতা অবধারণ করিতাম। হে কৌন্তেয়! সেই সময় তুমি আমার
সমীপে কর্ণের বিনাশসাধন বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া সম্প্রতি কি নিমিত্ত
আমাদিগকে বিপক্ষ মধ্যে আনিয়ন করিয়া কঠিন ভূভাগে নিক্ষেপ পূর্বক
চূর্ণ করিলে? হে ধনঞ্জয়! আমরা প্রতিনিয়ত তোমাকে বহুতর আশী-
র্বাদ করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি কললাভার্থী ব্যক্তিদিগের বহুপুস্তবিরা-
জিত ফলবিহীন বৃক্ষের ন্যায় আমাদিগের তৎসমস্তই বিফল করিলে।
আমি একান্ত রাজ্যাভিলাষী; কিন্তু এক্ষণে তোমা হইতে আমার জামিষ-
সমাচ্ছাদিত বড়িশের ন্যায় ও ভক্ষ্য দ্রব্য সমাবৃত বিষের ন্যায় রাজ্য
ব্যপদেশে বিনাশ লাভ হইল। হে পার্থ! যোগ্য সময়ে প্রত্যুপ্ত বীজ
যে রূপ মেঘের উপর নির্ভর করে, সেই রূপ আমরা কেবল রাজ্যলাভ
প্রত্যাশায় এই ত্রয়োদশ বৎসর তোমার উপর নির্ভর করিয়াছিলাম;
কিন্তু এক্ষণে তুমি আমাদিগকে অতিদুঃখে নিপাতিত করিলে। হে
শূচ! তোমার বয়ঃক্রম সাত দিন হইলে, আৰ্য্য কুন্তীর প্রতি দৈববাণী
হইয়াছিল যে, এই ইন্দ্রতুলা পরাক্রমশালী পুত্র সংগ্রামে সমস্ত অরাতি-
দিগকে পরাজিত করিবে। ইহারই বাস্তবলে খাণ্ডবপ্রস্থে দেব ও অন্যান্য
প্রাণিগণ পরাভূত হইবেন। এই বীর মজ, কলিঙ্গ, কৈকয় ও কৌরব-
গণকে বিনষ্ট করিবে। ইহার সদৃশ ধনুর্ধর আর প্রাহৃত হইবে না
এই মহাবীর সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইবে এবং ইচ্ছা করিলেই সমস্ত
জীবগণকে বশীভূত করিতে পারিবে। হে কুন্তি! দেবমাতা অদিতির
পুত্র বাসুদেবের ন্যায় এই পুত্র তোমার গর্ভে প্রাহৃত হইয়াছে। এই
বীর সৌন্দর্য্যে শশধর, ধীরতায় স্তম্বেক, বেগে পবন, ক্ষমাগুণে পৃথিবী,
তেজে সূর্য্য, শৌর্য্যে দেবরাজ, ঐশ্বর্য্যে কুবের ও বলবীৰ্য্যে ভগবান
বিষ্ণুর অমুরূপ হইবে। এই বংশধর পুত্র আপনাদিগের জয় ও অরাতি-
দিগের পরাজয়ের নিমিত্ত ধ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে।

হে কৌন্তেয়! তৎকালে অন্তরীক্ষে অবস্থিত দৈববাণী হইয়াছিল।
শতশৃঙ্গ গিরিশিখরবাসী মহর্ষিগণও ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু
এক্ষণে সেই দৈববাণী নিফল হইল। অতএব বোধ হইতেছে, দেব-
তারারও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হে মহাবাহু! আমি
আমিদিগের মুখে সর্বদাই কুন্তীর প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া দুঃখোদনের
উন্নতির বিষয়ে অনুমান আশা করিতাম না এবং তুমি যে, কর্ণ হইতে
জিত হইবে, আমার মনেও কদাপি এমন বিশ্বাস হয় নাই। হে পার্থ!

তুমি বিশ্বকর্ষবিনির্মিত অশক চক্রসম্বিত কপিকেতন রথে আরোহণ এবং হেমপটসঙ্গক অসি ও তালশ্রমাণ গাভীর শরণন ধারণ করিয়াছ; বিশেষতঃ বাসুদেব তোমার সারথি হইয়াছেন। তথাপি তুমি স্মৃতনন্দন হইতে ভীত হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক প্রত্যাগমন করিলে! এক্ষণে তুমি গাভীর বহু কেশবকে প্রদান কর। তুমি যদি কেশবের সারথি হইতে, তাহা হইলে উনি নিশ্চয়ই দেবরাজ বেক্রপ বজ্র ধারণ পূর্বক বৃত্তাস্ত্রকে সংহার করিয়াছিগেন, সেইরূপ প্রবলপ্রতাপ কর্ণকে নিহত করিতেন। হে ধনঞ্জয়! তুমি যদি অদ্য রণচ্যারী রাধানন্দনকে শরনিকরে নিবারিত করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে তোমা অপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্র হ্রস্বপুণ অন্য এক ভূপতিকে এই গাভীর বহু প্রদান কর। তাহা হইলে লোকে আর আমাদিগকে পাপপুরুষসেবিত অগাধ নরকে নিপতিত, জীপ্সাবিহীন ও রাজ্যস্বথপরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না।

হে হুয়ান্ন! তোমার সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করা অপেক্ষা পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাবে বিনষ্ট হওয়া কিম্বা কুস্তীর গর্তে জন্ম পরিগ্রহ না করাই প্রেরঙ্কর ছিল। হে পাণ্ডুতনয়! এক্ষণে তোমারে অধিক আর কি বলিব, তোমার গাভীবে ধিক্! অসংখ্য শর সমূহে ধিক্! এবং কপিধ্বজ ও অগ্নিদত্ত রথেও ধিক্ !!!

সপ্ততিতম অধ্যায় । ৭০ ।

হে ভরদ্বাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর, খেতবাহন মহাবীর অর্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় সত্বরে বজ্র প্রহণ করিলেন। তখন অন্তর্যামী বাসুদেব ধনঞ্জয়কে জুড় দেখিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমি কি নিমিত্ত অসি গ্রহণ করিলে? এক্ষণে তোমার ত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত নাই। এক্ষণে ধীমান্ ভীষ্মেন ধার্তরাষ্ট্রগণকে আক্রমণ করিয়াছেন। তুমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্দর্শনার্থ এখানে উপনীত হইয়াছ। এক্ষণে সেই সিংহবিক্রান্ত ধর্মরাজকে কুশলী দেখিয়া এই হর্ষসমনে কেন বিমোহিতের ন্যায় কার্য করিতেছ? এক্ষণে ত তোমার বধাহঁ কোন বীরপুরুষকে এখানে উপস্থিত দেখিতেছি না। তবে কি নিমিত্ত প্রহারে উদ্ভূত হইতেছ? আমার বোধ হয়, তোমার

চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকিবে। নচেৎ তুমি কি নিমিত্ত সত্ত্বরে খজা গ্রহণ করিলে? হে পৃথানন্দন! এ বিষয়ে তোমার অভিপ্রেত কি? আমি উহা জানিতে ইচ্ছা করি; তুমি আমার নিকট তাহা কীর্তন কর।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় মহাত্মা বামুদেব কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত ক্রুদ্ধ পদ্মগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কেশবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি অন্যকে গাভীর ধনু প্রদান কর, এই কথা যিনি আমাকে কহিবেন, এক্ষণে আমি তাঁহার শিরশ্ছেদন করিব; এই আমার উপাংশু ব্রত। হে অমিতপরাক্রম গোবিন্দ! তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমাকে সেই কথা কহিয়াছেন; অতএব এই ধর্মনিরত রাজাকে আমি বিনাশ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন ও সত্যের আনুগ্য লাভ করত নিশ্চিন্ত হইব। আমি এই নিমিত্তই তীক্ষ্ণধার করবারি গ্রহণ করিয়াছি। হে হৃষীকেশ! তোমার সতে এক্ষণে কি করা কর্তব্য। তুমি এই জগতের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছ। অতএব এ সময় বিবেচনা পূর্বক আমাকে যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।

হে মহারাজ! মহামতি বামুদেব অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারম্বার ধিকার প্রদান করত কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমাকে রোষপরবশ দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম, তুমি যথাকালে জ্ঞানবুদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই। তুমি ধর্মভীরু; কিন্তু ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত নহ। ধর্মবিৎ ব্যক্তির কদাচ এ প্রকার অকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না। আজি তোমারে জেদশ কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মূঢ় বলিয়া বোধ হইতেছে। হে অর্জুন! যে ব্যক্তি অকর্তব্য কার্য্যকে কর্তব্য ও কর্তব্য কার্য্যকে অকর্তব্য বলিয়া অবধারণ করে, সে নরাধম। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি তাহা জ্ঞাত হইতে পার নাই। অনিশ্চয়জ্ঞ পুরুষ কার্য্যাকার্য্য অবধারণ কালে তোমার মত নিতান্ত অবশ ও মূঢ় হইয়া থাকে। কার্য্যাকার্য্যের তত্ত্ব নিরূপণ করা অনায়াসসাধ্য নহে। শত্রু দ্বারাই সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তুমি যখন মোহবশতঃ পশ্চরক্ষার নিমিত্ত আগ্নেয়ধরুপ মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই। হে কৌন্তেয়! আমার সম্মতে আগ্নেয়গণের অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে,

কিন্তু প্রাণিহিংসা করা কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে। তুমি কিরূপে প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় ধর্মকোবিদ, পুরুষপ্রধান, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে? সাধু ব্যক্তিগণ সমরে অপ্রবৃত্ত, শরণাগত, বিপদ-প্রাপ্ত, প্রমত্ত ও রণপরাঙ্কুশ শত্রুরেও বিনাশ করা নিন্দনীয় কহিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুর জীবন সংহারে উদ্যত হইয়াছ! হে পার্থ! পূর্বে তুমি বালকতাপ্রযুক্তই এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ এবং এক্ষণে মূর্খতাবশতঃ অধর্ম কার্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অতি হৃজের ধর্মের স্তম্ভগতি না বুঝিয়াই গুরুর বিনাশে অভিলাষ করিতেছ। হে ধনঞ্জয়! পূর্বে কুরুণিতামহ ভীষ্ম, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহামতি বিহর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্মরহস্য কহিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই আমি কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সাধু ব্যক্তিরাই সত্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্যতত্ত্ব যারপর নাই হৃজের। সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই কর্তব্য; কিন্তু যে স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, রত্নক্রীড়া, প্রাণবিনাশ, সর্বস্বাপহারণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলেও পাতক হয় না। যে, সত্য ও মিথ্যার বিশেষ মর্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সে নিভান্ত বালক। আর যিনি সত্য ও অসত্যের প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করিতে সমর্থ হন, তিনিই ষপার্থ ধর্মজ। কৃতপ্রজ্ঞ পুরুষ অদ্ব্যহস্তা বলাকবধের ন্যায় নিদারুণ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াও বিপুল পুণ্য লাভ করিতে পারেন। আর অকৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্যাভিলাষী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় ঘোরতর পাপে নিপতিত হয়।

অর্জুন কহিলেন, হে কেশব! আমি বলাক ও কৌশিকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। তুমি আমার নিকট যথার্থরূপে কীর্তন কর।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জুন! পূর্বকালে বলাক নামে সত্যবাদী ধর্ম-নিরত অশ্রুশূন্য এক ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা মাতা ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিগণের জীবিকা নিরূপার্থ মৃগ বধ করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগয়ার গমন পূর্বক কুজাপি মৃগ প্রাপ্ত না হইয়া পরিশেষে এক অপূর্ণ নেত্রহীন ভ্রাণচক্ষু স্থাপন অবলোকন করিল। তৎকালে ঐ স্থপেন একাগ্রচিত্তে জলপান করিতেছিল; তদর্শনে ঐ ব্যাধ অধিলম্বে উল্লসে বিনাশ করিল। সেই অন্ধ স্থাপন বিনষ্ট হইবামাত্র আকাশ

হইতে পুণ্যবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল এবং অঙ্গরাদিগের মৃণ্ময় গীর্জা বাদ্য আরম্ভ হইল। অনন্তর সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান উপস্থিত হইল। হে অর্জুন! সেই স্বাপদ তপঃপ্রভাবে বর প্রাপ্ত হইয়া প্রাণিগণের বিনাশহেতু হওয়াতে বিধাতা উহাকে অঙ্গ করিয়াছিলেন। বলাক সেই প্রাণিবিনাশক মৃগকে সংহার করিয়া স্বর্গারোহণে সমর্থ হইল; অতএব ধর্মতত্ত্ব নিতান্ত দুর্বোধ্য।

আর দেখ, কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বী ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চন্দ্রের নদীগণের সঙ্কমস্থলে অবস্থিতি করিতেন। তিনি নিরন্তর সত্য বাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বন করত তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতিপয় ব্যক্তি দস্যুভরে ভীত হইয়া কাননমধ্যে প্রবেশ করিলে, দস্যুগণও রোষভরে যত্নসহকারে তাহাদিগকে সেই কাননে অন্বেষণ করত ঐ সত্যবাদী কৌশিকের নিকট সমাগত হইয়া কহিল, হে মহাত্মন! কতকগুলি লোক এই পথে আসিয়াছিল, তাহারা কোন্ দিকে গমন করিয়াছে; আপনি যদি অবগত থাকেন, তবে সত্য করিয়া বলুন। দস্যুগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, কৌশিক স্বীয় সত্য প্রতিপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি মনুষ্য এই তরুলতাশ্রয়-সমাক্ষন্ন বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তখন সেই নিষ্ঠুরকর্ম্মী দস্যুগণ তাহাদিগের সন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্বক বিনাশ করিল। স্তম্ভধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্যজনিত অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া ঘোরনরকে নিপতিত হইলেন।

হে অর্জুন! ধর্ম্মনির্গম্যানভিজ্ঞ অন্নবিদ্য ব্যক্তি জ্ঞানবুদ্ধগণের নিকট সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া ঘোর নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থানে অহুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্বোধ্য ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। অনেকে ক্রটিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন; আমি তাহাতে দোষারোপ করি না; কিন্তু সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব ক্রটিতে নির্দিষ্ট নাই; সুতরাং অনেক স্থলে অহুমান দ্বারা ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির জন্যই ধর্ম্ম নির্দেশ করা হইয়াছে। বাহ্য হিংসায়ুক্ত নহে, তাহাই ধর্ম্ম। হিংস্রদিগের হিংসা নিবারণের জন্যই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা জীবগণকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করে বলিয়া ধর্ম্ম নামে নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্বারা সমস্ত জীবের রক্ষা হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। বাহ্যের অন্যোয় সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া পরদারোপহরণাদি গর্হিত কার্যে

প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের সহিত আলাপ করাও অবর্তব্য । যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বিনাশ করিবার অভিলাষে কাহার নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তবে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মোনাবলম্বন করাই উচিত ; অথবা যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে, সে স্থলে মিথ্যা বলাই শ্রেয়স্কর । ঐ রূপ স্থলে মিথ্যাও সত্য স্বরূপ হয় । পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার বাসনায় ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা কাৰ্য্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হয়, সে কখনই উহার ফললাভ করিতে পারে না । প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতিবধ ও উপহাস এই সকল স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা সত্যস্বরূপ হয় । ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ উহাতে অধর্ম্ম নির্দেশ করেন না । যে স্থলে মিথ্যা শপথদ্বারা চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়স্কর । সে মিথ্যা অবশ্যই সত্যস্বরূপ হয় । ধনদানে সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে অর্থ দান করা কদাচ বিধেয় নহে । পাপাত্মাদিগকে ধনদান করিলে, অধর্ম্মাত্মস্থাননিবন্ধন দাতারেও নিপীড়িত হইতে হয় । অতএব ধর্ম্মের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলেও লোকে অধর্ম্মভাগী হয় না । হে পার্থ ! আমি তোমার হিতার্থী হইয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্রানুসারে আপনার বুদ্ধি ও সাধ্যানুরূপ ধর্ম্মসংকল্প কীর্তন করিলাম । এক্ষণে যুধিষ্ঠির তোমার বধা, কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া বল ।

অর্জুন কহিলেন, হে কেশব ! তুমি মহতী প্রজ্ঞাসম্পন্ন ; তুমি যাহা কহিলে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য ও আমাদিগের হিতজনক ! আমরা তোমাকে পিতা ও মাতার সদৃশ বলিয়া জ্ঞান করি । তুমি আমাদিগের গতি ও প্রধান আশ্রয় । এই জিভুবনমধ্যে কোন বিষয়ই তোমার অবিদিত নাই ; অতএব সত্য ধর্ম্ম যে, তোমার বিশেষ বিদিত আছে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যে আমার অবধা, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি । এক্ষণে তুমি আমার মনোগত ভাব শ্রবণ পূর্ব্বক অনুগ্রহ করিয়া তাহার উপায় নির্দেশ কর । হে বাসুদেব ! যদি কেহ আমাকে বহে যে, হে পার্থ ! তুমি তোমা অপেক্ষা অধিক অস্ত্রবল ও বলবীৰ্য্য সম্পন্ন ব্যক্তিকে এই গাভীর প্রদান কর, তাহা হইলে, আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ করিব ; আমার এই ব্রত তোমার অবিদিত নাই । মহাত্মা ভীমসেনেরও এই প্রতিজ্ঞা যে, যদি কেহ তাহাকে ভুৎসুক কহে, তাহা হইলে, তিনি তাহাকে বিনাশ করিবেন । হে কৃষ্ণ ! এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার সমক্ষেই আমাকে পুনঃপুনঃ অন্যে

‘হস্তে গাভীর শরাসন প্রদান করিতে কহিলেন। এক্ষণে আমি যদি ইহাকে বধ করি, তাহা হইলে, কণকালঃ এই, জীবলোকে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইব না। হে বাহুদেব! আমি মোহিত হইয়া ধর্ম-রাজের বিনাশ চিন্তা করিয়াও পাপাসক্ত হইরাছি, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা বিফল না হয় এবং আমার ও ধর্মরাজের জীবন রক্ষা হইতে পারে, তাহার উপায় অবধারণ কর।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জুন! ধর্মরাজ যুদ্ধে স্তম্ভপুত্রনিক্শিপ্ত নিশিত শরজালে ভাঙিত ও ক্ষতবিক্ষত গাত্র হইয়া বারপর নাই পরিশ্রান্ত ও ছঃখিত হইয়াছেন; এই জন্যই ইনি ক্রোধতরে তোমার প্রতি এইরূপ অসম্মত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তুমি উহার বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া স্তম্ভপুত্রকে বিনাশ করিবে, এই উহার অভিপ্রেত। পাপপরায়ণ কর্ণ নিতান্ত দুর্ধর্ষ; অদ্য কোরবেরা তাহাকে পণ্ডরূপ করিয়া সংগ্রামরূপ অক্ষ-জীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে সেই দুর্ধর্ষ স্তম্ভপুত্রকে সংহার করিলেই কোরবগণ অনায়াসে পরাভূত হইবে। মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই বিবেচনা করিয়াই পুরুষ বাক্য দ্বারা তোমাকে কোপিত করিয়াছেন। অতএব ইহাকে সংহার করা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য; কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাও তোমার উচিত। অতএব এক্ষণে ইনি প্রাণসম্বৎস ও যাহাতে মৃত বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারেন, এইরূপ এক উপায় অবধারণ করিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর। হে পার্থ। এই জীবলোকে মান্য ব্যক্তি বৎ দিন সম্মান লাভ করেন, তত দিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারেন। তিনি অপমানিত হইলেই তাঁহাকে জীবমৃত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। দেখ, বৃদ্ধ ও অন্যান্য বীরগণ, তুমি, নকুল ও সহদেব, তোমরা সকলেই ধর্মরাজকে সম্মান করিয়া থাক; আজি তুমি তাঁহাকে কিকিমাত্র অপমানিত কর। হে ধনঞ্জয়! গুরুকে তুমি বলিয়া নির্দেশ করিলেই তাঁহাকে বধ করা হয়। অতএব তুমি পুজনীয় ধর্ম-নন্দনকে তুমি বলিয়া নির্দেশ কর। এক্ষণে আমি বেক্রপ কহিলাম, অথর্ব বেদে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে এবং মহর্ষি অঙ্গিরাস এই প্রকারই কহিয়া গিয়াছেন। ফলত গুরুলোককে তুমি বলিয়া নির্দেশ করিলে, তাঁহাকে এক প্রকার বধ করা হয়। অতএব হিতৈষী ব্যক্তি বিচারিত্রি-স্তে আবশ্যক সময়ে ইহার অনুষ্ঠান করিবে। হে অর্জুন! এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে ধর্মরাজকে তুমি বলিয়া নির্দেশ কর। তাহা হইলেই ইনি অপমানিত হইয়া আপনাকে তোমার হস্তে নিহত জান

করিবেন। তৎপরে তুমি ইহার চরণে প্রণত হইয়া সাহসনা করিবে। তুমি এইরূপ করিলে, এই ধর্ম্মনন্দন ধর্ম্মার্থ পর্যালোচনা করিয়া কদাপি রোষাবিষ্ট হইবেন না। অতএব তুমি এক্ষণে এইরূপে আপনার প্রতিজ্ঞা এবং ভ্রাতার জীবন রক্ষা করত হৃতপুত্রের বধ সাধন কর।

—:—

একসপ্ততিতম অধ্যায় । ৭১ ।

হে নরনাথ ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ কহিলে পর, অর্জুন তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করত পক্ষ বাক্যে ধর্ম্মরাজকে বহিতে লাগিলেন, হে রাজন্ ! তুমি যুদ্ধস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতেছ। অতএব আমাকে তিরস্কার করা তোমার কর্তব্য নহে। মহাবলশালী ভীমসেন কোরবপক্ষীয় মহাবীরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। তিনিই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন। ঐ মহাবীর অসংখ্য রথী, হস্তারোহী, অগারোহী ভূপালগণকে প্রেীড়িত ও নিহত করিয়া মৃগনিহস্তা কেশরীর ন্যায় সহস্র সহস্র হস্তী এবং অব্যত কাষোজ ও পার্শ্বতীয়কে বিনাশ করত তোমার অশাধ্য হুঁকার কার্য সম্পাদন পূর্বক সিংহনাদ করিতেছেন। উনি ইন্দ্র, যম ও কুবেরের ন্যায় প্রভাবশালী ; ঐ মহাবীর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদা ও ধ্বজের আঘাতে চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত করিয়া হস্ত পদের আঘাতে অসংখ্য শত্রুর প্রাণ বিনষ্ট করিতেছেন এবং রথে আরোহণ পূর্বক শরাসননির্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সহস্র শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উনি একাকীই হৃৎযোধনের চতুরঙ্গ সৈন্য দলন করত নীল মেঘ সদৃশ অঙ্গ, বজ্র, কলিঙ্গ, নিষাধ, মাগধ ও অপরাপর বিপক্ষগণের প্রাণ বিনাশ এবং যথাকালে রথাক্রম হইয়া বারিধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শর বর্ষণ করিতেছেন। আজি তাঁহার নিশিত শরে অষ্ট শত নাগ নিপাতিত হইয়াছে। অতএব সেই বীরই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন। তুমি সর্বদা মিত্রগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া থাক ; অতএব আমার নিন্দা করা তোমার নিতান্ত অকর্তব্য। হে রাজন্ ! পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণদিগের বাক্যবল ও ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবল নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়াও বাক্যবল প্রকাশ করত নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে বলহীন বলিতেছ। সত্যসঙ্গ পিতামহ তোমার হিতাভিলাষে স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দেশ করিতে ক্রপদন্তনয় শিখণ্ডী সেই মহাত্মাকে নিপাতিত করিয়াছেন।

শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে, আমিই তাঁহারে রক্ষা করিয়া-
ছিলাম; নচেৎ ক্ষুপদনন্দন কদাপি পিতামহকে সংহার করিতে পারিতেন
না। ফলত আমি দ্বীপুত্র, শরীর ও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া তোমার
প্রিয়কামনায় যত্ববান্ রহিয়াছি। তথাপি তুমি আমারে বাক্যবাণে নিপী-
ড়িত করিতেছ। আমি তোমার নিমিত্ত মহারথগণকে সংহার করিতেছি;
কিন্তু তুমি নির্ভয়চিত্তে দ্রৌপদীর শয্যায় শয়ন করিয়া আমার অবমাননায়
প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুর; তোমার নিকট থাকিয়া কোনক্রমেই
সুখলাভ করিতে পারি না। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি দ্যুতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া
স্বয়ং অসাধু ব্যবহৃত ঘোরতর অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে আমাদিগের
প্রভাবে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হইয়াছ। অতএব আমি
তোমর রাজ্য লাভে পরিতুষ্ট নহি। সহদেব অক্ষক্রীড়ায় বহুবিধ দৌষ
ও অধর্ম্ম কীর্তন করিয়াছিল; তথাপি তুমি পরিত্যাগ কর নাই; সেই
জন্যই আমরা এই পাপগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি দ্যুতক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়া
স্বয়ং হুঃখোৎপাদন পূর্ব্বক অদ্য আমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করি-
তেছ। অতএব তোমা হইতে যে, আমাদিগের কিছুমাত্র সুখের প্রত্যাশা
নাই, তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি। হে রাজন! তোমার অপরাধেই
এই মহতী শত্রুসেনা আমাদিগের শরে নিহত হইয়া চীৎকার করত ছিন্ন
কলেবরে ভূমিতলে নিপতিত হইতেছে। তোমা হইতেই কৌরবদিগের
ধ্বংস উপস্থিত হইয়াছে। তোমার দোষেই উদীচ্য, প্রোচ্য, প্রচীচ্য ও
দাক্ষিণাত্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং উভয়পক্ষীয় বোদ্ধবর্গ যুদ্ধে অজুত
কার্য্য সম্পাদন করত পরস্পরকে বিনাশ করিতেছে। হে নরনাথ! তুমিই
দ্যুতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলে; তোমার নিমিত্তই আমাদিগের রাজ্য
নাশ ও বংশরোনাস্তি হুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব পুনর্ব্বার পরুষ
বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আমাকে ব্যথিত করিও না।

হে ভারত! ধর্ম্মভীক্ৰ শ্বিরপ্রজ্ঞ ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজকে এইরূপ পরুষ বাক্য
শ্রবণ করাইয়া অন্নমাত্র গাপাচরণ পূর্ব্বক নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অশু-
ভাপ করিতে লাগিলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে কোষ
হইতে খড়্গা নিকাশিত করিলেন। তখন কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি
কি জন্য পুনর্ব্বার এই আকাশের ন্যায় শ্যামবর্ণ অসি নিকাশিত করিলে?
তুমি শীঘ্র বৃদ্ধীর অভিপ্রায় আমার নিকট প্রকাশ কর। আমি তোমার
আয়োজনসিদ্ধির সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। মহাবীর অর্জুন মহাত্মা
বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব! আমি জ্যেষ্ঠ

জাতির অবমাননা করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। অতএব এক্ষণে
আত্মবিনাশ করিব। তখন পরম ধার্মিক বাহুদেব অর্জুনের বাক্য শ্রবণ
করিয়া কহিলেন, হে কোন্তের ! তুমি ধর্ম্মরাজের প্রতি এই প্রকার হুঁকাক্য
প্রয়োগ করিয়া আপনারে মহাপাপে লিপ্ত বোধ করত আত্মবিনাশে প্রবৃত্ত
হইয়াছ; কিন্তু আত্মহত্যা সাধুদিগের নিতান্ত নিন্দনীয়। দেখ, যদি তুমি
অন্য অসি প্রহারে ধর্ম্মনন্দন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিহত করিতে, তাহা হইলে
তোমার ধর্ম্মভীকৃত্য কোথায় থাকিত এবং তুমি পরিশেষেই বা কি
করিতে ! সূক্ষ্মধর্ম্ম অতিশয় দুর্জয়ের। অস্ত্র ব্যক্তি সহজে উহা কদাচ বুঝিতে
পারে না। হে পার্থ ! তুমি আত্মঘাতী হইলে, ভ্রাতৃবধ অপেক্ষা ভীষণ
নরকে পতিত হইবে; অতএব এক্ষণে তুমি স্বয়ং আত্মগুণ কীর্ত্তন কর,
তাহা হইলেই তোমার আত্মবিনাশ করা হইবে।

হে নরপাল ! মহাত্মা অর্জুন কেশবের বাক্যে অহুমোদন করিয়া
কার্য্যক অবনত করত যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! পিনাকহস্ত
মহাদেব ভিন্ন আমার সদৃশ মহাধর্ম্মের আর কেহই নাই। আমি তাঁহার
অমুগৃহীত ও মহাত্মা; আমি নিমেষমধ্যে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ
বিনষ্ট করিতে পারি। আমিই সমস্ত ভূপালগণের সহিত পৃথিবী জয়
করিয়া আপনার বৃশ্চবর্ত্তী করিয়াছি। আমার প্রভাবেরে আপনার দিব্য
সভা নির্ম্মিত ও সমাপ্তদক্ষিণ রাজস্বয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল। আমার কর-
তলে নিশিত শরনিকর ও জ্যায়ুক্ত শর শরাসন এবং পদতলে রথও স্বজের
চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। মৃদুশ ব্যক্তিকে সংগ্রামে পরাজয় করা কাহারও
সাধ্য নহে। আমি কৌরবপক্ষীয় উদীচ্য, প্রেতীচ্য, প্রোচ্য ও দাক্ষিণাত্য-
গণকে বিনষ্ট করিয়াছি। সংশপ্তকগণের অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।
ফলতঃ আমি কৌরবপক্ষের অর্দ্ধাংশ সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছি। দেবসেনা
সদৃশ বিক্রমসম্পন্ন কৌরবসৈন্যগণ মদীর শরনিকরে নিহত হইয়া যুদ্ধস্থলে
পয়ন করিয়াছে। আমি অস্ত্রজদিগকেই অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি,
এই জন্যই সমস্ত লোককে ভয়ানক করিতেছি না। হে মহারাজ !
এক্ষণে আমি ও কৃষ্ণ আমরা উভয়ে জয়শীল ভীষণ রথে আরোহণ পূর্ব্বক
রাধাকন্দনের বিনাশার্থ প্রস্থান করিতেছি। আপনি স্থিরভাবে অবস্থান
করুন। আমি নিঃসন্দেহ কর্ত্তকে শরসমূহে বিনষ্ট করিব। অদ্য হয় কর্ণের
জননী পুত্রহীনা হইবে, না হয়, আমার যুত্মনিবন্ধন জননী কুন্তী নিতান্ত
বিষম হইবেন। হে নরনাথ ! আমি প্রীতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য সূক্ত-
নন্দনকে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ কবচ পরিত্যাগ করিব না।

হে কুরুরাজ ! মহামতি ধনঞ্জয় ধর্মরাজকে এইরূপ কহিয়া কাঁদুক ও অস্ত্র পরিত্যাগ করত অগ্নি কোষমধ্যে সংস্থাপন পূর্বক লজ্জাবনতমুখে কৃতান্ত-
ঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ ! আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমায়ে ক্ষমা করুন। আমি কি নিমিত্ত আপনাকে
এরূপ কহিলাম, তাহা আপনি পরিণামে বুঝিতে পারিবেন। হে মহারাজ !
কর্ণ আমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে ; আমি অবিলম্বে
তাহাকে নিহত করিব। আমি কেবল আপনার হিতাভিলাষেই
জীবন ধারণ করিয়াছি ; এক্ষণে ভীমসেনকে যুদ্ধ হইতে যুক্ত ও কর্ণকে সং-
হার করিতে প্রস্থান করিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার
চরণ বন্দন করিয়া যুদ্ধে গমন করিবার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইলেন।

হে ভারত ! ঐ সময় ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ভ্রাতার পূর্বোক্ত কঠোর বাক্যে
নিতান্ত অবমানিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক দীনচিহ্নে কহি-
লেন, হে অর্জুন ! আমি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলাম ; তন্নিবন্ধন
তোমরা ঘোরতর হুঃখে পতিত হইয়াছ। আমি নিতান্ত বাসনাসক্ত, মূঢ়,
অলস, ভীক ও নিষ্ঠুর। আমি হইতেই তোমাদিগের কুল বিনষ্ট হইল।
অতএব তুমি অবিলম্বে আমার শিরশ্ছেদন কর ; আর কি সুখের প্রত্যাশায়
আমার অধীন থাকিবে। অথবা আমি অবিলম্বে অরণ্যে প্রস্থান করিতেছি ;
তুমি সুখী হও। মহাত্মা বৃকোদর রাজ্যলাভের উপযুক্ত ; আমি নিতান্ত
অকর্ম্মণ্য ; আমার রাজকাৰ্য্যে আর প্রয়োজন কি ? আমি আর তোমার
নিষ্ঠুর বাক্য সহ্য করিতে পারিব না। এক্ষণে ভীমই রাজা হউক। অব-
মানিত হইয়া আমার আর জীবন ধারণে কোন প্রয়োজন নাই। রাজা
যুধিষ্ঠির এই বলিয়া সত্ত্বরে গাত্রোত্থান পূর্বক বনপ্রস্থানে উদ্যত
হইলেন।

ঐ সময় মহাত্মা হৃষীকেশ ধর্ম্মরাজকে প্রণতিপূর্বক কহিলেন, হে
রাজন্ ! সত্যসন্ধ মহাবীর অর্জুন গাণ্ডীব বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,
তাহা আপনার অবদিত নাই। যে ব্যক্তি উহাকে অস্ত্রের হস্তে গাণ্ডীব
প্রদান করিতে কহিবে, উনি তাহারে সংহার করিবেন। আপনি অর্জুনকে
অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিয়াছেন। সেই জন্যই উনি স্বীয়
প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত আমার প্রবর্তনার আপনার অপমান করিয়া-
ছেন। গুরুজনের অপমানই মৃত্যু স্বরূপ। হে ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে আমরা
উভয়েই আপনার শরণাগত হইলাম। ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আমরা
অপরাধ করিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন। আমি আপনার

নিকট প্রীতিজ্ঞা করিতেছি, যে আজি রণভূমি কর্ণধির পান করিবে ।
এক্ষণে আপনি রাধানন্দনকে নিহত বলিয়া বিবেচনা করুন ।

রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেব কর্তৃক অভিহিত হইয়া সমস্তে তাঁহাকে উদ্ভা-
পিত করত কৃতান্তলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে কেশব ! তুমি যে সকল
কথা কহিলে, তৎসমস্তই সত্য । আমি ধনঞ্জয়কে অন্যের হস্তে গাতীব
শরাসন প্রদান করিতে অনুমতি করিয়া ছুইয়া করিরাছি । এক্ষণে তোমার
বাক্যে প্রবোধিত হইলাম ! আজি তুমি আমাদিগকে ঘোরতর বিপদ
হইতে বিমুক্ত করিলে । অদ্য অর্জুন ও আমি, আমরা উভয়েই
অজ্ঞানভাবে মোহিত হইয়াছিলাম ; এক্ষণে তোমার সাহায্যলাভে এই
ভয়ঙ্কর বিপদাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম । তোমার অসাধারণ প্রজ্ঞা-
শক্তি প্লবস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে অমাত্য ও বহুবর্গের সহিত হুঃখশোকা-
র্গব হইতে উদ্ধার করিল ।

—*—

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় । ৭২।

হে নন্দনাথ ! শ্রীমদ্রাজা কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ
করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অর্জুনকে অনুরোধ করিলেন এবং
ধনঞ্জয়কে শ্রেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগনিবন্ধন নিতান্ত বিম-
ন্যমান দেখিয়া কহিলেন, হে অর্জুন ! তুমি যদি তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা ধর্ম-
নিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বিনষ্ট করিতে, তাহা হইলে, তোমার অবস্থা কিরূপ হইত ?
তুমি ধর্মরাজকে দুর্ভাগ্য বলিয়া এরূপ হর্ষনা হইয়াছ ; কিন্তু যদি তাঁহাকে
বিনষ্ট করিতে, তাহা হইলে, পরিণামে কি করিতে ? যথার্থ ধর্ম স্বভাবতই
দুর্ভাগ্য ; বিশেষতঃ মন্দবুদ্ধিগণ উহা সহজে বুঝিতে পারে না । তুমি যদি
ধর্মভীকৃতাপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহার করিতে, তাহা হইলে,
তোমাকে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইত ; সন্দেহ নাই । যাহা-
হউক, এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে ধার্মিকব্রত যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন কর ।
রাজা প্রীতি লাভ করিলে, আমরা উভয়েই শীঘ্র কর্ণের প্রতি ধাবমান
হইব । অদ্য আমি অবশ্যই শরনিকর দ্বারা কর্ণকে নিহত করিয়া যুধিষ্ঠি-
রের অন্তঃকরণে প্রীতি সঞ্চারণ করিব । এক্ষণে যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করিয়া
যুদ্ধস্থল গমন করিবার এই প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে । উহা করিলেই
তোমার কার্য নিশ্চয় হইবে ।

হে মহারাজ ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাহুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত-
ভাবে ধর্মরাজের চরণযুগলে নিপতিত হইয়া বারম্বার কহিতে লাগিলেন,
হে রাজন ! আপনি আমার প্রতি প্রেম করুন। আমি ধর্মরক্ষার্থ আপ-
নার প্রতি যে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন।

হে ভরতর্ষভ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুনিপাতন ধনঞ্জয়কে পদতলে নিপ-
তিত ও রোরুদ্যমান নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক আলিঙ্গন
করত সম্মেলনোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধর্মরাজ যুধি-
ষ্ঠির ও অর্জুন অনেক ক্ষণ রোদন করিয়া অবশেষে পরস্পর প্রীতি লাভ করি-
লেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে অর্জুনের মন্তক আশ্রয়
করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত কহিতে লাগিলেন, হে পার্শ্ব ! সূততনয়
কর্ণ যুদ্ধকুশল সৈন্যগণের সাক্ষাতে শরনিকর দ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ,
কার্মুক, শক্তি, অশ্ব ও শরনিকর ছেদন করিয়াছে। আমি তাহার প্রভাব
ও কার্য্য দর্শন করিয়া বিবাদে নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি। আমার প্রাণধা-
র্য্যে আর কিছুমাত্র আস্থা নাই। তুমি যদি আজি তাহার প্রাণ সংহার
করিতে না পার, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব।

মহামতি অর্জুন ধর্মরাজের এই সকল বাক্য শ্রবণপোচর করিয়া কহি-
লেন, হে রাজন ! আমি মত্যা, মহাশয়ের স্বাস্থ্য, ভীমসেন, নকুল ও সহ-
দেবের শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আজি হয়, সময়ে কর্ণকে নিপাতিত
করিব, না হয়, স্বয়ং তৎকর্তৃক নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইব ; এক্ষণে এই
রূপ প্রতিজ্ঞাকৃত হইয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলাম।

মহাবীর অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া ক্রককে কহিলেন, হে বাহু-
দেব ! আজি তোমার বুদ্ধিপ্রভাবে নিশ্চয়ই কর্ণকে বিনাশ করিব। মহাত্মা
বাহুদেব অর্জুনের বাক্য শ্রবণে কহিলেন, হে পার্শ্ব ! তুমি কর্ণকে বিনাশ
করিবার উপযুক্ত পাত্র। আমিও প্রতিনিয়ত এইরূপ অভিলাষ করিয়া
থাকি যে, তুমি মহাবীর কর্ণকে বিনাশ করিবে। অনন্তর মহাত্মা বাহুদেব
পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্মরাজ ! আপনি ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা
করিয়া দুর্দ্দ্বিতি সূতপুত্রের নিধনে অহুজ্ঞা বন্ধন। আমরা আপনাকে
কর্ণের শরনিকরে নির্ণীড়িত শ্রবণ করিয়া আপনার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার
নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। দৌভাগ্যবশতঃ আপনি নিহত বা
মৃত হন নাই। এক্ষণে ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা করিয়া জয় লাভার্থে আশীর্বাদ
করুন। তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্শ্ব ! এস,
আমাদের আলিঙ্গন কর। তুমি আমারে হিতকর কথাই কহিয়াছ।

অতএব উহা পরুষ হইলেও আমি কমা করিলাম। এক্ষণে তোমাকে অহুজ্জা করিতেছি, তুমি কর্ণকে জয় কর। আমি তোমাতে যে দুর্শীক্য কহিয়াছি, তজ্জনা তুমি ত্রুঙ্ক হইও না।

হে রাজেন্দ্র ! তখন অর্জুন নতশিরা হইয়া পানিযুগল দ্বাৰা জোষ্ঠ ভ্রাতার চরণযুগল ধারণ করিলেন। তৎকালে ধর্ম্মরাজ অর্জুনকে উত্থাপন পূর্ব্বক গাঢ়তর আলিঙ্গন ও মন্তকোত্তরণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে মহাবাহো ! আমি তোমাকর্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হইলাম, এক্ষণে তোমাতে আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি শাস্ত্রত মাহাত্ম্য ও জয় লাভ কর।

তখন মহাবীর অর্জুন কহিলেন, হে মহারাজ ! অদ্য আমি শর-সমূহ দ্বারা বলগর্ভিত পাণবর্ষ্য স্ততপুত্রকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। দুর্শীতি কর্ণ শরাসন আনত করিয়া শরনিকর দ্বারা আপনাকে যে নিপীড়িত করিয়াছে, অচিরে তাহার ফলভোগ করিবে। হে মহীপতে ! আমি সত্য কহিতেছি যে, কর্ণকে নিহত করিয়া ভীষণ যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যগমন পূর্ব্বক আপনাকে দর্শন ও সম্মানিত করিব। হে জগতীপতে ! আমি আপনায় চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি যে, আমি অদ্য কর্ণকে বিনাশ না করিয়া কদাচ মহারণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইব না।

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির অর্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতঃ ! তোমার শোকক্ষয়, শত্রুবিনাশ, আয়ুর্বৃদ্ধি ও জয়লাভ হউক। দেবভারা তোমার কল্যাণ করুন। আমি তোমার নিমিত্ত যাহা অভিলাষ করি, তুমি তাহা প্রাপ্ত হও। এক্ষণে দেবরাজ যেরূপ আয়ুর্বৃদ্ধির নিমিত্ত বৃজ্রাহ্মের প্রতি গমন করিয়াছিলেন, তজ্জপ তুমিও আয়ুর্সমৃদ্ধির নিমিত্ত শীঘ্র কর্ণের প্রতি ধাবমান হও।

—:—

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় । ৭৩।

হে নরনাথ ! মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন এইরূপে হৃষ্টচিত্তে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করিয়া কর্ণের নিধনবাসনার কুক্ষকে কহিলেন, হে বাহুদেব ! আমি পুনরায় আমার রথ সজ্জিত এবং উহাতে অশ্ব সকল সংযোজিত ও সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সন্নিবেশিত কর। সূক্ষ্মকিত অশ্বশরণ সন্মানোদনের নিমিত্ত ভূপৃষ্ঠে বারবার বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উহাদিগকে

সুসজ্জিত করিয়া অবিলম্বে আনয়ন কর এবং কর্ণকে সংহার করিবার জন্য আমাকে যুদ্ধস্থলে লইয়া চল ।

মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক স্বীয় সারথি দারুককে আহ্বান করতঃ তাঁহাকে ধনঞ্জয়ের বাক্য অবিকল কহিয়া সমুদ্রে রথানয়নার্থে আজ্ঞা প্রদান করিলেন । দারুক মহামতি কৃষ্ণের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র অবিলম্বে রথে অশ্ব সংযোজন পূর্বক ধনঞ্জয়কে সংবাদ প্রদান করিলেন । মহাত্মা অর্জুন রথ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে আমন্ত্রণ পূর্বক উহাতে আরোহণ করিলেন । ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্তিবাচন এবং রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আশীর্ষদে করিতে আরম্ভ করিলেন ।

তখন মহাবলশালী অর্জুন সূতপুত্রের রাথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । সকলে তাঁহাকে দ্রুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে মহামুভব পাণ্ডব বর্জ্বক নিহত বলিয়া বিবেচনা করিল । তৎকালে সমুদয় দিক্ পিদিম সর্বভোভাবে নির্মূল হইল । চাঁদ, শতপত্র ও ক্রৌঞ্চপক্ষিগণ পাণ্ডু-পুত্রকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল । পুণ্যমক শুভজনক বিহঙ্গমগণ অর্জুনের স্তব্ধ প্রদর্শন কবিয়া প্রফুল্লচিত্তে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল । ভীষণ-দর্শন গৃধ্র, বক, শোন ও কাকগণ মাংসলাভার্থী হইয়া অর্জুনের অগ্রে অগ্রে গমন করত তাঁহার শত্রু বল বিনাশ ও কর্ণবিনাশ রূপ শুভ নিমিত্ত সকল স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইল ।

হে রাজন্ ! মহাবীর অর্জুন এইরূপে যুদ্ধস্থলে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার কলেবর হইতে অননবত ধর্ম্মবারি বিগলিত হইতে আরম্ভ হইল । তিনি কিরূপে এই দুর্ব্বব বর্ষ সম্পাদন করিবেন, তাহাই সত্তত চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

তখন মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে নিতান্ত চিন্তাকুল নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে গান্ধীবধ্বন ! তুমি গান্ধীবপ্রভাবে যাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছ, এই পৃথিবীমধ্যে তোমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগকে জয় করিতে পারে ? ইজ্জসমপরাক্রম অসংখ্য বীর তোমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরম গতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন । তোমা ভিন্ন কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, ক্রতায়ু, অচ্যুতায়ু কাষ্যোজদেশীয় সুদক্ষিণ এবং অবস্তি-দেশীয় বিন্দ ও অম্ববিন্দ্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া ত্রেয়োলাভে সমর্থ হয় ? তোমার দিবা অস্ত্র, লঘুহস্ততা, বাহুবীৰ্য্য, যুগ্ম অসংমোহ-বিদ্যান, দৃঢ়ভেদিতা, লক্ষ্যে অস্থলন ও প্রহার-বিষয়ে সিবিশেষ-নিপুণ্য আছে । তুমি দেবগন্ধর্ব্ব সমবেত সমুদায় স্বাবর জলদায়ক

ভূত সংহার করিতে পার। তোমার সদৃশ বোদ্ধা আর পৃথিবীমধ্যে
বিদ্যমান নাই। যুদ্ধদুর্জয় ধনুর্জয় ক্ষত্রিয়গণের কথা কি বলিব,
দেবগণের মধ্যেও তোমার সদৃশ বীর কদাচ শ্রবণ বা দর্শনগোচর হয়
নাই। সর্বলোকশ্রুতা ব্রহ্মা গাভীর শরাসন নির্মাণ করিয়াছেন। তুমি
সেই গাভ্রী বধরণ পূর্বক সংগ্রাম করিতেছ। অতএব তোমার তুল্য
বীর আর কেহই নাই। যাহা হউক, তোমার যাহা হিতজনক, তাহা
নির্দেশ করা আমার অবশ্য কর্তব্য। হে মহাবাহো! তুমি কর্ণকে
অবজ্ঞা করিও না। কেন না, স্তূতপুত্র বীৰ্য্যবান্, গর্ভিত, মহাবীর, সুশি-
ক্ষিত, কার্যকুশল, বিচিত্র সোদ্ধা ও দেশকালের মন্থজ্ঞ। হে পার্থ!
কর্ণের গুণগ্রামের বিষয় আর অধিক বলিবার আবশ্যিকতা নাই; এক্ষণে
আমি সংক্ষেপে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। মহাবীর স্তূতপুত্র
আমার বিবেচনার তোমা অপেক্ষা অধিকতর বলবান্; অতএব পরম
যত্নসহকারে তাহাকে বিনাশ করা তোমার কর্তব্য। ঐ বীর ভেজে বহি
সদৃশ, বেগে বায়ু তুল্য, ক্রোধে অন্তকপ্রাতিম। ঐ মহাবাহুর দৈর্ঘ্য
আট অঙ্গুলিপরিমিত, বক্ষঃস্থল অতি বিস্তৃত। সে অভিমানী, প্রিয়-
দর্শন, যোদ্ধাগুণে সমলকৃত, বক্ষুগণের অভয়প্রদ, পাণ্ডবগণের ঘেষ্টা ও
কৌরবগণের হিতসাধনে তৎপর। এক্ষণে আমার মতে তুমি ভিন্ন অন্য
কেহই আজি ঐ বীরের নিধনসাধন করিতে সমর্থ নহেন। অতএব তুমি
আজি উহাকে সংহার কর। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সকলে একত্র মিলিত
হইয়াও পরম যত্নসহকারে ঐ মহাবলকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন
না। হে অর্জুন! হুরাশ্বা স্তূতপুত্র নিতান্ত পাপপরায়ণ, ক্রুবস্বভাব ও
তোমাদিগের বিদ্বেষী। সে এক্ষণে বুধা তোমাদিগের সহিত বিরোধ
চরণ করিতেছে। অতএব তুমি সত্ত্বরে তাহারে বিনাশ করিয়া কৃতকায্য
হও। ঐ দুর্শ্বতিকে পরাজিত করিতে পারে, এমন আর কেহই নাই।
অতএব তুমি তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ধর্ম্মরাজের প্রীতি বর্দ্ধন কর।
দুর্শ্বতিকে কর্ণ বলদর্পে গর্ভিত হইয়া নিয়ত পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া
থাকে। পাপাশ্বা দুর্ঘ্যোধন উহার বীৰ্য্য প্রভাবে আপনাকে মহাবল
পরাক্রান্ত বলিয়া বোধ করে। অতএব অদ্য তুমি সেই শর, শরাসন
ও খড়্গধারী, গর্ভিত ও পাপ কার্যের মূলস্বরূপ কর্ণকে সংহার
করিয়া অশ্রীর প্রীতিভাজন হও। আমি তোমার বলবীৰ্য্য সর্বতো-
ভাবে পরিজ্ঞাত আছি। এক্ষণে দুর্ঘ্যোধন যাহার বাহুবল অব-
লম্বন পূর্বক তোমার বলবীৰ্য্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, তুমি

সিংহের মাতঙ্গবিনাশের নাম সেই হস্তপুত্রকে অবিলম্বে বিনাশ কর ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় । ৭৪ ।

হে নরনাথ ! অনন্তর উদারপ্রকৃতি মহাত্মা জ্বীকেশ কর্ণবধে কৃত-
 নিশ্চয় ধনঞ্জয়কে পুনরায় কহিলেন, হে সখে ! আজি সপ্তদশ দিন হইল,
 বহুসংখ্য মাতঙ্গ, অশ্ব ও মহুয্য নিরন্তর বিনষ্ট হইতেছে। পাণ্ডবপক্ষীয়
 অসংখ্য সৈন্য কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করত নিহত হইয়া অল্পমাত্রাবশিষ্ট
 হইয়াছে। কৌরবেরা বিপুল অশ্বমাতঙ্গসম্পন্ন হইয়াও তোমার প্রভাবে
 কৃতান্তভাবে গমন করিতেছে। সমুদয় পাণ্ডব, হস্ত্য ও সমাগত অন্যান্য
 মহীপালগণ তোমার আশ্রিত হইয়াই সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতেছেন।
 পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, কারুঘ ও চেদিগণ ত্বংকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াই
 অরতিসংহারে কৃতকার্য হইয়াছেন। হে পার্শ্ব ! পাণ্ডবদিগের মধ্যে
 কোন ব্যক্তিই তোমা কর্তৃক পরিরক্ষিত না হইয়া কৌরবগণকে পরাভব
 করিতে সমর্থ হয় না। আমি সত্য কহিতেছি যে, সামান্য কৌরবসেনার
 কথা কি বলিব, তুমি দেব, দৈত্য ও মহুয্যগণের সহিত ত্রিলাককেও
 পরাজয় করিতে পার। তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি দেবরাজ ইন্দের
 ন্যায় পরাক্রমসম্পন্ন হইয়াও রাজ্য ভগদত্তকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় ?
 মহীপালগণ তোমার ভূজবলে পরিরক্ষিত সেনাগণকে দর্শন করিতেও
 পারেন না। হে অর্জুন ! মহাবীর শিখণ্ডী ও শৃষ্টহ্যম ত্বংকর্তৃক প্রতি-
 নিয়ত অভিরক্ষিত হইয়াই অমিততেজা ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্যকে সমরে
 নিহত করিয়াছে; নচেৎ কোন ব্যক্তি সেই ইন্দ্রসমপরাক্রম মহারথ-
 ধরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় ? তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই
 বহুসংখ্য অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর রণহর্ষদ মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ,
 অশ্বখামা, সৌমদত্তি, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও দুর্যোধনকে পরাজিত
 করিতে সমর্থ হয় না। তোমার নিরন্তরনিকিঞ্চ শরনিকরে নানাদান-
 পদবাসী বহুসংখ্য ক্ষত্রিয় নিহত এবং রথ ও মাতঙ্গ সকল বিনীর্ণ হই-
 তেছে। হে ধনঞ্জয় ! বিপুল হস্ত্যসম্পন্ন গোবাস, দাশর্মা, বাশাতি,
 প্রোচস, বাটধান ও অভিমানী ভোজসৈন্যগণ তোমার ও ভীষ্মদেবের
 সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। তুমি ভিন্ন

একান ব্যক্তিই হুঁয়োধনের কার্যসাধনে নিযুক্ত কৌরবগণপরিবেষ্টিত উগ্রস্বভাব দণ্ডহস্ত সমরবিশারদ ভূবার, যবন, খশ, দার্বাভিসার, দরদ, শক, রামঠ, কোঙ্কণ, অন্ধ্রক, পুলিন্দ, কিরাতি, স্লেচ্ছ, পার্বতীর ও সমুদ্র-ভীরস্থিত শূরগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই। তুমি যদি হুঁয়ো-ধনের সৈন্যগণকে বাহিত ও উগ্রস্বভাব দর্শন করিয়া স্বপক্ষগণের পরিরক্ষণে যত্নবান না হইতে, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রতি গমন করা কাহার সাধ্য হইত ? তুমি রোষণরবশ পাণ্ডবগণকে রক্ষা করাতেই তাঁহারা মহা-র্ষবের ন্যায় সমুদ্রত ধূলিজালসংবৃত্ত কৌরবসৈন্যগণকে বিদারণ পূর্বক সং-হার করিয়াছেন। অদ্য সাত দিবস হইল, মগধরাজ মহাবলশালী জয়ৎসেন অভিমত্যা কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন এবং মহাবীর ভীমসেন গদা দ্বারা তাঁহার অস্থগারী দশ সহস্র মাতঙ্গের জীবন বিনষ্ট করিয়া অন্যান্য শত শত গজ ও রথ সংহার করিয়াছেন। হে পার্থ ! এই রূপে কৌরবগণ তোমার ও ভীমের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত সমরে বিনষ্ট হইয়াছে।

মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ এইরূপে কৌরবগণের সেনামুখ নিপা-তিত করিলে, দিব্যাস্ত্রবিশারদ ভীষ্মদেব শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া চেদি, কাশী, পাঞ্চাল, কঁকর, মৎস্য, ও কৈকয়গণকে শরজালে মমাচ্ছুর করত বিনষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার চাপচ্যুত বিপক্ষদেহবিদারণক্ষম হেমপুঙ্খ শরজালে আকাশমণ্ডল সমাবৃত হইয়াছিল। তিনি এক এক বার শর-নিক্ষেপ পূর্বক সহস্র সহস্র রথ বিনষ্ট করিয়া এক লক্ষ মহুয়া ও মাতঙ্গের প্রাণ সংহার করিয়াছেন। তাহারা নিহত হইয়া পতনকালে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ বিনষ্ট করিয়াছে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মদেব ধর্ম্মা-সারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দশ দিবস অনবরত শর বর্ষণ পূর্বক রথ সকল আরোহিশূন্য ও হস্তাশ্বগণকে বিনষ্ট করিয়া ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ন্যায় অমৃত মুক্তি প্রদর্শনানন্তর চেদি, পাঞ্চাল ও কৈকয়দেশীয় নরপতিগণকে নিপী-ড়িত করত প্রজলিত অনলের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়াছেন। তিনি যুদ্ধসাগরে নিমগ্ন মন্দমতি হুঁয়োধনের উদ্ধারার্থ সমরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, সৃষ্টিগণের সহস্র কোটি পদাতি ও অন্যান্য ভূপতিগণ তাঁহাকে অবলোকন করিতেও পারেন নাই। তিনি তৎকালে একাকী সমরে পাণ্ডব ও সৃষ্টিগণকে বিজ্ঞাবিত করত অদ্বিতীয় বীর বলিষ্ঠ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী কেবল তোমার প্রভাব-অভিরক্ষিত হইয়া সম্রতপর্ক শর সমূহ দ্বারা পুরুষপ্রবর কুরুপিতামহকে

বিনষ্ট করিয়াছে। কলত শাস্ত্রভূতনর মহামতি ভীষ্মদেব তোমার প্রভা-
বেই শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

প্রবলপ্রতাপশালী আচার্য্য দ্রোণও পাঁচ দিবস বিপক্ষ সৈন্য নিগীড়িত
করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর অভৈর্য্য ব্যূহ নির্মাণ পূর্ব্বক পাণ্ডবপক্ষীয়
মহারথগণকে বিনাশ ও সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করেন। ঐ কৃতান্ত-
তুল্য মহাপ্রতাপবান্ বীরবরের শরানলে রাত্রিষুদে অসংখ্য যোদ্ধা দগ্ধ
হইয়াছিল। এইরূপে মহাবলশালী দ্রোণাচার্য্য শত্রু সংহার পূর্ব্বক পরি-
শেষে ধূষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক নিহত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু
বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহা স্থির করিতে হইবে
যে, তোমার প্রভাবেই আচার্য্য নিহত হইয়াছেন। তুমি কণ প্রভৃতি
রথিগণকে নিবারণ না করিলে, ঐ মহাবীর কখনই নিহত হইতেন না।
হৃষ্যোধনের সমুদায় সৈন্য তোমা বর্ত্তক নিবারিত হইয়াছিল; এইজন্যই
ধূষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। হে পার্থ! তুমি জয়দ্রথের
নিধনকালে যেরূপ বীজ প্রকাশ করিয়াছ, আর কোন্ ক্রিয় তদ্রূপ
করিতে সমর্থ হয়? তুমি সমস্ত কৌরবসেনা নিবারণ পূর্ব্বক মহাবল পরা-
ক্রান্ত মহীপালগণকে বিনাশ করিয়া অন্ত প্রভাবে জয়দ্রথকে নিহত
করিয়াছ। ক্ষিতিপালগণ জয়দ্রথের বধসাধন করা নিতান্ত আশ্চর্য্য
বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি ঐ রূপ পরাক্রম প্রকাশ
পূর্ব্বক তাহারে সংহার করিয়াছ বলিয়া আমার উহা আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়
না। তুমি যদি সম্পূর্ণ এক দিবস যুদ্ধ করিয়া ঐই সমস্ত ক্রিয়াকে বিনষ্ট
কর, তাহা হইলেও আমি উহাদিগকে বলবান বলিয়া স্বীকার করি।
তুমি মুহূর্ত্তমধ্যেই সকলকে বিনষ্ট করিতে পার, সন্দেহ নাই। যখন মহা-
বল পরাক্রান্ত শাস্ত্রভূতনর ভীষ্ম ও দ্রোণ সমরে নিপাতিত হইয়াছেন,
তখন ভীষ্ম কৌরববাহিনী বীরবিহীন হইয়াছে। যোদ্ধৃবর্গ নিপতিত
এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে। আজি কৌরববাহিনী
চক্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রশূন্য নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইতেছে। পূর্ব্ব
দানবসৈন্য যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের পরাক্রমে বিনষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে
কৌরবসৈন্যগণও তদ্রূপ তোমার প্রভাবে ধ্বংস হইতেছে। কৌরব-
পক্ষীয় মহাবীরগণের মধ্যে কেবল দ্রোণাশ্বজ অশ্বখামা, সূর্য্যানন্দন কণ,
মজুরাজ শল্য ও আচার্য্য কৃপ এই পাঁচ জন অবশিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব
পূর্ব্ব মহাত্মা বিষ্ণু যেরূপ অসুরগণকে সংহার করিয়া ইন্দ্রকে বহুদ্বারা
প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি আজি ঐ পাঁচ মহারথকে সংহার

করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে পক্ষতারণ্যসম্বলিত ধরিত্রী প্রদান কর। পূৰ্ণ
কালে মহাত্মা বিষ্ণু দানবগণকে সংহার করিলে, দেবতারা বৈরূপ সম্ভট
হইয়াছিলেন, অদ্য তুমি অরাতিগণকে বিনাশ করিলে পাঞ্চালগণ ভয়
আত্মাদিত হইবেন। যদি তুমি তোমার গুরু বিজয়র দ্রোণাচার্য্যের
সম্মান রক্ষার্থে দ্রোণাশ্বজের প্রতি ও আচার্য্যগৌরবপ্রযুক্ত রূপের প্রতি
দয়া কর এবং যদি মাতৃবান্ধব বলিয়া কৃতবর্শ্মাকে ও মাতার ভ্রাতা বলিয়া
মদ্ররাজকে সংহার না কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই;
কিন্তু অধাৰ্ম্মিক নীচপ্রকৃতি কর্ত্তাকে অচিরে শাসিত শরে সংহার কর
তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, এ বিষয়ে তোমার
কিছুমাত্র দোষ নাই। দুৰ্য্যোধন রাজিকালে যে তোমাদিগকে মাতার
সহিত দগ্ধ করিতে উদ্যত এবং সভামধ্যে দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল,
পাপাত্মা কর্ণই তৎসমুদায়ের প্রধান কারণ। দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধন সৰ্বদা
স্বতপ্ত হইতেই পরিত্রাণ লাভের অভিলাষ করিয়া থাকে এবং তাহা
দ্বারা আমাকে নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দুৰ্ম্মতি স্বতপ্তপুত্র
ইহাই স্থির করিয়াছে যে, স্বতপ্তপুত্রই পাঞ্চালগণকে নিশ্চয় পরাজয় করিবে।
ঐ পাপাত্মা তোমার পরাক্রম পরিজ্ঞাত হইয়াও একমাত্র কর্ণেরই আশ্রয়
লাভ করতঃ তোমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুৰ্ম্মতি স্বতপ্তপুত্রও
আমি পাণ্ডবগণকে ও মহাবল কুরুকে পরাজয় করিব বলিয়া সৰ্বদা
হুয়াত্মা দুৰ্য্যোধনকে উৎসাহিত করত যুদ্ধস্থলে গর্জন করিয়া থাকে।
কলতঃ দুৰ্ম্মতি স্বতপ্তপুত্রনয়নঃ তোমাদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করি-
য়াছে, পাপপরায়ণ কর্ণ তৎসমুদায়েরই মূল। অতএব অদ্য তুমি তাহারে
বিনাশ কর।

হে অর্জুন! বুধভরদ্বাজ মহাবংশী অভিমত্যা দ্রোণ, অশ্বখামা ও
কুপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত এবং হস্তিগণকে আরোহি-
শূন্য, মহারথগণকে রথবিহীন, অশ্বগণকে আরোহিশূন্য এবং পদাতি-
গণকে অস্ত্র ও জীবিতবিহীন করিয়া সমুদায় সৈন্য ও মহাবীরগণকে
বিদলিত করতঃ হস্তী, অশ্ব ও মহাবাগণকে সংহার পূৰ্ব্বক যুদ্ধে অগ্রসর
হইতেছিল, ইত্যবসরে ক্রুরকৰ্ম্মা ছয় জন মহারথ একত্র মিলিত হইয়া
সেই মহাবীরকে বিনষ্ট করিয়াছে। আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহি-
তেছি যে, তদধর্শনাবধি ক্রোধানলে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। দুৰ্ম্মতি
স্বতপ্ত অভিমত্যা যুদ্ধকালে তাহারও বিদ্রোহচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল;
কিন্তু তাহার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও কুধিরাত্তকলেবর হইয়া তাহার

অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে ঐ ছয়দ্বা অভিযন্তার
প্রহারে অর্জুনীভূত, নিরুৎসাহ ও জীবনে নিরাশ হইয়া ক্রোধে দীর্ঘ
নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কণকাল অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থান করিয়াছিল।
পরিশেষে ঐ পাপাত্মা দ্রোণের তৎকালসদৃশ ক্রুরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া
শুভদ্রাতনয়ের কাশ্মুক ছেদন করিলে, কপটপরায়ণ অবশিষ্ট পাঁচ মহারথ
সেই আত্মবিহীন বালককে শরনিকরে বিনষ্ট করে। তদ্বর্ণনে কর্ণ ও
দ্রুপদ্যোদন ভিন্ন আর সকলেই বৎপরোনাস্তি হুঃখিত হইয়াছিল।

হে পার্থ! পাপপরায়ণ ছয়দ্বা কর্ণ সতামধ্যে কৌরব ও পাণ্ডব-
গণের সাক্ষাতে দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল, হে বিপুলনিতম্বে! মধুরভাবিণি
কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, অতএব
তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর। তোমার পূর্বতন পতিগণ বিদ্যমান
নাই, অতএব এক্ষণে দাসীভাবে কুরুরাজসদনে প্রবেশ করা তোমার
কর্তব্য। হে অর্জুন! পাপাত্মা হৃতপুত্র তোমার সাক্ষাতেই ধর্মপরায়ণ
দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ কঠোর বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিল। অদ্য
তুমি প্রাণবিনাশক শিলাশাণিত স্ববর্ণময় নারানিকরে সেই ছয়দ্বাকে
সংহার করিয়া তাহার দুর্সাক্ষর এবং তৎকর্তৃক তোমার প্রতি আচ-
রিত গাপের শাস্তি বিধান কব। অদ্য হৃতপুত্র গাণ্ডীবনির্মুক্ত ভীষ্ম
সায়কনিচর স্পর্শ করিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করুক। অদ্য
তোমার ভূতনির্মুক্ত বিদ্যাশ্রিত স্বর্ণপুত্র শরসমূহ কর্ণের বর্ম ও মর্ম বিদা-
রণ পূর্বক রথের পান পূর্বক উহারে শমনসদনে প্রেরণ করুক। অদ্য
দ্রুপতিগণ তোমার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া হাহাকার করত
বিবর্গচিত্তে কর্ণকে রথ হইতে নিপতিত এবং তাহার বহুবর্গ দীনভাবে
তাহাকে কথিরমগ্ন ও সমরশয্যায় শয়ান অবলোকন করুক। ঐ পাপা-
ত্মার হস্তিকক্ষ ধ্বজ তোমার ভগ্নাত্মে উন্নীত হইয়া কম্পিত হইতে হইতে
ধরাতলে নিপতিত হউক। মহাবীর মজরাজ তোমার সায়কনিচরে বিচূ-
র্ণিত, বোধবিহীন, স্ববর্ণালঙ্কৃত রথ পরিত্যাগ পূর্বক ভয়ব্যাকুল-
চিত্তে পলায়নপর হউক। অদ্য দ্বন্দ্বিতি দ্রুপদ্যোদন কর্ণকে বিনষ্ট দেখিয়া
রাজ্যলাভ ও জীবনে নিরাশ হউক।

ঐ দেখ; পাঞ্চালেরা দ্বন্দ্বিতি হৃতপুত্রের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও
তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার বাসনার ধাবমান হইতেছে। পাপাত্মা
কর্ণ পাঞ্চালগণ, দ্রৌপদেয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ, নৈকুল-
কিনর শতানীক, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ, জনমেজয় অর্জুন ও সাত্যকি

আক্রমণ করিয়াছে। ঐ কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত পরমাত্মীয় পাঞ্চাল-
গণের সিংহনাদ ঐতিগোচর হইতেছে। পূর্বে মহাবীর ভীষ্ম একাকী
শরজালে সমুদায় পাণ্ডবসৈন্যকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু মহা-
ধনুর্ধর পাঞ্চালগণ তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়াও যুদ্ধে পরাজুখ বা
ভীত হয় নাই। উহারা ধনুর্ধরগণের অস্ত্রগুরু, অনলগমতেজা দ্রোণা-
চার্য্যাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত সমুদায় হইত এবং কর্ণ
হইতে ভীত হইয়া কদাচ সমরপরাজুখ হয় নাই। অদ্য পাবক যেরূপ
শলভকুলকে দগ্ধ করে, তক্রূপ হুর্নতি কর্ণ মিত্রগণের প্রিয়সাদন্যার্থ জীবন-
ত্যাগে সমুদায়, মহাবেগে সমাগত সেই পাঞ্চালদিগকে সংহার করি-
তেছে। অতএব হে অর্জুন! তুমি আজি ধ্রুব স্বরূপ হইয়া সেই সংগ্রাম-
সাগরে নিমগ্ন মহাধনুর্ধরগণকে উদ্ধার কর। কর্ণ ঋষিবর ভার্গবের
নিকট হইতে যে ভীষণ অস্ত্র লাভ করিয়াছিল, আজি সেই বিপক্ষসৈন্য-
তাপন তেজঃপ্রদীপ্ত অস্ত্রের আবির্ভাব করিয়াছে। সেই অস্ত্রের প্রভাবে
অসংখ্য শর সমুৎপন্ন হইয়া ষটপদাবলির ন্যায় সমরাজ্ঞানে পরিভ্রমণ
করত পাণ্ডবসেনা সন্তপ্ত করিতেছে। পাঞ্চালেরা স্তূতপুত্রের অনিবার্য্য
অস্ত্রপ্রভাবে ব্যথিত হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ,
ভীমপরাজুখ ভীষ্মসেন সৃষ্টিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রোষভরে কর্ণের
সহিত যুদ্ধ করত তাহার অশাণ্ড শরসমূহে নিপীড়িত হইতেছেন।
এ সময় যদি তুমি কর্ণকে উপেক্ষা কর, তাহা হইলে, ঐ মহাবীর দেহ-
হিত ব্যাধির ন্যায় প্রবল হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃষ্টিগণকে সংহার
করিবে। হে পার্থ! যুধিষ্ঠিরবল মধ্যে তুমি ভিন্ন আর কোন যোদ্ধাই
কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অক্ষতশরীরে স্বর্গহে প্রত্যাগমন করিতে
সমর্থ হয় না। আমি সত্য কহিতেছি, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহই নাই
যে, যুদ্ধস্থলে স্তূতপুত্রের সহিত কৌরবগণকে পরাজয় করিতে পারে;
অতএব অদ্য তুমি অশাণ্ড শরনিকর দ্বারা মহারথ কর্ণের নিধনরূপ
মহৎকার্য্যের অমুষ্ঠান করত স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন, যশোলাভ ও
অস্ত্রশিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন পূর্বক পরম সুখ লাভ কর।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় । ৭৫ ।

হে রাজন! মহাত্মা অর্জুন কেশবের বাক্য শ্রবণ পূর্বক কণ্ঠজাল-
মধ্যে শোকবিশীন ও সন্তপ্ত হইয়া কর্ণবিনাশার্থ গাণ্ডীব গ্রহণ এবং

উহার জ্যা পরিমার্জন করিয়া कहিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি ভূত ও ভবিষ্যতের প্রবর্তয়িতা ; তুমি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সহায় হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার জয় লাভ হইবে। হে সখে ! আমি তোমার সাহায্য লাভ করিয়া কর্ণের কথা কি বলিব, একত্র সমবেত ত্রিলোকস্থ সমুদায় ব্যক্তিকেই সংহার করিতে পারি। হে জনার্দন ! আমি এক্ষণে পাঞ্চালসৈন্যগণকে ধাবমান হইতে এবং কর্ণকে নির্ভীক-চিত্তে যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতে অবলোকন করিতেছি। কর্ণনিশ্চুস্ত ভার্গবাত্ম্য ও ইন্দ্রনিকিণ্ড অশনির ন্যায় চতুর্দিকে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। অদ্য এই ভীষণ সময়ে আমি কর্ণকে বিনাশ করিলে, যাবৎ এই পৃথিবী বিদ্যমান রহিবে, তাবৎ আমার কীর্তি সর্বত্রই দেদীপ্যমান থাকিবে। অদ্য আমার বিকর্ণাত্ম সমুদায় গাভীবিনিশ্চুস্ত হইয়া কর্ণকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে। অদ্য রাজা দ্রুতরাষ্ট্র রাজ্যান্তের অযোগ্য হুর্ঘ্যোধনকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন বলিয়া স্ত্রী বৃদ্ধির নিন্দা করিবেন। অদ্য তিনি নিশ্চয়ই রাজ্য, স্ত্রী, স্ত্রী, রাজপুত্র ও পুত্রগণ হইতে পরিত্রষ্ট হইবেন। অদ্য স্ত্রুতপুত্র নিহত হইলে, হুর্ঘ্যোধন নিশ্চয়ই রাজ্যে ও জীবিতাশায় নিরাশ হইয়া তোমার সন্ধিবিষয়ক বাক্য সকল শ্রবণ করিবে। অদ্য স্ত্রুবলতনয় শকুনি আমার শরনিকর অক্ষ, গাভীব ইরোদ্য ও রথকে শারীস্থাপন পটু বলিয়া অবগত হইবে। অদ্য আমি স্ত্রুশাগিত শরনিকর দ্বারা কর্ণকে সমরশায়ী করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভাগরণ হিংস্র অপ-নীত করিব। অদ্য আমি স্ত্রুতপুত্রকে বিনষ্ট করিলে, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির প্রসন্নচিত্ত ও স্ত্রীত হইয়া স্ত্রুতভোগে কৃতনিশ্চর হইবেন।

হে কেশব ! অদ্য আমি সমরে এমন এক হুর্দ্বর্ষ নিরুপম শর পরিত্যাগ করিব যে, তাহা কর্ণকে জীবিতপরিত্রষ্ট করিবে। হে কৃষ্ণ ! হুরাত্মা কর্ণ পূর্বে আমার নিধনবিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি অর্জুনকে সংহার না করিয়া কদাচ পাদদালন করিব না ; অদ্য আমি সন্নতপর্ক শরসমূহ দ্বারা তাহার দেহ রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই ব্রত নিকল করিব। হুর্দ্বর্ষ স্ত্রুতপুত্র যুদ্ধস্থলে কোন মনুষ্যকেই লক্ষ্য করে না ; কিন্তু অদ্য আমার শরপ্রভাবে পৃথিবী তাহার শোণিতপান করিবে। পূর্বে ঐ হতভাগ্য, হুর্ঘ্যোধনের অভিপ্রায়ানুসারে আশ্রয়প্রার্থনা করত পাঞ্চালীকে হে কৃষ্ণ ! তুমি পতিহীন হইয়াছ বলিয়া যে উদ্ধাস করিয়া-ছিল, অদ্য আমার ক্রোধোজ্জ্বল আশীর্বাদতুল্য সাক্ষক সুকল তাহার সেই আশা মিথ্যা করিয়া তাহার শোণিত পান করিবে। অদ্য সৌদামিনী

সদৃশ প্রভাশালী নারীচনিচয় আমার ভুজদণ্ডসমাকৃষ্ট গাণ্ডীব হইতে বিনি-
 র্জিত হইয়া কর্ণকে পরম গতি প্রদান করিবে ! পূর্বে সূতপুত্র সভাস্থলে
 পাণ্ডবগণের নিন্দা করত পাঞ্চালীকে যে সকল কঠোর বাক্য কহিয়াছিল,
 অদ্য তজ্জন্ম অবশ্যই অনুতাপ করিবে । যে পাণ্ডবগণ কোরবসভায় বত-
 তিল হইয়াছিলেন, অদ্য দুরাশ্রা কর্ণ নিহত হইলে, তাঁহারা তিল হইবেন ।
 সূচমতি সূতপুত্র স্বীয় গুণ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে ধৃত-
 রাষ্ট্রপুত্রগণকে পরিভ্রাণ করিবে বলিয়াছিল, অদ্য আমার নিশিত শরজাল
 তাহারূপেই বাক্যের অসত্যতা প্রতিপাদন করিবে । যে দুরাশ্রা পুত্রগণ
 ঐবত পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে বলিয়াছিল এবং দুর্ক্ষুজি দুর্ধ্যোধন
 ষাহার বাহুবীর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিয়ত পাণ্ডবগণকে অবজ্ঞা করিবা থাকে,
 অদ্য আমি সমুদায় ধনুর্ধরগণের সাক্ষাতেই সেই রাধানন্দনকে বিনাশ
 করিব । অদ্য মহাবীর রাধের পুত্র ও বাহুবগণের সহিত মদীয় শরনিকরে
 নিহত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ সিংহদর্শনবিব্রস্ত যুগযুগের ন্যায় ভয়-
 ব্যাকুল চিত্তে দশ দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে এবং দুর্শ্বতি দুর্ধ্যোধন
 আপনার দুর্ক্ষের নিমিত্ত অনুতাপ ও আমাকে ধনুর্ধরগণের শ্রেষ্ঠ
 বলিয়া বিবেচনা করিবে । অদ্য আমি সূতপুত্রকে বিনষ্ট করিয়া
 নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্র, পৌত্র, অমাত্য ও ভৃত্যগণের সহিত নিরাশ্রয়
 করিব । অদ্য চক্রাঙ্গ ও নানাবিধ মাংসাশী জন্তুগণ আমার শরচ্ছিন্ন
 সূতপুত্রের দেহের উপর বিচরণ করিবে । অদ্য আমি সমস্ত ধনুর্ধর-
 গণের সাক্ষাতে তীক্ষ্ণধারি বিপাঠ ও ক্ষুরাজ দ্বারা পাণ্ডা রাধেয়ের
 দেহ বিদারণ ও মস্তক ছেদন করিব । অদ্য রাজা যুধিষ্ঠির চিরসঞ্চিত
 মনস্তাপরূপ মহাকষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিবেন । অদ্য আমি কর্ণকে
 বন্ধুবর্গের সহিত সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজকে আনন্দিত করিব । অদ্য
 আমার সর্পবিষ সদৃশ অনলসন্নিভ গৃধ্রপত্রমুক্ত সারক নিচয়ে কর্ণের অনুচর-
 বর্গের গ্রাণ বিনষ্ট হইবে । অদ্য আমি নরপতিগণের দেহে পৃথিবী
 সমাচ্ছন্ন এবং নিশিত শরসমূহে অভিমুখ্যর শত্রুগণের মস্তক ছিন্ন ও গাত্র
 ক্ষত বিক্ষত করিব । অদ্য হয়, আমি এই মেদিনী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিহীন
 করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিব, না হয়, তুমি অচ্ছন্নশূন্য হইয়া
 ইহাতে বিচরণ করিবে । অদ্য আমি ধনুর্ধরগণের সাক্ষাতে ক্রোধ,
 শরনিকর ও গাণ্ডীব শরাসনের নিকট অশ্রুণী হইব । দেবরাজ যেমন
 লম্বরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্য আমি কর্ণকে নিহত করিয়া
 ত্রয়োদশ বর্ষসঞ্চিত দুঃখ পরিত্যাগ করিব । অদ্য সূতপুত্র নিহত হইলে,

মিত্রজয়ভিলাষী সৌমবংশীয় মহারথেরা চরিতার্থ হইবেন । অদ্য আমি যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, মহাবীর সাত্যকি যার পর নাই আনন্দ লাভ করিবেন । অদ্য আমি সূতপুত্রকে ও তাহার মহারথ পুত্রকে বিনষ্ট করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিকে সন্তুষ্ট করিব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও অন্যান্য পাণ্ডালগণের নিকট অঞ্চলী হইব । অদ্য সকলে অমর্যপারবশ অর্জুনকে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করত সমরাজ্যে কর্ণের প্রাণ সংহার করিতে অবলোকন করুক ।

হে কৃষ্ণ ! আমি তোমার নিকট পুনরায় আশ্রয়ণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । এই ভূমণ্ডলে আমার সদৃশ ধনুর্বিদ্যাবিশারদ পরাক্রমশালী ক্রোধপরায়ণ বা ক্ষমাগুণসম্পন্ন আর কোন ব্যক্তিই বিদ্যমান নাই । আমি ধনুর্দ্ধারণ করিলে, একাধী বাহুবীৰ্য্য প্রভাবে একত্র সমবেত সমুদায় দেব-দানব ও অন্যান্য প্রাণিগণকে পবাত্ত করিতে পারি । অতএব তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আমার পুরুষকার অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আমি গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন অনলেব ন্যায় একাধী গাণ্ডীবনিশ্চুক্ত শরশিখা দ্বারা সমুদায় কৌরব ও বাহ্লিকগণকে দগ্ধ করিতে পারি । আমার করতলে শরনিকর ও শশর দিব্য শবাসন এবং পদযুগলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বিদ্যমান আছে ; অতএব মাদৃশ ব্যক্তি সংগ্রামার্থ গমন করিলে তাহাকে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নহে ।

হে বিশাম্পতে ! লোহিতলোচন শক্রনিপাতন অদ্বিতীয় বীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া ভীমের পরিত্রাণ ও কর্ণের দেহ হইতে মস্তক হরণ বাসনার সুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলেন ।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় । ৭৬ ।

যুৱরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহাবীর ধনঞ্জয় মদীয় যোদ্ধগণের মহাভয়দরূপ পাণ্ডব ও অশ্বজয়গণের সহিত মিলিত হইয়া সুদ্ধার্থ গমন করিলে, কর্ণের সহিত তাহার বিরূপ সংগ্রাম হইল ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ ! পাণ্ডবদিগের অসজ্জিত ধ্বজদণ্ডসম্পন্ন ঐশ্বর্য্যগণ যুদ্ধস্থলে সমাগত হইয়া ভেরীনিবাদ সহকারে প্রাবৃট্কৌলীন মেঘ-মণ্ডলের ন্যায় ঘোরতর গর্জন করিতে লাগিল । ঐ ভীষণ সংগ্রাম অকাল-সম্বৃত্ত অনিষ্টকর বর্ষার ন্যায় নিত্যন্ত ক্রুব ও প্রজাসংহাবক হইয়া উঠিল ।

মহামাতঙ্গ সকল জলধর; বিবিধ বাদ্যধ্বনি, রথনেমিনিম্বন ও তলশব্দ গভীর গর্জন; সুবর্ণবিচিত্রিত আয়ুধ সমুদায় বিদ্যুৎ এবং শর, অসি ও নারীচ প্রভৃতি অস্ত্র সকল জলধারাস্বরূপ হইল। ঐ যুদ্ধে শোণিতপ্রবাহ অনবরত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অসংখ্য রথী একত্র মিলিত হইয়া এক জন রথীকে, একজন রথী অসংখ্য রথীকে এবং একমাত্র রথী অন্য একমাত্র রথীকে কালকবলে নিপাত্তিত করিতে লাগিলেন। কোন রথী প্রতিপক্ষ রথীকে অশ্ব ও সারথির সহিত বিনষ্ট করিলেন। কোন কোন হস্তারোহী একমাত্র মাতঙ্গ দ্বারা অসংখ্য রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন শরনিকর নিক্ষেপ পূর্বক শত্রুপক্ষীয় বহুসংখ্যক পদাতি, মহাকায় মাতঙ্গ, অশ্বসারথিসমবেত রথ ও সাদিসমবেত অশ্বগণকে মৃত্যুর বশীভূত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সাত্যকি হর্গোধানের প্রতি গমন করিলেন। ঐতশ্রবা অশ্বখামার, যুধামন্যু, চিত্রসেনের ও উত্তমোজা কর্ণপুত্র সুষেণের সহিত ভূমূল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর সহদেব ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যেমন মহাবৃষের প্রতি ধাবমান হয়, তজপ গান্ধাররাজ শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুলপুত্র শতানীক কর্ণতনয় বৃষসেনের প্রতি সায়কনিচয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃষসেন শতানীককে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত নকুল কৃতবর্ষাকে এবং পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যসমবেত কর্ণকে শর-জালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ হুঃশাসনও সংশপ্তকসৈন্যগণ সমভিব্যাহারে মহাবলশালী ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মহাবলশালী উত্তমোজা সুশাগিত শর দ্বারা সহসা কর্ণপুত্র সুষেণের মস্তক ছেদন করিলেন। সুষেণের ছিন্ন মস্তক ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করিয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। মহাবীর কর্ণ তদর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া রোষভরে সুশাগিত শরনিকর দ্বারা উত্তমোজার অশ্ব, রথ ও স্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন উত্তমোজা তীক্ষ্ণধার শরনিকর ও ভাস্কর অসি দ্বারা কৃপের পাশ্চিগ্রাহগণকে সংহার করিয়া পরিশেষে শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন। তখন শিখণ্ডী কৃপাচার্য্যকে বিরোধ দেখিয়া তাঁহার উপর শরপ্রহার করিতে অভিলাষ করিলেন না। অনন্তর মহাবীর অশ্বখামা কৃপাচার্য্যকে পক্ষে নিমগ্ন বৃষভের ন্যায় বিপদ-

প্রভু দেখিয়া অচিরে তাঁহার নিকট আগমন পূর্বক তাঁহাদের সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। ঐ সময় সুবর্ণবর্মধারী ভীমসেন গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নগত মার্ভিণ্ডের ন্যায় প্রথর তেজ প্রকাশ পূর্বক স্থানান্তিত শর সমূহ দ্বারা কৌরবসৈন্যগণের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় । ৭৭ ।

রে রাজন্ ! অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই ভীষণ বুদ্ধস্থলে বহুসংখ্য বিপক্ষসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া সারথিকে কহিলেন, হে সারথি ! তুমি ক্ষতবেগে ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যমধ্যে রথ সঞ্চালন কর। আমি অচিরে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। তখন সারথি বিশোক ভীমসেনের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র ক্ষতবেগে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিল এবং বৃকোদর যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, সম্মুখে তাঁহাকে সেই স্থানে উপনীত করিল। তখন অন্যান্য কৌরবগণ চতুর্দিক্ হইতে হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সমভিব্যাহারে ভীমসেনের অভিযুখে গমন পূর্বক তাঁহার বেগগামী রথের উপর অনবরত শরশ্রবণ করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা বৃকোদরও সুবর্ণময় শর সমূহে সেই সমাগত শর সকল হই তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ঐ সমস্ত হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি সকল ভীমশরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত শৈলের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। মহীপালগণ ভীমের ভীষণ শব্দনিকরে নির্ভিন্ন কলেবর হইয়া পুষ্পলাভার্থী বিহঙ্গমগণ যেরূপ বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তক্রূপ চতুর্দিক্ হইতে বৃকোদরের অভিযুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন কল্লাস্তকালীন ভূতসংহারে প্রবৃত্ত দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় মুখ ব্যাদান পূর্বক মহাবেগে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ বেগ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ ও তদীয় শরনিকরে নির্ভব নিপীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে বায়ুবিক্ষোভিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবমান হইল।

তখন মহাপ্রতাপশালী ধীমান্ ভীমসেন পুনরায় সাতিশর আনন্দিত হইয়া সারথিকে সন্বেদন পূর্বক কহিলেন, হে বিশোক ! এক্ষণে আমি সংগ্রামে একান্ত আসক্ত হইয়াছি ; সমাগত রথ সকল অকীয় বা পরকীয়

শ্রুতিতে পারিতেছি না ; অতএব তুমি উহা বিশেষরূপে অবগত হও । আমি যখন সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া শরনিকরে স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন না করি । চতুর্দিকে অসংখ্য শত্রু, রথ ও ধ্বজাগ্র সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে ; বিশেষতঃ মহারাজ অদ্য সাতিশয় নিপীড়িত হইয়াছেন এবং ধনঞ্জয়ও এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই, এই সকল কারণে আমার সমধিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । হে সারথ্যে ! অদ্য ধর্ম্মরাজ আমার নিকট হইতে বিপক্ষপক্ষমধ্যে গমন করিয়াছেন । ধর্ম্মাত্মা অর্জুনকেও অবলোকন করিতেছি না । এক্ষণে উঁহারা উভয়ে জীবিত আছেন কি না জানিতে না পারিয়া আমার সাতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে । যাহা হউক, অদ্য আমি এই সময়ক্ষেত্রে সমবেত শত্রুসৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার সহিত আনন্দানুভব করিব । এক্ষণে তুমি আমার রথস্থিত ভূগীরে কোন্ কোন্ শর কি পরিমাণে অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাকে বিজ্ঞাপিত কর ।

বিশোক কহিলেন, হে ভীমসেন ! এক্ষণে আপনার ভূগীরে অযুত সংখ্যক শর, অযুত সংখ্যক ক্ষুর, অযুত সংখ্যক ভল্ল, দুই সহস্র নারাত, তিন সহস্র প্রদর এবং অসংখ্য গদা, অসি, প্রাস, মুদগর, শক্তি ও তোমার বিদ্যমান রাহিয়াছে । যে সমস্ত অস্ত্র অবশিষ্ট আছে, সেই সকল শকটে নিহিত করিলে, ছয় বলীবর্দেও উহা বহন করিতে সমর্থ হইবে না । অতএব তুমি স্বীয় বাহুবল প্রকাশ পূর্বক নিঃশঙ্কচিত্তে অসংখ্য অস্ত্র পরিত্যাগ কর । অস্ত্র শেষ হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই ।

ভীমসেন কহিলেন, হে বিশোক ! অদ্য দেখ, আমার নৃপদেহবিদারণক্ষম বেগবান শরপ্রভাবে দিবাকর তিরোহিত হইলে, রণভূমি যমলোকসদৃশ দুর্দর্শ হইয়া উঠিবে । অদ্য ভূপালগণ হয়, ভীমসেনকে সংগ্রামে নিহত, না হয়, একমাত্র তাঁহার প্রভাবে কৌরবগণকে পরাজিত জানিতে পারিবেন । আজি আমি সমস্ত কৌরবগণকে নিহত করিলে লোকে আমার শৈশবাবধি সন্মিত গুণ কীর্ত্তন করিবে । আজি হয়, আমি কৌরবগণকে নিহত করিব, না হয়, তাহারাই আমাকে নিহত করিবে । তন্মধ্যে মঙ্গলপ্রার্থী দেবগণ আমার বিষ বিনাশ করুন । অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় বজ্রহলে আহুত দেবরাজের ন্যায় শীঘ্র এই সময়রাজ্যে সমুপস্থিত হউক ।

হে বিশোক ! ঐ দেখ, ভারতী সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে এবং ভূপালগণ পলায়ন করিতেছেন, ইহার কারণ কি ? আমার বোধ হয়,

হে ভারত । অমিতপরাক্রম অৰ্জুন এইরূপে বজ্রসদৃশ শরসমূহে বহু-
সংখ্যক হস্তী, অশ্ব ও রথ বিদীর্ণ করিয়া ইন্দ্র যেমন বলায়ুবেগে সংহারার্থে
প্রাণ্ডান কবিয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণের নিধনবাসনায় ক্রতবেগে গমন করিতে
লাগিলেন এবং মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অরাতিসৈন্য-
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তখন কৌববপক্ষীর বীরগণ পরম সন্ত্রস্ত হইয়া
অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সমভিব্যাহারে মহাবেগে ধনঞ্জয়ের
অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের গমনকালে ক্রুদ্ধিত
মহাসাগরের জলকম্পনের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুদ্ভূত হইল । এই
রূপে সেই ব্যাঘ্রদমপরাক্রম মহারথগণ প্রাণভয় পবিত্র্যাগ করিয়া পুরুষা-
গ্রগণ্য ধনঞ্জয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলে, পাণ্ডুনন্দন প্রবলবায়ু যেমন
জলদজাল সমাহত করে, তদ্রূপ তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে নিপীড়িত
করিতে লাগিলেন । তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া অৰ্জুনের অভি-
মুখে আগমন পূৰ্ব্বক তাঁহাকে শরসমূহে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ।
মহাবীর অৰ্জুন তাঁহাদের শরনিকরে সমাহত হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে
বিশিষ্ট সমূহে সহস্র সহস্র বধ, হস্তী ও অশ্ব ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন ।
মহারথগণ পার্শ্বশরে সমাহত ও ভীত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অশ্ব রথে অব-
স্থান করিতে লাগিলেন । তখন মহাবলশালী ধনঞ্জয় সুশাবিত শরসমূহে
রণবিশারদ চায় শত মহারথকে সংহার করিলেন । হতাবশিষ্ট যোদ্ধগণ
অৰ্জুনের নানাবিধ লায়কনিচরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ
পূৰ্ব্বক চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের পলায়নকালে
বাহিনীমুখে গিরিসংঘটিত জলধিজলের গভীর নিম্ননের ন্যায় তুমুল শব্দ
সমুদ্ভূত হইল । অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শরসমূহে সেই সৈন্যগণকে
বিদ্ধ ও বিদারিত করিয়া কর্ণসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন ।
পূৰ্ব্বক গরুড় নাগগণের প্রতি ধাবমান হইলে, বেক্রপ ভীষণ শব্দ হইয়া
ছিল, পাণ্ডুনন্দন অৰ্জুন শক্সসৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইলে, তদ্রূপ
ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল ।

হে রাজন ! তখন বায়ুবেগগামী ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই
গভীর শব্দ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট ও ধনঞ্জয়কে দর্শন করিবার নিমিত্ত
সাতিশর উৎসুক হইলেন এবং লঘুহস্তত প্রদর্শন পূৰ্ব্বক প্রাণপণে
সুতীক্ষ্ণ শরসমূহে কোরবসৈন্যগণকে বিমর্দিত করত বায়ুবেগে রণক্ষেত্রে
বিচরণ করিতে লাগিলেন । কোরবসৈন্যগণ সেই যুগান্তকালীন ক্রতান্ত
সদৃশ ভীমসেনের অসাধারণ পরাক্রম অবলোকন করত একান্ত ভীত ও

শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত ; বিবৃণ্ডিত ও ভগ্ন, অর্ণবযানেয় ন্যায় বিদীর্ণ হইতে লাগিল ।

হে রাজন্ ! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সেই কোরবসৈন্য-গণকে বিমদ্বিত করিতে আরম্ভ করিলে, রাজা হর্ষোদধন মহাধর্ম্মর সৈনিকপুরুষ ও যোদ্ধাগণকে কহিলেন, হে বীরগণ ! তোমরা শীঘ্র ভীমসেনকে সংহার কর । ভীমসেন নিহত হইলেই পাণ্ডবসৈন্য নিঃশেষিত হইবে । তখন ভূপতিগণ হর্ষোদধনের অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র চতুর্দিক হইতে শরনিকর বর্ষণ করত বৃকোদরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । বহুসংখ্য মাতঙ্গ, রথী ও পদাতি ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল । তখন তিনি নক্ষত্রবিরাজিত পরিবেষমাধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । অনন্তর নরপতিগণ সকলে মিলিত হইয়া রোষকষায়িত শোচনে বৃকোদরকে সংহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন কৃতান্ততুল্য প্রভাবশালী মহাবীর বৃকোদর সম্মতপর্ক শরসমূহে সেই প্রভূত সৈন্য বিদারণ পূর্বক মহাছাল-বিনির্গত মৎস্যের ন্যায় তাহাদের মধ্য হইতে বিনির্গত হইলেন এবং সত্তরে দশ সহস্র অনিবার্য্য হস্তী, দুই লক্ষ দুই শত মনুষ্য, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও একশত রথ বিনষ্ট করিয়া সমরাস্ত্রনে বৈতরণী নদীর ন্যায় ভীক্ৰগণের ভয়বন্ধন শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন । রথ সকল ঐ নদীর আবর্ত্ত, মাতঙ্গ সমুদায় গ্রাহ, মানবগণ মীন, অশ্ব সমুদায় নক্ষ, চিকুরনিচয় শৈবাল ও শাছল, মজ্জা পক্ষ, মস্তক-সকল উপল খণ্ড, শরাসন সমুদায় কাশ কুন্ডম, শরসমূহ নিম্নোন্নত ভূমি, উক্ষীষ ফেনা, হারাবলি পদ্ম, ধূলিপটল বীচি-মালা এবং ছত্র ধ্বজ উহার হংসস্বরূপ শোভমান হইল । ঐ নদী ভীক্ৰগণের নিতান্ত হস্তর ; কিন্তু বলবিক্রমশালী বীরগণ নিভীকচিত্তে উহা অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন । হে ভারত ! ঐ সময় রথপ্রবর বৃকোদর যে যে স্থলে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই সেই স্থানেই প্রভূত যোদ্ধা বিনষ্ট হইয়া গেল ।

তখন রাজা হর্ষোদধন ভীমসেনের সেই অভূত কাৰ্য্য দর্শনে শকুনির কহিলেন, হে মাতুল ! তুমি শীঘ্র মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকে পরাজিত কর । উহাকে জয় করিতে পারিলেই সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য পরাজিত হইবে ।

হে রাজন্ ! মহাপ্রভাপশালী স্ববলতনয় শকুনি হর্ষোদধনের বাক্য-শ্রবণ পূর্বক ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সংগ্রামে উপনীত হইলেন এবং বেলাভূমি

যেদ্রুপ সাগরবেগে নিবারণ করে, তদ্রুপ ভীমের অভিমুখে গমন পূর্বক তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সুবলনন্দনের শরসমূহে নিবাসিত হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন শকুনি ভীমের বক্ষঃস্থলে সুবর্ণপুষ্প শিলাশাণিত নারাতনিকর নিক্ষেপ করিলেন। নারাত সকল বুকোদরের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন মহাবীর বুকোদর সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে শকুনির প্রতি এক সুবর্ণভূষিত ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। শকুনি সেই ঘোরতর মারক আগমন করিতে দেখিয়া লঘুহস্তত প্রদর্শন পূর্বক মস্ত্যু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তদ্বর্ণনে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া হাম্যাবুবে এক ভগ্নাত ছাড়া শকুনির কার্জুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অবলপ্রতাপ সুবলপুত্রও তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্বক অন্য এক শরাসন ও সন্নতপর্ক যোড়শ ভগ্ন গ্রহণ করিয়া দুই ভগ্নে ভীমের ছত্র ও এক ভগ্নে ক্ষত ছেদন করত সাত ভগ্নে তাঁহাকে, দুই ভগ্ন সারথিকে এবং চারি ভগ্নে চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অবলপ্রতাপ ভীমসেন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শকুনির প্রতি এক হেমদণ্ড লৌহময়ী শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভীম-নিষ্কিপ্ত ভুজগজিহবার ন্যায় চঞ্চল "ঘোরতর শক্তি মহাধেয়ে আগমন পূর্বক সুবলপুত্রের উপর নিপতিত হইল। তদ্বর্ণনে শকুনি যৎপরোনাস্তি বোবাষিষ্ট হইয়া সেই শক্তি প্রহণ পূর্বক ভীমেরই উপর নিক্ষেপ করিলেন। তাহার সেই শক্তি ভীমের বাহ বিদীর্ণ করত নভোমণ্ডল-পরিভ্রষ্ট সৌদামিনীর ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। কৌরবগণের বীরগণ তদ্বর্ণনে চারিদিক হইতে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্ ! মহাবলশালী ভীমসেন কৌরবগণের সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বে অন্য এক জ্যায়ুক্ত শরাসন গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করত জীবিতাশা বিসর্জন পূর্বক মহর্ষি মণ্ড্যেই শর-জালে শকুনির সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক সুবলনন্দনের চারি অশ্ব ও সারথিকে সংহার করত এক ভগ্নে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর শকুনি অশ্ব-বিহীন রথ পরিত্যাগ পূর্বক ধরাতলে অবরোহণ করিয়া ক্রোধকম্পান্বিত লোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শরাসন বিক্ষারণ করিতে করিতে চারিদিক হইতে শরবৃষ্টি দ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অবল-প্রতাপশালী ভীমসেন তদ্বর্ণনে অবিলম্বে শকুনির শরবৃষ্টি প্রতিওড় করিয়া

রোষভরে তাঁহার কাঁধে ছেদন পূর্বক অশাণিত শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। শত্রুর্ধ্বংস অলপুত্র ভীমের শরাঘাতে যৎপরোনাস্তি বিদ্ধ হইয়া গতাস্তর ন্যায় ধরাভালে নিপতিত হইলেন। তখন আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধন শকুনিকে নিতান্ত বিহ্বল দেখিয়া বৃকোদরের সাঙ্গাতেই তাঁহাকে রথে আরোপিত করিলেন। কৌরব-পক্ষীয় বীরগণ শকুনিকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া সময়ে পরাভুত ও ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! রাজা দুর্যোধনও অলপুত্র ভীমের হস্তে পরাজিত দর্শন করিয়া ভয়ে নিতান্ত আকুল হইয়া মাতুলের প্রাণ রক্ষার্থ তাঁহাকে লইয়া যুদ্ধস্থল হইতে অপস্থত হইলেন।

হে কুরুরাজ! আপনার পুত্রগণের সেনা সকল নরপতিকে সমর-পরাস্থিত নিরীক্ষণ করত যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তদর্শনে শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে ক্রতবেগে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন সেই কৌরবসৈন্যগণ ভীমের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হে নরশাব্দীল রাজেন্দ্র! নাবিকগণ যেমন ভগ্নপোত হইয়া বীপ প্রাপ্ত হইলে আশ্বাসিত হয়, তজ্জপ তাহারা স্তব-পুত্রের আশ্রয় লাভ করত আশ্বাস-যুক্ত হইল এবং হর্ষাবিষ্ট চিত্তে পুনর্বার জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল।

একোনাশীতিতম অধ্যায়। ৭৯।

হুতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিলে, দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা, দ্রুপাসন ও আমাদের পক্ষীয় অন্যান্য যোদ্ধগণ কি করিতে লাগিলেন? ভীমসেন যে একাকী আমার সমুদয় যোদ্ধগণের সহিত যুদ্ধ করিল, ইহাতে তাহার পরাক্রম অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে। অর্জুনিহন করণ সমস্ত কৌরবগণের কল্যাণ, বর্ষ, বশ ও জীবিতাশা স্বরূপ। সে কি তৎকালে আপনার প্রতিজ্ঞানুসারে যোদ্ধগণকে বিদ্ধ করিল? হে সঞ্জয়! কৌরবসৈন্যগণ ভীমসেন কর্তৃক পরাজিত হইলে, আমার দুর্ভিক্ষ পুত্রগণ, মহারথ ভূপালগণ ও রাধানন্দন কর্ণ কি করিতে লাগিলেন? সেই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্তন কর।

সঙ্গর কহিলেন, হে মহারাজ ! সেই অপরাহ্নকালে মহাবীর কর্ণ বুকোদরের সাক্ষাতে সমস্ত সোমকগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । মহাবীর ভীমসেন ও কৌরবসৈন্যগণকে বিকটে করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন কর্ণ ভীমসেনের প্রভাবে স্বীয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত দেখিয়া মদ্র-রাজকে কহিলেন, হে শল্য ! তুমি আমারে শীঘ্র পাঞ্চালগণের নিকট লইয়া চল । মহাবলশালী শল্য সূতপুত্রের আদেশানুসারে চেদি, পাঞ্চাল ও কাক্ষয়গণের অভিমুখে সেই বায়ুবৈগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে পরিচালন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাতঃ শক্রসৈন্যमध्ये প্রবেশ পূর্বক মহাবীর কর্ণ স্তুতিতে যে যে স্থলে গমন করিতে বাসনা করিলেন, সেই সেই স্থানেই রথ সমানীত করিলেন । পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সূতপুত্রের সেই ব্যাঘ্রচর্শ্ব পরিবৃত মেঘসকাশ রথ অবলোকন করিয়া ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইলেন । তৎকালে বিদীর্ণ পর্কত ও মেঘের ন্যায় সেই রথের ভীষণ শব্দ শ্রোতৃভূত হইল । মহাবলশালী কর্ণও আকর্ণপূর্ণ সুশাণ্ডিত শরনিকর দ্বারা শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ।

হে ভারত ! মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ যুদ্ধস্থলে এইরূপ অদ্বুত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ শিখণ্ডী, বুকোদর, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করত চতুর্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি বিংশতি ও বুকোদর শত শরে সূতপুত্রের জক্রদেশ আহত এবং শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত, দ্রোপদেরগণ চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত ও নকুল একশত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন । তখন মহাবলশালী কর্ণ ধমুটকার ও সূতীক শর সমূহ নিক্ষেপ করত তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া নিমেষ মধ্যে সাত্যকির ধ্বজ ও বার্ম্যক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নয় বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত ও ত্রিশং শরে বুকোদরকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা সহদেবের ধ্বজ ছেদন ও তিন শরে তাঁহার সারথিকে নিপীড়ন পূর্বক দ্রোপদীর পুত্রগণকে রথশূন্য করিলেন । তদর্শনে সকলেরই অন্তঃকরণে বিষময় জন্মিল । হে রাজন্ ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে সায়কসমূহ দ্বারা সমুদায় মহারথগণকে সমরপরা-জ্ঞ করিয়া সুশাণ্ডিত শরনিকরে মহাবল পাঞ্চাল ও মহারথ চেদিগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবলশালী চেদি ও পাঞ্চালগণ কর্ণের নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার অভিব্রুণে

গমন পূর্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহারথ সূতপুত্র ও সূতীক্স সায়কনিচয়ে তাঁহাদিগকে নিপীড়িত ও নিবাসিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । হে ভারত ! তৎকালে প্রবলপ্রতাপ কর্ণ একাবী শরজাল বিস্তার পূর্বক সমরে যত্নপরায়ণ পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য ধর্মুর্দ্ধরকে নিবারণ করিতেছেন দেখিয়া আমি নিতান্ত চমৎকৃত হইলাম । দেব, সিদ্ধ ও চারণগণ মহাত্মা রাধানন্দনের লসুহস্ততা সন্দর্শন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং মহাধর্মুর্দ্ধর কৌরবেরাও তৎকালে মহারথ কর্ণের বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

হে রাজনু ! ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ, নিদাঘকালীন প্রজ্বলিত মহাহত্যাশন যেক্রপ শুক তুণ দগ্ধ করে, তদ্রূপ শরশিখা দ্বারা বিপক্ষসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ কর্ণচাপনির্ম্মুক্ত শরনিকরে যৎপরোনাস্তি নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল । পাঞ্চালগণ কর্ণশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া আর্তন্বয় পরিত্যাগ কবিতে আরম্ভ করিল । সেই ঘোরতর শব্দ শ্রবণে অন্যান্য পাণ্ডবসৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া মহাবীর সূতপুত্রকে অধিতীয় যোদ্ধা বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল । তৎকালে শক্রনিপাতন রাধানন্দন যুদ্ধস্থলে এক্রপ অদ্ভুত বলবীৰ্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না । জলপ্রবাহ যেমন পর্বতে সংলগ্ন হইয়া বিলীর্ণ হয়, তদ্রূপ তাঁহার কণের সহিত মিলিত হইয়াই ইতস্ততঃ বিলীর্ণ হইতে লাগিল । তখন বীরবর মহাবাহু কর্ণ প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় পাণ্ডবসেনা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহার শরাসননির্ম্মুক্ত শরসমূহে অরাতিবীরগণের যন্তক, কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণ, বাহু এবং হস্তিদন্তনির্ম্মিত মুষ্টিদম্পন্ন খড়্গ, ধ্বজ, শক্তি, অশ্ব, গজ, রথ, পতাকা, ব্যজন, অক্ষ, যুগাযোক্ত্র ও চক্র সমস্ত নিরস্তর নিকৃত হইতে লাগিল । তাঁহার শরনিহত অসংখ্য গজবাজি ও তাঁহাদের মাংসশোণিতসজ্জাত কর্দমে রণস্থল ভ্রগ্ন হইয়া উঠিল । চতুর্দিকী সেনা নিহত ও নিপাত্তিত হওয়াতে কোন্ স্থান সম ও কোন্ স্থান বিষম, তাহার কিছুই অবধারিত হইল না । তৎকালে সূতপুত্রের অস্ত্রপ্রভাবে সমরঙ্গন তমসচ্ছন্ন হইলে, যোদ্ধৃবর্গ কে আত্মীয় কে পর কিছুই জানিতে পারিলেন না । অনন্তর মহাবীর কর্ণ কণ্ঠনহৃত শরলম্ব দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার বারম্বার ভগ্ন হইতে লাগিলেন । হে রাজনু !

অবশ্যমধ্যে সিংহ যেক্রপ রোষাবিষ্ট হইয়া যুগগণকে বিদ্রাবিষ্ট করে, মহাযশা কর্ণ তদ্রূপ মহারথ পাঞ্চালগণকে বারম্বার বিদ্রাবিষ্ট করত পশু-ঘাতী বৃকের ন্যায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডবসৈন্যগণকে সমরপরা-জুখ দর্শন করত সিংহনাদ করিতে কবিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ বাদমান হইল। ঐ সময় বাজা হুগোধান পরম আনন্দিত হইয়া বিবিধ বাদিত বাদনে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন মহাধনুর্ধর পাঞ্চালগণ ভয়ানক হইয়াও বীৰপুরুষের ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অরাজি-নিপাতন কর্ণও তাহাদিগকে বারম্বার ভগ্ন করিয়া শরনিকবে বিংশতি জন পাঞ্চাল ও শতাব্দিক চোঁদর প্রাণ সংহার করিলেন। তাঁহার পরে বিপক্ষ-গণেব রণোপত্ত, অশ্বপৃষ্ঠ ও গজকক নিঃস্রুত্যা এবং পদাতি সকল বিজ্রত হইতে লাগিল। তৎকালে তিনি মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তও এ কালান্তক যয়ের ন্যায় শোভা দাবণ করিলেন।

হে রাজন্! শক্রনিস্তদন মহাধনুর্ধর বাধানন্দন এইরূপে নর, অশ্ব, বণ ও কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিয়া, মহাবল কৃতান্ত যেমন প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ একাকী সোমকগণকে সংহার করত সমরাজনে অব-স্তান করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমরা পাঞ্চালদিগের অদৃত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তাহারা সমরস্থলে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও কর্ণকে পরিত্যাগ করত পলায়ন করিল না। হে ভারত! ঐ অবসবে মহাবলশালী রাজা হুগোধান, হুঃশাসন, কৃপাচাঁদ্য, অশ্বখামা, কৃতবর্মা এবং শকুনি ইহারাও প্রভূত পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। কর্ণেব যনবিক্রমশালী পুত্রবর ক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ পাণ্ডবসৈন্য নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীর যুধিষ্ঠির, শিবদী এবং জৌপদেয়গণও রোষভরে কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে সেই ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণের প্রভাবে পাণ্ডবদিগের এবং ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে কৌরবদিগের অসংখ্য সৈন্য নিহত হইতে লাগিল।

—*—

অশীতিতম অধ্যায় । ৮০।

হে নরনাথ! এ দিকে শক্রনিস্তদন ধনঞ্জয় কর্ণকে রোষাবিষ্ট দেখিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সংহার পূর্বক যুগস্থলে শূরগণের অস্থিনিচয়ে সমাকীর্ণ্য,

কাঁক ও গৃধ্রগণ কর্তৃক নিনাতিতা, অস্যাভিলাষী বীরগণের সুখে তরলীয়া, ভীকগণের হস্তরা, বীররূপ তরুনিকরহারিণী সোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন । মাংস, মজ্জা ও অস্থি সকল ঐ নদীর পঙ্ক, নরমস্তক সমুদায় উপলব্ধ, হস্তী, অশ্ব ও রথ সমস্ত তীরভূমি, ছত্রনিচয় হংস, হার সকল পদ্ম, উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ সকল ফেন, রথ সমুদায় উড়ুপ, শবাসন সকল শরবন এবং চর্ম ও বর্ম সকল উহার আবর্ত স্বরূপ হইল ।

অনন্তর মহাবীর অর্জুন বায়ুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! ঐ দেখ, কর্ণের ধ্বজ লক্ষিত হইতেছে । ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ ঐ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন । পাঞ্চালগণ কর্ণের প্রভাবে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে । ঐ দেখ, রাজা দুর্যোধন ষেতচ্ছত্রে বিরাজিত হইয়া কর্ণশর-নির্ভিন্ন পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে । মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা ও অশ্বখামা সূতপুত্র কর্তৃক রক্ষিত হইয়া দুর্যোধনের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । আমরা যদি উর্হাদিপকে সংহার না করি, তাহা হইলে, উর্হায়া সোমকগণের বধসাধন করিবেন, সন্দেহ নাই । ঐ দেখ, রশ্মিগ্রহণবিশারদ মহাবীর শল্য কর্ণের রথ সঞ্চালন করিতেছেন ; অতএব তুমি মহারথ কর্ণের অভিমুখে আমাব রথ সঞ্চালন কর ; আমি কর্ণকে বিনাশ না করিয়া কখনই সূক্ষস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না । এক্ষণে আমি কর্ণের অভিমুখীন না হইলে ঐ দুর্য্যাত্মা আমাদিগের সমক্ষেই সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে নিঃশেষিত করিবে, সন্দেহ নাই ।

হে রাজন ! মহামতি কৈশব অর্জুনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সূতপুত্রের সহিত দৈরথ যুদ্ধে প্রবর্তিত করিবার অভিলাষে কর্ণের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন । তদর্শনে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য সকল নিতান্ত আশ্বাসিত হইল । তখন ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায়, সমুদ্রের বীচির ন্যায় মহাবীর অর্জুনের রথের ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল । সত্যপ্রাক্রম মহামতি ধনঞ্জয় কৌরবসৈন্যকে পরাজিত করত কর্ণের নিকট বেগে ধাবমান হইলেন ।

তখন মজরাঙ্গ শল্য কৃষ্ণসারথি ষেতাশ্ব ধনঞ্জয়ের কপিধ্বজ দর্শন করিয়া সূতপুত্রকে কহিলেন, হে কর্ণ ! তুমি বাহ্যর অবেষণ করিতেছিলে, ঐ সেই কৃষ্ণসারথি ষেতাশ্ব অর্জুন গাভীর শরাসন ধারণ পূর্বক অবাতিগণকে নিপীড়িত করত আগমন করিতেছেন । অদ্য যদি উহারে নিপাতিত করিতে পার, তাহা হইলে আমাদিগের মঙ্গল লাভ হইবে । ধনঞ্জয় কৌরবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণকে নিপীড়িত করত আমরাই আজমণার্থ

আগমন করিতেছে; অতএব তুমি শীঘ্র উহার প্রতিগমন কর। ঐ কোরবসেনাগণ শত্রুবিঘাতী ধনঞ্জয়ের ভয়ে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। মহাবীর অর্জুনও উহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক তোমার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অমর্ষপরবশ ধনঞ্জয় তোমার ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবে না। ঐ মহাবীর ভীমসেনকে নিপীড়িত, যুধিষ্ঠিরকে রথবিহীন ও কৃতবিকৃত এবং শিখণ্ডী সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমোজয়া, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদেয়গণকে পরাজিত অবলোকন করিয়া কোরবপক্ষীয় সমস্ত ভূপালগণের প্রাণ, সংহারার্থ অন্যান্য সেনাগণকে পরিত্যাগ করত রোষাক্রণনেত্রে ক্রতবেগে আনাদিগেবই প্রতি ধাবমান হইতেছে। অতএব অবিলম্বে উহার প্রতিগমন কর। ইহলোকে তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই রোষাবিষ্ট অর্জুনকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ দেব, মহাবীর অর্জুন একাকী তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে; কেহই উহার পৃষ্ঠ বা পাশ্বে দেশ রক্ষা করিতেছে না। অতএব এক্ষণে তুমি আপনার কার্য্যাসিদ্ধির উপায় দেখ। তুমিই সমরে কৃষ্ণার্জুনকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে। ঐ ভার তোমার প্রতিই সমর্পিত হইয়াছে। অতএব তুমি শীঘ্র অর্জুনেব প্রতি গমন কর। তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বখামা ও কৃপের ভুল্য; অতএব এই মহারণে লেলিহান সর্পের ন্যায়, গর্জ্জনশীল ঋষভের ন্যায় ও অবগ্যস্তিত তরঙ্গের ব্যাজের ন্যায় প্রলাবশালী অর্জুনকে নিবারণ পূর্বক বিনাশ কর। ঐ দেখ, কোরবপক্ষীয় মহারণ মহীপালগণ ধনঞ্জয়ের ভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতেছেন। এ সময় তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই তাঁহাদিগের ভয় নিবারণে সমর্থ নহেন। কোরবগণ এই যুদ্ধ-সাগরে দ্বীপের ন্যায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি যেক্রপ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক বৈদেহ, অন্তর্ষ, কাশ্যোজ, নগজিৎ ও গান্ধারগণকে পরাজিত করিয়াছ, তক্রপ ধৈর্য্যসহকারে স্বীয় পৌরুষ প্রদর্শন করত কৃষ্ণার্জুনের অভিমুখে গমন কর।

হে রাজন্! মহাঘল পরাক্রান্ত কর্ণ মজ্রাধিপতি শল্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মজ্ররাজ! তুমি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ ও আমার অভিমত হইয়াছ। ধনঞ্জয় হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। অন্য তুমি আমার বাত্বল ও অন্তশিক্ষা সন্দর্শন কর; আমি একাকীই সমস্ত পাণ্ডবসেনা সংহার করিব; অন্য কৃষ্ণার্জুনের বিনাশসাধন না করিয়া কখনই সমরাস্তন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যুদ্ধে জয়লাভের

কিছুই হিরতা নাই ; অতএব আমি হয়, কৃষ্ণার্জুনকে নিহত করিব, না হয়, তাহাদিগের শরপ্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক সমরশায়ী হইয়া এক-কালে নিশ্চিন্ত হইব । তখন মদ্রাধিপতি শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র ! মহারথগণ সেই অর্জুনকে নিতান্ত দুর্জয় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । সে একাকী থাকিলেও তাহাকে আক্রমণ করা অনায়াসসাধ্য নহে । এক্ষণে আবার সে কেশবকর্তৃক পরিরক্ষিত হইতেছে । অতএব এক্ষণে তাহাকে পরাজয় করা কাহার সাধ্য ? কর্ণ কহিলেন, হে মদ্ররাজ ! আমিও উহা শ্রবণ করিয়াছি যে, অর্জুন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর কেহই নাই । তথাপি আমি সেই মহাবীরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব । এক্ষণে তুমি আমার পৌরুষ অবলোকন কর । ঐ দেখ, পাণ্ডুনন্দন মহাবলশালী ধনঞ্জয় ষ্ঠোত্মসংযোজিত রথে সমারূঢ় হইয়া সমরঙ্গনে বিচরণ করিতেছে । আজি হয় ত ঐ মহাবীরই আমার প্রাণ সংহার করিবে । আমি নিহত হইলে, কোরবণক্ষীয় আর কোন যোদ্ধাই জীবন ধারণে সমর্থ হইবে না । হে শল্য ! রাজপুত্র ধনঞ্জয়েব জ্যাবর্ষধজন্য কিণাক্রিত সুদীর্ঘ বাহুযুগল কদাপি ক্షমান বা ঘর্ষাক্ত হয় না । দৃঢ়ায়ুধ মহাবীর অর্জুন অদ্বিতীয় কৃতী ও লঘুহস্ত ; উহার সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই লক্ষিত হয় না । ঐ বীর একটি বাণের ন্যায় অসংখ্য বাণ গ্রহণ ও অবিলম্বে সন্ধান পূর্বক এক ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে । ঐ বীর কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া খাণ্ডববনে হতাশনের সংস্তোষ সাধন করাতে, তিনি বাসুদেবকে সুদর্শন চক্র এবং উহারে গাণ্ডীব ধনু, ষ্ঠোত্মযুক্ত ভীষণনিশ্বন রথ, অক্ষয় তুণীব ও দিব্য শস্ত্র সমুদয় প্রদান করিয়াছিলেন । ঐ মহাবীর ইন্দ্রলোকে একত্র সমবেত লোকপালগণের নিকট পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্র ও দেবদত্ত শল্য প্রাপ্ত হইয়া বহু সংখ্য কালকের দানবগণকে সংহার করিয়াছিল । অতএব এই পৃথিবীতে উহার সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত আর কে হইতে পারে ? ঐ মহাবীর ধর্মযুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া ত্রৈলোক্য-বিনাশন অতি ভয়াবহ পাণ্ডপতান্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে । ঐ মহাবীরই একাকীই বিরাটনগরে সমবেত কোরবণক্ষীয় বীরগণকে পরাজিত করিয়া গোঁধন প্রত্যাহরণ ও মহারথগণের বস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিল । বিশেষতঃ সমুদায় লোক একত্র মিলিত হইয়া অমৃত বৎসরেও যে শল্যচক্রগদা-ধারী জয়শীল বাসুদেবতনয় মহাত্মা কৃষ্ণের গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না, সেই অনন্তবীৰ্য্য অপ্রতিম প্রতাবশালী দেবকীপুত্র ঐ

অনন্তর মহাবীর অৰ্জুন হৃষ্যোধনকে সিংহনাদ পরিভ্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করত কৃতবর্মান্নার অশ্বগণকে বিনষ্ট ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও শরাসনযুক্ত রথ সমুদয় এবং গজযুথকে বিপাটিত করিলেন। তখন কৌরবসৈন্যগণ জলবেগবিদীর্ণ সেতুর ন্যায় চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময় মহাত্মা কৃষ্ণ সমরনিপীড়িত শত্রুগণকে অৰ্জুনের দক্ষিণ পাশ্বে রাখিয়া রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য যোদ্ধা-গণ বুজাসুর নিধনোদ্যত পুরন্দরের ন্যায় মহাবীর অৰ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া উন্নত ধ্বজযুক্ত সুকলিত রথে আরোহণ করত সংগ্রাম-বাসনায় তাঁহার অহুগামী হইলেন। তদ্বশনে মহাবীর শিবগী, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব অৰ্জুনের নিকট গমন পূর্বক তাঁহার শত্রুগণকে নিবারণ ও শাপিত শরসমূহে বিদারণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব ও শৃঙ্গয়গণ পরস্পর রোষপরবশ হইয়া অজিস্গামী গায়ক দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রাম তুল্য কৌরব ও শৃঙ্গয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন উভয়পক্ষীয় হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথিগণ জয় ও স্বর্গলাভের মানসে সমরে গমন পূর্বক পরস্পরকে প্রহার করত গর্জন করিতে লাগিল। যোদ্ধবর্গ পরস্পরের প্রতি নিরন্তর বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। হে রাজন্! তৎকালে দিবাকরের প্রভা তিরোহিত এবং দিক্ বিদিক্ সকল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

— * * * —

একাশীতিতম অধ্যায় । ৮১ ।

হে নরনাথ! ঐ সময় মহাবলশালী অৰ্জুন প্রধান প্রধান কৌরব-সৈন্যগণকে বৃকোদরের আক্রমণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে কর্ণ সৈন্যগণকে বিমর্দিত করত যমালয়ে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে মহাবীর অৰ্জুনের শরনিকর বিহঙ্গমকুলের ন্যায় নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল। মহাবীর কুন্তীপুত্র কৌরবগণের অন্তকশ্বরূপ হইয়া ভল্ল, ক্লুরপ্র ও বিমল নারাচ দ্বারা তাঁহাদের গাত্র ও মস্তক-ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুদ্ধক্ষেত্র ছিন্ন শরীর, ছিন্ন মস্তক ও কণ্ঠবিহীন যোদ্ধবর্গের কলেবরৈ সমাকীর্ণ এবং ছিন্ন ভিন্ন

বিকলাঙ্গ হস্তী, অশ্ব ও রথ সকলের নিপাতে ভীষণমূর্তি বৈতরণী নদীর
ন্যায় নিতান্ত দুর্গম ও দুর্গিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। বহুসংখ্য দ্বীপা, চক্র, অশ্ব
ও ভল্ল ইত্যন্তঃ পতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় কোন কোন রথ অশ্ব-
সারথিশূন্য, কোন কোন রথ কেবল তুরঙ্গমযুক্ত ও কোন কোন রথ
কেবল সারথিযুক্ত দৃষ্টিগোচর হইল। হেমবর্ণ বিচিত্র বর্ণধারী, স্বর্ণালঙ্কার-
ভূষিত, যোধ্যগণ সমাকট, নিষ্ঠুর মহামাত্রগণ কর্তৃক পাশ্বি ও অন্ত্রুষ্ঠ
দ্বাৰা পরিচালিত, মদোন্মত্ত, কবচভূষিত চারি শত হস্তী মহাবীর অজ্ঞ-
নেব শূরনিকবে সমাহত হইয়া যুদ্ধস্থলে নিপতিত হইলে, বোধ হইতে
লাগিল যেন, মহাচলের সমুদ্ধিসম্পন্ন শৃঙ্গ সকল বিশীর্ণ ও ভূতলে সমাকর্ণ
হইয়াছে। মহাবলশালী ধনঞ্জয় সেই জলধর সদৃশ মদধারাবর্ষী মাতঙ্গ-
গণকে নিপাতিত করিয়া জলদবিনির্গত দিবাকরের ন্যায় শোভমান
হইলেন। এইরূপে অস্ত্র, যন্ত্র ও কবচবিহীন চতুরঙ্গ বল সমরক্ষেত্রে
নিপতিত হওয়াতে পথ সকল সমাচ্ছন্ন হইল। তৎকালে মহাবীর ধন-
ঞ্জয়েব ভীষণ অশনিনিশ্বন সদৃশ গাভীবাব ঘোরতর নির্ঘোষ সমুদ্রিত
হইতে লাগিল। সমুদ্রমধ্যে নৌকা যেক্রপ বায়ুবেগে সমাহত হইয়া
বিদীর্ণ হয়, তক্রপ সেই কৌরবসেনা সকল পার্শ্বশরে সমাহত হইয়া ছিন্ন
ভিন্ন হইল। অঙ্গার, উকা ও বজ্রের ন্যায় প্রাণিসংহারক গাভীবিনির্গত
শবানল তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা রাত্রিকালে
শৈলস্থিত প্রজ্জ্বলিত বেণুবনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অরণ্য-
মধ্যে মৃগযুগ্ম যেক্রপ দাবানলভীত হইয়া চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, তক্রপ
কৌরববীরগণ ধনঞ্জয়ের শরানলে দগ্ধ ও ভীত হইয়া ইত্যন্তঃ ধাবমান
হইল। তৎকালে যাহারা বৃকোদরকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাও
ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে তাঁহাকে পরিহার পূর্বক সমরপর্যাঙ্ক হইয়া চারি
দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে রাজন্ ! এইরূপে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ ছিন্ন ভিন্ন হইলে,
সংগ্রামবিজয়ী অর্জুন ভীমসেনের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল
তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করত তাঁহাকে ধর্মরাজের নিরাপদবার্তা বিজ্ঞাপিত
করিলেন এবং তাঁহার অহুমতি গ্রহণ পূর্বক পুনরায় রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল
ও নভোমণ্ডল প্রতিক্ষণিত করত যুদ্ধস্থলে সমাগত হইলেন। ঐ সময়
দুঃশাসনের অহুজ দশ জন মহাবীর অর্জুনকে পরিবেষ্টন করিয়া সুশাণিত
শরসমূহে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন বোধ হইল যেন, তাঁহারা
জ্যোতিষিত শরাসন আরত করিয়া মৃত্যু করিতেছেন। মহামতি লবী-

কেশ অর্জুনকে উকানিপিড়িত বারণের ন্যায় আপনার পুত্রগণের শবে সমাহত দেখিয়া, ধনঞ্জয় অবিলম্বে তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়া, তাঁহাদিগের বাম পাশ্বে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অর্জুনের রথ অন্য দিকে ধাবমান দর্শন করিয়া অচিরাৎ তাঁহার অভিযুগীন হইলেন। তখন মহাবীর অর্জুন নারাচ ও অর্ধচন্দ্র শরে সেই বীরগণের রথকেতু, অশ্ব, চাপ ও সায়ক সকল ধও ধও করিয়া স্ববর্ণপুঙ্খ দশ ভল্লৈ তাঁহাদিগের লোহিতলোচনসম্পন্ন দৃষ্টাধর মস্তক সকল ছেদন পূর্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্রগণের বদন সমুদায় ধরাতলে নিপতিত হইয়া পৃথক্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় । ৮২ ।

হে রাজন্! তখন মহামতি হৃষীকেশ অর্জুনের কনকভূষণলব্ধ মুক্তাজালজড়িত ষ্ঠতবর্ণ অশ্বগণকে সূতপুত্রের রথাভিমুখে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় মহাবলশালী নবভিসংখ্যক সংশপ্তক ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামার্থ উৎকট পারলৌকিক শপথ করত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া শরসমূহ দ্বারা নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় সত্তরে সুশাসিত শরনিকরে ঐ সমগ্র প্রবৃত্ত নবভিসংখ্যক বীরকে সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিলেন। পুণ্য ক্ষয় হইলে, বিমানস্থ সিদ্ধগণ যেরূপ স্বর্গ হইতে নিপতিত হন, তদ্রূপ তাহারা পার্থের বিবিধ শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কৌরবগণ অসংখ্য গজ, অশ্ব ও রথ লইয়া নির্ভয়চিত্তে অর্জুনের রথাভিমুখে গমন পূর্বক তাঁহাকে অবরোধ করিয়া প্রভৃতি শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, গদা, তলবার ও শরসমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সূর্য্যদেব যেরূপ কিরণনিকরদ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ শরসমূহ দ্বারা শত্রুনির্ম্মুক্ত অন্তরীক্ষে বিস্তৃত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ত্রয়োদশ শত ব্রত মাতঙ্গসমাক্রূত রেচ্ছ হৃষ্যোধনের আদেশানুসারে কণ, নালীক, নারাচ, তোমর, প্রাস, শক্তি, মুষল ও ভিন্দিগাল দ্বারা রথস্থিত ধনঞ্জয়ের পাশ্বেদে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ঐ

সদয় মহাবীর ধনঞ্জয় সুশাসিত তল্ল ও অর্দ্ধতল্ল দ্বারা সেই স্বেচ্ছ কর্তৃক
নিকৃষ্ট শত্ৰুনিচয় নিরাকৃত করিয়া বিবিধবর্ণ শরসমূহে ধ্বংসপাতকা-
সম্পন্ন কুঞ্জরগণকে আরোহিণের সহিত বিনষ্ট করিলেন। হেমমালা-
বিভূষিত মত্ত মাতঙ্গগণ পার্থের হেমপুঙ্খ শরসমূহে সমাবৃত ও নিহত
হইয়া অশনিনির্ভিন্ন অচলের ন্যায় ও অগ্নয়ের গিরির ন্যায় ধরাভূমে
নিপতিত হইল। তখন সমরাজ্ঞেনে মনুষ্য, মাতঙ্গ ও ভুবঙ্গমগণের ভীষণ
ধ্বনি এবং গাভীর শরাসনের গভীর নির্ঘোষ ক্ষতিগোচর হইতে লাগিল।
অসংখ্য মাতঙ্গ ও আরোহিশূন্য ভুবঙ্গমগণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া
দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অশ্ব ও রথবিহীন গন্ধর্ব্ব-
নগরাকার সহস্র সহস্র রথ চতুর্দিকে লক্ষিত হইতে লাগিল এবং অশ্বা-
রোহিণ ইত্যন্তঃ ধাবমান হইয়া অর্জুনের শরসমূহে নিহত হইল।
হে রাজন্! মহাবীর অর্জুনের কি অদ্বুত বাহুবল! তিনি তৎকালে
একাকীই সেই সমুদায় হস্তী, অশ্বারোহী ও রথিগণকে পরাজিত
করিলেন।

ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন ধনঞ্জয়কে ত্রিবিধ সৈন্যে পরিবেষ্টিত
নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট কতিপয় রথীকে পরিত্যাগ
পূর্ব্বক মহাবেগে পার্থের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরব-
দিগের অল্পমাত্রাবশিষ্ট ক্ষত বিক্ষত সৈন্যগণ চতুর্দিকে পলায়ন করিতে
আরম্ভ করিল। গদাহস্ত ভীমসেন ও ধনঞ্জয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক অর্জুন
হতাবশিষ্ট কৌরবদিগের মহাবল অশ্বগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন। তাঁহার প্রাকায়, অটালিকা ও পুংছার বিদারণ ক্ষম, বাল-
রাত্রিব ন্যায় প্রচণ্ডমূর্ত্তি গদা নর, নাগ ও অশ্বগণের উপর নিরন্তর নিপ-
তিত হইতে লাগিল। লৌহবর্ম্মবাহী অশ্ব ও অশ্বারোহী এই ভীষণ
গদার আঘাতে ভগ্নমস্তক, ভগ্নাঙ্গ ও ভগ্নপদ হইয়া রুদ্ধিরাক্ত কলেববে
চীৎকার করত ভূতলে নিপতিত ও দস্ত দ্বারা ধরাভূত দংশন করত পঞ্চত
প্রাপ্ত হইল। ক্রোদ্যাঙ্গণ হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগের মাংস ভোজন করিতে
আরম্ভ করিল। তখন ভীমের সেই ভীষণ গদা কঁদিয়া, অস্থি, মাংস ও
বঁগা দ্বারা পরম পরিতৃপ্ত হইয়া ছল্‌চ্ছ কালরাত্রির ন্যায় নিত্যন্ত দুর্দ্ধ
হইয়া উঠিল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে দশ সহস্র অশ্ব ও অসংখ্য
পদাতিকে নিপাতিত করিয়া গদাহস্তে ক্রোধাক্রণলোচনে ইত্যন্তঃ বিচরণ
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবগণ ভীমসেনকে গদাহস্তে সমীপাগত
নিরীক্ষণ করিয়া সাক্ষাৎ কালদণ্ডব কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগি-

লেন। অনন্তর যখন যেকোন সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ভীমপরাজন ভীমসেন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় রোষভরে কুঞ্জরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকে কৃতান্তভাবে প্রেরণ করিলেন। বর্ষাচ্ছাদিত, আরোহিসমবেত কুঞ্জরগণ পক্ষবিধিষ্ট অচলের ন্যায় ধরাভালে নিপাতিত হইতে লাগিল।

মহাবীর বুকোদর এইরূপে সেই কুঞ্জরসৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া বথারোহণ পূর্বক পুনর্বার অর্জুনের অগ্ন্যগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় কোববসৈন্যগণ অন্তপ্রভাবে নিতান্ত-নিপীড়িত হইয়া সংগ্রামে উৎসাহবিহীন ও পবাশূথ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ধনঞ্জয় সেই সৈন্যগণকে তেজোবিহীন নিরীক্ষণ পূর্বক প্রাণাশ্রক শব্দ সমূহে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কোববপক্ষীয় চতুরঙ্গী সেনা ধনঞ্জয়েব শরসমূহে বিদ্ধ হইয়া কেশরবিভূষিত কদম্বকুমুদেব ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন অসংখ্য নাগ, মহুয়া ও অশ্ব পার্শ্বশরে বিনষ্ট হওয়াতে কোববপক্ষে ভীষণ আতঙ্কনাদ সমুথিত হইল। সৈন্যগণ সান্ত্বিত্য ভীত হইয়া হাট্ঠাকার করত অলাতচক্রে ন্যায় এষণ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে কোববপক্ষীয় কোন বথ, অশ্ব, অশ্বারোহী বা মাতঙ্গ অক্ষত বহিল না। সৈন্যগণ ছিন্নকবচ ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বিবসিত অশোককাননের ন্যায় শোভমান হইল। সেই সময় কোববগণ ধনঞ্জয়েব পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া হৃতপুত্রের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং অর্জুনের শব্দসম্প্রদায় সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শঙ্কাকুলিত চিত্ত চতুর্দিকে পলায়ন পূর্বক কর্ণকে আশ্বাসন করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ও শত শত সায়ক বর্ষণ কবত তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া বুকোদরপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে আনন্দিত করিলেন।

হে রাজন্! তখন আপনাদ তনয়গণ পার্শ্বশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কর্ণের সন্নিধানে গমন করিলেন। ঐ সময় কর্ণ সেই বিপদমাগরে নিমগ্নপ্রায় বীরগণের দীপস্বরূপ হইলেন। অন্যান্য কোববগণও পার্শ্বভরে ভীত হইয়া বিববিহীন ভুজঙ্গের ন্যায় পলায়ন কবত হৃতপুত্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রিয়াবান্ প্রাণিগণ যেকোন মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ধর্মকে আশ্রয় করে, সেইরূপ আপনাদ পুত্রগণ পার্শ্বভরে ভীত হইয়া ধর্মরূপাশ্রয় কর্ণের শরণাপন্ন হইলেন।

তখন শত্রুধরাগ্রগণ্য মহাবীর হৃতপুত্র সেই পার্শ্বশরনিপীড়িত কৃষ্ণ-রাত্রীবীরগণকে অভয়প্রদান করিলেন এবং সৈন্যদিগকে ধনঞ্জয়প্রভাবে

ভয় নিরীক্ষণ পূর্বক শকবিনাশার্থ শবাসন বিস্তারণ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে তিনি মনে মনে অৰ্জুনের নিধনচিন্তা করত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক পুনর্বার তাঁহার সমক্ষেই পাঞ্চালদিগেব প্রতি ধাবমান হইলেন। তদধর্শনে পাণ্ডবপক্ষীয় ক্ষিতিপালগণ ক্রোধাকণ্ঠলোচন হইয়া মেঘমণ্ডল যেরূপ ঠেলোপন্ধি বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ সূতপুত্রের প্রতি পরবর্ষণ কবিত্তে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত সূতনন্দন সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্বক পাঞ্চালদিগের জীবন সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদিগের মধ্যে ভীষণ ধ্বনি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় । ৮৩ ।

হে রাজন ! মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয়ের প্রভাবে বোম্ববগণকে পলায়ন বধিতে দেখিয়া প্রচণ্ড বায়ু যেকণ জ্বলদ-জ্বাল ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ পাঞ্চালপুত্রদিগকে ছিন্ন ভিন্ন কবিত্তে আরম্ভ করিলেন। ঐ মহাবীর অঞ্জলিক ছাবা জনমেজয়ের অশ্ব সকল ত্রাসাবগিকে নিপাত্তিত করিয়া ভ্রমাস্ত্রে শতানীক ও সূতসোমকে বিদ্ধ করত তাঁহাদিগের শবাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি ছয় শর ষ্ঠষ্টদ্বায়কে বিদ্ধ ও সায়কসমূহে তাঁহার অঙ্গদিগকে নিহত করিয়া সাত্যকির অঙ্গগণকে সংহার করত কৈকেয়পুত্র বিশোককে বমালয়ে প্রেবণ করিলেন। কৈকেয়সেনাপতি উগ্রবর্মা রাজপুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণপুত্র প্রসেনকে মহাবেগসম্পন্ন শবসমূহে সমাহত ও বিকম্পিত করিলেন। তদধর্শনে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ হাস্য করত তিনি অন্ধচক্রশরে কৈকেয়সেনাপতির বাহুগুণ ও মস্তক ছেদন করিলে, তিনি বিগতাস্ত্র হইয়া পরশুছিন্ন শাল বৃক্ষের ন্যায় ধরাতে নিপতিত হইলেন। অনন্তর কর্ণপুত্র প্রসেন শবাসন আকর্ষ আকর্ষণ পূর্বক স্থণাঘিত শরজালে সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ন করিয়া ঘেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাবীর সাত্যকি রৌবপরবশ হইয়া অবিলম্বে নিশিত শর দ্বারা প্রসেনেব জীবন সংহার করিলেন। মহাবীর সূতনন্দন বীষ পুত্রের নিধন দর্শন করত সাত্যকির ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিকে সংহার করিবার মানসে, অবৈ

নিষ্কেপ করত গৰ্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদর্শনে মহাবীর শিখণ্ডী অচিরাত্ তিন শরে সেই কর্ণনির্মুক্ত শর ছেদন পূর্বক তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাতেজা কর্ণ ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া ক্ষুর দ্বারা শিখণ্ডীর শরাসন ও ধ্বজ ছিন্ন এবং ছয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করত বৃষ্টিদ্রুমপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া এক নিশিত শরে স্তন্যসোমকে বিদ্ধ করিলেন।

হে নরনাথ ! এইরূপে সেই ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত ও বৃষ্টিদ্রুমপুত্র নিহত হইলে, মহামতি বাসুদেব ধনঞ্জয়ক সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে পার্থ ! ঐ দেখ, স্তন্যদমন প্রায় সমুদয় পাঞ্চালদিগকে সংহার করিল ; এক্ষণে তুমি শীঘ্র গমন পূর্বক উহাকে বিনাশ কর। মহাবীর ধনঞ্জয় জীবীবেশের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈর্ষ্য হাস্য করত পাঞ্চালগণকে ভয় হইতে পরিভ্রাণ করিবার বাসনায় সত্বরে বর্ণের প্রতি গমন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং গাভীৰ বিস্ফারণ ও তলধ্বনি করত সহসা শরাকার বিস্তার করিয়া অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও ধ্বজ সকল ছেদন করিলেন। তাঁহার ধনুষ্টিকারধ্বনি গগনমণ্ডল ও গিরিগহবরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্ ! এইরূপে সেই মহাবীররয় রথাক্রুত হইয়া বর্ণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ সোমকগণের সহিত ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রথ, অশ্ব ও কুঞ্জরগণকে বিনষ্ট এবং শরজালে দিগ্ভুল সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় উত্তমৌজা, জনমেজয়, ধৃতিমান ও শিখণ্ডী বৃষ্টিদ্রুমের সহিত সমবেত হইয়া রোষভরে শরজাল বিস্তার পূর্বক কর্ণকে বিদ্ধ ও বিমর্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু রূপ, রস প্রভৃতি বিষয় সমস্ত যেরূপ সংমমী ব্যক্তিকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ ঐ পাঞ্চালদেশীয় পাঁচ মহাবীর একত্র সমবেত হইয়াও কর্ণকে রথ হইতে বিচলিত করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর মহাবীর স্তন্যদমন সত্বরে শরসমূহে সেই মহাবীরগণের শরাসন, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও পতাকা সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পাঁচ পাঁচ শরে তাঁহাদিগকে প্রহার করত সিংহ-নাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় সকলেই তাঁহার শরাসনশব্দে বৃক্ষাচলসম্বলিত পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইল, বিবেচনা করিয়া নিতান্ত বিষন্ন হইয়া উঠিল। মহাবীর কর্ণ ইন্দ্রধনু সদৃশ অতিশয় আয়ত, শরাসন আকর্ষণ পূর্বক নিরস্তর শরনিক্ষেপ বিসর্জন করত করজালপরি-

শোভিত পরিবেশসম্পন্ন প্রচণ্ড সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন । তিনি শিখণ্ডীকে ছাদশ, উত্তমৌজাকে ছয় এবং যুধামন্যু, জনমেজয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন । হে রাজন্ ! তখন, ভোগ্য বস্ত্র সমুদয় যেক্রপ জিতেস্ত্রিয় কর্তৃক পরাজিত হয়, সেইরূপ পাঞ্চালদেশীয় পাঁচ মহাবীর কর্ণের বলবীৰ্য্যপ্রভাবে পরাজিত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । সেই সময় দ্রৌপদীর পুত্রগণ স্বীয় মাতুল-দিগকে কর্ণবিহিত বিপদসাগরে নিমগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া, নৌকাভগ্ননিবন্ধন সাগরে নিমগ্ন বণিকৃদিগকে যেক্রপ অন্য নৌকা দ্বারা উদ্ধার করে, সেইরূপ সুসজ্জিত রথ দ্বারা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন ।

তখন মহারথ সাত্যকি সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা কর্ণনির্ম্মুক্ত শর-নিকর খণ্ড খণ্ড ও তাহার গাত্র ক্ষত বিক্ষত করিয়া আট শরে রাজা-হৃগ্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন । সেই সময় মহাবীর রূপ, কৃতবর্মা, কর্ণ ও রাজা হৃগ্যোধন সুশাণিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । শিনিপ্রবীর সাত্যকি ঐ চারি মহাবীরের সহিত সমর-নল প্রজ্জলিত করিয়া দিকুপতিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দানবাধিপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং নিরন্তর শরধারাবর্ষা নিত্যন্ত আয়ত ভীষণনিশ্চন শরাসন প্রভাবে শরংকালীন গগনমণ্ডলমধ্যবর্তী মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সাতিশয় হর্দ্বর্ষ হইয়া উঠিলেন । এই অবসরে পাঞ্চালদেশীয় মহা-রথগণ একত্র সমবেত হইয়া দেবগণ যেক্রপ পুরুন্দরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবল সাত্যকিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন । হে রাজন্ ! সেই সময় কোরবসৈন্যগণের সহিত পাণ্ডবসৈন্যাদিগের দেবাসুরসংগ্রাম সদৃশ হস্ত্যশ্বরথবিনাশন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল । রথী, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও পদাতিগণ বিবিধ শস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল । কতকগুলি পরস্পর সমাহত ও স্থলিত হইয়া আত্মনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং কতকগুলি শরসমূহে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাভূতলে নিপতিত হইল ।

এ দিকে মহাবীর হুংশাসন শরসমূহ বিসর্জন করিতে করিতে নির্ভয় চিত্তে বৃকোদরের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন । ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও কেশরী যেক্রপ কুরুর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন । সেই সময় শব্দ ও ইঞ্জের ন্যায় সেই কুরু মহাবীরদ্বয়ের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । নিরন্তর মদধারাশাবী মদনাঁসক্তচিত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেক্রপ করিণীর নিমিত্ত পরস্পরকে আঘাত করে,

সেইরূপ ঐ বীরদ্বয় জয়লাভবাসনায় দেহবিদারণক্ষম অশাণিত শরসমূহে পরস্পরকে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মহাবীর বৃকোদর দুই ক্ষুর দ্বারা হুঃশাসনের শরাসন ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করত তাঁহার ললাটে এক শর নিক্ষেপ পূর্বক অশাণিত শরে তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদন করিলেন । তখন রাজপুত্র হুঃশাসন অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক দ্বাদশ শরে ভীমকে বিদ্ধ করত স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিয়া পুনর্বার তাঁহার প্রতি শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অনন্তর তিনি বৃকোদরকে লক্ষ্য করিয়া এক সূর্য্যরশ্মিসন্নিভ, হীরকরত্নপরিমণ্ডিত, কনক-জালজড়িত, বজ্রের ন্যায় নিতান্ত হুঃসহ, দেহবিদারণক্ষম, ঘোরতর শব নিক্ষেপ করিলেন । বৃকোদর সেই ভীষণ শরে বিদীর্ণগাত্র ও গতাত্মর ন্যায় অলিঙ্গদেহ হইয়া বাহু প্রসারণ পূর্বক রণমধ্যে নিপতিত হইলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভীষণ শব্দে সিংহনাদ পরি-
ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

—*—

চতুরশীতিতম অধ্যায় । ৮৪ ।

হে রাজন্ ! অনন্তর মহাবীর হুঃশাসন সেই রণস্থলে ঘোরতর সা-
প্রায় করত এক শরে বৃকোদরের শরাসন ছেদন পূর্বক ষষ্টি শরে তাঁহার
সারথিকে ও নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্বার তাঁহার প্রতি অসংখ্য
উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় অসাধারণ
বলবীৰ্য্য সম্পন্ন মহাবীর বৃকোদর ক্রুদ্ধচিত্তে হুঃশাসনের প্রতি এক স্তুতীক
শক্তি নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর হুঃশাসন প্রজ্বলিত মহোৎসার ন্যায়
সেই ভয়ানক শক্তি সহসা আগমন করিতে দেখিয়া আকর্ষাকৃষ্ট দশ শরে
উহা ছেদন করিয়া কেিলেন । তদর্শনে সকলেই আতলাদিত হইয়া
তাঁহার সেই মহৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল । অনন্তর আপ-
নার পুত্র হুঃশাসন পুনর্বার বৃকোদরকে সাতিশয় বিদ্ধ কবিত্বে প্রবৃত্ত
হইলেন । ভীমপরাক্রম ভীমসেন হুঃশাসনের শরগ্রহণে ক্রোধে নিতান্ত
প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর ! তুমি ত আমাকে বিদ্ধ
করিলে ; এক্ষণে আমার গদাগ্রহার সহ্য কর ; বৃকোদর এই বলিয়া
রোষভরে হুঃশাসনের সংহারার্থ সেই নিদারুণ গদা গ্রহণ পূর্বক পুনর্বার
তাঁহাকে কহিলেন, রে দুবায়ন্ ! আদি আমি সমানাদনে তোঁর কথির

শান করিব। মহাবীর হুঃশাসন বৃকোদরের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক সাক্ষাৎ
মুহূৰ্ত্তরূপ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন।
ঐ সময় বৃকোদর সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া স্বীয় ভীষণ গদা পরিত্যাগ
করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদা হুঃশাসনের শক্তি ভগ্ন করিয়া তাঁহার
মস্তকে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে বথ হইতে দশ ধনু অন্তরে নিপাতিত
এবং তাঁহার রথ, অশ্ব ও সারথিকে চূর্ণ করিল। মহাবীর হুঃশাসন ঐ
বেগবতী গদায় প্রহারে কম্পিতকলেবর ও বেদনায সাতিশয় কাতর
হইয়া ধরাতে বিলুপ্ত হইতে লাগিলেন। তদর্শনে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-
গণ সাতিশয় আত্মলাদিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন। মহাবলশালী ভীমসেনও হুঃশাসনকে পাতিত করিয়া দৃষ্টচিতে
দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্শ্ববর্তী
লোক সমুদয় তাঁহার সিংহনাদ শব্দে মুচ্ছিত হইয়া সমবাসনে নিপতিত
হইল। তখন অচিন্ত্যকৰ্ম্মা মহাবল পবাক্রান্ত বৃকোদর বথ হইতে অব-
তীর্ণ হইয়া দ্রুতবেগে হুঃশাসনের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন ; অন-
ন্তর তিনি অসংখ্য জনসঙ্কুল ঘোবতব রণস্থলে হুঃশাসনকে অবলোবন
কবিরাম্যত্ম আপনাব তনয়গণ যে যে প্রকারে পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রু-
তাটবণ কবিয়াছিলেন, তৎসমুদয় এবং পতিপবায়ণা ঋতুমতী দ্রৌপদীর
কেশাকর্ষণ, বস্ত্রাংহবণ ও অন্যান্য ক্লেশপবম্পবা অরণ পূর্বক জ্রোধে
কৃত হুঃশাসনের নায় প্রোদীপিত হইয়া কর্ণ, হর্ষ্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্ব-
খামা ও কৃতবৰ্ম্মাকে কহিলেন, হে বীরগণ ! আমি আজি পাপাত্মা হুঃশা-
সনকে কৃতান্তভবনে প্রবেশ করিব, যদি তোমাদের সাধ্য থাকে, তবে
উহাকে বধ কর।

মহাবলশালী ভীমসেন এই কথা বলিয়াই অবিলম্বে হুঃশাসনকে সংহার
করিবার অভিলাষে মহাবেগে ধাবমান হইয়া হর্ষ্যোধন ও সূতপুত্রের
সমক্ষেই সিংহ যেক্রপ মহামাতঙ্গকে আক্রমণ করে, সেইরূপ তাঁহাকে
আক্রমণ করত রথ হইতে লক্ষ প্রদান পূর্বক ধরাতে অবতীর্ণ হইলেন।
অনন্তর ঐ মহাবীর সোংসুকনেত্রে ক্ষণকাল হুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করিয়া
আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত শিতধার অসি সমুদ্যত
করত কম্পিতকলেবরে তাঁহার উপর পদার্পণ পূর্বক বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া
ঈষদ্বক্ষ্য শোণিত পান করিলেন এবং সত্বরে তাহাকে ধরাতে নিপাতিত
করিয়া সেই খণ্ড দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করত বারম্বার ঈষদ্বক্ষ্য
রক্ত পান কবিয়া কহিলেন যে, মাতৃস্তন্য, ঘৃত, সুতা, উৎকৃষ্ট জল এবং

মধি ও দুগ্ধ হইতে সমুৎপন্ন উত্তম তরু প্রভৃতি যে সমুদয় অমৃতরস সদৃশ সুস্বাদু পানীয় আছে, আদি এই শত্রুশোণিত সর্করাপেক্ষা আমার সুস্বাদু বোধ হইল। নিষ্ঠুবকর্মা বৃকোদর এই কথা বলিয়া হুঃশাসনকে গতাশ্ব নিরীক্ষণ করত হাস্য করিয়া কহিলেন, হে হুঃশাসন! এক্ষণে মৃত্যু তোমারে রক্ষা করিয়াছেন; আর আমি তোমার কিছুই করিতে সমর্থ হইব না। হে রাজন! তৎকালে যে সমুদয় বীর শোণিতপায়ী হুঃশচিত্ত বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ানক হইয়া ধরাভলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কাহাব কাহারও হস্ত হইতে অস্ত্র সমুদায় পরিত্রষ্ট হইল এবং কেহ কেহ অক্ষুটস্বরে চীৎকার করিয়া সঙ্কুচিত লোচনে চতুর্দিক্ নিবীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ বৃকোদরকে হুঃশাসনের রথের পান করিতে দেখিয়া “এ ব্যক্তি মনুষ্য নয়, নিশ্চয় রাক্ষস হইবে” এই কথা বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন নৃপনন্দন যুধামন্যু, সৈন্যগণের সহিত পলায়মান চিত্রসেনের অভিমুখে মহাবেগে গমন পূর্বক নির্ভীকচিত্তে সুশোণিত সাত শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন যুধামন্যুর শরপ্রহারে পাদ-স্পষ্ট লেলিহান ভয়ঙ্কর ভূজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধামন্যুকে তিন ও তাঁহার সারথিকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত যুধামন্যু সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট স্রণুজ সুশোণিত সারকে চিত্রসেনের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর চিত্রসেন বিনষ্ট হইলে, স্তননন্দন স্বীয় পৌরুষ প্রদর্শন পূর্বক পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিজ্ঞাবিত করিতে লাগিলেন। তদর্শনে নকুল অচিরে তাঁহার প্রত্যুত্থান করিলেন।

এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হুঃশাসনের শোণিতে অঞ্জুলি পরিপূর্ণ করিয়া বীরগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে নরোধম! এই আমি তোর কণ্ঠ হইতে শোণিত পান করিতেছি, এক্ষণে তুই পুনরায় হুঃশচিত্তে গরু গরু বলিয়া উপহাস কর। সে সময়ে যাহারা আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিব। রে পুরুষাধম! আমরা হুঃশোধন, শকুনি ও কর্ণের কুমন্ত্রণায় যে প্রমাণকোটি নামক প্রাসাদে শয়ন, কালকূট ভোজন, কাল ভূজঙ্গের দংশন, দ্যুতজীড়ায় রাজ্যাহরণ, দ্রৌপদীর

কেশাবর্ষণ, জতুগ্রহে দাহ, অরণ্যে নিবাস, সমরে অস্ত্রাঘাত এবং স্বীয় গৃহে ৭৩ বিরাটবনে বহুবিধ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছি, ভুট্ট সেই সমুদায়েরই মূল। আমরা যতরাষ্ট্র ও তাহার তনয়গণের দৌরাষ্ট্র্যে চিরকাল হুঃখ ভোগ করিতেছি, কখনই স্থখের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারিলাম না।

হে রাজন্ ! শোণিতাক্ত কলেবর, লোহিতাগ্ন্য, ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন বিজয়লাভের পর এই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করত হাস্যমুখে বাস্তবদেব ও ধনঞ্জয়কে পুনর্বার কহিলেন, হে মহাবীরহর ! আমি হুঃশাসনের সংহারার্থে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজি সমরাদ্বনে তাহা সফল করিলাম। এক্ষণে এই সমররূপ মহাযজ্ঞে শীঘ্রই হুঃখোদধনরূপ দ্বিতীয় পশুকে সংহার করিব। আমি নিশ্চয়ই কৌরবগণের সমক্ষে পদাঘাতে ঐ হুঃশাস্ত্র মস্তক বিমদ্বিত করিয়া উহাকে বিনাশ কবত শান্তিলাভ করিব। হে রাজন্ ! শোণিতসিক্তদেহ মহাবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া বৃজাসুরনিহন্তা দেব-রাজ ইন্দ্রের ন্যায় জটচিহ্নে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় । ৮৫ ।

হে রাজন্ ! মহাবীর হুঃশাসন এইরূপে নিহত হইলে, নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুগ্রহ, অলোলুপ, সহ, বত্ত, বাতবেগ ও সুবর্চী আপনায় এই দশ পুত্র ভ্রাতৃশোকে সান্তিশয় কাতর হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে শরসমূহ দ্বারা বৃকোদরকে সমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই ক্রোধনস্বভাব সংগ্রামে অপরাঙ্কু মহারথগণের শরনিকরে বিদ্ধ ও ক্রোধে অরুণনেত্র হইয়া ক্রুদ্ধ কালাস্তক কৃতান্তের ন্যায় শোভা ধারণ করত হেম-পুং মহাবেগবান্ দশ ভল্লৈ তাঁহাদের দশ জনকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তদদর্শনে কৌরবসৈন্যগণ ভীমভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া কর্ণের সমক্ষেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর স্তননন্দন প্রজ্ঞানামক কৃতান্তের ন্যায় বৃকোদরের ভীষণ পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া সান্তিশয় ভীত হইলেন। সেই সময় মহাত্মা শল্য তাঁহার শরীর দর্শনে মনোগত ভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে তৎকা-লোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয় ! ঐ দেখ, ভূপালগণ বৃকো-দরের ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতেছেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন হুঃশা-সনের শোণিত পান করিতে, রাজা হুঃখোদন ভ্রাতৃশোকে সান্তিশয় কাতর

ও বিমোহিত হইয়াছেন । তাঁহার হতাবশিষ্ট সহোদরগণ ও মহামতি কৃপা নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিষম হইয়া তাঁহার চতুর্দিকে উপবেশন পূর্বক শুশ্রূষা কবিতেছেন । ধনঞ্জয় প্রভৃতি মহাবলশালী পাণ্ডবগণ অন্যান্য বীরগণকে পরাজয় করিয়া তোমার অভিমুখেই আগমন করিতেছে ; অতএব এখন ব্যথিত বা বিষম হওয়া তোমাব কর্তব্য নহে ; তুমি শীঘ্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা-নুসারে স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ পূর্বক অর্জুনের প্রতি গমন কর । রাজা হর্ষোদন তোমার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন । তুমি আপনার সাধ্যানুসারে সেই ভার বহন কর । সংগ্রামে জয়শ্রী লাভ করিতে পারিলে, বিপুল কীর্ত্তি এবং পরাহৃত হইয়া নিহত হইলে, নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে । ঐ দেখ, তুমি বিমোহিত হওয়াতে, তোমাব আশ্রয় রূপে সাতিশয্য রৌপ্যপরবশ হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতেছে । হে রাজন্ ! মহাতেজা মদ্রাধিপতি এই কথা কহিলে, মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র মনে মনে যুদ্ধ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন । ঐ সময় কর্ণপুত্র রূপসেন বোম্বপরবশ হইয়া গৃহীতদণ্ড কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় সমর-নিরত গদাপাণি ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন । মহাবীর নকুল তদর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া রূপসেনের উপর শরসমূহ বিসর্জন করিতে কবিত্তে জম্বাস্থরাভিমুখে অভিজ্ঞত দেবরাজের ন্যায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং দ্রুণকালমধ্যে ক্ষুব্ধারা তদীয় ক্ষটিকবিন্দুপরিশোভিত ধ্বজ ও ভরদ্বারা কনকমণ্ডিত বিচিত্র শবাসন ছেদন করিলেন । তখন কর্ণপুত্র হাশাসনের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার বাসনায় তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক দিব্য মহাস্ত্র নিক্ষেপ করত নকুলকে নিগীড়িত করিতে লাগিলেন । মহামতি নকুল রূপসেনের অস্ত্রাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহোদ্ধা সদৃশ শবসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অস্ত্রবিশারদ কর্ণপুত্রও নকুলের প্রতি দিব্যাস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎপরে রূপসেন শরাভি দাতজনিত রোষ এবং স্বীয় দীপ্তি ও অস্ত্রপ্রভাবে হত হতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্র দ্বারা নকুলের হেমজ্বালজড়িত বনায়ুদেশীয় শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন । ঐ সময় বিচিত্র যোদ্ধা নকুল সেই হতাশ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হেমময় চক্ষুপরিমণ্ডিত চর্ম্ম ও আকাশসবর্ণ খড়্গ ধারণ করত বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ পূর্বক অন্তর্গত লক্ষ্য প্রদান করিয়া কর্ণপুত্রের হাতদ্ব, তুরঙ্গ ও রথ সকল ছেদন করিতে লাগিলেন । রূপসেনের সেই ত্রিবিধ সৈন্য নকুলের খড়্গাঘাতে যান্ত্রিক কর্তৃক নিকৃত পশুর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতে নিপতিত হইল ।

তখন রণবিশারদ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, চন্দনচর্চিত, বভ্রদেশোদ্ভব ছই সহস্র বীর অয়লাভার্থী একমাত্র মহাবীর নকুলের খজাঘাতে বিনষ্ট হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন ।

ঐ সময় কর্ণপুত্র বৃষসেন নকুলেব অভিযুখে বেগসহকারে গমন পূর্বক শবসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । নকুলও নিরন্তর শবনিকব বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কর্ণনন্দন নকুলের শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন । হে রাজন্ ! এইরূপে মহাবীর নকুল ভাতা বৃকোদরের প্রভাবে সেই ঘোরতর রণক্ষেত্রে বঞ্চিত হইয়া অতি ভীষণ কার্যের অস্থান কবিত্তে আরম্ভ করিলেন ।

অনন্তর কর্ণনন্দন বৃষসেন মহাবল নকুলকে রথী, অশ্ব, মাতঙ্গ ও ময়ূষ্যগণকে শরসমূহে অনবরত বিদ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া রোষভরে তাঁহাকে অষ্টাদশ সায়কে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন । মহাবলশালী মাদ্রী তনয় নকুল সেই বৃষসেননির্ম্মুক্ত শরনিকবে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তাঁহার সংহারার্থ মহাবেগে ধাবমান হইলেন । কর্ণনন্দন বিস্তীর্ণপক্ষ আমিষলোলুপ শ্যোন পক্ষীয় ন্যায় নকুলকে সহসা আগমনকরিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি স্মৃশাগিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত নকুল বৃষসেননির্ম্মুক্ত শরসমূহ নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্বক সমরাজনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর বৃষসেন নিশিত শরনির্করে নকুলের সহস্র তারকাপরিমণ্ডিত চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া সূতীক ছয় শরে তাঁহার গুরুভারসাধন অরাতিগণের প্রাণান্তক সর্পবিষের ন্যায় সাতিশয় উগ্র কৌশলিন্যাসিত সূতীক অসি ছেদন করিয়া শাগিত শরসমূহে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর নকুল এইরূপে বৃষসেনের শরনিকরে বিরথ, অসিবিহীন ও নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া সত্তবে অর্জুনের সাক্ষাতে যুগল্ল যেরূপ গিরিশিখরে আরোহণ করে, সেই রূপ বৃকোদরের রথে আরোহণ করিলেন ।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণতনয় সেই দুই সহস্রথকে এক রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া রোষভরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিবার মানসে নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন অন্যান্য কৌরবগণও সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রতি শরসমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর ও ধনঞ্জয় রোষপ্রভাবে হত হত্যাশনের ন্যায় সাতিশয় অদীপ্ত হইয়া কর্ণপুত্রের প্রতি নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

অনন্তর মহাবীর বৃকোদর ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ ! এই দেখ, নকুল বৃষসেননির্মুক্ত শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে । মহাবীর কণাশ্রজ আমাদিগের প্রতিও শরবর্ষণ করিতেছে । অতএব তুমি শীঘ্র উহার প্রতি গমন কর । হে নরনাথ ! মহাবীর অর্জুন ভীমসেনের এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার রথসমীপে উপনীত হইলেন । মহাবীর নকুল তাঁহাকে তথায় সমুপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, হে বীরবর ! আপনি অবিলম্বে বৃষসেনকে সংহার করুন । ঐ সময় মহাবলশালী অর্জুন ভ্রাতা নকুলের বাক্য শ্রবণ পূর্বক বাস্তবদেবকে সত্বরে বৃষসেনের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে কহিলেন ।

— — —

ষড়শীতিতম অধ্যায় । ৮৬ ।

হে রাজন্ ! তখন ঋপদরাজের পাঁচ পুত্র, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও মহামতি শিনির নপ্ত্য সাত্যকি এই একাদশ মহাবীর নকুলকে বৃষসেনের শরসমূহে ছিন্নচাপ, অসিবিহীন, রথশূন্য ও সাতিশয় নিপীড়িত পরিজাত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত পতাকাসম্পন্ন মহানিস্বন রথে আরোহণ করিয়া ভূজ-জগতিসদৃশ সায়ক সমূহে কৌরবপক্ষীয় গজ, অশ্ব ও মনুষ্যাগণকে অতিমাত্র নিপীড়িত করত অবিলম্বে নকুলের সাহায্যার্থ মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ষা, কৃপ, অশ্বখামা, দ্রুম্যোধন, শকুনির পুত্র বৃক, চক্রাধ এবং দেবাবৃধ, কৌরবপক্ষীয় এই কয়েক জন মহারথ জলদগভীরনিস্বন রথে আরোহণ পূর্বক নিরন্তর জ্যানির্ঘোষ ও শরনিকর বর্ষণ পূর্বক সেই একাদশ মহাবীরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন । তদুপায়ে কুলিন্দগণ নব জলধরসঙ্কাশ শৈলশৃঙ্গসদৃশ মহাবেগগামী মাতঙ্গে আরোহণ পূর্বক কৌরবপক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইল । তাহাদের হিমাচলসমুত্ত কনকজালজড়িত মদোৎকট মাতঙ্গগণ বিদ্রাবিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল । অনন্তর কুলিন্দাধিপতি গোহময় দশ শরে কৃপাচার্য্যকে অশ্ব ও সারথির সহিত অতিমাত্র নিপীড়িত করিল । মহাবীর কৃপাচার্য্য তাহার শরনিকরে সমাহত হইয়া অবিলম্বে স্তূর্ণাণিত" সায়কে তাহাকে মাতঙ্গের সহিত নিহত করিয়া ফেলিলেন । কুলিন্দরাজের অহুজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া দিবাকরসদৃশ লৌহময় তোমরে কৃপাচার্য্যের রথ আলোড়িত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল । তদুপায়ে মহাবীর শকুনি অবিলম্বে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ।

হে রাজন্! এইরূপে ঐ সমুদায় কুলিন্ধ নিহত হইলে, আপনার

সহারণ পুত্রগণ পরম আক্লাদিত হইয়া লবণসমুদ্রসমুৎপন্ন শস্য সমুদ্র
প্রস্থাপিত করত শরাসন ধারণ পূর্বক শত্রুগণের অভিশ্রুখে মহারেণে
ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডব ও অঙ্কুরগণের সহিত কোরবগণের
পুনর্বার অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। সেই সময়ে অসি, শর,
শক্তি, ঋষ্টি, গদা ও পরশুর আঘাতে অসংখ্য রথ, গজ, অশ্ব ও মানুষ

বিনষ্ট হইয়া ধরাভালে নিপতিত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গী সেনা পরস্পরের আঘাতে নিহত ও নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, চপলাবিরাজিত ও নিহাদযুক্ত জলদজাল পবনবেগে সমাহত হইয়া চতুর্দিকে সঞ্চালিত হইতেছে। তখন কোরবপক্ষীয় গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ নকুলতনয় শতানীকেব শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া গরুড়ের পক্ষবাসুবিদলিত ভৃঙ্গের ন্যায় ধরাভালে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় কোরবপক্ষীয় এক জন কুলিন্দ শরনিকরে শতানীকেব সমাহত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর নকুলতনয় কুলিন্দশরে সমাহত হইয়া রোষভরে ক্ষুর দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর কর্ণের পুত্র বৃষসেন লৌহময় তিন শরে শতানীকেব বিদ্ধ করত ভীমসেনকে তিন, ধনঞ্জয়কে তিন, নকুলকে সাত ও বাসুদেবকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় কোরবগণ বৃষসেনের অলৌকিক কার্য্য অবলোকন করিয়া হুষ্ঠচিত্তে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা ধনঞ্জয়ের পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, তাঁহারা কর্ণনন্দনকে হতাশনে আলত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জুন মাজীতনয় নকুলকে হতাশ ও কেশবকে ক্ষত-বিক্ষতকলেবর সন্দর্শন করিয়া বৃষসেনের প্রতি মহাবেগে দাবমান হইলেন। কর্ণের সম্মুখস্থিত মহাবীর বৃষসেন অসংখ্য বাণধারী নরবীর ধনঞ্জয়কে আগমন করিতে দেখিয়া পূর্বে দানবাধিপতি নমুচি যেরূপ দেব রাজ ইন্দ্রের প্রতি গমন করিয়াছিল, সেইরূপ তাহাবেগে তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্বক তাঁহাকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি ধনঞ্জয়ের দক্ষিণ বাহুমূলে শরসমূহ পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবকে নয় শরে বিদ্ধ করত পুনর্বার ধনঞ্জয়কে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃষসেন এইরূপে ধনঞ্জয়ের উপর অগ্রে শর প্রহার করিলে, মহাবলশালী অর্জুন ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবার মানসে ললাটে ক্রকুটি বিস্তার করিয়া অনবরত শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় রোষবাস্তিত লোচনে গর্ক প্রকাশ করত কর্ণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! অদ্য তোমার সমক্ষে আমি অশ্বখামা প্রভৃতি বীরগণ এবং হৃষ্যোধন ও বৃষসেনকে শাপিত শরসমূহদ্বারা কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিব। সকলেই বলিয়া থাকে যে, আমার পুত্র অভিমত্য় যৎকালে রথমাধ্যে একাকী অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহাকে নিহত

করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগের সমক্ষেই বৃষসেনকে সংহার করিব। তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহাকে রক্ষা কর। হে মৃত। তুমি আমাদের এই বিবাদের মূল। বিশেষতঃ দুর্গোদনের আশ্রয় লাভ কবিয়া তুমি অহঙ্কৃত হইয়াছ। অতএব আমি অদ্য বৃষসেনকে সংহার করিয়া বলবীৰ্য্য প্রকাশ পূৰ্ব্বক তোমাকে শমনভবনে প্রেরণ করিব। আব যাহাব নিমিত্ত জনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে, মহাবীর ভীমসেন সেই নবোদয় দুর্গোদনকে সংহার কবিবেন।

হে রাজন্ ! মহাবলশালী অর্জুন এই কথা কহিয়া শরাসন পরি-
মার্জ্জন পূৰ্ব্বক বৃষসেনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার মানসে
শরসমূহ বর্ষণ করত হাস্যমুখে নির্ভয়চিত্তে দশ শরে তাঁহার গর্ভস্থ স্থল বিদ্ধ
কবিলেন এবং তীক্ষ্ণতার চারি ক্ষুর পবিত্যাগ করিয়া তাঁহাব শরাসন,
বান্ধুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কপিজ বৃষসেন এইরূপে
ধনঞ্জয়েব ক্ষুব্ধস্তে ছিন্নবাহ ও ছিন্নমস্তক হইয়া মাক্তবৈগভয় কুসুমবিবা-
জিত অতি বিশাল শাল বৃক্ষ যেকণ গিরিশিখর হইতে নিপতিত হয়,
সেইরূপ রথ হঠাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। সেই সময় মহাবীর কর্ণ
স্বীয় পুত্রকে ধনঞ্জয়গণের নিকট ও পরাতলে নিপতিত দেখিয়া মাতিশয়
কাতর ও রোষপরবশ হইয়া অবিলম্বে বাসুদেব ও অর্জুনেব প্রতি দাব-
মান হইলেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় । ৮৭ ।

হে রাজন্ ! তখন পুরুষোত্তম বাসুদেব দেবগণেবও হর্নিবার্য্য
মহাকার কর্ণকে উচ্ছৃগিত মহাসাগরের ন্যায় গর্জ্জন করত আগমন করিতে
দেখিয়া হাস্যমুখে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে সখে ! যাহার লহিত তোমাকে
সংগ্রাম করিতে হইবে, ঐ সেই সূতপুত্র কর্ণ শলাসঞ্চালিত ষ্ঠোথাগ্নদুস্ত
রথে আরোহণ পূৰ্ব্বক আগমন করিতেছে ; অতএব এক্ষণে তুমি স্থির
হও। ঐ দেখ, মহামতি কর্ণের কিঙ্কণীজালজড়িত বিবিধ পতাকা-
পরিশোভিত ষ্ঠোথাগ্নসংযোজিত রথ গগনস্থিত বিমানের ন্যায় আগমন
করিতেছে। উহার ইন্দ্রপদসঙ্কাশ নাগকক্ষধ্বজ যেন গগনমার্গ উল্লিখিত
করিতেছে। ঐ দেখ, কর্ণ দুর্গোদনের হিতসাধনার্থ জলধারাবর্ষী জল-
ধ্রুবর ন্যায় শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে আগমন করিতেছে। মদ্রাধি-

পতি শল্য উহার বণে সমারূঢ় হইয়া অশ্ব সঞ্চালন করিতেছেন। ঐ চতুর্দিকে হুঙ্কুভিনিম্বন, শঙ্খধ্বনি ও বিবিধ সিংহনাদ ঐতিগোচর হইতেছে। সূতপুত্রের শরাসনধ্বনি সমস্ত মহাশক্তি তিরোহিত করিয়াছে। মহারণে মৃগযুগ্ম যেক্রপ জুহু কেশরীকে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করে, সেইক্রপ মহারথ পাঞ্চালগণ কর্ণকে অবলোকন করত সৈন্যগণের সহিত ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে পরম যত্নসহকারে কর্ণকে সংহার কর। তোমা ভিন্ন আর কেহই সূতপুত্রের শর সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আমি বিশেষরূপে পবিজ্ঞাত আছি যে, তুমি দেবাসুর গন্ধর্ভ সমবেত ত্রিভুবন জয় করিতে পার। দেখ, জটাজুটধারী ভীষণ-মূর্ত্তি ত্রিলোচন মহাদেবেব সহিত সংগ্রামেব কথা কি বলিব, কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। কিন্তু তুমি সেই সর্বভূতের মঙ্গলপ্রদ সাক্ষাৎ মহাদেবের সহিত সমরে সমুদাত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছ। অন্যান্য দেবগণও তোমাকে বরপ্রদান করিয়াছেন। তুমি এক্ষণে সেই দেবদেবেব প্রণাদে দেবরাজ যেক্রপ নমুচিকে সংহার করিয়া ছিলেন, সেইক্রপ তুমি কর্ণকে বিনষ্ট কর। তোমার সর্বদা মঙ্গল ও সংগ্রামে জয়লাভ হউক।

সেই সময় ধনঞ্জয় কহিলেন, হে সখে! তুমি সর্বলোকের গুরু। তুমি যখন আমাব প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ, তখন আমি নিশ্চয়ই জয় লাভ করিব। অতএব তুমি এক্ষণে রথ সঞ্চালন কর। আমি কর্ণকে সমরে সংহার না করিয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইব না। অদ্য তুমি হয়, আমার শরে কর্ণকে, না হয়, কর্ণশরে আমাকে ক্ষতবিক্ষত ও বিনষ্ট নিরীক্ষণ করিবে। পৃথিবী যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে, লোকে ততদিন এই উপস্থিত ভীষণ সংগ্রামের বিষয় কীর্ত্তন করিবে। হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জয়ীকেশকে এই কথা বলিয়া মাতঙ্গের অনুগামী মাতঙ্গের ন্যায় সূতপুত্রের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন তিনি পুনরায় কেশবকে কহিলেন, হে বাসুদেব! সময় অতিবাহিত হইতেছে; অতএব সত্ত্বের অশ্ব সঞ্চালন কর। মহামতি কেশব ধনঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে জয়াশীর্ষাদ করিয়া তাঁহার মনোমারুতগানী অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয়ের রথ ক্ষণকাল মধ্যেই কর্ণগণের অগ্রে উপনীত হইল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় । ৮৮ ।

হে রাজনু ! সেই সময় মহাবলশালী কর্ণ ব্রহ্মসেনের নিধনদর্শনে পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া রাম্পবারি বিসর্জন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি ধনঞ্জয়ে সমীপাগত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাক্রমে যুদ্ধার্থ তাঁহাকে আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন । ঐ সময় সেই মহাবীরদ্বয়ের ব্যাজচর্ম্মাবৃত রথদ্বয় একত্র সমবেত হইয়া সমুদিত ভাস্করদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিল এবং সেই শত্রুনিপাতন মহাবীরদ্বয় ষেতাসংযোজিত রথে অবস্থান পূর্বক নভোমণ্ডলস্থিত চন্দ্রার্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । দৈনিকগণ ত্রৈলোক্য জয়াভিলাষী ইন্দ্র ও বলিরাজার ন্যায় সংগ্রামে সমুদ্যত সেই বীরদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল । মণীপালগণ তাঁহাদিগকে রথনির্ঘোষ, জ্যাতল-নিশ্বন, শরশব্দ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করত মহাবেগে পরস্পরের প্রতি ধাবমান এবং কর্ণের ধ্বজে হস্তীকক্ষ ও ধনঞ্জয়ের ধ্বজে বানর বিরাজমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সিংহনাদসহকারে সেই মহাবীরদ্বয়কে নিরন্তর সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন । সহস্র সহস্র বীর পুরুষ সেই বীরদ্বয়কে দৈরথযুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া বাহুবলফটন ও বসনবিকম্পন করিতে লাগিলেন । কৌরবগণ হৃতপুত্রকে আহ্লাদিত করিবার মানসে চতুর্দিকে বাদিত্রিনিশ্বন ও শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । পাণ্ডবগণও তুর্ঘ্য ও শঙ্খধ্বনি পার্থকে আহ্বাদিত করত দণ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিলেন । সেই সময় চারি দিকে বীরগণের সিংহনাদ ও বাহুবলফটন-ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল ।

হে রাজনু ! তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণ শর, শরাসন, শক্তি, খড়্গ, তুণীর, শঙ্খ ও বর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রথারূঢ় হইলেন । তাঁহারা উভয়েই অতি প্রিয়দর্শন । তাঁহাদের স্বক্ক কেশরীর ন্যায়, বাহুদ্বয় বিশাল, লোচনে লোহিত বর্ণ, সুবিত্তীর্ণ বক্ষঃস্থল সুবর্ণ মালাদামে পরিশোভিত ও সর্বাঙ্গ রক্ত চন্দ্রনে চর্চিত । পরিচারকগণ মহাব্রতের ন্যায় গর্জিত, মহাবল-শালী বীরদ্বয়কে চামর ব্যাজন ও তাঁহাদের মস্তকে ষেতছত্র ধারণ করিয়াছিল । সেই বীরদ্বয়ের মধ্যে এক জনের রথে মহাবীর শল্য এবং অন্যের রথে মহাত্মা দ্রব্যাকেশ সারথ্য করিতেছিলেন । সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ত ভূল্য আত্মবিবশিতসঙ্কাপ মহাবীরদ্বয় পরস্পরের বধসাধন ও বিজয়লাভের অভিপ্রায় করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে তাঁহাদিগকে গোষ্ঠ-

স্থিত বৃষভন্থের ন্যায়, প্রতিরগণ মাতঙ্গযুগলের ন্যায়, ক্রোধোদ্ধত পুরন্দর ও বৃজাসুরের ন্যায়, ক্রুদ্ধ মহাপ্রহরার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার উভয়েই দেবাংশসমুত্ত, দেবতুল্য বলশালী ও সৌন্দর্য্যে দেবতার অনুরূপ। সেই বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী মহাবীরদ্বয় তৎকালে রণস্থলে যদ্বচ্ছাক্রমে সমাগত চন্দ্রার্কের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ ! কৌরবপক্ষীয় বীরগণ মহাবাহু ধনঞ্জয় ও কর্ণকে শর্দূলন্থের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন অবলোকন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। পৌরুষ ও বল-প্রভাবে বিক্রান্ত, সশস্ত্র ও দেবরাজের তুল্য এই বীরদ্বয় সময়ে মহাবল কার্ত্তবীৰ্য্য সদৃশ, দাশরথি রামের অনুরূপ ও ভূতভাবন ভগবান্ ভবান্ পতির সদৃশ। তাঁহাদিগের বলবিক্রম বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর তুল্য। হে রাজন্ ! এই সময় তাঁহারা বাহ্বাঙ্কেটন রবে গগনতল প্রতিক্ষণিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই একত্রিমিলিত বীরদ্বয়ের মধ্যে যে, কাহার বিজয়লাভ হইবে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

অনন্তর সিদ্ধচারণগণ সেই মহারণস্থলকে রণস্থলে শোভমান দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এই সময় আপনার মহাবলশালী পুত্রগণ সৈন্য সমভিব্যাহারে সংগ্রামশোভা মহামতি কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। শৃষ্টদ্বায় প্রভৃতি পাণ্ডবগণও অদ্বিতীয় যোদ্ধা মহাত্মা অর্জুনের চতুর্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবীর স্তম্ভপুত্র কৌরবগণের ও ধনঞ্জয় পাণ্ডবগণের পন্থরূপ হইলেন। বীরগণ উভয় পক্ষের জয় পরাজয় দর্শনাভিলাষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্ ! তখন সেই সংগ্রামশোভা ক্রুদ্ধচিত্ত মহাবীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি প্রহার ও পরস্পরকে সংহার করিতে সমুদ্যত হওয়াতে তাঁহাদিগকে ইন্দ্র ও বৃজাসুরের ন্যায়, ভীষণাকার মহাধূমকেতুর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত আকাশস্থিত প্রাণিগণের পরস্পর মহা কলহ ও ভেদ উপস্থিত হইল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ সকলেই কেহ কর্ণের এবং কেহ বা ধনঞ্জয়ের পক্ষ আশ্রয় করিলেন। গর্গনমণ্ডল কর্ণের এবং অবনীমণ্ডল ধনঞ্জয়ের পক্ষ হইলেন। শৈল, সাগর, নদী, মেঘ, বৃক্ষ ও লতা সকল কেহ স্তম্ভপুত্র ও কেহ ধনঞ্জয়ের পক্ষ অবলম্বন করিল। মুনি, সিদ্ধ ও চারণ, গন্ধড় ও অন্যান্য বিহঙ্গম, রত্ন ও নিধি ; চতুর্বেদ, আখ্যান, উপবেদ, উপনিষদ, রহস্য ও সংগ্রহ, বাসুকী, চিত্রসেন, তক্ষক, মণিক, ঐরাবত, গৌরভ্রমর ও বৈশালেশ, বৃক, শশ ও অন্যান্য ঋতজনক পশু পক্ষী ; আট বর্ষ

সাধ্য, ক্রতু, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারবর, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দশ দিক্, পদাঙ্ক-
গনমবেত দেবলোক ও পিতৃলোক, যম, কুবের, বরুণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বজ্র, দক্ষিণা, সমস্ত রাজর্ষি এবং ভূধুক প্রভৃতি গন্ধর্ভগণ ধনঞ্জয়ের পক্ষ
আশ্রয় করিলেন। আদিত্য, অশ্বর, ব্রাহ্মস, শুভাক, পক্ষা, বৈশা, শূত্র,
হুত, সক্ষর জাতি, প্রেত, পিশাচ, অন্যান্য ক্রব্যাদ, জলজন্তু, শৃগাল,
কুকুর ও কুত্র উরগগণ কর্ণের পক্ষ হইলেন। প্রোধের, মৌনের, অঙ্গরা
গন্ধর্ভগণ কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম দর্শন করিবার মানসে ব্রুক, শশ, হস্তী,
অশ্ব, রথ, মেঘ ও বায়ুবাহনে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন। দেব,
দানব, গন্ধর্ভ, বক্ষ, ব্রাহ্মস, বিহঙ্গম, তপোমুষ্ঠাননিরত বেদজ্ঞ মরুর্ষি,
অধাভোগী পিতৃলোক এবং ঔষধি সমুদয় কোলাহল ধ্বনি করিয়া গগন-
মণ্ডলে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। কমলধোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি ও প্রজা-
পতিগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া এবং মহাত্মা ক্রতুদেব দিব্য যানে
আরোহণ পূর্বক সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র মহামতি কর্ণ ও অর্জুনকে যুদ্ধ করিবার বাসনার
পরস্পর সমাগত অবলোকন করিয়া কহিলেন, আজি আমার পুত্র অর্জুন
কর্ণকে সংহার করিবে। সূর্য্যদেব কহিলেন, আমার তনয় কর্ণ ধনঞ্জরকে
সংহার করিয়া বিজয়লাভে কৃতকার্য্য হইবে। এইরূপে সেই সময়ে
ত্রিংশাধিপতি ইন্দ্র ও সূর্য্যের মহাকলহ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা
পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পক্ষ অবলম্বন করিলেন। হে রাজন্! ঐ সময়
দেবর্ষি ঋষিচার্যগণ সমকর্ত্ত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তি কর্ণ ও ধনঞ্জরকে
সংগ্রামার্থ মিলিত নিরীক্ষণ করিয়া বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অশ্বর-
গণ কর্ণের পক্ষ এবং দেবগণ ও অন্যান্য ভূতগণ ধনঞ্জয়ের পক্ষ অবলম্বন
করিয়া রহিলেন। অনন্তর দেবগণ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন,
হে ভগবন্! ধনঞ্জর ও কর্ণ এই উভয় মহাবীরের মধ্যে কাহার বিজয়
লাভ হইবে? আমাদের মতে ইহাদিগের উভয়েরই জয় লাভ হওয়া
উচিত। অতএব ইহারা উভয়েই সংগ্রামে ক্ষান্ত হউক। হে দেবী!
এই দুই মহাবীরের কলহে সমস্ত জগৎ সংশয়াগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে
ইহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি জয়লাভে সম্যক্ অধিকারী, আপনি তাহা
নিশ্চয় করিয়া বলুন। হে ভগবন্! ইহাদের উভয়েরই বিজয়লাভ
হওয়া উচিত ইহা আপনি স্বীকার করুন।

হে রাজন্! 'সেই সময় ত্রিংশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণের সেই' বাক্য
করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণিপাত পূর্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে

দেবাদিদেব মহাদেব কহিয়াছিলেন যে, বাসুদেব ও ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই বিজয় লাভ করিবে। আমি এক্ষণে আপনাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ক্রুদ্ধদেব যাহা কহিয়াছেন, তাহার ঘেন অন্যথা না হয়। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক মহাদেবের সমক্ষে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে দেবরাজ ! যে মহাবীর খাণ্ডবপ্রস্থে হতাশনের ভৃগু সাধন ও দেবলোকে আগমন করিয়া তোমারে যথোচিত সাহায্য দান করিয়াছে, তাহার অবশ্যই বিজয় লাভ হইবে। কর্ণ দানবগণের পক্ষ, অতএব তাহার পরাজয় হইয়াই বিধেয়। ধনঞ্জয় কর্ণকে পরাজয় করিলে, দেবগণেরও দানবজয়রূপ কার্য সাধন হইবে, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই আমরা ধনঞ্জয়ের বিজয় প্রার্থনা করিতেছি। আত্মকার্য্য সংসাধন করাই সকলের গুরুতর কার্য্য। আর দেখ, মহামতি ধনঞ্জয় সতত সত্যধর্ম্মনিরত। ঐ মহাবীর অস্ত্রপ্রভাবে ভগবান্ ভবানীপতিকে আনন্দিত করিয়াছিল। অতএব সেই মহাবীর অবশ্যই বিজয় লাভ করিবে। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় শিক্ষিতান্ন ও তপোবলসম্পন্ন; ঐ মহাবীর ধনুর্ধ্বদে সম্যক্ অধিকারী হইয়াছে; বিশেষতঃ জগতের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তাঁহার সারথ্য করিতেছেন; অতএব কি নিমিত্ত তাহার বিজয় লাভ হইবে না; এক্ষণে ধনঞ্জয়ের বিজয় লাভ হইলে, একটা দেবকার্য্য সাধন এবং পাণ্ডবগণের বনবাস প্রভৃতি বহুবিধ ক্লেশের নিবারণ হয়। অতএব তাঁহারই বিজয় লাভ হওয়া উচিত।

হে দেবরাজ ! মহাবীর ধনঞ্জয় তপঃপ্রভাবসম্পন্ন; তাঁহার দৈববল মহত্ব নিবন্ধন পুরুষকারকে অতিক্রম করিয়াছে। অতএব উঁহার শত্রুগণ সম্মুখে উন্মূলিত হইবে, সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয় ও বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইলে রণস্থলে মর্গ্যাদা অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইঁহারা পুরাণ ঋষি নর ও নারায়ণ; ইঁহারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহারা সকলকে শাসন করিতেছেন। কিন্তু ইঁহাদিগের নিয়ন্তা কেহই নাই। কি স্বর্গ কি মর্ত্ত্য কুত্রাপি ইঁহাদিগের তুল্য ব্যক্তি দেখিতে পাই না। দেবর্ষি, চারণ, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ ইঁহাদিগের অঙ্গুগত হইয়া রহিয়াছেন! ইঁহাদেরই প্রভাবে এই সমগ্র জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব এক্ষণে ইঁহারা বিজয় লাভ করুন। আর এই কর্ণ জ্যোতের সহিত দেবলোক হইয়া ভীষ্মের সহিত বনুলোক প্রাপ্ত হউক। হে নরনাথ! সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবও তাঁহার বাক্যে সন্তোষোদন করিলেন।

তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ব্রহ্মা ও মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক তত্ত্বতা সমস্ত প্রাণিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মগণ ! ভগবান্ ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব মহাদেব যে জগতের হিতকর বাক্য কহিলেন, আপনারা তাহা শ্রবণ করিলেন । উহাদের কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে । অতএব এক্ষণে আপনারা নিশ্চিত হইয়া অবস্থিতি করুন । তখন তত্ত্বতা প্রাণিগণ অমররাজের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন । দেবগণ হৃষ্টচিত্তে বহুবিধ সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ ও তুগাধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সুর, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণ সেই মহাবীরহরের অভূত বৈরথ যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন । ঐ সময় সমরাজনস্ব মহাবীরগণ সেই বীরহরের অধিষ্ঠিত দিব্য রথসমীপে সমাগত হইয়া শঙ্খ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মহামতি অর্জুন ও বামুদেব এবং মহাবীর সূতনন্দন ও শল্য ইহারাও হৃষ্টচিত্তে শঙ্খনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় সেই মহাবীরহরের ভীকজনভরাবহ অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । মহাবীর সূতপুত্রের আশীবিষ তুফা, রত্নময়, সূদৃঢ়, ইন্দ্রধনু সদৃশ হস্তিকক্ষাধ্বজ এবং ধনঞ্জয়ের মধ্যাহ্নকালীন মার্ভগের ন্যায়, বিবৃতান্য কৃতান্তের ন্যায় হুনিরীক্ষ্য বিকটদর্শন কপিধ্বজ সকলের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করিয়া শোভা পাইতে লাগিল । তৎকালে তাঁহাদিগের সেই ছুইটী ধ্বজ প্রলয়কালে গগনমণ্ডলে সমুদিত রাহ ও কেতুগ্রহের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল । অনন্তর মহাবীর অর্জুনের ধ্বজস্থিত কপিবর সংগ্রাম করিবার বাসনার স্বস্থান হইতে বেগসহকারে সূতপুত্রের হস্তিকক্ষাধ্বজে উৎপত্তিত হইয়া গরুড় যেরূপ ভুজধ্বজে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ নখ ও দন্ত দ্বারা উহা ছিন্ন ভিন্ন করিতে আরম্ভ করিল । তখন কর্ণের সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত কাল-পাশোপম হস্তিকক্ষা ক্রোধভরে কপিবরের প্রতি ধাবমান হইল । এইরূপে সেই বীরহরের তুমুল বৈরথযুদ্ধে প্রথমতঃ ছুই ধ্বজের ঘোরস্তর সংগ্রাম হইতে লাগিল । তখন উভয়ের অর্ধগণ পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশ পূর্বক হেঁচাবর পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল । অনন্তর হরীকেশ শল্যের প্রতি এবং ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন । তখন শল্য ও কর্ণ বারম্বার বামুদেব ও ধনঞ্জয়ের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহাবর্ণ যুগ হাস্যবদনে মজাধিপতিকে কহিলেন, হে

শল্য ! আজি যদি ধনঞ্জয় আমাকে সংহার করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে ? তাহা সভ্য করিয়া বল । মজরাজ কহিলেন, হে রাধেয় ! আজি যদি খেতাব মহাবীর ধনঞ্জয় রণস্থলে তোমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলে আমি সভ্য করিয়া বলিতেছি যে, একাকীই বাহুদেব ও ধনঞ্জয়কে সংহার করিব । হে রাজন্ ! ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন বাহুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হৃষীকেশ ! আজি যদি সূতপুত্র আমাকে বিনষ্ট করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে ? বাহুদেব ধনঞ্জয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সখে ! যদি সূর্য্যদেব স্বস্থান হইতে নিপতিত হন, যদি মহাসাগর পরিপূর্ণ হয় এবং যদি অনল শৈত্যগুণ আশ্রয় করেন, তথাপি সূতপুত্র তোমাকে সংহার করিতে পারিবে না । যদিও কোনরূপে একরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রলয়কাল সমাগত হইবে । আমি সূতপুত্র ও শল্যকে বাহুদেব বিনষ্ট করিব ।

হে রাজন্ ! কপিঞ্চল ধনঞ্জয় কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাঙ্গ-মুখে কহিলেন, হে বাহুদেব ! কর্ণ ও শল্য উহারা উভয়ে মিলিত হইলেও আমি উহাদিগকে আমার সমকক্ষ বিবেচনা করি না । আজি তুমি সত্ত্বরে দেখিতে পাইবে যে, মাতঙ্গ যেরূপ বৃক্ষকে বিমর্দিত করিয়া চূর্ণ করে, সেইরূপ আমি সূতপুত্রকে রথ, অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র, কবচ, শর, শক্তি, শরাসন ও সারথি শল্যের সহিত শতধা ছিন্ন ভিন্ন ও বিচূর্ণিত করিব । হে হৃষীকেশ ! আজি সূতপুত্রের পরীক্ষণীয় বৈধব্যদশা হইতে হইবে । তাহার নিশ্চয়ই হৃঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছে । হে মাধব ! আজি তুমি সূতপুত্রের ভাষ্যাদিগকে বিধবা দেখিবে, সন্দেহ নাই । পূর্বে হুর্নতি কর্ণ সভামধ্যে জৌপদীকে ও আমাদিগকে বারবার উপহাস করিয়াছে ; তন্নিবন্ধন আমার অন্তঃকরণে যে ক্রোধোদয় হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই । অতএব মত্ত মাতঙ্গ যেরূপ কুসুমোপশোভিত মহীকহকে উন্মূলিত করে, সেইরূপ আমি সূতপুত্রকে উন্মূলিত করিব । হে জনার্দন ! আজি কর্ণ নিহত হইলে, তুমি বিজয়লাভে আনন্দিত হইয়া অভিমত্কার জননী, স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তী, সজলনয়না কৃষ্ণা এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সুধা তুল্য মধুর বাক্যে সাস্বনা করিবে ।

একোন নবতিতম অধ্যায় । ৮৯ ।

হে রাজন্ ! সেই সময় গগনমণ্ডল দেব, নাগ, অশ্বর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অঙ্গরা, গন্ধড়, ভ্রক্ষর্ষি ও রাজর্ষিগণে সমাবৃত হইয়া গাতি-শয় শোভা পাইতে লাগিল । মনুষ্যাগণ বিশ্বমোৎক্লেশ নয়নে গগনমার্গ গীত, বাদ্য, জ্ঞতি, নৃত্য, হাস্য ও স্তম্ভুর শব্দে পরিপূর্ণ অবলোকন করিয়া পরম আক্লাদিত হইল । ঐ সময় কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাগণ হৃষ্ট-চিত্তে বাদিত্র নিশ্বন, শম্বধ্বনি ও সিংহনাদে ভূমণ্ডল ও দিমণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত করিয়া অরাতিগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল । বীর-গণের কধিরধারা নিরন্তর নিপতিত হওয়াতে সেই চতুরঙ্গিনী সেনা সমা-বৃত, মৃত দেহপরিপূর্ণ, শর শক্তি ঋষ্টিসমাকীর্ণ সমরস্থল লোহিতবর্ণ হইয়া গেল । অনন্তর দেবাসুরসংগ্রাম সদৃশ কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল । ঐ সময় মহাবীর অর্জুন ও সূতপুত্রের সরল শর সমূহে উভয়পক্ষীয় সৈন্যাগণ ও সমস্ত দিক্ বিদিক্ সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল । তৎকালে আর কেহই কিছুমাত্র দর্শন করিতে সমর্থ হইল না । অন্যান্য বীরগণ শক্তি চিত্তে মহারথ ধনঞ্জয় ও সূতপুত্রের আশ্রয় গ্রহণ কবিত্তে লাগিলেন । তখন সেই মহাবীরদ্বয় অস্ত্রপ্রভাবে পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করিয়া কিরণনিকরবর্ষা অম্ববতলস্থ অন্ধকারাপহারী সমুদিত চক্ষাকর্কের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন ।

সেই মহাবীরদ্বয় উভয়পক্ষীয় সৈন্যাগণকে পলায়ন করিতে নিবারণ করিলে, তাহারা দেবতা ও অশ্বরগণ যেরূপ ইন্দ্রকে পরি-বেষ্টন কবিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগের চতুর্দিকে অবস্থিতি করিতে লাগিল । অখন সংগ্রামস্থলে ইতস্ততঃ মৃদঙ্গ, ভেদ্রী, পণব ও আনকের ধ্বনি এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুখিত হইলে, মহাবীর কর্ণ ও ধনঞ্জয় শকারমান জলদজাল সমাবৃত চক্র ও সূর্য্যের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন । সেই শক্রনিশ্চয়ন অজেয় মহাবীরদ্বয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া নিরন্তর শরবর্ষণ করাতে তাঁহাদিগকে সচরাচর জগৎ দহনে প্রবৃত্ত পরিবেশমধ্য-স্থিত কিরণবিরাজিত প্রলয়কালীন মার্ত্তওদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । তখন তাঁহারা পরস্পরকে সংহার করিবার বাসনায় ইন্দ্র ও অস্ত্রাসুরের ন্যায় নির্ভয়চিত্তে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং নিরন্তর মহাস্র-জাল বিস্তার কর্তৃক পরস্পরকে নিপীড়িত ও উভয়পক্ষীয় অসংখ্য মাতঙ্গ, কুরঙ্গ ও মনুষ্যাগণকে নিপীড়িত কবিত্তে আরম্ভ করিলেন । উভয়পক্ষীয়

চতুরঙ্গিণী সেনা পুনর্বার সেই বীরদ্বয়ের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সিংহতাড়িতা মৃগকদম্বের ন্যায় পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ঐ সময় রাজা দুর্যোধন, কৃতবর্মা, শকুনি, কৃপ ও অশ্বখামা এই পাঁচ মহারথ দেহবিদারণ শরসমূহে অর্জুন ও কেশবকে বিজ্ঞাবিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় শত্রুশরে সমাহত হইয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্বক তাহাদিগের শরাসন, তুণীর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ ও সারথিকে এককালে ধ্বংস করিয়া দ্বাদশ শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর এক শত রথী, এক শত গজারোহী এবং অশ্বারোহী শক, যবন ও কাশ্যোজগণ ধনঞ্জয়কে সংহার করিবার মানসে অবিলম্বে তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। তদর্শনে মহাবাহু ধনঞ্জয় অবিলম্বে শরসমূহ ও কুর দ্বারা সেই অশ্ব, গজ এবং রথারোহী বীরগণের অন্ত্র শত্রু ও মন্তক ছেদন পূর্বক তাহাদিগকে বাহনগণের সহিত ভূতলশায়ী করিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তৃত্বা নিশ্বন, অর্জুনকে সাধুবাদ প্রদান ও তাঁহার মন্তকে সুগন্ধ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! তখন সর্বলোকেই সেই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল; কিন্তু একমতাবলম্বী দুর্যোধন ও কর্ণ কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিস্মিত হইলেন না।

অনন্তর দ্রোণাশ্রম অশ্বখামা দুর্যোধনের হস্ত ধারণ পূর্বক প্রবেশ-
ব্যাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে নরাদিপ! এক্ষণে সংগ্রামে ক্ষান্ত হও;
আর পাণ্ডবগণের সহিত বিবাদে প্রয়োজন নাই। সংগ্রামে-শান্তিক!
এই সময়ে আমার পিতা অস্ত্রবিদ্যাশিখারদ ব্রহ্মসদৃশ দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম
প্রভৃতি মহারথগণ নিহত হইয়াছেন। আমি ও আমার মাতুল কৃপা-
চার্য্য, আমরা উভয়েই অবশ্য, এই নিমিত্ত অদ্যাপি জীবিত আছি।
অতএব এক্ষণে তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্বক পরম
সুখে চিরকাল রাজ্য শাসন কর। আমি নিবারণ করিলে, ধনঞ্জয়
নিশ্চয়ই সংগ্রামে ক্ষান্ত হইবে; বাসুদেবের বিবাদে অভিলাষ নাই;
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সতত প্রাণিগণের হিতসাধনে তৎপর, আর ভীমদেন
এবং বমজ নকুল ও সহদেব ধর্ম্মরাজের নিতান্ত বাধ্য; অতএব পাণ্ডব-
গণকে অনায়াসে শাস্ত করা যাইবে। এক্ষণে তুমি ইচ্ছা পূর্বক পাণ্ডব-
গণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলে, প্রজাগণের মঙ্গল হয়। অতএব
তুমি সংগ্রামে ক্ষান্ত হও। হতাবশিষ্ট বান্ধবগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন
করুন। দৈনিক পুরুষগণ সময়ে নিবৃত্ত হউক। হে কুরুরাজ! তুমি

‘যদি আমার কথা শ্রবণ না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় কহিতেছি, সে, তুমি এই সময়ে নিহত হইবে । এক্ষণে তুমি এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে যে, ইন্দ্র, যম, কুবের ও ভগবান বিধাতা যে কার্য্য সংসাধনে সমর্থ হন না, ধনঞ্জয় একাকী সেই কার্য্য সম্পাদন করিলেন । হে কুরুরাজ ! অর্জুন এতাদৃশ গুণশালী হইয়াও কদাপি আমাব বাক্য লঙ্ঘন করিবে না । সে সর্ব্বদা তোমার অনুগত হইয়া কালযাপন করিবে । অতএব তুমি প্রেময় হইয়া শান্তি অবলম্বন কর । তুমি সতত আমার সম্মান রাখিয়া থাক এবং তোমার সহিত আমার মিতান্ত সৌহার্দ আছে বলিয়া, আমি এইরূপ বলিতেছি । তুমি এক্ষণে ক্ষান্ত হইলে, আমি কর্ণকেও নিবারণ করিতে পারিব । হে রাজন ! বিচক্ষণ জনগণের মতে বন্ধু চারি প্রকার ; সাম, দান ও দণ্ড দ্বারা বশীভূত এবং স্বভাবসিদ্ধ । পাণ্ডবগণ তোমার স্বাভাবিক বন্ধু । এক্ষণে সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত পুনর্ব্বার বন্ধুতা কর । তুমি এক্ষণে যদি প্রেময় হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত মিত্রতা লাভে কৃত-কার্য্য হইতে পার, তাহা হইলে, তোমা হইতে জগতের হিত সাধন হইবে ।

‘হে রাজন ! পরম বন্ধু দ্রোণপুত্র এইরূপ হিত বাক্য কহিলে, আপনার আত্মজ দুর্গোধন কণকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বিষমচিন্তে কহিতে লাগিলেন, হে সখে ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য ; কিন্তু আমি কীহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । দুর্ন্যতি ভীম-সেনাশীর্দূলের ন্যায় সহসা হুঃশাসনকে সংহার করিয়া আপনার সম-ক্ষেই যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তৎসমুদায় আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে ; অতএব এক্ষণে কিপ্রকারে সন্ধি সংস্থাপন করিব । আর দেখুন, আমরা পাণ্ডবদিগের সহিত বারম্বার শত্রুতাচরণ করিয়াছি । তাহারাই সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া কখনই সহসা সন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত হইবে না । বিশেষতঃ এ সময় সূতপুত্রকে সংগ্রাম করিতে নিবারণ করা আপনার কর্তব্য নহে । প্রচণ্ড বায়ু ধেরূপ উন্নত মেঘ গিরিকে উগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয়ও কদাচ কর্ণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না । হে গুরুনন্দন ! আজি ধনঞ্জয় মিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছে ; কর্ণ অবিলম্বেই উহাকে সংহার করিবে ।

‘হে রাজন ! আপনার পুত্র দুর্গোধন বিনয় পূর্ব্বক অস্থান্যাকে বারম্বার এইরূপ কহিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে কহিলেন, হে যোধগণ !

ভোমরা কি নিমিত্ত নিশ্চিত হইয়া অবস্থান করিতেছ ? সত্তরে শরনিকর
পরিভাগ করত অরাতিগণের প্রতি ধাবমান হও ।

নবতিতম অধ্যায় । ৯০ ।

হে রাজন ! অনন্তর মহাবলশালী পুরুষব্যাক্ত স্তনন্দন ও ধনঞ্জয়
পরস্পরের প্রতি শরনিকব বর্ষণ করত হিমাচলসমূহ উত্তিরদশন মত্ত
মাতঙ্গবয় যেক্রপ করণীব জন্য পরস্পর সমরে মিলিত হয়, সেইরূপ
সেই শত্রু ও ভেরী-শব্দ-সমাকুল সমরাজনে মিলিত হইলেন । তখন বোধ
হইতে লাগিল যেন, সহসা মহামেঘে মেঘে ও অচলে অচলে মিলিত হই-
তেছে ; যেন নিঝর, বৃক্ষ, লতা ও ঔষধিবিশিষ্ট উন্নতশৃঙ্গ অচলদ্বয় চলিত
হইতেছে । সেই সময় ঐ মহাবলশালী বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অস্ত্রা-
ঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন । দেবরাজ ইন্দ্র ও দানবাধিপতি বলির
ন্যায় তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, পরস্পরের শরা-
ঘাতে ও পরস্পরেরই অশ্ব ও সারথির কলেবর ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে অন-
বরত কদিরধারী পতিত হইতে লাগিল । হে নয়নাখ ! তৎকালে ঐ
মহাবীরদ্বয় ধ্বজসমায়ুক্ত রথদ্বয়ে একত্র সমাগত হওয়াতে বোধ হইল যেন
পদ্ম, উৎপল, মংস্য, কচ্ছপ ও বিহঙ্গমগণে সমাবৃত, পবনচালিত হ্রদদ্বয়
পরস্পর সমীপবর্তী রহিয়াছে । অনন্তর ঐ সুরাজসদৃশ মহাবল পরাজাস্ত
বীরদ্বয় অননি তুল্য শরে পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন । বিচিত্র
দ্বন্দ্ব, আভরণ ও অস্ত্রধারী উভয়পক্ষীয় চতুর্দশ বল মহাবাহু কর্ণ ও ধন-
ঞ্জয়কে বৃত্ত ও বাসবের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিশ্বমাপন্ন
ও বিকম্পিত হইয়া উঠিল । তখন মহাবীর ধনঞ্জয় মত্ত মাতঙ্গ বিনাশার্থ
ধাবমান মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কর্ণের সংহারবাসনায় গমন করিলে, দর্শনা-
ভিলাষী বীরগণ হঠাৎসিংহনাদ পরিভাগ পূর্বক অঙ্গুলি সমুখিত
ও বস্ত্র বিকম্পিত করিতে আরম্ভ করিল । সেই সময় সব্যাসাচীর সমুখ-
বর্তী সোমকগণ তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! তুমি সত্তরে
মহাবীর কর্ণকে সংহার করিয়া দুর্গোপদানের রাজ্যপিপাসা নিরাকৃত কর ।
হে রাজন ? ঐ সময় আমাদিগেরও সৈন্যগণ কর্ণকে সম্বোধন পূর্বক
কহিতে লাগিল, হে স্তনন্দন ? তুমি অবিলম্বে গমন পূর্বক নিশিত শর-
নিকরে ধনঞ্জয়কে সংহার কর । পাণ্ডবগণ দীনভাবাপন্ন হইয়া পুনর্বার
বনে গমন করুক ।

হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর কর্ণ দশ শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন । তখন মহাবীর অর্জুনও হাস্য করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে শিতপার দশ শর পরিত্যাগ করিলেন । অনন্তর ঐ মহাবীরদ্বয় সুপুঙ্খ শরসমূহ নিক্ষেপ করত পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন । সেই সময় ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর ধনঞ্জয় বাহুবান্ধোড়ন ও গাণ্ডীবের জ্যা পরিমার্জন করিয়া নিরস্তর নারীচ, নালীক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, অঞ্জলিক ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । সায়াংকালে পক্ষিগণ যেরূপ আবাসুখ হইয়া বৃক্ষাভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ সেই ধনঞ্জয়ের শরনিকর কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হইল । তদর্শনে মহাবীর সূত-নন্দন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি বারংবার বিবিধ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । মহাবীর কর্ণও সেই সমস্ত শর নিরাকৃত করিলেন । এই রূপে শত্রুনিহন ধনঞ্জয় ক্রকুটি বন্ধন পূর্বক তৎকালে যে সমস্ত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাবীর সূতনন্দন স্বীয় শরনিকর পরিত্যাগ পূর্বক তৎসমস্তই ছেদন করিলেন ।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন কর্ণের প্রতি শত্রুবিঘাতন ভীষণ আঘেয়াজ্ঞা নিক্ষেপ করিলেন । সেই অস্ত্র অবনীমণ্ডল ও গগনমণ্ডল, দিগ্ধণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল । যোধগণ সেই অস্ত্রের প্রভাবে দগ্ধবস্ত্র হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল । বেগুবন দগ্ধ হইলে যেরূপ শব্দ হয়, তৎকালে ঈগস্থলে সেইরূপ ভীষণ শব্দ সমুখিত হইল । ঐ সময় সূতনন্দন সেই প্রজ্জলিত আঘেয়াজ্ঞা সন্দর্শন করিয়া উহা নিবারণার্থে বারুণাজ্ঞা পরিত্যাগ করিলেন । মহাবীর সূতপুত্রের সেই বারুণাজ্ঞা প্রভাবে গগনমণ্ডল মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং নিরস্তর জলধারা নিপতিত হইয়া সেই পার্শ্বশরসমুত ভীষণ অগ্নি নির্ধাপিত করিল । তৎকালে জলদজালে সমস্ত দিক্ বিদিক্ ও গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে অন্ধকারবশতঃ আর কিছুই লক্ষিত হইল না । তদর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে বায়ব্যাজ্ঞা প্রয়োগ পূর্বক কর্ণের বারুণাজ্ঞা নিবারণ করিলেন ।

“ অনন্তর নিতান্ত হৃদ্বীর্ণ মহাবীর অর্জুন গাণ্ডীব, জ্যা ও শরনিকর মস্তপুত করিয়া এক বজ্রসমপ্ৰভাব সুররাজের প্রিয়তর অস্ত্র প্রোহৃত করিলেন । ঐসময় তাঁহার গাণ্ডীব হইতে অসংখ্য সুশাণিত ক্ষুরপ্র, অঞ্জলিক, অর্দ্ধ-চন্দ্র, নালীক, নারীচ ও বরাহকর্ণ নিরস্তর বিনির্গত হইয়া কর্ণের কহলবর অব, শরাসন, গুগ, চক্র ও ধ্বজদণ্ড বিদীর্ণ করত গুরুভূত পন্নগের ন্যায়

সত্ত্বের ধরাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন মহামতি কর্ণ ধনঞ্জয়-
নিক্সিপ্ত-শর সমূহে সমাচ্ছন্ন ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া ক্রোধবিবৃত্ত
লোচনে মহাসাগরের ন্যায় গভীর নিশ্বনসম্পন্ন শবাসন আনত করিয়া
ভার্গবাস্ত্র প্রাহুভূত করিলেন। সেই অন্তপ্রভাবে অর্জুননিক্সিপ্ত অস্ত্রজাল
বিনষ্ট এবং পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য রথী, গজ ও পদাতি নিহত হইল।
অনন্তর কর্ণ রৌপ্যপরবশ হইয়া শিলাশিত হেমপুঙ্খ সায়ক-সমূহে পাঞ্চাল-
দেশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও সোমকদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।
তাঁহারাও কর্ণের শরসমূহে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে স্তূণা-
বিত সায়কনিচর বর্ষণ করত চতুর্দিক্ হইতে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে
আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ হৃষ্টচিত্তে শরজাল বিস্তার
করিয়া পাঞ্চালদেশীয় রথী, গজ ও অশ্বগণকে বলপূর্বক বিনষ্ট, বিদ্ধ ও সাতি-
শয় নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা স্তূতনন্দনের শরনিকরে ক্ষত
বিদ্ধতান্ব হইয়া কানন মধ্যে ক্রোধোদ্ধত মহাবল পরাক্রান্ত কেশরী
কর্তৃক বিনষ্ট গজসমূহের ন্যায় জীবন পরিত্যাগ পূর্বক ধরাতলে নিপতিত
হইতে লাগিল। এই রূপে মহাবীর কর্ণ বলপ্রভাবে পাঞ্চাল দেশীয়
প্রধান প্রধান বীরগণকে নিহত করিয়া গগনমণ্ডলস্থ অচণ্ডরশ্মি সূর্য্যের
ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! সেই সময় ধৌরবপক্ষীয়
যোধগণ কর্ণের বিজয় লাভ হইল, এই বিবেচনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ
করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অভুমান করিতে লাগিলেন যে, মহাবল
পরাক্রান্ত সূতপুত্র কেশব ও ধনঞ্জয়কে সাতিশয় প্রহার করিয়াছেন।

সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর মহারথ কর্ণের পরাক্রম
নিতান্ত হুর্কিগহ ও অর্জুননিক্সিপ্ত অস্ত্র প্রতিহত অবলোকন করিয়া
ক্রোধাক্রণলোচনে করে কর নিষ্পেষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ
করত ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়! অদ্য তোমার সমক্ষে
এই অধার্ম্মিক কর্ণ কি প্রকারে বল পূর্বক পাঞ্চালদিগের প্রধান প্রধান
বীরগণকে নিহত করিল? পূর্বের ভগবান্ মহাদেবের প্রভাবে কালকেয়
অমুরগণও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই। অদ্য কর্ণ কি
প্রকারে দশ শরে তোমাকে বিদ্ধ করিল? অদ্য স্তূতনন্দন তোমার নিক্সিপ্ত
শরজাল নিরাকৃত করাতে আমি নিতান্ত বিষময়াপন্ন হইয়াছি। হে ধনঞ্জয়!
ঐর্জুন্মতি কর্ণ দ্রৌপদীকে যেকপ ক্লেণ প্রদান এবং সভামধ্যে আমাদিগকে
ষড়ভিল বলিয়া নিষ্ঠুর বাক্যে ঘেউপহাস করিয়াছিল, তুমি এক্ষণে সেই
সমস্ত স্বরণ করিয়া অচিরে উহাকে বিনাশ কর। এক্ষণে তুমি কি জন্য

স্বতপুত্রের সংহারে উপেক্ষা করিতেছ। ইহা উপেক্ষার প্রকৃত সময় নহে। পূর্বে তুমি খাণ্ডববনে ভগবান্ হতাশনের তুষ্টিপাথনের নিমিত্ত যেক্রপ ধৈর্য্যসহকারে তত্ত্বতা প্রাণিগণকে নিহত করিয়াছিলে, এক্ষণেও তজ্রপ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কর্ণকে সংহার কর। ঐ দৃশ্যটি তোমার শরে বিনষ্ট হইলে, আমি উহাকে গদা দ্বারা বিপোখিত করিব।

তখন মহামতি বামুদেবও কর্ণশরে ধনঞ্জয়ের অস্ত্র সমুদায় প্রতিহত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়! অদ্য কর্ণ যে অস্ত্র দ্বারা তোমার অস্ত্রসমূহ নিরাকৃত করিল, ইহার কারণ কি? হে বীর! তুমি কি নিমিত্ত উহার সংহারে মনোনিবেশ করিতেছ না এবং কি নিমিত্তই বা বিমোহিত হইতেছ? ঐ দেখ, কৌরবগণ তোমার অস্ত্র প্রতিহত অবলোকন করিয়া কর্ণের পুরস্কার করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। অতএব তুমি যেক্রপ ধৈর্য্যসহকারে যুগে যুগে তমোশুণা-বলম্বী ভীষণ রাক্ষস ও গন্ধিত অশুরদিগকে সংহার করিয়াছিলে এবং যেক্রপ ধৈর্য্যসহকারে ভূতভাবন ভগবান্ ক্রুদ্রদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে, অদ্য তজ্রপ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কর্ণকে অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ কর। পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র যেক্রপ বজ্রদ্বারা দানবাধিপতি নমুচিরে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইক্রপ মৎপ্রদত্ত এই ক্ষুরধার সুদর্শন দ্বারা স্বতপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রাম নগরসমা-বুলা সমাগরা পৃথিবী প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অসাধারণ যশোলাভ কর।

হে নরেন্দ্র! মহাবীর ধনঞ্জয় বৃকোদর ও কেশবের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণকে সংহার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত যত্নবান হইলেন এবং আপনার অসামান্য বিক্রম স্মরণ ও ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিবার কারণ অনুধাবন পূর্ব্বক বামুদেবকে কহিলেন, হে জনাধন! আমি কর্ণের সংহার ও লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত অতি ভীষণ অস্ত্র প্রাপ্তভূত করি-তেছি, তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর; আর ভগবান্ ব্রহ্মা, ক্রুদ্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও দেবগণ ইহঁারাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক একান্ত হৃৎসহ ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রাপ্তভূত করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ জলধর যেক্রপ বারিধারা বর্ষণ করে, সেইক্রপ নিরস্তর শরসমূহ বর্ষণ করত সেই ধনঞ্জয়নিক্শিপ্ত ত্রশস্ত্র নিরাকৃত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন তদর্শনে সাতিশর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! লোকে তোমাকে একান্ত্রবেত্তা বলিয়া

নির্দেশ করিয়া থাকে; অতএব তুমি অন্য এক ব্রাহ্মণ প্রাহৃত কর ।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বৃকোদরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্বার ব্রাহ্মণ প্রাহৃত করত মর্ত্তণ্ডের শরনিকর সদৃশ স্তম্ভীক, ভূজঙ্গ-
মের ন্যায় অতি ভয়ানক অসংখ্য সায়কনিচয় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত যুগান্তকালীন পাবক ও মর্ত্তণ্ডের
ন্যায় প্রদীপ্ত শরসমূহ ক্ষণকালমধ্যে দিগ্ভ্রম ও কর্ণের রথ সমাচ্ছন্ন
করিল । অনন্তর ধনঞ্জয়ের শরাসন হইতে শূল, পরশু, চক্র ও নারায়ণ
সমূহ নিরন্তর নির্গত হইতে আরম্ভ হইল । তখন কোরবপক্ষীয় বোধগণ
চতুর্দিকে বিনষ্ট হইতে লাগিল । তৎকালে কোন কোন যোদ্ধা ধনঞ্জয়ের
শরে অন্যের মস্তক ছিন্ন ও কলেবর ধরাতলে নিপতিত অবলোকন করিয়া
ভয়াকুলিত চিত্তে জীবন পরিত্যাগ করিল । কোন বীরের গজশৃঙ সদৃশ
দক্ষিণ বাহুদণ্ড ধনঞ্জয়শরে ছিন্ন হইয়া শাণিত অসির সহিত এবং কোন
বীরের বাম হস্ত ক্ষুরনিকৃত হইয়া চক্ষের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল ।
হে রাজনু! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে প্রাণনাশক ভয়ানক শরসমূহে
স্থ্রোণধনের প্রধান প্রধান বোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন ।

ঐ সময় মহারণ স্তম্ভপুত্রও ধনঞ্জয়ের প্রতি পর্জ্জনানির্ম্মুক্ত জলধারার
ন্যায় নিরন্তর শরজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তৎপরে তিনি
বাহুদেব, ধনঞ্জয় ও ভীমসেনকে তিন তিন শরে সমাহত করিয়া ভীষণ
সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । 'সেই সময় মহাবলশালী
ধনঞ্জয় কর্ণের শরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বৃকোদর ও বাহুদেবের প্রতি
দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধচিত্তে অষ্টাদশ শর সন্ধান করত তিন শরে কর্ণকে,
এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও চারি শরে শল্যকে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণবর্ষ্যপরি-
শোভিত সভাপতির প্রতি দশ শর পরিত্যাগ করিলেন । রাজপুত্র সভা-
পতি ধনঞ্জয়নিষ্কিপ্ত শরে ছিন্নমস্তক, ছিন্নবাহু এবং অস্থি, সারথি, শরাসন
ও কেতুবিহীন হইয়া পরশুনিকৃত শাল বৃক্ষের ন্যায় সত্ত্বরে রথ হইতে
ধরাতলে নিপতিত হইলেন । অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন পুনর্বার
ক্রমে ক্রমে তিন, আট, দুই, চারি ও দশ শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া চারি
শত মাতঙ্গ, আয়ুধধারী আট শত রথী, আরোহীর সহিত সহস্র সহস্র
ভূরঙ্গ ও আট সহস্র পদাতিকে বিনষ্ট করিলেন এবং সুশাণিত শরসমূহে
কর্ণকে সারথি, রথ ও কেতুর সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন ।

অনন্তর কোরবগণ অর্জুন কণ্ঠক নিহন্যমান হইয়া চীৎকার করত

সুতনন্দনকে কহিলেন, হে সুতনন্দন ! তুমি নিরন্তর শরজাল বিস্তার পূর্বক শীঘ্র ধনঞ্জয়কে সংহার কর, নচেৎ ঐ মহাবীর ক্রণকালমধ্যেই কৌরবপক্ষীয় সমস্ত বীরগণকে বিনাশ করিবে। মহাবীর কর্ণ কৌরব-গণের এই রূপ বাকা শ্রবণ করিয়া পরম যত্নসহকারে নিরন্তর মর্ষভেদী শরসমূহ বর্ষণ করত পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে নরনাথ ! সেই ধমুর্ধরাগ্রগণ্য মহাবলশালী বীরদ্বয় এই রূপে মহাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া উভয়পক্ষীয় যোদ্ধগণকে ও পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিকিৎসকগণের সাহায্যে মস্ত্র ও ঔষধি-প্রভাবে বিশল্য হইয়া সংগ্রাম সন্দর্শনাভিলাষে সত্বরে সমরভূমিতে উপস্থিত হইলেন। তখন সকলে তাঁহাকে অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গবৈদ্যগণ কর্তৃক চিকিৎসিত দানবশরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ও রাহুর করাল আস্যাদেশ হইতে বিমুক্ত পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তথায় সমাগত অবলোকন করিয়া সাতিশর সজ্জ হইল।

হে রাজনু ! সেই সময় স্বর্গবাসী ও ধরাতলবাসিগণ অনিমিষলোচনে কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের সেই তুমুল সংগ্রাম সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত মহাবীরদ্বয় নিরন্তর জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি করিয়া বহুবিধ সায়কনিচয় নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জুনের শরাসনজ্যা অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়াতে ঘোরতর শব্দে সহসা ছিন্ন হইয়া গেল। ইত্যবসরে মহাবীর কর্ণ একশত ক্ষুদ্রক ও নির্মোক-নির্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় কহপজ পরিশোভিত টেলধৌত অন্যান্য সায়কে অর্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে কেশবকে ষষ্টি শরে ও পুনর্বীর ধনঞ্জয়কে আট শরে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য উৎকৃষ্ট সায়কে ভীমসেনের মর্ষ ভেদ করত ধনঞ্জয়ের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ ও তাঁহার অন্ন-গামী সোমকগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় সোমকগণ ক্রুদ্ধচিত্তে ধাবমান হইয়া মেঘমণ্ডল যেরূপ দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, সেই রূপ সূতপুত্রকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। অস্ত্রবিদ্যাবিশরদ কর্ণ ও শরনিকরে তাহাদিগকে নিতন্ধ করিয়া তাহাদিগের অস্ত্র সমুদয় নিরাকৃত, গজ, অশ্ব ও রথ সমস্ত নিপাতিত এবং প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। যোদ্ধগণ কর্ণের শরনিকরে সিংহ-সমুদ্বিগত কুকুরগণের ন্যায় আর্তিনাদ পরিত্যাগ পূর্বক গতাই হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারথ কর্ণ তাঁহার সংহার ও ধন-

জয়ের সাহায্যের নিমিত্ত বেগসহকারে সমাগত পাঞ্চালদিগকে সুশাগিত সায়কসমূহে নিপাতিত করিলেন । তদর্শনে কৌরবগণ আপনাদিগকে রণবিজয়ী বিবেচনা করিয়া তলধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎকালে সকলেই বোধ করিল যে, এই বার বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে স্তূতপুত্রের বশতাপন্ন হইতে হইবে ।

ঐ সময় কর্ণের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন ক্রুদ্ধচিত্তে শরাসনজ্যা অবনামিত করিয়া স্তূতপুত্রের শরজাল নিবাকৃত করত চাপজ্যা পরিমার্জন পূর্বক কর্ণ, শল্য ও সমুদয় কৌরবদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহার মহাগ্রপ্রেমাবে গগনমণ্ডল অন্ধকাবে সমাবৃত হওয়াতে পক্ষিগণের গতিরোধ হইয়া উঠিল । তখন গগনস্থ জীবগণ স্নগন্ধি সমীরণ সঞ্চালিত করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্য করত শল্যের বর্ষোপরি দশ শর পরিত্যাগ করিয়া স্তূতপুত্রকে প্রথমতঃ দ্বাদশ শরে ও পুনর্বার সাত শরে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের বহু সদৃশ শরে অতিমাত্র সমাহত হইয়া শোণিতাক্তকলেবর হইলে তাঁহাকে প্রলয়কালীন অশানমধ্যস্থ রুধিরসিক্তগাত্র রুদ্ধদেবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । অনন্তর মহাবীর কর্ণ দেবরাজ সদৃশ সব্যাসাচীকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া বাসুদেবের সংহারার্থ তাঁহার প্রতি ভীষণ ভূঙ্ক সদৃশ প্রজ্জলিত পাঁচ শর পরিত্যাগ করিলেন । ঐ পাঁচ শর তক্ষকতনয় অশ্বসেনের পক্ষীর পাঁচ মহাভূঙ্ক । উহারা কর্ণকণ্ঠক পরিত্যক্ত হইয়া পুরুষোত্তম কৃষ্ণের বর্ষ ভেদ করত বেগসহকারে পাতালতলে প্রবেশ পূর্বক ভোগবতীজলে স্নান করিয়া পুনরায় কর্ণাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল । তদর্শনে মহাবীর অর্জুন দশ ভল্ল তাহাদের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিলেন । অনন্তর তিনি বাসুদেবকে স্তূতপুত্রপরিত্যক্ত নাগাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষতাক্ত অবলোকন করত ভৃগদহনপ্রবৃত্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট দেহান্তকর শরসমূহে স্তূতপুত্রের মর্দ্বস্থল বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের শরে গাত্তর বিদ্ধ হইয়া সাতিশর ক্লেশবশতঃ অত্যন্ত বিচলিত হইলেন ; কেবল বৈধ্যাতিশয়গ্রস্ত রথ হইতে নিপতিত হইলেন না । হে রাজন ! সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন ক্রোধভরে শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত দিক্, বিদিক্, দিবাংকরকিরণ ও কর্ণের রথ একবারে অদৃশ্য হইল এবং আকাশমণ্ডল নীহারসমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । ঐ সময় শক্রনিহন ধনঞ্জয় একাকীই কণকালমধ্যে দ্ব্যোধনপ্রেমিত দুই সহস্র চক্ররক্ষক,

শাদরক্ষক ও পৃষ্ঠরক্ষককে অথ, রথ ও সারথিব সতিত ক্রতান্তভাবে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রাণ ও হতাবশিষ্ট কৌরবেরা বিনষ্ট ও ক্ষতবিক্ষতাদি আত্মীয়গণকে এবং বিলপমান পিতা ও পুত্রদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে নরনাথ! সেই সময় মহাবীর কর্ণ, কৌরবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভীতচিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিয়াছে, দেখিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, ফলতঃ অকিঞ্চিৎ ধনঞ্জয়ের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইলেন।

—•••—

একনবতিতম অধ্যায় । ৯১

হে রাজন্! এইকপে কৌরবগণ মহাবীর অর্জুনের ভীষণ অস্ত্রপ্রভাবে মনৈরন্যে পলায়ন করত দূরে অবস্থান করিয়া চতুর্দিক্ হইতে সৌদামিনীর ন্যায় সমুজ্জ্বল ধনঞ্জয়াস্ত্র দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ তাঁহার বিনাশার্থী পার্থের শরে কৌরবগণকে নিপীড়িত, বিনষ্ট ও পলায়িত দেখিয়া সুদৃঢ় জ্যাযুক্ত স্বীয় শরাসন বিষ্কারণ করত পরশুরামের নিকট সুশিক্ষিত মহাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্বক পার্থপরিত্যক্ত মহাস্ত্রসমূহ নিরাকৃত করিলেন। অনন্তর পরস্পর দশনাযাতে প্রবৃত্ত মত্ত মাতঙ্গ-দ্বয়ের ন্যায় মহাবল পবাক্রান্ত অর্জুন ও কর্ণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাঁহারা উভয়েই মিরস্তুর শরনিকর বর্ষণ করত এককালে গগন-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদিগের শরবর্ষণে সমরাজ্ঞন অন্ধকারে সমাবৃত্ত হইলে, কৌরব ও সৌমকগণ শরজালব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই শরসমূহবধী মহাবীরদ্বয় অনবরত শরসন্ধান পূর্বক সমরে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বল, বীর্ঘা, পৌরুষ ও অস্ত্রমারার প্রভাবে কখন কর্ণ অর্জুনের অপেক্ষা এবং কখন বা অর্জুন কর্ণ অপেক্ষা প্রবল হইতে লাগিলেন। অপরূপর বীরগণ সেই পরস্পরছিদ্রাধেষী মহাবীরদ্বয়ের হর্ষিসহ তুমুল সমর সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন আকাশস্থ জীবগণ কেহ কেহ সাধু কর্ণ এবং কেহ কেহ বা সাধু ধনঞ্জয় বলিয়া তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। উৎকালে অসংখ্য রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণের গমনাগমনে রণস্থল বিদগ্ধিত হইতে লাগিল।

হে রাজন্! পূর্বের অশ্বসেন নামে যে ভূজক পাণ্ডবদাহ হইতে বিমুক্ত

হইয়া ক্রোধভরে পাভালহলে প্রবিষ্ট হইরাছিল, এক্ষণে সেই নাগাধিপতি ধনঞ্জয়কৃত মাতৃবধজনিত পূর্ববৈর অবগণ পূর্বক মহাবেগে পাভালতল হইতে সমুখিত হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করত কর্ণ ও ধনঞ্জয়েব যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল এবং বৈরনির্যাতনের এই প্রকৃত অবসর বিবেচনা করিয়া সূতপুত্রের সেই একতুণীরশায়ী শরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল । অনন্তর সেই মহাবীরদ্বয়ের কিরণজালময় অন্তকালে দশ দিক্ ও আকাশ-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল । কৌরব ও সৌমকগণ সেই ভয়ঙ্কর শরাঙ্ক-কার দর্শন করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন । সেই সময় তীষণ শরজাল ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হইল না । তখন অদ্বিতীয় ধনুর্ধর মহাবীর-দ্বয় জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রাম করত উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন । তখন অঙ্গবাগণ তাঁহাদিগকে দিব্য চামর ব্যঞ্জন ও চন্দনসাললে সেচন করিতে লাগিলেন । এবং সুররাজ ইন্দ্র ও দিব্যাবর করুণ দ্বারা তাঁহাদিগেব মুখমণ্ডল পরিমার্জিত করিলেন ।

তৎকালে কর্ণ যখন বলবীৰ্য্যে ধনঞ্জয়কে কোনক্রমেই অতিক্রম কবিশে সমর্থ হইলেন না, ফলত অর্জুনপরিভ্রাত শরসমূহে অতিমাত্র ক্ষত বিক্ষত ও সমুপ্ত হইয়া উঠিলেন, তখন সেই একতুণীরশায়ী শব তাঁহাব স্মৃতি-পথে সন্নিহিত হইল । ঐ শর ঐরাবত পরগবংশ সমুদ্ভূত । কর্ণ অর্জুনেব বিনাশার্থে অতিশয় যত্নবান হইয়া বহু দিন ঐ শর সুবর্ণতুণীরমধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন । ঐ সময় তিনি ধনঞ্জয়ের শিরশ্ছেদন করিবার মানসে সেই আলাকরণ ভূজঙ্গস্য শব শরাসনে সন্ধান পূর্বক আকর্ষণ আকর্ষণ করিলেন । তখন সেই ভূজঙ্গশর শরাসনে সংহিত হইলে, দিগ্‌মণ্ডল ও গগনমণ্ডল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । শত শত ভয়াবহ উল্কা নিপতিত হইতে লাগিল এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণ হাহাকার ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন । হে নরনাথ ! তৎকালে যে ঐ ভয়ানক শরমধ্যে মহাভূজঙ্গ অষ্টাসেন যোগপ্রভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, কর্ণ তাহার কিছুই অবগত ছিলেন না । দেবরাজ পুরন্দর সূতপুত্রের শরমধ্যে নাগরাজকে প্রবিষ্ট অবগত হইয়া এত্বারেই আমার পুত্র ধনঞ্জয় নিহত হইল, এইরূপ চিন্তা পরত সাতিশয় ভীত হইলেন । ভগবান্ কমলযোনি ত্রিদশাধিপতিকে তদবস্থাপর অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে দেবরাজ ! তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না ; মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুনই জয়শ্রী লাভ করিবে । তখন মহাধিপতি শল্য কর্ণকে সর্পশর সন্ধান করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে রাধেয় ! এই শরটি ধনঞ্জয়ের গ্রীবা ছেদনে সমর্থ হইবে

না। অতএব যাহা দ্বাৰা ধনঞ্জয়ের শিবশ্ছেদন করা যাইতে পারে, একপ একটা শর সন্ধান কর। তখন মহাবীর কর্ণ শল্যের সেই বাক্য শ্রবণ পূৰ্ণক ক্রোধাক্রণ লোচনে কহিলেন, হে মদ্রবাজ ! কর্ণ কোন-কালেই এক শর সন্ধান পূৰ্ণক তাহা পরিত্যাগ না করিয়া অপর শর সন্ধান করেন না এবং মৎসদৃশ ব্যক্তিগণ কখনই কুটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। কর্ণ মদ্রাধিপতিকে এই কথা বলিয়া বিজয়লাভার্থে উদ্যত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বহুবর্ষপরিপূজিত যত্ন পূৰ্ণক সংরক্ষিত অতি ভীষণ শর পবিত্যাগ করত ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ ! তুমি এতবাবেই নিহত হইলে, ঐ সময় কর্ণশরাসননির্ম্মুক্ত পাবক ও দিবাকরের ন্যায় প্রোদীপিত অতি ভয়ঙ্কর শর অন্তবীক্ষে সমুখিত হইয়া প্রেজলিত হইতে লাগিল। তখন মহামতি কেশব সেই কর্ণপরিত্যক্ত শর অন্তরীক্ষে প্রেজলিত নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে পদ দ্বারা বধ আক্রমণ করত অনায়াসে ধরাতলে কিঞ্চিং প্রবেশিত করিলেন। ধনঞ্জয়ের কনকজালজড়িত হিমাশুব অশুব ন্যায় গুরুবর্ণ অশ্বগণও জাহ্নু আকৃষ্ট করিয়া ধরাতলে অবস্থান কবিত্তে লাগিল। সেই সময় গগনমণ্ডলস্থিত জীবগণ তুমুল কোলাহলসহকারে ক্রোধের প্রশংসাবাদ এবং নিরস্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল।

এইরূপে মহামতি বাসুদেব প্রযত্নসহকারে ধনঞ্জয়ের রথ ধরাতলে প্রবেশিত করিলে, সূতপুত্রের সেই পন্নগাস্ত্র অর্জুনের দেবরাক্ষস ও স্তম্ভট কিরীটে নিপতিত হইয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর অর্জুনের সেই ত্রিলোকবিস্তৃত, সুবর্ণচিত্রিত, মণিহীরক পরিশোভিত, সূর্য্য, চন্দ্র ও জলনের ন্যায় দীপ্তিশীল মহামূল্য কিরীট ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং ভূপঃপ্রভাবে যত্ন পূৰ্ণক দেবাধিপতি ইন্দের নিমিত্ত নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিপক্ষগণ উহা সন্দর্শন করিতে সাতিশয় ভীত হইত। পূৰ্বে দেববাজ ইন্দ্র অশুব বিনাশকালে ধনঞ্জয়কে ঐ কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন। উহা মহাদেবের পিনাক, বরুণের পাশ, দেবরাজের বজ্র ও কুবেরের সায়ক দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। এক্ষণে ক্রুরস্বভাব অশ্বসেন বর্ণের শবে প্রবিষ্ট হইয়া ধনঞ্জয়ের সেই কিরীট বিমদ্বিত করিল।

হে মহারাজ ! ধনঞ্জয়ের সেই কনকজালজড়িত অতিশয় দীপ্তিশালী কিরীট বিষায়ি দ্বারা বিমথিতও ধরাতলে নিপতিত হইয়া অন্তাচলশিখর হইতে নিপতিত সন্কারাগরঞ্জিত ভাস্করের ন্যায় শেভা পাঠিতে লাগিল। বজ্র যেক্ষণ ফলপুষ্পপরিশোভিত পাদপরিপূর্ণ গিরিশিখরকে বিঘূর্ণিত এবং প্রবল মাকত যেক্ষণ অবনীমণ্ডল, গগনমণ্ডল ও সলিলরাশি বিঘটিত

করে, সেইরূপ সেই পন্নগাত্ত ধনঞ্জয়ের দিব্য কিরীট বেগমহকারে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। সেই সময় ত্রিভুবনमध्ये একটি তুমুল ধ্বনি উখিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া সকলেই নিতান্ত ব্যথিত ও আলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কিরীটবিহীন হইয়া নীলবর্ণ উত্তুঙ্গ শৈলগুপ্তের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি অনাকুলিত চিত্তে ধবলবর্ণ বস্ত্র দ্বারা কেশকলাপ বন্ধন করত শিখরগত দিব্য-করকিরণ দ্বারা সাতিশয় উদ্ভাসিত উদয়াচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে সেই ধনঞ্জয়ের সহিত বদ্ধবৈর কর্ণনিকশিত ভূজঙ্গ ধনঞ্জয়কে মৃত্যুমুখে নিপতিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল তাঁহার কিরীট চূর্ণ করত পুনর্বার স্বস্থানে গমন করিতে লাগিল। এই অবসরে মহারথ কর্ণ সেই মহাভূজঙ্গকে দেখিতে পাইলেন। তখন সেই মহাভূজঙ্গ স্ত-পুত্রকে সম্বোধন পূর্বক বহিতে লাগিল, হে রাধেয়! তুমি আমাকে না দেখিয়াই নিক্ষেপ করিয়াছিলে; এই নিমিত্ত আমি ধনঞ্জয়ের শির-চ্ছেদন করিতে অসমর্থ হইলাম; অতএব এক্ষণে তুমি আমাকে দেখিয়া নিক্ষেপ কর। তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই তোমার ও আমার শত্রুকে বিনষ্ট করিব। তখন মহাবল পরাক্রান্ত স্তননন্দন পন্নগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে নাগরাজ! তোমার আকার অতি ভয়ানক দেখিতেছি; এক্ষণে তুমি কে, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বল। ভূজঙ্গ কহিল, হে স্তননন্দন! পূর্বে ধনঞ্জয় আমার জননীকে সংহার করিয়াছিল; তদবধি উহার সহিত আমার বৈরভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; অতএব যদি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রও স্বয়ং উহাকে রক্ষা করেন, তথাপি আমি উহাকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিব।

তখন কর্ণ কহিলেন, হে ভদ্র! কর্ণ কদাচ অন্যের বুলবীৰ্য্য অবলম্বন পূর্বক সমরবিজয়ী হইতে বাসনা করে না এবং একশত অর্জুনকে সংহার করিতে হইলেও কদাচ এক শর হই বার সন্ধান করে না। অতএব আমি ক্রোধ ও যত্নসহকারে বহুবিধ উৎকৃষ্ট শরে ধনঞ্জয়কে সংহার করিতেছি; তুমি নিরাপদে গমন কর। হে রাজন! মহাভূজঙ্গ কর্ণের এই বাক্য সত্য করিতে না পারিয়া অন্তরূপ ধারণ পূর্বক ক্রোধভরে ধনঞ্জয়কে সংহার করিবার মানসে গমন করিতে লাগিল। সেই সময় বাসুদেব অর্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে ঐ কৃতবৈর মহাভূজঙ্গকে সংহার কর। তখন গাণ্ডীবধারী অর্জুন বাসুদেবকে কহিলেন, হে মধুসূদন! যে মহাভূজঙ্গ গরুড়মুখগমনোদ্যতের ন্যায় ইচ্ছা

পূৰ্বক স্বয়ং আমার নিকট আগমন করিতেছে, ও কে ? বাহুদেব কহিলেন, হে পার্থ ! যৎকালে তুমি খাণ্ডবদাহন পূৰ্বক হত্যাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলে, তৎকালে ঐ নাগরাজের জননী আপনার ক্রোড়ে উহাকে লুকায়িত করিয়া গগনমার্গে অবস্থান করিতেছিল। তুমি তৎকালে উহার জননীকে সংহার করিয়াছিলে ; কিন্তু উহাকে দেখিতে পাও নাই। এক্ষণে ঐ সেই হুর্নতি মাতৃবধনিত পূৰ্ববৈর স্মরণ করিয়া তোমাকে সংহার করিবার মানসে গগনচ্যুত প্রজ্জ্বলিত মহোঙ্কার ন্যায় আগমন করিতেছে।

হে রাজন্ ! তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধে মুখ পরিবর্তন করিয়া আকাশমার্গে বিহঙ্গমের ন্যায় সমাগত সেই ভূজঙ্গকে ছয় শাবিত শরে ছেদন করিলেন। নাগরাজ বিনষ্ট হইলে, পুরুষোত্তম বাহুদেব স্বয়ং ভূজঙ্গল দ্বারা ধরণী হইতে ধনঞ্জয়ের রথ উত্তোলন করিলেন। সেই সময় মহাবীর স্তননন ক্রুদ্ধচিত্তে দৃষ্টিপাত করিয়া বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছপরিশোভিত নিশিত দশ শরে পুরুষাঙ্গণ্য ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধনঞ্জয়ও স্তম্ভপুত্রের প্রতি সুশাবিত দ্বাদশ বরাহকর্ণ বাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং তৎপরে পুনরায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করত এক আশীবিধ সদৃশ নারচ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ উৎকৃষ্ট শর স্তম্ভপুত্রের চীমন সংহার করিবার নিমিত্তই যেন তাঁহার বর্ষ ভেদ ও শোণিত পান করিয়া ক্লিষ্ট-রাক্ত কলেবরে ভুতলে প্রবেশ করিল। তখন কর্ণ ঐ শরপাতে দগ্ধবিশিষ্ট ভূজঙ্গমের ন্যায় 'নিহাত্ত রোষপরবশ হইয়া বিষাক্ত ভূজঙ্গ যেরূপ বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উত্তম উত্তম শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং প্রথমতঃ দ্বাদশ শরে বাহুদেবকে ও নবতি শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া পুনর্বার অতি ভীষণ শরে পার্শ্বের কলেবর বিদীর্ণ করিয়া সিংহনাদ ও হাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবরাজ সদৃশ পরাক্রমসম্পন্ন ধনঞ্জয় কর্ণের আফ্লাদ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ত্রিদশাধিপতি ঈজ্র যেরূপ বলামুরের মর্ষ বিদারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অসংখ্য শরে কর্ণের মর্ষ ভেদ করিয়া পুনর্বার তাঁহার প্রতি কালদওসদৃশ নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর স্তম্ভপুত্র পার্শ্বের শরাঘাতে অশনিসমাহত পর্বতের ন্যায় মাতিশয় ব্যথিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার স্রবণ, হীরক ও মণি মুক্তাদিখচিত শিরোভূষণ এবং কুণ্ডলদ্বয় ধনঞ্জয়ের শরাঘাতে ধরাভুলে নিপতিত হইল। উত্তম উত্তম শিল্পিগণ বিবিধ যন্ত্র পূৰ্বক বহুকালে স্তম্ভপুত্রের যে মহামূল্য ভাণ্ডার বর্ষ নিৰ্মাণ করিয়া-

ছিল, মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষণকালমধ্যে ভাষাও বহুধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি রোষভরে সেই বর্ষ্যবিহীন কর্ণকে সুশাণিত চারি শরে সাতিশয় বিদ্ধ করিলে, স্মৃজনন্দন কর্ণ সান্নিপাতিক অরাজাও আতুরের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় ধনঞ্জয় শরাসনচ্যুত শাণিত শরসমূহে তাঁহার কলেবর ক্ষতবিক্ষত ও মর্ষস্থূল বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর কর্ণ পার্থের বহুবিধ শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া শোণিত ক্ষরণ করত গৈরিকধাতুধারাবর্ষী অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রৌঞ্চবিদারণ কার্তিকেয়ের ন্যায় কালদণ্ড ও অগ্নিদণ্ড সদৃশ লৌহময় সূদৃঢ় শরনিকরে পুনর্বার সূতপুত্রের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ পার্থের সাযকে অতিমাত্র নিপীড়িত ও শিথিলমুষ্টি হইয়া ইন্দ্রায়ুধ সদশ শবাসন ও তুণীব পরিভাগ পূর্ষক রথোপরি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ ধনঞ্জয় আত্মব ব্যক্তিকে সংহার করা অতি অবজ্ঞা বিবেচনা করিয়া কর্ণকে সেই বাসনকালে সংহারে অভিলাষী হইলেন না। অগ্নন ইন্দ্রাবরজ জবীকেশ সসন্ত্রমে পার্থকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ? পণ্ডিতগণ হুর্লল শত্রুগণকেও সংহার করিতে কাল প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহার। ব্যসননিমগ্ন অরাজগণকে বিনষ্ট করিয়া ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি প্রধান শত্রু বীবাগ্রগণ্য কর্ণকে সহসা সংহার করিতে যত্ববান হও। তুমি নমুচিনিপাতন দেবরাজের ন্যায় অচিরাতঃ উহাকে শরবিদ্ধ বর, নচেৎ ঐ মহাবীর অবিলম্বে পূর্ববৎ বলবীর্গ্য প্রকাশ করিয়া তোমার অভিযুখীন হইবে।

হে রাজন্। সেই সময় মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেক্রপ দানবাধিপতি বলিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন; সেইক্রপ শরসমূহে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবিলম্বে বৎসদন্ত শরে কর্ণকে অশ্ব ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া হেমপুত্র শরনিকরে দিগ্ভ্রমণুল সমাবৃত্ত করিলেন। স্থলবক্ষ্য কর্ণ ধনঞ্জয়ের বৎসদন্ত শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া কুসুমিত অশোক, পলাশ ও শাল্মলি বৃক্ষ এবং চন্দনকাননে সমাকীর্ণ পর্কতের ন্যায় ও পাদপপংক্তিপূর্ণ বিকসিত কর্ণিকার পরিশোভিত হিমাচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর স্মৃজনন্দন ধনঞ্জয়কে লক্ষ্য করিয়া অন্তাচলগামী দিবাকরের করত্মাল সদৃশ অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ধনঞ্জয়ও শাণিগাও শবসমূহে সেই সর্পের ন্যায় দেদীপ্যমান কর্ণপরিভ্রাতা শবনিকর ছেদন করিলেন। সেই সময় স্মৃতনন্দন কর্ণ ধৈর্য্যধারণ পূর্বক ক্রুদ্ধ ভূজঙ্গের ন্যায় শরজাল বিস্তার পূর্বক দশ শরে ধনঞ্জয়কে ও ছয়শবে কেশবকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা অর্জুন সেই ভীষণ সংগ্রামে স্মৃতপুত্রের প্রতি ভূজঙ্গবিষ ও পাবকের ন্যায় অতি ভীষণ উগ্রনিশ্বন রোদ্র শর পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিলেন। হে রাজন্ ! ঐ সময় স্মৃতপুত্রের নিধনকাল উপস্থিত হওয়াতে কাল অদৃশ্য ভাবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের শাপ-বৃদ্ধান্ত জ্ঞাপিত করিয়া বহিলেন, হে স্মৃতনন্দন ! বসুকরা তোনার রথ-চক্র গ্রাস করিতেছেন। কাল এই কথা কহিবামাত্র স্মৃতপুত্র পরশুরাম-দত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইলেন এবং বসুকরা তাঁহার রথের বাম চক্র গ্রাস কবিত্তে আরম্ভ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণকুমারের শাপে কর্ণের রথ বিঘৃ-ণিত হইতে লাগিল। রথচক্রেও বেদিবন্ধবিশিষ্ট পুষ্পোপশোভিত চৈত্যা-বৃক্ষের ন্যায় ধরণীতলে নিমগ্ন হইয়া পড়িল।

হে বাজন্ ! এইরূপে কর্ণের ভূজঙ্গাস্য শর বিনষ্ট, রথ বিঘৃণিত ও পরশুরামপ্রদত্ত অস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হওয়াতে তিনি নিতান্ত বিঘ্ন ও কাতর হইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি সেই সমস্ত ক্রেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া হস্ত বিকম্পিত করত আক্ষেপ প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, ধর্ম্মজ ব্যক্তিগণ সর্বদাই কহিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে নিয়ত রক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্র ও সাধানুসারে ধর্ম্মরক্ষার্থ যত্ন ও ধর্ম্মে দৃঢ় ভক্তি করিয়া থাকি। তথাপি ধর্ম্ম আমাদের সংহার করিতে-ছেন। অতএব বোধ হয়, ধর্ম্ম আর ধার্ম্মিকদিগকে নিয়ত রক্ষা করেন না। হে রাজন্ ! মহাবীর কর্ণ এই রূপ কহিতে কহিতে পার্থশরে বিচ-লিত হইতে লাগিলেন। উঁহার অশ্ব ও সারথি স্থলিত হইল। তিনিও স্বীয় কার্য্যে শিথিলপ্রবৃত্ত হইয়া বারম্বার ধর্ম্মকে নিন্দা বরিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি ভয়ঙ্কর তিন শরে কেশবের হস্ত ও সাত শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয়ও তাঁহার প্রতি ইজের অশনি সন্মুখ অনলোপম ভীমবেগ সপ্তদশ শর পরিত্যাগ করিলেন। পার্থনিক্ষিপ্ত শরনিকর মহাবেগে গমন পূর্বক কর্ণের কলেবর বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন স্মৃতপুত্র কম্পিতাত্মা হইয়া পুরাক্রম প্রদর্শন করত বণ পূর্বক ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপুত কবিত্তা নিক্ষেপ করিলেন। ওদর্শনে অবাস্তিনিপাতন ধনঞ্জয়ও ঐক্স অস্ত্র মন্ত্রপুত করিলেন এবং গাভীবজা ও অন্যান্য শরসমূহ মন্ত্রপুত করিয়া জলবারাঘর্ষী দেবরাজের ন্যায় শর

বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয়রথবিনির্গত তেজোময় শব-
সমূহ কর্ণের রথ গমীপে প্রাহুত হইল। মহারথ স্তননন্দ তৎক্ষণাৎ
সেই সন্নীপাগত শরনিকর ব্যর্থ করিলেন। পার্শ্বের শরজাল বিনষ্ট হইলে,
মহাত্মা জ্বীকেশ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! স্তপুত্র তোমার শরনিকর
বিনষ্ট করিতেছে; অতএব তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্র নিক্ষেপ কর। ঐ সময়
মহাবীর অর্জুন অতি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্র মস্তপুত ও শরাসনে সংযোজিত করিয়া
শবনিকরে স্তপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর
মহাবীর কর্ণ সুশাণিত শরজালে ক্রমে ক্রমে একাদশ বার ধনঞ্জয়েব
মৌর্য্য ছেদন করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয়ের যে একশত মৌর্য্য আছে,
তাহা কর্ণ পরিজ্ঞাত ছিলেন না। তখন ধনঞ্জয় গাভীবে জ্যা আরো-
পিত ও মস্তপুত করিয়া ভূজের ন্যায় দেদীপ্যমান শর সমূহ দ্বায়া
স্তপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মহাবীর ধনঞ্জয়
জ্যা ছিন্ন হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অন্য জ্যা আরোপণ করিলে, মহা-
বীর স্তপুত্র তাঁহার জ্যা সংযোজন বৃত্তান্ত অবগত হইতে না পারিয়া
সাতিশয় বিষয়াপন্ন হইলেন। তৎপরে মহাবীর কর্ণ অস্ত্রশালে অর্জুনেব
অস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক অসামান্য পরাক্রম প্রদর্শন করত তাঁহা অপেক্ষা
প্রবল হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় কেশব সবাসাচীকে স্তপুত্রের অস্ত্রে
নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ
করিয়া কর্ণসন্নিধানে উপস্থিত হও। অরাতিনিপাতন অর্জুন বাহু-
দেবের বাক্যানুসারে সর্ববিধ ও হতাশনের ন্যায় ভীষণ দিব্য
রৌদ্রাস্ত্র মস্তপুত করিয়া পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই
সময় বহুক্ষরা কর্ণের রথচক্র দৃঢ়রূপে গ্রাস করিলেন। তদর্শনে মহাবীর
কর্ণ শীঘ্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুগল দ্বারা চক্রকে উদ্ধার করিবার
বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন পরিতারণ্যসম্বলিতা সপ্তদ্বীপা
পৃথিবী স্তপুত্রের ভূজবলে আকৃষ্ট হইয়া চারি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত
হইলেন। কিন্তু কর্ণের রথচক্র কোনক্রমেই উদ্ধৃত হইল না। তখন তিনি
ক্রোধে অশ্রুবিসর্জন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়!
তুমি ক্ষণকাল সমরে ক্ষান্ত হও, আমি ধরাতল হইতে রথচক্র উদ্ধার
করিতেছি। দৈববশতঃ আমার দক্ষিণ চক্র মেদিনীতে বিপোথিত
হইয়াছে। এ সময় তুমি কাপুরুষোচিত হরতিসন্ধি পরিত্যাগ কর।
তুমি সমরবিশারদ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ; এক্ষণে অভ্যঙ্গের ন্যায় কার্য্য
করা তোমার বিশেষ নহে। হে পার্থ! স্তম্ভতাবলম্বী বীরগণ সুকৃৎসন,

ধিমুখ, বন্ধাজলি, শরণাগত, যাচমান, ন্যায়শত্রু, যানবিহীন, কৰচহীন ও ভগ্নানুধ ব্যক্তিগণ এবং ব্রাহ্মণের প্রতি শর নিক্ষেপ করেন না। ইহলোকে তুমিই প্রধান ধার্মিক, সংগ্রাম ধর্ম্যভিজ্ঞ, দিব্যাস্ত্রবেত্তা, মহাত্মা, বেদ-পারগ ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় পবাক্রান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছি ; বিশেষতঃ এক্ষণে আমি ধরাতলগত ও বিকলাঙ্গ হইয়াছি ; তুমি বথোপবি অবস্থিতি করিতেছ। অতএব যাবৎ আমি রণচক্রে উদ্ধার করিতে না পারি, তাবৎ আমাকে সংহার করা তোমার বিধেয় নহে। আমি কৃষ্ণ কিস্রা তোমা হইতে অণুমাত্র ভীত হই নাই। তুমি ক্ষত্রিয়দিগের মহাকুলসমুদ্ভূত হইয়াছ বলিয়াই তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি ক্ষণকাল আমাকে ক্ষমা কর।

দিনবতীতম অধ্যায় । ৯২ ।

হেনবাধিপ ! মহাত্মা জমীকেশ সূতপুত্রের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয় ! তুমি ভাগ্যবশতঃ এক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ ; নীচাশয়গণ বিপদে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে। আগ্নাদিগের হৃদয়ের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, হৃষ্যোধন, হুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতাবলম্বী হইয়া একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে যে, সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল ? যখন হৃষ্মতি শকুনি হ্রস্বভিক্ষিপণবশ হইয়া তোমার মতানুসারে অক্ষকৌড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ধর্ম্মবাজ যুধিষ্ঠিরকে যে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল ? যখন রাজা হৃষ্যোধন তোমার মতাবলম্বী হইয়া বৃকোদরকে যে বিষাক্ত ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল ? যখন তুমি বাবণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রমুগ্ধ পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল ? যখন সভামধ্যে তুমি হুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে, হে, কৃষ্ণ ! পাণ্ডবগণ নিহত হইয়া শাস্ত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পন্থিকে বরণ কর, এই বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনশ্রু ব্যক্তিগণ তাঁহাবে নিরপরাধে ক্রোধ প্রদান করিলে, উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল ? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবদিগকে দ্যুতক্রীড়া করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলে,

তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ? যখন তুমি মহারথগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে অস্তিত্বকে পরিবেষ্টন করত সংহার করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ? হে সূতনন্দন ! তুমি যখন তৎকালে অধর্ম্মাশ্রয়ী কার্য্য করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুদ্ধ করিলে কি হইবে ? তুমি যে এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও জীবনসম্বন্ধে মুক্তি লাভ করিবে, ইহা কখনই মনে করিও না । পূর্ব্বক নিষেধদেশ্যধিপতি নল যেকণ পুরুষ দ্বারা দূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনর্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইকণ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও বাহুবলে সোমকদিগের সহিত অরাজিকগণকে সংহার করিয়া পুনর্বার রাজ্য লাভ করিবেন । দ্বারকাদ্রুগণ ধর্ম্মসংবন্ধিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে ।

হে মহাপাল ! মহাবীর কর্ণ কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন । তৎকালে তাঁহার মুখে আব বাক্য-ক্ষুণ্ণ হইল না । অনন্তর তিনি রোষে প্রক্ষুরিতাধর হইয়া শরাসন সমুদ্যত করত ধনঞ্জয়ের সহিত অতি ভীষণ সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন । তদর্শনে জয়ীবেশ ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জুন ! তুমি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া কর্ণকে সংহার কর । মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কর্ণের দুর্ম্মন্ত্রণাজনিত ক্রেশপরম্পরা স্মরণ করিয়া ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন । তখন তাঁহার লোমকূপ হইতে তেজোরশি নিঃসৃত হইতে লাগিল । তদর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন । তখন মহাবীর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রোহৃত করিয়া পার্শ্বের প্রতি অসংখ্য শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার রথ নিমগ্ন করিতে যত্নবান হইলেন । মহারথ অর্জুনও ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে কর্ণের প্রতি শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার অগ্নি নিবারণ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অনন্তর তিনি কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া আশ্রয়ান্ত্র নিক্ষেপ করিলে, উহা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল । তখন মহাবীর সূতনন্দন বাক্রণাস্ত্র প্রোহৃত করিয়া ঐ প্রজ্জ্বলিত অনল নির্বাণ করিয়া ফেলিলেন । তৎকালে কর্ণের শরপ্রভাবে জলদজালে দিগ্ভ্রমণ সমাকীর্ণ ও গাঢ়তর অন্ধকারে চতুর্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । তদর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় অসংখ্য চিতে বারব্রাহ্ম প্রয়োগ করিয়া কর্ণের সমক্ষেই ঐ অস্ত্রজাল অপসারিত করিলেন ।

অনন্তর কর্ণ পার্শ্বের সংহারার্থে এক প্রজ্জ্বলিত হস্তাশন সদৃশ ভীষণ

শৰ গ্ৰহণ পূৰ্বক শরাসনে সংযোজন করিলেন। সেই শর সংযোজিত হইবামাত্র শৈলকাননসমবেতা মেদিনী বিচলিত হইল। সমীরণ কর্কর-রাশি প্রবাহিত করিতে লাগিল। দিঅণ্ডল ধূলিজ্বালে সমাবৃত হইল। দেবগণ দেবলোকে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাণ্ডবগণ বিষাদমাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই সূতপুত্রনিক্ৰিষ্ট বজ্রসদৃশ শিতধাব শর ভূজঙ্গাধিপতি যেকণ বজ্রীকমধ্যে প্রবৃষ্ট হয়, সেইরূপ ধনঞ্জয়ের বক্ষস্থলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহানুভব ধনঞ্জয় কর্ণের শরে সাতিশয় বিদ্ধ হওয়াতে উহার হস্তস্থিত গাণ্ডীব শরাসন শিথিল হইয়া পড়িল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন পৰ্ব্বতের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর সূতপুত্র ভূতলগত স্বীয় রথচক্র উদ্ধারার্থে লক্ষপ্রদান পূৰ্বক ধবাতলে অবতীর্ণ হইয়া ভূজয়ুগল দ্বারা রথচক্র গ্ৰহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দৈববশতঃ কৃতকার্য হইতে অসমর্থ হইলেন। কিয়ৎক্ষণপবে মহাবীর ধনঞ্জয় সজ্জালাভ করিয়া অঞ্জলিক নামে এক কালদণ্ড সদৃশ শর গ্ৰহণ করিলেন। তখন মহাত্মা জয়ীকেশ পার্থকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! সূতপুত্র রথে আরোহণ না করিতে করিতেই উহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেল। মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের আদেশানুসারে প্রক্ষলিত ক্ষুপ্রপ্রান্ত্র গ্ৰহণ পূৰ্বক কর্ণের রথ-ধ্বজস্থিত বিমলাকসদৃশ হস্তিকক্ষা ছেদন করিলেন। মহাবীর সূতনন্দনের সেই স্বর্ণ, হীরক ও মণি মুক্তাদি খচিত হস্তিকক্ষা কেতু বহুতর জ্ঞানবৃদ্ধ শিল্পিগণের যত্ন সহকারে উত্তমরূপে বিনির্মিত হইয়াছিল। সেই কক্ষা নিরীক্ষণ করিয়া কোরবপক্ষীয় দৈন্যগণের মনে বিজয় বাসনা এবং শত্রুগণের মনে ভয় সঞ্চার হইত। উহাব কাস্তি চক্ৰ, সূর্য্য ও পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় অনল সদৃশ হেমপুচ্ছ ক্ষুপ্রপ্রান্ত্রে কর্ণের ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন। তদর্শনে কোরবগণের গৰ্হ, যশ, প্রিয়কার্য্য ও মনোরথ সকল ভগ্ন এবং হাহাকার ধ্বনি সমুখিত হইতে লাগিল। কর্ণের বিজয়াশা তাহাদিগের মনোমন্দির হইতে এককালে হিরোহিত হইল।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের সংহারার্থে তুণীব হইতে পুণ্ডবের ঞ্জনি, পাবকের দণ্ড ও মার্ত্তণ্ডের ভীক্ষু রশ্মি সদৃশ অঞ্জলিক নামে এক সায়ক গ্ৰহণ করিলেন। সেই মৰ্ষভেদী সায়ক মাংস ও কধিরাক্ত এবং হস্তী, অশ্ব ও মানবগণেবু জীবননাশক; উহাব পরিমাণ তিন রত্ন ও 'ছয় পোদ।' উহা বিবৃতাস্য কৃতান্তের ন্যায়, ক্রুদ্ধদেবের পিনাকের ন্যায় ও

বিষ্ণুর সূদর্শনের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর এবং সুর ও অসুরগণের বিজয়ে সমর্থ। মহামতি ধনঞ্জয় সতত উহার পূজা করিতেন। হে নরনাথ! মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন হৃষ্টচিত্তে সেই অস্ত্রগ্রহণ করিলে চরাচর বিশ্ব বিচলিত হইতে লাগিল। মহর্ষিগণ তদর্শনে জগতের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ঐ নিক্রপম মহাস্ত্র শরাসনে সংযোজন পূর্বক গাওীর আকর্ষণ করিয়া হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন যে, আমি যদি তপোহুষ্ঠান, গুরুগণের সম্ভোষণাসম্পাদন ও সূহৃদগণের হিত বাধ্য শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই শত্রুনিপাতন মহাস্ত্র সত্ত্বরে প্রবল শত্রু কর্ণের জীবন সংহার পূর্বক আমাকে জয়ন্তী প্রদান করুক। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া সেই কৃতান্তেরও অনতিক্রমণীয়, সাক্ষাৎ আখর্ষণ ও আঙ্গিরস কার্যের ন্যায় অতি ভয়ানক, চন্দ্রকৈর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অঞ্জলিক শর কর্ণের প্রতি প্ররিত্যাগ করিলেন। পার্থ বিনিস্মৃত মত্তপুত সায়ক সেই অপরাহ্ন সময়ে দিম্বাণ্ডল ও গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া দেবরাজবিনিস্মৃত বজ্রাজ্ঞ যেরূপ বৃদ্ধাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিল, সেইরূপ কর্ণের শিরশ্ছেদন করিল। সূতপুত্রের ছিন্ন মস্তক গৃহস্থ যেরূপ অতিকণ্ঠে ধনরত্নপরিপূরিত গৃহ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তাঁহার নিতান্ত সুরূপ নিম্নত সূতভোগপরিবর্দ্ধিত কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক শরৎকালীন গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত দিনকরের ন্যায় ধরাভূলে নিপতিত হইল। অনন্তর কর্ণের অর্জুনশরনির্ভিন্ন উন্নত কলেবরও বজ্রবিদলিত গৈরিকধারা-স্রাবী ঠৈলশিখরের ন্যায় ধরাভলশায়ী হইল।

হে রাজন! মহাবীর কর্ণ সংগ্রামে এইরূপে নিপতিত হইলে, তাঁহার কলেবর হইতে একটি তেজ বিনিঃসৃত হইয়া গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করত আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করিল। তদর্শনে বীরগণ নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। ঐ সময় কেশবসমবেত ধনঞ্জয় ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ কর্ণের নিধনে সান্তিশয় আনন্দিত হইয়া অতি গভীর স্বরে শঙ্খনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমকগণ সৈন্যাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সিংহ-নাদ, তূর্য্যধ্বনি এবং অস্ত্র ও হস্ত বিধ্বনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যান্য যোদ্ধগণ আক্লাদিত চিত্তে ধনঞ্জয় সমীপে আগমন পূর্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। কতকগুলি বীর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সিংহ-নাদ পরিত্যাগ পূর্বক, নৃত্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, আজি ভাগ্যক্রমে পার্শ্বশরনিকরে কর্ণ নিহত হইয়া ধরাভলশায়ী হইয়াছে।

হে নরাধিপ! কর্ণ এইরূপে পাণ্ডবসৈন্যাদিগকে শরনিকরে সন্তপ্ত

করিয়া অপরাহ্নকালে পার্থের বাহুবীৰ্য্যপ্রভাবে নিহত হইলেন। রণ-স্থলে নিপতিত তাঁহার ছিন্ন মস্তক বজ্রাবসানে প্রশান্ত পাবকের ন্যায়, অন্তগামী দিবাকরকিরণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তাঁহার শর-নিকরসমাচিত্ত রুধিরাক্ত কলেবর কিরণজালপরিষ্যাগ্ত আদিভ্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অন্তগমনকালীন দিবাকর যেরূপ স্বীয় কিরণ জাল লইয়া গমন করে, সেইরূপ পার্থবিনিৰ্ম্মুক্ত সায়ক স্তূতপুত্রের জীবন লইয়া গমন করিল। কৌরবগণও বিপক্ষশরে অতিমাত্র বিদ্ধ ও শঙ্কাকুলিত হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত বানরধ্বজ বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া ক্রমবেগে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় । ৯৩ ।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় এইরূপে কর্ণকে নিহত করিলে, মহাবীর শল্য সৈন্যদিগকে সাতিশয় নিপীড়িত অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ-চিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ ছিন্নপরিচ্ছদ রণ লইয়া মহাবেগে ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ দ্রুপ্যোধন কর্ণকে অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথের সহিত নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে দীনভাবে বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অন্যান্য বোধগণ শরসমাচিত্ত ও রুধিরাক্ত কলেবরে সহস্রা অধস্থলিত দিনকর সদৃশ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিবার বাসনার তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই সময় স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় বীরগণ স্বস্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ আনন্দিত, কেহ ভীত, কেহ শোকাক্ত ও কেহ কেহ বিষয়াপন্ন হইতে লাগিল। মহাবলশালী ধনঞ্জয় বর্ষা, অভরণ, অশ্ব ও আয়ুধ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কর্ণকে নিহত করিয়াছেন, প্রবণ করিয়া কৌরবগণ নিৰ্জ্জন কাননে গোয়ূথ যেরূপ বুঝ নিহত হইলে, পলায়ন করে, সেইরূপ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন ভীষণ সিংহনাদ ও বাহ্মাস্ফাটন শব্দে রোদদী পরিপূর্ণ করত আপনার পুত্রগণকে বিত্রাসিত করিয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সোমক ও সঞ্জয় প্রভৃতি বীরগণ কষ্টচিত্তে শঙ্খনাদ ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে মহাবল ধনঞ্জয় সিংহ যেরূপ মাতঙ্গকে সংহার করে, সেইরূপ স্তূতপুত্রকে বিনষ্ট করিয়া শত্রুভাব ও প্রতিজ্ঞা হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মদ্রাধিপতি শল্য নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দুর্গোদধনসমীপে গমন পূর্বক বাম্পগদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন। হে কুরুরাজ! তোমার শৈলশিখর সদৃশ গজ, অশ্ব ও মানবগণ শক্রগণ কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। কর্ণার্জুন সমরসদৃশ ভীষণ যুদ্ধ আর কোন কালেই উপস্থিত হয় নাই। মহাবীর সূতপুত্র প্রথম বাম্পদেব ও ধনঞ্জয় প্রভৃতি আপনার অরতিগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব পাণ্ডবদিগের পক্ষে নিতান্ত অমুকুল আছেন। তন্নিবন্ধন তাহারা জীবিত রহিয়াছে এবং আমরা নিহত হইতেছি। হে রাজন্! কুবের, যম ও পুন্দরের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন বীৰ্য্যশালী নানা গুণবিশূষিত অবধ্য মহীপালগণ তোমার হিতবাণী সম্পাদনার্থ সমুদাত হইয়া পাণ্ডবগণেব বহুবীৰ্য্যে বিনষ্ট হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তুমি আর শোক করিও না। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না। আশ্বাসযুক্ত হও। সকল সময়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। হে নরাধিপ! মহারাজ দুর্গোদধন শল্য কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া স্বীয় দ্রোণীতি পর্যালোচনা করত বিমোহিতপ্রায় হইলেন এবং দীনভাবে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় । ৯৪ ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দিবসে কোরব ও শক্রয়দিগের পরবিক্ত সৈন্যগণ কিরূপে পলায়ন করিয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ঐ দিবসে যেক্রপ জনক্ষয় হইয়াছিল, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। মহাবীর সূতপুত্র বিনষ্ট ও মহাবল অর্জুন সিংহনাদে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। তখন কোরবপক্ষীয় কোন বীরই সৈন্যসংস্থাপন ও পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। শঙ্কাকুলিত, অন্তরিক্ত ও নাথবিহীন কোরবসৈন্যগণ সাগরনিমগ্ন প্লবহীন বণিকৃগণের ন্যায় কি প্রকারে রণসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে তাহারা শরনিকরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়া কেশরীবিষদ্বিত যুগবদন্তের নাংগ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভগণের ন্যায় ও ভগ্নদন্ত ভূজদগ্ধের

ন্যায় পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল । ঐ সময় আপনাব পুত্রগণ যন্ত কবচবিহীন, ভয়াদিত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া পরস্পরকে বিমদ্বিত করত পলায়ন পূর্বক ধনঞ্জয় ও ভীমসেন আমারই অভিযুখে আগমন করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া নিপতিত ও স্তান হইতে লাগিলেন । অন্যান্য মহাবীরগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ পূর্বক পদাতিগণকে পরিত্যাগ করত দশ দিকে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন । সেই সময় পলায়মান মাতঙ্গগণ দ্বারা রথ সকল, রথ সমূহ দ্বারা অশ্বা-
রোহিণী ও অশ্ব সমুদায় দ্বারা পদাতিগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল । বাল-
তঙ্গর সমাকীর্ণ মহারণ্যে সহায়বিহীন ব্যক্তিগণের বেক্রপ অবস্থা উপ-
স্থিত হয়, সেই সমরাজনে কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সেইরূপ ছরবস্থা হইতে
লাগিল । তাঁহারা কর্ণবিনাশে আরোহীবিহীন হস্তিসমূহের ন্যায়,
ছিন্নবাহ মানবগণের ন্যায় নিতাস্ত বিপদাপন্ন হইল এবং সমস্ত জগৎ
পাণ্ডবময় নিরীক্ষণ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ।

হে রাজন্ ! তখন রাজা দুর্যোধন সৈন্যদিগকে ভীমভয়ে নিতাস্ত
অভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া সারথিকে কহিতে লাগিলেন, হে সারথি !
তুমি ক্রমে ক্রমে সৈন্যগণমধ্যে অশ্বসঞ্চালন কর । অদ্য আমি একাকীই
সংগ্রামে ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই । মহাসাগর যেরূপ বেলা-
ভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অর্জুনও আমাকে অতিক্রম
করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইবে না । অদ্য আমি ধনঞ্জয়, বাসুদেব,
মহাভিমानी ভীমসেন ও অন্যান্য অরাতিদিগকে বিনষ্ট করিয়া সূতপুত্রের
ঋণ পরিশোধ করিব । হে নরনাথ ! ঐ সময় দুর্যোধনের সারথি
তাঁহার শূর ও আর্ঘ্যজনোচিত বাক্য শ্রবণ পূর্বক মুহূর্ত্তাবে তাঁহার সুবর্ণা-
লঙ্কিত অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল । সেই সময় কৌরব-
পক্ষীয় গজাশ্বরথবিহীন পক্ষবিংশতি সহস্র পদাতি সংগ্রাম করিতে সমু-
দ্যত হইল । তদর্শনে ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন রোষভরে চতু-
রঙ্গিনীসেনা সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া শরসমূহে
নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন । তাহারাও তাহাদের উভয়ের
সহিত ধোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল । এবং কেহ কেহ ভীম ও কেহ
কেহ ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম গ্রহণ পূর্বক তাহাদিগকে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতে
প্রবৃত্ত হইল । ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন গাভিশয় রোষণরবশ হইয়া
সেই ধ্বাতলস্থিত বীরগণের সহিত ধ্বাস্থসারে সংগ্রাম করিবার বাঁসনায়
গদাহস্তে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় রথ হইতে ধ্বাতলে অবতীর্ণ হইয়া

তাহাদিগকে তাড়িত কবিত্তে আরম্ভ করিলেন । তখন পদাতিগণ জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় বৃকোদরের প্রতি ক্রতবেগে আগমন করিতে লাগিল । মহাবীর বৃকোদরও রণস্থলে শোন-পক্ষীর ন্যায় বিচরণ পূর্বক প্রাণান্তক কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন । এইরূপে মহারথ পাণ্ডুনয় কৌরব-পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র বীরপুরুষকে সংহার পূর্বক ক্রপদনন্দনকে অগ্রসর করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

তখন মহাবলশালী অৰ্জুন আপনার পক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । নকুল, সহদেব ও মহাবীর সাত্যকি অতি দৃষ্টচিহ্নে দ্রুঘো-ধনের সৈন্যাদিগকে নিপীড়িত করিয়া শকুনির প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার অশ্বারোহিগণকে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মহাবল পরাক্রান্ত অৰ্জুনও রথিগণের অভিমুখে আগমন পূর্বক ত্রিভুবন-বিক্রত গাভীর শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন । কৌরবপক্ষীয় বীরগণ মহাবাহু ধনঞ্জয়কে খেতাসংযোজিত কৃষ্ণসঞ্চালিত রথে আরোহণ পূর্বক আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কাকুলিত চিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । এ দিকে পুরুষাগ্রগণ্য মহাবীর ক্রপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন বৃকোদরকে অগ্রসর করিয়া আপনার পক্ষীয় পঞ্চবিংশতিসহস্র পদাতিকে সংহার করত সত্তরে অন্যান্য বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সমরে কোবিদারবিনিশ্চিত ধ্বজ সংযোজিত রথে সমাক্রুত ক্রপদনন্দনকে অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । সাত্যকি এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব লঘুহস্ত গান্ধাররাজের অভিমুখে আগমন পূর্বক তাঁহার অশ্বগণকে সংহার করিয়া অন্যান্য সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন । মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী এবং জৌপদীর পুত্রগণ গান্ধারাদিপতির অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন । এইরূপে সেই বীরগণ বৃষভগণ ঘেরুণ বৃষভদিগকে পরাজয় ও পরাভূত করিয়া তাহাদের প্রতি মহাবেগে গমন করে, সেইরূপ কৌরবসৈন্যাদিগকে পরাজয় ও সমরপরাজ্ঞ করিয়া তাহাদিগের প্রতি মহাবেগে আগমন করিতে লাগিলেন ।

ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় হতাবশিষ্ট কৌরবসৈন্যাদিগকে সমরাসনে অবস্থান কবিত্তে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে বীরগণের অভি-মুখে আগমন পূর্বক ত্রিলোকবিক্রত গাভীর বিস্ফারণ করত তাহাদিগকে

শবসমূহে সমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সমস্ত রণস্থল ধূলি-পটল সমাবৃত্ত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। ঐ সময় আপনার পক্ষীয় বীরগণও শঙ্কিত চিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে নরনাথ ! এইরূপে সৈন্যাগণ পলায়ন করিতে আবস্ত করিলে, আপনাব পুত্র দুর্গোদধন সমাগত অরাতিগণের প্রতি দাবমান হইলেন এবং পূর্বকালে দানবাধিপতি বলি বেক্ষপ সংগ্রামার্থ দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিতে আবস্ত করিলেন। পাণ্ডবগণও একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক বারংবার মহারাজ দুর্গোদধনকে ভৎসনা করত তাঁহার প্রতি দাবমান হইলেন। তদ্বশে আপনাব পুত্র দুর্গোদধন নির্ভয়চিত্তে অরাতিগণকে শবনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্ ! সেই সময় আপনাব পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তিনি একাকী একত্র মিলিত অসংখ্য গন্ধদিগের সহিত অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সৈন্যাগণকে নিতান্ত দুঃখিত অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত ও সন্নিবেশিত করিবাব বাসনায় কহিতে লাগিলেন; হে গোপগণ ! এক্ষণে একপ স্থান কোথাও নাই, যেখানে তোমরা শঙ্কিত চিত্তে পলায়ন পূর্বক পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবে। অতএব তোমাদিগের পলায়ন করা নিতান্ত নিষ্ফল। আর দেখ, পাণ্ডবগণের সৈন্য অতি অল্প এবং বাসুদেব ও ধনঞ্জয় নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে; অতএব আমি নিশ্চয়ই উহাদিগকে সমরে নিপাতিত করিয়া বিজয় লাভ করিব। হে বীবগণ ! এক্ষণে তোমরা যদি সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ তোমাদিগের অনুগামী হইয়া তোমাদিগকে নিপাতিত করিবে। অতএব তাহা না করিয়া সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করাই তোমাদিগের অবশ্য কর্তব্য। ক্ষত্রধর্মপরায়ণ বীরগণের সমরে মৃত্যুই সুখজনক; সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা অমুভূত হয় না এবং পরলোকে অনন্ত সুখ ভোগ হয়। হে সমাগত বীরগণ ! যখন কালান্তক কৃতান্তের সন্নিধানে কি বীর কি ভীক পুরুষ কাহারও নিস্তার নাই, তখন মাদৃশ ক্ষত্রিয়ব্রতাবলম্বী কোন্ ব্যক্তি বিমূঢ় হইয়া সমরে পরাজিত হইবে? তোমরা কি সমরে পরাজিত হইয়া ভীমসেনের বশীভূত হইতে সম্মত হইরাছ? পিতৃপিতামহা-

চরিত ধর্ম্য পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই তোমাদিগের বিধেয় নহে । ক্রত্য়গণের সংগ্রামে পলায়ন করা অপেক্ষা অধর্ম্য আর কিছুই নাই । হে কৌরবগণ ! যুদ্ধধর্ম্য ভিন্ন স্বর্গগমনের উত্তম মার্গ আর নাই । তোমরা সংগ্রামে সত্বরে বিনষ্ট হইয়া স্বর্গ লাভ কর । হে রাজনৃ ! এইরূপে আপনাদিগের পুত্র হৃষ্যোধন সৈনিকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহারা শত্রুরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে তাঁহার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্বক মহাবেগে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ।

—•••—

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় । ৯৫ ।

হে নরনাথ ! ঐ সময় মদ্ররাজ শল্য কুরুরাজ হৃষ্যোধনকে সৈন্য-গণের বিনিবর্তনে সমুদাত অবলোকন করিয়া ভীত ও বিমোহিত চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ ! ঐ দেখ, নিহত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মানবগণে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছে । কোন স্থলে কৃষ্ণরগণ একবারে শরভিন্নদেহ, বিহ্বল ও গতাস্থ হইয়া বিদীর্ণ পাষণ, বনস্পতি ও ওষধি সম্পন্ন, বজ্রবিদলিত পর্বতের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছে এবং উহাদিগের বশ্ম, চর্ম্ম, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, তোমর ও ধ্বজ সমুদয় ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত আছে । কোন স্থলে কনকজালজড়িত রুধিরাক্ত অশ্ব-গণ শরভিন্ন কলেবর, অতিশয় নিপীড়িত ও নিপতিত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক নিরন্তর শোণিত বমন করিতেছে । উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বীর আত্মনাশ পরিত্যাগ করিতেছে, কতকগুলি নেত্র পরিবর্তিত করিয়া রহিয়াছে এবং কতকগুলি ভূতল দংশন করিতেছে । সমরভূমি বিশীর্ণদন্ত হস্তী, অশ্ব, ও মনুষ্যাগণে পরিপূর্ণ হইয়া বৈভরণী নদীর ন্যায় এবং সুবর্ণজালজড়িত ঘোষবিহীন অসংখ্য রথে সমাবৃত হইয়া জলদজালপরিবৃত শরৎকালীন গগনমণ্ডলের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে । ঐ সমুদায় রথের তুণীর, পতাকা, কেতু, অঙ্কুর্ধ্ব, জিবেণু, যোক্তু, চক্র, অক্ষ, হৈমু ও যুগ ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । উহাদের নীড় সকল তথ ও বন্ধন সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে । পূর্ব্বে মহাবেগগামী অশ্বগণ ঐ সমুদয় রথ বহন করিত । কোন স্থানে ঞ্জলিতবশ্ম, ঞ্জলিতাভরণ, বসনহীন, আয়ুধবিহীন উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা মহাবলশালী কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের শরনিকরে ছিন্নদেহ ও বিচ্যতন হইয়া রহিয়াছে । বীরগণ ষামিনীষোগে নিম্নল প্রভাসম্পন্ন গগনমণ্ডল পরিচ্যুত

প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইয়া বারংবার উচ্চাঙ্গ পরি-
ভাগ পূর্বক প্রশান্ত অনলের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছেন । ঐ দেখ,
সুতনন্দন ও পার্থের ভূজনির্ম্মুক্ত শরনিকর মাভঙ্গ, তুরঙ্গ ও মানবগণের
কলেবর বিদীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে সংহার করত ভূজঙ্গগণ যেরূপ
আবাসবিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ অবনতমুখে মেদিনীগর্ভে প্রবিষ্ট
হইয়াছে । এক্ষণে কর্ণ ও পার্থের শরনিকর এবং নিহত শরসমাচিত্ত
অশ্ব, গজ ও মানবগণ দ্বারা সনরাঙ্গন নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে । ঐ
দেখ, স্বর্ণপটপরিমণ্ডিত পরিষ, পরশু, শাণিত শূল, মুঘল ও মৃদঙ্গ সমুদায়
চতুরঙ্গী সেনার গমনাগমনে চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে । নির্ম্মল কোষ-
নিকাসিত অসি, স্বর্ণপটমণ্ডিত গদা, হেমপুষ্প শর, সুবর্ণালঙ্কৃত শরাসন,
সুশাণিত ঋষ্টি, হেমদণ্ডবিভূষিত বিকোষ প্রাস, ছত্র, চামর, ছিন্ন পুষ্প,
বিচিত্র মালা, চিত্রকম্বল, পতাকা, বসন, ভূষণ, কীরীট, মুকুট, প্রবাল
মুক্তা সমলঙ্কৃত হার, পীতবর্ণ কেশব, স্বর্ণমুদ্র সমবেত নিক, বহুবিধ রত্ন
এবং ভূপালদিগের সুখোপভোগপরিবর্দ্ধিত কলেবর ও ইন্দ্রপ্রতিম মস্তক
সমুদায় নিপতিত রহিয়াছে । রাজগণ নানাবিধ ভোগ, মনোজ্ঞ সুখ ও
পরিচ্ছদ সকল পরিত্যাগ করিয়া লোকমধ্যে যশোরশি বিস্তার পূর্বক
ধর্ম্ম লাভ করত লোকান্তরে গমন করিয়াছেন । অতএব হে কুরুরাজ !
এক্ষণে সৈন্যগণ স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক । তুমিও সমরে প্রতিনিবৃত্ত
হইয়া স্বীয় শিবিরে প্রবেশ কর । ঐ দেখ, ভগবান্ সত্যদেব অস্তাচল-
শিখরে গমন করিতেছেন ।

হে মহারাজ ! মদ্ররাজ শল্য শোকাকুলিত চিত্তে দুর্যোগধনকে এই
কথা বলিয়া মোনাবলম্বন করিলেন । ঐ সময় দ্রোণতনয় প্রভৃতি নরপতি-
গণ কুরুরাজকে হুঃখিত মনে অবিরল অশ্রু বিসর্জন পূর্বক হা কর্ণ ! হা
কর্ণ ! বলিয়া পরিতাপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস
প্রদান করত মহাবীর ধনঞ্জয়ের বশঃপ্রভাবে সমুজ্জল অতি প্রকাণ্ড ধ্বজ-
দণ্ড বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন । ঐ ভয়ানক
সময়ে স্বর্গগমনে কৃতনিশ্চয় কৌরবগণ অশ্ব, গজ ও মানবগণের কলেবর
হইতে বিনির্গত শোণিতপ্রবাহে সমাকীর্ণ রণস্থলকে রক্তাস্রধারিণী বার-
বিলাসিনীর ন্যায় বিবিধ মালাপরিমণ্ডিত, কনকালঙ্কৃত ও সর্বলোকগম্য
নিরীক্ষণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে অসমর্থ হইলেন এবং স্তম্ভের
সংহারে সাতিশয় হুঃখিত হইয়া হা কর্ণ ! হা কর্ণ ! বলিয়া বারংবার
অনুতাপ ও বিলাপ করত দিনকরকে সঙ্ঘ্যারাগলোহিত অবলোকন পূর্বক

অবিলম্বে শিবিরান্তিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তখন ধনঞ্জয়ের শিশিলাত্ন হেমপুষ্পপরিশোভিত শর সমূহে সমাচিত মহাবীর কর্ণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও অংশুমান্ অর্ক মণ্ডলের ন্যায় লক্ষিত হইলেন। অনন্তর ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভাস্কর করনিকরে কর্ণের শোণিতাক্ত বলেবর স্পর্শে আরক্তগাত্র হইয়া স্নান করিবার মানসেই যেন অপর সাগরে গমন করিলেন। তখন দেবর্ষিগণও স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ মহাবীর কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম নিরীক্ষণ পূর্বক বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে করিতে বৃক্ষস্থানে গমন করিলেন।

হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর স্মৃতিচন্দন শোণিতাক্ত বস্ত্র, নিকৃষ্ট-কবচ ও গম্ভীর হইয়াও কিছুমাত্র শোভাহীন হন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত মার্ভওসনপ্রভ ও তপ্তকাননগমিত মূর্ত্তি সন্দর্শনে সকলেরই বোধ হইল যেন, তিনি জীবিত আছেন। কেশরী বিনষ্ট হইলেও অন্যান্য যুগগণ যেরূপ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত হয়, সেইরূপ কর্ণ বিনষ্ট হইলেও যোগগণ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় ভীত হইতে লাগিল। তাঁহার মনোরম গ্রীবাঙ্গুল, সুন্দর মুখমণ্ডল পূর্ণ শশধরের ন্যায় বোধ হইল। ঐ নানাবিধ ভূষণপরিশোভিত কনকবেসুরধারী স্মৃতিপুত্র রণশযায় শয়ন করিতে বোধ হইতে লাগিল যেন, শাখা প্রশাখা সম্পন্ন বনস্পতি বিপাটিত হইয়াছে। হে নরেন্দ্র! এই রূপে মহাবীর কর্ণ যুদ্ধে স্বীয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া ভাস্কর যেরূপ স্বীয় করনিকরে সমুদয় জগৎ সস্তাপিত করেন, সেইরূপ শরসমূহে দশ দিক, সমস্ত পাণ্ডব, পাকাল ও তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে সস্তাপিত করত প্রজ্বলিত পাবক যেরূপ সলিলস্পর্শে নিক্সাপিত হয়, সেইরূপ পুত্র ও বাহনগণের সহিত পার্শ্বশরে নিহত হইলেন। তিনি অর্ধিগণের কল্লভরূপ ছিলেন। তিনি বাচকগণকে কদাচ প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সাধু নিয়ত যাহাকে সংপুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন; যিনি সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণমাংস করিয়াছিলেন; যিনি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত জীবনদানেও পরাভূত হইতেন না; যিনি কামিনীগণের নিয়ত পিয়পাত্র ছিলেন এবং আপনার পুত্রগণ যাহাকে অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৌরবগণের বর্ষস্বরূপ সেই মহারথ স্মৃতিচন্দন পার্শ্বের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার ভনয়গণের বিজয়াশা ও কল্যাণের সহিত বিনষ্ট ও উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইলেন।

হে রাজন্ ! এইকপে মহাবীর স্তপুত্র নিহত হইলে, সমস্ত নদীর বেগ ক্রুদ্ধ হইল ; দিনকর অন্তমিত হইলেন ; সমস্ত দিগ্ধিক্ ধূমাকীর্ণ ও প্রজ্জলিত হইতে লাগিল ; প্রদীপ্ত মার্ত্তও সদৃশ বৃধগ্রহ তিষ্ঠাগ্ভাবে অভ্যুদিত হইলেন, গগনমণ্ডল যেন ধরাতলে নিপতিত হইল ; বসুমতী গম্ভীর ধ্বনি করত বিকম্পিত হইয়া উঠিলেন, বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, মহাসাগর সমুদয় সংক্ষুব্ধ ও শঙ্কারমান হইল, পর্বত সমুদয় কাননের সহিত বিকম্পিত হইয়া উঠিল ; বৃহস্পতি রোহিণীকে নিপীড়িত করিয়া চন্দ্রার্ক সদৃশ দোভা প্রাপ্ত হইলেন, গগনমণ্ডল অন্ধকারে সমাবৃত হইল ; পাবক সদৃশ উষ্ণ সমুদয় নিম্নতিত হইতে লাগিল ; এবং নিশাচরগণ যার পর নাই আনন্দিত হইয়া উঠিল ।

হে রাজন্ ! যখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ক্ষুর দ্বারা স্তপুত্রের মস্তক ছেদন করেন, তখন সহসা অন্তরীক্ষে দেবগণ হাহাকার ধ্বনি করিয়াছিলেন । পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মস্বরকে সংহার করিয়া যেক্রপ প্রভাবশালী হইরাছিলেন, সেইক্রপ এক্ষণে মহামতি ধনঞ্জয়ও মনুষ্য, দেব ও গন্ধর্ভগণের সম্মানিত কর্ণকে বিনাশ করত মহাপ্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন । অনন্তর দেবরাজ সদৃশ পরাক্রমশালী অনল ও ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী, স্তবর্ণ হীরক মণি মুক্তা ও প্রবালে বিভূষিত পুরুষোত্তম বাসুদেব ও ধনঞ্জয় মেঘগম্ভীরনিশ্বন, তুষার, শশধর, শঙ্খ ও ফটিকের ন্যায় ধবল, ঐরাবত সদৃশ, পতকা পরিশোভিত রথে আরোহণ পুঙ্কক বিষু ও পুরন্দরের ন্যায় নির্ভয়চিত্তে সমরাজ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । ইতাবশিষ্ট কৌরবগণ মহাবীর অর্জুনের জ্যানির্ঘোষ ও তল শব্দে হতপ্রভ ও শরনিকরে সমাহৃত হইলেন । তখন মহাত্মা জয়ীবেশ ও ধনঞ্জয় বিপক্ষগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করিয়া মহাহর্ষে কনকজালজড়িত তুষারবর্ণ মহাস্বন শঙ্খ গ্রহণ পূর্বক এককালে প্রখ্যাপিত করিতে লাগিলেন । পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের ভীষণ রবে অবনীমণ্ডল, দিগ্ধমণ্ডল প্রতিধ্বনিত এবং নদী, পর্বত ও কানন সকল পরিপূরিত হইল । সেই গভীর নির্ঘোষ শ্রবণে কৌরবসৈন্যগণ বিভ্রাসিত এবং মুখিষ্ঠির সাতিশয় আক্লাদিত হইলেন । সেই ভয়ানক শঙ্খধ্বনি শ্রবণে মদ্রাধিপতি শল্যও রাজা দ্রুপদকে পরিত্যাগ পূর্বক মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন । তখন প্রাণিগণ মিলিত হইয়া সমরশোভী অর্জুন ও বাসুদেবকে অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করিল । তৎকালে ঐ স্তপুত্রশরমাচিত মহাবীরদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, চন্দ্র ও সূর্য্য যোৱতর অন্ধ-

কার বিনষ্ট করিয়া অভ্যাদিত হইয়াছেন। তখন সেই মহাবলশালী বীরদ্বয় বিষ্ণু ও বাসবের নারী স্তম্ভদ্বয়গণে সমাবৃত হইয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা, মহর্ষি, চারণ ও মহোরগগণ তাঁহাদিগকে জরাসীর্কাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা যথাবিধি পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া বলির নিধনানন্তর বিষ্ণু ও বাসব যেক্রপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ সবাক্ষেব সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।

‘যশস্বতীতম অধ্যায় । ৯৬ ।

হে রাজন্ ! মহারথ কর্ণ এইরূপে নিহত হইলে, কৌরবগণ অরাতিগণের শরসমূহে ক্ষতবিক্ষতাজ ও নিতান্ত ভীত হইয়া দশদিক্ অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৌরবপক্ষীয় যোধগণ হুঃখিত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে অবহার করিতে অভিলাষী হইলেন। রাজা দুর্যোধন ও তাঁহাদিগের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া মদ্ররাজের আদেশানুসারে সৈন্যগণের অবহারে অহুমতি করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্মা কৌরবপক্ষীয় রথিগণ ও হতাবশিষ্ট নারায়ণীসেনার সহিত, শকুনি অসংখ্য গান্ধারসৈন্যের সহিত, কৃপাচার্য্য মহানেঘসবর্ণ কুঞ্জরসৈন্যের সহিত ও মহাবীর অশ্বর্মা হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণের সহিত মহাবেগে শিবিরান্তিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অশ্বখামা পাণ্ডবদিগের বিজয়লাভ দর্শনে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবিরান্তিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্যোধন হতসর্ব্বশ ও হতবাক্তব হইয়া শোকা-কুলিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রের সেই ছিন্নশর রথ লইয়া দশ দিক্ অবলোকন করিতে করিতে শিবিরান্তিমুখে গমন করিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথগণ কম্পিতকলেবর হইয়া ভীত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে নিরস্তর শোণিত ক্ষরণ করত দশ দিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বা সূতপুত্রের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্ ! তখন সেই অসংখ্য যোধগণের মধ্যে কাহারও আর সংগ্রামবাসনা রহিল না। সূতপুত্র বিনষ্ট হওয়াতে কৌরবগণ আপনাদের জীবন, রাজ্য, ধন ও কণ্ডের আশা এককালে পরিত্যাগ করিলেন।

ঐ সময় কুরুরাজ দুর্যোধন শোকদুঃখে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া যজ্ঞ-

পূর্বক তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করত শিবিরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহারাও দুর্যোধনের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া স্নানবদনে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশোত্তম অধ্যায় । ৯৭ ।

তে নরনাথ ! এ দিকে মহামতি কেশব অর্জুনকে আলিঙ্গন কবিত্তা কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয় ! ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেকণ অশনি দ্বারা বৃত্রাসুরকে সংহার কবিত্তাছিলেন, তুমিও সেইরূপ শরসমূহ দ্বারা স্ত-পুত্রকে সংহার করিলে। অতঃপর মনুষ্যাগণ কর্ণ ও বৃত্রাসুর এই উভয়ে-রই সংহার-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে যশস্কর কর্ণসংহারবৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের নিত্য কৰ্ত্তব্য। তুমি বহুদিনাবধি কর্ণবিনাশে যত্নবান ছিলে। এক্ষণে এই বিষয় ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার ঋণ হইতে মুক্তি লাভ কর। পূর্বে পুরুষাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির তোমাদিগের সংগ্রাম দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাতিশয় শরবিক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই রণস্থল হইতে স্ব শিবিরে প্রস্থান করিয়াছেন।

হে রাজন্ ! মহাবীর ধনঞ্জয় যত্নপূর্বক জ্বীকেশ কর্ত্তক এইরূপ অভিহিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন দেবকীনন্দন পার্থেব রথ পল্লিবর্ত্তিত করিয়া সৈন্যাগণকে কহিলেন, হে যোধগণ ! তোমাদিগের কল্যাণ হউক, তোমরা সজ্জীভূত হইয়া বিপক্ষগণের অভিযুগে অবস্থিতি কর। মহাত্মা জ্বীকেশ যোধগণকে এইরূপ অনুমতি করিয়া দ্রুতদ্বার, যুধামন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, হে বীরগণ ! এক্ষণে আমরা যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে পার্থকৃষ্ণে স্তপুত্রের নিধনবার্ত্তা প্রদান করিতে গমন করিলাম, যদবধি প্রত্যাগমন না করি, তাবৎকাল তোমরা সকলে সজ্জীভূত হইয়া যত্নসহকারে এই স্থানে অবস্থিতি কর। হে রাজন্ ! বীরগণ মহাত্মা বাসুদেব কর্ত্তক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার বাক্যে অল্পমোদন করত তাঁহাকে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন মহাত্মা কেশব ধনঞ্জয়ের সহিত শিবিরে গমন পূর্বক ধর্ম্মরাজকে কনকময় উৎকৃষ্ট শয্যাশয়ান সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চরণযুগল ধারণ

করিলেন। শক্রনিপাতন মহাবাহু যুধিষ্ঠির বাহুদেব ও ধনঞ্জয়ের হর্ষচিহ্ন নিরীক্ষণ পূর্বক স্তপুত্রকে নিহত বিবেচনা করত আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে গালোথান করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও কর্ণেব নিধনবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেই সময় বাহুদেব ও ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সন্নিধানে স্তপুত্রের সংহারবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলেন। অনন্তর মহামতি জুঘীকেশ ঈষৎ হাস্য করিয়া কৃতাজ্ঞাপিতে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আজি সৌভাগ্যক্রমে মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও আপনি, আপনাবা সকলেই এই লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কুশলী হইয়াছেন। অতঃপর সমরোচিত কার্যের অনুষ্ঠান করুন। আজি ভাগ্যবশতঃ মহারথ কর্ণ নিহত হইয়াছে, আপনি বিজয় লাভ করিয়াছেন ও আপনার সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যে নরাদম্য দ্রৌপদীকে দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজি বসুমতী সেই স্তপুত্রের শোণিত পান করিতেছেন। আপনার সেই শত্রু শরনিকরে ভিন্নদেহ হইয়া শমরশস্যায় শয়ন করিয়াছে। আপনি রণস্থলে গমন পূর্বক তাহার চুদ্রশা নিরীক্ষণ করুন। আপনার রাজ্য নিকটক হইল। আপনি এক্ষণে আমাদিগের সহিত যত্নসহকায়ে এই শত্রু-ন্য বসুন্ধরা শাসন ও বিপুল স্তূথ ভোগ করিতে থাকুন।

হে রাজন্ ! তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাহুদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক পরম আনন্দিত হইয়া কহিলেন, হে জুঘীকেশ ! আজি আমার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। তুমি ধনঞ্জয়ের সারথি হইয়াছ, তন্নিবন্ধনই পার্শ্ব কর্ণকে সংহার করিয়াছে। তোমার বুদ্ধিপ্রভাবেই কর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির বাহুদেবকে এই কথা বলিয়া তাঁহার অঙ্গদপরিমণ্ডিত দক্ষিণ বাহু গ্রহণ পূর্বক পুনরায় তাঁহাকে ও ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে বীরদম ! আমি দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বারংবার কহিয়াছেন যে, তোমরা পুরাতন ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ। হে জুঘীকেশ ! কেবল তোমার প্রসাদেই অর্জুন অরাতিগণের অভি-মুখে গমন পূর্বক তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছে; কদাচ সংগ্রামে পরা-জুখ হয় নাই। যখন তুমি পার্থের সারথি হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমরা জয় লাভ করিব, কোনক্রমেই পরাজিত হইব না। হে বাহুদেব ! তোমার বুদ্ধিপ্রভাবে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ বিনষ্ট হওয়াতে মহাবীর কৃপ ও কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও নিহত হইয়াছেন।

হে রাজন্ ! ধৰ্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া কৃষ্ণপুচ্ছ মনোবেগ-
গামী ষোড়শযুক্ত কনকপরিমণ্ডিত রথে আবেহণ পূৰ্ব্বক সেনাগণ সমভি-
বাহারে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে প্রিয়বাক্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে
রণস্থল দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে তথায়
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহানীর কর্ণ শবনিকরে সমাচিত হইয়া কেশব-
পবিত্রত কদম্বকুম্ভের ন্যায় সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। স্নগন্ধ
তৈলপূর্ণ সহস্র সহস্র হেমময় দীপ তাঁহাকে উদ্ভাসিত করিতেছে। পার্থের
শরাঘাতে তাঁহার কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার তনয়গণও
সমরাসনে বিনষ্ট ও পতিত রহিয়াছেন। তখন ধৰ্ম্মবাজ যুধিষ্ঠির বার-
ম্বার সূতপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন এবং বাসুদেব ও
ধনঞ্জয়কে বারংবার প্রশংসা কবত হৃষীকেশকে কহিলেন, হে মাধব !
তুমি সহায় ও রক্ষক হওয়াতেই আজি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজপদে প্রতী-
ষ্ঠিত হইলাম। আজি হুস্মৃতি হুৰ্য্যোদন কর্ণের নিধননিবন্ধন রাজ্য ও
জীবিতে নিরাশ হইবে। আজি আমরা একমাত্র তোমার অনুগ্রহেই
কৃতকার্য হইলাম। আজি সৌভাগ্যক্রমে প্রধান শত্রু নিপাতিত হই-
য়াছে এবং তুমি ও ধনঞ্জয় তোমরা উভয়েই বিজয়ী হইয়াছ। আমরা
ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রমে অতিবাহিত করিয়াছি; এক দিনও নিদ্রা-
শূথ অনুভব করিতে পারি নাই; আজি তোমার প্রসাদেই নিদ্রাশূথ
অনুভব করিব।

হে রাজন্ ! ধৰ্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে ভূরি
ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি পার্শ্বশরে কর্ণকে পুত্রগণের
সহিত নিহত নিবীক্ষণ করিয়া আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়া বিবেচনা
করিলেন। অনন্তর মহারথ নকুল, লহদেব, ভীমসেন, সাত্যকি, গুপ্তি-
হায়, শিখণ্ডী এবং পাণ্ডাল ও স্রঞ্জয়গণ স্ততিযোগ্য বাক্যে কৃষ্ণার্জুনকে
প্রশংসা ও ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্বৰ্দ্ধনা করিয়া মহাহর্ষে স্ব স্ব শিবিরে
প্রবেশ করিলেন। হে রাজন্ ! কেবল আপনার হুস্মৃৎপ্রণাবশতই এরূপ
লোমহর্ষকর মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এখন কি নিমিত্ত আর বৃণা
অনুতাপ করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! অগ্নিকাতনয় যুতবান্ধব সঞ্জয়ের
মুখে এই রূপ অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র বিচৈতন হইয়া ছিন্নমূল
বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। দূরদর্শিনী গান্ধারীও ধরাতলে
নিপতিত হইয়া সূতপুত্রের নিমিত্ত বিবিধ বিলাপ করিতে আরম্ভ করি-

লেন। ঐ সময় মহামতি বিদ্রু ও সঞ্জয় উভয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ধারণ পূর্বক আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীগণও গান্ধারীকে উৎখাপিত করিলেন। চিন্তাকুলিতচিত্ত শোকসন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদ্রু ও সঞ্জয় কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া দৈব ও ভবিষ্যৎ সর্ক্ষাপেক্ষা বলবান্ বিবেচনা করত অচেতনের ন্যায় তৃষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

হে মহীপতে ! যে ব্যক্তি মহামতি ধনঞ্জয় ও কর্ণের সংগ্রামযজ্ঞের বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার বিধিবিহিত যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্তি হয়। বৃধগণ অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ও ভগবান্ বিষ্ণুকে যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি অস্থয়া পবিত্রাংশ পূর্বক এই সংগ্রামযজ্ঞ বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সূর্য্য ও সর্ক্ষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। মানবগণ ভক্তিসমুদায়ের নিয়ত এই পবিত্র উৎকৃষ্ট সংহিতা পাঠ করিলে, ধনধান্যসম্পন্ন, যশস্বী ও সমুদয় সুখ লাভে অধিকারী হয় এবং ভগবান্ স্বয়ম্ভু, শম্ভু ও বিষ্ণু সর্ক্ষদা তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট থাকেন। এই কর্ণ পর্ক পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদ লাভ এবং ক্ষত্রিয়ের বলবৃদ্ধি ও সংগ্রামে জয় লাভ হইয়া থাকে। বৈশ্যের প্রভূত ধন লাভ এবং শূদ্রের আরোগ্য প্রাপ্তি হয়। এই পর্কে সনাতন ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব যিনি এই কর্ণ পর্ক পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইবে। বেদব্যাসের এই বাক্য কখনই অন্যথা হইবে না। এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু দান করিলে, যে পুণ্য প্রাপ্তি হয়, এই কর্ণ পর্ক শ্রবণেও সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

কর্ণ পর্ক সম্পূর্ণ।

গদ্য

মহাভারত।

ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত মূলেন্ন অনুবাদ ।

শল্য পর্ব ।

এই পর্ব

শ্রীল শ্রীমতী বামাসুন্দরী চৌধুরাণী মহোদয়ান্ন

আনুকূল্যে

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্তৃক

প্রকাশিত

এবং বিনামূল্যে বিতরিত ।

“এই মহাভারত সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপ ।”
ঋষিবাক্য ।

২য় সংস্করণ ।



কলিকাতা ।

ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত ।

৩৬৭ নং—চিৎপুর রোড্‌ ঘোড়াসাঁকো ।

সন ১২৮৬ সাল ।

বিজ্ঞাপন ।

জগৎশ্রুতি জগদীশ্বরের প্রসাদে এরং অস্বদের্শীয় ধর্ম্মানুরাগী দেশাহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী ও বশস্বী মহারাজ, রাজা ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতি মহানুভব ও মহানুভবাগণের উৎসাহবলে মহাভারতের কর্ণপর্ব্ব পরিসমাপ্ত হইল । ভরসা করি, এই রূপে উক্ত হিতব্রতপরায়ণ মহোদয় ও মহোদয়গণের কৃপাবলে অন্যান্য পর্ব্বও স্তচরুরূপে সম্পূর্ণ হইতে পারিবে ।

অধুনা ভবানীপুরনিবাসিনী প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিণীস্বখ্যাতি-নাম্নী পুণ্যশীলা দয়াবতী ধর্ম্মানুরাগিণী শ্রীল-শ্রীমতী বামাসুন্দরী চৌধুরাণী মহোদয়ার অনুগ্রহ ও আনুকূল্যে শল্যপর্ব্বের মুদ্রাক্ষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম ।

এই পবিত্রহৃদয়া নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী মহানুভবা স্বীয় স্বাভাবিক দয়া ও পরোপকারপ্রবৃত্তি প্রভৃতি গুণ-গ্রামের বশীভূতা হইয়া যে সাধারণেব উপকারসাধনার্থ বিনাপ্রার্থনায় দাতব্য ভারতের প্রতি এতাদৃশ আনুকূল্য প্রদান করিলেন, তাহাতে গ্রাহক, পাঠক ও প্রকাশক সকলেই পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং উক্ত মহোদয়াও বিপুল যশ, পুণ্য ও ধর্ম্ম লাভ করিলেন ; অতএব তিনিই ধন্য ! এবং তাঁহার দানই সার্থক ! .

বিনয়ান্বিত

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায় ।

শল্য পর্বের সূচী পত্র ।

—(০০০)—

অধ্যায় প্রকরণ পৃষ্ঠা পংক্তি ।

১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ ঠ, অঃ । মজ্জাচরণ, জনমেত্তরের প্রস্ত । বৈশম্পা-
রনের কর্ণবধ ও কোরবগণের অবস্থা কথন । সঙ্ঘের গুতরাষ্ট্র সমীপে
হৃষ্যোধনাদির নিধনবার্ত্তা প্রদান । গুতরাষ্ট্রের প্রমোহ । গুতরাষ্ট্র বিলাপ ।
কোরবসৈন্যের পলায়ন । হৃষ্যোধনকে আশ্বাস প্রদান । হৃষ্যোধন
বাক্য । ... ১ ... ৩

৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২,
২৩, ২৪ ও ২৫ শ, অঃ । শল্যের সৈন্যাপত্য স্বীকার । ব্যূহ নির্মাণ ।
সকুল সংগ্রাম । শল্যের সংগ্রাম । সকুল সংগ্রাম । শল্য ও যুধিষ্ঠিরের
যুদ্ধ । শল্যবধ । সকুল যুদ্ধ । শাষবধ কোরবসৈন্যের পলায়ন । সকুল
সংগ্রাম । ১৯ ... ১৭

২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ শ, অঃ ।
হৃষ্যোধনের পলায়ন । সকুল সংগ্রাম । অশ্বশ্রমার বধ । শকুনি উলুকের বধ ।
হৃষ্যোধনের হ্রদপ্রবেশ । হৃষ্যোধনের অনোদ্যম । পাণ্ডবগণ কর্তৃক হৃষ্যো-
ধনের ভৎসনা । যুধিষ্ঠির হৃষ্যোধন সংবাদ । বৃকোদর হৃষ্যোধন সংবাদ ।
বলদেবের আগমন । চন্দ্রশাপোখ্যান । প্রভাসতীর্থোপাখ্যান । বলদেবের
তীর্থযাত্রা কথন । উদপান তীর্থের উপাখ্যান । বিনশন, স্তম্ভমিক, গন্ধর্ব্ব,
গর্গস্রোত ও শল্য তীর্থের উপাখ্যান ... ৭৪ ২২

৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮ ও ৪৯ শ, অঃ । সপ্ত মার-
স্বত তীর্থের উপাখ্যান । কপালমোচন তীর্থের উপাখ্যান । আক্ষিষেণ
প্রভৃতি মুনিগণের সিদ্ধিলাভ । বকমুনির উপাখ্যান । বশিষ্ঠাবাহ তীর্থের
উপাখ্যান । কুমরের অভিষেক । বরুণাভিষেক । বদরপাচন তীর্থের
উপাখ্যান । ১১৯ ... ২৬

৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪,
৬৫ ও ৬৬ ঠি, অঃ । ইন্দ্রতীর্থের উপাখ্যান । অগিত দেবল ও জৈগীষযোর

অধ্যায়

প্রকরণ

পৃষ্ঠা

পংক্তি।

উপাখ্যান। সোম তীর্থে উপাখ্যান। বৃদ্ধা কন্যার উপাখ্যান। কুরুক্ষেত্রের
 মাহাত্ম্য কথন। বলদেবের উত্তম উত্তম আশ্রমে গমন। গদাযুদ্ধ।
 হর্ষোদধনের উরু ভগ্ন। যুধিষ্ঠির বিলাপ। বলদেবের রোষাপনয়ন।
 কৃষ্ণপাণ্ডব সংবাদ। বাহুদেব বাক্য। কৃষ্ণ কর্তৃক হুতরাষ্ট্র ও গাকারীর
 প্রবোধন। হর্ষোদধন বিলাপ। অশ্বখামার সৈন্যগণ্ডো অভিষেক। ১৫০।৯

শল্যপর্বেষু নুচীপত্র সমাপ্ত।

মহাভারত।

শল্য পর্ব।

—:—

প্রথম অধ্যায়। ১।

নাবাগণ, নরোত্তম নব ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার কবিয়া ক্রোধোজ্জ্বল
বণ কবিবে।

অনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মণ! মহাবীর কর্ণ একে কপে অক্ষুনবর্ত্ত ক
নিহত হইলে, অমমাত্রাবশিষ্ট কোববণ কি করিলেন? এবং কুরুরাজ
দ্রুপদাদি বা পাণ্ডবদিগের প্রভাবে আপনাব অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া
কি কার্য্যেব অল্পষ্টানে প্রবৃত্ত হইলেন? হে তপোধন! আমি এই
বৃত্তান্ত প্রবণ কবিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইয়াছি। অতএব
আপনি ইহা কৌতুহল করুন। আমি পূর্বপুরুষদিগের অদ্বিত চরিত্র প্রবণ
কবিয়া কোনক্রমেই তৃপ্তিলাভ কবিতে সমর্থ হইতেছি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! মহাবীর কর্ণ নিহত হইলে, কুরু-
রাজ দ্রুপদাদি শোকসাগরে একান্ত নিমগ্ন ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া হা
কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া মুহুর্মুহুঃ পরিচাপ ও বিলাপ করত হতাবশিষ্ট
বাজগণের সহিত অতিকষ্টে স্বীয় শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই স্থানে
দ্রুপদাদি শাস্ত্রবিহিত যুক্তি অনুসারে রাজা দ্রুপদাদিকে নিয়ত আশ্বাসিত
করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি স্তম্ভপুত্রের নিধনচিন্তা কবিয়া কোন-
ক্রমেই সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে তিনি দৈব ও ভবিত-
ব্যকেই সর্সাপেক্ষা বলবান্ বিবেচনা করত সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া
মহাবীর শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হতাবশিষ্ট রাজগণ
সমভিষাহারে শীঘ্র সংগ্রামার্থ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৌরব
ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের দেবাস্ত্রসংগ্রাম সদৃশ ভীষণ যুদ্ধ উপ-
স্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে মদ্রাধিপতি শল্য ভয়ানক সমবকার্য্য সম্পাদন
পূর্বক বিপক্ষদিগের অসংখ্য সৈন্য সংহার করত অবশেষে হতমৈন্য
হইয়া মধ্যাহ্নসময়ে যুদ্ধাঙ্গিরসকর্তৃক বিনষ্ট হইলেন। তখন কুরুরাজ
দ্রুপদাদি বদ্ধবাক্যের মতাদর্শনে শক্রভয়ে সাতিশয় ভীত ও রণস্থল

হঠাৎ অশ্রুত হইয়া এক ভীষণ হৃদমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভীম-
পরাক্রম ভীমসেন ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই দিবস অপরাহ্ন-
সময়ে মহাবধগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজা দুর্যোধনকে আহ্বান
করত হৃদ হইতে উত্থাপিত ও বাহুবীৰ্য্য প্রদর্শন করত নিপাতিত
করিলেন। অনন্তর কতাবশিষ্ট কৌরবপক্ষীয় তিন জন মহারথ সেই
দিবস যামিনীগোণে ক্রোধভরে পাঞ্চালসৈন্যাদিগকে বিনষ্ট করিলেন।
পরদিন পূর্বাহ্নে মহাত্মা সঞ্জয় শিবির হইতে আগমন পূর্বক শোকা-
কুলিত চিত্তে হৃগিতাত্ত্বকবণে পুৰুষোত্তম প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি পুর-
মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূকনুগল উদ্যত করত দীনভাবে কল্পিত
কলেবরে ধৃতবাহুেব আবাসে প্রবিষ্ট হইয়া হা মহারাজ! হা মহারাজ!
কুরুরাজ দুর্যোধনের বিনাশে আমরা সকলেই নিহত হইলাম! বল-
বান্ কালেব কি বিষম গতি! হায়! কৌরবপক্ষীয় মহাবীরগণ পুৰন্দর
সদৃশ মহাবিক্রমশালী হইয়াও পাণ্ডবগণের হস্তে বিনষ্ট হইলেন, এই
কথা বলিয়া নিরন্তর রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে
সেই পুৰুষোত্তম আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোকেই সঞ্জয়কে ক্রোশে একান্ত
অভিভূত সন্দর্শন করিয়া বিমর্ষচিত্তে হা মহারাজ! হা মহারাজ! এই
বলিয়া মুক্তকণ্ঠে বোদন ও আর্তনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
কুরুরাজ দুর্যোধন বিনষ্ট হইয়াছেন, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তত্ৰত্য
সমুদায় স্ত্রী পুরুষ শোকে নিতান্ত অভিভূত ও বিনষ্টচিত্ত হইয়া উন্ম-
ত্তেব ন্যায় ক্রুরবেগে ধাবমান হইতে লাগিল।

হে রাজন্! অনন্তর সঞ্জয় শোকে সাতিশর কাতর হইয়া প্রজ্ঞা-
চক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশ পূর্বক তাঁহাকে গাঢ়ারী, বিধ্ব
এবং অন্যান্য স্তম্ভদর্গ, হিতাভিলাষী জাতিগণ ও পুত্রবধূগণ কর্তৃক সমা-
বৃত্ত এবং স্তম্ভপুত্রের নিধনানুচিন্তনে নিতান্ত বিষম নিরীক্ষণ করত
অশ্রুপূর্ণলোচনে অনতিদুঃখচিত্তে গদগদ বচনে বৃদ্ধ ভূপতিকে সম্বোধন
করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! আমি সঞ্জয়, আপনাকে নম-
স্কার করিতেছি। মদ্রাধিপতি শল্য, সুবলতনয় শকুনি, উলূক ও কৈতব্য
ইহারা রণস্থলে নিপতিত হইয়াছেন। সংশপ্তক, শক, কাশ্যোজ, শ্রেষ্ঠ,
পার্কীতীয় যবন, প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য, উদীচ্য ও প্রতীচ্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে।
সমস্ত রাজা ও রাজকুমারগণ কৃতান্তভবনে গমন করিয়াছেন। ভীমপরা-
ক্রম ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে মহারাজ দুর্যোধনকে সংহার করি-
য়াছেন। এক্ষণে রাজা দুর্যোধন ভগ্নোৎস ও রুধিররাগরঞ্জিত হইয়া

বুলিশযায় শয়ান রহিয়াছেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীৰ যুধিষ্ঠির, নিতান্ত দুৰ্জয় শিখণ্ডী, উত্তমোজা ও যুধামন্যু এবং প্রভদক, পাঞ্চাল ও চৌদগণ বিনষ্ট হইয়াছেন। আপনার পুত্রগণ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও কৰ্ণতনয় বৃষসেন কৃতান্তভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। উভয়পক্ষীয় প্রায় সমস্ত বীর এবং সমুদয় অশ্ব, গজ ও রণী সংগ্রামে বিনষ্ট ও নিপতিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের শিবিরে অন্নমাত্র বীৰ অবশিষ্ট রহিয়াছে। হে নরাদিপ ! কোবব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমুদয় জগৎ কালবশে বিমোহিত হইয়া প্রায় স্ত্রীলোকমাত্রাবশিষ্ট হইল। এক্ষণে আপনাদের উভয় পক্ষায় অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনার মধ্যে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষীকেশ ও সাত্যকি এই সাত জন এবং কৌরবপক্ষে কৃপ, কৃতবর্মা ও অন্বথামা এই তিন জনমাত্র অবশিষ্ট আছেন। অন্যান্য বীরগণ সকলেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। হে বাজন্ ! কাল দুর্গোদ্ধনকে উপলক্ষ্য করিয়া যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করত এই সমস্ত জগৎ বিনষ্ট করিলেন।

হে জনমেজয় ! কুরুরাজ দ্রুতরাষ্ট্র সজয়মুখে এই বাক্য শ্রবণ কবি বামাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাযশা বিহর এবং রাজমহিষী গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরবমহিলাগণ সেই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধরাশয়া গ্রহণ করিলেন। সেই সময় সমস্ত রাজমণ্ডল চিত্তার্পিতের ন্যায় সংজ্ঞাবিহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং সকলেই হা হতোশ্বি ! এই বলিয়া পরিতাপ ও বিলাপ কবিত্তে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর পুত্রশোকে নিতান্ত দুঃখিত রাজা দ্রুতরাষ্ট্র লাতিকটে চেতন প্রাপ্ত হইয়া দীনচিত্তে কম্পিত কলেবরে চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ পূর্বক বিহরকে কহিলেন, হে বিহর ! আমি পুত্রহীন ও অনাথ ; এক্ষণে তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় ; এই বলিয়া তিনি পুনরায় সংজ্ঞাবিহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে বিচেতন নিরীক্ষণ করিয়া স্থলীতল বারি মেচন ও ভাগবন্ত সঞ্চালন দ্বারা তাঁহার গুণ্ণাঘা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহারাজ দ্রুতরাষ্ট্র বহুবিলম্বে কিঞ্চিৎ আশ্রুত হইয়া তৃষ্ণীস্তাব অবলম্বন পূর্বক কুশুম্ভদেয় নিকিণ্ড ভুজঙ্গের ন্যায় ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বিবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় এবং যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরবমহিলাগণ ক্ষারাজকে পুত্রশোকে সাতিশয় ব্যাকুল অবলোকন করিয়া যোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বারংবার বিমোহিত হইয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে বিদুর! আমার চিত্ত সাতিশর চঞ্চল হইয়াছে; অতএব এক্ষণে গান্ধারী ও অন্যান্য কামিনীগণ এবং বন্ধুবান্ধব সকল এ স্থান হইতে গমন করুন। এই সময় মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের অনুমত্যানুসারে এই সমুদয় কামিনীগণকে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। কামিনীগণ এবং বন্ধুবান্ধব সকল মহারাজকে পুত্রশোকাদিত নিরীকণ কবিতা কল্পিত কলেবরে তথা হইতে গমন করিলেন। তখন সঞ্জয় দীনলোচনে লক্ষসংখ্য মহীপালকে শোকাবেগে নিরস্তর অশ্রু বিসর্জন ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে অবলোকন কবিতা কৃতাজ্জলিপুটে মধুব বচনে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

— * —

দ্বিতীয় অধ্যায় । ২ ।

ঐশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রমণীগণ স্থানান্তরে গমন করিলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সাতিশর হঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও মলমূহ ভুজযুগল কল্পিত করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে রণস্থলে পাণ্ডবদিগকে নিরাপদ শ্রবণ করিয়া সাতিশর হঃখিত হইলাম! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমার হৃদয় বজ্রনির্মিত; নচেৎ আত্মজদিগের বিনাশবাস্তা শ্রবণ করিয়া উহা সহজ্রবা বিদীর্ণ হইত। হে সূত! আজি পুত্রগণের বয়সক্রম ও বাণ্যক্রীড়া স্মৃতিপথে সমাক্রান্ত হওয়াতে আমার চিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে। যদিও আমি জন্মানুবশতঃ তাহাদিগের রূপ দর্শন করিতে পারি নাই, তথাপি তাহাদের প্রতি আমার অপত্যস্নেহ সাতিশর বলবান্ ছিল। তাহারা বালাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থা ও তদনন্তর প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া আমি বাহ্যর পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আজি তাহাদিগকে ঐশ্ব্যাহীন ও বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া শোকে সাতিশর অধীর হইতেছি, কোনক্রমেই শাস্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। হা পুত্র হর্য্যোদন! এক্ষণে আমি অনাথ হইলাম; একবার আমাকে দর্শন প্রদান কর। তোমার অভাবে আমার কি হৃদশা উপস্থিত হইবে। হে পুত্র! তুমি সমাগত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ পূর্বক কি জন্য প্রাকৃত নৃপতির ন্যায় দরশনবাঞ্ছা করিয়াছ! তুমি জ্ঞাতি ও বন্ধগণের একমাত্র

অবলম্বন ছিলে ; এক্ষণে এই বৃদ্ধ পিতাকে পবিত্রাঙ্গ করিয়া কোথায় গমন করিলে । হে বৎস ! তোমার সে ভক্তি, সে স্নেহ ও সে সম্মান কোথায় গেল । সংগ্রামে কেহই ত তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই ; তবে পাণ্ডবগণ কি প্রকারে তোমাকে সংহার করিল ! হে রাজেন্দ্র ! আমি যথাকালে গাত্রোত্থান করিলে, কে আর হে তাত ! হে মহারাজ ! হে লোকনাথ ! বলিয়া রারম্বার সম্বোধন পূর্বক স্নেহভরে আলিঙ্গন করত অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে ? হে পুত্র ! এক্ষণে একবার সেই মধুব বাক্য প্রয়োগ কর । আমি তোমার মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, এই সমস্ত পৃথিবীতে পাণ্ডুপুত্রের ন্যায় আমারও অধিকার আছে । তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে, ভগদত্ত, কৃপাচার্য্য, অবস্তীনাথ, জয়দ্রথ, ভূরিপ্রভা, গল, সোমদত্ত, বাঙ্লিক, অশ্বখামা, ভোজ, মাগধ, বৃহদ্রথ, কাশীশ্বর, শকুনি, কাশ্যোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ত্রিগর্তাধিপতি, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচাৰ্য্য, কৃপাচার্য্য, ক্রতায়ু, অচ্যুতায়ু, শতায়ু, জলসন্ধ, সুবাহু, ধৃষ্যশ্রুতনয়, রাক্ষস অলাবুধ ও অলম্বুধ, অন্যান্য মহীপালগণ এবং শক, যবন ও মল্লগণ সকলেই আমার নিমিত্ত জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামার্থ সমুদ্রত হইয়াছে । আমি সেই সমুদয় বীরগণের মধ্যে ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চৌদিগ ও সাত্যকি, ভোজ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব । তুমি বলিয়াছিলে যে, আমি ক্রুদ্ধ হইলে একাকীই পাণ্ডবপক্ষীয় সমুদয় বীরগণকে নিবারণ করিতে পারি, তাহাতে আবার অন্যান্য অসংখ্য বীর একত্র সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । পাণ্ডবগণের প্রধান অবলম্বন দ্রুপদকেশ সমরে প্রবৃত্ত হইবেন না । অতএব অস্বপক্ষীয় বীরগণ নিশ্চয়ই পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিবেন । আর মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ একাকীই আমার সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবে । তাহা হইলে সমুদয় ভূপতিগণই আমার বশবর্তী হইবেন, সন্দেহ নাই ।

হে মঞ্জয় ! আমি দুর্যোধনের মুখে বারম্বার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ করিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ আমাদের বলপ্রভাবে নিশ্চয়ই সংগ্রামে বিনষ্ট হইবে । এক্ষণে যখন আমার তনয়গণ সেই সমুদয় বীরমণ্ডলে অবস্থিত হইয়াও নিহত হইল, তখন আমার দুরদৃষ্ট ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? সিংহ যেরূপ শৃগালের হস্তে বিনষ্ট হয়, মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম সেইরূপ শিখণ্ডীর হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন । সর্বারুণিবারদ

দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বাহ্লীক, গজযুদ্ধবিহারদ ভগদত্ত, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ, জয়সন্ধ, ক্রতাবু, অচ্যুতাসু, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডা, বৃহদল, মগধ-রাজ, উগ্রানুধ, বিক্র, অধুবিক্র, ত্রিগর্তাধিপতি, অসংখ্য সংশপ্তক, রাক্ষসরাজ অলম্বু ও অলাবু, ঋষ্যশৃঙ্গতনয়, নারায়ণী সেনাগণ, সমরদুর্ম্মদ গোপাল-গণ, অসংখ্য স্নেহ, সৈন্যসমবেত শকুনি, মহাবল কৈতব্য, সর্কীত্রবিহারদ নানাদেশসমাগত দেবরাজসদৃশ পরাক্রমশালী ক্রতয়িগণ এবং আমাব পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও বরদাগণ ইহারা সকলেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া-ছেন। অতএব এ বিষয়ে হ্রদৃষ্টব্যভীত আর কি সম্ভব হইতে পারে! মনুষ্যগণ নিশ্চয়ই ভাগ্য সহযোগে জন্ম গ্রহণ করে; যাহার সৌভাগ্য থাকে, সে ব্যক্তি শুভ ফল লাভ করে। আমি নিতান্ত হতভাগ্য; এই নিমিত্তই আমাকে পুত্রবিহীন হইতে হইল। হায়! আমি কি প্রকারে শত্রুদিগের বশবর্তী হইয়া কালান্তিপাত করিব। এক্ষণে বনবাস ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। এরূপ সহায় ও বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া লোকালয়ে অবস্থান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে; আমার পক্ষে অরণ্যগমনই শ্রেয়ঃ। হায়! দুর্ঘোষন, দুঃশাসন, শল্য ও বিকর্ণ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ বিনষ্ট হইল। ভীমসেন প্রকাকী আমার এক শত পুত্রকে সংহার করিয়াছে। সে দুর্ঘোষনের নিধনজন্য বারম্বার আত্মশ্রমা করিলে, আমি কি প্রকারে তাহার সেই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিব। শোকহৃৎ আমার কলেবর দগ্ধ হইতেছে; অতঃপর আমি কিরূপে ভীমসেনের কঠোর বাক্য সহ্য করিতে সমর্থ হইব?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপাল! পুত্রশোকসন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে বহুকণ বিলাপ ও অশ্রুতাপ করিয়া শত্রুকৃত পরাজয় স্মরণ করত বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সঞ্জয়কে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! অস্বাংপক্ষীয় বীরগণ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া কাহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিল? তাহার। যাহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করে, সেই বীরই অচিরে পাণ্ডবদিগের হস্তে বিনষ্ট হয়। দেখ, তোমাদিগের এবং অন্যান্য ভূপতিগণের সমক্ষে মহাবীর ধনঞ্জয় ভীষ্ম ও কর্ণকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছে। পূর্বে সর্কধর্ম্মবিৎ বিহর আমাকে কহিয়াছিল যে, দুর্ঘোষনের অপরাধে সমুদয় প্রজা ক্ষয় হইবে। তখন মোহাবেশ-প্রভাবে কেহই উহার ঐ বাক্য পর্যালোচনা করে নাই; কিন্তু ঐ মহাত্মা যাহা বলিয়াছিল, এক্ষণে তাহা যথার্থ হইল। যাহা হউক, এক্ষণে

আমার দুর্দৈববশতঃ যে দুর্নীতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাব ফল পুনরায় কীৰ্ত্তন কর । হে সঞ্জয় ! মহাবীর স্মৃতিচন্দন বিনষ্ট হইলে, কোন্ বীর সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল ? কোন্ রথী ধনঞ্জয় ও কেশবের পুত্ৰদামনে প্রবৃত্ত হইল ? মহাবীর মদ্রাধিপতি শল্য সংগ্রামার্থ সমুদাত হইলে কোন্ কোন্ বীর তাহার দক্ষিণ চক্র, বাম চক্র ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল ? মহাবীর শল্য ও আমাব পুত্র দুর্গ্যোধন তোমাদের সমক্ষে কি প্রকারে পাণ্ডবগণের হস্তে বিনষ্ট হইলেন ? অন্তরবর্ষসমবেত পাঞ্চাল-গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাচ পুত্র, ইহারাই বা কিরূপে বাণ-কবলে নিপতিত হইল ? আব গন্ধ পাণ্ডব, বাসুদেব ও মাত্যকি এবং রূপ, কৃতবর্মা ও অশ্বখামা, ইহাবাই বা কিরূপে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন ? হে সঞ্জয় ! তুমি সংগ্রামবৃত্তান্ত বর্ণনে বিলক্ষণ নিপুণ । এক্ষণে দৌবব ও পাণ্ডবদিগেব যে প্রকাণে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা সবিস্তরে বর্ণন কর ।

তৃতীয় অধ্যায় । ৩ ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল ! কোরব ও পাণ্ডবগণ সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত পরস্পর মমবেত হইলে, সেক্ষণে জনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছিল; আপনি অবস্থিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন । মহাবীর কণ বিনষ্ট, মাতঙ্গ ও অশ্বগণ নিহত এবং সৈন্যগণ বারংবার পলায়ন করত পুনঃপুনঃ সমানীত হইলে, মহামতি অর্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । আপনার পুত্রগণ ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে সাতিশয় ভীত হইলেন । প্রত্যুতঃ স্মৃতপুত্রের নিদনানন্তর কোরবপক্ষীয় কোন বীরই সৈন্য সন্ধান বা পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না । আপনার পুত্রগণ সাতিশয় ভীত ও শব্দে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অগাধ সাগরে নৌকা ভয় হইলে বণিকগণ যে রূপ ভেলা লাভের বাসনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বিপদদাগরে আশ্রয়-লাভের প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন এবং ধনঞ্জয়ের বাহুবলে পরাজিত হইয়া সায়াকুসময়ে ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদেহে ভূজঙ্গের ন্যায়, সিংহ-দ্বিত মৃগকদম্বের ন্যায় পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহাদিগের বর্ষ্য সকল ছিন্ন ভিন্ন ও শব্দ সমস্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল । তখন তাঁহার মোহে এমন অভিভূত হইলেন যে, কোন্ দিকে গমন করিলেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না । অন্যান্য বীরগণ ভয়ে সাতিশয়

বিহ্বল হইয়া দশ দিক নিবীক্ষণ করত পরস্পর প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ ধনঞ্জয় আমারই প্রতি ধাবমান হইতেছে এবং কেহ বা ভীমসেন আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া দ্বানবদনে ধরাতে নিপতিত হইলেন। কোন মহারণ অথ, কেহ কেহ মাতঙ্গে এবং কোন কোন বীর রথে আরোহণ করিয়া ভীত-মনে পদাতিদিগকে পরিভাগ পূর্বক ক্রতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মাতঙ্গ দ্বারা বথ ভগ্ন, রথ দ্বাবা সাদী বিনষ্ট ও তুঙ্গ দ্বারা পদাতিগণ সাতিশয় সমাহৃত হইল। এইরূপে কোরবপক্ষীয় বীরগণ বালহক্করসমাকীর্ণ কাননমধ্যে সার্থবিহীন বণিকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কতকগুলি মাতঙ্গ আবোহিশূন্য ও বহুকগুলি ছিন্নশূল হইয়া শঙ্কাকুলিত চিত্রে চতুর্দিক অর্জুনময় নিবীক্ষণ করিতে লাগিল।

ঐ সময় আপনাব পুত্র রাজা দ্রুপদেন সেই সৈন্যগণকে ভীমসেনে ভীত ও পলায়নপারায়ণ নিবীক্ষণ করিয়া স্বীয় সাবণিকে কহিলেন, হে সাবণে! আমি মহাশরাসন ধারণ পূর্বক পশ্চাৎভাগে অবস্থিত বসি-তেছি। মহাশাগর বেক্ষ্য তীরভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ ধনঞ্জয় কখনই আমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি অচিরেই অস্ত সঞ্চালন কর। আজি আমি ধনঞ্জয়, কেশব, জাতমানী ভীমসেন এবং অবশিষ্ট অরাতিগণকে বিনষ্ট করিয়া কর্ণের ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিব। সারথি মহাবাজ দ্রুপদেনের ঐ শুবঙ্গনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কনকজালজড়িত সেই তুরঙ্গদিগকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় গজ অশ্ব ও রথবিহীন বীর এবং পঞ্চ-বিংশতি সহস্র পদাতি যুদ্ধভাবে গমন করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বোমভরে চতুরঙ্গিনী সেনার সাহায্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া শরনিকর দ্বারা সমাহৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহা-রাও বৃকোদর ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল এবং বারংবার তাহাদিগের নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া গদা গ্রহণ করত সম্ভবে রথ হইতে অবতরণ পূর্বক তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি অধর্ম্মভয়ে রথস্থ হইয়া সেই ভূতলস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত সংগ্রাম করিলেন না। তিনি স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্বক কাল-দণ্ডোপম কনকমঞ্জিত ভীষণ গদা দ্বারা কোরবপক্ষীয় সৈন্যাদিগকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পদাতিগণ হতবাক্তব হইয়া বহ্নিমুখে

পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় জীবিতাশা বিসর্জন পূর্বক বুকোদবেব প্রতি ধাবমান হইল এবং ভূতগ্রাম ঘেঁষা কৃতান্তকে সন্দর্শন করিয়াই নিহত হয়, সেইরূপ ভীমসন্নিধানে গমন করিবামাত্র বিনষ্ট হইতে লাগিল । ভীম-পরাক্রম ভীমসেন এষ্টরূপে কখন গড়া, কখন বা গদা গ্রহণ পূর্বক রণস্থলে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে করিতে ছুর্যোধনের সেই পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিলেন এবং পবিশেষে ঋষ্টদ্রুমকে অগ্রসব করিয়া পুনরায় সংগ্রাম করিবার মানসে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন ।

মহাবীর অর্জুন রথিগণের অভিযুগে মহাবেগে ধাবমান হইলেন । নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি শকুনির সংহারার্থ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া স্তম্ভীক সাধক দ্বারা তাঁহার অশ্বদিগকে বিনাশ করত তাঁহার অহুগামী হইলে, তাঁহাদিগের ঘোবতর সংগ্রাম হইতে লাগিল । ঐ সময় কোরবপক্ষীয় বীরগণ কৃষ্ণসারথি দ্রোণ ধনঞ্জয়কে ত্রিলোকবিখ্যাত গান্ধীব শবাসন গ্রহণ পূর্বক রথসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন । তখন রথার্থবিহীন শরনিকরনিবারিত পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতিসৈন্য মহাবীর অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইল । তদর্শনে পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ বুকোদরকে পুরোবর্তী করিয়া সড়রে তাঁহাদিগকে সংহার করিলেন । শক্রনিপাতন, মহাযশস্বী ও মহাধনুর্ধর পাঞ্চালতনয় ঋষ্টদ্রুম পারাবতসর্ব অশ্বসংযোজিত রথে সমারুঢ় হইয়া সময়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, কোরবপক্ষীয় বীরগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করত নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন কবিত্তে লাগিলেন । মাজীতনয় নকুল ও সহদেব সাত্যকি সমভিব্যাহারে লঘুহস্ত গান্ধারাদিপতি শকুনির অনুসরণক্রমে অবিলম্বে আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন । মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র কোরবদিগের অসংখ্য সৈন্য সংহার করত শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই সময় পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ কোরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে সমরে পবাজুখ দেখিয়া বৃষগণ ঘেঁষা বৃষকে পরাজয় করিয়া তাহার অহুগামী হয়, সেইরূপ তাঁহাদিগের অহুগামী হইলেন । মহাবীর ধনঞ্জয় অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে সমরাজ্ঞে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাহাদিগের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন ধূলিপটল সমুখিত হওয়াতে আব-কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না ; সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় ও ধরাতল শরসমাকীর্ণ হইলে, কোরবসৈন্যগণ শঙ্কাকুলিত চিত্তে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ।

হে রাজন্ ! সৈন্যগণ এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন হইলে, আপনার পুত্র রাজা
 দুর্যোধন সংগ্রাম করিবার মানসে মহাবেগে ধাবমান হইয়া দানবাধি-
 পতি বলি যেকূপ দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডব-
 দিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । তখন মহাবলশালী পাণ্ডবগণও
 একত্র মিলিত হইয়া রোষভরে বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ ও বারংবার দুর্যোধনকে
 ভৎসনা করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন । তদর্শনে রাজা
 দুর্যোধন কিছুমাত্র ভীত না হইয়া অবিলম্বে সেই অরাতিগণের প্রতি
 শরসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । হে রাজন্ ! তৎকালে আমরা
 সকলেই আপনার পুত্র দুর্যোধনের অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিতে
 লাগিলাম ; পাণ্ডবগণ সকলে মিলিত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে
 সমর্থ হইলেন না । অনন্তর মহারাজ দুর্যোধন অনতিদূর্বস্থিত স্বীয় সৈন্য
 গণকে ক্ষত বিক্ষত ও পলায়নে ক্রতনিশ্চয় দেখিয়া তাহাদিগকে সমবা-
 দনে অবস্থাপন ও তাহাদিগের হর্ষোৎপাদন করত কহিতে লাগিলেন,
 হে বীরগণ ! তোমরা লোকালয় বা শৈলমধ্যে যে কোন প্রদেশে প্রস্থান
 করিবে, পাণ্ডবগণ সেই স্থানে গমন পূর্বক তোমাদিগকে সংহার করিবে ।
 তবে তোমাদিগের পলায়ন করিবার প্রয়োজন কি ? দেখ, এক্ষণে
 উহাদিগের সৈন্য অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট এবং বাহুদেব ও ধনঞ্জয়েব
 বলবৎ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে ; অতএব এক্ষণে যদি আমরা সকলে সম-
 বেত হইয়া এই রণস্থলে অবস্থান করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই
 জয়লাভ করিতে পারিব । যদি তোমরা সংগ্রামে পরাজিত হইয়া পলা-
 য়ন কর, তাহা হইলে, পাপাত্মা পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অহুগামী
 হইয়া তোমাদিগকে সংহার করিবে । অতএব সেরূপে জীবন পরিত্যাগ
 করা অপেক্ষা বণস্থলে বিনষ্ট হওয়াই তোমাদিগের কর্তব্য । ক্ষত্রিয়-
 ধর্ম্মালুসারে সাংগ্রামিক মৃত্যুই অতিমাত্র সুখকর । সংগ্রামে মৃত্যু হইলে,
 মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ; পরলোকেও অনন্ত সুখসন্তোগের
 অধিকারী হওয়া যায় । হে সমাগত বীরগণ ! সমরে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রুদ্ধ
 হুর্মতি ভীমসেনের বশবর্তী হওয়াও তোমাদিগের বিধেয় ; কিন্তু কুলা-
 চরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে । ক্ষত্রিয়ের সমরা-
 ঙ্গন হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই ; এবং সংগ্রাম
 অপেক্ষা স্বর্গগমনেরও অন্য সহপায় নাই । অন্যান্য লোকে বহু দিনে যে
 সকল দুর্লভ লোক লাভ করে, বীরগণ অল্পকণমধ্যে অক্লেশে সেই সমুদয়
 লোক লাভ করিতে পারে ।

হে রাজন্ ! মহারথগণ আপনার পুত্র হুর্ঘ্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাঁহাকে প্রশংসা করত শত্রুকৃত পরাজয়হুংস সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পরাক্রমপ্রকাশে অভিনিবেশ পূর্বক পাণ্ডবদিগেব প্রতি পুনর্বার সংগ্রাম করিবার মানসে ধাবমান হইলেন । ঐ সময় উভয়পক্ষে দেব-অুরসমরসদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল । বাজা হুর্ঘ্যোধন সৈন্য গণ সমভিবাাহারে যুদ্ধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবদিগের প্রতি মহাদেবেণে ধাবমান হইলেন !

চতুর্থ অধ্যায় । ৪ ।

হে রাজন্ ! তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য সেই কন্দদেবেব জীড়াভূমি সদৃশ রণস্থলে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, কোন স্থলে রথ ও রথনীড় সকল নিপতিত রহিয়াছে ; কোন স্থলে মাতঙ্গ ও পদাতিগণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং কোন স্থলে নিহত নরপতিগণের বিকৃত অভিজ্ঞান সমুদায় শোভা পাইতেছে । রাজা হুর্ঘ্যোধন শোকে সাতিশয় বিহ্বল হইরাছেন, সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের পবাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত উদ্বিগ্ন, ধ্যানপরায়ণ ও সাতিশয় হুঃখিত হইয়াছে এবং মথ্যমান সৈন্যগণ আত্ম-স্বরে চীৎকার করিতেছে । মহামতি কৃপাচার্য্য কৌরবগণ্ধীষ সৈন্য-দিগের এইরূপ দুর্দশা অবলোকন করিয়া রোষভরে রাজা হুর্ঘ্যোধনের সমীপে গমন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে হুর্ঘ্যোধন ! এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া যদি মনোনীত হয়, তবে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও । দেখ, যুদ্ধধর্ম্মব্যতীত ক্ষত্রিয়দিগের শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই । তাহারাই ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পুত্র, মাতা, পিতা, স্বশ্রীষ, মাতুল, সন্দন্ধী ও বান্ধবদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকে । সংগ্রামে মৃত্যু হইলে পরম ধর্ম্ম ও সংগ্রামে পরাজুখ হইলে যৎপরোনাস্তি অধর্ম্ম হয় । অতএব ক্ষত্রিয়দিগের জীবন রক্ষার্থ পলায়ন করা নিতান্ত দোষাবহ, সন্দেহ নাই । এক্ষণে আমি তোমাকে যে কিছু হিতকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

যখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও তোমার ভ্রাতৃ-গণ এবং তোমার পুত্র লক্ষণ বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন আমরা আর কি করিব । আমরা, যে সমুদায় মহাবীরের হস্তে সংগ্রামের ভার অর্পণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে বাসনা করিয়াছিলাম, তাঁহারা

সকলেই কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মবিদগণের গতি লাভ করিয়াছেন । আমরাই সেই সমস্ত ভূপতির বিনাশের মূল । এক্ষণে আমরা সেই সকল সৰ্ব্বগুণোগেত মহারথগণের বিরহে কাতর হইয়া অতি দীনভাবে অবস্থান করিতেছি । দেখুন, তীক্ষ্ণ ও দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ জীবিত থাকিতেও মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত হয় নাই । হৃষীকেশ ধনঞ্জয়ের লোচনস্বরূপ ; সুতরাং দেবগণও তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন । তাহাব শক্রচাপ ও অশনির ন্যায় প্রভাশালী ইন্দ্রধনুতুল্য উন্নত কপিধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের সৈন্যগণ বিচলিত হইয়াছে । এক্ষণে ভীমের সিংহনাদ এবং পাঞ্চজন্যের নিশ্বনে ও গাণ্ডীবের নিৰ্বোধে আমাদের চিত্ত চমকিত হইবে । ঐ দেখ, ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব শরাসন বারম্বার বিকম্পিত হইয়া অলাতচক্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং জলধর-মধ্যস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় চতুর্দিকে বিরাজিত হইয়া সকলের নয়ন-জ্যোতি অপহরণ করিতেছে । উহার শশিকশসমপ্রভ অশ্বগণ পবনপরিচালিত জলদজালের ন্যায় বায়ুদেবকর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া উহাকে বহন করত আকাশকে পান করিয়াই যেন মহাবেগে ধাবমান হইতেছে । অনল যেরূপ কাননমধ্যে প্রোহুত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার সৈন্যদিগকে শরানলে মাতিশয় সন্তাপিত করিতেছে । ঐ দেবরাজসদৃশ প্রভাবশালী মহাবীর চতুর্দণ্ড দ্বিপেঙ্কের ন্যায় আমাদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্যগণকে দিকোন্মিত ও নরপতিদিগকে বিজ্রাসিত করত কমলধনপ্রমাণী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে । উহার গাণ্ডীবনিৰ্বোধে আমাদের সৈন্য সকল সিংহগর্জনভীত যুগবদধ্বজের ন্যায় বাবংবার বিজ্রাসিত হইতেছে । ঐ দেখ ধনুর্ধরাগ্রগণ্য বায়ুদেব ও ধনঞ্জয় বশ্য ধারণ পূর্বক লোকমধ্যে বিরাজিত হইতেছেন । আজি সপ্তদশ দিবস হইল, এই ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে অসংখ্য লোক কলেবর পরিত্যাগ করিতেছে । তোমার সৈন্যগণ অর্জুনের প্রভাবে পবনপরিচালিত শরংকালীন জলদজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে । মহাবীর অর্জুন তাহাদিগকে মহাসাগর মধ্যে বায়ুবিকম্পিত নৌকার ন্যায় বারম্বার কম্পিত করিয়াছেন । হে নরনাথ ! যখন সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ পার্থের শরগোচরে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন তোমার কর্ণ, অনুচরবর্গসমবেত দ্রোণ, হৃদিকান্তজ এবং ভ্রাতৃগণসমাবৃত হুঃশাসনই বা কোথায় ছিলেন ? আমি কোথায় ছিলাম ? আর তুমি স্বয়ংই বা কোথায় ছিলে ? মহাবীর অর্জুন তোমার সন্মুখী,

ভ্রাতা, সহায় ও মাতুলগণের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সকলের মস্তক আক্রমণ করত তাঁহাদিগের সমক্ষেই জয়দ্রথকে সংহার করিয়াছে । এক্ষণে আমরা কি করিব ? ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে পারে, এক্ষণে এমন আর কেহই নাই । ঐ মহাবীরের নিকট নানাবিধ দিব্য অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে । তাহার গাভীবনির্ঘোষ আমাদের বলবীৰ্য্য বিনষ্ট করিয়া থাকে । এক্ষণে আমাদের সেনাপতি বিনষ্ট হওয়াতে অনীকিনী শশধরবিরহিত নিশীথিনীর ন্যায় হতপ্রভ ও ভয়পাদপা শুক-সলিলা তটিনীর ন্যায় ব্যাকুলিত হইয়াছে । অতএব অনল যেক্রপ তৃণ-রাশিযধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সঞ্চরণ করিয়া থাকে, সেইক্রপ মহাবীর অর্জুন আমাদের এই সেনাপতিবিহীন সৈন্যমধ্যে স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিবে, সন্দেহ নাই । মহাবীর সাত্যকি ও বৃকোদরের ভীষণ বেগ শৈল বিদীর্ণ ও সাগর শোষণ করিতে পারে । ভীমপরাক্রম ভীমসেন সভামধ্যে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই সমস্ত প্রায় সফল করিয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও অবিলম্বে সফল করিবে । আর দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয় ইতিপূর্বে মহাবীর কর্ণের সমক্ষেই নিতান্ত দুর্ভেদ্য স্বীয় সৈন্যগণকে অনায়াসে রক্ষা করিয়াছে । হে ভূর্যোধন ! সাধু লোকে যে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তোমরা অকারণে তৎসমুদায়েরই অহুষ্ঠান করিয়াছ । এক্ষণে সেই সমুদায় দুর্কর্ম্মের ফল উপস্থিত হইয়াছে । তুমি স্বীয় কার্য্যসংসাধন করিবার মানসে যত্নপূর্ব্বক এই সকল লোক আহরণ করিয়া এক্ষণে ইহাদিগের সহিত প্রাণসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছ । অতএব তুমি আত্মরক্ষার্থ যত্নবান্ হও । আত্মাই সকলের মূল । আত্মা না থাকিলে, কেহই আর বশতাপন্ন থাকিবে না । হে রাজন্ ! সুরাচার্য্য বৃহস্পতি এই-ক্রপ নীতি বিধান করিয়াছেন যে, লোকে শত্রু অপেক্ষা নূন বা তাহার সমান হইলে, সন্ধিসংস্থাপন করিবে এবং শত্রু অপেক্ষা প্রবল হইলে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে । এক্ষণে আমরা পাণ্ডবগণ অপেক্ষা বলবীৰ্য্যে হীন হইতেছি ; অতএব তাহাদের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য । যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত নহে এবং যে ব্যক্তি শ্রেয়স্কর কার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি সত্তরেই রাজ্যভ্রষ্ট হয় এবং কোনক্রমেই প্রয়োলাভে সমর্থ হয় না । এক্ষণে যদি আমরা ধর্ম্মরাজ্য যুধিষ্ঠিরের নিকট বিনত হইয়া রাজ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের প্রয়োলাভ হইবে । যদুতানি-

বন্ধন পাণ্ডবদিগের নিকট সংগ্রামে পরাজিত হওয়া আমাদের কোন-
ক্রমেই বিধেয় নহে। হে রাজন্! ধর্মবাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত দয়ালু;
তিনি রাজা হুতরাষ্ট্র ও হৃষীকেশের বাক্যে নিশ্চয়ই তোমাকে রাজপদে
নিয়োগ করিবেন। দেখ, কৃষ্ণ যাহা বলিবেন, যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয় ও বৃকো-
দর কদাচ তাহা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। হে রাজন্! স্পষ্টই বোধ
হইতেছে যে, বাসুদেব কখনই হুতরাষ্ট্রের বাক্য অন্যথা কবিত্তে সমর্থ
হইবেন না এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও বাসুদেবের বাক্যে অন্যদর প্রদর্শন
করিবেন না। অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করাই
তোমার অবশ্য কর্তব্য, যুদ্ধ করা কদাচ কর্তব্য নহে। হে কুরুরাজ!
আমি দীনতাগ্রযুক্ত কিম্বা জীবনরক্ষার জন্য এই বাক্য কহিতেছি
না, ইহা হিতকর বলিয়াই তোমাকে কহিলাম। আমি যাহা বলিলাম,
ইহা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ কি না, তাহা তুমি গতাস্থ হইয়া স্মরণ
করিবে। হে অধিকাতনয়! বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য হৃর্ঘ্যোদনকে এইরূপ কহিয়া
উষ্ণ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত মোহে নিতান্ত অভিভূত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায় । ৫ ।

হে রাজন্! কুরুরাজ হৃর্ঘ্যোদন মহাযশা কৃপাচার্য্য বর্ত্তক এইরূপ
অভিহিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্লগকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক
চিন্তা করিতে লাগিলেন; হে ব্রহ্মন্! আপনি মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব-
গণেব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিয়া-
ছিলেন এবং এক্ষণেও বজ্রজ্বলিত বাক্য কহিতেছেন। আপনি যে সমুদয়
বাক্য প্রয়োগ করিলেন, সে সকলই হেতুগর্ভ, উৎকৃষ্ট ও শ্রেয়স্কর; কিন্তু
মুমূর্ষ্যব্যক্তির বেক্রপ ঔষধে অভিক্রটি হয় না, সেইরূপ আপনার ঐ সমুদয়
বাক্যে আমার অভিক্রটি হইতেছে না। দেখুন, আমি যে মহাবল মহী-
পালকে রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিয়াছি, যে ব্যক্তি আমার নিকট দ্যুত-
ক্রীড়ায় পরাভূত হইয়াছে, সে কি প্রকারে আমাদের বাক্যে বিশ্বাস
করিবে। আর মহাত্মা হৃষীকেশ যখন পাণ্ডবদিগের হিতসাধনার্থ যত্নবান্
হইয়া তাহাদিগের দৌত্য কার্য্য স্বীকার করিয়াছেন, তখন আমরা
তঁাহাকে প্রতারণা করিয়া নিতান্ত নির্দোষের কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে
কি প্রকারে তিনি আমাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন। বিশেষতঃ সভা-
মধ্যে দ্রোণদীর জন্মন এবং পাণ্ডবগণের রাজ্য হরণ তঁাহার একান্ত

অসহ্য হইয়াছে। হে আচার্য্য। পূর্বে বাসুদেব ও ধনঞ্জয় অভিন্নায়া এবং পরস্পর নিতান্ত অনুরক্ত, ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম; আজি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। মহামতি কেশব অভিমত্ন্যর নিধনবার্ত্তা শ্রবণাবধি মাতিশয় ক্রেশে কালাতিপাত করিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট অপরাধী হইয়াছি। তিনি কি প্রকারে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন? মহাবীর ধনঞ্জয়ও অভিমত্ন্যর নিধনে একান্ত দুঃখিত হইয়াছে; প্রার্থনা করিলে, সে কি প্রকারে আমাদিগের হিতানুষ্ঠানে তৎপর হইবে? মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর অতি উগ্রস্বভাব; বিশেষতঃ সে ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এক্ষণে বরং সে স্বয়ং নিহত হইবে, তথাপি প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিবে না। সন্নদ্ধকবচ, বদ্ধপরিকর, ক্রুদ্ধ যমোপম যমজ নকুল ও সহদেব এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিপঙী আমাদিগের সহিত শত্রুতাচরণ করিয়াছে, তাহারা কি প্রকারে আমাদের হিতসাধনে যত্নবান হইবে? দুঃশাসন সভাস্থলে সর্ব্বলোকসমক্ষে এক-বজ্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে বিবসনা করিয়া যে ক্রেশ প্রদান করিয়াছেন, পাণ্ডবগণ অদ্যাবধি তাহা বিন্মৃত হয় নাই। অতএব আপনি কোনক্রমে তাহাদিগকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না। দ্রৌপদী আমাদিগের নিকট অপমানিত হইয়া অবধি আমাদিগের নিধন ও পাণ্ডবগণের অর্থসিদ্ধিব বাসনায় নিত্য স্থণ্ডিলে শয়ন পূর্ব্বক অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছে। বাসুদেবভগিনী সুভদ্রা স্বীয় মান মানমর্ধাদান জলাঞ্জলি দিয়া দাসীর ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার গুণ্ণগায় নিযুক্ত আছে। হে প্রভো! এইরূপে দ্রৌপদীর অপমান ও অভিমত্ন্যর নিধন নিবন্ধন পাণ্ডবপক্ষীয় সকলেরই ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে; কোনক্রমেই নির্ক্ষাণ হইবে না; স্মতরাং সন্ধিস্থাপন কদাচ সুসাধ্য নহে। আর দেখুন, আমি এই সমাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিয়া কি প্রকারে এক্ষণে পাণ্ডবদিগের অমুগ্রহে রাজ্য ভোগ করিব। পূর্বে আমি মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সমুদয় ভূপালগণের প্রতি তেজঃপ্রকাশ করিয়াছি; এক্ষণে কি প্রকারে দাসের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইব এবং চিরকাল নানাবিধ সুখভোগে কালাযাপন ও ভূরি ভূরি ধন দান করিয়া এক্ষণে কি প্রকারেই বা দীন জনের সহিত দীনভাবে অবস্থান করিব।

• হে ব্রহ্মন! এক্ষণে আপনি স্নেহবশতঃ যাহা কহিলেন, আমি সেই হিতকর বাক্যে অশ্রুয়া প্রদর্শন করিতেছি না। কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করা কদাচ বিধেয় নহে; সংগ্রাম করাই

কর্তব্য বোধ হইতেছে। দেখুন, আমি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ দিগকে বিপুল দক্ষিণা দান, বেদাধ্যয়ন ও শত্রুগণের মস্তকে অবস্থান করিয়াছি। আমি সমস্ত অভিলষিত দ্রব্যই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার ভৃত্যগণ উত্তমরূপে পরিপালিত হইতেছে। আমি হুঃখিত ব্যক্তিগণের হুঃখ নিবারণ, পররাজ্য পরাজয়, স্বরাজ্য প্রতিপালন, নানাবিধ ভোগ্য দ্রব্য উপভোগ এবং ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম ও পিতৃগণের ঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। অতএব পাণ্ডবগণের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করা আমার কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। হে আচার্য্য ! এই পৃথিবীতে কিছুতেই সুখ নাই। এই ধরাতলে কেবল কীর্ত্তিস্থাপন করাই লোকের কর্তব্য ; কিন্তু উহা সংগ্রাম ব্যতীত স্মার কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষত্রিয়গণের গৃহে মৃত্যু নিতান্ত নিন্দনীয় ও অধর্ম্য। যে ক্ষত্রিয় বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অরণ্যে কিম্বা যুদ্ধে জীবন পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহিমা লাভ করিয়া থাকেন। আর যে ক্ষত্রিয় অরাজীর্ণকলেবর হইয়া রোদনপরাষণ জ্ঞাতিগণমধ্যে দীনভাবে বিলাপ ও অনুতাপ করত মানবলীলা সম্বরণ করেন, তিনি কোনক্রমেই পুরুষমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না ; অতএব এক্ষণে আমি বচবিধ বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া দেবলোক প্রাপ্ত হইতে বাসনা করিয়াছি। সংগ্রামে অপরাভুখ, সত্য-সন্ধ, যজ্ঞানুষ্ঠায়ী, শস্ত্রাবভূতপুত আর্ধ্যবৃত্ত বীর পুরুষগণ অনায়াসে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। অঙ্গরোগণ যুদ্ধসময়ে পরম কুতূহলসহকারে তঁাহাদিগকে অবলোকন করে। পিতৃগণ সময়ে নিহত বীরগণকে দেব-সমাজে সংকৃত ও অঙ্গরোগণের সহিত আমোদ প্রমোদে অবস্থিত দর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে সংগ্রামে অপরাভুখ নিহত পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ ও হুঃশাসন প্রভৃতি মহাবীরগণের ও দেবগণের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্ ! দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহীপালগণ আমার নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত, শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও বিনষ্ট হইয়া শোণিতসিক্ত কলেবরে ধরাশয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত মহাবীর ইন্দ্ৰসভায় গমন পূর্বক সুরলোক-গমনের মার্গ প্রস্তুত করিয়াছেন। সদগতিলাভার্থী মহাবেগে গমনেন্দ্র্যত বীরগণে পুনর্বার উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিবে। এক্ষণে যে সমুদয় বীরগণ আমার নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়াছেন, তঁাহাদিগকে 'কৃতজ্ঞতা' প্রদর্শন ও তঁাহাদিগের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা।

হইতেছে ; কিছুতেই রাজ্যভোগে মনোনিবেশ হইতেছে না ; এক্ষণে আমি যদি বয়স ও ভাতৃগণ এবং পিতামহকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করি, তাহা হইলে আমি জনসমাজে নিশ্চর্য্যই নিন্দনীয় হইব। হে ব্রহ্মন ! এক্ষণে আমি বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া রাজ্য যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক রাজ্যপ্রদান করিলে, উহা কখনই আমাব প্রীতিকর হইবে না। দেখুন, আমি এই সমুদ্রের জগৎ পবাক্ষয় করিষ্যামি ; অতএব এক্ষণে ধর্ম্মানুসাবে সংগ্রামকাণ্ডে সমাধান পূর্ব্বক স্বর্গলাভ করাই আমার শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে ; কোনক্রমেই বাক্যলাভে আমার আভিরাচি হইতেছে না।

হে অশ্বিকানন্দন ! ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য হর্যোধানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাবা পবাক্ষয়েব নিমিত্ত বিছুমাত্র অন্তরাগ করিলেন না। প্রত্যুত তাঁহারা পবাক্ষমপ্রকাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত হইলেন। অনন্তর বৌবলগণ অশ্বদিগের সেনাপনোদন করিয়া সমরাজ্ঞের ঈশদূন দ্বিযোজন অন্তবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিমাচলের প্রস্থদেশে লোহিতবর্ণ স্রোতস্বতী সরস্বতী সন্দর্শন করিয়া উহার সলিলে অবগাহন ও মল্ল পান করিলেন। হে রাজন ! ক্ষত্রিয়গণ এইরূপে কুরুরাজ হর্যোধানের বাক্য উত্তেজিত ও কালপ্রেরিত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায় । ৬ ।

হে রাজন ! এইরূপে মহারথ শল্য, চিত্রসেন, শকুনি, অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা, সূৰ্য্যেণ, অরিস্টসেন, ধৃতসেন, ও জয়ৎসেন প্রভৃতি সমরবিশারদ ভূপতিগণ সকলে মিলিত হইয়া হিমালয়প্রস্থে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। জয়শীল পাণ্ডবগণ বর্ণকে বিনষ্ট করাতে আপনার পুত্রগণ সাতিশয় ভীত হইয়া হিমালয় পর্ব্বত ভিন্ন আর কোথাও শাস্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের সমক্ষে রাজ্য হর্যোধানকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন ! আপনি এক জনকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া অরতিগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন। তাহা হইলে আমরা

সেই সেনাপতিবর্জক গবিবঞ্চিত হইয়া সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাভূত করিব। ঐ সময় মহাবীর হুয়োদন রথ হইতে অবতীর্ণ না হইয়াই সক্ষমসুদর্শিনারদ প্রচ্ছন্নমস্তক কঙ্গুগ্রীব মহারথ অশ্বখামার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাবীর দোণাত্মজের নয়নযুগল বিকসিত পদ্ম-পত্রের ন্যায়, আশাদেশ ব্যাঘ্ৰেব ন্যায়, কলেবর মেরুপর্বতের ন্যায় এবং স্বক, নেত্র, গতি ও বশ্বেশ্বর মহাদেবের বৃষভের ন্যায়। তাঁহার ভুজযুগল পুষ্ট ও আয়ত এবং বক্ষঃস্থল সূদৃঢ় ও বিশাল। তিনি গরুড় ও পবনেন ন্যায় বল ও বেগশালী এবং তেজে সূর্য্য, বুদ্ধিতে শুক্রাচার্য্য ও রূপে শশধর সদৃশ। তাঁহার উৎদেশ, কটদেশ ও জঙ্ঘা অতি সুবৃত্ত। পাদ, অঙ্গুলি ও নখর অতি মনোবম। বোধ হইবে, বিধাতা গুণসমূহ বাবস্থাব স্ববল কবিতা পরম যত্নসহকারে তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহাও কিছু-মাত্র অঙ্গবৈলক্ষণ্য নাই। তিনি সর্ব্বকার্য্যে নিপুণ এবং বিদ্যার সাগর। তিনি বলপূর্ব্বক শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন; কিন্তু শত্রুগণ কোনক্রমেই তাঁহাকে পরাজয় কবিতে সমর্থ হয় না। তিনি দণ্ড অঙ্গ ও চতুর্দাদ যুক্ত অস্ত্রবিদ্যা এবং চারি বেদ, উপবেদ ও আখ্যান বিশেষরূপে পারিজ্ঞাত আছেন। অযোনিজ মহাতপা আচার্য্য দ্রোণ অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়া বৃদ্ধদেবেব আরাধনা করত অযোনিজার গর্ভে তাঁহার উৎপত্তিসাধন ববিয়াছেন। তিনি অঙ্গুতকর্ম্মা ও অমানুষিক রূপ সম্পন্ন। কুকবাজ হুয়োদন সেই শত্রুনিপাতন দ্রোণতনয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে আচার্য্যপুত্র ! এক্ষণে আপনি ভিন্ন আশাদিগের আশা অন্য কোন গতি নাই, অতএব কাহারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিব, অল্পমতি কবন।

মহাবলশালী দোণতনয় হুয়োদন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে বাজন্ ! মদ্ররাজ শল্য বলবীৰ্য্য, শ্রী ও যশ প্রভৃতি অশেষ গুণ সম্পন্ন এবং সংবংশোদ্ভব; অতএব ঐ কাক্তিকেষয়সদৃশ প্রভাবশালী মহাবীরই আমাদিগেব সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। ঐ কৃতজ্ঞ মহামতি স্বীয় ভাগিনেয়দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সুরগণ ষড়াননকে সেনাপতি করিয়া যেক্রপ জয় লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও ইহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া জয় লাভ করিতে সমর্থ হইব।

• হে নরনাথ ! আচার্য্যপুত্র অশ্বখামা এই কথা কহিলে, দ্রোণরগণ মদাদিপক্ষকে পরিবেষ্টন করিয়া জয়ধ্বনি করত সংগ্রামার্থ সন্মুখ

হইলেন । তখন মহারাজ দুর্যোধন রথ হইতে দরাতলে অবতরণ পূর্বক কৃতঞ্জলিপুটে ভীষ্ম দ্রোণ সদৃশ যুদ্ধবিধারদ রথস্থ মহাবলশালী মদ্ররাজকে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল ! যে সময় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ মিত্র ও অমিত্রের পরীক্ষা করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে । আপনি আমাদিগের বন্ধু ; অতএব এক্ষণে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন । আপনি রণস্থলে অবতীর্ণ হইলে, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ আমাদিগের সহিত সংগ্রামে নিরুৎসাহ হইবে ।

মদ্রাধিপতি কহিলেন, হে কুবজ ! তুমি আমাকে যাহা আদেশ করিতেছ, আমি তাহাই করিব । আমার রাজ্য, ধন, জীবন প্রভৃতি যে কিছু আছে, সেই সমস্তই তোমার হিতসাধনায় নিবেদিত হইবে । সেই সময় দুর্যোধন কহিলেন, হে মাতুল ! আমি আপনাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিতেছি । যড়ানন যেক্রপ রণস্থলে স্তরগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আপনিও সেইক্রপ আমাদিগের রক্ষা প্রবৃত্ত হউন এবং ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেক্রপ দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, আপনিও সেইক্রপ অরাতিগণকে সংহার করুন ।

সপ্তম অধ্যায় । ৭ ।

হে রাজন্ ! মহাপ্রতাপশালী মদ্রাধিপতি শল্য রাজ্য দুর্যোধন কষ্টকর এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে কুরুরাজ ! আমি বাহা বলিতেছি, তুমি তাহা অবহিত চিন্তে শ্রবণ কর । তুমি অর্জুন ও বৈশম্বক রথপ্রধান বোধ কর ; কিন্তু উহারা আমার সদৃশ বাহুবীৰ্য্যসম্পন্ন নহে । পাণ্ডবগণের কথা কি বলিব, দেবাস্ত্রব মনুষ্য সত্ত্বেও পৃথিবী সংগ্রামার্থ সমুদ্রাত হইলেও আমি একাকী রোষান্বিত অক্লেশে উহার বিপক্ষে সংগ্রাম করিতে পারি । এক্ষণে আমি সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া অরাতিগণের একান্ত দুৰ্ভেদ্য ব্যূহ রচনা এবং সমাগত সমুদয় সোমক ও পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই ।

হে রাজন্ ! কুরুরাজ দুর্যোধন শল্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক ক্রটিভেদে শত্রুদৃষ্ট বিধি অনুসারে তাহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন । সেই সময় বীরগণ সিংহেব ন্যায গর্জ্জন কবিত্তে লাগিলেন

এবং সৈন্যগণমধ্যে নানাবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। মহারথ মদ্রকগণ ও অন্যান্য বীরগণ জ্যেষ্ঠাঙ্করণে সেনাপতি মদ্ররাজেব সন্তোষ সাধন পূর্ব্বক कहিলেন, হে রাজন্ ! আপনি দীর্ঘজীবী হউন। সমাগত অরতিগণ আপনার নিকট পরাজিত হউক এবং মহাবলশালী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার ভূজবলে শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়া সমুদয় ধরিত্রী শাসন করুন। মর্ত্য ধর্ম্মাবলম্বী সৌম্য ও স্তম্ভয়গণের কথা কি বলিব, আপনি সংগ্রামে সুরাসুরদিগকেও পরাজয় করিতে অসমর্থ নহেন।

হে রাজন্ ! মদ্ররাজ শল্য বীরগণ কর্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া দুর্জলের নিতান্ত দুঃখিত হর্ষ লাভ করত দুর্ব্বোধনকে कहিলেন, হে মহাবাজ ! আজি হয় আমি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার করিব, না হয়, স্বয়ং তাহাদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়া দেবলোকে গমন করিব। আজি সকলে সমরঙ্গনে আমাকে নিতান্ত নিভীকের ন্যায় পর্য্যটন করিতে অবলোকন করুক। পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি, সিদ্ধ, চারণ ও প্রভদ্রকগণ এবং বাসুদেব, সাতাকি, জ্যোপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমার অতুল পরাক্রম, বাহুবীৰ্য্য, হস্তলাঘব, অস্ত্র সম্পত্তি ও শরাসনবল নিরীক্ষণ করুন এবং পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ আমার পরাক্রম সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রতীকার কবিবাব মানসে বিবিধ কার্য্যের অকুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক। হে কুরুবাজ ! আজি আমি তোমার হিতকার্য্য সংসাধন করিবার বাসনায় দ্রোণ, ভীষ্ম ও কৰ্ণ অপেক্ষা সমধিক বলবীৰ্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সমবক্ষেত্রে বিচরণ করিব।

হে মহারাজ ! আপনার পুত্র বাজা দুর্ব্বোধন এইরূপে মদ্রাপতিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে, সকলেবই স্তূতপুত্র নিধন-জনিত দুঃখ অপনীত হইল। সৈন্যগণ একান্ত পুলকিত হইয়া পাণ্ডবগণকে মদ্ররাজ শল্যেব বশবর্ত্তী ও নিহত বলিয়া বিবেচনা করিল এবং পরম স্নেহ সচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করত সেই যামিনী অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্থিতিস্থিত হইল।

হে রাজন্ ! এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোরবপক্ষীয় সৈন্যাদিগের ঐ কোলাহল-ধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে বাসুদেবকে कहিলেন, হে কৃষ্ণ ! রাজা দুর্ব্বোধন ধনুর্দ্ধবাগ্রগণ্য মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তুমিও আমাদের সেনাপতি ও রক্ষাকর্ত্তা ; এতদ্বারা বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা কর্তব্য হয়, স্থির কর।

তখন মহাত্মা বাসুদেব कहিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আমি মহামতি

মদ্রাধিপতিকে বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। ঐ বীর বল্লব বলবীৰ্য্যশালী, মহাতেজা, বিচিত্র যোদ্ধা ও ক্ষিপ্রহস্ত। আমার বোধ হয়, উনি মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও স্তপুত্রের তুল্য বা তাঁহাদের অপেক্ষা সমধিক সংগ্রাম-বিশারদ। উহঁার সদৃশ যোদ্ধা আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। উনি শিখণ্ডী, ধনঞ্জয়, ব্রকোদর, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অপেক্ষা অধিক বলবীৰ্য্যশালী এবং মাতঙ্গ ও কেশরীর ন্যায় পরাক্রান্ত। উনি সংগ্রামসময়ে নিভয়চিত্তে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় রণস্থলে সঞ্চরণ করিবেন। হে ধৰ্ম্মরাজ ! আজি এই ত্রিলোকমধ্যে আপনি ভিন্ন উহঁার সহিত সংগ্রাম বা উহঁাকে সংহার করিতে সমর্থ হয়, একরূপ আর কাহাকেও দেখিতেছি না। হে রাজন্ ! মদ্ররাজ দিন দিন আপনার বল সকল বিক্ষোভিত কবিতেছেন ; অতএব দেবরাজ যেরূপ শম্বরাস্ত্র ও নমুচিরে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি উহঁাকে সংহার করুন। রাজা হৃষ্যোধন উহঁাকে অজ্ঞেয় বিবেচনা করিয়া সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐ মহাবীর বিনষ্ট হইলে, কৌরবপক্ষীয় সমুদয় সৈন্য নিহত ও আপনার জয়শ্রী লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। হে ধৰ্ম্মরাজ ! মদ্রাধিপতিকে মাতুল বলিয়া দয়া করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ক্ষত্রধৰ্ম্মানুসারে উহঁার প্রত্যাগমন পূৰ্ব্বক উহঁাকে সংহার করুন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপ মহাসাগর হইতে সমুদীর্ণ হইয়া এক্ষণে শল্যরূপ গোপ্পদে নিমগ্ন হইবেন না। আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্র বীৰ্য্য আছে, এক্ষণে রণস্থলে সেই সমস্ত প্রদর্শন করুন।

• হে রাজন্ ! শক্রনিহ্বাদন হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের নিকট সম্মানিত হইয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন। সেই সময় ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় ভ্রাতৃগণ এবং পাঞ্চাল ও সৌমকদিগকে বিশ্রাম করিতে বিদায় দিয়া অপেতশল্য কুঞ্জরের ন্যায় সূখে শয়ন করত নিদ্রাস্থ অল্পভব করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কর্ণের সংহারে মহা আনন্দিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য গণও কর্ণের নিধনে জয়লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই শরীরী অতিবাহিত করিল।

অষ্টম অধ্যায় । ৮ ।

• হে নরনাথ ! শরীরী প্রভাত হইলে, কুরুরাজ হৃষ্যোধন স্বীয় সৈন্য

দিগকে বর্ষ্য ধারণ করিতে আদেশ করিলেন । সৈন্যগণ রাজার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র বর্ষ্য ধারণ করিতে লাগিল । কেহ কেহ সত্তরে রথে অশ্ব সংযোজিত করিল ; কেহ কেহ মহাবেগে ধাবমান হইল ; কেহ বেহ মাতঙ্গগণকে সুসজ্জিত করিতে লাগিল এবং সহস্র সহস্র লোক রথ সম- দায়ে আন্তরণ বিস্তীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল । সেই সময় সৈন্য ও বীর- গণের সংগ্রামোৎসাহ উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত বিবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল ।

অনন্তর মহারথগণ সৈন্যদিগকে সঙ্গতকবচ অবলোকন করিয়া তাহা- দিগকে বিভক্ত ও পৃথক্ পৃথক্ অবস্থাপিত করিলেন । মদ্ররাজ শল্য সেনা- পতিপদে নিযুক্ত হইলেন । তখন মহারথ কৃপ, কৃতবর্মা, অশ্বখামা, শল্য, ও শকুনি এবং অন্যান্য ভূপালগণ কুরুরাজ দুর্যোধনের সহিত সমবেত হইয়া এই নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে, এক ব্যক্তি কখনই পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে না ; যে একাকী পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি কোন পাণ্ডবকে সংগ্রাম করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে, তাহাকে পঞ্চপাতক ও উপপাতকে লিপ্ত হইতে হইবে । আর আমরা সকলে সমবেত হইয়া পরস্পরের রক্ষায় যত্নবান হইয়া সংগ্রাম করিব । হে রাজন ! কৌরবপক্ষীয় বীরগণ এই রূপ নিয়ম সংস্থাপন পূর্বক মদ্রাধিপতিকে অগ্রবর্তী করিয়া অবিলম্বে অরাতিগণের প্র- তি ধাবমান হইলেন । ঐ সময় পাণ্ডবগণও বৃহ- নিশ্চাণ করিয়া সেই ক্ষুদ্র মহাসমুদ্রের ন্যায় ঘোরতর কোলাহল সম্পন্ন রথকুঞ্জরবহুল সৈন্যগণ সমভিবা্যাহারে সংগ্রাম করিবার মানসে চারি দিক্ হইতে কৌরবগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহাবীর দ্রোণ, ভীষ্ম ও কর্ণ ইহা- দিগের নিধন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি ; এক্ষণে মদ্রেখর শল্য ও আমার পুত্র দুর্যোধনের বিনাশ-বৃত্তান্ত বর্ণন কর । মহাবল পরাক্রান্ত মদ্রাধি- পতি শল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের হস্তে এবং আমার পুত্র দুর্যোধন বৃকো- দরের হস্তে কি প্রকারে বিনষ্ট হইল ?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন ! আমি মনুষ্য, অশ্ব ও করি-নিকর-ক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন । হে কুরুরাজ ! দ্রোণ, ভীষ্ম ও কর্ণ নিপাতিত হইলেও ঐ সময় আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে এই বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, মদ্রাধি- পতি শল্য অক্লেশে সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবেন । রাজা

হুগ্যোধন সেই আশায় আশ্বাসিত হইয়া মদ্রেঋষ শল্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক আপনাকে সনাথ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন ।

হে রাজন্ ! যখন মহাবীর কর্ণ বিনষ্ট হইলেন, তখন পাণ্ডুরগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । ঐ ভীষণ শব্দ শ্রবণে আপনাদের পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল ; তখন মদ্রাধিপতি শল্য তাঁহা দিগকে আশ্বাসিত করিয়া অতি সমৃদ্ধ সৰ্কসোত্তম বাহু বচনা করিলেন এবং স্বয়ং এক সুসজ্জিত রথে সমারুঢ় হইয়া ভাবসহ বেগগামী শরাসনে নিরন্তর টঙ্কার প্রদান করত পাণ্ডবগণের প্রতি গমন কবিত্তে, লাগিলেন । তাঁহার সারথি রণারোহণ পূর্বক রথের অপূর্ব শোভা বিস্তার করিল । প্রবলপ্রতাপ ঐশ্বর্যবান্ মদ্ররাজ শল্য আপনাদের পুত্রগণের ভয় অগ্ন্যোদন কবিয়া মদ্রদেশীয় বীরগণ ও নিতান্ত দুৰ্জয় কর্ণপুত্রদিগেব সহিত ব্যূহের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন । কৌরবগণ পরিরক্ষিত রাজা হুগ্যোধন ব্যূহের মধ্যদেশে, ত্রিগুণগণ-পরিবৃত্ত কৃতবৰ্ম্মা উহার বাম পাশ্বে, শক ও যবন পরিবেষ্টিত কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পাশ্বে এবং কাশ্যোজগণ-সমবেত মহাবীর অশ্বখামা উহার পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত হইলেন । মহাবীর শকুনি ও কৈতব্য অশ্বসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া প্রভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন ।

হে রাজন্ ! সেই সময় পাণ্ডবগণও ব্যূহ নির্মাণ পূর্বক তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনাদের সৈন্যগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন । মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি মহারথ শল্যের সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । রাজা যুধিষ্ঠির জিহ্বাসাপরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে মহাবীর শল্যের প্রতি, প্রবলপ্রতাপ ধনঞ্জয় কৃতবৰ্ম্মা ও গংশপকগণের প্রতি, মহাবীর ভীমসেন ও সোমবগণ শক্রে-দিগকে গংহার করিবার মানসে কৃপাচার্য্যের প্রতি এবং মাজীতনয় নকুল ও সহদেব সৈন্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া মহারথ শকুনি ও উলূকের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন । এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরবদিগের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ বহুবিধ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন ।

পররাষ্ট্র কহিলেন, 'হে সঞ্জয় ! মহাদুর্ভাগ্য ভীষ্ম, দ্রোণ ও সুতপুত্রের বিনাশানন্তর অল্লাবশিষ্ট বোঁব ও রোমপরায়ণ মহাবলশালী পাণ্ডব-দিগের কি পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল ?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! যে প্রকাবে কৌরবগণেব সহিত পাণ্ডব-

গণেব সংগ্রাম হইল এবং যে পৰিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমুদায়ই বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । কোরবসৈন্য মধ্যে একাদশ সহস্র বথ, দশ সহস্র সাত শত গজ, দুই লক্ষ অশ্ব ও তিন কোটি পদাতি এবং পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে ছয় সহস্র গজ, দশ সহস্র অশ্ব ও এক কোটি পদাতি অবশিষ্ট ছিল । কোরবপক্ষীয় সেই সমুদয় সৈন্য মদবাজ শল্যের অনুমতানুসারে রীতিমত বিভক্ত ও জয়লাভার্থী হইয়া রোসভবে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল । তখন জয়োল্লাসিত যশস্বী মহাবলশালী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণও কোরবসৈন্যাদিগের প্রতি মহাদেবে গমন কবিত্তে লাগিলেন । হে মহারাজ ! সেই প্রভাত সময়ে কোরব ও পাণ্ডবগণ এক্ষেপে পরস্পর জিঘাংসাপ্রবণ হইয়া ধাবমান হইলে, উভয়পক্ষে ভয়ানক সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল ।

নবম অধ্যায় । ৯ ।

হেনরেক্স ! এইরূপে উভয় পক্ষে সুরাসুরসংগ্রামসদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, সহস্র সহস্র পরাক্রান্ত তুবঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ ও পদাতি পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল । ধাবমান ভীষণমূর্তি করিসুখের বৃংহিতধ্বনি প্রাবৃত্তকালীন জলদঙ্গালের গভীর গর্জনের ন্যায় প্রতিগোচর হইল । কোন কোন রথী ধাবমান মদোন্মত্ত মাতঙ্গগণের আঘাতে রথের সহিত ধরাতলে পতিত হইয়া ক্রতবেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন । অশ্বগণ ও পাদরক্ষকসকল অশিক্ষিত রথিগণের শরপ্রচারে পরলোকে গমন করিতে লাগিল । অশিক্ষিত অস্বারোহী সমুদায় মহারথগণকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রাদ, শক্তি ও ঋষ্টি দ্বারা সমাহত করত ইত্যন্তঃ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল । মহাধনুর্ধর বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া মহারথগণকে পরিবেষ্টন করত এক এক জনকে যমরাজসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । মহারথ সকল ধাবমান মাতঙ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া সংহার কবিলেন । মাতঙ্গগণও রোষাবিষ্ট অসংখ্য শরবর্ষা রথিবরকে পরিবেষ্টন পূর্বক সংহার করিতে লাগিল । হস্ত্যারোহী হস্ত্যারোহীকে ও রথী রথীকে আক্রমণ পূর্বক শক্তি, তোমর ও নারীচ দ্বারা বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল । হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় পদাতিগণকে বিমর্দিত করাতে রণভূমি অতি সমাকুল হইয়া উঠিল । চামর

বিরাজিত ভুবঙ্গমগন হিমালয়প্রস্থিতি হংসসমূহের ন্যায় ধাবমান হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহার বহুমতী গ্রাস করিতে সমুদায় হইয়াছে । বহুমতী সেই সমুদায় ভুবঙ্গমগণের পাদপ্ৰহাবে ক্ষত বিক্ষত হইয়া নখচিহ্নাক্রান্ত কামিনীব ন্যায় শোভমান চটল এবং নির্ঘাত-শব্দের ন্যায় অশ্বগণের খুরশব্দ, বখচক্রের ঘর্ষব বব, পদাতিগণের কোলাহল, হস্তিগণের বৃংহিতধ্বনি, শব্দের নিম্নন ও বাবিত্র নম্রতের নানাবিধ নির্ঘোষে নিনাদিত হইতে লাগিল । তৎকালে শবাসনের ভীষণ নির্ঘোষ ও দেদীপমান নিজিংশ ও কবচের প্রভাপ্রভাবে আর কিছুই পেরিজ্ঞাত হইল না । করিকরোপম ছিন্ন বাত সমুদায় কখন উদ্বেষ্টন ও কখন বিচেষ্টন করিতে লাগিল । পবিত্রক তাল স্পর্শপতিত হইলে, যেকোন শব্দ হইয়া থাকে, শূবগণের মল্লক পতনেও তদ্রূপ শব্দ সমুখিত হইতে আরম্ভ হইল । হে রাজন্ ! বহুমতী চতুর্দিকে নিপতিত কধিরার্জ মত্তক সমূহ দ্বারা যেন পুণ্ডরীকনিকরে শোভমান হইতে লাগিল এবং ইতস্ততঃ সমাকীর্ণ গন্তসদৃ উদ্ভূতনেত্র উত্তমাজ দ্বাৰা শরৎ-কালীন সুবর্ণবর্ণ নলিননিবহে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল । মহামূল্য কেশুবসমলঙ্কৃত চন্দনচর্চিত বাহু সকল শক্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে শোভা পাইতে লাগিল । সমরভূমি নরেন্দ্রগণের হস্তিহস্তোপম নিকৃত উকনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং শত শত কবন্ধে সংকীর্ণ ও ভূরি ভূরি ছত্র চামরে সজ্জল হইয়া কুসুমবিবাজিত কামিনেব ন্যায় শোভমান হইল । বোধগণ রক্তাক্ত কঁলেবরে ও নির্ভয়ে বিচরণ করত পুন্পিত কিং-শুক বৃক্ষের ন্যায় লকিত হইতে লাগিলেন । করিগুণ শর ও তোমরের আঘাতে নিতাস্ত নিপীড়িত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত জলধরপটলের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন ও বেগে প্রধাবিত এবং গুণ্ণকয়কালীন বজ্রবিদীর্ণ অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল । সাদিগণের সহিত নিপতিত অশ্বগণের পর্ষতাকার স্তম্ভ সকল চতুর্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল । তখন বীরগণেব হর্ষজনন ও ভীরুজনের ভয়বর্ধন শোণিতনদী সমরাস্রনে প্রবাহিত হইল । শোণিত উহার জল ; রথ সমুদায় আবর্ত, ধ্বজ, পতকা সকল বৃক্ষ ও অস্থিনিচয় কর্কর ; ভুজনিকর কুর্ভীর ; কার্ম্মুক সমুদায় স্রোত ; হস্তী সকল শৈল ; অশ্ব সমূহ প্রস্তর ; মেদ ও মজ্জা কন্দম ; ছত্র সমুদায় হংস ; গদা সকল উড়ুপ ও চক্র সমুদায় চক্রবাকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । উহা কবচ, উক্ষীয, ত্রিবেণু ও দণ্ড দ্বারা সমাকীর্ণ হইল । পবিত্র মদুশ বাহুসম্পন্ন বীরগণ বাহনরূপ নৌকা

দ্বারা সেই যমলোকাভিমুখে প্রবাহমান ভয়ঙ্কর শোণিততরঙ্গিনী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন।

হে রাজন্ ! এই রূপে সেই চতুরঙ্গ বলবিনাশন সুরাসুরযুক্ততুল্য ঘোবতর সংগ্রাম প্রবর্তিত হইলে, কোন কোন বীর নিতান্ত ভীত হইয়া স্তম্ভদগ্ধকে আহ্বান করিতে লাগিল। স্তম্ভদগ্ধ তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া চীৎকার করত নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবলশালী অর্জুন ও বৃকোদর স্বীয় বলবীৰ্য্যপ্রভাবে শত্রুগণকে বিমোহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ ! তখন যোদ্ধগণ যেরূপ মদভরে হতজ্ঞান হয়, তদ্রূপ আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমার্জুনপ্রভাবে জ্ঞানশূন্য হইল।

হে রাজন্ ! এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও অর্জুন শত্রুসৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শব্দধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী সেই মহানাদ শ্রবণ করিবা-
মাত্র ধর্ম্মরাজ সুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্তী করিয়া মন্ত্ররাজ শল্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্ ! বীর পুরুষ সমুদায় মন্ত্ররাজের সম্মুখাগত ও বিভক্ত হইয়া যে প্রকার সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, তদর্শনে আমরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অনন্তর রণমত্ত শিক্শিতাস্ত্র নকুল ও সহদেব আপনার সৈন্যগণকে জয় করিবার অভিলাষে সত্বরে ধাবমান হইলেন। আপনার সৈন্য সকল পাণ্ডবগণের শরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ও সমরে পরাস্ত হইয়া ভবদীঘ পুত্রগণের সাক্ষাতেই দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে ভারত ! তৎকালে আপনার যোদ্ধগণের মধ্যে স্তম্ভহান্ হাহাকার ধ্বনি এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণের মধ্যে “স্থির হও, স্থির হও” এই শব্দ সমুথিত হইল। তখন ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাহারা পরস্পর সমরে জয়লাভের বাসনা করিতেছিল, সেই সকল সৈনিক পুরুষ পাণ্ডবগণ কর্তৃক ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অনেক যোদ্ধা প্রিয়তম পুত্র, ভ্রাতা, পিতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, সখ্যকী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্বক আত্মত্যাগার্থ অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে মহাবেগে সঞ্চালন করত ইত্যন্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায় । ১০ ।

হে ভারতশ্রেষ্ঠ ! তখন মহাপ্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য কৌরবসৈন্য-
গণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সারথিকে বহিলেন, হে সারথি !
খেঁচ ছত্রবিরাজিত পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির যে স্থানে অবস্থিতি
করিতেছেন, তুমি আমার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করত
শীঘ্র আমায়ে তথায় লইয়া চল । আমি তোমায়ে স্বীয় বলবীৰ্য্য
প্রদর্শন করিব । আজি রণস্থলে পাণ্ডবেরা কোনক্রমেই আমার সম্মুখে
অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না । তখন শল্যের সারথি তাঁহার
আদেশানুসারে সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে রথ সঞ্চালন করিতে
লাগিল । সেই সময় মহাবলশালী মদ্ররাজ শল্য বেলাভূমি যেরূপ
উদ্ধৃত সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ একাকীই সেই সহস্র
সমাগত পাণ্ডবসৈন্যগণের বেগ নিবারণ করিলেন । তখন সমুদ্রবেগ
যেরূপ পর্ব্বতে সংলগ্ন হইবামাত্র প্রতিকৃত হয়, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণ শল্যের
মর্নিহিত হইবামাত্র নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল । কৌরবগণ
মদ্ররাজকে যুদ্ধার্থ সমরাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া যথাক্রমে প্রাণপণে
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন ।

হে মহারাজ ! তখন উভয় পক্ষে শোণিতবর্ণী ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত
হইল । রণমত্ত মহাবীর নকুল চিত্রসেনের সহিত ভীষণ সংগ্রাম
আরম্ভ করিলেন । তখন সেই বিচিত্র শরাসনধারী বীরযুগল দক্ষিণ ও
উত্তর দিকস্থিত জসবর্ণী জলধরযুগলের ন্যায় পরস্পরের উপর অনবরত
শরসলিল সেচন করিতে লাগিলেন । তৎকালে তাঁহাদের উভয়ের
কিছুমাত্র ইতর বিশেষ দৃষ্ট হইল না । অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ রথচর্যা-
নিপুণ সেই দুই বীর পরস্পরের হিঙ্গ্রাঘেবণ ও বধসাধনে বহুবান্ হইয়া
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । কর্ণস্বজ চিত্রসেন স্রুশাগিত ভল্লাঙ্গে
নকুলের কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন পূর্ব্বক স্রুতীক্স শরে অশ্বগণকে
নিহত এবং তিন তিন বাণে ধ্বজ ও সারথিকে নিপাতিত করিয়া
তাঁহার ললাটে স্রবর্ণপুষ্প তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন । মাদ্রীর তনয়
নকুল শক্রনির্ম্মুক্ত বাণজয়ে ললাটে বিদ্ধ হইয়া ত্রিশূল পর্ব্বতের ন্যায়
শোভা পাইতে লাগিলেন এবং সত্তরে বজ্রা ও বর্ষ্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহ
যেমন শৈলশৃঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ধরাতলে
অবতীর্ণ হইলেন । মহাবলশালী চিত্রসেন নকুলকে পদব্রজে আগমন

করিতে দেখিয়া ভূবি ভূরিশর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র
গোন্ধা অমিতপরাক্রম নকুল চর্যদ্বারা মেই সকল শর নিবারণ করিয়া
সমুদায় দৈত্যের সাক্ষাতে চিত্রসেনের রথে আরোহণ পূর্বক তাঁহার
কুণ্ডল মুকুটপরিশোভিত, সুন্দর নাসিকাসম্বিত, আয়ত নয়ন সম্পন্ন
মস্তক ছেদন করিলেন। দিবাকরসম্বিত মহাবীর চিত্রসেন নকুলের
অগ্নিগ্রহণে হ্রিনমস্তক হইয়া রথোপস্থে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডব-
পক্ষীয় মহাবলগণ চিত্রসেনকে নিহত দেখিয়া নকুলকে ভূরি ভূরি
সাধুবাদ প্রদান করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ ! অনন্তর কর্ণনন্দন মহারথ সুষেণ ও সত্যমেধ স্বীয়
ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করত মহারণ্যে
বাস্তব্ধয় যেকপ মাতঙ্গের নিধনাভিলাষে ধাবমান হয়, তদ্রূপ নকুলের
প্রতি ধাবমান হইলেন এবং জলধরদ্বয় বেক্রপ জলধারা বর্ষণ করিয়া
ধাকে, তদ্রূপ মাদ্রীনন্দনের প্রতি শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
পাণ্ডুনন্দন নকুল সর্ষাঙ্গে শববিক্ত হইয়াও হস্তচিহ্নে রথারোহণ পূর্বক
পুনর্বার কাশ্মুক গ্রহণ করিয়া বোয়াবিষ্ট অন্তকের ন্যায় রণস্থলে
স্বস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণপুত্রদ্বয় সন্নতপর্ক মায়কনিচঙ্গে
নকুলের রথ খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। তদর্শনে মাদ্রীপুত্র
জীবৎ হান্য করিয়া চারি অশাণিত শরে সত্যসেনের অশ্বেচ্ছ্যকে নিপা-
তিত ও সুষর্ণপুচ্ছ শিলাশিত নারাচে তাঁহার কাশ্মুক ছেদন করিলেন।
তখন মহাবীর সত্যসেন অন্য এক রথে আরোহণ ও অপর কাশ্মুক
গ্রহণ পূর্বক সুষেণকে সমভিব্যাহারে লইয়া নকুলের প্রতি ধাবমান
হইলেন। প্রবলপ্রতাপ নকুল তদগণনে অসম্ভাস্ত চিত্তে হুই হুই বাণে
মেই বীরদ্বয়কে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুষেণ সাতিশয় জুঙ্গ হইয়া হান্য করত ক্ষুব্ধপ্রাস্ত
দ্বারা মাদ্রীতনয়েব কাশ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর
নকুল একান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক পাঁচ বাণে
সুষেণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ডখণ্ড করিলেন এবং বল
প্রকাশ পূর্বক সত্যসেনের কাশ্মুক ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।
তদর্শনে সকলেই কোলাহল করিয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর সত্যসেন
অরাতিবিনাশন ভারসাধন অন্য এক কাশ্মুক গ্রহণ করিয়া মাদ্রীনন্দনকে
শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর নকুল সেই সত্যসেননিষ্কিপ্ত শর-
নিকর নিবারণ করিয়া হুই হুই শরে তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতা সুষেণকে

বিদ্ধ করিলেন । মহাবলশালী কর্ণতনয়দ্বয় তদশনে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া সরলগামা সায়কনিকরে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শাণিত শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । অনন্তর প্রবলপ্রতাপ লঘু-হস্ত সত্যসেন দুই শরে মাদ্রীতনয়ের রথেরা ও কার্ষ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন মহাবলশালী নকুল সুবর্ণদণ্ডবিহীন অকুণ্ঠিতাশ্রু তৈলধৌত নিম্নল লেলিহান মহাবিষ নাগকন্যা সদৃশ এক ভয়ঙ্কর রথ-শক্তি গ্রহণ ও পরামর্ষণ পূর্বক সত্যসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । ঐ ভীষণ শক্তি মাদ্রীতনয়ের হস্ত হইতে নিষ্ক্ষিপ্ত হইবামাত্র সত্যসেনের হৃদয়স্থল শতধা বিদীর্ণ করিল । তখন সত্যসেন গতাস্ত্র ও বিচেতন হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন ।

মহাবীর সুবেণ স্বীয় ভ্রাতা সত্যসেনকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে নকুলের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং চারি শরে তাঁহার অঞ্চচতুষ্টয়, পাঁচ শরে ধ্বজ ও তিন শরে সারথিকে ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন দ্রৌপদীনন্দন স্রুতসোম স্বীয় পিতা নকুলকে বিরথ অবলোকন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্রতবেগে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন । তখন মহাবীর মাদ্রীতনয় স্রুতসোমের রথে আরোহণ করিয়া শৈলশৃঙ্গস্থিত সিংহের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং গুহ্বরে অন্য এক কার্ষ্মুক গ্রহণ পূর্বক সুবেণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তখন ঐ মহারথ-দ্বয় পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ করত পরস্পরকে সংহার করিবার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান হইলেন ।

অনন্তর মহাবীর সুবেণ রোষপরবশ হইয়া তিন শরে নকুলকে এবং বিংশতি শরে স্রুতসোমের বাহুদ্বয় ও হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন । তদর্শনে মহাবীর মাদ্রীতনয় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া শরজালে সুবেণের চারি দিক্ সমাবৃত করিলেন এবং অবিলম্বে এক তীক্ষ্ণধার অর্ধচক্রে শর গ্রহণ পূর্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করত সমুদায় সৈন্যের সাক্ষাতে সুবেণের শিরঃ ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তদর্শনে সকলেই বিস্ময়াগম্ন হইল । মহা-বল কর্ণপুত্র নকুলশরে নিহত হইয়া নদীবেগভগ্ন তীরস্থ জীর্ণ তরুর ন্যায় ধরাতে নিপতিত হইলেন ।

হে মহারাজ ! তখন কোরবসৈন্যাগণ মহাবীর সুবেণের নিধন ও নকুলের পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া দশদিকে ধাবমান হইল । সেনাপতি শল্য তদর্শনে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া নির্ভয়চিত্তে সমরা-

জনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ প্রতাপবান্ শল্য কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া মুহমূর্ছ সিংহনাদ ও কার্ম্ম কক্ষনি করত ক্রুটিচিন্তে অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অনেকে মদ্ররাজ শল্যকে পরিবেষ্টন করত যুদ্ধার্থী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবল সাত্যকি, বৃকোদর ও মাদ্রীপুত্রদ্বয় লজ্জাবান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মুহমূর্ছ সিংহনাদ ও শরশব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর উভয়পক্ষীয় বীরগণের ভীকৃৎজনভয়াবহ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বানরধ্বজ অর্জুন সংশপ্তক-গণকে বিনাশ করিয়া কৌরবসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণও যুধিষ্ঠিরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া স্মৃশাণিত শরনিকর বিসর্জন করিতে করিতে শত্রুসৈন্যের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবসেনা সকল পাণ্ডবগণের শরাঘাতে সাতিশয় বিমোহিত হইয়া গেল। তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র দিক্ বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। তখন মহারথ পাণ্ডবগণ তাহাদিগকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অসংখ্য বীরগণকে সংহার করিলেন। এদিকে আপনার পুত্রগণও অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্য সকল নিহন্যমান ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া প্রাবৃট্-কালীন সরিষ্যের ন্যায় সাতিশয় ব্যাকুলিত হইলে, কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষীয় যোদ্ধগণ সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিল।

—*—

একাদশ অধ্যায় ! ১১ ।

হে নরনাথ ! এইরূপে সেই প্রাতঃকালে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমা-
কীর্ণ, চতুরঙ্গিণী সেনা সমাকুল, যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন, ভীকৃৎজনের ভয়াবহ,
বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন ঘোরতর রণস্থলে উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের নিধন
বাসনায় স্মৃশাণিত শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত
হইলে, সৈন্যগণ নিতান্ত ক্লান্ত ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। মাতঙ্গদল
চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল এবং অথ সকল কোলাহলপ্রবৃত্ত পদাতি-
সৈন্যমধ্যে ধাবমান হইল। তখন লক্ষ্যপাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ মহাত্মা
যুধিষ্ঠির কর্তৃক রক্ষিত হইয়া জীবিতাশা বিসর্জন পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম

করিতে লাগিলেন । মহাবলশালী পাণ্ডবগণের পরাক্রমপ্রভাবে সেই কৌরবসেনা অনলসমাকুলা মৃগীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইল । মদ্ররাজ শল্য তাহাদিগকে পঞ্চনিমগ্ন ঘূর্কল গাভীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন দেখিয়া তাহাদিগের উদ্ধার বাসনায় উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্বক ক্রোধভরে পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন । তখন প্রবল পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণও স্তুতীক্ৰ সায়কনিচয়ে শল্যকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মহাবল শল্য ক্রোধপরবশ হইয়া রাজ্য যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতেই নিশিত শরসমূহে তাহার সৈন্যগণকে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন ।

হে মহারাজ ! সেই সময় যুদ্ধস্থলে নানাবিধ হুনির্মিত সকল প্রাচুর্ভূত হইল । ধরাধরসম্বলিত ধরিত্রী বিকম্পিত হইয়া উঠিল ; প্রজ্বলিত উক্স সকল দগু ও শূল সমূহের সহিত একত্র হইয়া সূর্য্যমণ্ডল তিরোহিত করত আকাশ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল । অসংখ্য মৃগ, মহিষ ও পক্ষিগণ কৌরববাহিনীকে অনেকবার দক্ষিণ পাশ্বে করিল । গুজ, মঙ্গল ও বুধ গ্রহ পাণ্ডবগণের পশ্চাত্তাগে ও অন্যান্য ভূপালগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইলেন । শত্রু সমুদায়ের অগ্রভাগ হইতে দৃষ্টিপ্রতিধাতিনী প্রভা বিনির্গত হইতে আরম্ভ হইল । বায়স ও উলুক সকল যোদ্ধগণের মস্তকে ও ব্রথধ্বজে উপবেশন করিতে লাগিল ।

অনন্তর উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল । মহাবলশালী কৌরবগণ অসংখ্য সৈন্যে সমাবৃত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন । তখন মদ্রাধিপতি শল্য বারিধারাবর্ষী বাগবেশ ন্যায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ পূর্বক বৃকোদর, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মাত্যকি, শিখণ্ডী ও দ্রোপদেয়গণকে হেমপুঞ্জ শিলাশাগিত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া শরজালে সমরস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । সহস্র সহস্র সোমক ও ঐভদ্রক শল্যের শরনিকরে নিতান্ত সমাহত হইয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল । মহাবীর মদ্ররাজের সায়কনিচয় ভ্রমরাবলি, শলভশ্রেণী ও মেঘনিঃসৃত অশনির ন্যায় নিরন্তর নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল । প্রভূত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথী ও পদাতি শল্যের শরপ্রহারে চতুর্দিকে পরিভ্রমণ ও আর্তনাদ পরিত্যাগ করত ধরাতে নিপতিত হইতে লাগিল । তখন কালপ্রেরিত অন্তক সদৃশ মদ্রাধিপতি শল্য জুহুচিহ্নে স্বীয় পৌরুষ প্রদর্শনার্থ মেঘের ন্যায় গভীর গর্জন করত শরনিকরে বিপক্ষগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন ।

হে মহারাজ ! পাণ্ডবসৈন্যগণ এইরূপে শল্য কর্তৃক নিহন্যমান হইয়া

আগ্ন্যবকার্থ অজ্ঞাতশত্রু যুদিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন মহারথ শল্য লঘুহস্তে শবনিকর নিক্ষেপ করত যুদিষ্ঠিরকে প্রণীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুদিষ্ঠির শল্যকে গদাতি ও অশ্বমৈন্যের সহিত জ্ঞাত-বেগে আগমন কবিত্তে দেখিয়া মাতঙ্গকে যেকূপ অক্ষুশ দ্বারা নিবারণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে শবসমূহ দ্বারা নিবারণ কবিত্তে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য তাঁহাব প্রতি এক আশীর্ষিষ সদৃশ ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। শল্যানিগিষ শব যুদিষ্ঠিরের কলেবর ভেদ করিয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সাত, সহদেব পাঁচ ও নকুল দশ বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ মেঘমণ্ডল যেরূপ পর্কতের উপর জলধারা বর্ষণ কবে, তদ্রূপ তাঁহার উপর অবিরত শর-নিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্মা ও কৃপা শল্যকে পাণ্ডবগণের শরসমূহে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর উলূক, শকুনি, অশ্বখামা ও আপনার পুত্রগণ শল্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত কৃতবর্মা তিন শরে ক্রোধাক্রান্ত বৃকোদরকে বিদ্ধ করিয়া শরজাল বিস্তার পূর্বক তাঁহাকে নিবারিত ও গুপ্তহস্তকে প্রণীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শকুনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের প্রতি এবং অশ্বখামা মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্যোধন ও কৃষ্ণা-র্জুনের অভিমুখে গমন পূর্বক তাঁহাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ ! এইরূপে বিপক্ষগণের সহিত আপনার পুত্রগণের ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্মা বৃকোদরের অক্ষবর্ণ অশ্ব সকল সংহার করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দণ্ডপাণি যমের ন্যায় গদাহস্তে রথ হইতে অবরোধ পূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মদরাজ শল্য সহদেবের অশ্বগণকে সংহার করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব ক্রোধপরবশ হইয়া খড়্গ দ্বারা শল্যপুত্রের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহামতি কৃপাচার্য্য অসম্ভ্রান্ত চিত্তে পুনরায় নির্ভর-চিত্ত গুপ্তহস্তের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। দোণায়ক অশ্বখামা অমানবদনে দ্রৌপদীর পুত্রগণকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অশ্বখামা সমরে উহাদিগকেও সংহার করিলেন। মহাবীর

পরাক্রান্ত ভীমসেন পুনর্বার হতাশ হইয়া অচিরকালমধ্যে বণ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং দণ্ডহস্ত ধোবাবিষ্ট কৃতান্তেব ন্যায় গদা গ্রহণ করিয়া কৃতবর্ষার রথ ও অশ্ব সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন । মহাবীর কৃতবর্ষা অবিলম্বে সেই ভগ্ন রথ হইতে অবরোহণ পূর্বক পলায়ন করিলেন ।

সেই সময় মদ্রাধিপতি শল্যও বোষপরবশ হইয়া পুনর্বার সুশাগিত বিশিষ্ট সমূহে নৌমক ও পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করত ধর্ম্মরাজকে নিপীড়িত কবিত্তে আরম্ভ করিলেন । তদর্শনে মহাবীর বৃকোদর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অধর দংশন করত মদ্ররাজের নিধনাভিলাষে স্বীয় সুপ্রসিদ্ধ গদা সমুদাত করিলেন । ঐ ভীষণ গদা অশ্ব, গজ ও মানবের বিনাশক, কনকপট্টে সমলঙ্কৃত, শৈলশিখর বিদারণক্ষম, শত ঘণ্টাব্যুত, বগা, মেদ ও শোণিতে চর্চিত, বিপক্ষসৈন্যের ভয়বর্দ্ধন, স্বীয় সৈন্যের হর্ষজনক, কামিনীর ন্যায় অগুরু ও চন্দন দিগ্ধ এবং যমদণ্ডের ন্যায়, কালবাজ্রিব ন্যায়, প্রদীপ্ত মহোজ্জ্বার ন্যায়, উগ্র ভূজঙ্গের ন্যায়, ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় ও কৃতান্তেব জিহবার ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর ; ভীমপরাক্রম ভীমসেন ঐ গদা গ্রহণ করিয়া কৈলাসভবনে মহাদেবের সখা ক্রুদ্ধ অলকাধিপ কুবেরকে আহ্বান এবং দ্রৌপদীর প্রিয়কার্য্য সম্পাদনার্থ মৌগন্ধিক গ্রহণাভিলাষে গন্ধমাদনে গর্জিত গুহ্যকগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন । এক্ষণে তিনি সেই নানাবিধ গণিরত্নবিভূষিত ভীষণ গদা সমুদাত কবিত্তা মদ্রাধিপতি শল্যকে আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্বক অচিরাতঃ তাঁহার বেগবান্ অশ্বগণকে বিনষ্ট করিলেন । মহাবীর শল্য তদর্শনে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া বৃকোদরের বিশাল বক্ষঃস্থলে তোমর নিক্ষেপ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । শল্যপরিত্যক্ত তোমর বৃকোদরের কবচ ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল । মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই তোমরাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া নির্ভীকচিত্তে স্বীয় শরীর হইতে সেই তোমর উত্তোলন পূর্বক শল্যসারথির উরঃস্থল ভেদ করিলেন । সারথি তোমরাঘাতে মর্ষ্মশীড়িত হইয়া শোণিত বমন করত, নিপতিত হইল । তখন মহাবীর শল্য বৃকোদরের অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শনে সাতিশয় বিষ্ময়াবিষ্ট হইয়া রথ হইতে অবরোহণ পূর্বক গদাহস্তে ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । পাণ্ডবেরা বৃকোদরের সেই ভীষণ কার্য্য অবলোকন করিয়া অজ্ঞপ্তঃকরণে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ।

দ্বাদশ অধ্যায় । ১২ ।

হে রাজন্ ! মদ্রাধিপতি শল্য সারথিকে নিহত দেখিয়া অবিলম্বে লোহময়ী গদা গ্রহণ পূৰ্ব্বক অচলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাকে প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায়, পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায়, শৃঙ্গবান্ কৈলাসগিরির ন্যায়, বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায়, শূলপাণি মহেশ্বরের ন্যায় এবং অরণ্যমধ্যস্থিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া স্বীয় মহতী গদা সমুদাত করত মহাবেগে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন । ঐ সময় চতুর্দিকে প্রবজনের হর্ষবর্ধন অগংখ্য শঙ্খধ্বনি, ত্র্যনিশ্বন ও সিংহনাদ আরম্ভ হইল । উভয়পক্ষীয় যোদ্ধৃর্গ চতুর্দিক্ হইতে সেই বীরদ্বয়ের পরাক্রম দর্শন করত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূৰ্ব্বক কহিতে লাগিল, মহাবীর শল্য ও যদুনন্দন বলরাম ভিন্ন আর কেহই ভীমসেনের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নহেন । আর মহাবীর ভীমসেন ভিন্নও অন্য কোন যোদ্ধাই মদ্ররাজের গদাবেগ নিবারণ করিতে পারেন না ।

হে রাজন্ ! অনন্তর সেই বীরযুগল গদা ধারণ পূৰ্ব্বক বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গজ্জন করত মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপে মণ্ডলাকারগতি প্রদর্শন ও গদা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন । মহাবীর শল্যের অনলজ্বালা তুল্য বিচিত্র হেমপট্ট-সমলঙ্কৃত গদা দর্শনে সকলেই শঙ্কিত হইল । মহাবীর বৃকোদরের গদাও জলধরবিরাজিত সোদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । অনন্তর মহাবীর শল্য বৃকোদরের গদার উপর গদাঘাত করিলে, ভীমের গদা হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইল । ভীমের গদাঘাতে শল্যের গদা হইতে অঙ্গারবৃষ্টি হইতে লাগিল । তদর্শনে সকলের অন্তঃকরণে বিস্ময় জন্মিল । তখন মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ দস্তে দস্তে ও বৃষদ্বয় যেরূপ শৃঙ্গে শৃঙ্গে যুদ্ধ করে, তদ্রূপ সেই মহাবীরদ্বয় ভীষণ গদাদ্বয় দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করত ক্ষণকালমধ্যে রক্তাক্তদেহ হইয়া কুসুমিত কিং-শুকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । মহাবীর শল্য বৃকোদরের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে গদা প্রহার করিলে, ভীমসেন কিছুমাত্র বিকম্পিত হইলেন না । মদ্ররাজও ভীমের গদাঘাতে বারম্বার নিপাতিত হইয়াও গজনির্মিত মহাচলের ন্যায় কিছুমাত্র ক্রেশাস্থত্ব করিলেন না । ঐ সময় ইত্যন্তঃ বজ্রনিশ্বনের ন্যায় ভীষণ গদানিপাতশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে

লাগিল। অনন্তর সেই মহাবলশালী অমানুষবর্ষা বীরযুগল ক্ষণকাল সমরে ক্ষান্ত হইয়া পুনরায় গদা সমুদ্যত করত মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল পরে উভয়ে পরস্পরের নিধনবাসনায় অষ্টপদমাত্র অগ্রসর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করত স্ব স্ব শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং ভূমিকম্পকালে অচল-দ্বয় নৈরূপ শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তদ্রূপ সেই ভীষণ গদা দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা গদাঘাতে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত ও মর্ষ্যপীড়িত হইয়া এককালে শত্রুধ্বজ-দ্বয়েব নশয় ধরাতলে নিপতিত ও বিমোহিত হইলেন। তদর্শনে উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবলশালী কৃপা-চাণ্য মদ্ররাজকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া যুদ্ধস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ক্ষণকালমধ্যে মত্তবৎ পুনরায় উখিত হইয়া গদা গ্রহণ পূর্বক মদ্ররাজকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌরবপক্ষীয় বীরগণ নানাবিধ অস্ত্র সমুদ্যত ও বিবিধ বাবিজ্ঞ বাদিত করত পাণ্ডবসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তুর্য্যো-ধন প্রভৃতি বীরগণ বাহুদণ্ড ও অস্ত্র উদ্যত করিয়া মহান কোলাহল করিতে করিতে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণও বিপক্ষগণকে মন্দর্শন করত সিংহনাদসহকায়ে তাঁহাদিগের অভিযুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দ্রুপদ পাণ্ডবসৈন্যগণকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রাস দ্বারা চেকিতানের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহা-বীর চেকিতান সেই ভীষণ প্রাসের আঘাতে নিতান্ত তাড়িত ও রুগ্নিরাক্ত গাত্র হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক রণোপরি নিপতিত হইলেন। তদর্শনে পাণ্ডবগণ অবিবত শরনিকর বিসর্জন পূর্বক সর্বসমক্ষে কৌরবসৈন্যমধ্যে নিভাঁকচিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ষা ও বলবীৰ্য্যসম্পন্ন শকুনি ইহারা মদ্ররাজকে অগ্রবর্তী করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। আপনার পুত্র দ্রুপদ বাহুবীৰ্য্যসম্পন্ন দ্রোণবিবাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিন মহত্স রথী রাজা দ্রুপদধন্যের অনুমতিক্রমে দ্রোণাস্বজকে পুরোবর্তী করিয়া জয়লাভার্থ প্রাণপণে অর্জুনের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষে পরস্পরবধাভিলষী বীরবর্গের প্রীতিবর্ধন অতি ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময় বায়ু-

সহযোগে বুলিঙ্গাল সমুখিত হইয়া সমরভূমি সমাচ্ছন্ন করিল। তৎকালে আমরা বীরগণের নামমাত্র শ্রবণ করিয়া বুকিতে পারিলাম যে, যোদ্ধগণ নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই রক্তোরাশি শোণিত-প্রভাবে প্রশমিত হওয়াতে দিগ্‌গুল সুনির্মূল হইল।

এই রূপে সেই ভীকর জনভয়াবহ ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, উভয় পক্ষের কোন বীরই সমরে পরাভূত হইলেন না। তাঁহারা স্ব স্ব প্রভুর ঋণ পরিশোধ, জয়লাভ ও স্বর্গলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহারথ সমুদায় স্পর্ধা করত নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ পূর্বক পরস্পরপ্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যেই সংহার কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর ও ছেদন কর, কেবল এই সকল বাক্য শ্রুতিগোচর হইল।

সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত শল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের বধাভিলাষে সুশাণিত শব সমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শল্যের শরাঘাতে সাতিশয় ক্লুদ্ব হইয়া অনার্যানে তাঁহার মর্মান্বদেশে চতুর্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাযশা শল্য ধর্ম্মরাজের বধাভিলাষে রোষভরে তাঁহার উপর কষপত্রযুক্ত অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্বক সর্বসৈন্য সন্নিবেশে পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক আনতপর্ক শব প্রহার করিলেন। মহাযশা যুধিষ্ঠির শল্যের শরাঘাতে অতিমাত্র ক্লুদ্ব হইয়া তাঁহার সারথিকে নয় এবং চক্ররক্ষক চক্রসেনকে সপ্ততি ও ক্রমসেনকে চতুঃষষ্টি শরে সংহার করিলেন। এই রূপে চক্ররক্ষকদ্বয় নিহত হইলে, মহারাজ শল্য রোষভরে চেদিদেশীয় পঞ্চবিংশতি বীরকে সংহার পূর্বক সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি, বকোদরকে সাত এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে এক শত শরে বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আশীবিধ সদৃশ শরনিকর বিসর্জনে পূর্বক এক ভয়ে শল্যের শৈলশৃঙ্গসদৃশ ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মদ্রাদিগতি শল্য ধ্বজযষ্টি নিপতিত ও ক্ষোভিত পাণ্ডবকে সম্মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া রোষভরে জলধারাবধৌ জলধরের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মদ্ররাজের জলদজালসদৃশ শরজালে ধর্ম্মরাজের বক্ষঃস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরিশেষে মহাবীর শল্য একান্ত গোপাবিষ্ট হইয়া যমতপর্ক শরনিবরে এককালে যুধিষ্ঠিরের দশ দিব্

সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । মহারাজ যুধিষ্ঠির শল্যানিক্ষিপ্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রবিদগ্ধিত জস্তাপুরের ন্যায় হতপরাক্রম হইলেন ।

—০.০.০—

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৩ ।

হে রাজন্ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে মদ্রাধিপতি শল্যের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে, মহাবলশালী সাত্যকি, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব শল্যকে রথসমূহে পরিবেষ্টন করিয়া নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত শল্য একাকী অসংখ্য মহারথের শর সমূহে নিপীড়িত হইলে, চতুর্দিকে মহান্ সাধুবাদ সমুখিত হইতে লাগিল । সিদ্ধগণ আত্মাদিত হইলেন এবং মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া বিষ্ণুসূচক বাণ্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহাবীর শল্যকে প্রথমতঃ এক শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত শরে নিপীড়িত করিলেন । সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরকে মুক্ত করিবার মানসে মদ্ররাজ শল্যকে সাত শরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । নকুল মদ্রাধিপতি শল্যকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং সহদেব তাঁহাকে সাত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্বার পাঁচ শরে নিপীড়িত করিলেন ।

• এইরূপে সমরবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত শল্য সেই মহারথগণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া ভারসহ ভীষণ শরাসন আকর্ষণ পূর্বক পঞ্চবিংশতি শরে সাত্যকিরে, ত্রিশপ্ততি শরে বৃকোদরকে ও সাত সায়কে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লদ্বারা মহাধনুর্ধর সহদেবের সশর শরাসন ছেদন করত ত্রিশপ্ততি শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব অন্য শরাসন গ্রহণ করত তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া অমিততেজা শল্যের প্রতি প্রজ্বলিত হতাশনের ন্যায় ও ভীষণ ভূজঙ্গের ন্যায় পাঁচ শর পরিত্যাগ পূর্বক আনতপর্ক এক শরে তাঁহার সারথিকে ও তিন শরে পুনর্বার তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন । সেই-সময় মহাবীর বৃকোদর সপ্ততি, সাত্যকি নয় ও যুধিষ্ঠির ষষ্টি শরে মদ্ররাজের কলেবর ভেদ করিলেন ।

মহাবলশালী শল্য এইরূপে সেই মহারথগণ কর্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া গৈরিক দাতুধারাত্রাবী পর্বতের ন্যায় পাঁচ পাঁচ সায়কে

সেই মহাধর্মুর্ধ্বর বীবগণকে বিদ্ধ করিলেন। তদর্শনে সবলেই চমকিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহারথ শল্য অন্য এক ভল্ল দ্বারা যুধিষ্ঠিরের জাম্বুজ শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির অবি-
লম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক শরজালে মদ্রাধিপতিকে অশ্ব, সারথি,
রথ ও ধ্বজের সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজের
শরনিকরে সমাকীর্ণ হইয়া সত্তরে সুশাগিত দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করি-
লেন। তখন মহাবীর সাত্যকি নিতাস্ত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকর পরিত্যাগ
পূর্বক শল্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদর্শনে মহাবীর শল্য
কুরঙ্গ দ্বারা সত্তরে সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ভীমশেনপ্রমুখ
বীরগণকে তিন তিন শরে নিপীড়িত করিলেন। সেই সময় সত্যবিক্রম
সাত্যকি সাতিশয় বোষণরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি এক হেমদণ্ড ভীষণ
তোমর পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবলশালী বৃকোদর এক প্রজ-
লিত ভূজঙ্গ সদৃশ নারাচ, নকুল ভীষণ শক্তি, সহদেব গদা ও ধর্ম্মরাজ
শতদ্বী প্রয়োগ করিয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে সংহার করিতে যত্নবান্ হই-
লেন। তদর্শনে মহাবলশালী শল্য সত্তরে ভল্ল সমূহ দ্বারা সাত্যকির
তোমর ও বৃকোদরনিক্ষিপ্ত কনকালঙ্কত নারাচ ছেদন এবং শরসমূহে
নকুলনিক্ষিপ্ত হেমদণ্ডমণ্ডিত ভীষণ শক্তি ও সহদেবপরিত্যক্ত গদা নিবারণ
পূর্বক দুই সায়কে ধর্ম্মরাজের শতদ্বী ছেদন করিয়া পাণ্ডবগণের সাক্ষাতে
সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শক্রনিপাতন সাত্যকি শত্রুর
জয়লাভ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক
দুই শরে শল্যকে ও তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। সেই
সময় মদ্রাধিপতি শল্যও অঙ্কশতাড়িত মহামাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া
দশ শরে সেই সাত্যকিপ্রমুখ পাঁচ মহাবীরকে বিদ্ধ করিলেন। অরা-
তিনিপাতন মহারথগণ মদ্ররাজশরে নিবারিত হইয়া কিছুতেই সংগ্রামে
অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন শল্যের
পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডব, পাণ্ডাণ ও অঙ্কয়গণকে বিনষ্ট জ্ঞান
করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া পুনর্বার
মদ্ররাজের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়
মহাপ্রতাপশালী নকুল, সহদেব ও সাত্যকি ইহারা একত্র সমবেত
হইয়া শল্যকে পরিবেষ্টন পূর্বক শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।
এইরূপে প্রবল প্রতাপশালী শল্য সেই চারি মহারথ কর্তৃক পরিসৃত

হইয়া অনন্যচিত্তে তাঁহাদেব সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । উভাব-
সরে ধর্মবাজ যুধিষ্ঠির ক্ষরপ্র দ্বারা তাঁহার চক্ররক্ষকের জীবন সংহার
করিলেন । মহাবীর মদ্ররাজ শল্য স্ত্রীয চক্ররক্ষকে বিনষ্ট দেখিয়া
ক্রোধভরে শরজালে ধর্মরাজের সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন ।
রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যগণকে শল্যশরে সমাকীর্ণ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগি-
লেন যে, এক্ষণে কি প্রকারে কেশবের সেই মহাবাক্য সত্য হইবে
এবং কি প্রকাণ্ডেই বা আমার সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ মদ্রাধিপতি শল্যের হস্ত
হইতে মুক্তি লাভ করিবে ।

হে রাজন্ ! অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অশ্ব, রথ ও নাগগণে
পরিবেষ্টিত হইয়া চতুর্দিক্ হইতে মদ্ররাজকে শর নিপীড়িত করত
তাঁহার সম্মুখীন হইলেন । তখন মহাবলশালী শল্য প্রবল বায়ু যেরূপ
মহামেঘ ছিন্ন ভিন্ন কবে, সেইরূপ তাঁহাদিগের শরজাল ছিন্ন ভিন্ন
করিতে লাগিলেন । ঐ সময় আমরা শল্যনির্মুক্ত শরজাল গগনমার্গে
শলভশ্রেণীর ন্যায় ও বিহঙ্গমকুলের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ।
শল্যশরাসনচ্যুত কনকালঙ্কিত শরনিকরে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত ও সমরা-
ঙ্গন তমসাচ্ছন্ন হইলে, পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষীয় কোন ব্যক্তিই আর
আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না । দেব, দানব ও গন্ধর্বগণ মদ্ররাজ
শল্যের শরনিকরে পাণ্ডবসেনাকে বিলোড়িত অবলোকন করিয়া সান্তি-
শয় বিষয়াপন্ন হইলেন । মহাবলশালী শল্য এইরূপে পাণ্ডবসৈন্যগণকে
শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে শরসমাচ্ছন্ন করত বারংবার
সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন । পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ শল্যশরে
সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইতে অসমর্থ হইলেন ; কিন্তু যুধি-
ষ্ঠিরের অগ্রবর্তী বুকোদরপ্রমুখ মহাবীরগণ যুদ্ধবিশারদ মহাবলশালী মদ্রা-
ধিপতি শল্যকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন না ।

—০০—

চতুর্দশ অধ্যায় । ১৪ ।

হে রাজন্ ! এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় অশ্বখামা ও তাঁহার
সুহৃদর ত্রিগর্তদেশীয় মহারথগণ কর্তৃক শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া তিন শরে
দ্রোণতায়কে ও দুই শরে অন্যান্য বীরগণকে বিদ্ধ করত তাঁহাদিগের
প্রতি নিরন্তর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কৌরবপক্ষীয়

বীরগণ অনবরত-মিথিগু শব্দনিকবে কণ্টকিত গাত্ৰ হইয়াও অৰ্জুনকে পরিত্যাগ করিলেন না ; প্রভাতঃ তাঁহাকে রথসমূহে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । ঐ সময় ধনঞ্জয়েব রথ সেই বীরগণের সূৰ্ব্বজালজড়িত শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উদ্ধাপাত পরিশোভিত ভূতলস্থিত বিমানের ন্যায় শোভমান হইল । মহারথগণ ধনুর্ধ্বরাগ্রগণ্য অৰ্জুন ও ক্রমীকেশকে শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন । তখন ধনঞ্জয়ের রথকুবর, রথচক্র, ঈষা, দোক্ত, যুগ ও অমুকর্ষ সমুদায়ই শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । হে মহীপাল ! তৎকালে কোরবপক্ষীয় বীরগণের গৃহিত ধন-ঞ্জয়ের যেক্রপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাদৃশ যুদ্ধ কখন আনাদিগের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই ।

অনন্তর মহাবলশালী ধনঞ্জয় জলদ যেক্রপ পর্কতোপরি জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ কোরবসৈন্যগণের প্রতি সন্নতপর্ক শরসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । সৈন্যগণ অৰ্জুননামাক্তিত শরনিকরে সমাহত হইয়া সমস্তই অৰ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । হে বাজন ! মহা বীর ধনঞ্জয় এইরূপে অনলের ন্যায় শরনিকরে কোরবসৈন্যদিগকে দধ্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই সময় পার্থের রথমার্গে রাশি রাশি রথচক্র, যুগ, তুণীর, পতাকা, ধ্বজ, ঈষা, অমুকর্ষ, ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্তু, প্রতোদ এবং কুণ্ডলালঙ্কৃত উষ্ণীষধারী ছিন্ন মস্তক, হস্ত, ঙ্গ, ছত্র, চামর ও মুকুট নিপতিত হইতে লাগিল । মাংসশোণিতজনিত কর্দমে অৰ্জুনের গমনপপ নিত্য হুগম হইয়া ক্রতদেবের ক্রীড়াভূমির ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিল । মহাবলশালী অৰ্জুন এইরূপে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ছই সহস্র রথীকে সংহার পূর্বক ক্রোধে চরাচর বিশ্বদহন বিধ্বংস পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন । তখন মহাবলশালী দ্রোণনন্দন সমরাজ্ঞনে ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া বিচিত্র পতাকাপরিশোভিত রথে আরোহণ পূর্বক তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । সেই সময় সেই মহাধনুর্ধ্ব বীরদ্বয় পরস্পরকে সংহার করিবার মানসে পরস্পরের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন । তাঁহাদিগের শরাসন হইতে প্রাবৃত্তকালীন জলধরবিনির্মুক্ত জলধারার ন্যায় অবিরত শরধারা নিপতিত হইতে লাগিল । অনন্তর বৃষভদ্বয় যেক্রপ শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করে, সেইরূপ সেই বীরদ্বয় স্পর্ধা প্রকাশ পূর্বক সন্নতপর্ক শর সমূহে পরস্পরের কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎকালে সেই বীরদ্বয়ের

ঘোরতর সংগ্রাম বহু ক্ষণ তুলাক্ষেপে হইতে লাগিল । অনন্তর অমিততেজা অশ্বখামা অশাগিত দ্বাদশ শরে ধনঞ্জয়কে ও দশ শরে জ্বীবৈশকে বিদ্ধ করিলেন । সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন হাস্যমুখে গাভীর শরাসন আকর্ষণ পূর্বক প্রথমতঃ গুরুপুত্রের প্রতি শর পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে সংহার করত মূহূর্ত্তাবে তাঁহাকে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন । তখন মহাবীর অশ্বখামা সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থান করিয়াই হাস্যমুখে ধনঞ্জয়ের প্রতি এক পরিঘাটার মূল্য পরিত্যাগ করিলেন । মহাবল ধনঞ্জয় সেই হেমপটপরিমণ্ডিত মূল্য আগমন করিতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তদর্শনে যুদ্ধবিশারদ অশ্বখামা সাতিশর রৌপ্যবশ হইয়া পার্শ্বের প্রতি এক শৈলশিখর সদৃশ অতি ভীষণ পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন । তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই ক্রোধপরতন্ত্র অন্তক সদৃশ পবিঘ নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে উহা পাঁচ শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন । জোণা-অজপরিভ্রাত্ত পরিঘ পার্শ্বের শরনিকরে ছিন্ন হইয়া ভূপালগণের হৃদয় বিলোড়িত করিয়াই বেন ধরাতলে নিপতিত হইল । অনন্তর মহাবলশালী অর্জুন তিন ভল্ল দ্বারা জোণপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন । অশ্বখামা মহাবীর অর্জুনের শরে গাত্তর বিদ্ধ হইয়াও স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ পূর্বক অবিচলিত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তৎপরে তিনি ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে পাকালদেশীয় সুরথের প্রতি শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই সময় মহারথ সুরথ মৈষগভীরনির্দোষ রথে সমাক্রান্ত হইয়া অশ্বখামার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং সূদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ পূর্বক তাঁহার প্রতি আশীবিধ সদৃশ ভয়ানক শরসমূহ বিসর্জন করিতে লাগিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত জোণতনয় সুরথকে রৌবতরে সমাগত দেখিয়া দণ্ডবিঘটিত ভূজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইলেন এবং ললাটে ত্রিশিখা ক্ষুটি বিস্তার পূর্বক স্বকণী লেহন করত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক কালদণ্ড সদৃশ স্ত্রীক্ষ নারাচ পরিত্যাগ করিলেন । জোণাঅজবিনির্মুক্ত নারাচ সুরথের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া নজের ন্যায় মহাবেগে ধরাতলে প্রবেশ করিল । মহারথ সুরথও ঐ নারাচপ্রহারে বজ্রবিদলিত অচলশিখরের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইলেন ।

• অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত জোণাঅজ অবিলম্বে সুরথের রথে সমাক্রান্ত হইয়া ঝংশপ্তকগণ সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎকালে ভগবান্ ভাস্কর আকাশমণ্ডলের

মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন । ঐ সময় আমরা মহাবল ধনঞ্জয়কে বহুসংখ্যক বীরের সহিত সংগ্রাম করিতে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম । পূৰ্ব্বকালে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সহিত দৈত্য-সৈন্যগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে সেই একমাত্র ধনঞ্জয়ের সহিত কোরবগণের সেইরূপ সমরাত্তবিবৰ্দ্ধন অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সমু-পস্থিত হইল ।

—০৪০—

পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৫ ।

হে রাজন ! তখন মহারাজ দুর্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অসংখ্য শর ও শক্তি পরিভ্যাগ পূৰ্ব্বক বোরভর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন । বর্ষা-কালীন জলদগটল যেরূপ জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ ঐ মহাবীরদ্বয় নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন । সেই সময় রাজা দুর্যোধন জ্যোৎস্না ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সাত শরে নিপী-ড়িত করিলেন । দৃঢ়বিক্রম ধৃষ্টদ্যুম্নও দুর্যোধনের উপর সপ্ততি শর পরি-ভ্যাগ পূৰ্ব্বক তাঁহাকে সাতিশয় ব্যাণত করিলেন । রাজা দুর্যোধনের সহোদরগণ তাঁহাকে ধৃষ্টদ্যুম্ননিক্ষিপ্ত শরে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্রুপদরাজপুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন । মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ কর্তৃক সমাবৃত হইয়াও হস্তলাঘব প্রদর্শন পূৰ্ব্বক অবলীলাক্রমে সমরাজনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।

এ দিকে মহাবীর শিখণ্ডী প্রভ্রকগণপরিবেষ্টিত মহাধনুর্ধর কৃতবর্ন্দ্য ও কৃপাচার্যের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই তিন মহাবীরের সংগ্রাম অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল । তাঁহারা তিন জনই জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত মদ্রাধিপতি শল্য চারি দিকে শরবর্ষণ পূৰ্ব্বক সাত্যকি ও ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিয়া বিক্রম ও অস্ত্র প্রভাবে কৃতাস্তের ন্যায় পরাক্রান্ত নকুল ও সহদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎকালে কোন বীরই সেই শল্যশরবিদ্ধ পাণ্ডবগণীয় মহারথগণকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইলেন না ।

অনন্তর মহামতি যুধিষ্ঠির শল্যশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইলে, মাদ্রী

তনয় মহাবলশালী নকুল ক্রতবেগে ধাবমান হইয়া মাতুল মদ্রাধিপতিকে শরজালে সমাচ্ছন্ন কবত কৰ্ম্মারপরিমার্জিত হেমপুঙ্খ দশ শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । মহাবলশালী শল্য নকুলশবে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নতপর্ক শর সমূহে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, সাত্যকি ও সহদেব মদ্ররাজের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন । আগমনকালে তাঁহাদিগেব রথ-নির্ঘোষে সমস্ত দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত ও মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল । ঐ সময় শক্রনিপাতন সেনাপতি শল্য অনায়াসে ঐ বীরগণের অভিমুখে গমন পূর্বক যুধিষ্ঠিরকে তিন, বৃকোদরকে পাঁচ, সাত্যকিকে শত ও সহদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্র হারা মহামতি নকুলের সশর শরাসন ছেদন করিলেন । তখন মহারথ নকুল অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক শরজালে মদ্ররাজের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন । সেই সময় ধর্ম্মবাজ যুধিষ্ঠির দশ, বৃকোদর ষষ্টি ও সাত্যকি নয় শরে শল্যকে নিপীড়িত করিলেন । মদ্রাধিপতি শল্য বিপক্ষগণের শরপ্রহারে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া প্রথমতঃ নয় ও তৎপরে সপ্ততি শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাব সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার অঞ্চভূমিরে গ্রাণ সংহার পূর্বক তাঁহাকে শত শরে বিদ্ধ করিয়া নকুল, সহদেব, বৃকোদর ও ধর্ম্মরাজকে শত শরে বিদ্ধ করিলেন । ঐ সময় আমরা সমরঙ্গনে মদ্রাধিপতি শল্যের অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিলাম ; পাণ্ডবগণ একত্ৰ মিলিত হইয়াও তাঁহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না ।

অনন্তর সত্যবিক্রম সাত্যকি পাণ্ডবদিগকে মদ্ররাজের বশবর্ত্তী ও নিতান্ত নিপীড়িত অবলোকন করিয়া অন্য রথে আরোহণ পূর্বক ক্রতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন । মহারথ শল্যও সাত্যকিরে সমাগত দেখিয়া মত্ত মাতঙ্গ যেক্রপ অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ তাঁহার অভিমুখে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন ; পূর্বে শম্বরাহর ও দেবরাজের যেক্রপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবলশালী শল্য ও সাত্যকির সেইরূপ ঘোরদর্শন তুল্য সংগ্রাম উপস্থিত হইল । সত্যবিক্রম সাত্যকি মদ্রাধিপতিকে সংগ্রামে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে “থাঙ্ থাঙ্” বলিয়া দশ শরে বিদ্ধ করিলেন । মহাবীর শল্য মহামতি সাত্যকির শরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বিচিত্রপুঙ্খ স্তূপাধিত শরসগ্গহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তখন মহা-

ধনুর্ধর পাণ্ডবগণ শল্যকে সাত্যকির সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া মাতুলকে সংহাব করিবার মানসে শীঘ্র তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আমিষলোলুপ কেশরীর ন্যায় গর্জন করিতে করিতে মহাবেগে শর সমূহ বিসর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের শরজালে ধরাতল সমাচ্ছন্ন ও দিগ্ভ্রম অনির্বচনীয় শোভাসম্পন্ন হইল। গগনমণ্ডল সেই নিশ্চোকনিশ্চুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ শরজালে নিরন্তর সমাচ্ছন্ন হওয়াতে বোধ হইল যেন, ঘনঘটায় সমাবৃত হইয়াছে। তখন মহাবলশালী অরতিনিপাতন শল্য একাকী সেই অসংখ্য বীরের সহিত সংগ্রাম করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যাবিত করিলেন। তাঁহাব বাহিনীসমূহ ভীষণ শরজালে ধরাতল সমাকীর্ণ হইল এবং বথ অসুরবিষাতন পুরন্দরের রণের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।

—*—

ষোড়শ অধ্যায় । ১৬ ।

হে রাজন্ ! সেই সময় রণমত্ত কৌরবসৈন্যগণ মদ্ররাজ শল্যকে পুরোবর্তী করত মহাবেগে পাণ্ডবসৈন্যদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া অচিরকাল মধ্যে একবারে তাহাদিগকে আলোড়িত ও বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন বাহুদেব ও ধনঞ্জয়ের সাক্ষাতেই স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কৌরবগণের শরে সাতিশর নিপীড়িত হইয়া কোনক্রমেই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন সাতিশর রৌপ্যবর্ষন হইয়া ক্রতবর্ষা, কৃপাচার্য্য ও তাঁহাদিগের অনুগামিগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহামতি সহদেব সৈন্য শকুনির প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত লইলেন। নকুল তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করত মদ্ররাজ শল্যকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দ্রোণদৌর পাঁচ পুত্র বহুসংখ্যক মহীপতিকে, পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী অশ্বখামাকে, গদাহস্ত বৃকোদর দুর্যোধনকে ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যপরিবৃত্ত মদ্ররাজ শল্যকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে রাজন্ ! উত্তরপক্ষীয় বীরগণের এইরূপে ভ্রমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, মদ্ররাজ শল্যের অসামান্য কাণ্ড্য সন্দর্শন করিয়া সকলেই

আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তিনি একাকীই সমুদয় পাণ্ডবসৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের গম্বিধানে মদ্ররাজ শল্যকে নিরীক্ষণ করিয়া বোধ হইল যেন, চক্রসমীপে শনি-গ্রহ বিরাজিত হইতেছে। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শল্য আশীবিধ সদৃশ শরসমূহে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া পুনর্বার শরজাল বিস্তার পূর্বক বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদর্শনে উত্তরপক্ষীয় সৈন্যগণই মদ্রাধিপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ শল্যের সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহারণ যুধিষ্ঠির ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া, হয় জয় লাভ করিব, না হয় নিহত হইব, এই স্থির করত পৌরুষ অবলম্বন পূর্বক শল্যকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও হৃষীকেশকে কহিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃতব্রজ প্রভৃতি যে সমুদয় বীরগণ কৌরবদিগের নিমিত্ত রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিনষ্ট হইয়াছেন। তোমরাও উৎসাহসহকারে স্ব স্ব অংশানুসারে তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে আমার অংশে একমাত্র মহারণ মদ্ররাজ শল্য অবশিষ্ট আছেন। আজি আমি- উঁহাকে পরাভয় করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে আমার বাহা বাসনা, তাহা তোমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছি; শ্রবণ কর। মহাবল-শালী নকুল ও সহদেব আমার চক্র রক্ষা করিতেছে। দেবরাজ ইন্দ্র ও এই সত্যসন্ধ বীরদ্বয়কে সংগ্রামে পরাভয় করিতে সমর্থ হন না। অতএব ইহারা আমার হিতসাধনার্থ ক্ষান্ত ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউক। হে বীরগণ! আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। তাঁহার ও আমার অস্ত্র শস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণ সমুদয় সমানই আছে। এক্ষণে রথ-যোজকগণ শাস্ত্রানুসারে রথে সমস্ত উপকরণ সংস্থাপন করুক। সাত্যকি দক্ষিণ চক্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বাম চক্র রক্ষা করুন। ধনঞ্জয় আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষায় নিযুক্ত হউক। আর মহাধর্ম্মের বৃকোদর আমার অগ্রে অবস্থান করুক। তাহা হইলেই আমি মদ্রাধিপতি অপেক্ষা সুমধিক বলশালী হইব। হে রাজন! রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, তাঁহার হিতাভিলাষী বীরগণ তাঁহার বাক্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিলেন। তখন পাঞ্চাল, গৌরব ও মৎস্য সৈন্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল।

দ্রুম্যবাজ যুদ্ধিষ্ঠির এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া মদ্রবাজ শল্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাঞ্চালগণ শঙ্কান্বিত, ভেরীনিবন ও সিংহনাদ করত ক্রুদ্ধচিত্তে মহাবীর শল্যের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। এ দিকে কোববগণ গজঘটাশব্দ, তুর্গ্যানিস্বন, শঙ্কনাদ ও হর্ষজনিত কোলাহলে সমরাজন অতুর্নাদিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় কুরুরাজ দ্রুপ্যোধন ও মদ্রাধিপতি শল্য উদয় ও অস্তাচল বেরূপ মহা-মেঘ সমুদায়কে প্রতিগ্রহ করে, তক্রূপ সেই পাণ্ডবগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর মহাবল শল্য রাজা যুদ্ধিষ্ঠিরের প্রতি দেবরাজ-বিনির্মুক্ত জলধারার ন্যায় নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা দ্রুপ্যোধনও কচির শবাসন গ্রহণ পূর্বক বহুবিধ অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন করত ক্ষিপ্রে অনববত শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কেহই তাহার কোন রক্ত পাইল না। অনন্তর বলবিক্রমশালী রাজা যুদ্ধিষ্ঠির ও মদ্রাধিপতি শল্য বিবিধ শরজাল বিস্তার পূর্বক আশিষলোলুপ ব্যাঘ্রবয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন রণবিশারদ রাজা দ্রুপ্যোধনের সহিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ইহারা শকুনি প্রভৃতি বীরগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয়পক্ষে পুনরায় অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রাজা দ্রুপ্যোধন আনতপর্শ্ব শর দ্বারা বৃকোদরের স্বর্ণালঙ্কৃত ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন। বৃকোদরের সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত স্নানরদর্শন ধ্বজ দ্রুপ্যোধনের শরে ছিন্ন হইয়া তাঁহার সম্মুখেই ধরাতলে নিপতিত হইল। অনন্তর মহারাজ দ্রুপ্যোধন পুনর্বার খরধার ক্ষুর পরিভ্যাগ পূর্বক ভীমসেনের করিষ্মভোপন শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় বৃকোদর চাপশূন্য হইয়া পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক রথশক্তি দ্বারা দ্রুপ্যোধনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। কুরুরাজ দ্রুপ্যোধন বৃকোদরের ঐ রথশক্তির আঘাতে তৎক্ষণাৎ মোহা-ভিত্ত হইয়া রথোপরি নিষপ্ত হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রুপ্যোধনকে বিমোহিত দেখিয়া অবিলম্বে ক্ষুর দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। কুরুরাজের অশ্বগণ সারথিশূন্য হইয়া রথ লইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তদর্শনে সকলেই হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বখামা, রূপ ও কৃতবর্ষা রাজা দ্রুপ্যোধনকে রক্ষা করিবার বাসনায় ধাবমান হইলেন। তখন কুরুরাজের অন্তঃকরণে দৈন্যাদিগকে বিশৃঙ্খল নিরীক্ষণ করিয়া যার

পর নাই ভীত হইল। ইতাবসবে মহাবলশালী ধনঞ্জয় গাণ্ডীব শরা-
গন আকর্ষণ পূর্বক তাঁহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা
যুধিষ্ঠির স্বয়ং মনোবেগগামী ষ্ঠেচবর্ণ অশ্বদিগকে সঞ্চালন পূর্বক যোয-
ভরে শল্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি যুহুতাবাপন্ন জিতেজির
হইয়াও যে, তৎকালে অতি নিদারুণ কার্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তদর্শনে
আমরা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি ক্রুদ্ধচিত্তে বিস্ফারিতলোচন
ও কম্পিতকলেবর হইয়া অশ্বাশ্রিত ভিন্ন দ্বারা অসংখ্য যোদ্ধাগণকে বিনষ্ট
করিতে আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ তৎকালে যুধিষ্ঠির যে সমুদয় সৈন্যের
প্রতি ধাবমান হইলেন, তাহারা সকলেই তাঁহার শরসমূহে ভিন্নকলেবর
হইয়া বজ্রবিদলিত পর্বতের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি
একাকী হইয়াও পবন যেরূপ মেঘ সমূহকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ
অশ্ব, সারথি ও ক্ষত্র সম্পন্ন রথ ও রথিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগি-
লেন এবং রুদ্রদেব যেরূপ পশুগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ
অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারোহী ও পদাতিদিগকে নিপাতিত করিলেন। রাজা
যুধিষ্ঠির এইরূপে শরজাল বিস্তার পূর্বক সমরাজন শূন্যপ্রায় করিয়া
মদ্রাধিপতির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করত
বারংবার থাক্ থাক্ বলিয়া আশ্বালন করিতে লাগিলেন। সেই সময়
কৌরবপক্ষীয় বীরগণ যুধিষ্ঠিরের বিক্রম সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় ভীত
হইলেন।

অনন্তর মদ্রাধিপতি শল্য মহাবেগে যুধিষ্ঠিরের অভিযুখে গমন করিতে
লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় ক্রুদ্ধচিত্তে শব্দনাদ করিয়া পরস্পরকে
আহ্বান ও ভৎসনা করত-সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর
শল্য শরজাল বিস্তার পূর্বক ধর্মরাজকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে
লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও মদ্রাধিপতির প্রতি শরনিকর বিসর্জন
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে শরজালে
সমাচ্ছন্ন করিলে, তাঁহাদিগের উভয়েরই গাত্র হইতে নিরন্তর শোণিত-
ধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই বসন্তকালীন
কুমুদিত কিংকক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন আজি
ধর্মরাজ শল্যকে বিনষ্ট করিয়া সমাগরা পৃথিবী উপভোগ করিবেন, কি
মহাবলশালী শল্য যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিয়া হৃষ্যোধনকে এই বসুন্ধরা
প্রদান করিবেন, যোদ্ধাগণ ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইলেন
না।

অনন্তর মদ্রাধিপতি শল্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি এক শর পরিত্যাগ পূর্বক খরদ্বার ক্ষুরদ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্বক তিনশত শরে মদ্ররাজকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া ক্ষুর দ্বারা তাঁহার কাশ্মুক ছেদন, নতপর্ষ শরসমূহে অশ্বচতুষ্টয়কে বিনষ্ট, দুই শরে পাশ্বি ও সারথির জীবন সংহার করত এক সুশাগিত সমুজ্জল ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । তদর্শনে রাজা হর্ষোদনের সৈন্যগণ এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল ।

তখন মহাবল দ্রোণপুত্র মদ্রাধিপতিকে তদবস্থাগ্ন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন এবং শীঘ্র তাঁহাকে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন । মদ্রাধিপতি শল্য অশ্বখামার রথে আরোহণ পূর্বক কিয়দূর গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে দেখিয়া রথবেগ নিবারণ করত সত্তরে মেঘগন্তীরনিম্নে যন্তোপকরণসম্পন্ন অসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ করিলেন ।

—০ঃ০—

সপ্তদশ অধ্যায় । ১৭ ।

হে রাজন্ ! অনন্তর মহারণ শল্য অভি সূদৃঢ় বেগশালী অন্য এক কাশ্মুক গ্রহণ পূর্বক ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত জলধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় বীরগণের প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সাত্যকিরে দশ, বৃকোদরকে তিন ও সহদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । তখন মহাধনুর্দ্ধরগণ গজযুধ যেরূপ উকাছারা আহত হয়, তদ্রূপ শল্যের শর সমূহে সমাহত হইল । অসংখ্য কুঞ্জর ও কুঞ্জরারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথী তাঁহার শরে সাতিশয় নিপীড়িত ও পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল । মদ্ররাজ শল্য অনেকের আয়ুধযুক্ত বাহু এবং অনেকের রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন । সমরাসনে নিপতিত বীরগণে সমাকীর্ণ হইয়া কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল ।

হে মহারাজ ! তখন পাণ্ডব, পাকাল ও সোমকগণ সেই শত্রুসৈন্য

নিশ্চয়ন কৃতাভ্যুদয় মদ্রাধিপতির পবাক্রম অবলোকন কবিতা ক্রোধান-
ভাবে তাঁহাকে পরিবেষ্টিত কবিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি, ভীম-
সেন, নকুল ও মহদেব অসামান্য বলসম্পন্ন মদ্ররাজ শল্যকে ধর্ম্মবাজের
সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আহ্বান ও পরিবেষ্টন পূর্বক
মহাবেগসম্পন্ন শর সমূহে তাঁহাকে নিপীড়িত কবিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন ।
ঐ সময় ধর্ম্মবাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদর, নকুল, মহদেব ও সাত্যকি বর্জুক
পরিবর্জিত হইয়া মদ্ররাজের বক্ষঃস্থলে নিরস্তর শবপ্রহার করিতে লাগি-
লেন । তখন কৌরবপক্ষীয় মহাবথগণ মদ্রাধিপতিকে শরনিপীড়িত
অবলোকন কবিতা হর্ষোন্মত্তের অনুমত্যানুসারে চতুর্দিক্ হইতে তাঁহাকে
পরিবেষ্টিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই সময় মহাবলশালী শল্য
অতি সত্বরে সাত শরে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিলে, তিনিও তাঁহাকে নয়
শরে বিদ্ধ করিলেন । তৎপরে তাঁহা বা উভয়েই আকর্ণাকৃষ্ট তৈলধৌত
শরজালে পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন কবিতা পরস্পরের ভিত্তিবেষণ করত
শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন । উভয়ের শরাসনশব্দ ও তলনিষ্ঠন বহুনিষ্ঠে-
ষের ন্যায় কর্ণগোচর হইল । তাঁহারা নিবিড়কাননমধ্যস্থিত আম্রবলো-
ম্প্রব্যাভ্রশাবকদ্বয়েব ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করত বিবাগবিশিষ্ট মাতঙ্গ-
দ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে আরম্ভ করিলেন ।

অনন্তর মহামতি শল্য ধর্ম্মবাজ যুধিষ্ঠিরের বক্ষঃস্থলে সহসা এক
হৃদয় ও অনলপ্রভ শব পরিত্যাগ কবিলেন । যুধিষ্ঠির শল্যশরে সাতি-
শয় বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি শব প্রহার করত তাঁহাকে
মুচ্ছিত করিয়া বাঁচ পর নাই আনন্দিত হইলেন । দেবরাজগদ্য
মহামতি শল্যও মুহূর্ত্তকালমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধাক্রণ
লোচনে অতিসত্ববে এক শত শরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন ।
ঐ সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধচিত্তে নয় সাগকে মদ্রাধিপতির হেমময়
কবচ ছেদন ও বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া ছয় শরে তাঁহাকে নিপীড়িত
করিতে লাগিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত শল্য ধর্ম্মরাজের শরে সমাহত
হইয়া হর্ষভাবে শরাসন আকর্ষণ পূর্বক শর বিসর্জন করত ছই ক্ষুরাজে
তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন । সেই সময় মহামতি যুধি-
ষ্ঠির অন্য এক নূতন শরাসন গ্রহণ পূর্বক ত্রিদশাধিপতি, ইন্দ্র যেরূপ
নমুচিরে শর সমূহে বিদ্ধ করিয়া ছিলেন, সেইরূপ চতুর্দিক্ হইতে মদ্ররাজ
শল্যকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

অনন্তর মহাবলশালী মদ্ররাজ নয় বাণে বৃকোদর ও সপ্তদিক্

নয় বর্ষ ছেদন পূর্বক তাঁহাদিগের বাতসুগল বিদ্ধ করিয়া পুনর্বার হতাশন ও দিবাকরের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ক্ষুব্ধারা যুধিষ্ঠিরের কাশ্মুক ছেদন করিলেন । ঐ সময় মহাবীর রূপ ছয় শরে ধর্ম্মরাজের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তখন মদ্রাধিপতি শল্য চারি শরে যুধিষ্ঠিরের চারি অশ্বকে সংহার পূর্বক তাঁহার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন । মহাবীর ভীমসেন তদর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক শরে শল্যের কোদণ্ড ছই পণ্ড করিয়া ছই শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে অন্য এক শরে তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন পূর্বক অবিলম্বে তাঁহার চারি অশ্বকে সংহার করিয়া ফেলিলেন । মদ্রাধিপতি এইরূপে অশ্ব ও সারথিবিহীন হইলে বৃকোদর এবং মাদ্রীতনয় মহদেব উভয়ে সেই মহাপুরুষের সমরচারী একমাত্র বীরকে নিশিত শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন ।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন মদ্রেখব শল্যকে শরনিকটের বিমোহিত দেখিয়া পুনর্বার শরনিকর নিক্ষেপ পূর্বক শল্যের বর্ষ ছেদন করিলেন । ঐ সময় মদ্রাধিপতি মহত্স তারকামল্লয় চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করত শীঘ্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নকুলের রথেরা ছেদন পূর্বক মহাবেগে ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন ।

অনন্তর মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি ও দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র শল্যকে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্তরে তাঁহার অভিনুখে গমন করিতে লাগিলেন । ঐ সময় মহামতি ভীমসেন নয় শরে মদ্রাধিপতির সেই অপ্রতিম চর্ম্ম ও অশাণিত ভল্লদ্বারা তাঁহার খড়্গের মুষ্টিদেশ ছেদন পূর্বক সৈন্যগণ মধ্যে প্রফুল্লচিত্তে সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন । পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ মহাবীর বৃকোদরের এ অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শন করিয়া হুটাস্তঃকরণে হাস্যমুখে সিংহনাদ পরিত্যাগ ও শশাঙ্কধবল শঙ্খনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । নিত্যন্ত দুর্ধ্ব অরক্ষিত কোরবসৈন্যগণ সেই ভয়ঙ্কর শব্দে একান্ত ভীত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া শোণিতাক্তবলেবরে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল ।

এই অবসরে মদ্ররাজ শল্য ভীমপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় নোদগণকর্তৃক শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াও মৃগবধার্থী সিংহের ন্যায় মহাবেগে রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিনুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মদ্রাধিপতিকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধাতরে হত হতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং কেশবের বাক্য শ্রবণ

পূর্বক তৎকালে তাঁহাকে সংহাৰ করিতে ক্রুদ্ধনিশ্চয় হইলেন । তখন তিনি মদ্ররাজের অদ্বিতীয় পরাক্রম নিরীক্ষণ করত সেই অশ্বমারথিশূন্য রথে অবস্থিত হইয়া এক স্বৰ্ণসিঙ্গাশ মণিখচিত হেমদণ্ডমণ্ডিত শক্তি গ্রহণ পূর্বক ক্রোধোদ্বীপিত নেত্রগুণ বিক্ষারিত কবচ শল্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । তৎকালে মদ্রাধিপতি শল্য সেই পবিত্রস্বভাব পাগশূন্য ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকর্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া যে ভয়ানক হইলেন না, ইহা দেখিয়া আমরা সবলেই বিস্ময়গণন হইলাম ।

হে রাজন্ ! রাজা যুধিষ্ঠির শল্যের প্রতি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত যে কালছত্রোপম শক্তি গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহা পাশহস্ত কাল-রাত্রির ন্যায়, কৃতান্তের উগ্ররূপা ধাত্রীর ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর, পাণ্ডবগণ গন্ধ, মালা, পান ও ভোজন দ্বারা যত্ন পূর্বক মর্মনা ঐ শক্তির পূজা করিতেন । উহা সম্বর্তক অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ও অধর্ম্মবেদপ্রোক্ত কার্যের ন্যায় নিত্যন্ত উগ্র । পূর্বকালে দেবশিল্পী বিখ্যাত ভগবান্ ভবানীপতির নিমিত্ত ঐ শক্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া ছিলেন । উহা ভূচর, খেচর ও জলচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিসংহারে সমর্থ । উহার দণ্ড খণ্টা, পতাকা, মণি ও হীরকবিভূষিত এবং স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যখচিত । মহারাজ যুধিষ্ঠির মদ্রাধিপতিকে সংহাৰ কবিবার অভিলাষেই অস্ত্রবিনাশক, অব্যর্থ, ব্রহ্মদণ্ডোপম শক্তি মন্থপূত করিয়া যত্ন পূর্বক মহাবেগে পবিত্যাগ করিলেন । পূর্বকালে ক্রুদ্ধদেব যেকদ অন্ধকাসুরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন, এক্ষণে ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেইরূপ শল্যের প্রতি সেই জীবনান্তকর শক্তি প্রয়োগ করিয়া, রে পাণ ! তুই বিনষ্ট হইলি, এই বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্বক সূদৃঢ় বাহুদণ্ড প্রসারণ করত রোষভরে মেন নৃত্য করিতে লাগিলেন । তখন মদ্রাধিপতি শল্য হতাশন যেকদ বিশিষ্ট পূর্বক হত স্বত্বদ্বারা গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হন, সেইরূপ ধৰ্ম্মরাজনির্ম্মূল হুনিবার শক্তি গ্রহণার্থ সমুৎসুক হইয়া সিংহের ন্যায় গজ্ঞন করিতে লাগিলেন । অনন্তর সেই শক্তি মদ্ররাজ শল্যের অতি বিশাল শুভ্র বক্ষঃস্থল ও সমুদয় মর্ম্ম ভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের যশোবিস্তার পূর্বক সলিলের ন্যায় অপ্রতিহত বেগে ভূতলে প্রবিষ্ট হইল । তখন মদ্রাধিপতি নামা, চক্ষু, কর্ণ ও আস্য দেশ হইতেও বিনির্গত শোণিতদ্বারায় সংসিক্ত কলেবর হইয়া কাঙ্কিতকেশনিহত ক্রৌঞ্চ পর্বতের ন্যায় শোভা পাইল কাবলেস এবং সমুদ্রে বাহুপ্রসারণ পূর্বক বজ্রবিদলিত ঠেংলশিখরের ন্যায়, সমুচ্ছিত শক্রধ্বজের ন্যায় বখ হইতে ধান্দে নিপতিত হইলেন । বোম্ব হইল

যেন, বসুমতী প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় প্রথম পূৰ্ণক তাঁহাকে প্রত্যাদমন ও আলিঙ্গন করিতেছে । তিনি যেন বসুমতীকে প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় বহু-কাল উপভোগ করিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূৰ্ণক স্ফুপ্তি লাভ করিলেন ।

হে রাজন্ ! মদ্রাধিপতি শল্য এইরূপ ধর্মযুদ্ধে ধর্মবাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে বিনষ্ট হইয়া হোমাবসানে প্রশান্ত চিত্তাশনের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন । শক্তিহারা তাঁহার কলেবর, আয়ুধ ও স্তন্য বিনোদ হইলেও তিনি কিছুমাত্র শোভাহীন হন নাট । অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুপক্ষ সদৃশ শরাসন গ্রহণ পূৰ্ণক থগবাজ গরুড় বেরূপ ভুৎস্বগণকে বিমর্দিত করে, তক্রূপ কৌরবসৈন্যাদিগকে বিমর্দিত করিতে লাগিলেন । তিনি ক্ষণকাল মধ্যে স্তূর্ণাণিত ভল্লদ্বারা অসংখ্য দৌরবসৈন্যাদিগকে সংহার করিলেন । অনেকে তাঁহার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিমীলিত লোটনে পরস্পরকে নিগীড়িত করিয়া শোণিতাদ্রকলেবরে অস্ত্রশস্ত্র বিহীন ও পথও প্রাপ্ত হইল ।

অনন্তর মদ্রাধিপতির অল্পজ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের বিনাশে নিতান্ত বোমবণ হইয়া ধর্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন । সেই মহাবীর শল্যের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন । তিনি ভ্রাতৃকণ পবিশোধ পরিবার নিমিত্ত অসংখ্য নারাচ দ্বারা ধর্মবাজ যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির অতি শীঘ্র ছয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া দুই কুবাক্ত দ্বারা তাঁহার শবাসন ও রথধ্বজ ছেদন পূৰ্ণক এক দেদীপ্যমান সূদৃঢ় ভ্রাতা তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন । তাঁহার সেই কুণ্ডলপবিত্রিত মস্তক রণ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলে, বোধ হইতে লাগিল যেন, কোন স্বর্গবাসী পুণ্যাবসানে স্বর্গ হইতে নিপতিত হইলেন । অনন্তর তাঁহার সেই মস্তকহীন শোণিতসিক্ত কলেবর ভূমিতলে নিপতিত হইল ।

হে রাজন্ ! এইরূপে বিচিত্র কবচপরিশোভিত মহারথ মদ্রা-জের অল্পজ ভ্রাতা বিনষ্ট হইলে, কৌরবগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত এবং জীবিতাশায় নিরাশ হইয়া ধূলিধূসরিতকলেবরে হাহাচার করত পলা-য়ন করিতে লাগিলেন । তখন মহাবলশালী সাত্যকি নিরস্তর শর বর্ষণ পূৰ্ণক সেই ভয়গলায়িত কৌরবদিগের প্রতি মহাবেগে-গ্রমন করিতে আরম্ভ করিলেন । তদর্শনে মহাবীর কৃতবর্মা ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া নির্ভয়চিত্তে সেই দুর্দর্শ মহাপুরুষের সাত্যকিরে আক্রমণ করিলেন । এইরূপে সৈত দিবাকর সদৃশ তেজঃপুঙ্খকলেবর সিংহবিক্রাণ্ড

মহাবীরদ্বয় পরস্পর সমবেত হইয়া নিষ্ঠুরপ্রভ শরজালে পরস্পরকে সমা-
চ্ছন্ন করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের শবাসননিষ্ঠুর শরনিকর গগন-
মণ্ডলস্থিত বিহঙ্গমগণেব ন্যায় শোভমান হইল । অনন্তর মহাবল পরা-
ক্রান্ত কৃতবর্ষা দশ শরে সাত্যবিরে এবং তিন শরে তাহার অঙ্গদিগকে
বিদ্ধ করিয়া নতপর্ষ এক শরে তাঁহাব শরাসন ছেদন করিলেন । তখন
মহাপুরুষের যুগ্মদান সেই ছিন্নশরাসন পরিত্যাগ পূর্বক সত্বরে অন্য এক
দুর্দৃত শরাসন গ্রহণ করত দশ বাণে কৃতবর্ষার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র
দ্বারা তাঁহাব রথ, যুগ ও জৈবা ছেদন এবং অঙ্গগণ ও পাণ্ডি' সারথিদ্বয়কে
সংহার করিলেন । তখন মহাবীর কৃপাচার্য্য কৃতবর্ষাকে রণবিনোদ দেখিয়া
অবিলম্বে স্বীয় রথে আরোহণ পূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

হে রাজন্ ! কোরবপক্ষীয় সৈন্যগণ মদ্রাধিপতি শল্যের নিধনে
পূর্বেই সাতিশয় ভীত হইরাছিল ; এক্ষণে তাহারা কৃতবর্ষাকে রণবিনোদ
দেখিয়া অধিকতর শঙ্কিত হইয়া পুনর্বার পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ।
সেই সময় রণস্থল প্লিপটলে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই লক্ষিত হইল
না । দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের অধিকাংশই নিহত হইতে লাগিল । ক্ষণ-
কালপরে সেই সমুদ্রিত প্লিপটল রুদ্ধনিমিত্তে সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রশমিত
হইল । তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যদিগকে রণপরাজুত এবং
পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে রণাববাহণে সমাগত দেখিয়া একাকীই
অশাণিত শরনিকর শত্রুগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন ।
মর্ত্যগণ যেরূপ আসন্নমৃত্যুকে নিবারণ করিতে সমর্থ হন না, সেই রূপ
বিপক্ষগণ কোনক্রমেই রাজা দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন
না । ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ষাও অন্য এক রথে আরোহণ পূর্বক
অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । তখন মহারথ যুধিষ্ঠির
চারি শরে কৃতবর্ষার অঙ্গগণকে নিপাত্ত করিয়া ছয় ভল্ল দ্বারা তাঁহাকে
বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন । মহাবীর দ্রোণনন্দন কৃতবর্ষাকে যুধিষ্ঠিরের
শবে অঙ্গ ও রণবিনোদ অবলোবন করিয়া স্বীয় রথে আরোহণ পূর্বক
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । ঐ সময় মহাবলশালী কৃপাচার্য্য ধর্ম্ম-
রাজকে ছয় ও তাঁহার অঙ্গগণকে আট শরে বিদ্ধ করিলেন ।

হে রাজন্ ! এইরূপে আপনার ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের হৃদয়গণ-
বশতঃ অসংখ্য সৈন্য নিহত হইল । কুরুপক্ষের ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ
শল্যকে বিনষ্ট করাতে পাণ্ডবগণ ক্ষুণ্ণচিত্তে একত্র সমবেত হইয়া ব্রাহ্মণের
সংহারান্তে দেবগণের রূপে পুনর্দেবের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ

রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক চতুর্দিকে হইতে শঙ্খ ও বহুবিশ্ব বাদিত্র বাদন করত বসুমতী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন ।

অষ্টাদশ অধ্যায় । ১৮ ।

হে মহারাজ ! এইরূপে মহাবলশালী মদ্রাধিপতি নিহত হইলে, তাঁহার অলুচর সপ্তশত রথী সংগ্রাম করিবার মানসে মহাবেগে ধাবমান হইল । ছত্র ও চামর পরিশোভিত কুরুরাজ দুর্যোধন শৈলোপম কুঞ্জর-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক মদ্রকগণকে বারম্বার নিষেধ করিলেন ; কিন্তু তাহার। তাঁহার বাক্যে অনাদর করিয়া যুধিষ্ঠিরের সংহারার্থে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরাসনে টঙ্কার প্রদান করত শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল । ঐ সময় মহাবলশালী অর্জুন মদ্রাধিপতি শল্য বিনষ্ট ও যুধিষ্ঠির নিপীড়িত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, গাভীবিনশ্বন ও রথনির্বোধে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত সংগ্রামার্থ সমাগত হইলেন ।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল, সহদেব, গাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থে তাঁহার চতুর্দিকে অবস্থান পূর্বক মকর যেরূপ সাগরকে ও বাবু বেকপ বৃক্ষ সমুদয়কে বিকম্পিত করে, সেইরূপ কোরবসৈন্যাদিগকে বিকোম্পিত করিতে লাগিলেন । সেই সময় মহারথ মদ্রকগণ পাণ্ডব-সৈন্যাদিগকে পুনর্বার আলোড়িত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কোথায় ? এই বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চালগণ সেই মদ্রাধিপতির অলুচরগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন । মদ্রদেশীয় যোধগণ কেহ ছিন্নমহাশ্বজ ও বেহ কেহ চক্রের আঘাতে বিমগ্নিত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিল । অবশিষ্ট মদ্রকগণ পাণ্ডবগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রতবেগে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলে রাজা দুর্যোধন তাহাদিগকে সাব্ধনা করত বারম্বার নিবারণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহার। কোনক্রমেই তাঁহার বাক্য রক্ষা করিল না ।

অনন্তর গান্ধার্য্যাদিপতি তনয় শকুনি রাজা দুর্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ ! তুমি রণস্থলে বিদ্যমান থাকিলেও এই মদ্রদেশীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতেছে ; ইহা কদাচ গুপ্তিসম্পত্ত নহে । পূর্বে তুমি নিরম

করিয়াছিল যে, সকলে একত্র নিশিত হইয়া সংগ্রাম করিবে; তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত বিপক্ষগণকে সৈন্য বিনাশ করিতে অবলোকন করিয়াও নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? মহারাজ ছুগোদন শকুনি বর্ত্তক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে বহিলেন 'হে মাতুল! আমি বারম্বার উহাদিগকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে নিবেদন করিয়াছি; কিন্তু উহারা তাহা গ্রাহ্য করে নাই। ইহারা আগার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াই বিনষ্ট হইতেছে। ইহাতে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। তখন শকুনি কহিলেন, হে মহারাজ! বীরগণ ক্রুদ্ধ হইলে প্রভুর শাসন রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর। এক্ষণে উপেক্ষা করিবার সময় নহে। চল, আগরা সকলেই রণ, হস্তী ও অশ্বগণকে সমভিযাহারে লইয়া পরস্পরের রক্ষার্থ ক্রতনিশ্চয় হইয়া মদ্রকগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত গমন কর।

হে রাজন্! কুরুরাজ ছুগোদন শকুনির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের সহিত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া মেদিনী বিকম্পিত করত গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য বীরগণও মদ্রকগণকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন।- সেই সময় কৌরবসৈন্য মধ্যে বিনাশ কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর, ছেদন কর, এইরূপ ভীষণ শব্দ সমুখিত হইতে লাগিল। ঐ সময় পাণ্ডবগণ মদ্রাধিপতির অনুচরবর্গকে নিরীক্ষণ করিয়া মধ্যম নৃহে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্রকগণ বাহু যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল। পাণ্ডবগণ এইরূপে কৌরবপক্ষীর বীরগণের মাক্ষাতেই মদ্রকগণকে নিপাতিত করিয়া আনন্দিত চিত্তে কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় চতুর্দিক্ হইতে বহুসংখ্যক কবন্ধ সমুখিত ও সূর্য্যমণ্ডল হইতে উজ্জ্বাল নিপতিত হইতে লাগিল। ভয় রণ, যুগ, অক্ষ, বিনষ্ট মহারথ ও নিপতিত অশ্বগণে মেদিনী সমাকীর্ণ হইল। মাক্ষতবেগগামী অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া ইচ্ছাভুসারে নোদগণকে ইতস্ততঃ সমানীত করিতে লাগিল। কোন কোন অশ্ব ভগ্নচক্রে রথ বহন ও কোন কোন অশ্ব রথার্ক লইয়া দশ দিকে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিল। রথিগণ পুণ্যাবসানে স্বর্গচ্যুত সিদ্ধগণের ন্যায় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে রাজন্! এই প্রকারে মদ্রাধিপতির অনুচরগণ বিনষ্ট হইলে, জয়-গুণ মহারথ পাণ্ডবগণ শঙ্কর ও শর শব্দ করত মহাবেগে সমাগত

কৌরবসৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়া কাম্যুর্ধ্বনির্ঘোষ ও সিংহনাদ কবিত্তে আবৃত্ত করিলেন। সেই সময় দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মহাবলশালী মদ্র-রাজের সৈন্যদিগকে বিনষ্ট অবলোকন করিয়া পুনর্বার সংগ্রামে পরা-জুখ ও জয়শালী পাণ্ডবগণের শরে দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণ ভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

— * —

একোনিবিংশতিতম অধ্যায় । ১৯ ।

হে রাজন্! নিত্যন্ত দুর্দৈর্ঘ্য মহারথ মদ্রাধিপতি নিপাতিত হইলে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ ও আপনার পুত্রগণ সকলেই প্রায় সংগ্রামে পরা-জুখ হইলেন। অগাধ সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইলে বণিকগণ যেকপ পার লাভের প্রত্যাশা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা শল্যের সংহারান্তে অশ্রয় লাভের বাসনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আগরা সকলেই সেই মধ্যাহ্ন সময়ে শর সমূহে ক্ষত বিক্ষত, সাতিশয় ভীত ও পরাভূত হইয়া সিংহ-নিপীড়িত মৃগ সমূহের ন্যায়, তথগৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শাব্দিশন মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। ঐ সময় কোন বীরই সৈন্য গন্ধান বা বিক্রম প্রকাশ করিতে সাহস করিল না। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ বিনষ্ট হইলে বীরগণের বেক্রপ হুঃখ ও ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে মদ্রা-ধিপতি শল্যের নিধনে তাহাদের তদ্রূপ ভয় ও শোক উপস্থিত হইল। তখন তাহারা বিজয়াশায় নিরাশ হইয়া ক্ষতবিক্ষত কলেবরে ও শঙ্কিতচিত্তে কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ মাতঙ্গে, কেহ কেহ রথে ও কেহ কেহ বা পাদচারে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে বিপক্ষশরে সমাহত হইয়া রণশয্যা গ্রহণ করিল। পর্কতাকার দুই সহস্র কুণ্ডর অক্ষুণ্ণ প্রহার ও অঙ্গুষ্ঠের তাড়নে সঞ্চালিত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। হে নরনাথ! কৌরবপক্ষীয় বীরগণ এইরূপে অরাতিগণের শরনিকরে সমা-হত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক চতুর্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সেই সময় পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণ কৌরবদিগকে পরাজিত, নিকংগাহ ও ছিন্ন ভিন্ন অবলোকন করিয়া বিজয়াভিলাষে ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে অতি ভীষণ শর শব্দ, সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি ঋমুখিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব ও পাণ্ডালগণ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে শঙ্কাকু-

শিত চিত্রে পলায়ন কবিত্তে নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আজি সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্বরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুবিহীন হইবেন এবং ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্যোধন রাজশ্রীবিহীন হইল । আজি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আত্মজের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিহ্বল ও মোহাভিভূত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইবেন । আজি তিনি ধর্ম্বরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মরুদ্রের অগ্র-গণ্য বলিয়া বিবেচনা এবং আপনাকে মন্দবুদ্ধি বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন । আজি তাঁহাকে বিহ্বরের বাক্য সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে । অন্যা-বধি তিনি ধর্ম্মরাজের ভূতাতাবে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণ বেক্রপ ক্রেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ক্রেশপরম্পরা অহুতব করিবেন । আজি তিনি বাহুবল্লভের মাংসাদি এবং ধনজয়ের অতি ভয়ঙ্কর গাণ্ডীবনির্ঘোষ, অস্ত্রবল ও বাহুবীৰ্য্য সম্যক পরিজ্ঞাত হইবেন । আজি কৌরবগণ সুররাজ কর্তৃক নিহত বলাহ্লয়ের ন্যায় দুর্যোধনকে নিহত দেখিয়া বৃকোদরের ভীষণ বাহুবল অবগত হইতে পারিবেন । দুর্যোধন নিধনকালে মহাবীর ভীমসেন যেক্রপ ভয়ানক কার্য্যের অকুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আর কেহই সেক্রপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না । আজি কৌরবগণ সুরগণের নিতান্ত দুঃসহ মদ্রাধিপতিকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম অবগত হইবেন । আজি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর স্তবলনন্দন ও অন্যান্য গান্ধারদিগকে নিহত শ্রবণ করিয়া মাদ্রীতনয় নকুল ও সহ-দেবকে একান্ত দুঃসহ বলিয়া বিবেচনা করিবেন । দেখ, মহাবল পরা-ক্রান্ত অর্জুন, সাত্যকি, বৃকোদর, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাহাদিগের যোদ্ধা, ত্রিলোকাধিপতি বাহুবল্লভ বাহাদিগের একমাত্র আশ্রয় এবং বাহাদিগের নিরস্তর ধর্ম্মা-কুষ্ঠানই অভিপ্রেত, তাঁহারা কি নিমিত্ত বিজয়লাভ করিবেন না ? মহাত্মা হৃষীকেশ বাহার রক্ষাকর্ত্তা, সেই ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ভিন্ন আর কোন্ বীর ভীম, দ্রোণ, কর্ণ, মদ্রাধিপতি ও অন্যান্য অসংখ্য মহাবীর ভূপাল-গণকে পরাক্রম করিতে সমর্থ হন ?

হে রাজন ! পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধগণ আপনার সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন অবলোকন করিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে পরস্পর এই রূপ কহিতে কহিতে তাঁহা-দিগের অঙ্গগমন করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবলশালী অর্জুন রথ-সৈন্যের এবং মহারথ নকুল, সহদেব ও সাত্যকি শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন । সেই সময় কুরুরাজ দুর্যোধন ভীমভয়ে স্বীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া সারথিকে কহিতে লাগিলেন,

হে সারথি ! মহাধনুর্ধর অর্জুন আমাকে অতিক্রম করিতে যত্ববান হইয়াছে ; অতএব এক্ষণে তুমি সত্বরে সৈন্যগণের পশ্চাভাগে অশ্ব সঞ্চালন কর । আমি পশ্চাভাগে সংগ্রাম করিলে মহাসাগর যেরূপ তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ ধনঞ্জয় কোনক্রমেই আমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেক না । ঐ দেখ, পাণ্ডবগণ আমার সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে । সৈন্যগণের চরণসমুখিত ধূলিপটল গগনমণ্ডলে উড়ীন হইয়াছে এবং বীরগণ সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জন করিতেছেন ; অতএব তুমি সৈন্যগণের পশ্চাভাগ রক্ষার্থ মন্দভাবে অশ্ব সঞ্চালন কর । আমি সংগ্রামে অবস্থান পূর্বক পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমার সৈন্যগণ প্রতিনিবৃত্ত হইবে, সন্দেহ নাই ।

সারথি রাজা দুর্যোধনের সেই বীরজনোচিত বাক্য শ্রবণ পূর্বক সুবর্ণালঙ্কৃত অশ্বগণকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল । ঐ সময় মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথবিহীন একবিংশতি সহস্র পদাতি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামার্থ সমুদ্যত হইল এবং নানাদেশীয় অন্যান্য বীরগণ যশোভিলাষী হইয়া সমরে মনোভিনিবেশ করিলেন ।

অনন্তর সেই হৃষ্টচিত্ত সৈন্যগণ বিপক্ষগণের সহিত একত্র সমবেত হইলে, উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল । ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিঘ্নাহারে সেই বিবিধ জনপদবাসী কোরব-সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন । বীরলোকে গমনাভিলাষী পদাতিগণ ও সিংহনাদ ও আশ্ফোট শব্দ করিয়া পরমানন্দিত চিত্তে বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইল । আপনার পুত্রগণ ভীমসেনকে প্রাপ্ত হইয়া রোষভরে সিংহের ন্যায় গর্জন করত চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া প্রহার করিতে লাগিল । মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদবরণস্থলে পদাতিগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত এবং বারম্বার সমাহৃত হইয়াও মৈনাক পর্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অন্যান্য যোদ্ধগণকে প্রহার করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর ক্রুদ্ধ চিত্তে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় এক সুবর্ণালঙ্কৃত ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্বক রথ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই এক বিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্যকে বিপোধিত করিলেন এবং সত্বরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্তী করিয়া তথা হইতে তিরোহিত হইলেন । পদাতিগণ বিনষ্ট হইয়া শোণিতাক্ত

কলেবরে পবনবিপাটিত গুম্পাপশোভিত কর্ণিকারের ন্যায় সমরশয়া গ্রহণ করিল ।

হে রাজন্ ! সেই সংগ্রামে অস্ত্রশস্ত্রধারী কুণ্ডলপরিমণ্ডিত নানা-জাতীয় লোক সমুদয় এইরূপে বিনষ্ট হইল । ধ্বজপতাকাগুক্ত পদাতি সৈন্য নিপতিত হওয়াতে রণস্থল অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল । তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণ কৌরবপক্ষীয় মহাধনুর্ধরদিগকে রণপরাক্রম অবলোকন করিয়া সৈন্যাগণ সমভিব্যাহারে রাজা দুর্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন । সেই সময় আমরা দুর্যোধনের অতি অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিলাম । পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও সেই একমাত্র বীরকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন । অনন্তর রাজা দুর্যোধন ক্ষত বিক্ষত হইয়া অনতিদূরপ্রস্থিত স্বীয় সৈন্যদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে বীরগণ ! তোমরা বজ্রধরা বা সৈন্যমধ্যে যে কোন প্রদেশে গমন করিবে, কোন স্থানেই পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব অনর্থ পলায়ন করিবার প্রয়োজন কি ? দেখ, পাণ্ডবগণের অন্নমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট আছে এবং বাহুবল ও ধনঞ্জয়ের কলেবর নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে ; অতএব এক্ষণে যদি আমরা সমরে অবস্থান করি, তাহা হইলে আমরা জয় লাভ করিব, সন্দেহ নাই । হে বোধগণ ! তোমরা পলায়ন করিলে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগামী হইয়া তোমাদিগকে সংহার করিবে । অতএব তাহা অপেক্ষা রণস্থলে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর । হে সমাগত বীরগণ ! আমি বাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । সর্বাঙ্গত কৃতান্ত বীরই হউক, বা ভীকৃৎ হউক, সকলকেই সংহার করেন ; অতএব ক্ষত্রিয়ের রণপরাক্রম হওয়া নিতান্ত মূর্থতার কার্য্য । এক্ষণে ক্রুদ্ধ বৃকোদরের সম্মুখে অবস্থান করাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য । ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করা যার পর নাই সুখজনক । দেখ, মহুষ্যগণ গৃহে অবস্থান করিলেও কোনক্রমে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না অতএব ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই বিধেয় । সমরে বিজয় লাভ করিলে ইহলোকে সুখভোগ এবং নিহত হইলে পরলোকে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে । হে কৌরবগণ ! সংগ্রাম ব্যতিরেকে স্বর্গলাভের অন্য কোন উৎকৃষ্ট উপায় নাই ; সংগ্রামে মৃত্যু হইলে, সত্ত্বরেই অতি ছন্দ্রিত লোক লাভ হইয়া থাকে ।

হে ঠাজন্ । রাজগণ দুর্যোধন কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করত, পুনর্বার সেই নিধনোদ্যত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান

হইলেন । তখন বিজয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও ত্রুদ্ধচিত্তে সমাগত কৌরব-
পক্ষীয় বীরগণকে আক্রমণ করিলেন । মহাবীর অর্জুন ত্রিলোকবিখ্যাত
গাণ্ডীব শরাসনে টঙ্কার প্রদান পূর্বক সমরাজ্ঞে সমুপস্থিত হইলেন ।
নকুল, সহদেব ও মহাবলশালী সাত্যকি মহাবেগে কৌরবসৈন্যমধ্যে
শকুনির প্রতি গমন করিতে লাগিলেন ।

বিংশতিতম অধ্যায় । ২০ ।

হে রাজন ! সৈন্যগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, রেচ্ছাধিপতি শাক
সাতিশয় বোবপরবশ হইয়া এক ঐরাবত সদৃশ শত্রুবিমর্দিন পূর্বতাকার
মহামাতঙ্গের আরোহণ পূর্বক পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন ।
তাহার ঐ মহামাতঙ্গ সঙ্কশোদ্ভূত, গজবিজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিগণ কর্তৃক
সুশিক্ষিত ও হৃষ্যোধনের নিয়ত আদরণীয় । মহারাজ শাক সেই মহা-
মাতঙ্গের আরোহণ পূর্বক নিশাবমানে উদয়াচলস্থিত দিবাকরের ন্যায়
শোভা ধারণ করিলেন এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া দেবরা-
জের বজ্রসদৃশ অতি ভয়ঙ্কর সুশাণিত শর সমূহে সৈন্যগণকে কৃতান্ত-
ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । তৎকালে কি স্বপক্ষীয় ও কি বিপক্ষীয়
কেহই সেই ঐরাবতস্থিত পুরন্দরের ন্যায় বীরবরের কোন ছিদ্র দেখিতে
পাইলেন না । পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সেই একমাত্র মহামাতঙ্গকে
সহস্র সহস্র বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন । শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ সেই
মহামাতঙ্গের প্রভাবে বিভ্রাবিত ও তাহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া
শক্তিচিহ্নে যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্বক সহসা মহাবেগে চতুর্দিকে পলায়ন
করিতে আরম্ভ করিল । কৌরবপক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবসৈন্যাদিগকে পলা-
য়ন করিতে অবলোকন করিয়া মহারাজ শাককে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান
করত শশধর সদৃশ ঐশ্বর্য শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

সেই সময় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আনন্দিত
কৌরবগণের সেই শঙ্খধ্বনি সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া জম্বান্তর যুদ্ধপ
দেবরাজের সহিত সংগ্রামকালে গজরাজ ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইয়া-
ছিল, সেই রূপ বিজয় লাভ করিবার মানসে অতি সত্বরে শাকের সেই
মহামাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হইলেন । মহারাজ শাক ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহসা
আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার অভি-

মুখে সেই মহামাতঙ্গকে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন । ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহামাতঙ্গকে সমাগত দেখিয়া পবনসদৃশ উগ্রবেগসম্পন্ন তিন নারাচ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার কুন্ডদেশে পাঁচ নারাচ পরিত্যাগ করিলেন । মহারাজ শাষের সেই মহামাতঙ্গ এইরূপে দ্রুপদনন্দনের শরে বিদ্ধকলেবর হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল । তখন মহারাজ শাষ অক্লুণ দ্বারা গজরাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পুনর্বার সত্তরে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিযুখে সঞ্চালিত করিলেন । মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহামাতঙ্গকে পুনরায় আগমন করিতে দেখিয়া ভীতচিত্তে গদা গ্রহণ পূর্বক মহাবেগে স্বীয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন । গজরাজ তৎক্ষণাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণালঙ্কৃত রথ, অশ্ব ও সারথিকে উৎক্ষেপণ করিয়া চীৎকার পূর্বক ধরাভূত্রে বিপোধিত করিল । সেই সময় বৃকোদর, শিবগুণী ও সাত্যকি সেই গজরাজ কর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত দেখিয়া মহাবেগে আগমন পূর্বক শর সমূহে মহামাতঙ্গের বেগ নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । নাগরাজ মহারথগণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া সাতিশর বিচলিত হইল । তখন ভূপতি শাষ চতুর্দিকে দিবাচরকরনিকর সদৃশ শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । রথিগণ তাঁহার শরসমূহে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন । সেই সময় বীরপ্রধান পাঞ্চাল, মৎস্য ও মৃগয়গণ মহারাজ শাষের ঐ ভয়ানক কার্য্য দর্শন করিয়া হাহাকার করত মাতঙ্গের চতুর্দিক্ অবরোধ করিলেন । ঐ সময় কৌরব-সৈন্যনিপাতন মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন শৈলশৃঙ্গ সদৃশ গদা গ্রহণ করিয়া মহাবেগে আগমন পূর্বক জলদ সদৃশ পর্বতাকার মদপ্রাবী মহামাতঙ্গকে সমাহত করিতে লাগিলেন । গজরাজ দ্রুপদনন্দনের গদাঘাতে গম্ভীর গর্জন ও শোণিত বমন পূর্বক ভূকম্পচলিত অচলের ন্যায় ধরাভূত্রে নিপতিত হইল । কৌরবপক্ষীর সৈন্যগণ তদর্শনে হাহাকার শব্দ করিতে আরম্ভ করিল । ঐ সময় শিনিবংশাবতংস সাত্যকি নিশিত ভল্ল দ্বারা মহারাজ শাষের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । মহাবীৰ শাষও হিন্নমস্তক হইয়া কুলিণবিদলিত বিপুল শৈলশৃঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ সেই মহামাতঙ্গের সহিত ধরাভূত্রে নিপতিত হইলেন ।

একবিংশতিতম অধ্যায় । ২১ ।

হে রাজনু! মহাবীর শাষ এইরূপে বিনষ্ট হইলে, কৌরবপক্ষীয়

সৈন্যগণ সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । তদ-
 র্শনে মহাবলশালী কৃতবৰ্ম্মা বলবীৰ্য্য প্রকাশ পূর্বক অসংখ্য সৈন্যদিগকে
 আক্রমণ করিতে লাগিলেন । কৌরবসৈন্যগণ কৃতবৰ্ম্মাকে সংগ্রামে
 অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল । তখন উভয়পক্ষের
 অতি ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল । সেই সময় আমরা মহাবল পরাক্রান্ত
 কৃতবৰ্ম্মার অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিতে লাগিলাম । তিনি একাকীই
 সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । কৌরবগণ তদ-
 র্শনে পরমানন্দিত চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 পাঞ্চালগণ সেই গগনম্পর্শী সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া সাতিশর ভীত হইল ।
 সেই সময় মহাবাহু সাত্যকি মহাবেগে আগমন পূর্বক সূশাগিত সাত শরে
 মহাবীর রাজা ক্ষেমকীর্তিকে নিপাতিত করিলেন । মহামতি কৃতবৰ্ম্মা
 মহাবাহু সাত্যকিরে সহসা সমাগত দেখিয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি
 ধাবমান হইলেন ।

অনন্তর সেই সাত্তবংশাবতংগ মহাধর্ম্মুর রথিহ্ময় পরস্পরকে আক্র-
 মণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও অন্যান্য রাজগণ তাঁহা-
 দিগের সংগ্রাম সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । তখন মহারথ সাত্যকি ও
 কৃতবৰ্ম্মা বৎসদত্ত ও নারাচ পরিত্যাগ পূর্বক পরস্পরকে প্রকট মাতঙ্গ-
 স্বরের ন্যায় নিপীড়িত করিয়া বিবিধ মার্গে বিচরণ করিতে আরম্ভ করি-
 লেন এবং পরস্পর পরস্পরের শরজালে সমাক্রম হইলেন । তাঁহাদিগের
 শরাসনবেগসমুদ্ভূত শর সমূহ বেগবান্ পতঙ্গগণের ন্যায় গগনমার্গে
 দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল । অনন্তর যুদ্ধবিশারদ কৃতবৰ্ম্মা সূশাগিত চারি
 সারকে মহাবীর সাত্যকির চারি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন । মহাবাহু সাত্যকিও
 অকণ্ঠাভিত কুঞ্জের ন্যায় সাতিশর জুড় হইয়া আট শরে কৃতবৰ্ম্মাকে
 নিপীড়িত করিলেন । সেই সময় মহাবলশালী কৃতবৰ্ম্মা শিলানিশিত
 তিন সারকে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার শরাসন ছেদন
 করিয়া ফেলিলেন । মহাধর্ম্মুর যুগ্মধানের কার্ম্মুক ছিন্ন হইলে তিনি ক্রোধে
 প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং সত্বরে সেই ছিন্নশরাসন পরিত্যাগ পূর্বক
 অন্য শরাসনে শরসন্ধান করত কৃতবৰ্ম্মার অতিযুধীন হইয়া নিশিত দশ শরে
 তাঁহার ধ্বজ ছেদন এবং অশ্ব ও সারথির জীবন সংহার করিলেন ।
 তখন মহারথ কৃতবৰ্ম্মা স্বীয় সুবর্ণালঙ্কৃত রথ অশ্বসারথিবিশীন দর্শন করিয়া
 ক্রোধভরে শূল গ্রহণ করত সাত্যকির প্রতি পরিত্যাগ পূর্বক অংক্ষালন
 করিতে লাগিলেন । শিনিবংশাবতংগ সাত্যকি কৃতবৰ্ম্মাকে বিমোহিত

করিয়াই যেন সুশাসিত শর সমূহে সেই শূল শতধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ভল্ল দ্বারা কৃতবর্ষার হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন । এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত কৃতবর্ষা শিক্ষিতাজ্ঞ সাত্যকির শরে অশ্ব ও সারথিবিহীন হইয়া ধরাভালে দণ্ডায়মান হইলেন ।

হে রাজন্ ! মহাবলশালী কৃতবর্ষা সেই বৈরণযুদ্ধে সাত্যকির প্রভাবে রণবিহীন হইলে, কৌরবসৈন্যগণ সাতিশয় ভীত ও মহারাজ হুঁয়োধন যাহার পর নাই বিষম হইলেন । সেই সময় কৃপাচার্য্য কৃতবর্ষাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া অবিলম্বে সাত্যকির প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং পাণ্ডবপক্ষীয় মহাধনুর্ধরগণের সাক্ষাতেই কৃতবর্ষাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপস্থত হইলেন । তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ কৃতবর্ষাকে রণবিহীন ও সাত্যকির রণস্থলে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া পুনর্বার সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইল ; কিন্তু শক্রগণ সৈন্যগণের পদাঘাতসমুখিত হুলিঙ্গালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না ।

হে রাজন্ ! তখন কেবল রাজা হুঁয়োধন একাকীই রণস্থল পরি ত্যাগ করিলেন না । তিনি আপনার সাক্ষাতেই সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সরোবলোচনে আগমন পূর্বক নিশিত শরনিকরে ধুট্টদ্বায়, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, কৈকয়, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করত মত্তপুত যজ্ঞীয় হতাশনের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন । বিপক্ষগণ সেই সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় মহাবীরের সন্মুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না । তখন মহাবীর কৃতবর্ষা অন্য রথে আরোহণ পূর্বক সমরাজনে সমাগত হইলেন ।

— ০ * ০ —

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় । ২২ ।

হে রাজন্ ! আপনার পুত্র মহারণ হুঁয়োধন ঐ যুদ্ধে রথোপরি অবস্থান করত প্রবল প্রতাপাশ্রিত রক্তদেবের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । তাঁহার শরজালে সমরাজন সমাচ্ছন্ন হইল । জলদ যেরূপ গিরিগণের উপর জল ধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনি বিপক্ষগণের প্রতি নিরন্তর শরধারী বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে কি 'হস্তী, কি অশ্ব, কি রথ, কি মনুষ্য, কেহই অক্ষত রহিল না । আমরা সকলকেই

রাজা দুর্যোধনের শরে সনাত্তম দশন করিলাম। সমুখিত ধূলিচ্ছালদ্বারা সৈন্যগণ যেকূপ সনাত্তম হইয়াছিল, কুরুরাজের শরজালেও সেইরূপ সনাত্তম হইতে লাগিল। ঐ সময় সমুদয় বসুন্ধরা শরময় বলিয়া জ্ঞান হইল। তৎকালে আমরা কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র সহস্র মহাবীরের মধ্যে রাজা দুর্যোধনকেই অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তখন পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম কবিতে সমর্থ হইলেন না। ইহা দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল।

অনন্তর মহারাজ দুর্যোধন সেই সংগ্রাম স্থলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এক শত, বৃকোদরকে সপ্ততি, সহদেবকে সাত, নকুলকে চতুঃষষ্টি, দ্রৌপদ্যকে সাত, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে সাত এবং সাত্যকিরে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লৈ সহদেবের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব সেই ছিন্নকার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করত মহাবেগে দুর্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং নিশিত দশ সারকে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। প্রবল প্রতাপশালী নকুলও দুর্যোধনকে অতি ভয়ঙ্কর নয় শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। সেই সময় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সপ্ততি, রাজা যুধিষ্ঠির পাঁচ, বৃকোদর অশীতি, ও সাত্যকি এক শরে দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর দুর্যোধন সর্ব্বসৈন্যসমন্বে শরজালে সনাত্তম হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন তাঁহার হস্তলাঘব ও পরাক্রম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। পলায়মান কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কিয়দূর-মাত্র গমন পূর্ব্বক পুনর্বার কুরুরাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে তরঙ্গমালাসঙ্কুল সাগরনিবনের ন্যায় অতি ভীষণ ধ্বনি সমুখিত হইতে লাগিল। ঐ সময় সেই মহাধনুর্দ্ধব শক্রনিপাতন পাণ্ডবগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

তখন অশ্বখামা বৃকোদরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের শরজালে সমস্ত দিক্ বিদিক্ সনাত্তম হইলে, যোধগণ আর কিছুই দৃষ্টিগোচর করিতে পারিলেন না। তখন প্রবলপ্রতাপশালী মহাবীর অশ্বখামা ও ভীমসেন পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ হইয়া দশ দিক্ বিক্রান্ত করত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর শকুনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার চারি অশ্বে সংহার করিলেন এবং সৈন্যগণকে বিকম্পিত করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে

শকুনির শরে নিপীড়িত দেখিয়া স্বীয় রথে আবোপিত করত তথা হইতে অপস্থত হইলেন । অনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অবিলম্বে অন্য এক রথে সমারুঢ় হইয়া শকুনির অভিযুগে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রথমতঃ নয় ও তৎপরে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ কবিত্তে আরম্ভ করিলেন । সেই মহাবীরস্বয়ের সংগ্রাম অতি বিচিত্র, ঘোরতর ও দিদ্ধচারণপ্রভৃতি দর্শকগণের তৃপ্তিজনক হইয়াছিল ।

সেই সময় শকুনির নন্দন মহাবীর উল্লুক রণবিশারদ মহাধনুর্ধর নকুলের প্রতি শর বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন । মহাবল পবাক্রান্ত নকুলও চতুর্দিক্ হইতে শরজাল বিস্তার করত তাহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন । এই রূপে সেই পরস্পর প্রতিকারণবাহু মহারথস্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল । অরাতিনিপাতন মহাবীর সাত্যকি পুন্দর যেক্রপ দানবধিপতি বলির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ক্রতবর্ষার সহিত অতি ভীষণ সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই সময় কুরুরাজ দুর্গ্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন । মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্নও মহাত্ম প্রহণ পূর্ব্বক মহাধনুর্ধরগণের সাফাতে তাঁহার সহিত যুদ্ধ কবিত্তে লাগিলেন । অনন্তর প্রভিন্নগুণ বন্য মাতঙ্গস্বয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল । মহাবলশালী কৃপাচার্য্য সাতিশব রোষণরায়ণ হইয়া নত পর্ব্ব শরনিকর দ্বারা মহাবীর দ্রৌপদীতনয়গণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণীর যেক্রপ বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত কৃপাচার্য্যের অনিবার্য্য তুমুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল । ইন্দ্রিয়গণ যেক্রপ যত্নকে কষ্ট প্রদান করে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ কৃপাচার্য্যকে কষ্ট প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই সময় মহামতি কৃপাচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি শর প্রহার করিতে লাগিলেন । এইরূপে পাঞ্চালীতনয়গণের সহিত কৃপাচার্য্যের অতি বিচিত্র সংগ্রাম উপস্থিত হইল ।

হে রাজন্ ! সেই সময় অতি ভয়ঙ্কর তুমুল সঙ্কুল সংগ্রাম হইতে লাগিল । পদাতিগণ পদাতিগণকে, গজযুগ গজযুগকে, তুরঙ্গগণ তুরঙ্গদিগকে এক রথিগণ রথিদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন । অরাতিনিপাতন বীরগণ পরস্পর সংগ্রামে সমবেত হইয়া পরস্পরকে বিদ্ধ ও সমাহত করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের অন্তবেগ, মাতঙ্গগণের নিধাম এবং রণ ও অশ্বারোহিগণের গমনাগমনজনিত বায়ুবেগে রণস্থল

হইতে রজোরাশি সমুখিত হইয়া অবনীমণ্ডল ও গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। ঐ সময় আকাশমণ্ডল সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। দিনকরের প্রভা তিরোহিত হইল এবং এককালে বীরগণ অলক্ষিত হইলেন। অনন্তর পরস্পর প্রহারপরায়ণ বীরগণের কলেবর হইতে কধিরধারা বিনির্গত হইলে অতি অল্পকালমধ্যে সেই প্রভূত ধূলিপটল প্রশমিত হইয়া গেল। যোধগণের বর্মোপরি মধ্যাহ্নকালীন মার্ভণ্ডের কিরণজাল নিপতিত হওয়াতে উহা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই সময় আমরা পুনর্বার বীরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলাম। ভাঙ্গাদিগের পরপতন শব্দ শৈলোপরি দহ্যমান বেণুবনের শব্দের ন্যায় কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

— * —

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় । ২৩ ।

হে রাজন্ ! এইরূপে সেই ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কৌরব-সৈন্যগণ সংগ্রামপরাজুখ ও ইতস্তত ধাবমান হইল। সেই সময় রাজা দ্রুপদ্যোধন পরম যত্ন সহকারে ভাঙ্গাদিগকে নিবারণ পূর্বক পাণ্ডবসৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। যোধগণ সকলেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া কুরুরাজ দ্রুপদ্যোধনের বিজয়াভিলাষে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয়পক্ষে দেবাসুর সমর সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তৎকালে উভয়পক্ষে কোন বীরই আর সংগ্রামপরাজুখ হইলেন না। সকলেই অহুমান ও পরস্পরের নামোচ্চারণ পূর্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় সমরাস্রমেও অসংখ্য সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অন্যান্য রাজগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণকে পরাজয় করিবার মানসে সাতিশয় রৌষপরবশ হইয়া নিশিত তিন শরে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করত চারি নারাচ দ্বারা কৃতবর্ষার অশ্বগণকে বিনষ্ট করিলেন। মহাবল পুরাক্রান্ত অশ্বখামা কৃতবর্ষাকে অশ্ববীহিন দর্শন করত তাঁহাকে লইয়া তথা হইতে অপস্থত হইলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য আট শরে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দ্রুপদ্যোধন তাঁহার অভিযুখে সাত শত রথী প্রেরণ করিলেন। রথিগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রথাজিমুখে মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং ক্ষলদজাল যেরূপ দিনকরকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ শরনিকরে ধর্ম্মরাজকে অদৃশ্য

করিয়া ফেলিলেন । শিখণ্ডীপ্রমুখ মহারথগণও যুদ্ধিষ্ঠিবকে তদবস্থ দর্শন করিয়া উহা নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করত ক্রোধভরে তাঁহাকে বক্ষা কবিবাব নিমিত্ত কিল্কিনীজালজড়িত অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ পূর্বক অবিলম্বে গমন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর উভয়পক্ষে যমরাষ্ট্রবিবর্কন অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল । পাণ্ডবগণ পাঞ্চালদিগের সহিত একত্র সমবেত হইয়া কৌরব-পক্ষীয় সাত শত রথীকে ক্লান্তভবনে প্রেরণ করত অগ্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সহিত পাণ্ডবগণের অতি তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ; ঐরূপ সংগ্রাম আমরা আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই । ঐ সময় চতুর্দিকে অব্যবস্থিত যুদ্ধ প্রবর্তিত উভয়পক্ষীয় অসংখ্য মহাবীর পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইলে, রণস্থলে নিরন্তর শব্দধ্বনি ও সিংহনাদ হইতে লাগিল । যোধগণ শব্দনিকরে পরস্পরের মর্ম্য ছেদন পূর্বক জয় লাভ করিবার মানসে সমবাস্তনে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । হে রাজন্ ! এইরূপে সেই অসংখ্য কামিনীগণের কেশমংকার নিবারণ ও শোকজনক ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, অবনীমণ্ডল ও গগনমণ্ডলে অতি ভয়াবহ ছুনিমিত্ত সকল প্রাণুভূত হইল । গিরিকাননমাকীর্ণ বহুক্ষরা ঘোররব করত বিকম্পিত হইয়া উঠিল । দগু ও উল্লুকযুক্ত উক্সা সমুদয় সূর্য্যমণ্ডল সমাহত করিয়া গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইল । পেচও বায়ু প্রাণুভূত হইয়া কঙ্কররাশি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং মাতঙ্গগণ কম্পিত কলেবর হইয়া অনবরত অশ্রুবিসর্জন করিতে আরম্ভ করিল । ক্ষত্রিয়গণ এই সমুদয় ছুনিমিত্ত সন্দর্শন পূর্বক কিছুমাত্র ভীত না হইয়া স্বর্গগমন করিবার মানসে সেই পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

অনন্তর সুবলতনয় শকুনি যোধগণকে সযোধন পূর্বক কহিলেন, হে বীরগণ ! তোমরা সম্মুখে সংগ্রাম কর, আমি পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণকে সংহার করিতেছি । মদ্রদেশীয় যোধগণ ও অন্যান্য মহাবীরগণ গান্ধাররাজতনয়ের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক যাহার পর নাই আত্মাদিত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন । সেই সময় শত্রুগণ শরাসন আকর্ষণ পূর্বক আমাদের প্রতি নিরন্তর নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ তদর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া পুনরায় সংগ্রাম পবিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন । তখন মহাবলশালী সুবলনন্দন তাহাদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ !

তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও । সংগ্রামে পরাজু হইয়া অধর্মের অনুষ্ঠান করা তোমাদিগের কোন মতেই কর্তব্য নহে ।

হে রাজন্ ! তখন সুবলনন্দন শকুনির দশ সহস্র প্রাসধারী অশ্বারোহী ছিল ; তিনি পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান পূর্বক সেই সমুদয় সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া পরাক্রম প্রকাশ করত নিশিত শবনিকরে পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন পাণ্ডবসৈন্যগণ পবনচালিত অলঙ্কারের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল । রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন অবলোকন করিয়া অক্ষুণ্ণচিত্তে মহাবীর সহদেবকে কহিলেন, হে সহদেব ! ঐ দেখ, দুর্মতি সুবলনন্দন শকুনি আমাদের পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান করত সৈন্যদিগকে সংহার করিতেছে ; অতএব তুমি শীঘ্র উহার অভিমুখে গমন পূর্বক উহাকে বিনষ্ট কর । দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, তিন সহস্র পদাতি এবং মাতঙ্গ ও তুরঙ্গমগণ তোমার অধুগমন করুক । আমি পাঞ্চালগণের সহিত সমবেত হইয়া শরানলে রথিগণকে দগ্ধ করিতেছি । মহাবীর সহদেব ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সত্বরে আরোহিসমবেত সাত শত মাতঙ্গ, পাঁচ সহস্র তুরঙ্গ ও তিন সহস্র পদাতি এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া রণদুর্মদ শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সুবলনন্দনকে অতিক্রম করিয়া বিজয়াভিলাষে পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান করত তাঁহার সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন । তাঁহার অশ্বারোহিগণ ক্রুদ্ধচিত্তে রথিগণকে অতিক্রম করিয়া শকুনির সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্বক তাহাদিগের প্রতি নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল । অনন্তর সহদেবের সৈন্যগণের সহিত শকুনির সৈন্যদিগের অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল । রথিগণ শর বর্ষণে নিবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের সংগ্রাম দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎকালে কে স্বপক্ষ, আর কেই বা বিপক্ষ, তাহা বোধগম্য হইল না । কৌরব ও পাণ্ডবগণ নক্ষত্রপতনের ন্যায় শূরগণবিসৃষ্ট শক্তিসম্পাত সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । গগনমণ্ডল নির্মল ঋষ্টিদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল । প্রাস সকল শলভশ্রেণীর ন্যায় আকাশমণ্ডলে বিরাজিত হইল । অসংখ্য তুরঙ্গ শরবিদ্ধ ও শোণিতসিক্ত গাত্র হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং কতকগুলি পরস্পর নিষ্পেষিত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিরন্তর শোণিত বমন করিতে আরম্ভ করিল ।

অনন্তর সমরাদ্ধন সৈন্যসমুখিত রজোরশিধারা সমাচ্ছন্ন হইলে,

অতি ভয়ঙ্কর অন্ধকার প্রাচুর্ভূত হইল । ঐ সময় অসংখ্য অশ্ব ও মনুষ্য তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিল । কতকগুলি সৈন্য ধরাতলে নিপতিত হইয়া শোণিত বগন করিতে আরম্ভ করিল । কেহ কেহ পরস্পরের কেশাকর্ষণ পূর্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল এবং কেহ কেহ পরস্পর পরস্পরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণ করিয়া মলের ন্যায় সংগ্রাম করত বিনষ্ট হইল । কোন কোন বীর অশ্বপৃষ্ঠে বিনষ্ট হইলে, অশ্বগণ তাহাদিগকে লইয়া মহাবেগে ধাবমান হইল এবং কেহ কেহ গতাস্থ হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইল । সেই সময় শোণিতোজ্জ্বলিত শস্ত্রখণ্ডিত বাহুদণ্ড, ছিন্ন কেশপাশ, বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র, বিনষ্ট অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং ক্রধিরাক্ত বর্ষধারী পরস্পরনিধনার্থ উদ্যতায়ুধ বীরগণ দ্বারা রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইলে, কেহই আর অশ্ব সমাক্রান্ত হইয়া দূরে গমন করিতে সমর্থ হইল না । তখন মহাবীর শকুনি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করিয়া হতাবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্বগণের সহিত তথা হইতে বিনির্গত হইলেন ।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় । ২৪ ।

হে রাজন্ ! সেই সময় ক্রধিরাক্তকলেবর পাণ্ডবসৈন্যগণও হতাবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্ব লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । তখন পাণ্ডবপক্ষীয় অশ্বারোহিগণ শোণিতসিক্ত কলেবর ও জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া কহিলেন, হে বীরগণ ! এ স্থানে মহামাতঙ্গের কথা আর কি কথিব, রথ লইয়া সংগ্রাম করাও সাধ্যায়ত্ত নহে ; অতএব রথিগণ রথিদিগের প্রতি এবং মাতঙ্গগণ মাতঙ্গগণের অভিমুখে গমন করুক । গান্ধার-রাজতনয় শকুনি পলায়ন পূর্বক স্বীয় সৈন্যগণमध्ये অবস্থান করিতেছে ; আর সংগ্রামার্থ গমন করিবে না ।

অশ্বারোহিগণ এই কথা বলিলে, দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র ও কুঞ্জরসৈন্যগণ পাঞ্চালবংশোদ্ভব মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নের সরিধানে উপস্থিত হইল । সহদেবও একাকী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমন করিলেন । সৈন্যগণ এইরূপে অপস্থত হইলে, সুবলনন্দন শকুনি পুনর্ব্বার সমরে আগমন পূর্বক এক পাশ্বে হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যগণকে সমাহত করিতে লাগিলেন । ঐ সময় উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পুনর্ব্বার জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া দোরস্তর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল । যোধগণ পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন

করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের মন্তক সমুদয় খজ্জাঘাতে ভিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন তালফল নিপতিত হইতেছে এবং ছিন্ন ভিন্ন কলেবর, উক ও অস্ত্রযুক্ত বাছ সকল নিপতিত হওয়াতে ঘোরতর চটচটা শব্দ সমুথিত হইতে লাগিল । পোধগণ নিশিত শস্ত্র সমূহে লাতা, পিতা ও পুত্রগণকে নিপীড়িত করিয়া আমিবাভিলাষী বিহঙ্গমগণের ন্যায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । বীরগণ ক্রুদ্ধচিত্তে অগ্রে আমি প্রহার করিব, অগ্রে আমি প্রহার করিব, এই বলিয়া মহাবেগে আগমন পূর্বক সহস্র সহস্র বীরকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন । গতাত্ম নিপতমান অশ্বাবোহি-গণের সত্ত্ববর্ষণে শত শত বীর ধরাতলে নিপতিত হইল । নিতান্ত পিষ্ট ও চঞ্চল অশ্বগণের হেনারব এবং সন্নদ্ধগাত্র পরমস্ববিদারণোদ্যত গনুশ্য-গণের চীৎকার ও অস্ত্র নির্যোধে সমরাস্ত্রন ভয়ানক হইয়া উঠিল । তখন কৌরব সৈন্যগণ শ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিশিত শরসমূহে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল । তাহাদিগের বাহনগণ সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইল । বীরগণ শোণিতগন্ধে মত্ত ও বিমোহিতপ্রায় হইয়া কি আত্মপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় সৈন্যগণকে প্রাপ্তি মাত্রেই সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন । কতকগুলি ক্ষত্রিয় জিগীষাপরবশ হইয়া শত্রুগণের শরনিকরে জীবন পরিত্যাগ পূর্বক ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন ।

হে রাজন্ ! এইরূপে রাজা দুর্গোদ্ধনের সাক্ষাতেই ভয়ানক সৈন্য-ক্ষয় হইতে লাগিল । ঐ সময় বৃক, গৃধ্র ও শৃগালগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না । রণস্থল গনুশ্য ও তুরঙ্গগণের কলেবরে সমাচ্ছন্ন ও শোণিত প্রবাহে সমুজ্জল হইয়া ভীক জনের নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল । উভয়পক্ষীয় যোধগণ অগি, পট্টিশ ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রে বারম্বার ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সংগ্রামে পরাজুপ হইলেন না । যতক্ষণ জীবিত রহিলেন, স্বীয় স্বীয় সাধ্যানুসারে প্রহার করিতে লাগিলেন । যোধগণ শত্রুগণের অস্ত্রে সমাহত হইয়া শোণিত ক্ষরণ পূর্বক নিপতিত হইল । কবন্ধগণ সমুথিত হইয়া যোধগণের কেশাকর্ষণ পূর্বক কুদ্বিরাক্ত অগি সমুদ্যত করিতে আরম্ভ করিল । যোধগণ শোণিতগন্ধে বিমোহিত হইল ।

হে রাজন্ ! সেই সময় রণশব্দ তিরোহিত হইলে, মহাবীর শকুনি অগ্নাবশিষ্ট অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবপক্ষীয় বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন । জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও অবিলম্বে শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন । পাণ্ডবপক্ষীয় উদ্যাতাশ্রু কুঞ্জরারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতীগণ রণসাগর সমুত্তীর্ণ হইবার বাগনায় চতুর্দিক্

হইতে স্রবলনন্দনকে পরিবেষ্টন পূর্বক বহুবিধ শরনিকরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় কোরবপক্ষীয় মাতঙ্গ, অশ্ব ও পদাতিগণ পাণ্ডবসৈন্যাদিগকে চতুর্দিক হইতে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। অস্ত্রবিহীন পদাতিগণ কেহ কেহ পদ দ্বারা ও কেহ কেহ মুষ্টি দ্বারা পরস্পরকে বিনষ্ট করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিল। পুণ্যাবসানে সিদ্ধগণ যেকূপ বিমান হইতে ধরাতলে নিপতিত হন, সেইকূপ রথিগণ রথ হইতে ও কুঞ্জরারোহিগণ কুঞ্জর হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। এইকূপে সেই প্রাস, অসি ও শরসঙ্কুল অতি তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, বীরগণ পরস্পর সমবেত হইয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ বন্ধু ও কেহ কেহ পুত্রগণকে সংহার করিতে সেই যুদ্ধ অতি অব্যবস্থিত হইয়া উঠিল।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় । ২৫ ।

হে রাজন্ ! পাণ্ডবগণকর্তৃক কোরবপক্ষীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট এবং রণকোলাহল নিবৃত্ত হইলে স্রবলনন্দন শকুনি হতাবশিষ্ট সাত শত অশ্ব লইয়া সমরে আগমন পূর্বক সৈন্যাদিগকে সংগ্রাম করিতে অল্পমতি প্রদান করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে জিহ্বাসা করিলেন, হে বীরগণ ! এক্ষণে কুরুবাজ দুর্যোধন কোথায় অবস্থান করিতেছেন ? তখন ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, হে স্রবলনন্দন ! ঐ যেখানে পূর্ণ শশধরসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট অতিসুন্দর আতপত্র বিয়াজিত রহিয়াছে ; যেখানে বর্ষধারী রথিগণ অবস্থান করিতেছে ; আপনি সেইস্থানে আগমন করুন ; কুরুবাজ দুর্যোধনকে দেখিতে পাইবেন। মহাবীর শকুনি ক্ষত্রিয়গণের এইবাক্য শ্রবণ পূর্বক বিচিত্র যুদ্ধবিশারদ বীরগণে পরিবেষ্টিত মহারাজ দুর্যোধন সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে আত্মপক্ষীয় রথিগণে পরিবৃত্ত দেখিয়া আপনাকে কৃতকার্য বোধ করিয়া রথিগণকে আশ্লাদিত করত তাঁহাকে কহিলেন, হে কুরুবাজ ! আমি অশ্ব সকল জয় করিয়াছি, তুমি রথিগণকে পরাজয় কর। এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষীয় রথিগণ বিনষ্ট হইলে আমরা অবলীলাক্রমে পাণ্ডবপক্ষীয় কুঞ্জরসৈন্য ও পদাতিগণের জীবন সংহার করিতে পারিব।

হে রাজন্ ! তৎকালে বিজয়াক্খিলায়ী আপনাব পক্ষীয় বীরগণ স্রব-

জিত এবং রথে আরোহণ পূর্বক পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরাসন বিধূনন ও সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহাদিগের জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও নিষ্ফিণ্ড শরনিকরের নিদারুণ শব্দে সমরাস্ত্রন পরিপূর্ণ হইল সেই সময় মহাবলশালী অর্জুন সেই মহাধনুর্ধর বীর-গণকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষীকেশকে কহিলেন, সখে ! তুমি অসম্ভাভচিত্তে অশ্ব সঞ্চালন পূর্বক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হও ; আজি আমি সুশাসিত শর সমূহে অরাতিগণকে নিঃশেষিত করিব । আজি অষ্টাদশ দিবস হইল, আমাদিগের এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে ; ইহার মধ্যেই কৌরবপক্ষীয় সমুদ্রসদৃশ সৈন্য আমাদিগের পরাক্রম প্রভাবে এক্ষণে গোপ্পদের ন্যায় বোধ হইতেছে । দৈবের কি অনির্কচনীয় প্রভাব ! মহাবীর পিতামহ ভীষ্ম বিনষ্ট হইলে আমাদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করাই চর্য্যোদনের প্রেরণ কর ছিল ; কিন্তু ঐ চর্য্যতি মোহাবেশবশতঃ তৎকালে তদ্বিষয়ে সন্মত হইল না । পিতামহ ভীষ্ম উহাকে যেক্রপ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ঐ নির্কোপ তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করে নাই । হে মধুসূদন ! সেই তুমুল যুদ্ধে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম রণশয্যায় শয়ন করিলে কৌরবগণ যে কি নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা কিছুই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছি না । ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সকলেই মূঢ়, নচেৎ তাহারা ভীষ্মকে নিপতিত দর্শন করিয়া কি নিমিত্ত পুনর্বার আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ? আর যাহা হউক, পিতামহ ভীষ্ম মানবলীলা সম্বরণ করিলে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্ণ, কর্ণপুত্র বিকর্ণ, ক্রতায়ু, জলসন্ধ, ক্রতায়ু, ভূরিশ্রবা, শল্য, শািব এবং জয়দ্রথ, রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লিক, সোমদত্ত, ভগদত্ত, সুদক্ষিণ ও হুঃশাগন এবং অবস্তিদেশীয় বীরগণ বিনষ্ট হইলেও এই ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপশমিত হইল না । মহাবলশালী অক্ষৌহিণীপতি রাজগণ ভীষ্মশরে রণশয্যা গ্রহণ করিলেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ লোভমোহবশতঃ সংগ্রামে নিবৃত্ত হয় নাই । হায় ! চর্য্যতি চর্য্যোদন ভিন্ন কৌরববংশসমুদ্ভূত আর কোন্ রাজা এই নিরর্থক শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে ? হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন প্রাজ্ঞগণ শত্রুকে গুণ 'ও' বলবোধে সমধিক পরিজ্ঞাত হইয়া কোন ক্রমেই তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন না । হে বাহুদেব ! পূর্বে তুমি আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার মানসে চর্য্যোদনকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলে ; কিন্তু এ চর্য্যতি তৎকালে তদ্বিষয়ে সন্মত হয় নাই । যে যখন তোমার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছে, তখন কোনক্রমেই অন্যের

বাক্য গ্রাহ্য করিবে না । মহাস্মৃতি ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও বিহুর সন্ধি সংস্থাপনে অল্পবোধ করিলে যে, দুৰ্ম্মতি তাঁহাদিগের বাক্যে অনাস্থা করিয়াছিল, তাহার আর কি প্রকারে রক্ষা হইতে পারে ? যে, পাণ্ডায়া মৃত্যুনিবন্ধন হিতবানী বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে অসম্মান পূর্বক প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সে এক্ষণে কি নিমিত্ত অন্যের বাক্যে সমাদর করিবে ? হে দ্বীকেশ ! দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধনের কার্য্য ও দুর্নীতি দর্শন পূর্বক আমরা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঐ হতভাগাই কৌরবকুল সমূলে নির্মূল করিবে । এক্ষণে সে কদাচ সহজে আমাদেরকে রাজ্য প্রদান করিবে না । মহাস্মৃতি বিহুর আমাদের বারম্বার কহিয়াছিলেন যে, দুৰ্য্যোধন জীবিত থাকিতে কোনক্রমেই তোমাদিগকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিবে না । সে যাবৎ জীবিত থাকিবে তাবৎ নিয়তই তোমাদের অনিষ্ট করিতে যত্নবান্ হইবে । অতএব তোমরা যুদ্ধভিন্ন অন্য কোনক্রমেই সেই দুৰ্ম্মতির নিকট হইতে রাজ্য গ্রহণ করিতে পারিবে না ।

হে বাহুবল ! সত্যপরায়ণ মহাস্মৃতি বিহুর যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধনের সেইরূপ কার্য্য সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছি । ঐ দুৰ্ম্মতি জমদগ্নিতনয় পরশুরাম হইতে আত্মপূর্ব্বিক হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল ; এক্ষণে তাহার মৃত্যুকাল সমুপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই । ই কুলঙ্গার ভূমিষ্ঠ হইবাগাত্র সিদ্ধ পুরুষগণ বারম্বার কহিয়াছিলেন যে, এই দুৰ্ম্মতির পাপেই সমুদয় ক্ষত্রিয়কুল বিনষ্ট হইবে । এক্ষণে তাঁহাদের সেই বাক্যই সত্য হইল । অসংখ্য রাজগণ দুৰ্ম্মতি দুৰ্য্যোধনের সাহায্য করিবার মানসে সমুপস্থিত হইয়া সংহার প্রাপ্ত হইয়াছেন । এক্ষণে যে সমুদয় সৈন্য অবশিষ্ট আছে, আমি তাহাদের সকলকেই মহার করিব । দ্রুপদ্য দুৰ্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে নিহত ও শিবির শূন্য দর্শন করিয়া আমাদের হস্তে বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই স্বয়ং সংগ্রাম করিবার মানসে সমাগত হইবে । বোধ হয়, তাহা হইলেই এই বৈরাগ্য নির্ধারণ হইবে । হে দ্বীকেশ ! আমি ঐ দ্রুপদ্য কার্য্য সন্দর্শন, মহাস্মৃতি বিহুর বাক্য শ্রবণ ও আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পর্যালোচনা করিয়া এই প্রকারই অনুমান করিতেছি । এক্ষণে তুমি কৌরবসৈন্যমধ্যে অঙ্কশঙ্কালন কর । আজি আমি সুশাসিত শর সমূহে দুৰ্য্যোধন ও তাহার দুর্ব্বল সৈন্যাদিগকে সংহার পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ সুধিষ্টির হিতাহুতান করিব ।

হে রাজন্ ! মহাস্মৃতি বাহুবল মহাবীর ধনঞ্জয়ের এই বাস্তব শাসন

পূর্বক রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া নির্ভরচিত্তে বিন্দুপ্রকাশ করত সেই শরশক্তি-সঙ্কুল, গদাপরিঘসমাকীর্ণ, চতুরঙ্গবলযুক্ত কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দিকেই ধনঞ্জয়ের সেই কেশব-মঞ্চালিত ষ্ঠোত্মগণ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এই রূপে অরাতি-নিপাতন অর্জুন রণস্থলে সমুপস্থিত হইয়া জলদেব জলধারা বর্ষণের ন্যায় নিরন্তর স্রুশাণিত শরধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার নত-পর্ক শর সমূহের অতি ভীষণ শব্দ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। গাণ্ডীবচ্যুত বজ্র সদৃশ শরনিকরে বীরগণের বর্ষা ছিন্ন ভিন্ন ও মাতঙ্গ, তুরঙ্গ এবং মহুবাগণকে নিপাতিত করিয়া শঙ্কারমান পতঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ফলতঃ সেই সময় হেমপুঙ্খ শরনিকরে একবারে সমুদয় রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তৎকালে কাহারও দিম্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। বীরগণ দাবানলদগ্ধ মাতঙ্গ সমূহের ন্যায় ধনঞ্জয়ের শর-নিকরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়াও সংগ্রামে পরাজুখ হইলেন না। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন প্রজলিত চতাসন যেরূপ শুক লতাপরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষসম্পন্ন মহাবন দগ্ধ করে, সেইরূপ দুর্যোধনের সৈন্যগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি কি মাতঙ্গ, কি তুরঙ্গ, কি মহুবা, কাহারও প্রতি ছুই বার শর নিক্ষেপ করিলেন না। পূর্বকালে বজ্র-পাণি দেবরাজের প্রভাবে দৈত্যগণ যেরূপ নিহত হইয়াছিল, এক্ষণে সেইরূপ সেই একাকী মহাবীর অর্জুনের বহুবিধ শরনিকরে অসংখ্য কৌরবসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল।

-০*০-

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায় । ২৬ ।

হে রাজন্! তখন আপনার পক্ষীর বীরগণ সমরে পরাজুখ না হইয়া অর্জুনকে পরাজয় করিবার বাসনার তাঁহার প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মহাবীর ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব-প্রভাবে মনোরথ সফল করিতে অসমর্থ হইলেন। পার্শ্বের কুলিশসদৃশ অসহ্য শরনিকর জলদবিনির্গত জলধারার ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ তাঁহার শরনিকর সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও কেহ কেহ বয়স্যাগণকে পরিত্যাগ পূর্বক রাজা দুর্যোধনের সাক্ষাতেই তথা হইতে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত

হইল । সেই সময় অনেকের রথ ও অশ্ব এবং অনেকের সারথি দিনষ্ট হইতে লাগিল ; অনেকের অক্ষ, যুগ, চক্র ও ঈষা ভগ্ন হইয়া পড়িল । কেহ কেহ অশ্ববিহীন ও কেহ কেহ সাতিশয় শরনিপীড়িত হইতে লাগিল । কেহ কেহ অক্ষতকলেবর হইয়াও ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । কেহ কেহ বাহনবিহীন হইয়া পুত্র ও কেহ কেহ পিতাকে আহ্বান করিতে লাগিল । অনেকানেক মহারথ দৃঢ়তর আঘাতে বিমোহিত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । অন্যান্য মহারথ-গণ তাঁহাদিগকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া ক্ষণকাল আশ্বাস প্রদান পূর্বক পুনরায় রণস্থলে সমুপস্থিত হইলেন । কেহ কেহ রাজা দুর্যোধনের অমুমতি রক্ষা করিবার মানসে সমাহত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ পূর্বক সংগ্রামার্থ ধাবমান হইলেন । কোন কোন বীর পাণীয় পান, কেহ কেহ অশ্বগণের প্রমাপনোদন, কেহ কেহ বর্ষ্য পরিধান, কেহ কেহ রথসজ্জা এবং কেহ কেহ পিতা, ভাভা ও পুত্রগণকে আশ্বাস প্রদান ও স্বীয় শিবির সংস্থাপন পূর্বক পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎকালে সেই কিকিণীজালজড়িত বীরগণকে নিরীক্ষণ করিয়া জ্ঞান হইল যেন, দানবগণ ত্রিভুবন জয় করিবার বাসনার সমুদ্র হইয়াছে ।

সেই সময় অনেক মহাবীর কনকমণ্ডিত রথে সমাক্রান্ত হইয়া সহস্র আগমন পূর্বক ক্রপদরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও নকুলপুত্র শতানীক কৌরব-পক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবসৈন্যগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহাদিগকে সংহার করিবার মানসে মহাবেগে ধাবমান হইলেন । কুরুরাজ দুর্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বেগে গমন করিতে দেখিয়া কক্ষারপরিমার্জিত নারায়ণ, অর্জুন নারায়ণ ও বৎসদত্ত শরে তাঁহার চারি অশ্বকে সংহার ও তাঁহার ভুজ এবং বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্যোধনের পদাঘাতে অক্ষুণ্ণ হইয়া মাতঙ্গের ন্যায় সাতিশয় রৌপ্যপৰবশ হইয়া শর-নিপাতে দুর্যোধনের চারি অশ্বকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করত তাঁহার সারথির মৃত্যুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । কুরুরাজ দুর্যোধন রথবিহীন হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক স্বীয় সৈন্যগণকে নিতান্ত দুর্জয় অবলোকন করিয়া গান্ধাররাজতনয় শকুনির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন ।

কৌরবপক্ষীয় রথ সমুদয় এইরূপে ভগ্ন হইলে দুই সহস্র কুরুসৈন্য

সৈন্য চতুর্দিক্ হইতে পঞ্চপাণ্ডবকে পরিবৃত্ত করিল। পাণ্ডবগণ গজ-সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া মেঘাচ্ছাদিত গ্রহগণের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তখন কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় সুশাণিত বিবিধ নারীচ দ্বারা সেই পর্কতাকার কুঞ্জরসৈন্য বিপোশিত করিতে আরম্ভ করিলে, মাতঙ্গ-গণ পার্থের এক এক শরে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের নিপ-তনে অসংখ্য সৈন্য জীবন পরিত্যাগ করিল। তখন মন্ত্র মাতঙ্গের ন্যায় পরাক্রমশালী মহাবীর বৃষোদর সেই কুঞ্জরসৈন্য সন্দর্শনে রোষভরে গদা গ্রহণ পূর্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গৃহীতদণ্ড কৃতাস্তের ন্যায় তাহাদিগের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। কোরবসৈন্যগণ তাঁহাকে নিরী-ক্ষণ করিয়া সাতিশর ভীত হইয়া বিষ্ঠামুত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। পর্কতাকার কুঞ্জরগণ ভীমসেনের গদাঘাতে বিদৌর্কুল ও শোণি-তাক্ত কলেবর হইয়া চীৎকার করত কিয়দ্দূরে গমন পূর্বক ছিন্নপক্ষ পর্কতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সেই সময় ধর্ম্মবাজ যুধিষ্ঠির এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব ক্রুদ্ধচিত্তে গৃধ্রপক্ষযুক্ত নিশিত শর নিকরে সেই কুঞ্জরারোহিণীগকে কৃতাস্ত্রভবনে গেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে রাজা দুর্যোধন বৃষ্টিহায়ণরে পরাভূত হইয়া অশ্বে আরোহণ পূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলে মহাবীর পাণ্ডালতনয় পাণ্ডবগণকে কুঞ্জরসৈন্যে পরিবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া প্রভদ্রকগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইলেন।

সেই সময় মহাবলশালী অশ্বখামা, কৃপ ও কৃতবর্মা ইহারা রথিগণ মধ্যে কুরুরাজ দুর্যোধনকে দৃষ্টিগোচর না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ দুর্যোধন কোথায় গমন করিয়াছেন? হে মহারাজ! সেই ভয়ঙ্কর জন ক্ষয়কালে রাজা দুর্যোধনকে অবলোকন না করিয়া তাহাদের গনে এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, রাজা দুর্যোধন নিহত হই-য়াছেন। সেই সময় কোন কোন বীর তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কুরুরাজের সারথি নিহত হইলে, তিনি শকুনির সন্নিধানে গমন করিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষত বিক্ষত ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, দুর্যোধনকে লইয়া আমাদিগের আর কি কার্য্য সাধন হইবে; তবে তিনি জীবিত আছেন কি না, এক বার তাহার অঙ্গসন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াই আমাদিগের বিধেয়। ঐ দেখ, পাণ্ডবগণ কুঞ্জরগণকে সংহার পূর্বক এই দিকে ধাবমান হইতেছে; অতএব আমরা যে সমুদয় সৈন্যগণে পরিবৃত্ত রহিয়াছি, তাহাদিগকে সং-

হার করিতে আরম্ভ করি। হে রাজন্! তৎকালে শরনিকরে নিপীড়িত ক্ষতবিক্ষতকলেবর হতবাহন ক্ষত্রিয়গণ অপরিষ্কৃত বাক্যে এইরূপ কহিতে লাগিলেন।

মহাবীর অশ্বখামা ক্ষত্রিয়গণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া-
পাঞ্চালসৈন্যগণকে সংহার করত রূপাচার্য্য ও কৃতবর্মার সহিত গান্ধার
রাজতনয় শকুনির সমীপে গমনোদ্যত হইলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত
পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া কৌরবসৈন্যদিগকে সংহার
করত আগমন করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সেই প্রবল প্রতাপা-
বিশিষ্ট বীরগণকে অতি হৃষ্টচিত্তে আগমন করিতে দর্শন করিয়া এককালে
জীবিতাশার নিরাশ হইল। উহাদিগের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল।
তখন আমরা পাঁচজন সেই সমুদয় সৈন্য কীণায়ুধ ও বিপক্ষগণে পরিবৃত
দেখিয়া বহুসংখ্যক মাতঙ্গ ও ভুরঙ্গ লইয়া রূপাচার্য্যের সন্নিধানে অবস্থান
করত জীবিতনিবেশক হইয়া পাঞ্চালসৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে
আরম্ভ করিলাম এবং ক্ষণকালমধ্যেই ধনঞ্জয়ের শরনিকরে সাতিশয়
নিপীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিতে লাগিলাম। তথায় তাহা-
দের সহিত আমাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরিশেষে
মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন অগাদিগকে পরাঙ্গিত করিলে, আমরা তথা হইতে
প্রস্থান করিলাম। অনন্তর মহারথ সাত্যকি চারি শত রথীর সহিত
সমবেত হইয়া আগার প্রতি ধাবমান হইলেন। আমি শ্রাস্তবাহন মহা-
বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিয়া নরকে নিপতিত
পাপপরায়ণের ন্যায় সাত্যকির সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলাম। সেই সময়
মুহূর্তকাল অতি তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরিশেষে মহাবীর সাত্যকি
আমার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করত আমাকে বিমোহিত ও ভূতলে নিপতিত
দেখিয়া দৃঢ়রূপে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন গদা
ও ধনঞ্জয় নারাচ দ্বারা কুঞ্জরগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন
সেই পর্ব্বতোপম মাতঙ্গগণ চতুর্দিক্ হইতে গাঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণ
পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে পাণ্ডব-
গণের রথমার্গ অবরুদ্ধ প্রায় হইল। সেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন
সেই সকল নিহত কুঞ্জরদিগকে অপসারিত করিয়া রথগতির পথ পরিষ্কৃত
করিলেন। এ দিকে মহাবীর অশ্বখামা, রূপ ও কৃতবর্মা রথিগণমধ্যে
কুঙ্করাক্ষ হর্ষোদনকে সন্দর্শন না করিয়া তাহার অহুসন্ধান করিবার মানসে
ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগপূর্ব্বক উদ্বিগ্নচিত্তে শকুনির সন্নিধানে আগমন করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় । ২৭ ।

হে রাজন্ ! সেই সময় রাজা দুর্যোধন অদৃশ্য হইলে এবং পাণ্ডু-
 তনয় ভীমসেন কুঞ্জরসৈন্য বিনষ্ট ও কৌরববল নিপীড়িত করিয়া জীবনান্ত-
 কর দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে,
 মহাবীর দুর্মর্ষণ, ঞ্জতান্ত, জৈজ্ঞ, ভূরিবল, রবি, জয়সেন, স্নজাত, দুর্কিমোহ,
 অরিহা, দুর্কিমোচন, দুপ্রধ্ব ও ঞ্জতর্কী আপনার হতাবশিষ্ট এই কয়েকটী
 রণবিশারদ পুত্র বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দিক্ অবরোধ
 করিলেন । সেই সময় মহাবলশালী মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন পুনর্বার
 রথারোহণ পূর্বক আপনার পুত্রগণের মর্শ্বদেশে সূচাণিত শরনিকর পরি-
 ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । রাজকুমারগণ ভীমশরে সমাকীর্ণ হইয়া
 তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন । সেই সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন
 ক্রুদ্ধ হইয়া কুরূ দ্বারা দুর্মর্ষণের মৃত্যু ছেদন ও সর্কীবরণভেদী ভল্ল
 দ্বারা মহারথ ঞ্জতান্তের জীবন সংহার পূর্বক অগ্নানবদনে নারীচ দ্বারা
 জয়সেনকে বিদ্ধ করত রথ হইতে নিপাতিত করিলেন । মহাবীর
 জয়সেন ধরাতে নিপতিত হইবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন । তদর্শনে
 মহাবীর ঞ্জতর্কী সাতিশর রৌপ্যবরষ হইয়া নতপর্ক শত বাণে বৃকো-
 দরকে বিদ্ধ করিলেন । তৎকালে ভীমসেন তাঁহার প্রতি শর পরিত্যাগ
 না করিয়া বিবাগ্নি সদৃশ তিন শরে জৈজ্ঞ, ভূরিবল ও রবি এই তিন জনকে
 নিপাতিত করিলেন । বীরজয় রথ হইতে ধরাতে নিপতিত হইয়া
 বসন্তকালে ছিন্ন কিংসুক পাদপত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।
 ঐ সময় শক্রনিপাতন বৃকোদর এক স্নজীক ভল্ল দ্বারা দুর্কিমোচনের
 জীবন সংহার করিলে, তিনি রথ হইতে নিপতিত হইয়া বায়ুভগ্ন গিরি-
 কুটজাত বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । অনন্তর মহাবলশালী
 ভীমসেন দুই শরে দুপ্রধ্ব ও স্নজাতকে বিনষ্ট করিয়া সমরশায়ী কবি-
 লেন । তখন মহাবীর দুর্কিমোহ মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হই-
 লেন ; মহাবীর ভীমসেন তাঁহাকেও ধনুর্ধ্বরগণের সাক্ষাতে ভল্ল দ্বারা
 কৃতান্ততবনে প্রেরণ করিলেন ।

তখন মহাবীর ঞ্জতর্কী ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে হেমমণ্ডিত
 শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও বিবাগ্নি সদৃশ বিবিধ শর বর্ষণ করত বৃকো-
 দরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সত্তরে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্বক
 তাঁহাকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন । সেই সময় মহাবীর বৃকোদর

ଅବିଳସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଶରାସନ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଐତର୍କ୍ୟାକେ ଥାକ୍ ଥାକ୍ ବଳିଆ ତର୍କଜନ କରତ ନିଶିତ ଶରନିକରେ ସମାକୀର୍ଣ୍ଣ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ପୂର୍ବେ ଜନ୍ତାମୁର ଓ ପୁରନ୍ଦରେର ସେରୁପ ସଂଗ୍ରାମ ହେୟାହିଲ, ଏକ୍ଷଣେ ଐ ବୀରଦ୍ବୟେର ସେହିରୂପ ଅତି ବିଚିତ୍ର ଭୟାବହ ସଂଗ୍ରାମ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲ । ତୌହାଦିଗେର ବୟଦତୋପମ ନିଶିତ ଶରଜାଲେ ଅବନୀମଂଗୁଳ, ଦିଅଂଗୁଳ ଓ ଗଗନମଂଗୁଳ ସମାଛନ୍ନ ହେୟା ଉଠିଲ । ଅନନ୍ତର ମହାବଳଶାଳୀ ଐତର୍କ୍ୟା ଶାତିଶୟ ରୋଷପରବଶ ହେୟା ଶରା-
 ସନ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ବୃକୋଦରେର ଭୁଞ୍ଜୟୁଗଳ ଓ ବନ୍ଧ୍ୟାଂଶୁଳେ ଶର ପରିତ୍ୟାଗ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ଭୀମପରାକ୍ରମ ଭୀମସେନ ତୌହାର ଶରେ ଅତିମାତ୍ର ବିକ୍ର ହେୟା ପର୍କକାଶୀନ ସାଗରେର ନ୍ୟାୟ ନିତାନ୍ତ ଅଧୀର ହେଲେନ ଏବଂ ରୋଷଭରେ ଐତ-
 ର୍କ୍ୟାର ଚାରି ଅଂଶ ଓ ଶାରଥୀର ଜୀବନ ସଂହାର କରିୟା ତୌହାକେ ଅନବରତ ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ଶରଜାଲେ ସମାଛନ୍ନ କରିଲେନ । ମହାବଳ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଐତର୍କ୍ୟା ବୃକୋଦରେର ଅନ୍ତ ପ୍ରତାପେ ବିରଥ ହେୟା ଧଞ୍ଜା ଚର୍ମ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ସମ-
 ରାଜ୍ୟେ ବିଚରଣ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ସେହି ସମୟ ମହାବୀର ଭୀମସେନ କୁରୁପ୍ର ଘାରୀ ସେହି ଧଞ୍ଜାଚର୍ମଧାରୀ ମହାବୀରେର ମନ୍ତକ ଛେଦନ କରିୟା ଫେଲିଲେନ । ଐତର୍କ୍ୟାର ମନ୍ତକବିହୀନ କଲେବର ରଥ ହେତେ ନିପତିତ ହେଲେ, ଧରାତଳ
 ଶକାରମାନ ହେଲ । ଐ ସମୟ କୌରବପକ୍ଷୀୟ ବୀରଗଣ ଭୟବିମୋହିତ ହେୟା ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ମାନସେ ବୃକୋଦରେର ପ୍ରତି ଧାବମାନ ହେଲେନ । ଏବଳ
 ପ୍ରତାପାସ୍ଥିତ ଭୀମସେନଓ ହତାବଶିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟାସାଗର ହେତେ ସମାଗତ ବନ୍ଧ୍ୟ-
 ଧାରୀ ବୀରଗଣକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେନ । ତଦ୍ବନ କୌରବଗଣ ତୌହାକେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ୍ ହେତେ ଅବରୋଧ କରିତେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେନ । ମହାବୀର ବୃକୋଦର
 କୌରବପକ୍ଷୀୟ ବୀରଗଣ କର୍ତ୍ତୃକ ସମସ୍ତାଂପରିବେଷ୍ଟିତ ହେୟା ଦେବରାଜ ସେରୁପ
 ଅମ୍ବୁରଗଣକେ ନିପୀଡ଼ିତ କରିୟାହିଲେନ, ସେହିରୂପ ତୌହାଦିଗକେ ଶରସମୁହେ
 ନିପୀଡ଼ିତ କରିତେ ଆରମ୍ଭ କରିଲେନ ଏବଂ ସତ୍ବରେ ପାଞ୍ଚ ଶତ ମହାରଥ ଓ ଶାତ
 ଶତ ମାତନ୍ୟ, ଏକ ଲକ୍ଷ ପଦାତି ଓ ଆଟ ଶତ ଅଂଶ ନିପାତିତ କରିୟା ରଣ-
 ଂଶୁଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ତୌହାର ହସ୍ତେ କୌରବଗଣ ବିନିଷ୍ଠ ହେଲେ
 ତିନି ଆପନାକେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆପନାର ଜନ୍ମ ମାର୍ଥକ ବଳିଆ ଜ୍ଞାନ କରିଲେନ ।
 ସେହି ସମୟ କୌରବପକ୍ଷୀୟ ସୋଧଗଣ ସେହି କୌରବନିପାତନ ମହାବୀରେର ପ୍ରତି
 କଟକ୍ଷପାତ କରିତେଓ ସମର୍ଥ ହେଲେନ ନା । ଏହିରୂପେ ଭୀମପରାକ୍ରମ ଭୀମସେନ
 କୌରବଦ୍ବିଗକେ ବିଜ୍ରାବିତ ଓ ତୌହାଦେର ସୈନ୍ୟାଗଣକେ ନିପାତିତ କରିୟା
 ବାହ୍ୟାଂଶୁଟିନ କରତ ବୁଞ୍ଜରଗଣକେ ବିଜ୍ରାସିତ କରିତେ ଆରମ୍ଭ କରିଲେନ । ଐ
 ସମୟ ସେହି ଅଗ୍ନାବଶିଷ୍ଟ କୌରବସୈନ୍ୟାଗଣ ନିତାନ୍ତ ଦୀନତାପେ ଅବସ୍ଥାନ କରିତେ
 ଲାଗିଲ ।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায় । ২৮ ।

হে রাজন্ ! তখন আপনার পুত্রগণের মধ্যে কেবল রাজা দুর্যোধন ও দুর্ধর্ষ অশ্বগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন । দেবকীতনয় বাহু-দেব কুরুরাজ দুর্যোধনকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কুন্তীতনয় অৰ্জুনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! অসংখ্য স্রাতিশত্রু বিনষ্ট হইয়াছে । ঐ দেখ, শিনিবংশাবতংস সাত্যকি সঙ্করকে গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে । নকুল ও সহদেব কৌরবপক্ষীয় বোধগণের সহিত গৃহ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে । এক্ষণে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা ও মহারথ অশ্বখামা ইহারা তিন জনই দুর্যোধনের সন্নিধানে উপস্থিত নাই । ঐ দেখ, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা দুর্যোধনের সৈন্যগণকে সংহার করিয়া প্রভঙ্গগণের সহিত অবস্থান করিতেছে । ঐ দেখ, শ্বেত ছত্রো-পশোভিত কুরুরাজ দুর্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে বাহিত করিয়া অশ্বমধ্যে অবস্থান করত চতুর্দিক্ বারংবার অবলোকন করিতেছে । তুমি শীঘ্র উহাকে নিশিত শরনিকর দ্বারা নিপাতিত করিয়া কৃতকার্য্য হও । এই কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ গজানীক বিনষ্ট ও তোমাকে সংগ্রামে সমাগত দেখিয়া যে পর্যাঙ্ক পলায়ন না করে, তুমি তাবৎ দুর্যোধনকে পরাঙ্গর করিতে যত্নবান্ হও । কোন ব্যক্তি ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিধানে গমন পূর্বক উহাকে এই স্থানে আনয়ন করুক । পাপপরাঙ্গন দুর্যোধনের সৈন্যগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছে । ঐ ছরাক্সা কোন ক্রমেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না । ঐ পুরুবান্ধব তোমার অসংখ্য সৈন্য নিধন করিয়া পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল, এই বিবেচনা করত ভয়ঙ্করবেশে অবস্থান করিতেছে । এক্ষণে পাণ্ডবগণ কর্তৃক স্বীয় সৈন্যগণকে নিহত অবলোকন পূর্বক নিশ্চয়ই সংগ্রামার্থ সমুপস্থিত হইবে ।

হে রাজন্ ! মহাবলশালী ধনঞ্জয় দ্রুপদকেশের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে বাহুদেব ! বৃকোদর ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছেন । এক্ষণে যে দুই জন অবশিষ্ট আছে, তাহারাও আজি নিহত হইবে । কৌরবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৰ্ণ, জয়দ্রথ ও মদ্রাধিপতি শল্য বিনষ্ট হইয়াছে । এক্ষণে কেবল শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত মাতঙ্গ ও তিন সহস্র পদাতি এবং অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্তাধিপতি, উলুক, শকুনি ও কৃতবর্মা এই কয়েক জনমাত্র বীর অবশিষ্ট আছে । কৃতান্তের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ

পাঠিতে সমর্থ হইবে না। আজি ধর্মরাজ বুদ্ধিষ্টি শত্রুবিধীন হইবেন, সন্দেহ নাই। আজি শত্রুপক্ষের কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। আজি শত্রুপক্ষীয় যে যে মদোদ্ধৃত বীর সংগ্রামে পরাজিত হইবে, তাহার মনুষ্য না হইলেও তাহাদিগকে নিপাতিত করিব। আজি অশ্রুশানিত শরসমূহে শকুনির সংহার কবিতা, ঐ দুর্মতি দাতাক্রীড়ায় আশা-দিগের যে সমুদয় রক্ত অপহরণ করিয়াছিল, সেই সমস্তই প্রত্যাশ্রয় করিব। আজি ধর্মরাজ বুদ্ধিষ্টির স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিবেন। আজি হস্তিনার অন্তঃপুত্রচারিণী মহিলাগণ স্ব স্ব পতি পুত্র-দিগকে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত বলিয়া অবগত হইবে। আজি আমি সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিব। আজি দুর্য্যোধন স্বীয় রাজত্ব ও জীবন পরিত্যাগ করিবে। ঐ ছরাস্রা আমার ভয়ে সংগ্রামে পরাজুখ না হইলে, আমি নিশ্চয়ই উহাকে নিপাতিত করিব। দুর্য্যোধনের যে সকল অশ্ব সৈন্য-মধ্যে অবস্থান করিতেছে, উহারা আমাব জানির্ঘোষ ও তলধ্বনি এবং করিতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে তুমি শীঘ্র অশ্বগণালন কর, আমি গাতুরেই শত্রুগণকে সংহার করিতেছি।

হে রাজনু! মহাত্মা জম্বীকেশ ধনঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সৈন্য্যভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহারাজ বৃকোদর ও সহদেব ইহঁদাও কোববসৈন্য্য অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে সংহার করিবার মানসে অর্জুনের সহিত মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল-শালী শকুনি উদাত্তশরাসন আততায়ী পাণ্ডবগণকে মহাবেগে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাদের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর আপনার পুত্র স্তদর্শন বৃকোদরের সহিত, অশ্রু ও শকুনি ধনঞ্জয়ের সহিত এবং অশ্রুজ্ঞ মহাবীর দুর্য্যোধন সহদেবের সহিত দোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন প্রাপ্ত বয়সে যাত্রীতনয় সহদেবের মস্তকে প্রহার করিলে, তিনি সাতিশয় ব্যথিত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া ভূদ্বজের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমোহিত ও রণোপস্থে নিপতিত হইলেন এবং অল্পকালমধ্যেই পুনর্বার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে নিশিত শরজালে দুর্য্যোধনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জবও বিপক্ষপক্ষীয় অশ্বারোহী বীরগণের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক অশ্বগণকে সংহার করিয়া ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহাবীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরগণ সমবেত হইয়া ধনঞ্জব ও

বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। সেই সময় পাণ্ডুতনয় অর্জুন এক ক্ষুরপ্রা দ্বারা সত্যকর্নার রথের জঁবা ছেদন করিয়া আর এক শিলাশিত ক্ষুরপ্রা দ্বারা সহসা তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি বৃত্তাকৃতি সিংহ ঘেরূপ কাননে মৃগ সংহার করে, সেইরূপ সত্যেক্ষে আক্রমণ পূর্বক নিধন করত তিন শরে অশ্বর্ষ্যাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অশ্বর্ষ্যার স্বর্ণমণ্ডিত রথসমুদায় ধনঞ্জয়শরে বিনষ্ট হইল। তৎপরে মহাবীর ধনঞ্জয় চিরসঞ্চিত ভীক্ষু ক্রোধবিষ উদ্ধৃত করত অশ্বর্ষ্যার অভিযুধীন হইয়া উহাকে একশত শরে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার অশ্বগণকে সংহার পূর্বক তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ডোপম শর পরিত্যাগ করিলেন। পার্থবিনিশ্চুক্ত শর মহাবেগে গমন পূর্বক অশ্বর্ষ্যার হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, তিনি জীবন পরিত্যাগ করিয়া ধরাতে নিপতিত হইলেন। তদর্শনে পাণ্ডবগণের আনন্দের ও কৌরবগণের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। এইরূপে মহারথ অর্জুন অশ্বর্ষ্যাকে নিপাতিত করিয়া অশাণিত শরসমূহে তাঁহার পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র ও সমস্ত সৈন্যদিগকে বিনাশ করত হতাবশিষ্ট কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

তখন মহাবলশালী বৃকোদর সাতিশর বোধপূর্ণ হইয়া অগ্নানবদনে শরনিকরে অদর্শনকে অদৃশ্য করিয়া সূতীক্ষ্ম ক্ষুরপ্রা দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। মহাবীর অদর্শন বিনষ্ট হইলে তাঁহার অমুচরগণ বিবিধ শর বর্ষণ পূর্বক বৃকোদরকে পরিবেষ্টিত করিল। তদর্শনে মহাবীর ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া পুরন্দরের কুশিলসদৃশ অশাণিত শরজালে কৌরবসৈন্যগণের চতুর্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে নিপীড়িত করিলেন। সৈন্যগণ বিনষ্ট হইলে, সেনাধ্যক্ষ মহারথগণ বৃকোদরের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাবীর ভীমসেন তাহাদিগকে অতি ভীষণ শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাহারাও নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্বক পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় যোধগণ এইরূপে এককালে ব্যাকুলিত হইলেন এবং অনেকেও পরস্পরের প্রহারে সমাহত হইয়া স্বীয় স্বীয় বান্ধবগণের নিমিত্ত শোক করত নিপতিত হইতে লাগিলেন।

একোন ত্রিংশত্তম অধ্যায় । ২৯ ।

হে রাজন্ ! এইরূপে সৈন্যবিনাশন অতি ভীষণ বৃদ্ধ উপস্থিত হইলে, গান্ধাররাজতনয় শকুনি সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন । মহাবল পরাক্রান্ত সহদেবও তাঁহার প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় মহাবীর উলূক বৃকোদরের প্রতি দশ ও সহদেবের প্রতি নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন । এইরূপে সেই মহাবীরগণ সংগ্রামে পরস্পর প্রবৃত্ত হইয়া আকর্ণ আকৃষ্ট হেমপুঙ্খ শরসমূহে পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের বারিধারাসদৃশ শরধারায় দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইল । তখন প্রবলপ্রতাপশালী বৃকোদর ও সহদেব, কৌরব-সৈন্যদিগকে সংহার পূর্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । কৌরবসৈন্যগণ সেই বীরদ্বয়ের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারসমাবৃত গগনগুপ্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । তুরঙ্গমগণ শরসমাচ্ছন্ন হইয়া নিহত সৈন্যদিগকে আকর্ষণ পূর্বক ধাবমান হওয়ার্তে রণস্থলের পথ অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল । নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহিণ এবং ছিন্ন প্রাণ, ঋষ্টি, খড়্গ, চর্ম্ম, শক্তি ও পরশু সমূহদ্বারা সমরাজন সমাকীর্ণ হইলে, জ্ঞান হইল যেন, উহা বিবিধ কুশ্মেমে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে । সেই সময় বীরগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বিস্ফারিতলোচন, দংশিতাধর, কুণ্ডলপরি-মণ্ডিত মুখপদ্ম এবং অঙ্গদ, বর্ম্ম, খড়্গ, প্রাণ ও পরশুপরিণোভিত গজ-ও সদৃশ বাহু দ্বারা রণস্থল সমাবৃত করিলেন । ক্রব্যাদগণ ইতস্তত বিচরণ ও কবন্ধগণ চতুর্দিকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে, রণস্থল অতি ভীষণদর্শন হইতে লাগিল ।

হে রাজন্ ! তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্য অতি অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে, পাণ্ডবগণ আনন্দসহকারে তাহাদিগকে কৃতান্ততবনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎকালে মহাবলশালী গান্ধাররাজতনয় শকুনি সহদেবের সন্তকে প্রাণ প্রহার করিলে, তিনি প্রাসের আঘাতে বিমোহিত হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন । প্রবলপ্রতাপশালী বৃকোদর সহদেবকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে কৌরবসৈন্যদিগকে নিবারণ ও নারাত দ্বারা অসংখ্য বীরের কলেবর বিদীর্ণ করত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন । অশ্বারোহী, গজারোহী ও শকুনির অনুচরগণ ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ পূর্বক ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে সহসা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । কুরুরাজ দুর্যোধন সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহি-

লেন, হে বীরগণ ! তোমরা কি নিমিত্ত সংগ্রামে পরাজুথ হইতেছ ? নিবৃত্ত হও । তোমাদিগের কি কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান নাই ? যে মহাবীর সংগ্রামে পরাজুথ না হইয়া রবস্থলে জীবন পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হন ।

হে রাজন্ ! শকুনির অনুচরগণ হৃষ্যোদনের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক জীবিতনিবন্ধেপ হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইল । গমনসময়ে তাহাদিগের সংস্কৃত সাগব শব্দসদৃশ ঘোরতর শব্দে চারিদিক্ বিভ্রাসিত হইতে লাগিল । সেই সময় বিজয়গাভে সমুদ্যত পাণ্ডবগণ শকুনির অনুচর-বর্গকে সম্মুখবর্তী দেখিয়া তাহাদিগেব অভিমুখে ধাবমান হইলেন । তখন মহাবীর সহদেব চেষ্টনা প্রাপ্ত হইয়া শকুনিকে দশ এবং তাঁহাব অশ্বদিগকে তিন শরে বিদ্ধ করত অনায়াসে গান্ধাররাজতনয়ের শরাসন ছেদন করিলেন । তখন রণবিপারদ শকুনি অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্বক নকুলকে ষষ্টি এবং বৃকোদরকে সাত শরে বিদ্ধ করিলে, মহাবীর উলুকও পিতাকে পরিব্রাণ করিবার মানসে বৃকোদরকে সাত ও সহদেবকে সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন । সেই সময় মহাবলশালী বৃকোদর উলুকের প্রতি সাত, শকুনির প্রতি চতুষষ্টি এবং তাহার পার্শ্বস্থ বীৰগণের প্রতি তিন তিন শব প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । বীরগণ সহদেবেব শরে সমাহত হইয়া রোযভবে বিদ্যাদামবিরাজিত জলদজাল গেক্সগ শৈলোপবি জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ সহদেবের প্রতি নিরস্তর শবধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন প্রবলপ্রতাপশালী সহদেব উলুককে সমাগত নিদীক্ষণ করিয়া এক ভল্ল দ্বারা উহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । মহাবীর উলুক শোণিতাক্তকলেবর ও ছিন্নমস্তক হইয়া পাণ্ডবগণেব আনন্দবর্দ্ধন পূর্বক দরাতলে নিপতিত হইলেন ।

গান্ধাররাজতনয় শকুনি স্বীয় পুত্রকে বিনষ্ট দেখিয়া বাস্পাকুললোচনে ক্ষণকাল বিহরের বাক্য স্মরণ ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সহদেবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি তিন শর পরিত্যাগ করিলেন । মহাবলশালী সহদেব সম্ভবে শকুনির শরসমুদয় নিরাকৃত করিয়া স্বীয় শরনিকরে তাঁহার কাষ্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । ঐ সময় মহাবীর সুবলনন্দন অতি ভয়ঙ্কর খড়্গ গ্রহণ পূর্বক সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । প্রবল প্রতাপশালী সহদেবও অনায়াসে ভীষণ খড়্গ দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । অনন্তর শকুনি অতি ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে মাদ্রীতনয় সহদেব স্বীয় শরপ্রভাবে তাণ্ড

ছেদন করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করিলেন । তখন মহাবীর শকুনি এক কালরাত্রির ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর হেনমণ্ডিত শক্তি সমুদাত করিয়া নকুলের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন । মহাবীর মাদ্রীতনয়েব শরপ্রভাবে তাহাও তিন খণ্ড হইয়া ধরাতলে নিপাতিত হইল । ঐ ভয়ঙ্কর শক্তি নিপাতিত হইবার সময় জ্ঞান হইতে লাগিল যেন, আকাশমণ্ডল হইতে দেদাপ্যমান বিজ্ঞান বিশীর্ণ হইয়া নিপাতিত হইতেছে । তখন কৌরব-সৈন্যগণ ঐ শক্তিকে বিনষ্ট ও শকুনিকে সাতিশয় ভীত দেখিয়া সকলেই পলায়নে প্রবৃত্ত হইল । ঐ সময় গান্ধাররাজতনয় শকুনিও পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন । কৌরবগণের আর সংগ্রামে অভিলାষ রহিল না । জয়শালী পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া অতি আনন্দিত-চিত্তে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত মহাদেব কৌরবগণকে বিমনস্কমান অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি অশ্বারোহী গান্ধার-সৈন্যে পরিব্যাপ্ত সুবলনন্দনকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া তাঁহাকে আপনাবধ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শরাসনে জ্যা আরোপণ পূর্বক অঙ্কুশ দ্বারা যেরূপ মাতঙ্গকে প্রহার করে, সেইরূপ রোষভরে নিশিত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করত কহিলেন, হে সুবলনন্দন ! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে স্থির হইয়া সংগ্রাম কর । দ্যুতক্রীড়াকালে সভামধ্যে যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে, আজি তাহার ফলভোগ কর । পূর্বে যে যে ছুরাঘ্না আনাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে । কেবল কুলঙ্গার হুর্ঘ্যোদন ও তুমি এই দুই জন অবশিষ্ট আছ । যেরূপ লণ্ডাঘাতে বৃক্ষ হইতে ফল নিপাতিত করে, সেইরূপ আমি আজি কুর প্রহারে তোমার মস্তক উন্মথিত করিব ।

হে রাজনু ! মহাবীর মহাদেব সুবলনন্দনকে এই বাক্য কহিয়া রোষভরে মহাবেগে তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া অতি ভয়ানক শরাসন বিক্ষারণ পূর্বক শকুনিকে, দশ ও তাঁহার অঙ্গগণকে চারি শরে বিদ্ধ করিয়া অতি মত্তরে তাঁহার শরাসন ছেদন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করত তাঁহার মর্ষ্য দেশে অসংখ্য শর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবীর শকুনি মহাদেবের শরনিকরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া এক কনকালঙ্কৃত প্রাস ধারণ পূর্বক তাহাকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইলেন । সেই সময় প্রবল প্রতাপশালী মহাদেব তিন ভিন্ন দ্বারা শকুনির সেই সমুদাত প্রাস ও সুবৃত্ত

বাহুচরণ যুগপৎ ছেদন পূর্বক উল্লিঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং গাক্ষাররাজতনয়ের মস্তক কৌরবগণের হুর্নীতির মূলীভূত বিবেচনা করিয়া অতি সত্বরে অন্য এক সর্কীবরণভেদী হেমপুঙ্খ লৌহময় ভল্ল পরিত্যাগ পূর্বক ঐ মস্তক ছেদন করিলেন । মহাবীর শকুনি সহদেবের সূর্যাসন্নিভ হেমমণ্ডিত শরে ছিন্নমস্তক হইয়া সমরশয্যা গ্রহণ করিলেন । কৌরবপক্ষীয় শস্ত্রধারী বীরগণ শকুনিকে ছিন্নমস্তক, রুধিরাক্ত দেহ ও রণস্থলে শয়ান দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন । তখন আপনার পুত্রগণ ও তাহাদের চতুরঙ্গ বল গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণে ভীত, ভ্রুকমুখ ও চেতনবিহীন হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন । সেই সময় পাণ্ডবগণ শকুনিকে নিহত দর্শন করিয়া মহাশক্তি কেশবের সহিত যোদ্ধা-গণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সহদেবকে যথোচিত প্রশংসা করত কহিলেন, হে বীর ! তুমি আজি ভাগ্যবশতঃ হুর্নতি শকুনি ও তাহার পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছ ।

—*—

হৃদপ্রবেশ পরীক্ষায় ।

—*—

ত্রিংশত্তম অধ্যায় । ৩০ ।

হে রাজন্ ! গাক্ষাররাজতনয় শকুনি এইরূপে বিনষ্ট হইলে, তাহার অমুচরণ সাতিশয় রোষভরে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল । তখন মহাবলশালী ধনঞ্জয় ও ক্রুদ্ধ আশী-বিষ সদৃশ তেজস্বী বুঝোদর তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন । শকুনির অমুচরবর্গ সহদেবকে সংহার করিবার মানসে শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস গ্রহণ পূর্বক সময়ে সমুদ্যত হইয়াছিল ; কিন্তু অর্জুনের গাণ্ডীবপ্রভাবে তাহাদের সেই সঙ্কল্প নিষ্ফল হইয়া গেল । মহাবীর ধনঞ্জয় ভল্ল দ্বারা সম্মুখাগত বীরগণের অন্ত্রযুক্ত বাহ ও মস্তক ছেদন করিয়া তাহাদিগের অশ্ব গণকে নিপাতিত করিলেন । ষোড়শগণের সেই সমস্ত অশ্ব অর্জুনের শর-ঘাতে জীবন পরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে নিপতিত হইল । তখন কুরুরাজ হৃষ্যকেন্দ্র সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া হতাবশিষ্ট চতুরঙ্গ বলকে একত্র সমবেত করত কহিলেন, হে বীরগণ ! তোমরা অতি সত্বরে সুহৃদগণ সমর্পিত

ব্যাধারে পাণ্ডবগণকে ও সৈন্য ধুষ্টদ্রুপকে সংহার করিয়া প্রত্যাগমন কর। হে রাজন্ ! সেই সময় সৈন্যগণ আপনার পুত্রের অহুমতি শিরোধার্য করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। পাণ্ডবগণ সেই হতাবশিষ্ট বীরগণকে সম্মুখাগত অবলোকন করিয়া তাহাদিগের প্রতি আশীষিষ সদ্দৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব-সৈন্যগণ কাহাকেও রক্ষক না দেখিয়া শঙ্কাকুলিতচিত্তে সাতিশর অস্থির হইয়া উঠিল। রজোরশিসমাবৃত অশ্বগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে, কাহারও দিগবিন্দিক বোধ রহিল না। তখন বীরগণ পাণ্ডবসৈন্য হইতে বিনির্গত হইয়া কৌরবসৈন্যাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কৌরবপক্ষীয় প্রায় সমুদয় সৈন্যই নিহত হইল। হে রাজন্ ! পাণ্ডব ও কুঞ্জরগণ এইরূপে রাজ্য হরণোদ্যমের সেই একাদশ অকৌহিনী সেনা নিঃশেষিতপ্রায় করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপাল-মধ্যে কেবল একমাত্র দুর্যোধন অবশিষ্ট রহিলেন। তিনি ঐ সময় দশ দিক্ শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং আনন্দসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণের সিংহনাদ ও শরশব্দ শ্রবণ পূর্বক মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া তথা হইতে বিনির্গত হওয়াই প্রেরণকর বিবেচনা করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমার পক্ষীয় সৈন্যগণ নিহত ও শিবির শূন্য হইলে, পাণ্ডবগণের সৈন্য কি পরিমাণে অবশিষ্ট রহিল ? আর সেই সময় দুর্য্যোধন হরণোদ্যমই বা সেই সমুদয় সৈন্য নিহত দর্শন করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল ? সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! সেই সময় পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যমধ্যে দুই সহস্র রথী, সাত শত কুঞ্জরারোহী, পাঁচ সহস্র অশ্বরোহী এবং দশ সহস্র গজাতি অবশিষ্ট ছিল। মহাবীর ধুষ্ট-দ্রুপ এই সমুদয় সৈন্যের সহিত সমবেত হইয়া সমরাজ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কুরুরাজ দুর্যোধন রণস্থলে আর কাহাকেও আপনার সহায় না দেখিয়া একান্ত বিষন্ন হইলেন এবং বিপক্ষগণের সিংহনাদ শ্রবণ ও আপনার সৈন্য সমুদয় বিনষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কাকুলিতচিত্তে নিহত স্বীয় অশ্বকে পরিত্যাগ পূর্বক গদাহস্তে পাদ-চারে পূর্বদিকে হৃদাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রিয়দ্রু গমন করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ বিহুরের বাক্য শ্রবণ করত মনে মনে চিন্তা করিলেন, পূর্বের বিহুর আমাদিগের ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়-গণেরও যে মর্কনাশ উপস্থিত হইবে, ইহা বিলক্ষণ অহুমান করিয়া-ছিলেন। হে রাজন্ ! কুরুরাজ দুর্যোধন শোকসন্তপ্তহৃদয়ে মনে মনে

এটুকু চিন্তা কবিত্তে কবিত্তে হৃদ প্রবেশ করিবার মানসে ধাবমান হইলেন । .

এ দিকে দৃষ্টদায়প্রমুখ পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধচিত্তে মহাবেগে কোরবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন । মহাবল পরাক্রান্ত অৰ্জুন গাণ্ডীবপ্রভাবে সেই সমুদয় শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসাদারী কোরবসৈন্যাদিগের সমুদয় সঙ্কল বিকল করিয়া সম্বরে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তাহাদিগকে সংহার করত রথোপরি অপূৰ্ণ শোভা পাইতে লাগিলেন । হে রাজন্ ! তখন মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ-গণের সহিত শকুনি নিহত হইলে, আপনার সৈন্য ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় লঙ্কিত হইল । তৎকালে মহাবীর অশ্বখামা, ক্রতবর্ষা, রূপাচাৰ্য্য ও আপনার পুত্র দুর্যোধন ভিন্ন আপনার সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে আব কেহই জীবিত রহিলেন না ।

অনন্তর মহাবলশালী দ্রুপদতনয় আমাকে সাত্যকির সন্নিধানে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, হে বীর ! কি নিমিত্ত সঞ্জয়কে জীবিত রাখিতেছ ? উহাকে শীঘ্র সংহার কর । মহাবল সাত্যকি গৃহ-দ্রাবের এই বাক্য শ্রবণ পূৰ্ব্বক স্তম্ভীকৃত অসি দ্বারা আমাকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলেন । এমন সময় মহর্ষি বেদব্যাস তথায় আগমন পূৰ্ব্বক সাত্যকিরে কহিলেন, হে যুধাণ ! সঞ্জয়কে সংহার করা তোমার কর্তব্য নহে । তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর । সেই সময় মহাবলশালী সাত্যকি ক্রতাজলিগুটে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আমাকে কহিলেন, হে সঞ্জয় ! এক্ষণে তুমি নির্ভয়ে গমন কর । আমি এইরূপে সেই অপরাহ্ন সময়ে সাত্যকির অল্পমতি প্রাপ্ত হইয়া বর্ষা ও অয়ুধ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক কুধিরাক্ত কলেবরে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম । গমন সময়ে সমরাজ্ঞ হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত ক্ষত বিক্ষতগাত্র গদাধারী একমাত্র কুরুরাজ দুর্যোধনকে দেখিতে পাইলাম । তাহার নয়নযুগল বাষ্পবারিতে সমাকুল হওয়াতে তিনি আমাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না । তখন রাজা দুর্যোধনকে শোকা-কুলিত ও সহায়হীন সন্দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ আমারও বাক্যক্ষতি হইল না । পরিশেষে আমি বে প্রকারে শত্রু বর্জক আক্রান্ত ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলাম । সেই সময় কুরুরাজ দুর্যোধন সংজ্ঞালাভ ও মুহূর্ত্ত-কাল চিন্তা করত আমাকে স্বীয় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন । আমি কহিলাম, হে কুরুরাজ ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ

করিয়াছি, আপনার সমস্ত সৈন্য ও ভ্রাতৃগণ বিনষ্ট হইয়াছেন। যখন আমি রণস্থল হইতে আগমন করি, তখন বায়ুদেব কহিলেন যে, এক্ষণে কোরবপক্ষীয় তিন জনমাত্র মহারথ জীবিত আছেন।

হে রাজন্! কুরুরাজ দুর্যোধন আমার এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত আমাকে বারংবার নিরীক্ষণ ও আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন, হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমি তোমা ভিন্ন অন্য-
পক্ষীয় আর কাহাকেই জীবিত দেখিতেছি না; কিন্তু পাণ্ডবগণ সক-
লেই সহায়সম্পন্ন আছে। বাহা হউক, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে
যে, আপনার পুত্র দুর্যোধন ক্ষত বিক্ষত কলেববে রণস্থল হইতে কণ্ঠস্থ
বিমুক্ত হইয়া হৃদমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।
হায়! মাদৃশ ব্যক্তি শক্রসরে পুত্রহীন, ভ্রাতৃহীন, বন্ধুবান্ধববিহীন ও
রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতে পারিবেন? হে
রাজন্! রাজা দুর্যোধন এই বলিয়া হৃদমধ্যে প্রবেশ পূর্বক মায়া
প্রভাবে তাহার সলিল সজ্জিত করিয়া রাখিলেন।

কুরুরাজ দুর্যোধন এইরূপে সেই হৃদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, কৃপাচার্য্য,
অশ্বখামা ও কৃতবর্মা এই তিন মহাবীর ক্ষত বিক্ষতগাত্র ও প্রান্তবাহন
হইয়া সেই প্রদেশের অনতিদূরে সমুপস্থিত হইলেন এবং আমাকে দেখিয়া
অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন করত আমার সন্নিধানে আগমন পূর্বক কহিলেন,
হে সঞ্জয়! আজি সৌভাগ্যক্রমে তোমাকে জীবিত দেখিলাম। আমা-
দিগের রাজা দুর্যোধন ত জীবিত আছেন? সেই সময় আমি ঐ তিন
মহাবীরের নিকট দুর্যোধনের পরিজ্ঞানবৃত্তান্ত সমুদয় বর্ণন করিয়া মহা-
রাজ হৃদপ্রবেশসময়ে বাহা বাহা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্তই নিবেদন
করিলাম এবং মহারাজ যে হৃদে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাও দেখাইয়া
দিলাম। তখন মহাবীর অশ্বখামা আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত পরি-
জ্ঞাত হইয়া সেই বিকীর্ণ হৃদ দর্শন পূর্বক এই বলিয়া সক্রম স্বরে বিলাপ
করিতে লাগিলেন, হায়! কি কষ্ট! রাজা আমাদিগকে কি জীবিত
বলিয়া অবগত ছিলেন না? আমরা তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া অব-
লীলাক্রমে শক্রগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতাম।

সেই তিন জন মহারথ এইরূপে সেই স্থানে বহুক্ষণ বিলাপ করিয়া
পরিশেষে পাণ্ডবগণকে রণস্থলে অবস্থান করিতে দেখিয়া আমাকে কৃপা-
চার্য্যের রথ আরোপিত করত শিবিরে আগমন করিলেন। তখন দিবা-
কর অন্ত্যস্তে গমন করিলেন। শিবিরস্থিত বাবতীর লোক কুমারগণের

সংহার বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্বক নিত্যস্ত হুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । তখন অন্তঃপুত্ররক্ষক বৃদ্ধগণ রাজমহিষীদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন । কোরবকুলকামিনীগণ বীরগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণে কুররীগণের ন্যায় বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া মহীতল প্রতিধ্বনিত করত মস্তকে করাঘাত, নখর প্রহার ও কেশোৎপাটন পূর্বক হাহাকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । হৃষ্যোধনের অমাত্যগণ শঙ্কিত হইয়া নগরে অশ্রুবর্ষণে রোদন করিতে করিতে রাজমহিষীগণকে লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন । অন্তঃপুত্রের বেত্রধারী দ্বারপালগণ বহুমূল্য আস্তরণে পরিশোভিত শুভ্র শয্যা সমস্ত গ্রহণ পূর্বক নগরাভিমুখে গমন করিল । এবং অনেকে স্বীয় স্বীয় ভাৰ্য্যার সহিত অশ্বহরীযুক্ত রথে সমাক্রষ্ট হইয়া নগরে গমন করিতে লাগিল । হে রাজন্ ! পূর্বে দিনকরও যে কুলকামিনীদিগকে দর্শন করিতে পাইতেন না, এক্ষণে সামান্য লোকেরাও অনায়াসে তাহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল । তৎকালে গোপালক ও মেঘপালক প্রভৃতি প্রাকৃত মনুষ্যাগণও বৃকোদর-প্রমুখ পাণ্ডবদিগের ভয়ে সাতিশির ভীত হইয়া পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত করত নগরাভিমুখে মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল ।

হে রাজন্ ! এইরূপে সমুদয় লোক পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার পুত্র যুয়ুৎসু নিত্যস্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, প্রবলপ্রতাপশালী পাণ্ডবগণ একাদশ অকোহিণী সেনাধিপতি কুঙ্গরাজ হৃষ্যোধনকে পরাজিত এবং আমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরদিগকে বিনষ্ট করিয়াছেন । এক্ষণে ভাগ্যবশতঃ আমি একাকীমাত্র জীবিত রহিয়াছি । শিবিরস্থিত সমুদয় লোকেই পলায়ন করিতেছে । অদৃষ্টপূর্বক কুলকামিনীগণ অনাথা ও শোকাভিজুতা হইয়া হরিনীগণের ন্যায় শঙ্কাকুলিতলোচনে দশ দিক্ অবলোকন পূর্বক ধাবমান হইতেছেন । হৃষ্যোধনের হতাবশিষ্ট অমাত্যগণ রাজপত্নীগণকে লইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতেছেন । এই সময় তাঁহাদিগের সহিত নগরে গমন করা আমারও অবশ্য কর্তব্য । মহাবাহু যুয়ুৎসু এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও বৃকোদরকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্বক বিদায় প্রার্থনা করিলে, অতি দয়ালু যুধিষ্ঠির প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করত গমনে অনুমতি করিলেন । সেই সময় বৈশ্যাপুত্র যুয়ুৎসু রথসমাক্রষ্ট হইয়া হস্তিনাভিমুখে কুলকামিনীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত অশ্বসঞ্চালন পূর্বক অমাত্যগণের সহিত সমবেত হইলেন এবং সন্ধ্যাসময়ে

বাস্পাঙ্গুলোচনে হস্তিনায় প্রবিষ্ট হইয়া মহামতি বিহরকে সন্দর্শন করিয়া
প্রণতি পূর্বক তাঁহার সন্নিধানে দণ্ডায়মান রহিলেন । বিজ্ঞতম মহামতি
বিহর যুয়ুৎসুকে দৃষ্টিগোচর করিয়া বাস্পাঙ্গুলোচনে গদগদবচনে কহি-
লেন, হে বৎস ! কৌববগণের এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তুমি যে জীবিত আছ,
ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয় । এক্ষণে তুমি কুরুরাজ দুর্যোধনকে সম-
ভিব্যাহারে না লইয়া কি নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিলে, ইহা আমার নিকট
বিস্তার পূর্বক বর্ণন কর ।

যুয়ুৎসু কহিলেন, হে মহাত্মন ! গান্ধাররাজ্যতনয় মহাবলশালী শকুনি
জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবের সহিত বিনষ্ট হইলে, কুরুরাজ দুর্যোধনের
সমুদয় পরিবার নিশেষিত হইল । তখন তিনি স্বীয় অশ্বকে পরিত্যাগ
পূর্বক শক্তিচিহ্নে পূর্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । তিনি পলায়ন-
পরায়ণ হইলে অন্যান্য সমস্ত লোকেই ভীত হইয়া নগরাভিমুখে মহাবেগে
গমন করিতে আরম্ভ করিল । অন্তঃপুররক্ষকগণ দুর্যোধনের ও তাঁহার
ভ্রাতৃগণের কলত্রদিগকে বাহনে আরোপিত করিয়া ভয়ে নগরাভিমুখে
গমন করিতে লাগিল । সেই সময় আমি বাসুদেবের সমক্ষেই রাজ্য
যুধিষ্ঠিরের অমুমতি গ্রহণ পূর্বক পলায়মান ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করত হস্তি-
নাপুরে প্রবেশ করিলাম ।

হে রাজন ! সর্বধর্মবিশারদ বিদ্বৎ বৈশ্যাপুত্র যুয়ুৎসু কর্তৃক এইরূপ
অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্বক কহিলেন, বৎস !
তুমি সময়োচিত কার্যের অমুষ্ঠান ও স্বীয় কুলধর্ম রক্ষা করিয়াছ । প্রজা-
গণ যেক্রপ দিনকরের পুনরাগমন সন্দর্শন করিয়া থাকে, তক্রূপ আজি আমি
সৌভাগ্যবশতঃ সেই জনহননকারক সময় হইতে তোমার প্রত্যাগমন
দর্শন করিলাম । তুমি অদূর্বদর্শী অব্যবস্থিতচিত্ত রাজ্যাভিলাষী হস্ত-
ভাগ্য অঙ্করাজের একমাত্র যষ্টিস্বরূপ হইয়া রহিলে । আজি তুমি এই
স্থানেই অবস্থান কর, কল্যা রাজ্য যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে গমন করিবে ।

হে রাজন ! মহামতি বিহর এই গাত্র কহিয়া বাস্পাঙ্গুলোচনে
যুয়ুৎসুর সহিত রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন । সেই সময় যাবতীয় পুরবাসী
ও জনপদবাসীগণ হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল । রাজভবন নিরা-
নন্দময় ও শোভাবিহীন হইয়া উঠিল । কেহই আর কিছুতেই সুখী হইতে
পারিল না । তখন সর্বধর্মবিশারদ বিহর সান্ত্বনয় হৃৎখিত হইয়া দীর্ঘ
নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ক্রমে ক্রমে আবাসে প্রবেশ করিলেন । মহা-
মতি যুয়ুৎসুও সেই রজনী স্বীয় গৃহে অতিবাহিত করিলেন । বন্দিগণ

তাঁহার স্তবপাঠ করিতে লাগিল ; কিন্তু পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত ভরত-
বংশীয়দিগের সংহার বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়মন্দিরে জাগরুক হওয়াতে,
তিনি কিছুতেই স্তব্ব হইতে সমর্থ হইলেন না ।

একত্রিংশতম অধ্যায় । ৩১ ।

সুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! পাণ্ডবগণ আমার সমুদয় সৈন্য সংহার
করিলে হতাবশিষ্ট অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা এবং আনাব পুত্র মন্দ-
বুদ্ধি হৃষ্যোধন তৎকালে কিরূপ কার্য্যেব অহুষ্ঠান করিলেন ?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! তৎকালে ক্ষত্রিয়বর্গীগণ ধাবমান ও
শিবির শূন্য হইলে কোরবপক্ষীয় সেই তিন জন মহারথ পাণ্ডবদিগের
জয়কোলাহল শ্রবণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া
হৃদাভিমুখে গমন করিতে আবৃত্ত করিলেন । ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিও
হৃষ্যোধনকে সংহার বশির্বাচন মানসে আচ্ছাদিত চিত্তে ভ্রাতৃগণের সহিত
সমবেত হইয়া রণস্থলে পরিভ্রমণ করত পরম যত্ন সহকারে কুরুরাজকে
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহাব কোন অনুসন্ধান
করিতে পারিলেন না । ইতিপূর্বেই রাজা হৃষ্যোধন গদাহস্তে সমরাস্ত্র
হইতে মহাবেগে নিজ্জাত হইয়া স্বীয় মায়া প্রভাবে সলিল স্তম্ভিত কবচ
হৃদমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন । সেই সময় পাণ্ডবদিগের বাহনগণ হৃষ্যো-
ধনের অন্বেষণ করিতে করিতে একান্ত পবিত্র হইল । তখন তাঁহারা
সৈন্যগণের সহিত শিবিরে সমুপস্থিত হইয়া বিগ্রাম করিতে লাগিলেন ।

এ দিকে মহাবলশালী কৃপ, অশ্বখামা ও কৃতবর্মা মন্দ মন্দ গমনে সেই
হৃদ সন্নিপে আগমন পূর্বক সলিলমধ্যে নিমগ্ন কুরুরাজ হৃষ্যোধনকে কহি-
লেন, হে রাজন্ ! এক্ষণে তুমি হৃদমধ্যে হইতে উখিত হইয়া আমাদিগের
নিকট আগমন কর এবং আমাদিগের সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠিবেব
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হয় পাণ্ডবগণকে সংহার পূর্বক পৃথিবী উপ-
ভোগ কর, না হয়, তাঁহার হস্তে বিনষ্ট হইয়া সুরলোক প্রাপ্ত হও । হে
হৃষ্যোধন ! তুমি পাণ্ডবগণের সমস্ত সৈন্যকে প্রায় সংহার করিয়াছ ।
যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও তোমার শর সমূহে ক্ষত বিক্ষত হই
রাছে । এক্ষণে আবার আমবা তোমার রক্ষক হইব ; সুতরাং পাণ্ডবগণ
তোমার বেগ কোন ক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না ।

তখন কুরুরাজ দুর্যোধন ঐ তিন জন মহারথের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, হে মহারথগণ ! আমি ভাগ্যবশতঃ এই ভয়াবহ যোদ্ধার লোকক্ষয়কর সমর হইতে তোমাদিগকে বিমুক্ত দেখিলাম । অতঃপর আমরা শ্রমাপনোদন পূর্বক সকলে সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব । এক্ষণে তোমরা সকলেই নিতান্ত পরিত্রস্ত হইয়াছ এবং আমিও শরনিকরে সাতিশয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি ; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের সৈন্য এখনও অধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে ; সুতরাং এ সময় সংগ্রাম করিতে আমার কোনক্রমেই অভিরুচি হইতেছে না । তোমরা বীরবল্যপ্রণয়া ; অতএব সংগ্রামে আমার প্রতি দৃঢ়তর অনুরাগ প্রদর্শন পূর্বক এরূপ উৎসাহ প্রদান করা তোমাদিগের নিতান্ত বিশ্বয়কর নহে ; আমার মতে এক্ষণে বিক্রম প্রকাশ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে । আমি এই বিভাবরী বিশ্রাম করত কল্য তোমাদিগের সহিত সমবেত হইয়া অরতিগণের সহিত নিশ্চয়ই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব ।

তখন মহাবীর অশ্বখামা কুরুরাজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে দুর্যোধন ! এক্ষণে তুমি হৃদমধ্য হইতে সমুখিত হও । তোমার শ্রেন্নোলাভ হউক ; আমরাই তোমার শত্রুগণকে সংহার করিব । হে বীর ! আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, সত্য ও জয় দ্বারা শপথ পূর্বক কহিতেছি যে, আজি নিশ্চয়ই পাণ্ডবদিগকে সংহার করিব । যদি আমি রজনী প্রভাত না হইতে হইতে তোমার বিপক্ষগণকে সংহার করিতে না পারি, তাহা হইলে যেন আমার সজ্জনোচিত সমরকৃত প্রীতি কদাচ অমুভূত না হয় । আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে, পাণ্ডবদিগকে নিহত না করিয়া কোন ক্রমেই কবচ পরিত্যাগ করিব না ।

হে রাজন ! সেই মহারথগণ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে কতকগুলি ব্যাধ মাংসভার বহনে সাতিশয় পরিত্রস্ত হইয়া জলোপসেবনার্থে স্বেচ্ছাক্রমে সেই হৃদয়গহ্বরে আগমন করিল । সেই ব্যাধগণ প্রতিদিন ভীমসেনের আহারার্থ পরম ভক্তি পূর্বক মাংস আহরণ করিত । তাহারা ঐ হৃদয়ের কূলে উপবিষ্ট হইয়া নিৰ্জনে দুর্যোধন ও মহারথগণের সেই সমুদয় কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল । সেই সময় কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাবীরগণও সমরবাসনাবিহীন সলিলে নিমগ্ন কুরুরাজ দুর্যোধনকে সংগ্রামার্থ নিষ্কক্রান্তিরূপে অমরোদয় কল্পিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় ব্যাধগণ তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ পূর্বক ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, রাজা দুর্যোধন এই

হৃদে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। হে রাজন্ ! ইতি পূর্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ব্যাধিগণকে হৃদ্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই ব্যাধগণ ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অপরিষ্কৃটরূপে পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ, রাজা হৃদ্যোধন এই হৃদমধ্যে নিশ্চয়ই অবস্থান করিতেছেন ; অতএব চল, আমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করি ; তাহা হইলে তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইব। মহাবীর বৃকোদরও আমাদের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আমাদের প্রার্থনাদিক অর্থ প্রদান করিবেন। তাঁহাদিগের দুই জনের নিকট প্রভূত ধন প্রাপ্ত হইলে, প্রতিদিন আর একপ শুক মাংস বহন করিতে হইবে না। ধনলোভু ব্যাধগণ এই রূপ পরামর্শ করিয়া একক্লটিতে মাংসভার গ্রহণ পূর্ব্বক শিবিরান্তিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে পাণ্ডবগণ রাজা হৃদ্যোধনকে দেখিতে না পাইয়া কলহের মূলোচ্ছেদ করিবার মানসে তাঁহার অন্বেষণ করিতে সমরাস্থানের চতুর্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ বহুক্ষণ অন্বেষণ করিয়া পূর্ব্বক পরিশেষে যুধিষ্ঠির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, হে ধর্ম্মরাজ ! হ্রস্বা হৃদ্যোধনকে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাইলাম না ; সে পলায়ন করিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহাদিগের ঐ বাক্য শ্রবণে চিন্তাকুলিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ব্যাধগণ অবিলম্বে অতি আনন্দিত চিত্তে দীনভাবাপন্ন পাণ্ডবগণের শিবিরে আগমন পূর্ব্বক নিবারিত হইয়াও শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাবীর ভীমসন্নিধানে গমন করত তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত দিবেদন করিল। সেই সময় মহাবলশালী ভীমসেন তাহাদিগকে বিপুল ধন দান করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আপনি যে হৃদ্যোধনের নিমিত্ত পরিভ্রমণ করিতেছেন, আমি ব্যাধগণের মুখে সেই হ্রস্বার সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইলাম। সে সলিল স্তম্ভ করিয়া হৃদমধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির বৃকোদরের সেই প্রিয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সৌদরগণের সহিত সান্তিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বায়ুদেবকে অগ্রবর্তী করিয়া অতি সত্তরে হৃদাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অতি হৃষ্টচিত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের ভীষণ সিংহনাদ ও কিলকিলা শব্দ প্রোতুত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ অতি শীঘ্র দ্বৈপায়ন হৃদাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

সোমকগুণ আনন্দে হৃষ্যোদনকে দেখিয়াছি ও তাহার বিষয় অবগত হইয়াছি, বলিয়া চতুর্দিক্ হইতে বারম্বার চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন । বেগগামী রথিগণের অতি ভীষণ শব্দ গগনমার্গে সমুথিত হইতে লাগিল । শ্রান্তবাহন বীরগণ সত্তরে যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইলেন । মহারথ ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল, সহদেব, পাঞ্চাল বংশগজুত স্তম্ভহান, শিখণ্ডী, উত্তমোজা, যুধামন্যু, পাঞ্চালগণ চতুরঙ্গবল সমভিব্যাহারে সেই ষৈবায়নহৃদ সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন । পরিশেষে প্রবল প্রতাপশালী রাজা যুধিষ্ঠির সেই কুরুরাজসমাপ্রিত ষৈবায়ন হৃদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । সেই হৃদ দ্বিতীয় সাগরের ন্যায়, তাহার সলিল অতি নির্মল ও সূক্ষীতল । রাজা হৃষ্যোদন গদাহস্ত হইয়া মায়াপ্রভাবে সেই সলিলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অদৃশ্যভাবে তাহার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন । সেই সময় পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের সেই মেঘগভীর ঘোরতর শব্দ তাঁহার শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইল । তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজা হৃষ্যোদনকে সংহার করিবার মানসে শঙ্খধ্বনি ও রথনির্বোধে অবনীমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া সেই হৃদের উপকূলে সমুপস্থিত হইলেন । ঐ সময় মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা ও অশ্বখামা পাণ্ডবসৈন্যগণের সেই ঘোরতর শব্দ শ্রবণ করিয়া রাজা হৃষ্যোদনকে কহিলেন, হে কুরুরাজ ! ঐ রথবিজয়ী পাণ্ডবগণ মহা-আনন্দে আগমন করিতেছে ; অতএব তুমি আত্মা করিলে, আমরা এ স্থল হইতে প্রস্থান করি । মহারাজ হৃষ্যোদন তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তপাস্ত বলিয়া মায়াপ্রভাবে সলিলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি মহারথগণও শোকাদ্ধিতচিত্তে বহু দূরে গমন পূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন । সেই মহারথগণ “মহাবীর হৃষ্যোদন সলিলরাশি স্তম্ভিত করিয়া শয়ন করিয়াছেন ; পাণ্ডবগণও সংগ্রাম করিবার মানসে হৃদসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছে ; এক্ষণে কি প্রকারে সংগ্রাম হইবে, পাণ্ডবগণ কি রূপেই বা তাঁহার অনুসন্ধান করিবে, আর অনুসন্ধান করিলেই বা কুরুরাজ হৃষ্যোদন কি প্রকারে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবেন” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

দ্বাত্রিংশতম অধ্যায় । ৩২ ।

হে রাজন্ ! সেই কৃপাচাৰ্য্যপ্রভৃতি মহারথগণ এইরূপে প্রস্থান করিলে, পাকালগণ সেই দ্বৈপায়ন হ্রদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন । তখন ধৰ্ম্মবাজ যুধিষ্ঠির সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ দুর্য্যোধনের মায়াপ্রভাবে স্তম্ভিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে জ্যীকেশ ! ঐ রাজা দুর্য্যোধন মায়াপ্রভাবে সলিলরাশি স্তম্ভিত করিয়া হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছে । মনুষ্য হইতে উহার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই । যাহা হইক, আমি ঐ মায়াবীকে কোনক্রমেই জীবিতাবস্থায় পরিভাগ করিব না । যদিপি ত্রিংশাদিপতি ইন্দ্র ও উহাকে সাহায্যদান করেন, তথাপি লোকে উহাকে সমরে বিনষ্ট অবলোকন করিবে ।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধৰ্ম্মরাজ ! আপনি মায়াপ্রভাবে ঐ মায়াবীর মায়া বিনষ্ট করুন । মায়াবলে মায়াতক বিনষ্ট করা তোমার অবশ্যকর্তব্য । অতএব আপনি কোন উপায় দ্বারা ঐ দুর্য্যথাকে নিহত করুন । সুররাজ ইন্দ্র উপায়বলেই অসংখ্য দানবকে নিহত করিয়াছেন । কৌশলক্রমেই দানবাধিপতি বলি বদ্ধ এবং হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু ও বৃত্রাসুরের নিধন সাধন হইয়াছে । রামচন্দ্র উপায়বলে রাক্ষসাদিপতি রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছেন । আমার উপায় প্রভাবেই মহাবলশালী বিপ্রচিহ্নিত ও তারকাসুর নিহত হইয়াছে । উপায়প্রভাবেই বাতাপি, হিঙ্গল, ত্রিশিরা, সূন্দ ও উপসূন্দ বিনষ্ট হইয়াছে এবং সুররাজ ইন্দ্র উপায়প্রভাবেই স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন । হে ধৰ্ম্মরাজ ! উপায়বল সৰ্ব্বোপেক্ষা বলবান্ । উপায়বলে দানব, রাক্ষস ও মহীপালগণ বিনষ্ট হইয়াছে । অতএব আপনি উপায় অবলম্বন পূৰ্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করুন ।

হে রাজন্ ! মহাত্মা জ্যীকেশ এইরূপ কহিলে, কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির জীবৎ হাস্য করত সলিলমধ্যস্থিত মহাবলশালী রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূৰ্ব্বক কহিলেন, হে কুরুরাজ ! তুমি সমুদ্র ক্ষত্রিয় ও আপনার বংশ বিনষ্ট করিয়া কি নিমিত্ত আজি আপনার জীবন রক্ষা করিবার মানসে জলাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ ? তুমি শীঘ্র জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান পূৰ্ব্বক আমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও । হে পুরুষোত্তম ! আজি তোমার সে দৰ্প ও অভিমান কোথায় রহিল ? সভ্যমধ্যে সকলেই, তোমাকে বীরপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করে ; কিন্তু আজি তুমি প্রাণভয়ে সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে উহা তোমার বৃথা বোধ হইতেছে । তুমি

ক্ষত্রিয়কূলে বিশেষতঃ কৌরববংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ; সংগ্রামে ভীত হইয়া জলমধ্যে অবস্থান করা কোনক্রমেই বিবেক নহে । সংগ্রামে পরাজু হইয়া অবস্থান করা ক্ষত্রিয়গণের নিতান্ত অকর্তব্য । অসামু লোকেরাই সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া থাকে । তুমি সমরসাগর হইতে সমুদ্রীর্ণ না হইয়া কি নিমিত্ত প্রাণ রক্ষা করিবার অভিলাষ করিতেছ ? এক্ষণে ভ্রাতা, পুত্র, বয়স্য, গুরুজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে নিপাতিত করিয়া এই হৃদমধ্যে অবস্থান করা কি তোমার কর্তব্য হইতেছে ? হে হর্ষবৃদ্ধ ! তুমি সর্বলোকের সাক্ষাতে আপনাকে বীর বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করিতে, তাহা তোমার নিতান্ত বিফল । বীরপুরুষগণ প্রাণান্তে শত্রুকে সন্দর্শন করিয়া কদাচ পলায়ন করেন না । তুমি কি অভিলাষে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা প্রকাশ কর এবং ভয় পরিহার পূর্বক সলিলমধ্য হইতে সমুখিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । সমুদয় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণকে নিপাতিত করিয়া এক্ষণে জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষ করা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে তোমার কোনক্রমেই কর্তব্য নহে । তুমি মোহপ্রযুক্ত কর্ণ ও শকুনিকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে অমর বোধ করত যে পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার প্রতিকূল ভোগ কর । বীরপুরুষগণ কোনক্রমেই তোমার ন্যায় সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করেন না । এক্ষণে সে পৌরুষ, সে ক্ষত্রিয়াভিমান, সে পরাক্রম, সে তর্জ্জনগর্জ্জন ও সে অঙ্গনিপুণতা কোথায় রহিল ? তুমি কি নিমিত্ত এই সলিলমধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছ ? তুমি শীঘ্র জলমধ্য হইতে গাত্রো-
থান পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হর আমাদিগকে পরাভব করিয়া এই বহুকরা উপভোগ কর, না হর, আমাদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়া সমর-
শায়ী হও । বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে সংগ্রামই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । তুমি এক্ষণে সেই ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া সমুদয় রাজ্য লাভ কর ।

হে রাজন্ ! আপনার পুত্র দুর্যোধন দীমান্ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া জলমধ্য হইতে তাঁহাকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! প্রাণিগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নহে । ক্রিস্ত আমি জীবনভয়ে পলায়ন করি নাই । রণস্থলে আমার রথ ও তুীর বিনষ্ট এবং সমুদয় সৈন্য সামন্ত ও পৃষ্ঠরক্ষক নিহত হওয়াতে আমি একাকী নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত এই হৃদমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি । জীবনভয়ে বা বিবাদবশতঃ এই কার্যের অনুষ্ঠান করি-

নাই। হে ধৰ্ম্মনন্দন ! তুমি এক্ষণে অনুচরবর্গের সহিত কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর। আমি সত্তরেই জলমধ্য হইতে সমুখিত হইয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রাম করিব।

ধৰ্ম্মরাজ কহিলেন, হে হৃষ্যোধন ! আমরা শ্রমাপনোদন করিয়াছি ; এক্ষণে অনেকক্ষণের পর তোমার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইলাম ; অতএব তুমি সত্তরেই হৃদমধ্য হইতে গাত্ৰোত্থান পূর্বক আমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হয়, সমরে আমাদিগকে সংহার করত অতি সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর, না হয়, আমাদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও। ঐ সময়ে হৃষ্যোধন কহিলেন, হে ধৰ্ম্মনন্দন ! আমি যাহাদিগের নিমিত্ত রাজ্যলাভের বাসনা করিয়াছিলাম, আমার সেই সমৃদ্ধ ভ্রাতৃগণ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বহুকরাও রত্নবিহীন ও বীরশূন্য হইয়াছে। অতরাং বিধবা রমণীর ন্যায় এই পৃথিবী উপভোগ করিতে আমি আর বাসনা করি না। হে ধৰ্ম্মরাজ ! আমি এখনও পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে ভয়োৎসাহ করিয়া তোমাকে পরাজিত করিতে পারি ; কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ, কর্ণ ও পিতামহ ডীর্ঘ বিনষ্ট হওয়াতে আমার আর সংগ্রামে বাসনা নাই। অতএব এক্ষণে তুমিই এই মাতঙ্গতুরঙ্গশূন্য বজ্রবাকবহীনা ধরণী উপভোগ কর। আমার সদৃশ কোন্ রাজা সংহারবিহীন হইয়া রাজ্য শাসন করিতে অভিলাষ করে ? বিশেষতঃ তাদৃশ সুদৃং, পুং ও সহোদরগণ বিনষ্ট এবং বিপক্ষগণ কর্তৃক রাজ্য অপহৃত হওয়াতে আমি জীবন ধারণ করিতেও বাসনা করি না। আমি এক্ষণে মৃগচৰ্ম্ম পরিধান পূর্বক অরণ্যে গমন করিব। আমার আর কিছুতেই রাজ্য ভোগ করিতে অভিলাষ নাই।

হে রাজন্ ! ধৰ্ম্মরাজ বৃষ্টিভির আপনার পুত্র হৃষ্যোধনের সেই সঙ্কল্প বাণ্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, হে কুরুরাজ ! তুমি হৃদমধ্যে অবস্থান করিয়া আর এক্ষণে পরিতাপ করিও না। শকুনির ন্যায় তোমার ঐ সমৃদ্ধ আর্ন্তপ্রলাপে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দয়াসঞ্চার হইতেছে না। তুমি কথঞ্চিৎ রাজ্য প্রদানে সন্মত হইতে পার ; কিন্তু আমি কোনক্রমেই তোমার প্রদত্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে সন্মত হই না। ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে প্রতিগ্রহ করা নিতান্ত অধৰ্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট আছে ; অতএব তুমি সমস্ত পৃথিবী দান করিলেও আমি অধৰ্ম্মাচরণ করিয়া কখনই তাহা প্রতিগ্রহ করিব না। আমি তোমাকে সংগ্রামে পরাভব করিয়া এই বহুকরা উপভোগ করিব। হে হৃষ্যোধন ! পূর্বে আমরা কুলরক্ষা

করিবার মানসে ধৰ্ম্মাশুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালে ; তুমি কি জন্য তাহা আমাদিগকে প্রদান কর নাই ? তুমি প্রথমে মহাবল-
শালী হৃদীকেশকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক্ষণেই বা কি নিমিত্ত রাজ্যদানে
সম্মত হইতেছ ? হায় ! তোমার কি ভ্রান্তি ! কোন্ রাজা শত্রুগণ
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজ্যদানে অভিলষী হইয়া থাকে ? আর এক্ষণে
তোমার এই রাজ্য বল পূৰ্ণক গ্রহণ বা দান করিবার ক্ষমতা নাই ।
সুতরাং তুমি কিরূপে উহা আমাকে প্রদান করিবে ? হে হৃদ্যোধন !
তুমি এক্ষণে আমাকে পরাভব করিয়া এই মেদিনী প্রতিপালন কর ; তুমি
পূৰ্বে আমাকে সূচ্যপ্রপরিমিত ভূমি প্রদান করিতে সম্মত হও নাই ;
এক্ষণে কি প্রকারে সমগ্র পৃথিবী প্রদান করিতে সম্মত হইতেছ ? কোন্
মুগ্ধ অহুল ঐশ্বর্য ভোগ ও রাজ্য শাসন করিয়া শত্রুকে পৃথিবীদানে
অধ্যবসায় করিয়া থাকে ? তুমি কেবল মোহপ্রগুক্তই উহা পরিভ্রাত
হইতে পারিতেছ না । হে কুরুরাজ ! তুমি রাজ্যদান করিতে বাসনা
করিলেও আমি তোমাকে জীবিত রাখিব না । অতএব এক্ষণে হয় তুমি
আমাদিগকে পরাজয় করিয়া রাজ্য শাসন কর, না হয়, আমাদিগের
হস্তে বিনষ্ট হইয়া অত্যাংকুষ্ট ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও । তুমি ও আমি
আমরা উভয়েই জীবিত থাকিলে লোকে আমাদিগের জয় পরাজয়ে
সন্দেহ করিবে । হে হর্ষদুর্জ ! এক্ষণে তোমার জীবন আমার বশীভূত
হইয়াছে । আমি মনে করিলে, তোমার জীবন রক্ষা করিতে পারি ; কিন্তু
তুমি স্বয়ং কোনক্রমেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না । তুমি পূৰ্বে
গৃহদাহ ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি বহুবিধ উপায় দ্বারা আমাদিগকে সংহার
করিতে যত্নবান হইয়াছিলে এবং রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও
অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করত বারম্বার আমাদিগকে ক্রোশ প্রদান করিয়াছ !
সেই সমস্ত কারণবশত তুমি নিহত হইবে, সন্দেহ নাই । এক্ষণে হৃদ-
মধ্য হইতে সমুৎস্থিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও । তোমার পক্ষে যুদ্ধই
শ্রেয়স্কর হইয়াছে । হে রাজন ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে,
অন্যান্য পাণ্ডবগণ হৃদ্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া বারম্বার ঐরূপ নিষ্ঠুর বাক্য
প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ।

হৃদপ্রবেশ পৰ্ক সমাপ্ত ।

গদাযুদ্ধ পর্বাদ্যায় ।

—*—

ত্রয়সিংশতম অধ্যায় । ৩৩ ।

ব্রতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমার আশ্রয় দুর্ব্যোধন স্বভাবতই ক্রোধপরায়ণ । সে তৎকালে শত্রুগণকর্তৃক এই রূপ তিরস্কৃত হইয়া ক্রুর কাষ্যের অশ্রুপান করিল ? পূর্বে এইরূপ তিরস্কার বাক্য কখনই তাহার শ্রবণগোচর হয় নাই । সে রাজত্বনিবন্ধন সর্বদা সকল 'লোকের' মান্য হইয়া কালাতিপাত করিয়াছে । হায় ! পূর্বে যে ব্যক্তি আত্মপত্নীহারা দগ্ধরমান হইয়া, আমি অন্যের ছাত্র । আশ্রয় করিলাম বলিয়া বেদ করিত ; যে ব্যক্তি দিবাকরের কিরণও সহ্য করিতে অসমর্থ হইত ; সে এক্ষণে কি প্রকারে শত্রুগণের নিষ্ঠুর বাক্য সহ্য করিতে সমর্থ হইল ? হে সঞ্জয় ! শ্লেচ্ছ ও আটবিক সমবেত সমস্ত ধরণী বাহার প্রসঙ্গে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই দুর্ব্যোধন এক্ষণে কি প্রকারে বজ্রাঙ্কববিহীন হইয়া নির্জনে হৃদমধ্যে আগমন পূর্বক বারম্বার পাণ্ডবগণের তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কি প্রভুত্ব প্রদান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! আপনায় পুত্র দুর্ব্যোধন সলিলমধ্যে অবস্থিতি করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সেই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ভুজযুগল বিকম্পন করত হৃদমধ্যে হইতে বহির্গত হইলেন এবং সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে কুন্তীতনয় ! তোমাদিগের বন্ধু বান্ধব, রথ ও বাহন সমুদায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে ; কিন্তু আমি একাকী, রথবিহীন, হতবাহন ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছি । তোমরা অনেকে রথারোহণ পূর্বক শস্ত্র গ্রহণ করিয়া আমার চতুর্দিক পরিবেষ্টন করিলে, আমি পদাতি ও অন্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া কি প্রকারে তোমাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি । অতএব তোমরা একে একে আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও । এক ব্যক্তির বিশেষতঃ বর্ষহীন, নিতান্ত পরিশ্রান্ত, বিপন্ন, ক্ষত বিক্ষত ও শ্রান্তবাহন ব্যক্তির সহিত এক কালে বহু বীরের সংগ্রাম করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না । হে ধর্মরাজ ! এক্ষণে কি তুমি, কি বৃকোদর, কি ধনঞ্জয়, কি নকুল,

কি সহদেব, কি সাত্যকি, কি কেশব, কি পাঞ্চালগণ, কি অন্যান্য সৈন্য-
গণ তোমাদের কাহাকেও দেখিয়া আমি ভীত হইতেছি না । আমি
একাকীই তোমাদের সকলকেই নিবারণ করিব । হে রাজন্ ! সাধু-
গণের কীর্তি ধর্ম্মমূলক । আমি সেই ধর্ম্ম ও কীর্তি রক্ষা করিয়া বলিতেছি
যে, সম্বৎসর যেরূপ ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঋতুতে মিলিত হয়, আমিও সেইরূপ
তোমাদিগের সকলের সহিত মিলিত হইব । হে পাণ্ডবগণ ! তোমরা
ক্ষণকাল স্থির হও । আমি রথ ও শস্ত্র বিহীন হইয়া প্রভাতকালে
দিবাকর যেরূপ করজাল বিস্তার পূর্ব্বক নক্ষত্রগণকে সংহার করেন,
তদ্রূপ তোমাদের সকলকেই বিনষ্ট করিব । হে ধর্ম্মরাজ ! আমি তোমাকে
তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত নিপাতিত করিয়া বাহ্লীক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,
জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, ভুরিশ্রবা, শকুনি এবং আমার আত্মজগণ, বন্ধু-
বান্ধবগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব । হে রাজন্ !
আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন ।
সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে
কুন্দরাজ ! তুমি ভাগ্যক্রমে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছ এবং ভাগ্য-
ক্রমেই তোমার সংগ্রামে অভিলাষ হইয়াছে । তুমি ভাগ্যপ্রভাবে বীর-
পদবী প্রাপ্ত এবং সংগ্রামব্যাপার সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া একাকীই আমা-
দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে বাসনা করিতেছ ; অতএব অভীষ্ট
আয়ুধ গ্রহণ করত আমাদিগের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত
হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও । আমরা সকলে সংগ্রামক্ষেত্রে অবস্থান
করিয়া সংগ্রামব্যাপার সন্দর্শন করিব । আমি বলিতেছি, তুমি আমা-
দিগের মধ্যে এক জনকে সংহার করিতে পারিলে, তুমি সমস্ত রাজ্য
গ্রহণ করিতে পারিবে । তখন রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ !
যদি আমাকে এক জনের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, তাহা হইলে
আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমধিক বলবান্ ব্যক্তির সহিত
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব । আর তুমি আমাকে যে কোন আয়ুধ মনোনীত
করিয়া গ্রহণ করিতে বলিয়াছ, আমি তদনুসারে এই গদা মনোনীত
করিলাম । এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে যিনি আমার পরাক্রম সহ্য
করিতে সমর্থ হইবেন, সেই বীর পাণ্ডচারে আমার সহিত গদাযুদ্ধে
প্রবৃত্ত হউন । ইতিপূর্ব্বে বারম্বার অতি আশ্চর্য্য রথযুদ্ধ হইয়াছে । এক্ষণে
এই অত্যদ্ভুত গদাযুদ্ধ আরম্ভ হউক । লোকে অন্তের পরিবর্ত্ত করিয়া
থাকে, অদ্য তোমার মতামুসারে যুদ্ধেরও পরিবর্ত্ত হউক । হে ধর্ম্মরাজ !

আগি এই গদার প্রভাবে তোমার অহুজগণের সহিত তোমাকে এবং পাঞ্চাল, শৃঙ্গয় ও অন্যান্য সৈন্যগণকে পরাজয় করিব। রণস্থলে দেব-রাজ ইন্দ্রকেও নিরীক্ষণ করিয়া আমি কিছুমাত্র ভীত হই না। তখন রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গান্ধারীনন্দন! এক্ষণে তুমি সলিলমধ্য হইতে সমুখিত হইয়া আমার বা মৎপক্ষীয় অন্য ব্যক্তির সহিত গদা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং অবহিত চিত্তে পুরুষকার প্রদর্শন কর। অন্য যদি দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে আশ্রয় দান করেন, তথাপি তোমাকে বিনষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্যোধন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিলমধ্যে লীন ভয়ানক ভূরঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। উৎকৃষ্ট অশ্ব যেরূপ কশাঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ তিনি যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য কোনক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি অচলের ন্যায় স্তম্ভ অতি ভয়ঙ্কর লোহময় গদা দ্বন্ধে করিয়া জলরাশি বিক্ষোভিত করত প্রচণ্ড মার্ভগের ন্যায়, শৃঙ্গশালী পর্ব্বতে ন্যায়, শূলহস্ত জুহু রুদ্রদেবের ন্যায় হৃদ হইতে সমুখিত হইলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহাকে হৃদমধ্য হইতে সমুখিত দর্শন করিয়া পরস্পর পরস্পরের করস্পর্শ করত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময় কুরুরাজ দুর্যোধন উহা উপহাস বিবেচনা করিয়া নয়নযুগল উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ললাটে ত্রিশূলী ক্রকুটী বন্ধন ও বারম্বার দংশনচ্ছদ দংশন করত কেশবের সহিত পাণ্ডবদিগকে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা গত্বরেই এই উপহাসের প্রতিকল প্রাপ্ত হইবে। আমি অবি-লম্বেই তোমাদিগকে পাঞ্চালগণের সহিত কৃতান্তভাবে প্রেরণ করিব, সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্যোধন এই বলিয়া গদাহস্তে সলিল-সিক্ত গাত্রে হৃদকূলে দণ্ডায়মান হইয়া নিরীক্সলিলস্রাবী পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডবগণ তাঁহাকে গদা সমুদ্যত করিতে অবলোকন করিয়া উর্দ্ধবাহ সাতিশয় জুহু কৃতান্তের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তখন অহাবলশালী রাজা দুর্যোধন প্রজ্ঞপতিচিহ্নে বৃষভের ন্যায় চীৎকার করিয়া মেঘগন্তীর নিষোধে পাণ্ডবগণকে গদা-যুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! তোমরা একে একে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এক জনের সহিত

এক কালে বহু বীরের সংগ্রাম হওয়া কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত নহে । বিশেষতঃ আমি সাতিশয় পরিশ্রান্ত, সলিলসিক্ত, বর্মহীন ও ক্ষত বিক্ষত গাত্র হইয়াছি এবং আমার বাহন ও সৈন্য সমুদয় নিহত হইয়াছে ; আমি ক্রমে ক্রমে সকলেরই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব । তুমি ন্যায়-ন্যায় বিবেচনা করিতে পার ; এক্ষণে ন্যায়ানুসারে সমরে প্রবৃত্ত হও ।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কুরুরাজ ! যখন বহুসংখ্যক মহারথ একত্র হইয়া অভিমত্যায়ে সংহার করিয়াছিল, তখন তোমার একরূপ প্রজ্ঞা কোথায় ছিল ? ক্ষত্রিয় ধর্ম নিতান্ত ক্রুর ও নিরপেক্ষ ; ইহাতে দয়ার লেশমাত্র নাই । নচেৎ তোমরা সকলেই ধর্মজ্ঞ ও বীর পুরুষ হইয়াও তৎকালে কি প্রকারে অভিমত্যায়ে সংহার করিলে ? ন্যায়ানুসারে সংগ্রাম করিলে, ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । অনেকে সমবেত হইয়া এক জনকে সংহার করিলে, যদি অধর্ম হয়, তবে তোমার মতানুসারে বীরগণ সমবেত হইয়া কি প্রকারে অভিমত্যায়ে সংহার করিল ? বিপদকালে সকলেই ধর্মচিন্তায় তৎপর হয় ; কিন্তু সম্পদ-কালে পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে । বাহা হউক, এক্ষণে তুমি কবচ পরিধান, কেশকলাপ বন্ধন ও যে কোন দ্রব্যের অভাব থাকে, তাহা গ্রহণ কর । আমি এখনও বলিতেছি যে, তুমি পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে যাহার সহিত ইচ্ছা হয়, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, হয় তাহাকে সংহার করিয়া রাজ্য লাভ কর, নচেৎ তাহার হস্তে বিনষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন কর । হে বীর ! এক্ষণে তোমার জীবন রক্ষা ভিন্ন আর কি প্রিয় সাধন করিতে হইবে, তাহা নির্দেশ কর ।

হে রাজন্ ! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, আপনার আশ্রয়-দ্রব্যো-ধন হিরণ্ময় বর্ম ও স্তবর্ণপরিমণ্ডিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ গ্রহণ পূর্বক স্তম্ভের পর্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং গদা সমুদাত করিয়া পাণ্ডব-গণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে বীরগণ ! এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে সহদেব, বৃকোদর, নকুল, ধনঞ্জয় অথবা যুধিষ্ঠির এক জন উপস্থিত হইয়া আমার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন । আমি তাঁহাকে পরাজয় করিয়া কৃতকার্য হইব, সন্দেহ নাই । আমি ক্রমে ক্রমে তোমাদের সকলকেই সংহার করিয়া বৈরানল নির্মাণে করিব । বোধ হয়, ন্যায়ানু-সারে গদাযুদ্ধে তোমরা কেহই আমার তুল্য হইবে না । স্বযুখে একরূপ উদ্ধত বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে । বাহা হউক, আমি শীঘ্রই তোমাদিগের সাক্ষাতেই আপনার বাক্য সফল করিব । এক্ষণে আমার

সহিত সংগ্রাম করিতে বাঁহার বাসনা হয়, তিনি গদা গ্রহণ করুন।
আমার বাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা সত্ত্বরেই প্রকাশ পাইবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায় । ৩৪ ।

হে রাজন্ ! এইরূপে কুরুরাজ দুর্যোধন বারংবার তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে, মহাত্মা দ্রুপদকেশ জুহু হইয়া ধর্ম্মরাক্ষকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আপনি কোন্ সাহসে দুর্যোধনকে কহিলেন যে, তুমি আমাদিগের মধ্যে এক জনকে সংহার করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর ? ঐ ভ্রম্ভতি যদি আপনাকে কিম্বা ধনঞ্জয়, নকুল বা সহদেব সংগ্রামার্থ বরণ করে, তাহা হইলে আপনার কি হৃদশা হইবে ? বোধ হয়, আপনারা কেহই উহার সহিত গদাযুদ্ধে সমর্থ হইবেন না। দুর্যোধন বৃকোদরের সংহারার্থ ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত লৌহময় পরাশের সহিত ব্যায়াম করিয়াছে। অতএব এক্ষণে কি প্রকারে আমাদিগের কার্য সম্পন্ন হইবে ? আপনি দয়াপরবশ হইয়া নিতান্ত সাহসের কার্য করিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে বৃকোদর ভিন্ন আর কেহই দুর্যোধনের সমকক্ষ হইবেন না। তিনিও দুর্যোধনের ন্যায় গদাযুদ্ধে অধিক অভ্যাস করেন নাই। অতএব বোধ হয়, পূর্বে আপনি শকুনির সহিত বৈরপ দ্যুতক্রীড়া করিয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় সেই রূপ দ্যুতক্রীড়া আরম্ভ হইল। ভীমসেন বলবান্ ও পরাক্রমশালী ; কিন্তু দুর্যোধন গদাযুদ্ধে কৃতী। বলবান্ ও কৃতী এই উভয়ের মধ্যে কৃতী ব্যক্তিই সমধিক ক্ষমতাপন্ন। আপনি সেই ক্ষমতাপন্ন শত্রুকে আমাদিগের কল্যাণপথে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং বিষম বিপদে পড়িলেন এবং আমাদিগকেও বিপদ-সাগরে নিপাতিত করিলেন। কোন্ ব্যক্তি সমুদ্র শত্রুকে সংহার করিয়া একমাত্র শত্রুকে বহু ক্রোশে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার হস্তে প্রাপ্ত রাজ্য সমর্পণ করিয়া থাকে ? রাজা দুর্যোধন গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, দেবগণের মধ্যেও কেহই উহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হন না। ঐ মহাবীর গদাযুদ্ধে সাতিশয় নিপুণ ; অতএব ন্যারাহুসারে গদাযুদ্ধ করিয়া কি আপনি, কি বৃকোদর, কি নকুল, কি সহদেব, কি ধনঞ্জয় কেহই উহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবেন না। যখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্যোধনের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও আমাদিগের জয়লাভে সন্দেহ

উপস্থিত হইয়া, তখন আপনি কি প্রকারে উহাকে যে কোন পাণ্ডবের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার সংহারসাধন পূর্বক রাজ্য গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন ? এক্ষণে নিশ্চয়ই জানিলাম যে, পাণ্ডবসংগ কখনই রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে না । বিদাতা উহাদিগকে চিরকাল অরণ্যে বাস বা ভিক্ষাত্রস্ত অবলম্বন করিবার মানসে নিম্বান করিয়াছেন ।

হে রাজন্ ! সেই সময় মহাত্মা পরাক্রান্ত বৃকোদর বাহুবলবীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে গধুহদন ! আর বিবাদে প্রয়োজন নাই । আজি আমি নিশ্চয়ই দুর্যোধনকে সংহার পূর্বক বৈরানল নির্বাণ করিব । স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জয়শ্রী লাভ করিবেন । দুর্যোধনের গদা অপেক্ষা আমার গদা পার্শ্বক গুণে গুরুতর ; আমি সেই গদা অবলম্বন করিয়া শীঘ্রই উহার সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইতেছি ; তোমরা দর্শকভাবে অবস্থিতি কর । ক্ষুদ্র শত্রু দুর্যোধনের কথা কি বলিব, দেবগণ প্রভৃতি তিন দ্ব্যধিক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া আনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আমি অবশেষে তাঁহাদিগকেও সংহার করিতে পারি ।

হে রাজন্ ! ঐ সময় মহামতি দ্রুপদকেশ বৃকোদরের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক পুলকিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করত কহিলেন, হে বীর ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবলেই শত্রুবিহীন হইয়া স্বীয় রাজ্যলক্ষী প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই । তুমি ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র এবং কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য ভূপাল, রাজকুমার ও কুঞ্জগণকে বিনষ্ট করিয়াছ ; তোমার প্রভাবই কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে ; এক্ষণে তুমি দুর্যোধনকেও নিপাতিত করিয়া, বিষ্ণু বৈরাগ্য স্বরূপ ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমাগরা বসুন্ধরা প্রদান কর । পাপাত্মা দুর্যোধন তোমার হস্তেই নিহত হইবে । তুমি সত্তরেই উহার উরুদ্ধর ভগ্ন করিয়া, স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিবে । কিন্তু ঐ ধর্ম্মতি সত্যিশয় বলবান্ ও যুদ্ধ-বিদ্যারদ ; সর্বদা যত্নসহকারে উহার সহিত সংগ্রাম করিবে । মহামতি কেশব এই কথা কহিলে, মহাবলশালী সত্যকি এবং যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ বৃকোদরকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সূর্যাসদৃশ প্রতাপশালী স্বল্পয়গণপরিবেষ্টিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ !

আমি ছরাক্সা হুর্ঘ্যোধনের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিব। ঐ নরাধম কোনক্রমেই আগাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। ধনঞ্জয় যেক্রপ ধাত্তব কাননে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন, আজি আমিও সেইরূপ হুর্ঘ্যোধনের প্রতি হৃদয়নিহিত ক্রোধানল পরিত্যাগ করিব। আজি গদাঘাতে ঐ পাপাত্মার জীবন বিনষ্ট করিয়া আপনার হৃদয়স্থিত শল্য উদ্ধার করিব। আজি আপনার কলেবর সুস্থ হইবে। আজি আমি আপনার শত্রু কর্তৃক অপহৃত কীর্তিময়ী মালা প্রত্যাহরণ করিব। আজি হুর্ঘ্যোধন জীবন, স্ত্রী ও রাজ্য পরিত্যাগ করিবে এবং রাজ্য হস্তরাষ্ট্র আমার হস্তে হুর্ঘ্যোধনকে নিহত শ্রবণ করিয়া শকুনির দুর্ব্বুদ্ধিজনিত হুজ্রিয়া সমস্ত স্মরণ করিতে থাকিবেন।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই কথা বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেক্রপ বুজ্ঞা-স্বরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ হুর্ঘ্যোধনকে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং গদা উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র মহাবলশালী হুর্ঘ্যোধন বৃকোদরের আহ্বান সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মত্ত মাতঙ্গ যেক্রপ মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ শিখরপরি-শোভিত কৈলাস পর্ব্বত সদৃশ মহাবলশালী হুর্ঘ্যোধনকে যুধবিহীন মাতঙ্গের ন্যায় সংগ্রামে আগমন করিতে দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। মহাবীর হুর্ঘ্যোধনও সিংহের ন্যায় নির্ভয় শরীরে অসঙ্কুচিত চিত্তে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ওখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর হুর্ঘ্যোধনকে গদা সমুদ্যত করিতে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে হুর্ঘ্যোধন ! রাজা হস্তরাষ্ট্র ও ভূমি তোমরা হস্তিনার আমাদিগের প্রতি যে সমুদয় অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই সমুদয় স্মরণ কর ; তুমি শকুনির বুদ্ধি প্রভাবে দ্যুতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজয়, সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীরে অপমান এবং নিরপরাধ পাণ্ডবদিগকে বিবিধ কষ্ট প্রদান করত যে পাপাচরণ করিয়াছ, এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার ফল লাভ করিবে। হে কুলনাশক পুরুষাধম ! তোমার নিমিত্তই আমাদিগের পিতামহ মহাযশা ভীষ্মদেব সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়া শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য বিনষ্ট হইয়াছেন। তোমার পাপাশ্রুতানেই তোমার সহোদরগণ, পুত্রগণ ও যুদ্ধবিশারদ অসংখ্য মহীপাল, বহুসংখ্যক সৈন্য এবং আমাদের এই বিবাহের মূলীভূত কারণ দুর্নতি শকুনি ও দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রাতিকারী

কৃতান্তভবনে গমন করিয়াছেন । এক্ষণে তুমি একাকী অবশিষ্ট আছ । আজি গদাঘাতে তোমাকেও নিপাতিত করিব, সন্দেহ নাই । আজি পাণ্ডবগণের কষ্ট এবং তোমার বিপুল গর্ক ও রাজ্যালাপ দূরীভূত হইবে ।

রাজা দুর্যোধন বৃকোদরের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, হে ভীষ্মেন ! অধিক বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন কি । অবিলম্বে আমার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হও । আজিই তোমার সংগ্রামবাসনা উচ্ছিন্ন করিব । আমি হিমালয় শিখরের ন্যায় গদা ধারণ পূর্বক সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছি । ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না । তুমি শরৎবালীন জলবিহীন জলদের ন্যায় আর বৃথা গর্জন করিও না । তোমার যতদূর বিক্রম আছে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকাশ কর । হে রাজন্ ! রাজা দুর্যোধন এই রূপ কহিলে, পাণ্ডব ও সহায়গণ তলরব দ্বারা মত্ত মাতঙ্গকে যেরূপ আনন্দিত করে, তদ্রূপ তাঁহার বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করত তাঁহাকে আনন্দিত করিলেন । তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মাতঙ্গগণ নিরন্তর বৃহিতধ্বনি ও তুরঙ্গগণ বারম্বার হেবারব করিতে লাগিল এবং বিজয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের অস্ত্র সকল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায় । ৩৫ ।

হে রাজন্ ! এইরূপে ঐ মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর গদাযুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে, পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ সকলেই উপবিষ্ট হইলেন । সেই সময় ভীষ্মদেব বলদেব শিষ্যদ্বয়ের সংগ্রাম বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন । পাণ্ডবগণ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া প্রীতমনে বাসুদেব সমভিব্যাহারে তাঁহাকে প্রভূদগমন পূর্বক যথাবিধি অর্চনা করত কহিলেন, হে মহাশয় ! আপনার শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধকৌশল নিরীক্ষণ করুন । ঐ সময় বলদেব বেশবসমবেত পাণ্ডবগণকে ও গদাধারা কুরুরাজ দুর্যোধনকে অবলোকন পূর্বক কহিলেন, হে বীরগণ ! আজি দ্বিচত্বারিংশ দিবস হইল, আমি তীর্থযাত্রা করিয়াছিলাম । আমি পুণ্যানন্দক্ষেত্রে গৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া শ্রবণায় প্রত্যাগমন করিয়াছি । এক্ষণে শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উহা দেখিবার নিমিত্ত এই স্থানে

সমাগত হইলাম । সেই সময় গদাযুদ্ধে সমুদ্রাত মহাবলশালী দুর্যোধন ও ভীমসেন বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র প্রীতিপ্রফুল্লচিত্ত হইয়া সান্তিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বলদেবকে আলিঙ্গন করিয়া স্বাগত ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । তৎপরে মহাবাহু ধনঞ্জয় ও হৃষীকেশ হৃষ্টমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন, নকুল ও সহদেব এবং দ্রোণদৌর পাঁচ পুত্র তাঁহাকে নমস্কার ও রাজ্য দুর্যোধন এবং বৃকোদর তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্বক কহিলেন, হে মহাবাহো ! আপনি এক্ষণে এই গদাযুদ্ধ অবলোকন করুন । তখন মহাবলশালী বলদেব পাণ্ডব ও সহায়গণকে আলিঙ্গন করিয়া অন্যান্য রাজগণকে যথাক্রমে সৎকার ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারাও তাঁহাকে অর্চনা ও অনাময়বাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন । অনন্তর বলদেব প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে বাহুবল ও সাত্যবির আলিঙ্গন এবং তাঁহাদের মন্তব্যপ্রণয় কথিয়া শুভ সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা ইন্দ্র ও উপেন্দ্র বেক্রপ প্রধাপতি ব্রহ্মাকে অর্চনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ হৃষ্টচিত্তে যথাবিধি তাঁহাকে পূজা করিলেন ।

ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির বোহিণীতনয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে রান ! এক্ষণে আপনি আমার ভ্রাতৃত্বস্নেহে গদাযুদ্ধ অবলোকন করুন । নীলাম্বরধারী ধনকায় বলদেব ধর্ম্মবাজের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক হৃষ্টচিত্তে সেই রাজগণমধ্যে উপবিষ্ট হইল । গগনমণ্ডলে নক্ষত্রগণ পরিবেষ্টিত পূর্ণ শশধরের ন্যায় অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিলেন । সেই সময় রাজা দুর্যোধন ও ভীমসেনের অতি ভীষণ গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইল ।

যট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায় । ৩৬ ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! পূর্বে কৌরব ও পাণ্ডবগণকে সংগ্রাম উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে, বলদেব কেশবকে আমন্ত্রণ পূর্বক আমি দুর্যোধনের বা পাণ্ডবগণের সহায়তা করিব না বলিয়া বনবাসগণের সহিত প্রস্থান করিয়াছিলেন । এক্ষণে তিনি কি জন্য বনস্থলে সমুপস্থিত হইলেন এবং কি প্রকারেই বা যুদ্ধ দর্শন করিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত আমার নিবট সবিহ্বরে বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! মহামতি পাণ্ডবগণ বিরাটভবনে অবস্থান পূৰ্বক বাসুদেবকে ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে প্রেরণ করিলে, মহাত্মা মধুসূদন প্রাণিগণের হিতসাধনার্থ সন্ধির উদ্দেশে অঙ্গিনীতনরকে বিশেষ-রূপে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু তৎকালে তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন । তখন পুরুষোদ্ভব বাসুদেব সন্ধিসংস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া হৃষ্যোধনের নিকট বিদায় গ্রহণ করত বিরাটনগরে প্রত্যাগমন পূৰ্বক পাণ্ডবগণকে কহিলেন যে, কৌরবগণ কালপ্রভাবে আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিল ; অতএব চল, আমরা এই পুষ্যা নক্ষত্রে সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত গমন করি ।

অনন্তর উভয় পক্ষের সৈন্য নির্দ্ধারিত হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত রোহিণীনন্দন বলদেব বাসুদেবকে কৌরবগণের সাহায্য করিতে অহরোধ করিলেন ; তিনি তাঁহার বাক্য রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না । তখন রোহিণীনন্দন সাতিশয় রোষপন্নবশ হইয়া যাদবগণ সমভিবাধারে সরস্বতী তীরে যাত্রা করিলেন । বলদেব তীর্থযাত্রা করিলে, শক্রনিপাতন ভোজ-রাজ কৃতবর্মা হৃষ্যোধনের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কৃষ্ণ সাত্যকির সহিত পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন পূৰ্বক পুষ্যানক্ষত্রযোগে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন ।

এ দিকে বলরাম গমন করিবার সময় পথিমধ্যে ভৃত্যগণকে কহিলেন, তোমরা সত্তরে অগ্নি, যাজক, স্তবর্ণ, রজত, ধেমু, বস্ত্র, অশ্ব, গজ, রথ, গর্দভ, উষ্ট্র এবং তীর্থযাত্রার উপযোগী পরিচ্ছদ ও বহুবিধ দ্রব্যস্বাত্ৰ জ্ঞানয়ন পূৰ্বক সারস্বত তীর্থাভিমুখে যাত্রা কর । মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব ভৃত্যগণকে এইরূপ অনুমতি করিয়া ঋত্বিক্, অন্যান্য ব্রাহ্মণ, স্ত্রোত্র, রথ, গজ, অশ্ব, কিস্কর এবং গো, গর্দভ ও উষ্ট্রসংযোজিত বহুবিধ যানে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সারস্বত তীর্থ সমস্ত পর্য্যটন করিতে লাগিলেন । পরিচারকগণ দেশে দেশে বুদ্ধ, শিশু ও পরিভ্রান্ত অর্থিগণকে প্রদান করিবার মানসে নানাবিধ দানোপযোগী দ্রব্যের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল । যে স্থানে যে ব্রাহ্মণ যে ভোজ্য দ্রব্য প্রার্থনা করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাহাই প্রদান করা হইল । ভৃত্যগণ মহাবল-শালী বলদেবের অনুমতিক্রমে স্থানে স্থানে অবস্থান পূৰ্বক রাশি রাশি ভক্ষ্য ও পানীয় আহরণ করিতে লাগিল । সুখাভিলাষী ব্রাহ্মণদিগকে মহাহুঁ বস্ত্র, পর্য্যাক ও আস্তরণ প্রদান করা হইল । গমনাকাঙ্ক্ষীর নিমিত্ত বান, তৃক্ষার্ণের নিমিত্ত পানীয়, বৃদ্ধজ্ঞেয় নিমিত্ত সুস্বাদু অন্ন এবং

রাশি রাশি বস্ত্র ও আভরণ সকল প্রস্তুত রহিল। ব্রাহ্মণ সা কএিয় মধ্যে যিনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রাপ্ত হইলেন। কেহই কৃত্রাপি গমন কিম্বা অবস্থান করিতে কষ্ট পাইলেন না। এইরূপে সেই তীর্থে গমনের পথ সকলেরই পক্ষে স্বর্গের ন্যায় সুখজনক হইয়া উঠিল। উহা বিপণী, আপণ, পণ্য দ্রব্য এবং বহুবিধ লতা, বৃক্ষ ও বিবিধ রত্নে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল। সংঘমী মহামতি বলদেব মহানন্দে সেই সমস্ত পুণ্য তীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞ-দক্ষিণা, হিরণ্ময় শৃঙ্গপরিশোভিত মহাহ' বস্ত্র সমাবৃত সহস্র সহস্র দুগ্ধবতী গাভী, নানাদেশসমুদ্ভূত অশ্ব, মণিপ্রবলাদি রত্ন, বিদুন্ধ স্বর্ণ, রৌপ্য, যান, দাস এবং লৌহ ও তাম্রময় ভাণ্ড সমুদয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহীপাল ! এইরূপে অপ্রতিমপ্রভাব রোহিণীতনয় বলদেব সারস্বত তীর্থে সমুদয়ে বিপুল ধন দান পূর্বক ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আপনি সারস্বত তীর্থে সমুদয়ের গুণ, উৎপত্তি, কর্ম ও ফল সমস্ত আদ্যোপাস্ত বর্ণন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাদিপ ! আপনি বিবিধ তীর্থে এবং সেই সকলের উৎপত্তি ও গুণ শ্রবণ করুন। পূর্বকালে তারাপতি শশধর যজ্ঞরোগাক্রান্ত ও সাতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া যে তীর্থে অবগাহন পূর্বক শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পুনরায় স্বীয় তেজ আধিকার করত সমুদয় বিশ্ব উদ্ভাসিত করিতেছেন, যজ্ঞপ্রবীর বলদেব সূহৃৎ ও ঋত্বিক্গণ সমভিব্যাহারে সেই সর্বোৎকৃষ্ট পবিত্র প্রভাস তীর্থে প্রস্থান করিলেন। ঐ তীর্থে ভগবান্ চন্দ্রকে প্রভাসিত করিয়াছিল বলিয়াই উহার নাম প্রভাস তীর্থে হইয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! ভগবান্ শশধর কি রূপে যজ্ঞরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং কি রূপেই বা প্রভাস তীর্থে অবগাহন পূর্বক শাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন ? আপনি সেই সমুদয় সবিস্তরে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাদিপ ! পূর্বে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় সপ্তবিংশতি কন্যা ভগবান্ চন্দ্রকে প্রদান করেন। ঐ কন্যা সমুদয়, নক্ষত্র ; তাঁহাদের দ্বারা লোকে কাল নিরূপণ করিয়া থাকে। ঐ সমুদয় অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন বিশালনয়না কন্যার মধ্যে রোহিণী

সৰ্বাপেক্ষা সুৰূপা ছিলেন । ভগবান্ শশাঙ্ক তাঁহারই প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাঁহারই মুহিত সৰ্বদা সুখসন্তোগ করিতেন । অন্যান্য দক্ষ-কন্যাগণ তদর্শনে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া সত্তরে দক্ষসমীপে গমন পূৰ্ব্বক কহিলেন, হে পিতঃ ! আমাদিগের প্রতি শশাঙ্কের আর কিছুমাত্র অনুরাগ নাই । তিনি সৰ্বদা রোহিণীর সহিত সুখসন্তোগ করিয়া কাল যাপন করেন । অতএব আমরা আপনার সন্নিধানে অবস্থিতি করত মিতাহারী হইয়া তপোমুষ্ঠান করিব । প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের এই বাক্য শ্রবণ করত শশাঙ্কসন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন, হে বৎস ! তুমি ভার্ঘ্যাগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর, নচেৎ তোমার নিতান্ত অধর্ম্ম হইবে । তৎপরে তিনি কন্যাগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, এক্ষণে তোমরা চক্রেয় সমীপে গমন কর ; তিনি আমার অমুগতি ও উপদেশ অনুসারে তোমাদিগের প্রতি তুল্যরূপ অমুরাগ প্রদর্শন করিবেন ।

অনন্তর দক্ষকন্যাগণ পিতার আদেশানুসারে পুনর্বার চক্রেয় ভবনে গমন করিলেন ; কিন্তু শশধর তাঁহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র অমুরাগ প্রদর্শন না করিয়া হৃষ্টচিত্তে রোহিণীরই সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন । তখন দক্ষকন্যাগণ পুনর্বার পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ ! শশাঙ্ক আপনার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন । আমাদিগের প্রতি তাঁহার আর কিছুমাত্র অমুরাগ নাই । অতএব আমরা এক্ষণে আপনার শুশ্রূষায় নিরত হইয়া আপনার নিকটেই কালাতিপাত করিব । প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় চক্রেয়সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বৎস ! তুমি ভার্ঘ্যাগণের প্রতি সমভাবে প্রীতি সন্দর্শন কর ; নতুবা নিশ্চয়ই আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিব । হে নরনাথ ! ভগবান্ চক্রে প্রজাপতি দক্ষের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রোহিণীর সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন ।

তখন দক্ষকন্যাগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় প্রজাপতি দক্ষের সন্নিধানে গমন করত তাঁহার চরণ বন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ ! আমাদিগের সহবাসে কিছুতেই চক্রেয় বাসনা নাই । আমাদিগের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহ নাই । আপনি বারংবার তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন ; কিন্তু তিনি আপনার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক রোহিণীর সহিত কালযাপন করিতেছেন । অতএব আপনি আমাদিগকে

রক্ষা ককন এবং বাহাতে শশধর আগাদিগের প্রতি অমুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহারও সমুপায় করিয়া দিন ।

সেই সময় প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক নিতান্ত কুপিত হইয়া চন্দ্রের নিমিত্ত যক্ষ্মার সৃষ্টি করিলেন । যক্ষ দক্ষ কর্তৃক সমুৎপন্ন হইয়া শশাঙ্কের শরীরে প্রবেশ করিল । ভগবান্ চন্দ্র সেই যক্ষরোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন । তিনি উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত যত্ন পূর্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ; কিন্তু কোনরূপেই ঐ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেন না । হে মহীপ ! এইরূপে ভগবান্ চন্দ্র দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলে, ওষধি সমুদয় নিস্তেজ, আশ্বাদ বিহীন ও উচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল । তন্নিবন্ধন লোক সমুদয় সাতিশয় ক্লশ ও সংশয়াপন্ন হইতে লাগিল ।

ঐ সময় দেবগণ চন্দ্রসন্নিধানে গমন পূর্বক কহিলেন, হে শশাঙ্ক ! তুমি কি জন্য দিন দিন এরূপ ক্ষীণ ও শোভাবিহীন হইয়াছ, তাহা আগাদিগের নিকট প্রকাশ কর । আমরা অবশ্যই উহার প্রতিকার করিব । তখন ভগবান্ চন্দ্র যে নিমিত্ত শাপগ্রস্ত ও যক্ষরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত দেবগণের নিকট বর্ণন করিলেন । দেবগণ চন্দ্রের মুখে তাহার ক্ষয়বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্বক প্রজাপতি দক্ষ সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্ ! আপনি প্রসন্ন হইয়া শশধরকে শাপ হইতে পরিত্রাণ করুন ! শশাঙ্ক নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছেন ; এক্ষণে উহার কলেবর অন্নমাত্রই অবশিষ্ট রহিয়াছে । উনি ক্ষীণ হওয়াতে ওষধি, লতা ও বহুবিধ বীজ বিনষ্ট হইতেছে । তন্নিবন্ধন আগাদিগের ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে । আমরা বিনষ্ট হইলে, এই জগৎ নিতান্ত বিফল হইবে । অতএব আপনি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া শশধরের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন ।

প্রজাপতি দক্ষ দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ ! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই মিথ্যা হইবার নহে । কিন্তু এক্ষণে আমি একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেছি, তদ্বারা শশাঙ্ক শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন । শশধর সারস্বত তীর্থে অবগাহন পূর্বক ভাৰ্য্যাগণের প্রতি প্রতিনিম্নত তুল্যরূপ অমুরাগ প্রদর্শন করুন, তাহা হইলে উনি নিশ্চয় পরিবর্তিত হইবেন । হে অমুরগণ ! আমার বাক্যানুসারে মাসমধ্যে পঞ্চদশ দিন চন্দ্রের নিত্য নিত্য ক্ষয় ও পঞ্চদশ দিন নিত্য নিত্য বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ।

এক্ষণে উনি পশ্চিম সাগরে গমন পূর্বক সরস্বতী ও সাগরসঙ্গমে দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করুন, তাহা হইলেই পুনর্বার পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন ।

হে রাজন্ ! সেই সময় ভগবান্ শশাঙ্ক প্রজাপতি দক্ষের আদেশার্হ-সারে অমাবস্যায় সরস্বতীতে গমন পূর্বক প্রতাসাধ্য তীর্থে অবগাহন করিয়া পুনর্বার পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎপরে সমুদয় লোক উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন । অনন্তর সুরগণ প্রতাসতীর্থে গমন করত শশধরকে সমভিব্যাহারে লইয়া দক্ষসম্মিথানে সমুপস্থিত হইলেন । মহর্ষি দক্ষ তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ পূর্বক বিদায় দিয়া প্রীতমনে চন্দ্রকে কহিলেন, বৎস ! তুমি স্বীয় ভাৰ্য্যাগণ ও ব্রাহ্মণদিগকে কোনক্রমে অনাদর করিও না ; দেবগণের সহিত স্ব গৃহে গমন পূর্বক আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর । তখন চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের নিকট বিদায় লইয়া আপনার আবাসে আগমন করিলেন । প্রজাগণও হৃষ্টান্তঃকরণে পূর্বের ন্যায় কাল হরণ করিতে লাগিল । হে নরাদিপ ! ভগবান্ চন্দ্র যেক্রমে শাপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতাস তীর্থ যেক্রমে সর্কশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাহা আত্মপূর্বিক সমস্ত বর্ণন করিলাম । ঐ তীর্থে ভগবান্ নিশানাথ প্রতি অমাবস্যায় স্নান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হন । উহা শশধরকে প্রভাসিত করিয়া থাকে বলিয়াই লোকमध्ये প্রতাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব চমবোত্তেদ তীর্থে গমন করিলেন । সেই স্থানে তিনি প্রভূত দান, যথাবিধি স্নান ও এক যামিনী বাপন পূর্বক তথা হইতে সত্বরে উদপান তীর্থে গমন করিলেন । হে মহীশ্বর ! সরস্বতী ঐ স্থানে অস্তঃসলিলা হইলেও সিদ্ধগণ মহান্ শ্রেয়োলাভ এবং ওষধি ও ভূমির স্নিগ্ধতা সন্দর্শন করিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে, ইহা অনায়াসে অবগত হইয়া থাকেন ।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায় । ৩৭ ।

হে নরনাথ ! হলায়ুধ, বলদেব মহাযশস্বী মহর্ষি ত্রিতের উদপান তীর্থে গমন পূর্বক তথায় স্নান, বিবিধ ধন দান ও দ্বিজগণের অর্চনা করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন । ধর্মপরায়ণ মহর্ষি ত্রিত ঐ তীর্থে অবস্থিতি করিতেন । তিনি কুপে অবস্থান করত সোমরস পান করিয়াছিলেন ।

তঁাহার ভ্রাতৃদ্বয় তঁাহাকে কূপে পরিত্যাগ পূর্বক আপনাদের আলয়ে গমন করিলে, মহাতপা ত্রিত তঁাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! উদগান তীর্থ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল ? মহর্ষি ত্রিত কি নিমিত্ত কূপমধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন ? তঁাহার ভ্রাতৃদ্বয় কি নিমিত্ত তঁাহাকে কূপমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় আবাসে গমন করিয়াছিলেন ? আর কি প্রকারেই বা মহাতপা ত্রিত যজ্ঞাস্থান পূর্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন ? যদি এই সমুদয় কথা শ্রবণ করিবার যোগ্য হয়, তবে বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! পূর্ব যুগে সূর্য্যসমভেদ্য মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন মহোদর ছিলেন । তঁাহাদের তিন জনকেই প্রজাপতির ন্যায় জ্ঞান হইত । তঁাহারা কেহই প্রজাবিহীন ছিলেন না । তঁাহারা বেদাধ্যয়ন ও তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন । তঁাহাদিগের পিতা ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ গোতম পুত্রগণের তপস্যা, নিয়ম ও দমণে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন । তিনি বহুকাল সুপুত্রগণের সৎকার্য্যজনিত আনন্দ অনুভব করিয়া দেবলোকে গমন করেন ।

মুনিবর গোতম কলেবর পরিত্যাগ করিলে, তঁাহার যজ্ঞমানগণ তঁাহার পুত্রগণকে অর্চনা করিতে লাগিলেন । গোতমের তিন পুত্রের মধ্যে মহামতি ত্রিত কর্ম্ম ও অধ্যয়নের গুণে সর্বাগ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠ ছিলেন । মহাভাগ মহর্ষিগণ ত্রিতের গুণসমূহ সন্দর্শন করিয়া মহাত্মা গোতমের ন্যায় তঁাহাকে অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

একদা একত ও দ্বিত উভয়ে যজ্ঞাস্থান ও ধননাভের নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, আমরা ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজ্ঞমানগণের নিকট বহুবিধ পশু প্রতিগ্রহ করিয়া মহাফল যজ্ঞের অমুষ্ঠান করত পরমানন্দে সোমরস পান করিব । তঁাহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ত্রিতের সহিত যজ্ঞমানগণদিগে গমন করিলেন এবং বিধানানুসারে যজ্ঞমানগণের যজ্ঞ সমাধান পূর্বক বিবিধ পশু প্রতিগ্রহ করিয়া পূর্বদিকে গমন করিতে লাগিলেন । ত্রিত পরম পরিতুষ্ট হইয়া সকলের অগ্রসর হইলেন এবং একত ও দ্বিত পশুগণকে পরিচালিত করত তঁাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন । ক্রমে শরীরী সমাগত হইল । তখন একত ও দ্বিত সেই অসংখ্য পশু দর্শন করত লোভপরবশ হইয়া কি প্রকারে এই সমুদয় গাভী আমরা উভয়ে লাভ করিব, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন । পরিশেষে সেই পাপপরায়ণ ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর যুক্তি

হির করিয়া কহিলেন, দেখ, ত্রিত যজ্ঞনিপুণ ও বেদবিশারদ । সে আগা-
দিগের অপেক্ষা বহুসংখ্যক গাভী প্রাপ্ত হইতে পারিবে ; অতএব চল,
আমরা গাভী সঞ্চালন পূর্বক প্রস্থান করি । ত্রিত যথা ইচ্ছা, গমন
করুক !

হে রাজন্ । এইরূপে তাঁহারা তিন জন গমন করিতেছেন, ইত্যাব-
সরে একটা বৃক তাঁহাদিগের সম্মুখানে উপস্থিত হইল । গোতমপুত্রগণ
যে পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উহার অনতিদূরে সরস্বতীর তীরে
একটা বৃহৎকূপ ছিল । মহামতি ত্রিত পথিমধ্যে বৃক সন্দর্শন করত নিতান্ত
ভীত হইয়া পলায়ন করিতে করিতে সেই সর্বভূতের ভয়াবহ ঘোরতর
কূপে নিপতিত হইলেন । তিনি সেই কূপমধ্যে নিপতিত হইয়া আত্মনাশ
করিতে লাগিলেন । ঐ শব্দ তাঁহার ভ্রাতৃঘরের বর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া
ছিল ; কিন্তু তাঁহারা ত্রিতকে কূপমধ্যে নিপতিত জানিয়াও বৃকভয় ও
পশুভয়জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।
এইরূপে মহাতপা ত্রিত ভ্রাতৃগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনাকে
নিরয়ে নিপতিত দৃষ্টির ন্যায় ঐ তৃণলতাপরিবৃত ধূলিসমাকীর্ণ নিষ্কল
কূপে নিপতিত অবলোকন করত চিন্তা করিতে লাগিলেন ; আমি এই
কূপে অবস্থিতি করিয়া কি প্রকারে সোমরস পান করিব । মহাতপা
ত্রিত এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, এক লতা সেই
কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে । তখন তিনি স্বগল ধ্যানপরায়ণ হইয়া
সেই ধূলিসমাকীর্ণ কূপ খনন পূর্বক সলিল উত্তোলন ও বহিস্স্থাপন করি-
লেন এবং আপনাকে হোতা, সেই লম্বমান লতাকে সোমলতা, প্রস্তর-
খণ্ডকে শরীরা এবং সলিলকে আজ্য কল্পনা করিয়া ঋক্, যজু ও সামবেদ
চিন্তা করত যজ্ঞাহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । তৎপরে তিনি দেবগণের নিমিত্ত
সোমরসের ভাগ কল্পনা করিয়া ঘোরতর শব্দে তাঁহাদিগকে আহ্বান
করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন মুনিবর ত্রিতের সেই শব্দ স্রবণোকে
প্রবিষ্ট হইল এবং তাহাতে স্রবণের মনেও ভয় সঞ্চার হইয়াছিল ; কিন্তু
তাঁহারা উহার কিছুমাত্র কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না । তখন
স্রবণরূপ বৃহস্পতি সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সমুদয় স্রবণকে সম্বোধন
পূর্বক কহিলেন, হে দেবগণ ! মহাতপা ত্রিত যজ্ঞ করিতে আরম্ভ
করিয়াছেন । তিনি জুহু হইলে অন্যান্য দেবগণের সৃষ্টি করিতে পারেন ।
অতএব আমাদের সকলেরই সেই স্থানে গমন করা কর্তব্য ; স্রবণ বৃহ-
স্পতির এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক সকলে মিলিত হইয়া তেজঃপুঞ্জকলবে

মহর্ষি জিতেন যজ্ঞস্থলে গমন পূর্বক তাঁহাকে সেই কূপমধ্যে যজ্ঞকার্যে দীক্ষিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আমরা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। তখন মহাতপা ত্রিত সুর-গণকে কহিলেন, হে দেবগণ! এই দেখুন, আমি অতি ভয়ঙ্কর কূপমধ্যে নিপতিত হইয়াছি; এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিধানানুসারে মন্ত্রপুত যজ্ঞভাগ প্রদান করিলেন। দেবগণও পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্ব স্ব যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করত ত্রিতকে অতিশ্রেষ্ঠ বর প্রদানে সমুদ্যত হইলেন। সেই সময় মহর্ষি ত্রিত দেবগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে দেবগণ! এই কূপ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। আর যে ব্যক্তি এই কূপোদক স্পর্শ করিবেন, তিনি যেন আপনাদিগের বরে সোমরসপায়ীর সঙ্গতি লাভ করিতে পারেন। দেবগণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক তথাস্ত বলিয়া তাঁহাকে অতিলবিত বর প্রদান করিলেন। দেবগণ বর প্রদান করিবারাত্র কূপমধ্যে তরঙ্গমালাসঙ্কুল সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইল। মহাতপা ত্রিত ঐ নদীপ্রভাবে উর্দ্ধে উৎক্লিষ্ট হইয়া দেবগণকে অভিবাদন করিলে, দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাতপস্বী ত্রিতও পরম পরিতুষ্ট হইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় আবাসে সমাগত হইয়া ব্রাহ্মণকে অবলোকন পূর্বক ক্রুদ্ধচিত্তে কহিলেন, তোমরা পশ্চলোভে আমাকে পরিত্যাগ পূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলে; অতএব আমি তোমাদিগকে শাপ প্রদান করিতেছি যে, তোমরা দংষ্ট্রামুখ ভীষণ বৃকরূপ ধারণ পূর্বক ইত্যন্ততঃ পরিত্রমণ কর। তোমাদিগের সন্তান সন্ততিও গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও বানর হইবে। মহাতপা ত্রিত এই বলিবারাত্র তাঁহার সত্যবাদিতাপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সেই ভাপসদৃশ বৃকরূপ ধারণ করিলেন।

হে রাজন! অমিতপরাক্রম বলদেব সেই পুণ্য তীর্থে কূপ সন্দর্শন পূর্বক উহার উদক স্পর্শ ও বারম্বার প্রার্থনা করত ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন দান করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায় । ৩৮ ।

হে রাজন! অনন্তর হল্যমুখ বলদেব বিনশন তীর্থে গমন করিলেন। তথায় সরস্বতী শূদ্র ও আভীহগণের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ সঙ্কীর্ণ

হইরাছেন । এই নিমিত্তই মহর্ষিগণ ঐ তীর্থে বিনশন বলিয়া থাকেন । মহাবল বলদেব ঐ তীর্থে স্নান করিয়া স্মৃত্তিক তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন । সেই তীর্থে ব্রাহ্মগণ সর্বদা অবস্থান ও প্রলম্বদন অঙ্গরোগণ নিরন্তর বিহার করেন এবং গন্ধর্ব ও সুরগণ প্রতিমাসে সেই স্থানে গমন করিয়া থাকেন । দেব ও পিতৃগণ সেই স্থানে সমবেত ও পবিত্র দিব্য কুসুম-লম্বে সমাকীর্ণ হইয়া আমোদ প্রমোদ করেন । সেই তীর্থে অঙ্গরোগণের আকীর্ণ জুনি বলিয়া স্মৃত্তিক নামে বিখ্যাত হইরাছে । মহামতি বলদেব ঐ তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মদিগকে প্রদত্ত ধন দান, নানাবিধ গীতবাদ্য শ্রবণ এবং দেব, গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণের ছায়া সন্দর্শন করিয়া গন্ধর্ব তীর্থে গমন করিলেন । তথায় বিদ্যাবল্লভভূতি মহাতপা গন্ধর্বগণ মনোরম নৃত্যগীত করিয়া থাকেন । মহামতি রোহিণীনন্দন সেই স্থানে ব্রাহ্মদিগকে ভোজন করাইয়া বহুল ধন, ছাগ, মেঘ, গো, খর, উষ্ট্র, কাঞ্চন ও রৌপ্য প্রদান পূর্বক তথা হইতে গমন করিলেন । গমনকালে ব্রাহ্মগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর বলদেব গর্গজ্যোত তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন । সেই স্থানে আশ্রিতহস্ত বৃদ্ধ গর্গ জ্ঞান ও কালের গতি, জ্যোতিঃপদার্থ সকলের ব্যতিক্রম এবং শুভ ও দাক্ষণ নিমিত্ত সমুদয় পরিজ্ঞাত হইরাছিলেন । এই জন্য তাঁহার নামান্তরসারেই ঐ তীর্থের নাম গর্গজ্যোত হইরাছে । ব্রত-পরায়ণ মহর্ষিগণ কালজ্ঞানের নিমিত্ত ঐ তীর্থে সর্বদা মহাতপা গর্গের আরাধনা করিয়া থাকেন । ষেতচন্দনচর্চিতকলেবর বলদেব তথায় মহর্ষিগণকে প্রদত্ত ধন দান ও বিপ্রগণকে বহুবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান পূর্বক শস্য তীর্থে গমন করিলেন । ঐ তীর্থে মহাত্মা রোহিণীনন্দন সর-স্বতীতীরে মহর্ষিগণনিবেদিত মহাশস্য নামে এক বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন । সেই বৃক্ষ ষেত পর্বতসন্নিভ ও সুরেকর ন্যায় সমুন্নত ; বিদ্যা-ধর, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ অন্য প্রকার আহার পরিত্যাগ পূর্বক ব্রত ও নিয়মাত্মক কর্তব্য নিষ্কিষ্টকালে ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ ও ঐ স্থলে পৃথক পৃথক হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন । মহাব্যগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া না । মহামতি রোহিণীনন্দন ঐ শস্য তীর্থে গাতী, বিবিধ ম্রিচিঙ্গ বসন এবং তাত্র ও লোহণর ভাণ্ডসমূহ প্রদান করিয়া ব্রাহ্মদিগকে পূজা ও তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করত পবিত্র ষেতবনে গমন করিলেন । তথায় তিনি বিবিধ বেশধারী মহর্ষিগণকে সন্দর্শন করিয়া উহার সলিলে অবগাহন পূর্বক ব্রাহ্মগণকে পূজা ও নানাবিধ

ভোগ্য দ্রব্য প্রদান করত সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে গমন করিতে লাগিলেন এবং ক্রিয়াক্রম করিয়া নাগবজ্র নামক তীর্থে উপনীত হইলেন। তথায় ভূজঙ্গাধিপতি বাসুকির বাসস্থান আছে। উহা বহুসংখ্যক সর্পে সমাকীর্ণ; কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র সর্পভয় নাই। সেই তীর্থে চতুর্দশ সহস্র মহর্ষি সর্পদা অবস্থিতি করিয়া থাকেন। অমরগণ তথায় আগমন পূর্বক ভূজঙ্গাধিপতি বাসুকিরে যথাবিধি অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। মহামতি রোহিণীনন্দন সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বহুবিধ রত্ন দান করিয়া পূর্ব দিকে গমন করিলেন। সেই স্থানে শত সহস্র সংখ্যক সুবিখ্যাত তীর্থ আছে। মহাত্মা বলদেব সেই সমুদ্র তীর্থে স্নান, মহর্ষিগণের ঐশ্বর্যভিক্ষে উপবাস, সংযম ও প্রচুর ধন দান করিলেন এবং তীর্থবাসী মহর্ষিগণকে অভিবাচন করিয়া তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। হে নরনাথ! মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণকে সন্দর্শন করিবার মানসে ঐ স্থান হইতে মারুতাহত বৃষ্টির ন্যায় পূর্বাভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। মহামতি বলদের সরস্বতীকে তথা হইতে পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত দেখিয়া সাতিশর বিন্ধ্যরাপন্ন হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহানদী সরস্বতী কি নিমিত্ত তথা হইতে পূর্বাভিমুখে গমন করিয়াছেন এবং কি নিমিত্তই বা রোহিণীনন্দন ঐ স্থানে বিন্ধ্যরাপন্ন হইলেন, তৎসমুদয় বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! পূর্বে লতায়ুগে নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে, তদ্রত্যা অসংখ্য মহর্ষি ঐ যজ্ঞে আগমন করিলেন এবং দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞস্থলে অবস্থিতি করিয়া যজ্ঞ সমাপনান্তে তীর্থ সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত সরস্বতীর দক্ষিণ কূলে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণের সংখ্যাবাহুল্যবশতঃ সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত তীর্থ সমুদয় নগরের ন্যায় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ তীর্থবাসমানসে সামন্ত পক্ষকের শেষ সীমা পর্যন্ত আশ্রয় করিলেন। তাঁহাদিগের আহুতি দান ও বেদাধ্যয়ন শব্দে দিক্ সমুদয় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। হত হতাশন সর্বস্থানে দেদীপ্যমান হওয়াতে সরস্বতী অতি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিলেন। বালিখিল্য, অম্বকুট, দন্তোলুখল, প্রসংখ্যান এবং সমীরণ, ভক্ষণ, জলাভার, পর্ণভোজন ও হৃদয়ে শয়ন প্রভৃতি বহুবিধ নিয়মধারী অন্যান্য ভাপসগণ, সুরগণ যেকুণ্ মন্দাকিনীর শোভা সম্পাদন করেন, সেইরূপ সরস্বতীর শোভা সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

অমন্তর যজ্ঞনিরত ব্রতধারী অন্যান্য মহর্ষিগণ সেই স্থানে আগমন করিলেন ; কিন্তু কিছুমাত্র স্থান পাইলেন না । তখন তাঁহারা তীর্থের শেষ সীমা পর্যন্ত যজ্ঞোপবীতপ্রমাণ ভূমি লইয়া তীর্থনির্মাণ পূর্বক হোমাদি বিবিধ কার্যের অনুষ্ঠান করত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি প্রকারে এই অল্পপ্রমাণ স্থানে আমাদের সমস্ত কার্য্য নির্বাহ হইবে । হে মহারাজ ! সেই সময় সরস্বতী মহর্ষিগণকে চিন্তাষিত দেখিয়া তাঁহাদিগের কার্য্যসাধনার্থ তথায় গমন ও দর্শন প্রদান করিলেন । হে রাজন্ ! মহানদী সরস্বতী এইরূপে মহর্ষিগণের আগমন চরিতার্থ করিয়া পুনর্বার পশ্চিমাভিমুখে নির্গত হইলেন । সরস্বতীর আগমনে ঐ স্থানে অসংখ্য জলস্থান হইল । তৎকালে মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের হিতসাধনার্থ ঐরূপ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করাতে ঐ জলস্থান সমুদ্র নৈমিষীয় বলিয়া বিখ্যাত হইরাছে ।

হে রাজন্ ! সেই স্থানে রোহিণীনন্দন বলদেব বহুবিধ জলস্থান এবং সরস্বতীর পূর্বাভিমুখে গমন অবলোকন করিয়া নিত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সেই তীর্থে বিধানাছুসারে অবগাহন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষ্য, ভোজ্য ও সুবর্ণাদি বিবিধ ধন প্রদান পূর্বক তথা হইতে সপ্ত সারস্বত তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন । সেই তীর্থ বদর, ইন্দ্রদ, কাশ্মর্য্য, অশ্বথ, বট, বিভীতক, কঙ্কোল, পলাশ, করীর, পীলু, কল্লমক, বিষ, আত্মাতক ও কষও প্রভৃতি সুবিধ বৃক্ষে এবং কদলী, পারিজাত ও মাধবী লতাবনে পরিশোভিত আছে । জলপারী, সমীরণভঙ্কক, ফলাহারী, পর্ণাশী, দন্তোলুখল ও অশ্বকুট প্রভৃতি বহুতর মুনিগণ সর্বদা তথায় অবস্থান করিতেছেন । ঐ স্থানে নিয়ত বেদপাঠ হইয়া থাকে । হিংসাধর্ম্ম পরিবর্জিত অসংখ্য লোক ঐ স্থানে বাস করেন । মক্ষগক নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ ঐ অসংখ্য যুগসমাকীর্ণ তীর্থে তপোহুষ্ঠান করিয়াছিলেন ।

—*—

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় । ৩৯ ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! সপ্ত সারস্বত তীর্থ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল ? মক্ষগক মুনি কে ? কি প্রকারে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন ? তাঁহার কি প্রকার নিয়ম ছিল এবং তিনি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ ও কি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ? তৎসমুদয় আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে সরনাথ ! সরস্বতীর সপ্ত শাখার এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । তেজস্বিগণ সরস্বতীকে বেষ্টিত স্থানে আস্থান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই স্থানেই প্রোভূত হইয়াছিলেন । তন্নিমিত্ত তাঁহার স্প্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওষবতী, স্তবেণু ও বিমলোদকা নামে সপ্ত শাখা বিখ্যাত হইয়াছে । সৰ্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা পুঙ্কর ভীথে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলে, দ্বিজগণ সেই বিস্তৃত যজ্ঞস্থলে পবিত্র বেদপাঠে নিযুক্ত ও অমরগণ বিবিধ কার্য্যে ব্যাপ্ত হইলেন । সেই যজ্ঞ ধর্ম্মার্থকুশল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিবারাত্র ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে নানাবিধ দ্রব্যজাত উপস্থিত হইতে লাগিল । গন্ধর্কগণ গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন । স্তমধুর বাদ্য সমূহ বাদিত হইতে লাগিল । মনুষ্যগণের কথা কি বলিব, দেবগণও সেই সৰ্বকামসম্পন্ন স্বজ সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট ও কিস্ময়াপন্ন হইলেন । হে মহারাজ ! এইরূপে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত ও পুরম পরিতুষ্ট হইলে, মহর্ষিগণ কহিলেন যে, সরিৎসরা সরস্বতী এই যজ্ঞে আবিস্তৃত হন নাই ; অতএব ইহা মহাশুণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না । তখন পিতামহ ব্রহ্মা মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ পূর্বক প্রীতমনে সরস্বতীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন । সরিৎসরা সরস্বতী যজ্ঞদীক্ষিত ভগবান্ পিতামহ কর্তৃক পুঙ্কর ভীর্থে সমাহৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন । মহর্ষিগণ তথায় সরস্বতীকে সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মাকে ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার মহাযজ্ঞের ভূয়সী প্রসংসা করিতে লাগিলেন । হে নরাদিপ ! সরিৎসরা সরস্বতী এইরূপে ভগবান্ পিতামহ কর্তৃক সমাহৃত হইয়া মহর্ষিগণকে সন্তুষ্ট করিবার বাসনার পুঙ্কর ভীর্থে আবিস্তৃত হইয়াছিলেন । সেই স্থানে তিনি স্প্রভা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ।

নৈমিষারণ্যে বহুসংখ্য স্বাধ্যায়নিরত তপস্বীর বাসস্থান ছিল । তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া বেদবিষয়ক বিবিধ বিচিত্র কথার আলোচনা করিতেন । সেই মহর্ষিগণ যজ্ঞকালে সরস্বতীকে স্মরণ করাতে, তিনি তাঁহাদিগের সাহায্য করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হন । সেই স্থানে সরস্বতী কাঞ্চনাক্ষী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । গর নামে এক নরপতি গর তীর্থে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক সরস্বতীকে আস্থান করাতে তিনি তথায় আগমন করিয়াছিলেন । গয়ের যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত মহর্ষিগণ তথায় সরস্বতীকে আগমন করিতে দেখিয়া বিশালা নামে প্রথিল করিয়াছেন । সু নিবর ঔদ্ধালকি কোশলার উত্তরভাগে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করেন । সেই যজ্ঞে বহুসংখ্যক মহর্ষি আগমন করিয়াছিলেন । ঔদালকি সরস্বতীকে স্মরণ করাত্তে তিনি তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিবার মানসে হিমালয়ের পার্শ্ব দেশ হইতে সেই স্থানে আগমন করেন । ঐ স্থানে তিগ্নি বঙ্কলাজিনবাসী মুনিগণ কর্তৃক মনোরমা নামে প্রথিত হইয়াছেন । কুরুরাজ কুরুক্ষেত্রে বজ্র করিয়াছিলেন । সরিষরা সরস্বতী ঐ যজ্ঞে মহাতপা বশিষ্ঠ কর্তৃক সমাহৃত হইয়া সেই পবিত্র স্থানে আগমন পূর্বক ওষধতী নাম ধারণ করেন । উনি বজ্রনিরত প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক গন্ধাধারে সমানীত হইয়া সুরেন্দ্র নামে এবং হিমালয়ে পিতামহ ব্রহ্মার কার্য্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়া বিমলোদকা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । হেরাজন্ ! যে স্থানে ঐ সাত নদী একত্র সমবেত হইয়াছে, তাহার নাম সপ্ত সারস্বত তীর্থ । আমি সেই সরস্বতীর সাত শাখার নাম ও পবিত্র সপ্ত সারস্বত তীর্থের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম ।

হে রাজন্ ! এক্ষণে কোমার ব্রহ্মচারী মহর্ষি মঙ্গলকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন । একদা ঐ মহর্ষি সরিষরা সরস্বতীর সলিলে অবগাহন করিয়া সেই স্থানে এক সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে দেখিতে পাইলেন । রমণী সেই সময় নিগম্বরী হইয়া সরস্বতীর নির্মল সলিলে স্নান করিতেছিল । তাহাকে দর্শন করিবামাত্র সেই সরস্বতীর সলিলে মহর্ষির রেত অগ্নিত হইয়া পড়িল । তখন তিনি এক কুস্তমধ্যে সেই রেত অবস্থাপন করিলেন । মঙ্গলকের রেত কুস্তমধ্যে অবস্থাপিত হইবামাত্র সপ্তবা বিভক্ত হইল । বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজাল, বায়ুরেতা ও বায়ুচক্র নামে সাত জন মহর্ষি ঐ রেতঃপ্রভাবে সেই কুস্তমধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই সাত জন মহর্ষি হইতেই বায়ু সমুদরের উৎপত্তি হইয়াছে ।

হে মহীপতে ! আপনি এক্ষণে মহাতপা মঙ্গলকের অন্য একটি ত্রি-লোকবিখ্যাত অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করুন । এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে যে, একদা ঐ মহর্ষির হস্ত কুশাণ্ড দ্বারা ক্ষত হইয়াছিল । ঐ ক্ষত হইতে শাকরসবিনির্গত হয় ; মহর্ষি তদর্শনে পরম আত্মাদিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । তাঁহার নৃত্যভাবে স্থাবর অঙ্গমাস্থক সমস্ত বস্তু বিমোহিত ও নিতাস্ত বিচলিত হইয়া উঠিল । সেই সময় ব্রহ্মাষ্টি দেব-গুণ মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেব সন্নিধানে গমন পূর্বক কহিলেন, হে তপস্বী ! মহর্ষি মঙ্গলক যেক্ষণে আর নৃত্য না করেন, আপনি তাহার উপায় করিয়া দিন ।

দেবাদিদেব রুদ্র দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাঁহাদিগের কার্য্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে মহর্ষি মৃক্শকের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে একান্ত পুলকিত দেখিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণ তপোধন ! এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছ ? তোমার এরূপ আনন্দের কারণ কি ? মহর্ষি মৃক্শক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! এই দেখুন, আমার হস্ত হইতে শাকরস বিনির্গত হইতেছে। এই জন্যই আমি মহানন্দে নৃত্য করিতেছি। তখন ভগবান্ রুদ্রদেব হাস্য করত সেই নিতান্ত আনন্দিত তপোধনকে কহিলেন, হে মহর্ষে ! আমি এমন ঘটনার কখনই বিশ্বাসপন্ন হই না ; করং তুমি ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর। ভগবান্ পুলপাণি এই বলিয়া নখাঘ্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র উহা হইতে তুষারধবল ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল। তদধর্শনে মহর্ষি মৃক্শক গাতিশয় লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞান করত তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন এবং বিশ্বরাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে ভগবন্ ! আমি ভগবান্ রুদ্রদেব অপেক্ষা অন্য কোন দেবতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি না। আপনিই এই সচরাচর জগতের একমাত্র গতি। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনিই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রলয়কালে এই সমুদয় বস্তুই আপনাতে লীন হইবে। হে ভগবন্ ! আমার কথা কি বলিব, দেবগণও আপনাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না। জগতে যে সমুদয় পদার্থ আছে, সেই সমুদয়ই আপনাতে নিরীকৃত হয়। আপনি বরদাতা ; ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনারই আরাধনা করিয়া থাকেন। আপনি দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবগণ আপনার অনুমতিক্রমে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং আপনার অনুগ্রহেই নির্ভরচিত্তে আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতেছেন। মহাতপা মৃক্শক দেবাদিদেব মহাদেবকে এইরূপ স্তুব করিয়া পুনর্বার কহিলেন, হে ভগবন্ ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ; আমি ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত দেখিয়া যে গর্ভ ও চপলতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই অপরাধে আমার যেন তপঃক্ষয় না হয়।

হে রাজন্ ! ভগবান্ রুদ্রদেব মহর্ষি মৃক্শকের বাক্য শ্রবণ পূর্বক পরম গ্লানিভূত হইয়া কহিলেন, হে বিপ্র ! আমার প্রসাদে তোমার তপস্য। সহস্র গুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে। এক্ষণে আমি তোমার সহিত নিমিত্ত এই আশ্রমে অবস্থান করিব। যে ব্যক্তি এই সপ্ত সারস্বত, তীর্থে আমার পূজা করিবে, তাহার উভয় লোকে কোন বস্তুই দুর্ভাগ্য হইবে

না এবং সে সারস্বত লোক লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই । হে মহারাজ ! গবনের ঐরূপে স্কন্ধার গর্ভে সমুৎপন্ন মহর্ষি-মঙ্গলকের চরিত্র আত্মপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম ।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায় । ৪০ ।

হে মহীপতে ! মহামতি বলদেব সেই সপ্ত সারস্বত তীর্থে মহর্ষি-মঙ্গলকের ঐতি ঐতি প্রদর্শন পূর্ব্বক আশ্রমবাসীগণকে পূজা ও ব্রাহ্মণ-গণকে ধন দান করিয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাত-সময়ে গাত্রোখান পূর্ব্বক তপোধনদত্ত পূজা গ্রহণ ও উদক স্পর্শ করত তাঁহাদিগের অমুমতিক্রমে তীর্থ পর্য্যটনার্থ বহির্গত হইলেন । অনন্তর তিনি ঐশন্য তীর্থে গমন করিলেন । ঐ তীর্থ কপালমোচন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে । পূর্ব্বের দ্বাদশরথি রাম এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে, সেই ছিন্ন মস্তক মহাতপা মহোদরের জজ্বার সংলগ্ন হইয়াছিল । মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে আগমন করিয়া সেই ছিন্ন মস্তক হইতে বিমুক্ত হইলেন । ঐ তীর্থে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তপোহু-ষ্ঠান করিয়াছিলেন । ঐ তীর্থে ঐ মহাত্মা দানবগণের সংগ্রাম বৃত্তান্ত চিন্তা করেন । ঐ স্থানে তাঁহার সমুদয় নীতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল । অমিতভেজা বলদেব ঐ ঐশন্য তীর্থে আগমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে ধন দান করিলেন ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! ঐ তীর্থের নাম কি নিমিত্ত কপালমোচন হইল ? মহর্ষি মহোদর কি প্রকারে ঐ তীর্থে জজ্বালগ্ন ছিন্ন মস্তক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ? আর কি কারণেই বা ছিন্ন মস্তক তাঁহার জজ্বার সংলগ্ন হইয়াছিল ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে ! পূর্ব্বের রঘুবংশাবতঃ রাজা রামচন্দ্র রাক্ষসগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেন । তিনি একদা জনস্থানে ধরধার ক্ষুরবারা এক ছুরায়া রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে, সেই মস্তক সহসা মহোদর নামক বনচারী-ব্রাহ্মণের উরুদেশে নিপতিত হইয়া অস্থিভেদ পূর্ব্বক সংলগ্ন হইল । সেই ছিন্ন মস্তক উরুদেশে সংলগ্ন হওয়াতে মহর্ষি মহোদরের দেবালম্ব বা তীর্থ পর্য্যটনে আর তাদৃশ ক্ষমতা থাকিল না । তাঁহার উরুদেশ হইতে নিরন্তর পুত্র নিঃসৃত হইতে লাগিল । তিনি তৎকালে

বেদনার নিতান্ত কাতর হইয়াও পাদচামে পৃথিবীস্থিত যাদতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ঋষিগণের সম্মিথানে সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন করিলেন । সেই মহর্ষি প্রায় সমুদয় তীর্থেই অবগাহন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কুত্ৰাপি মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই । পরিশেষে তিনি ঋষিগণের মুখে শ্রবণ করিলেন যে, সরস্বতীতে ঔশনস নামে এক অত্যাৎকৃষ্ট তীর্থ আছে । সেই তীর্থে সমুদয় পাপের শাস্তি এবং সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ।

হে রাজন্ ! মহাতপা মহোদর মুনিগণের এই রূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঔশনস তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া অবগাহন করিবামাত্র সেই জল্যাসংলগ্ন মস্তক ঝলিত হইয়া সলিলমধ্যে নিপতিত ও অদৃশ্য হইল । তখন মহর্ষি মহোদর নিশ্বাস, কৃতার্থ ও পরম সুখী হইয়া মহানন্দে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন । তথায় তিনি ঋষিগণের নিবট সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলে, তাঁহারা সকলে সেই ঔশনস তীর্থের কপালমোচন নাম প্রদান করিলেন । অনন্তর মহাতপা মহোদর পুনরায় সেই কপালমোচন তীর্থে গমন করিয়া তাহার জলপান পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়াছিলেন ।

হে নরনাথ ! বৃষ্ণিবংশাবতংস বলদেব সেই তীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে পূজা ও প্রভূত ধন দান করিয়া তাঁহাঙ্গিগের সহিত কুবজু তপোধনের অলম্বক আশ্রমে গমন করিলেন । তথায় আশ্রিবেণ অতি কঠোর তপোভূতান এবং মহাতপা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ঐ আশ্রম মুনি ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি । একদা তপোমুঠাননিবৃত্ত বৃদ্ধ দ্বিজবর কুবজু দেহভ্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বীয় পুত্রগণকে কহিলেন, হে পুত্রগণ ! ভোবরা প্রভূত সলিলসম্পন্ন তীর্থে আমাকে লইয়া চল । মহর্ষির পুত্রগণ বৃদ্ধ পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে তীর্থশত সমবেত ব্রাহ্মণ-সেবিত সরস্বতী তীরে উপনীত করিলে, মহর্ষি সেই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক তাহার গুণসমূহ চিন্তা করিয়া স্তম্ভচিন্তে পুত্রগণকে কহিলেন, হে পুত্রগণ ! যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তরভাগে অগাধ সলিলে অপকার্য্যে নিরত হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে পুনর্বার মৃত্যুব্রজণা ভোগ করিতে হয় না ।

হে রাজন্ ! ধর্ম্মগরায়ণ বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহন ও আচমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বহুল ধন প্রদান পূর্ব্বক যে স্থানে ভগবান্ ব্রহ্মা লোকালোক পক্ষত নির্মাণ, উগ্রতপা মহাযশা আশ্রিবেণ সিদ্ধি লাভ এবং সিদ্ধ-স্বীপ, ব্রাহ্মর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণও লাভ করিয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন ।

এক চত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪১ ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! ভগবান্ আষ্টিবেণ কি প্রকারে কঠোর তপোহুষ্ঠান এবং সিদ্ধহীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করুন । ঐ সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! সত্যযুগে আষ্টিবেণ নামে এক জন ব্রাহ্মণ ঔরুফুলে অবস্থান করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন । তিনি নিরন্তর অধ্যয়নে অমুরক্ত থাকিয়াও বিদ্যা ও বেদে পারদর্শী হইতে সমর্থ হইলেন না । তখন তিনি লাতিশয় হুঃখিত হইয়া সেই সরস্বতী তীরে তপোহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তপোবলে অবিলম্বে বিদ্বান্, বেদজ্ঞ ও সিদ্ধ হইয়া সেই তীরে এই তিন বর প্রদান করিলেন যে, আজি অবধি যে ব্যক্তি এই তীরে অবগাহন করিবেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবেন ; অদ্যাবধি এই তীরে হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিবে না ; আজি হইতে এই স্থানে লোকে অন্ন সময়মধ্যে সমরিক ফল লাভে অধিকারী হইবে । তেজঃপুঞ্জ কলেবর আষ্টিবেণ এই বলিয়া দেবলোকে গমন করিলেন । হে মহারাজ ! ভগবান্ আষ্টিবেণ এইরূপে সেই স্থানে নিজ্জিলাভ করিয়াছিলেন ।

সেই তীরে প্রবলপ্রতাপ সিদ্ধহীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ইহারা তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । পূর্বকালে গাধি নামে এক ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত লোকবিখ্যাত মহাবোণী নরপতি ছিলেন । প্রতাপবান্ বিশ্বামিত্র তাঁহারই ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করেন । মহারাজ গাধি কলেবর পরিত্যাগ করিবার মানসে স্বীয় পুত্রের প্রতি সাম্রাজ্যভার সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্বক কহিল, হে মহারাজ ! আপনি পরলোকে গমন করিবেন না, ইহলোকে অবস্থান করিয়া আমাদের ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন । রাজর্ষি প্রজাগণের এই কথা শ্রবণ পূর্বক তাহাদিগকে কহিলেন, আমার পুত্র সমস্ত পৃথিবী রক্ষা করিবে । মহামতি গাধি এই কথা বলিয়া বিশ্বামিত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন । বিশ্বামিত্র পিতার পরলোক গমনানন্তর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন । কিন্তু বহু যত্নসহকারেও সূচাক্ষরূপে পৃথিবীরক্ষার সমর্থ হইলেন না । পরিশেষে তিনি ব্রাহ্মসৈন্য ভর্য্য-বৃত্তান্ত শ্রবণ করত চতুর্দিকী সেনা সমভিযাহারে নগর হইতে বহির্গত

হইয়া বহুদূর অতিক্রম করত মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন । সেই স্থানে তাঁহার সৈন্যগণ বহুবিধ গৃহ নির্মাণ/করাতে সেই মহাবন ভগ্ন হইতে লাগিল । তদর্শনে ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ সাতিশয় রোষ-পরবশ হইয়া স্বীয় হোমধেতুকে অসংখ্য ঘোরদর্শন শবরের সৃষ্টি করিতে অহুমতি করিলেন । ধেতু বশিষ্ঠের আদেশানুসারে ভীষণাকার শবর সমুদায়ের সৃষ্টি করিলেন । শবরগণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে, তাহারা দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । তদর্শনে গাধিতনয় বিশ্বামিত্র তপস্যাই পরম ধন বিবেচনা করত তপোমুঠানে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সংস্রবীকৃত সমাহিত হইয়া উপবাস, জলপান, পর্ণাহার, বায়ু ভক্ষণ ও সৃষ্টিতে শয়ন প্রভৃতি কঠোর নিয়ম সমূহ দ্বারা কলেবর ক্ষীণ করিতে লাগিলেন । অমরগণ তাঁহার সমাধিতত্ত্ব করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বৃদ্ধি বিচলিত হইল না । গাধিতনয় পরম যত্নসহকারে কঠোর তপস্যার অহুষ্ঠান করিয়া দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিলেন । অনন্তর সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের তপোবলে তাঁহার সমীপে আগমন পূর্বক তাঁহাকে বর প্রদান করিতে সমুদাত হইলেন । তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে ভগবন্ ! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করুন । ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা গাধিতনয় বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা শ্রবণ পূর্বক তৎপাশ্বে বসিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন । এইরূপে মহাতপা বিশ্বামিত্র অপ্রতিহত দৈবশক্তি প্রভাবে সরস্বতীর সেই তীরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া-ছিগেন ।

হে রাজন্ ! মহামতি বলরাম সেই তীরে ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে অসংখ্য পরস্বিনী ধেতু, বান, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য ও পানীয় প্রদান পূর্বক মহর্ষি বকের আশ্রমে গমন করিলেন । মহামতি দলভনন্দন তথায় কঠোর তপোমুঠান করিয়াছিলেন ।

—*—

দ্বিচত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪২।

হে রাজন্ ! এইরূপে মহাবলশালী বলদেব বেদধ্বনিনির্দীপিত মহাতপা বকের আশ্রমে উপনীত হইলেন ! মহর্ষি বক সাতিশয় রোষ-

পরবশ হইয়া সেই স্থানে অতি কঠোর তপোমুষ্ঠান পূর্বক স্বীয় কলেবর ক্ষীণ করিয়া হতাশ জন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আহতি প্রদান করেন । পূর্বে নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অমুষ্ঠানকালে বিশ্বামিত্র যজ্ঞাবসানে মহর্ষিগণ পাঞ্চালাধিপতির সন্নিধানে গমন পূর্বক হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ একবিংশতি গোবৎস দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন । সেই সময় মহাতপা বক তাঁহাদিগের পশুর অভাব দেখিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! তোমরা আমার এই সমুদয় পশু গ্রহণ পূর্বক বিভাগ করিয়া লও । আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে পশু প্রার্থনা করিব । মহর্ষি বক এই বলিয়া ঋষিগণকে পশু প্রদান করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে আগমন পূর্বক পশু প্রার্থনা করিলেন । কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র মুনিবর বকের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সান্তি-শয় জুড় হইলেন এবং কতকগুলি গাভী বদৃচ্ছাক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণধর্ম ! তুমি অবিলম্বে এই সমুদয় পশু লইয়া গমন কর । ধর্মপরায়ণ মহাতপা বক ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভামধ্যে আমার প্রতি অতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিল, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া জুড়চিন্তে বিচিত্রবীৰ্য্যপুত্রের সংহারার্থ সমুদ্যত হইলেন এবং সরস্বতী তীরে নিয়ম অবলম্বন পূর্বক অগ্নি প্রজ্জালিত ও সেই সমুদয় মৃতপশুর মাংস গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয়বাসনায় হোম করিতে লাগিলেন ।

মহর্ষি বক এইরূপ যজ্ঞামুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয় হইতে লাগিল । সেই সময় রাজ্য অশ্বিকানন্দন আপনার রাজ্য পরশুছিন্ন নিবিড় কাননের ন্যায় ক্ষীণ হইতে অবলোকন করিয়া নিতান্ত চিন্তিত হইলেন । ঐ সময় তিনি ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই দুর্নিমিত্ত শাস্তি করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । তাঁহার রাজ্য প্রতিনিয়ত ক্ষীণ হইতে লাগিল । তখন রাজা ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন । পরিশেষে বিচিত্রবীৰ্য্যতনয় ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যক্ষয় উপায়ান্তর না পাইয়া সভাসদগণকে আহ্বান পূর্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন । তাঁহার কহিলেন, হে কুরুরাজ ! আপনি মহর্ষি বককে মৃত পশু প্রদান পূর্বক প্রতারণা করিয়াছিলেন । এক্ষণে সেই মহর্ষি-শাস্তিশয় বোধপরবশ হইয়া আপনার রাজ্যক্ষয়ার্থ সেই মৃত পশুর মাংস-

দ্বারা হোম করিতেছেন। তাঁহার তপোবলেই আপনার এইরূপ রাজ্য-
কর হইতেছে, অতএব আপনি দ্বারা সরস্বতী তীর্থে গমন পূর্বক
তাঁহাকে প্রসন্ন করুন।

তখন রাজা দ্বতরাষ্ট্র সভাসদগণের বাক্য শ্রবণ করত সরস্বতী তীর্থে
সমুপস্থিত হইয়া মহর্ষি বকের চরণে প্রণিপাত পূর্বক কৃতান্তলিপুটে কহি-
লেন, হে ভগবন্। আমি নিতান্ত দীন, পুত্র ও মোহাক্ষ; অতএব
আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। এক্ষণে
আপনিই আমার গতি। তখন মহর্ষি বক রাজা দ্বতরাষ্ট্রকে শোকাকুলিত
চিত্তে সেই প্রকার অমুতাপ ও বিলাপ করিতে দেখিয়া সাতিশর দর্শাপর-
বশ হইলেন এবং ক্রোধ সঞ্চার পূর্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার
ব্রাহ্ম্য উৎপাত শাস্তির নিমিত্ত পুনর্বার হত্যাশনে আশ্রিত প্রদান করিতে
আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি বিচিত্রবীৰ্য্যভনয়ের রাজ্যে বিদ্রম নিবারণ
করিয়া তাঁহার নিকট বিবিধ পশু গ্রহণ পূর্বক হস্তান্তরকরণে পুনরায়
নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা দ্বতরাষ্ট্রও প্রসন্ন
মনে স্থির নগরে আগমন করিলেন।

হে রাজন্! সেই তীর্থে উদার বুদ্ধিসম্পন্ন সুরাচার্য্য বৃহস্পতি অসুর-
গণের নিধন ও সুরগণের হিতসাধনার্থ যজ্ঞাস্থতান করিয়া মাংস দ্বারা
হোম করিয়াছিলেন। অসুরগণ সেই যজ্ঞের প্রভাবে সংগ্রামে দেব-
গণের নিকট পরাজিত ও নিহত হইয়াছে। মহাবল পরাক্রান্ত বলরাম
ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি হস্তী, অশ্ব, অশ্বতরীযুক্ত রথ, মহামূল্য
রত্ন ও প্রচুর ধান্য প্রদান করিয়া যাত্রাত তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ
স্থানে সরিষরা সরস্বতী নহবতনর রাজা যযাতির যজ্ঞে আবিভূত হইয়া
ব্রাহ্মণগণকে বাসনামুরূপ দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে
মৃত ও হৃৎকের প্রবাহ প্রবাহিত হইরাছিল। রাজা যযাতি ঐ স্থানে
যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়া প্রীতমনে উর্দ্ধে গমন ও গদগতি লাভ করেন।
উদারস্বভাব মহারাজ যযাতি আর একবার ঐ স্থানে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা-
সহকারে যজ্ঞাস্থতান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সরিষরা সরস্বতী ব্রাহ্মণ-
গণকে অভিলাষামুরূপ দ্রব্যজাত প্রদান করেন। আহুত ব্যক্তিগণ যিনি
যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানেই স্রোতস্বতী সরস্বতীর
কূপায় বড় রসসম্পন্ন স্বস্বাদু পান, ভোজন ও বহুবিধ ধন লাভ করিয়া ঐ
সমস্ত রাজ্যারই দান বিবেচনা করত হৃষ্টচিত্তে তাঁহারে স্তব ও আশীর্বাদ
করিয়াছিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যাগণ রাজা যযাতির সেই যজ্ঞব্যাপার

সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইরাছিলেন । হে রাজন্ ! অকস্মতঃ দানবীল বলদেব তৎ হইতে মহাবেগগামী বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থে গমন করিলেন ।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় । ৪৩ ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! কি নিমিত্ত বশিষ্ঠাপবাহের প্রবাহ অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল ? কি নিমিত্ত সরিষরা সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন ? আর কি জন্যই বা বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের বৈরভাব উপস্থিত হইয়াছিল ? সেই সমস্ত বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! মহাতপা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই উভয়ের তপঃস্পর্ধাপ্রযুক্তই সাতিশর বৈরভাব সংঘটিত হইয়াছিল । স্বাগুতীর্থের পূর্বস্থান মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল এবং ঐ তীর্থের পশ্চিমকূলে অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মহাতপা বিশ্বামিত্র বাস করিতেন । ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি কঠোর তপোমুঠান করিয়া সরস্বতীকে পূজা করত ঐ তীর্থ সংস্থাপন করেন । এই নিমিত্ত উহা স্বাগু তীর্থ নামে অভিহিত হইয়াছে । ঐ তীর্থে দেবগণ কার্ত্তিকেরকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । ঐ তীর্থে মহাতপা বিশ্বামিত্র স্বীয় উগ্র তপোবলে বশিষ্ঠকে যেরূপে আপনার আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ।

মহাতপা বশিষ্ঠদেব ও বিশ্বামিত্র উভয়ে অবিরত তপঃস্পর্ধা করিতেন । একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের তেজঃপ্রভাব সন্দর্শন করত সাতিশর সন্তপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি মহানদী সরস্বতীকে জপপরায়ণ হিজসত্তম মহামুনি বশিষ্ঠকে আমার সরিষানে আনয়ন করিতে অশুমতি করি । সরস্বতী স্বীয় বেগবলে মহর্ষি বশিষ্ঠকে এই স্থানে আনয়ন করিলে, আমি উহাকে সংহার করিব । গাধিতনয় বিশ্বামিত্র এইরূপ স্থির করিয়া ক্রোধকষায়িত লোচনে সরস্বতীকে স্রবণ করিলেন । সরিষরা সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রোধনস্বভাব ও মহাতেজ বলিয়া হুরিজাত ছিলেন ; সূতরাং তাঁহার স্রবণে পতিপুত্রবিহীন সামান্য রমণীর ন্যায় নিতান্ত হুঃখিত ও একান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কম্পিত কলরয়ে, কৃতান্তমুণ্ডিপুটে তাঁহার সরিষানে গমন পূর্বক কহিলেন, হে তপোধন ! এক্ষণে

আমি আপনাকে কি কার্য সম্পাদন করিব, অনুমতি করুন । তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র কোষভরে তাঁহাকে কহিলেন, হে সরস্বতি ! তুমি শীঘ্র বশিষ্ঠকে এই স্থানে আনয়ন কর । আজি আমি তাহাকে সংহার করিব । মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ভীত ও ব্যগিত হইয়া মারুতাহত লতার ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন । মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, তুমি নির্ভরতিতে অবিলম্বে বশিষ্ঠকে আমার সন্নিধানে আনয়ন কর । তখন মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রের পাপচিকীর্ষা ও বশিষ্ঠের নিরুপম প্রভাব চিন্তা করিয়া উভয়ের শাপভরে সাতিশয় ভীত হইয়া বশিষ্ঠের সমীপে আগমন পূর্বক কম্পিত কলেবরে বিশ্বামিত্রের অনুমতি নিবেদন করিলেন । মহামুনি বশিষ্ঠদেব সরিৎস্রা সরস্বতীকে নিতান্ত ক্লশ, বিবর্ণ ও চিন্তিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে সরস্বতি ! তোমার আর চিন্তার প্রয়োজন নাই, তুমি সত্ত্বের আমাদের বিশ্বামিত্রের সমীপে লইয়া চল । নতুবা গান্ধিতনয় বিশ্বামিত্র তোমাকে শাপ প্রদান করিবেন । তখন মহানদী সরস্বতী রূপাপন্নবশ মহামুনি বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি, মহাতপা বশিষ্ঠ সর্বদাই আমার প্রতি রূপা প্রদর্শন করিয়া থাকেন ; অতএব উহার হিতসাধন করা আমার সর্বতোভাবে বিধেয় । মহানদী সরস্বতী এইরূপ চিন্তা করত স্বীয় কূলে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে জপকার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া এই প্রকৃত অবগত বিবেচনা করত স্বীয় বেগপ্রভাবে কূল বিপাটন পূর্বক তাঁহার নিকট লইয়া চলিলেন ।

মহামুনি বশিষ্ঠ সরস্বতীর বেগে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, হে সরস্বতি ! তুমি মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ । তোমার সলিলে চরাচর বিশ্ব পরিবাপ্ত রহিয়াছে । তুমিই গগনমণ্ডলে অবস্থিতি করত মেঘমণ্ডলে জলপ্রদান করিয়া থাক ; সেই জল পুনর্বার তোমাতেই আগমন করে । তুমিই পুষ্পি, তুমিই ছাতি, তুমিই কীর্তি, তুমিই সিদ্ধি, তুমিই বৃদ্ধি, তুমিই উমা, তুমিই বাণী এবং তুমিই স্বাহা । এই বিশ্ব তোমারই আরম্ভ । তুমি স্মৃতা, মধ্যমা, বৈখরী ও পশ্যন্তী এই চারিরূপে বিভক্ত হইয়া সর্বভূতে বিদ্যমান রহিয়াছ ।

হে মহীশূর ! সরিৎস্রা সরস্বতী মহাতপা বশিষ্ঠদেবকর্তৃক এইরূপ স্তবমান হইয়া মহাবেগে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের সন্নিধানে উপনীত করত

গাধিতনয়কে পুনঃপুনঃ বশিষ্ঠের আগমনবার্তা নিবেদন করিলেন। মহাতপা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে সমানীত অবলোকন করিয়া রোষভরে তাঁহার সংহারবাদনার অজ্ঞ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্রহ্মহত্যাভয়ে ভীত হইয়া চিত্তা করিলেন, এক্ষণে বিশ্বামিত্রের বাক্য রক্ষা করা হইয়াছে; অতএব এক্ষণে বশিষ্ঠকে লইয়া গমন করি। সরিষরা সরস্বতী মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া পুনর্বার বশিষ্ঠকে পূর্বকূলে সমানীত করিলেন। গাধিতনয় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে অপবাহিত ও আপনাকে প্রবঞ্চিত দেখিয়া রোষভরে সরস্বতীকে কহিলেন, হে সরস্বতি! তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করিলে; অতএব আজি হইতে রাক্ষসগণের আনন্দজনক শোণিত-প্রবাহ বহন কর।

হে মহারাজ! মহর্ষি বিশ্বামিত্র সরস্বতীকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, তিনি শোণিতমিশ্রিত সলিল বহন করিতে লাগিলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণ সরস্বতীকে তদবস্থাপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত হুঃখিত হইলেন। এক বৎসর পরে সরস্বতী পুনর্বার আত্মরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! এইরূপে ঐ তীর্থে মহাতপা বশিষ্ঠ সরস্বতীর প্রবাহে প্রবাহিত হওয়াতে উহা অবনীমণ্ডলে বশিষ্ঠাপবাহ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

—*—

চতুশ্চত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪৪ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সরিৎপ্রধানা সরস্বতী ক্রোধাক্রান্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শাপপ্রভাবে সেই পবিত্র তীর্থে শোণিতধারা প্রবাহিত করিলে, রাক্ষসগণ সেই স্থানে সমাগত হইয়া পদম স্নেহে সেই শোণিতপান করত পরিতৃপ্ত হইয়া কখন হাস্য ও কখন নৃত্য করিতে লাগিল। হে রাজন্! কিয়ৎকাল পরে কতিপয় মহর্ষি তীর্থপর্যটনক্রমে সরস্বতীতে আগমন করিলেন এবং সরস্বতীর অন্যান্য সমুদয় তীর্থে অবগাহন পূর্বক পরিশেষে সেই শোণিতধারাপ্রবাহী-তীর্থে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে তাঁহার সরস্বতীর সলিল শোণিতপরিপ্লুত ও বহু-সংখ্যক রাক্ষসগণ কর্তৃক অবিরত পীড়মান অবলোকন করিয়া মহানদী সরস্বতীর পরিভ্রাণবাদনার তাঁহাকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, হে কম্পাণি! তোমার এই তীর্থ কি জন্য এইরূপ শোণিতময় হইয়াছে?

ইহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিত্য কৌতুহল জন্মিয়াছে । মহানদী সরস্বতী মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ পূর্বক কস্মিন কালেবরে তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । তখন মহামুনিগণ সরস্বতীকে একান্ত হুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, হে ভদ্রে ! আমরা তোমার অভিশাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম ; এক্ষণে আমরা সকলেই তোমার শাপ শক্তি করিবার নিমিত্ত যত্নবানু হইব ।

হে রাজন্ ! তাপসগণ সরস্বতীকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাকে শাপ দ্বিতে বিমুক্ত করিবার মানসে পরামর্শ করিলেন এবং অতি কঠোর তপোহুষ্ঠান পূর্বক বিবিধ নিয়ম ও উপবাস দ্বারা অচিরকাল মধ্যে জগৎপতি পশুপতিকে প্রসন্ন করিয়া পবিত্র নদীর শাপশাস্তি করিয়া দিলেন । ঐ সময় রাক্ষসগণ মহর্ষিগণের তপঃপ্রভাবে সরস্বতীকে পূর্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ ও প্রসন্ন সলিলসম্পন্ন দেখিয়া সন্তরে তাঁহাদিগের শরণাগত এবং ক্ষুদ্র নিত্য কাতর হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে সেই সমুদ্র কৃপাপরতন্ত্র মহর্ষিগণকে বারম্বার কহিতে লাগিলেন, হে মহর্ষিগণ ! আমরা শাপত ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি ; কিন্তু আমরা স্বেচ্ছাক্রমে পাপাহুষ্ঠান করি না । আপনাদিগের অপ্রেসন্নতানিবন্ধনই আমাদিগের শাপ বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা ব্রহ্মবাক্স হইয়াছি । রমণীগণ যেকণ স্বভাবসিদ্ধ কামপরবশ হইয়া যোনিদোষকৃত পাপে লিপ্ত হয়, সেইরূপ আমরাও নৈসর্গিক ক্ষুদ্র নিত্য কাতর হইয়া বহুবিধ পাপে লিপ্ত হইয়া থাকি । ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণগণের প্রতি ঘেব এবং ঋত্বিক, গুরু ও বৃদ্ধ লোকদিগকে অবজ্ঞা করে, তাহারাও রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয় । হে বিজয়ন্তমগণ ! আপনারা সমুদ্র প্রাণীকেই উদ্ধার করিতে পারেন ; অতএব আমাদিগকেও উদ্ধার করুন ।

হে নরনাথ ! মহর্ষিগণ রাক্ষসগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হর্ষাবিষ্টচিত্তে তাঁহাদিগের পরিত্রাণার্থ সরস্বতীকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন যে, এই স্থানে যে অন্ন কীটবৃক্ষ, উচ্ছিষ্ট, হিজা ও কেশ-দূষিত, অশুভ্রাজ্যতিস্পৃষ্ট, পুত্তিগন্ধোপহত ও অশ্রুজলমিশ্রিত হইবে, রাক্ষসগণ তাহা অধিকার করিবে ; অতএব বিবেচক ব্যক্তিগণ পরম যত্ন সহকারে উক্ত প্রকার অন্ন পরিভোগ করিবেন । যে ব্যক্তি এইরূপ দূষিত অন্ন ভোজন করিবেন, তাহার রাক্ষসায় ভক্ষণ করা হইবে । তাপসগণ এইরূপে রাক্ষসগণের ভোজন নির্দেশ করিয়া উপস্থিত নিশ্চরকণকে পরিত্রাণ করিবার মানসে সরস্বতীকে অহরোধ করিলেন । তখন

সরিষা সত্যতী মহর্ষিগণের বাক্যানুসারে অগ্নির শাখা ব্রহ্মহত্যাপাপ-
জানিন্দী অরুণা নদীতে সেই ব্রহ্মহত্যাপাপের প্রবাহিত করিলেন। ব্রহ্মহত্যাপাপ
নদীতে অবগাহন ও কলেশ্বর পরিভ্রমণ পূর্বক দেবলোকে গমন করিল।
কিয়ংকাল পরে দেবরাজ ইন্দ্র ও বৃহত্ত পরিভ্রমণ হইয়া এই তীর্থে গমন
করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অনন্তর কহিলেন, হে ভগোদন! দেবরাজ ইন্দ্র কি কারণে ব্রহ্ম-
হত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন? এবং কি প্রকারেই বা এই তীর্থে অব-
গাহন পূর্বক সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন?

ঐশ্বর্য্যপায়ন কহিলেন, হে রাজন! পূর্বকালে ত্রিশাধিপতি ইন্দ্র
কানবাধিপতি নমুচির সহিত নিম্ন সংস্থাপন পূর্বক উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া
ব্রহ্মহত্যাপাপকে লিপ্ত হন। আসনি সেই বৃহত্ত আদ্যোপাত্ত প্রবণ
করন। একদা কানবাধিপতি নমুচি পুরন্দরের ভয়ে গাভিশর ভীত হইয়া
স্বর্গারক্ষিমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তদবসরে দেবরাজ তাহার সহিত সংস্থাপন
করিয়া কহিলেন, হে সখ্যে! আমি সত্যই কহিতেছি যে,
দিবসে কিবা রজনীতে তোমাকে সংহার করিব না এবং অর্জ্জু বা তদ্ব-
ন্ত বারা তোমার নিধনে প্রকৃত হইব না।

হে রাজন! অনন্তর একদা নীহারজালে চতুর্দিক সমাজিত হইলে,
অরুণা ইন্দ্র নলিনকে দ্বারা নমুচির মস্তক ছেদন করিলেন। সেই
হিন্ন মস্তক "রে পাশাশ্রম! তুই নিজকে সংহার করিনি" এই বলিয়া
পুরন্দরের পক্ষাৎ পক্ষাৎ ধাবমান হইল। অরুণা ইন্দ্র সেই হিন্ন মস্তক
হইতে পুনঃপুনঃ এইরূপ শব্দ নির্গত হইতেছে, শ্রবণ করিয়া, মস্তকটিতে
পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে গমন পূর্বক সমুদয় বৃহত্ত নিবেদন করিলেন।
সেই সময় ত্রিলোকজ্ঞ কখনোনি তাহাকে কহিলেন, হে দেবরাজ!
তুমি অরুণাতীর্থে বখাধিবি বজ্রাঙ্কুশ করিয়া গমন কর, তাহা হইলেই
তোমার মস্তক পাপ বিনষ্ট হইবে। মহর্ষিগণ এই তীর্থে অতিশয় পবিত্র
করিয়াছেন। উহার ঐ স্থানে আবির্ভাব বিভ্রান্ত নিগূঢ় ছিল; কিন্তু
মহামনী সত্যতী বীর নলিন দ্বারা উহাকে প্রাণিত করেন। হে পুরন্দর!
এ অরুণাসত্যতীসদৃশ তীর্থ আতি পবিত্র। তুমি ঐ স্থানে বজ্রাঙ্কুশ
পূর্বক বিবিধ বন প্রদর্শন করিয়া অবগাহন কর। তাহা হইলে তুমি
সমস্ত পাপ হইতেই বিমুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ত্রিশাধিপতি ইন্দ্র
অনন্তর এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক অরুণা তীর্থে উপনীত হইলেন
এবং সেই স্থানে বখাধিবি অবগাহন করিয়া সেই ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে

হুতলাভ করত হঠাৎকরণে পুনর্বার সুরপুরে গমন করিলেন। ভৎ-
গরে দানবাধিপতি নমুচির সেই ছিন্ন মস্তকও সেই তীর্থে জ্ঞান করিয়া
অন্ধর লোক প্রাপ্ত হইল।

হে রাজন্! সংকল্পশালী মহামতি বলদেব সেই তীর্থে বিবিধ ধন
দান পূর্বক ধর্মলাভ করিয়া সোদনতীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। পূর্বকালে
ভগবান্ শশাঙ্ক ঐ তীর্থে রাজসূয় যজ্ঞাভিষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিপ্রবরাগ্র-
গণ্য অত্রি সেই যজ্ঞে হোতা হইয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞের অবসানে সুর-
গণের সহিত রাক্ষস ও অসুরগণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে,
কার্ত্তিকের দেবগণ কর্তৃক সেনাপতিগণে অভিষিক্ত হইয়া তারকাহরকে
সংহার করিয়াছিলেন। সেই তীর্থের যে স্থানে বটবৃক্ষ বিরাজিত
আছে, সেই স্থানে সেনাপতি কার্ত্তিকের নিয়ত অবস্থান করিতেন।

—•••—

পঞ্চচত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪৫ ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সরস্বতীর মাছাখ্যা বর্ণন
করিলেন; এক্ষণে ভগবান্ কার্ত্তিকের কোন্ স্থানে কি প্রকারে কাহাঁদের
কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন
করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশর,কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তুমি কৌরববংশে জন্ম গ্রহণ
করিয়াছ। অতএব এই আনন্দজনক বৃত্তান্ত শ্রবণে অবশ্যই তোমার
কৌতূহল হইতে পারে। এক্ষণে মহামতি কার্ত্তিকেরের মাছাখ্যা ও
অভিষেক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্বে অগ্নিমধ্যে দেবাদিদেব
মহাদেবের রেতঃপাত হইয়াছিল। হব্যবাহন তাহার প্রভাবে পীপ্তি-
শালী ও তেজস্বী হইয়াছেন। তৎকালে তিনি সেই অন্ধর বীৰ্য্য বহন
‘ও ধারণ করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে
উহা গঙ্গাসলিলে পরিত্যাগ করিলেন। ভগবতী ভাগীরথীও সেই তেজো-
ময় বীৰ্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া উহা সুরপুঞ্জিত সুরমা হিমালয়ের
শরত্রে নিষ্ক্ষেপ করিলেন। সেই স্থানে ঐ রেতঃপ্রভাবে কুমার সন্তু-
পন্ন হইলেন। কুমারের তেজঃপুঞ্জ ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল।
সেই সময় পুত্রাভিলাষিণী ছয় জন কৃত্তিকা শরবনে সেই অপূর্ব-সুন্দারকে
সন্দর্শন করিয়া “ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার পুত্র” এই বলিয়া গীর্ণকার

করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ কুমার তাঁহাদিগের আগ্রহদর্শনে
বড়ানন হইয়া এককালে তাঁহাদিগের ছয় জনের জন্য গুন বারিতে
লাগিলেন। দিব্যরূপা কৃত্তিকাগণ বাগকের ঐ অদ্ভুত প্রভাব নির্মীকণ
করিয়া বিশ্বমাপন্ন হইলেন। ভাগীরথী হিমালয়ের যে শিখরে ভগবান
কুমারকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই শিখর হিরণ্ময় হইয়া শোভা
লাইতে লাগিল। তন্নিবন্ধনই পর্বত সমুদয় সুবর্ণাকার হইয়াছে। হে
রাজন্! সেই কুমারের নাম কার্তিকেয়। তিনি ক্রমে ক্রমে শান্তপ্রকৃতি,
তপোনিষ্ঠ, বগবীৰ্য্যশালী ও শশধরের ন্যায় প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন।
মহামতি কার্তিকেয় নিম্নত সেই হিরণ্ময় শরচ্ছবে শয়ন করিয়া থাকিতেন।
সেই স্থানে গন্ধৰ্ব ও মহর্ষিগণ তাঁহার স্তুতি পাঠ এবং নৃত্যবাদিত্রানুগ
চাক্ষুর্দর্শনা দেবকন্যাগণ সৰ্ব্বদা নৃত্য করিতেন। সেই সময় নদীপ্রধানা
গঙ্গা কুমারের উপাসনা ও বসুন্ধরা বিদ্যাকপ ধারণ পূর্বক তাঁহাকে
ধারণ করিতে লাগিলেন। দেবগুণ বৃহস্পতি তাঁহার জাতকশ্রীদি
নিরূপিত করিলেন। চারিবেদ, চতুশ্চাদ ধর্মুর্বেদ, সমুদয় অস্ত্র এবং সর-
স্বতী ইহারী মূর্তিমান্ হইয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

হে রাজন্! একদা মহাবলশালী কার্তিকেয় দেখিলেন যে, দেবাদি-
দেব মহাদেব অদ্ভুতদর্শন বিকৃতবেশধারী ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভগ-
বতী শৈলজার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ঐ ভূতগণের মুখ
ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, বিড়াল, মকর, ব্য, হস্তী, উষ্ট্র, উল্লুক, গৃধ্র, গো-
মায়, জ্রোক্ষ, কক্ক ও পারাবতের ন্যায় এবং অনেকের শরীর শল্য, গোবী,
ও মেঘের ন্যায়। কেহ কেহ জলদসন্নিভ, কেহ কেহ অজ্ঞানপঙ্কত সন্নিভ,
কেহ কেহ ধবল পর্বতাকার ও কেহ কেহ গদা ও চক্রধারী। মহামতি
কার্তিকেয় এই রূপে মহাদেবকে সমুপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে
গমনোন্মত্ত হইলেন। ঐ সময় সপ্ত মাতা, পুত্রসমবেত ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সাধ্য, সিদ্ধ, বিশ্বদেব, বশু, ক্রতু, আতিতা, উরগ,
দানব, খগ, বাম, ধাম, নারদাদি দেব, গন্ধৰ্ব ও পিতৃগণ কুমারকে সন্দ-
র্শন করিবার মানসে তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর সেই যোগসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত কুমার দেবাদিদেব পিনাক-
পাণির সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ত্রিলোচন,
পার্কতী, গঙ্গা ও হতাশন তাঁহাকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া
সকলোৎসাহে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, এই বালক গৌরবরশ্মতঃ
আগ্র আমারই নিকট উপস্থিত হইবে। ভগবান্ কার্তিকেয় তাঁহাদিগের

মনোপত ভাব পরিত্যক্ত হইয়া যোগপ্রভাবে যীর মূর্তি চতুর্ভুজ কিতকর করিলেন । তখন তাঁহার কার্তিকেয়, বিশাখ, শাখ ও নৈগমের নামে চারিটি মূর্তি হইল । তাঁহাদের চারি জনেরই রূপ সমান । অনন্তর কার্তিকেয় মহাদেবের নিকট, বিশাখ পার্কতীর নিকট, কায়মূর্তি ভগবান্ শাখ হত্যাশনের নিকট ও নৈগমের গঙ্গার নিকট গমন করিলেন । সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আনন্দজনক লোমহর্ষণ ক্যাপার সন্দর্শন করিয়া দেব, দানব ও রাক্ষসগণের মহাকোলাহল হইতে লাগিল । সেই সময় ভগবান্ ত্রিলোচন, পার্কতী, ভাপীরথী ও হত্যাশন পুত্রের প্রিয় কার্য্যসাধনার্থ ব্রহ্মাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক করিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আমাদিগের প্রিয়কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত এই বালককে উপযুক্ত আধিপত্য প্রদান করন । সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি পূর্ব্বক দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ভূত, যক্ষ, বিহল ও পরগণ্যকে সমুদয় ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছি । এই বালকও সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগের উপযুক্ত । এক্ষণে কোন্ ঐশ্বর্য্য ইহাকে প্রদান করি । ভগবান্ কমলবোনি মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণের হিতসাধন করিবার মানসে কার্তিকেয়কে সর্ব্বভূতের সৈন্যপত্য প্রদান করিয়া প্রধান প্রধান দেবগণমধ্যে তাঁহার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন । অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কার্তিকেয়কে সমভিষাহারে লইয়া তাঁহাকে অভিসেক করিবার নিমিত্ত হিমালয়ের যে স্থানে ত্রিলোকবিশ্রুত পরম পবিত্র সরস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক উপস্থিত হইলেন ।

ষট্ চত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪৬ ।

হে রাজন্ ! দেবগণক বৃহস্পতি শাস্ত্রানুসারে সমুদয় অভিসেক দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক প্রজ্জলিত হত্যাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই সময় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্র, ধাতা, বিধাতা, অনিল, অনল এবং পুষা, ভগ, অর্য্যমা, অংশ, বিবস্বান্, মিত্র, বরুণ, কৃষ্ণগণ, বসুগণ, আদিভাগণ ও অধিনীকুমারদ্বয়পরিবৃত্ত ভগবান্ মহাদেব, বাবতীর বিশ্বদেব, মরুৎ, সাধ্য, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অক্ষরা, বক্ষ, রাক্ষস, ঈরগ, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, বৈধানস, কালিধিলা, বায়ুভক্ষ, মরীচিপারী, ভার্গব,

আগ্নিরস, যতি, সর্প, বিদ্যাধরগণসমবেত সৰ্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং পুলস্ত্য, পুষ্পহ, অজিরা, কশ্যপ, অজি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, ময়ূ, দক্ষ, ছর ঋতু, ঐহ ও জ্যোতিঃ পদার্থ সকল, মূর্তি-মতী নদী সমুদ্র, সনাতন চারি বেদ, সমুদ্র স্রব, ব্রহ্ম সমস্ত, বহুবিধ ভীৰ্হ, ভূমণ্ডল, দিগ্গণ্ডল, গগনমণ্ডল, পাদপ সমূহ, দেবমাতা অদিতি, ইন্দ্রী, ত্রী, বাহ্য, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অম্মতি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, বুদ্ধি, অন্যান্য দেবপত্নীগণ, হিমালয়, বিদ্যা, বহুদ্রসম্পন্ন স্তম্বেক, অমুচরসমবেত ঐরবত, চতুঃষষ্টি কলা, দশ দিক্, আসাঙ্ক, মাস, দিবস, রজনী, হরপ্রধান উষ্ট্রৈঃশ্রী, নাগারিণিতি বাহুকি, অরুণ, গরুড়, ঐবধিসমবেত বৃক্ষসকল ধর্ম, কাল, যম, মৃত্যু, যমের অমুচরগণ ও অন্যান্য দেবগণ কার্তিকেরকে অভিষেক করিবার মানসে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন । হে রাজন্ ! সংখ্যাবাহুল্যবশতঃ সমুদ্র দেবের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না । ঐ দেবগণ হিমালয়প্রান্ত মণিরত্নখচিত অতি পবিত্র আসনে উপবিষ্ট সেনাপতি কার্তিকেরকে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রত্নকলস ও অভিষেকের অন্যান্য দ্রব্যসমূহ গ্রহণ পূর্বক ছষ্টাভ্যুতঃকরণে অতি পবিত্র সরস্বতীতীরে পূর্বের বেক্রপ বক্রণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই রূপ তাঁহাকে অভিষেক করিলেন । অনন্তর সৰ্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পরম পরিভূষ্ট হইয়া কার্তিকেরকে বায়ুবেগগামী অমিততেজা নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুমুদমালী এই চারি পারিষদ প্রদান করিলেন এবং মহাতেজা মহেশ্বর এক জন কামবীৰ্য্য সম্পন্ন দৈত্যবিধাতন শতমাত্রাধারী মহাপারিষদকে তাঁহার অমুচর করিয়া দিলেন । সেই মহাপারিষদ দেবাসুর সংগ্রামে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভূজবলে চতুর্দশ প্রযুত মহাভীষণ দৈত্যকে নিপাতিত করিয়াছিল । অনন্তর দেবগণ অমুরনিপাতন অজয়ের বিষ্ণুরূপী সৈন্যগণকে মহামতি কার্তিকেরহস্তে সমর্পণ করিলেন ।

হে রাজন্ ! মহামতি কার্তিকের এইরূপে বহুসংখ্যক অমুচর প্রাপ্ত হইলে, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, যুনি ও পিতৃগণ মহানন্দে অরুণনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই সময় যম উদ্যম, ও প্রমাদ নামে মহাবলশালী কালোপম অমুচরদ্বয়কে, ভগবান্ হর্ষা ছষ্টচিত্তে মৃত্যু ও ভাস্কর নামে দুই অমুচরকে, শিশধর কৈলাসশৃঙ্গ সদৃশ খেতমালাপরির্দোষিত খেতচন্দনচর্চিত মণি ও স্তম্ভি নামে দুই অমুচরকে এবং হৃতাশন জালাজিহ্বা জ্যোতি নামে অরাতিসৈন্যনিপাতন অমুচরদ্বয়কে, মহামতি, অংশ মহাবল পরাক্রান্ত পরিষ, বট, ভীম, দহতি ও দহন নামে পাঁচ অমুচরকে

এবং শক্রনিহন করিয়া ইন্দ্র বজ্রদণ্ডধারী উৎকোণ ও পঞ্চক নামক দুই অশ্বচরকে কুমারের হস্তে সমর্পণ করিলেন । মহাবীর উৎকোণ ও পঞ্চক সমরাস্রমে দেবরাজের অসংখ্য শত্রুকে সংহার করিয়াছিল । অনন্তর মহাত্মা বিষ্ণু মহাবল পরাক্রান্ত চক্রবিক্রমক ও সংক্রমককে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীতমনে সর্ববিদ্যাশিষ্যদ বর্দ্ধন ও নন্দনকে, ধাতা কন্দ, কুম্ভ, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বরকে, বিশ্বকর্মা মহাবীর চক্র ও অশ্রুক্ষেপকে, মিত্র তপোবলসম্পন্ন বিদ্যাশিষ্যদ মহামতি সুরত ও সত্যসন্ধকে, বিধাতা সুরত ও শুভকর্মাণকে, পুণ্য মারাবী লোকবিশ্রুত পাণিতক ও পাণিককে, বায়ু বল ও অতিবলকে, বরুণ তিমিমুখ যম ও অতিযমকে, হিমালয় মহামতি সুরভী ও অতিবর্চাকে, মহামতি মেরু কাঞ্চন, মেঘমালী, হির ও অহিরকে, বিদ্যাগিরি পাবানযুদ্ধশিষ্যদ উচ্ছ্রিত ও অতিশৃঙ্খকে, সমুদ্র সংগ্রহ ও বিগ্রহকে, পার্বতী উদ্ভাদ, পুন্দ্রদত্ত ও শঙ্কুকর্ণকে এবং পন্নগরাজ বাহুকি জয় ও মহাজয় নামে দুই নাগকে মহামতি কুমারের পারি-বদ করিয়া দিলেন ।

অনন্তর সাধ্য, রুদ্র, বহু ও পিতৃগণ এবং সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল পরাক্রান্ত ভূধরগণ মহামতি কুমারকে শূল, পট্টশ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্রধারী বিবিধ বেশভূষিত অসংখ্য সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিলেন । এক্ষণে সেই সমুদয় সেনাধ্যক্ষের নাম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করন । শঙ্কুকর্ণ, নিকুন্ত, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, বাদশভূজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, জ্ঞানপ্রবাহ, প্রতিকৃষ্ণ, কাঞ্চনাক, ভলক্ষম, অক্ষ, সত্তর্জুন, কুনদীক, তমোন্তকৃত, একাক্ষ, বাদশাক্ষ, একজট, সহস্রবাহ, বিকট, ব্যাজ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, সুনামা, সুরচক্র, প্রিয়দর্শন, গজোদর, গজশিরা, স্বকাক্ষ, শতলোচন, জালাজিহ্ব, করালাক্ষ, ক্ষিতিকেশ, জটী, হরি, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাদর, চতুর্দণ্ড, উষ্ট্রজিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুপ্রব, বিহ্বাতাক্ষ, ধর্ম্মবর্ত্ত, আঠর, মারুতানন, উদরাক্ষ, রথাক্ষ, বজ্রনাম, বহুপ্রদ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, বৃষ, মেঘপ্রবাহ, নন্দ, উপনন্দ, ধূম্র, খেত কলিন্দ, সিদ্ধার্থ, বরদ, প্রিয়ক, নন্দ, গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, স্থিতিক, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুরবাহ, সিদ্ধ, পাত্র, গোব্রজ, কনকপীড়, গায়ন, হৃদয়, বাণ, খড়্গ, বৈতালী, গতিতালী, কথক, বাতিক, পঞ্চদিক্কা, হংসজ, সমুদ্রোদ্ভাসিন, রণোৎকট, প্রহ্লাদ, খেতসিদ্ধ, নন্দক, কালকর্ষ, প্রভাস, কুম্ভাওক, কালকাক্ষ, দিত, যজ্ঞবাহ, প্রবাহ, দেববাজী, সোমপ, মজ্জল, ক্রোধ, ক্রোধ, তুহর, তুহার, শত্রুদেব, মধুর, স্রষ্টাদ, কীরীটী, বৎসল, মধুবর্ণ, কলসোদর, ধর্ম্মদ, মন্থকর,

শুচীবক্ত, খেতবক্ত, সুবক্ত, বাকুবক্ত, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহ, সুবাহ, রজ, কোকিলক, অচল, নৈনকাক, বালকরক্ষক, সঞ্চারক, কোকনদ, পৃথুপত্র, জম্বুক, লোহাজবক্ত, জবন, কুম্ভবক্ত, কুম্ভক, স্বর্গগ্রীব, কুম্ভোজা, হংসবক্ত, চক্রত, পাণিকূর্চা, শম্বুক, পঞ্চবক্ত, শিফক, চাসবক্ত, শাকবক্ত, কুম্ভল ।

এতদ্ভিন্ন ভগবান্ ব্রহ্মার প্রদত্ত ব্রাহ্মণপ্রিয় যোগাসক্ত অন্যান্য বালক, স্বক ও যুবা পারিষদগণ কার্তিকেয়ের সম্মিধানে সমুপস্থিত হইল । উহাদিগের বদন কুম্ভ, কুকুট, শশ, উলুক, খর, উষ্ট্র, বরাহ, মার্জ্জার, নকুল, কাক, মুষিক, ময়ূর, মৎস্য, ছাগ, মেঘ, মহিব তল্লুক, শাদ্দুল, স্বীপ, সিংহ, হস্তী, নক, গরুড়, কক্ক, বৃক, ব্রহ, দংশ, পারাবত, কোকিল, শোন, তিত্তিরি, ককলাশ, সর্প ও শূলের নার, ভূষণ সর্প এবং পরিধান গজচর্ম ও কুম্ভাজিন । তাহাদিগের মধ্যে কাহারও উদর স্থল, কলেবর কৃশ; কাহারও বা কলেবর স্থল, উদর কৃশ; কাহারও গ্রীবা ক্ষুদ্র, কাহারও কর্ণ বৃহৎ এবং কাহারও মুখ স্বক্কে, কাহারও উদরে, কাহারও পৃষ্ঠে, কাহারও হস্ততে, কাহারও কটিতে, কাহারও জজ্বাদেশে এবং কাহারও বা বাম পাশে নিহত । কাহারও কাহারও বদন কীট পতঙ্গের ন্যায়; কাহারও বাহু, মস্তক ও উদর অসংখ্য; কাহারও কাহারও হস্ত বৃক্ষের ন্যায়; কাহারও কাহারও বস্ত্র সুবর্ণচিত্রিত; কেহ কেহ বীরবাণা এবং কেহ কেহ বহুবিধ গন্ধ মাণ্যে পরিশোভিত । কেহ কেহ উকীষধারী, কেহ কেহ কীরীটধারী ও কেহ কেহ মুকুটধারী; কাহারও কাহারও ছই শিখা, কাহারও কাহারও তিন শিখা, কাহারও কাহারও পাঁচ শিখা এবং কাহারও কাহারও সাত শিখা আর কাহারও কাহারও কেশপাশ সুবর্ণবর্ণ ও ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত । কেহ কেহ মুণ্ড, কেহ কেহ জটিল; কাহারও কাহারও বদন রোমশ; কেহ কেহ কুম্ভবর্ণ, কেহ কেহ শীর্ণবক্ত, কেহ কেহ স্থলপৃষ্ঠ, কেহ কেহ ক্ষীণপৃষ্ঠ, কেহ কেহ দীর্ঘবাহু, কেহ কেহ হ্রস্ববাহু, কেহ কেহ বিস্তীর্ণজঙ্গ, কেহ কেহ হ্রস্বজঙ্গ, কেহ কেহ দীর্ঘদন্ত, কেহ কেহ হ্রস্বদন্ত ও কেহ কেহ বা চতুর্দন্ত কেহ কেহ শীর্ণগাত্র, কেহ কেহ বামন, কেহ কেহ কুম্ভ এবং কাহারও কাহারও নাসিকা গজ, কুম্ভ ও বৃক্ষের ন্যায় । কেহ কেহ অধোমুখ, কেহ কেহ অন্তর, দ্ব্যতিমান্ ও মনোরম অলঙ্কারে পরিশোভিত এবং কেহ কেহ বা সিংগজাকার ও অতি ভয়ঙ্কর; কাহারও কাহারও লোচন পিঙ্গল বর্ণ ও নাসিকা লোহিত বর্ণ; কেহ বা শঙ্কুবর্ণ; কাহারও কাহারও ওষ্ঠ স্থল ও কাহারও কাহারও মেচ লম্বিত । উহাদিগের পাদ, ওষ্ঠ, দশন, বাহু,

মস্তক, পরিণিত চর্ম এবং ভাষা নানাপ্রকার । তাহার। সকলেই যুদ্ধ-
বিদ্যাশিখার। দেবগণও তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না ।
তাহারা সকলেই দেশভাবায় কথোপকথন করিতে করিতে মহানন্দে সেই
স্থানে উপস্থিত হইল । তাহাদিগের মধ্যে অনেকের গ্রীবা, নব, পাদ,
মস্তক, হস্ত ও কর্ণ স্তনীর্ণ এবং উদর বৃক্কের ন্যায় আকৃত; কাহারও
কাহারও কর্ণ নীলবর্ণ, কলেবর অঞ্জনবর্ণ, লোচন বৈতৰ্ণ্য, গ্রীবা বক্তবর্ণ ।

সেই সমুদয় বিবিধ বর্ণপরিশোভিত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবেগশালী
ঘণ্টাজালজড়িত সংগ্রামপ্রিয় পার্শ্বদগণ পাশ, শতরী, চক্র, মুবল, মুক্লার,
অসিদণ্ড, গদা, ভূষুতি ও তোমর প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্বক
কুমারের অভিব্যেক সন্দর্শন করিয়া মহা আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ
করিল । এতদ্বির অন্যন্য বহুসংখ্যক পার্শ্বদও কুমারের সম্মিথানে
গমন করিতে লাগিল । হে রাজন্ ! এই রূপে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও মেদি-
নীস্থিত সহস্র সহস্র বীর দেবগণের অসুখতিক্রমে মহামতি কুমারের
অনুচর হইয়া তাঁহার চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করিল ।

সপ্ত চত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪৭ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপ্রধিপ ! যে সকল মাতৃকায়া কুমারের
অনুচরী ছিলেন, তাহাদিগের নাম কীর্তন করিলে, শক্রকুল নির্মূল
হয় এবং যে বংশিনী কল্যাণদারিণী মাতৃকাগণে এই চরাচর ত্রিলোক-
পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এক্ষণে তাহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
করুন । প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোগুতী, ত্রিমতী, বহলা,
বহুপুত্রিকা, অঙ্গভ্রাতা, গোপালী, বৃহদস্থানিকা, অয়াবতী, মালতিকা,
ঐবরদ্যা, ভবকরী, বহুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একশোভনা,
শতঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, ধরী, মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থসেনী, গীত-
প্রিয়া, কল্যাণী, কল্পরোমা, অমিতাশনা, মেঘধনা, ভোগবতী, সূজ,
কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বীর্ষাবতী, বিদ্যাজিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনন্দা,
কন্দরা, বহুবোজনা, সন্তানিকা, মহাবলা, কমলা, সুদামা, রহদামা, বশ-
ধিনী, সূপ্রভা, উদুধলমেঘলাধারিণী, নৃত্যপ্রিয়া, শতবর্ণা, শতানন্দা,
ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুস্বতী, চন্দ্রশিলা, ভদ্রকালী, বলা, অম্বিকা, নিম্ভ-
টিকা, চন্দ্রবাসিনী, বামা, সুমঙ্গলা, স্বস্তিমতী, বুদ্ধিকালী, অনাগ্রা,
ধনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, এতী, তেতী, সমেতী, বেতালজননী, কপুতি,

কালিকা, দেবমিজ্রী, বসুন্তী, কোটিরা, চিত্রসেনা, অচলা, কুকুটিকা, শম্বলিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কোকুলিকা, কুন্তিকা, শতোদরী, উৎকৃষ্ণিনী, ভললা, মহাবেগা, কঙ্কণা, মহাজবা, কটকিনী, প্রবাসা, পুতনা, কেশবন্তী, ক্রীটী, ক্রোশনা, তড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, যুজী, কোটরা, মেঘবাহিনী, সূভগা, লম্বিনী, লম্বা, তাম্রচূড়া, বিকশিনী, উর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাঙ্গী, লোহমেথলা, পুথুশক্তা, মধুলিকা, মধুকুন্তা, পক্ষালিকা, মং-
কুণ্ডিকা, জরাসু, জর্জরাননা, দহদহা, ধমধমা, ধণ্ডখণ্ডা, পুষণা, মণিকুটিকা, অমোঘা, লম্বপয়োধরা, বেণুধীধাধরা, শশোলুকমুখী, কক্ষা, খরজজ্যা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেণী, লোহিতাঙ্গী, বিভীষণা, জাটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালৈহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাঙ্গী, মহাকারা, হরিপিণ্ডা, একত্বচা, কক্ষবর্ণা, সূকুম্মা, কুরকণী, চতুর্কণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুর্লখনিকৈতা, গোবর্ণা, মহিষাননা, খরকণী, মহাকর্ণা, ভেরীধনা, মহাস্বনা, শঙ্খকুণ্ডলবা, ভগদা, গণা, সুগণা, ভীণী, কামদা, চতুর্লখনতা, ভূতিভীষা, অন্যগোচরা, পদ্মদা, বিত্তদা, স্বধদা, চূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উত্তেজনী, জয়সেনা, কমলাঙ্গী, মহাযশা, পরোদা, গোমহিষদা, সুবিশালা, প্রীতিষ্ঠা, সুপ্রীতিষ্ঠা, বোচমানা, সুরোচনা, নোকণী, শিবকণী, বসুদা, মহিনী, একবক্তা, মেঘববা, মেঘমালা ও বিরোচনা ।

হে রাজন্ ! এতদ্ভিন্ন কুমারের অসুখায়িনী আরও অসংখ্য মাতৃকা আছেন । তাঁহারা কামরূপধরা, মাহায়াযুক্তা, যৌবনসম্পন্না, শুভ্রবসনা, বিবিধ অলঙ্কারবিভূষিতা, দীর্ঘকেশ সুশোভিতা ও কামচারিণী । তাঁহাদিগের বাক্য কোকিলের ন্যায়, ধন কুবেরের ন্যায়, যুদ্ধনৈপুণ্য ইন্দ্ৰের ন্যায়, বেগ পবনের ন্যায় ও দীপ্তি অনলের ন্যায় । তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার নথ, মুখ ও দন্ত সুদীর্ঘ, কাহার কলেবর মাংসবিহীন, কাহার মেথলা লম্বিত । কেহ শ্বেতবর্ণা, কেহ সুবর্ণবর্ণা, কেহ কক্ষবর্ণা, কেহ ধূতবর্ণা, কেহ অরুণবর্ণা, কেহ উর্দ্ধবেণীধরা, কেহ পিঙ্গাঙ্গী, কেহ লম্বোদরী, কেহ লম্বকর্ণা ও কেহ লম্বন্তনী । তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যম হইতে, কেহ কেহ রুদ্র হইতে, কেহ কেহ সোম হইতে, কেহ কেহ কুবের হইতে, কেহ কেহ বরুণ হইতে, কেহ কেহ ইন্দ্র হইতে, কেহ কেহ অগ্নি হইতে, কেহ কেহ বায়ু হইতে, কেহ কেহ কুমার হইতে, কেহ কেহ ব্রহ্মা হইতে, কেহ কেহ বিষ্ণু হইতে, কেহ কেহ স্বা হইতে ও কেহ কেহ বরাহদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই রূপ অঙ্গারার ন্যায় মনোরম । তাঁহারা

বৃক্ষ, চন্দ্র, চতুৰ্থ, ওহা, ঋশান ও শৈলপ্রভবণে বাস করিয়া থাকেন । তাঁহাদিগের সকলেই যুদ্ধকালে শত্রুগণের অসংকরণে ভয়োৎপাদন করেন । হে রাজন্ ! ঐ সমুদয় বলবীৰ্য্যসম্পন্ন দিব্য মালাবিভূষিতা মাতৃকা দেবরাজ ইন্দ্রের অসুগতিক্রমে মহামতি কার্ত্তিকেয়ের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন ।

হে রাজন্ ! অনন্তর ভগবান্ পুরন্দর অসুরগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত কুমারকে দিব্য শক্তি, পশুপতি মহাঘণ্টাযুক্ত অরুণ সদৃশ দেহী, প্যমান পতাকা ও রত্নের ন্যায় মহাবলপরাক্রান্ত তিন অযুত বীরে পরিবৃত্ত সংগ্রামে অপরাধু বিবিধ অস্ত্রধারী ধনজয় সেনা, বিষ্ণু বলবর্জিনী বৈজয়ন্তী মালা, পার্বতী ডাক্তারের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নিম্নল বজ্রদর, গঙ্গা অমৃতোত্তর দিব্য কমণ্ডলু, বৃহস্পতি দত্ত, গন্ধর্ভ বিচিত্র শিখণ্ডযুক্ত স্বীয় পুত্র ময়ূর, অরুণ চরণায়ুধ কুক্কট, বরুণ বলবীৰ্য্যশালী নাগ এবং সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা কৃষ্ণাজিন ও বিজয় প্রদান করিলেন ।

এইরূপে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় সুরগণের নিকট সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং দেবগণকে আনন্দিত করিয়া পারিষদ ও মাতৃগণ সমভিব্যাহারে দৈত্যসংহার করিবার মানসে গমন করিতে লাগিলেন । তাঁহার সৈন্যাগণ ধ্বজ ও বিবিধ আয়ুধ সমুচ্ছিত করিয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডলমণ্ডিত শরৎকালীন শর্করীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল । অনন্তর দেবসেনা ও ভূতগণ মহানন্দে ভেরী, শঙ্খ, পটহ, কবচ, ক্রকচ, গোবিষাণিক, আড়ম্বর, গোমুখ ও ভিণ্ডিম প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য বাদন করিতে লাগিল । ইজ্রানি দেবগণ কার্ত্তিকেয়ের স্তব পাঠ, গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অঙ্গারোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাত্মা কার্ত্তিকেয় দেবগণের স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া “আমি তোমাদিগের বিনাশে সমুদ্যত দানবগণকে সংহার করিব” এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন । দেবগণ কুমারের বর লাভ বরত শত্রু সকল বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন । সেই সময় ভূতগণের আনন্দধ্বনিতে ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । ঐ সময় মহামতি কার্ত্তিকেয় সৈন্যসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণের পরিভ্রাণ এবং দৈত্যগণের নিধন বাসনায় গমন করিতে লাগিলেন । উদ্যোগ, জয়, ধর্ম্ম, দিগ্ধি, লক্ষ্মী, স্বতি ও স্মৃতি ইহারা সেনাগণের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইলেন । বিচিত্র ভূষণবিভূষিত ও কবচধারী সেনাগণ শূল, মুদগর, মুষণ, গদা, নারাত, শক্তি, তোয়র ও অলিত অলাভ ধারণ পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে

আরম্ভ করিল । দৈত্যদেব সমুদয় দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ মহা উষিগ হইয়া চতুর্দিকে ধাবমান হইল । বিবিধ আয়ুধধারী দেবগণও তাহা-
দিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে
আরম্ভ করিল । সেই সময় হত হত্যাশনদৃশ তেজস্বী মহাবলশালী
কুমার রোষভরে বারম্বার শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তাঁহার
শক্তিপ্রভাবে অসংখ্য প্রজ্জ্বলিত উদ্ধা ও নির্ঘাত ধরাতল নিনাদিত করিয়া
নিপতিত হইল । মহাবীর মহাসেন একমাত্র শক্তি পরিত্যাগ করিবা-
ন মাত্রি উহা হইতে কোটি কোটি শক্তি বিনির্গত হইতে লাগিল । তখন
তিনি শরম আনন্দিত হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত দশ অবুত দৈত্যপরিবৃত্ত
দৈত্যরাজ তারককে, অষ্টপদ্য দৈত্যপরিবেষ্টিত মহিষকে, কোটি দানব-
পরিবৃত্ত ত্রিপাদকে এবং দশ নিখর দৈত্যপরিবেষ্টিত হ্রদোদরকে অহুচর-
বর্গের সহিত নিপাতিত করিলেন । এইরূপে দৈত্যগণ বিনষ্ট হইতে
আরম্ভ হইলে, কুমারের অহুচরগণ সিংহের ন্যায় গর্জন করত দশ দিক্
পরিপূরিত করিয়া প্রীতমনে নৃত্য করিতে লাগিল । শক্তির প্রভাপ্রভাবে
ত্রৈলোক্য বিভ্রাসিত হইয়া উঠিল । সেই সময় সহস্র সহস্র দৈত্য মহা-
সেনের সিংহনাদে ভীত, কেহ কেহ পতাকা বিধূননে বিনষ্ট, কেহ কেহ
ঘটানিধনে বিজ্ঞত এবং কেহ কেহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্নগাত্র হইয়া ধরাতলে
নিপতিত হইল । হে রাজন্ ! এইরূপে মহাবলশালী কুমার অসংখ্য
আততায়ী অহুরকে কৃতান্তভাবে প্রেরণ করিলেন । অনন্তর বলির
পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বাণদৈত্য ক্রৌঞ্চ পর্বত আশ্রয় করিয়া দেবগণকে
নিবারণ করিতে লাগিল । তদর্শনে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাসেন
স্বত্রে বাণদৈত্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন । তখন বলিতনের বাণ-
দৈত্য জীবনভয়ে ক্রৌঞ্চ পর্বতে লুকাইত হইল । ঐ পর্বত ক্রৌঞ্চের
ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে । মহাবলশালী কুমার বাণদৈত্যকে পর্বত-
মধ্যে লুকায়িত দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে অগ্নিপ্রদত্ত শক্তি দ্বারা উহা বিদীর্ণ
করিলেন । তখন সেই পর্বতস্থিত মাতঙ্গ ও বানরগণ সাতিশয় ব্যাকুল,
বিহঙ্গম সমুদয় উড্ডীন এবং ভুজঙ্গমগণ বিনির্গত হইতে লাগিল । সিংহ,
শরভ, গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও হরিণগণ ধাবমান হওয়াতে পর্বতস্থিত
কানন প্রতিক্ষণিত হইয়া উঠিল । শৃঙ্গনিবাসী বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ
কুমারের শক্তিপতননির্বোধে ভীত ও বিজ্ঞ হইয়া পলায়ন করিতে
আরম্ভ করিলেন । এইরূপে সেই পর্বত অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত
হইয়াও অপূর্ণ শোভা পাইতে লাগিল ।

অনন্তর বিচিত্র ভূষণবিভূষিত অসংখ্য দৈত্য ঐ দেদীপ্যমান পৰ্বত হইতে বহির্গত হইল; কুমারের অমুচরণও তাহাদিগকে আক্রমণ পূৰ্ব্বক সংহার করিতে লাগিল। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত কার্তিকের সুররাজ ঈশ্বররূপ বৃত্তাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ঐ বলির পুত্র বাণদৈত্যকে তাহার অমুজের সহিত বিনষ্ট করিলেন। মহামতি কার্তিকের তৎকালে যত বার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, উহা ততবারই তাহার হস্তে প্রত্যগত হইল। হে রাজন্! শৌৰ্য্যাদিশুণসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত কার্তিকের পূৰ্বে এইরূপে ক্রৌঞ্চ পৰ্বত বিনোদিত ও শত শত দৈত্য নিপাতিত করিলেন।

এইরূপে দৈত্যগণ বিনষ্ট হইলে, দেবগণ কুমারকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দিকে ছন্দোভিধ্বনি ও শঙ্খনাদ হইতে লাগিল। দেবমহিলাগণ কুমারের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্নগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। গন্ধৰ্ব্ব ও বাজিক মহর্ষিগণ কুমারের স্তবপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেহ কেহ কুমারকে সৰ্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়া হি়র করিলেন এবং কেহ কেহ তাহাকে মহেশ্বরের, কেহ কেহ হত্যাশনের, কেহ কেহ পার্শ্বভীর, কেহ কেহ কুস্তিকাগণের ও কেহ কেহ গজার পুত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! আমি আপনার নিকট কুমারের অভিষেক বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; এক্ষণে মহামতি কার্তিকের সরস্বতীর যে তীর্থে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবল-শালী কুমার দৈত্যগণকে নিহত করিলে, সেই তীর্থে দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিল। তখন কার্তিকের সেই তীর্থে অবস্থান পূৰ্ব্বক দেব-গণকে পৃথক পৃথক ঐশ্বর্য্য ও ত্রৈলোক্যাধিকার প্রদান করিলেন। সেই তীর্থে তৈজস নামে বিখ্যাত। দেবগণ সেই তীর্থে জলাধিপতি বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন। মহামতি বলদেব সেই তীর্থে অবগাহন পূৰ্ব্বক ভগবান্ কার্তিকেশ্বরের অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কাঞ্চন ও বিবিধ বস্ত্র-ভরণ প্রদান করিলেন এবং সেই তীর্থের পূজা ও সলিল স্পর্শ করিয়া সেই স্থানে সেই বামিনী যাপুন পূৰ্ব্বক গরম প্রীতি লাভ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশতম অধ্যায় । ৪৮ ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! আপনার মুখে ভগবান্ কুমারের অভিষেক ও দৈত্যগণের বিনাশবৃত্তান্ত আশুপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া আমার আত্মা পবিত্র, সৰ্ব্বগাত্র রোমাঞ্চিত ও অতঃকরণ প্রফুল্ল হইল। এক্ষণে দেবগণ কি প্রকারে বরুণক অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে ; অতএব আপনি উহা বর্ণনা করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপাল ! পুরাতন বিচিত্র কথা শ্রবণ করুন। সত্যযুগের প্রারম্ভে সুরগণ বরুণসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাত্মন ! ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেক্রমে আমাদিগকে ভয় হইতে পরিভ্রাণ করেন, তদ্রূপ তুমি সমুদ্র নদীর অধিপতি হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। তোমাকে নিরত সমুদ্রে অবস্থান বরিতে হইবে। সমুদ্র তোমার বশীভূত হইবেন এবং শশধরের হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় তোমারও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। বরুণদেব দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথাস্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। সেই সময় সুরগণ সেই তৈজস তীর্থে তাঁহার অভিষেক করিয়া তাঁহাকে সমুদ্র নদীর আধিপত্য প্রদান পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং সমুদ্র তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। এইরূপে মহামতি বরুণ দেবগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় নদ, নদী, সাগর ও সরোবরদিগকে বিধানানুসারে পালন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থ হইতে অগ্নি তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। সেই তীর্থে ভগবান্ হতাশন শমীগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। অনলের অদর্শনে ত্রিলোকের আলোক বিনষ্ট হইলে, সুরগণ সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাত্মন ! হতাশন যে কি নিমিত্ত কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতেছি না। এক্ষণে আপনি সত্ত্বরে অগ্নির সৃষ্টি করুন। নচেৎ সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! ভগবান্ অগ্নি কি নিমিত্ত লুক্কায়িত হইয়াছিলেন ? আর দেবগণ কি প্রকারেই বা তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! মহাতপা ভূক্ত অগ্নিকে সর্বভক্ষ্য

হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিলে, তিনি ভয়ে পলায়ন করিলেন।
বাসবাদি দেবগণ তাঁহার অদর্শনে একান্ত দুঃখিত হইয়া ইত্যন্তঃ তাঁহার
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার সন্ধানতীর্থে সেই তীর্থে
গমন পূর্বক দেখিলেন, ভগবান্ অগ্নি শয়ীগর্ভমধ্যে সমাসীন রহিয়াছেন।
দেবগুরু বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ হতাশনকে সন্দর্শন করত নিতান্ত প্রীত
হইয়া পুনরায় যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তদবধি হতাশনও ভৃগুর
শাপপ্রভাবে সর্বভক্ষ্য হইয়া রহিলেন।

মহাবলশালী বলদেব ঐ অগ্নি তীর্থে অবগাহন পূর্বক ব্রহ্মদেব
তীর্থে গমন করিলেন। পূর্বকালে সর্বলোক পিতামহ ভগবান্ বিধাতা
দেবগণের সহিত সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া তাঁহাদিগের নির্মিত বিবিধ
তীর্থ নিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহামতি বলদেব সেই স্থানে জ্ঞান ও দিব্য
ধন দান করিয়া কোবের তীর্থে গমন করিলেন। তথায় কুবেরের
মনোরম কানন বিদ্যমান আছে। মহামতি যক্ষরাজ সেই স্থানে কঠোর
তপোমুঠান পূর্বক নলকুবর নামে পুত্র এবং ধনাধিপত্য, অমরত্ব, লোক-
পালক ও দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত সখ্যতাব লাভ করিয়াছিলেন।
সেই স্থানে নিধি সকল স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। দেবগণ
তথায় আগমন করিয়া তাঁহার অভিষেক সম্পাদন পূর্বক তাঁহাকে হংস-
যুক্ত মনোমারুতগামী পুষ্পক নামে দিব্য বিমান ও দেবোপযুক্ত ঐশ্বর্য
প্রদান করিয়াছিলেন। মহামতি বলদেব সেই তীর্থে জ্ঞান ও ব্রাহ্মণ-
গণকে প্রভূত ধন প্রদান পূর্বক সর্বজন্তুসমাকীর্ণ বিবিধ ফল পুষ্পোপ-
শোভিত বদরপাচন তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। সেই তীর্থে বড় ধরুর
ফল সর্বদা বিরাজিত রহিয়াছে।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৪৯ ।

হে রাজন্ ! সেই সিদ্ধতাপসপরিষেবিত বদরপাচন তীর্থে মহাতপা
ভরদ্বাজের ঋষাবতী নামে অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী কৌমার ব্রহ্মচারিণী
কন্যা দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী হইবার মানসে স্ত্রীজনের দ্বন্দ্ব বিবিধ ভীষ্ম
নিরমামুঠান পূর্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ঋষাবতী এইরূপে
এক শত বৎসর তপস্যা করিলে, ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার চরিত্র, তপস্যা ও
ভক্তি সন্দর্শন পূর্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের রূপধারণ করত

তঁাহার আশ্রমে শ্রুগমন করিলেন । তরঙ্গাজতনয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া পূর্বক তাপসনির্দিষ্ট আচারদ্বারা তাঁহার যথোচিত পূজা করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্ ! আমাকে কি করিতে হইবে, অহুমতি করুন । আমি সাধ্যানুসারে আপনার সমুদয় আজ্ঞাই প্রতিপালন করিব ; কেবল ইন্দ্রের প্রতি দৃঢ় ভক্তিনিবন্ধন পাণি প্রদান করিতে পারিব না । আমি তপস্যা ও স্তুতি নিয়ম দ্বারা ত্রিলোকাধিপতি ভগবান্ পাকশাসনকে শ্রিতুষ্টি করিব, এই আমার উদ্দেশ্য । বশিষ্ঠরূপধারী সুররাজ ইন্দ্র প্রবাবতীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক ইযং হাস্য করত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, হে সূত্রতে ! তোমার কঠোর তপস্যার বিষয় আমার অবিদিত নাই । তুমি বাহ্য অভিলাষ করিয়া এই কঠিন ব্রতের অন্তর্ধান করিতেছ, তপঃপ্রভাবে তাহা সম্বরেই লাভ করিবে । হে কল্যাণি ! তপস্যাই মহৎ সুখের প্রধান কারণ । তপঃপ্রভাবেই দেবসেবিত দিব্য স্থান সমুদয় লাভ করিতে পারা যায় । মনুষ্যাগণ ঘোরতর তপোবলেই দেহাবসানে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন । তুমি এক্ষণে এই পাঁচটী বদর পাক কর । ভগবান্ ইন্দ্র এই বলিয়া সেই ঋষিকন্যাকে আমন্ত্রণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সেই আশ্রমের সন্নিধানে ইন্দ্রতীর্থ নামক প্রদেশে গমন পূর্বক প্রবাবতীর ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বদর পাকের ব্যাবসায় জপ করিতে লাগিলেন ।

এ দিকে ব্রহ্মচারিণী প্রবাবতী বাগ্‌যত ও পবিত্র হইয়া সেই পাঁচটি বদর ফল পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সমুদয় দিবা অবসান হইল, তথাপি বদর সকল স্তপক হইল না । এইরূপে প্রবাবতী সেই পাঁচটী বদর পাক করিতে করিতে বহু দিবস অতিবাহিত করিলেন । তিনি যে সকল কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তৎসমস্তই ভস্মীভূত হইল । তখন মুনি৭ন্যা পাবক কাষ্ঠশূন্য অবলোকন করিয়া মহর্ষির প্রিয়সাধনার্থ অবিচলিত চিত্তে আপনার কলেবর দাহন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথমে পাবকে পাদদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিলেন । হে রাজন্ ! এইরূপ তপস্বী, কার্য্য করিয়াও তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিকৃত বা মুখ বিবর্ণ হইল না । লোকে মলিলে অবগাহন পূর্বক যেক্রপ আনন্দিত হয়, তিনি আপনার কলেবর প্রজ্জ্বলিত করিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইলেন । “তৎকালে বদর পাঁচটি পাক করিতেই হইবে” ইহা তাঁহার অন্তরে সর্বদা জাগরুক ছিল । এইরূপে তিনি মহর্ষির বাক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত বদর পাক করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সেই সকল

বদর কোনক্রমেই স্তপক হইল না। ভগবান্ ভূতান স্বয়ং তাঁহার চরণদ্বয় দণ্ড করিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গ দণ্ড হওয়াতে তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। পরিশেষে ভগবান্ পাকশাসন প্রবাবতীর সেই অসাধারণ কাৰ্য্য সন্দর্শন পূৰ্ণক পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করত কহিলেন, হে ব্রহ্মচারিণি ! আমি তোমার ভক্তি, তপোহুষ্ঠান ও নিয়ম সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি : তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। তুমি কলেবর পরিত্যাগ পূৰ্ণক আশ্রয় লইয়া জ্বরপুরে একত্র বাস করিবে; আর এই স্থান বদরপাচন তীর্থে স্থাপিত। তিরকাল ত্রিভুবনমধ্যে বিখ্যাত রহিবে।

হে মহাভাগে ! সপ্তর্ষিগণ এই তীর্থে অরুন্ধতীকে পরিত্যাগ পূৰ্ণক জীবিকানির্ভারোপযোগী ফল মূল আহরণার্থ হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় ষাটশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি সমুৎপন্ন হওয়াতে তাপসগণ সেই স্থানে পৰ্ণকটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে অরুন্ধতীও তপোহুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। কিয়দিন পরে ভগবান্ ভবানীপতি অরুন্ধতীর কঠোর নিয়ম সন্দর্শন পূৰ্ণক পরম পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণবেশে সেই স্থানে আগমন করত কহিলেন, হে কল্যাণি ! আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর। সেই সময় প্রিয়দর্শনী অরুন্ধতী তাঁহাকে সম্বোধন পূৰ্ণক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আমার সঞ্চিত অন্ন সমুদয় নিঃশেষিত হইয়াছে ; অতএব আপনি বদর ফল ভক্ষণ করুন। ভূতভাবন মহাদেব অরুন্ধতীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ঐ বদর ফল সমুদয় পাক করিতে কহিলেন। তপস্বিনী অরুন্ধতীও ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থ প্রজলিত হতাশনে সেই বদর ফল সকল পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার নিকট অতি মনোরম দিব্য পবিত্র উপাখ্যান সকল বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অরুন্ধতী তাঁহার মুখে পবিত্র কথা সমুদয় শ্রবণ ও বদর সকল পাক করিতে করিতে সেই ষাটশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতিক্রম করিলেন। সেই ষাটশ বৎসর তাঁহার এক দিনের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। তিনি ঐ ষাটশ বৎসর মধ্যে কিছুই আহার করেন নাই। অনন্তর সপ্তর্ষিগণ ফলপুষ্প আহরণ পূৰ্ণক হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ভূতভাবন ভবানীপতি মহাদেব আনন্দিত হইয়া অরুন্ধতীকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞে ! তুমি পূৰ্ণক ন্যায় শ্রমিগণের নিকট গমন কর। আমি তোমার নিয়ম ও তপোহুষ্ঠান সন্দর্শন পূৰ্ণক প্রেম হইয়াছি। ভগবান্ ত্রিলোচন এই বলিয়া স্বীয় রূপ প্রদর্শন পূৰ্ণক সপ্ত

ধ্বংসগণকে কহিলেন, তুমি তাপসগণ ! তোমরা হিমালয়ে যে তপোমুঠান করিয়াছ, তাহা অরুন্ধতীর তপস্যার সমান নহে। ইনি অতি কঠোর তপোমুঠান করিয়াছেন। অন্যহারে পাককার্য্যে ইহার দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইরাছে।

হে রাজন্ ! ভগবান্ ভবানীপতি মহর্ষিগণকে এই কথা বলিয়া, অরুন্ধতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভদ্রে ! এক্ষণে তুমি স্বীয় অতি-লব্ধ বর প্রার্থনা কর। সেই সময় অরুণলোচনা অরুন্ধতী সপ্তর্ষিগণের সাক্ষাতে মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্ ! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যেন, এই তীর্থ বদরপাচন নামে বিখ্যাত হইয়া শিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের সেবনীয় হয়। আর যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া এই তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাস করিবেন, তিনি যেন দ্বাদশ বৎসর উপবাসজনিত ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ ত্রিলোচন অরুন্ধতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণ কর্তৃক সংকৃত হইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। সেই সময় ঋষিগণ ক্ষুৎপিপাসাবিহীন অরুন্ধতীকে অবিভ্রান্ত ও পূর্ব্বের ন্যায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

হে ব্রহ্মচারিণি জ্ঞাবাবতি ! পূর্ব্বকালে এইরূপে অরুন্ধতীও তোমার ন্যায় শিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি তাঁহা অপেক্ষা তপোমুঠানে বিশেষরূপ বদ্ধ করিয়াছ। আমি তোমার নিরম দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতেছি যে, যিনি এই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক সংযত হইয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তিনি দেহান্তে স্বর্গবাগে সমর্থ হইবেন।

হে রাজন্ ! দেবরাজ ইন্দ্র জ্ঞাবাবতীকে এইরূপ বর প্রদান পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্পযুষ্টি নিপতিত, পবিত্র গন্ধযুক্ত সমীরণ মুহূর্ত্তাবে সঞ্চালিত ও দেবরুদ্ভুতি সমুদয় মহাংশে নিনাদিত হইতে লাগিল। তপস্বিনী জ্ঞাবাবতীও কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দের সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! জ্ঞাবাবতী কোন্ স্থানে পরিবর্তিত হইয়াছিলেন ? আর তাঁহার জননীই বা কে ? ইহা শ্রবণ করিতে আমি কীর্তিশ্রবণকৌতুহল হইতেছি।

টবৎস্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! একদা আরতাকী ঘুড়াচী অঙ্গ-

স্নানকৈ সঙ্গর্জন করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের রোতঃখলিত্যু হইরাছিল। মহর্ষি হস্তধারা সেই রোত গ্রহণ পূর্বক পত্রপুটে সংস্থাপন করেন; সেই পত্র-পুটে স্রবাবতীর জন্ম হয়। মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহার জাতকর্মাদি সমাপন পূর্বক দেবর্ষিগণের সাক্ষাতে স্রবাবতী নাম রাখিয়াছিলেন। ক্রিয়দিন পরে তিনি তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে রাখিয়া হিমালয়ে প্রস্থান করেন।

হে রাজন্! বৃষ্টিপ্রবর বলদেব সেই বদরপাচন তীর্থেই সলিল স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মগণকে প্রভূত ধন প্রদানপূর্বক ইন্দ্র তীর্থে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চাশতম অধ্যায় । ৫০ ।

হে মহারাজ! অনন্তর যজ্ঞবলদেব ইন্দ্রতীর্থে আগমন পূর্বক বিধানানুসারে অবগাহন করিয়া ব্রাহ্মগণকে বহুবিধ ধন রত্ন প্রদান করিলেন। সেই তীর্থে ভগবান্ দেবরাজ ইন্দ্র যথাবিধি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া বৃহস্পতিকৈ বহুল ধন দান করত শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইরাছিলেন। সুররাজ ঐ স্থানে যজ্ঞাসুষ্ঠান করিতে উহা সর্কপাণবিনাশন পবিত্র ইন্দ্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইরাছে। মহামতি বলদেব ঐ তীর্থে দান ও দ্বিজগণকে প্রাসাদাদান প্রদান পূর্বক অর্চনা করিয়া রামতীর্থে গমন করিলেন। ভগবান্ পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় উপাধ্যায় মুনিবর কশ্যপকে লইয়া ঐ তীর্থে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন এবং উপাধ্যায়কে বিবিধ ধনরত্নসম্পন্ন সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা প্রদান পূর্বক বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। মহামতি বলদেব ঐ দেবব্রহ্মর্ষিসেবিত পুণ্ড্র তীর্থে মুনিগণকে অভিবাদন করিয়া যমুনা-তীর্থে গমন করিলেন। সেই স্থানে অদিতিনন্দন বরুণ দেবগণ ও মানব-গণকে পরাজয় করিয়া রাজসূর যজ্ঞের অসুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, জিহুবনে ভয়ানক দেবদানব সংগ্রাম এবং তাহা সমাপ্ত হইলে, ক্ষত্রিয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। মহামতি বলদেব সেই তীর্থেও মহর্ষিগণের অর্চনা করিয়া অর্ধিগণকে অর্থ দান ও তাপসগণের স্তুতিবাদ প্রবণ করত আদিভ্যাতীর্থে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে ভগবান্ সূর্য্য যজ্ঞাসুষ্ঠান পূর্বক সমস্ত জ্যোতিষ আধিপত্য ও মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! তদানন্তর ভগবান্ বেদব্যাস, শুকদেব, বাসুদেব এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ, বিবদেব, মরু,

গুরু, অঙ্গরা, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ নিরত বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্বে তগবান্ বিষ্ণু মধুকৈটভ নামে অম্বরব্রহ্মকে নিপাতিত করিয়া সেই তীর্থে অবগাহন করিয়াছিলেন। ধর্মপারায়ণ ব্যাসদেব সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং মহর্ষি অসিতদেবল ঐ তীর্থে পরম যোগ লাভ করিয়াছিলেন।

এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫১ ।

হে রাজন্। পূর্বে অসিতদেবল নামে শুদ্ধাচারী জিভেজ্জির তপোধন গাহস্থ্য ধর্ম অবলম্বন পূর্বক সেই তীর্থে অবস্থান করিতেন। কি নিন্দা, কি স্তুতিবাদ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি লোষ্ট্র সকলেতেই তাঁহার সমভাব ছিল। তিনি সর্বদাই দেবার্চনা, অতিথিসেবা ও সমুদয় প্রাণীকে ভূলাজ্ঞান করিতেন। ক্রিদ্দিন পরে জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া দেবলের আশ্রমে অবস্থান পূর্বক সিদ্ধিলাভ করিলেন। মহামতি দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন; কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করিতে অসমর্থ হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, এক দিন মহাত্মা দেবল হোমাদিসময়ে জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না। ক্রিয়াক্ষণ পরে ভিক্ষাসময়ে জৈগীষব্য ভিক্ষুরূপে দেবলের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। দেবল তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া পরম সমাদর পূর্বক প্রীতমনে যথালক্ষ্য অর্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু কাল অতীত হইলে, এক দিন দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সন্দর্শন করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, আমি বহুবৎসর এই ভিক্ষুকের অর্চনা করিলাম; কিন্তু ইনি কি অলস! ইহার মধ্যে আমাকে কোন কথাই কহিলেন না। ধীমান্ দেবল এইরূপ চিন্তা করত কলস গ্রহণ পূর্বক গগনমার্গে সমুখিত হইয়া সাগরে গমন করিলেন, এবং তথায় উপনীত হইবামাত্র দেখিলেন যে, জৈগীষব্য অগ্রেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন মহর্ষি দেবল নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ভিক্ষুক কি প্রকারে এত শীঘ্র এই স্থানে আগমন ও অবগাহন করিলেন? মহর্ষি দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জাগরে অবগাহন এবং জপ আত্মিক সমাপন পূর্বক অলপূর্ণ কলস গ্রহণ পূর্বক স্বীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়াই

দেখিলেন যে, মহাভারত জৈগীষব্য কাঠের ন্যায় আশ্রম আদীন রহিয়াছে। কোন প্রকারেই কোন রূপ বাক্যলাপ করেন না। সেই সমস্ত অসিত দেবল জৈগীষব্যের তপোবল সন্দর্শনে বিশ্বরাপন্ন হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এইমাত্র ইহাকে সাগরে অবগাহন করিতে দেখিয়াছি; ইতিমধ্যে কি প্রকারে ইনি আশ্রমে উপনীত হইলেন ?

মন্ত্রবিদ্যার মহর্ষি দেবল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জৈগীষব্যের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে অন্তরীক্ষে সমুখিত হইয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষচারী বাবতীর সিদ্ধ সমাহিত হইয়া জৈগীষব্যকে অর্চনা করিতেছেন। তদর্শনে মহর্ষি দেবল নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং জৈগীষব্যকে তথা হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে স্বমলোকে, স্বমলোক হইতে সৌমলোকে, সৌমলোক হইতে অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, পশুযজ্ঞ, চাতুর্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিষ্টুব, বাজপেয়, রাজসুয়, বহু সূবর্ণক, পুণ্ডরীক, অশ্বমেধ, বরমেধ, সর্ষমেধ, সৌত্রামণি ও স্বাদশাহ প্রভৃতি বিবিধ সত্রযাদীদিগের লোক সমুদয় এবং তৎপরে মিত্রাবরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বসুস্থান, বৃহস্পতি স্থান, গোলোক, ব্রহ্মসজীদিগের লোক ও তদনন্তর অন্যান্য তিন লোক অতিক্রম করিয়া পতিব্রতাসেবিত লোকে গমন করিতে দেখিলেন। পরিশেষে মহামতি জৈগীষব্য তথা হইতে যে কোন্ স্থানে অন্তর্হিত হইলেন, দেবল তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তখন তিনি জৈগীষব্যের তপোবল ও অসামান্য গৌণগিদ্ধি সন্দর্শনে বিশ্বরাপন্ন হইয়া কৃতাজলিপুটে ব্রহ্মসজ-যাজী লোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাপুরুষগণ ! আমি কি নিমিত্ত আর জৈগীষব্যকে সন্দর্শন করিতে পারিতেছি না, ইহা শ্রবণ করিতে আগার সাতিশর বাসনা হইয়াছে। আপনারা ঐ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন। সিদ্ধগণ কহিলেন, হে দেবল ! মহর্ষি জৈগীষব্য সারস্বত ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

হে রাজন ! মহর্ষি দেবল সেই সিদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ পূর্বক ব্রহ্মলোকস্থিত জৈগীষব্যকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত উর্দ্ধে সমুখিত হইয়া মাত্র নিপতিত হইলেন। ঐ সময় সিদ্ধ পুরুষগণ পুনর্বার তাঁহাকে কহিলেন, হে মহর্ষে ! জৈগীষব্য ব্রহ্মার ভবনে উপনীত হইয়াছেন। তুমি কোন্ ক্রমেই সেই স্থানে গমন করিতে সমর্থ হইবে না। মহর্ষি দেবল সিদ্ধ পুরুষগণের এই বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মলোকগমনে ক্ষান্ত হইয়া পুনঃক্রমেই

সমস্ত লোক হইতে অবতরণ পূৰ্বক পতঙ্গের ন্যায় ক্রতবেগে স্বীয় পবিত্র আশ্রমে আগমন করিয়া দেখিলেন যে, মহর্ষি জৈগীষব্য পূৰ্বের ন্যায় সেই স্থানে সমীপীন রহিয়াছেন। সেই সময় তিনি স্বীয় ধর্মার্হ-গত বুদ্ধিবৃত্তিপ্রভাবে মহর্ষি জৈগীষব্যের তপোবল পরিক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূৰ্বক বিনীতভাবে কহিলেন, হে ভগবন্ ! আমি মোক্ষধর্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। মহর্ষি জৈগীষব্য দেবলের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে মোক্ষধর্মগ্রহণে কৃতনিশ্চয় অবগত হইয়া শাস্ত্রা-নুসারে যৌগবিধি ও কর্তব্যাকর্তব্যের উপদেশ প্রদান পূৰ্বক তৎ-কালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিলেন। পিতৃগণ ও অন্যান্য প্রাণি-গণ মহর্ষি দেবলকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া “কে আমাদিগকে অন্ন প্রদান করিবে” এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহামতি দেবল চতুর্দিকে প্রাণিগণের সেই কাতরোক্তি শ্রবণে মোক্ষধর্ম পরি-ত্যাগ করিতে বাসনা করিলেন। সেই সময় পবিত্র ফল মূল ও ভষ্মি সকল দেবলকে মোক্ষধর্ম পরিত্যাগ করিতে সমুদাত দেখিয়া “হ্রস্কৃদ্ধি দেবল পুনর্বার আমাদিগকে ছেদন করিবে, মোক্ষধর্ম গ্রহণ করিলে যে, সকল প্রাণীকে অভয় প্রদান করা হয়, ইহা উহার বোধগম্য হইতেছে না” এই বলিয়া রোদন করিতে লাগল। মহর্ষি দেবল তাহাদিগের রোদনধ্বনি শ্রবণ পূৰ্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, এক্ষণে কি করি। গাহ’স্থা ও মোক্ষধর্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম শ্রেয়স্কর? তিনি বিস্ময়জনক এইরূপ পর্যালোচনা করিয়া পরিশেষে গাহ’স্থা ধর্ম পরিত্যাগ পূৰ্বক মোক্ষধর্ম অঙ্গলবন করিলেন এবং স্বীয় চিন্তের একাগ্রতাপ্রভাবে সত্ত্বের পরম যোগ ও সিদ্ধি লাভ করিলেন।

ঐ সময় বৃহস্পতিপ্রভৃতি দেবগণ মহর্ষি দেবলের আশ্রমে আগমন পূৰ্বক মহর্ষি জৈগীষব্য ও তাঁহার তপস্যার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তখন তপোধানাগ্রগণ্য গালব দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! জৈগী-ষব্য দেবলকে বিন্ধ্যাবিষ্ট করিয়াছিলেন; অতএব উহার কিছুমাত্র তপোবল নাই। ঐ সময় দেবগণ গালবকে কহিলেন, হে মুনিবর! একপ বথা কহিবেন না; মহামতি জৈগীষব্যের সদৃশ কাহারও প্রভাব, তেজ, তপস্যা বা যোগবল নাই। হে রাজন! মহাতপা জৈগীষব্য ও দেবল আদিত্যতীর্থে যোগানুষ্ঠান করিয়া এইরূপ প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। মহামতি ব্রহ্মদেব ঐ তীর্থে অবগাহন ও ব্রাহ্মগণকে বিপুল ধন প্রদান পূৰ্বক পরম ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া সোমতীর্থে উপনীত হইলেন।

বিপক্ষাশ্রম অধ্যায় । ৫২/১

হে রাজন্ ! ঐ সোমতীর্থে ভগবান্ শশাঙ্ক রাজ্যের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ঐ তীর্থেই তারকাসুরের সহিত দেবগণের যোদ্ধার সংগ্রাম হইয়াছিল । ধর্ম্মপরায়ণ বলদেব সেই সোমতীর্থের সলিল স্পর্শ করিয়া বিপ্রগণকে প্রভূত ধন দান পূর্ব্বক সারস্বত মুনির তীর্থে সমাগত হইলেন । পূর্ব্বকালে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে, সারস্বত মুনি সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ।

অনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্ ! দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে, সারস্বত মুনি কি নিমিত্ত মুনিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! পূর্ব্বকালে দধীচ নামে এক অসাধারণ ধৌশক্তিসম্পন্ন মহাতপা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন ছিলেন । দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাবে নিতান্ত ভীত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ বর প্রদান দ্বারা তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য হইতে সমর্থ হইলেন না । পরিশেষে তিনি মহর্ষির তপস্যার ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত অলম্বুবা নামে এক নেত্র-লোভনীর অঙ্গরাকে প্রেরণ করিলেন । মহর্ষি দধীচ সরস্বতীসলিলে স্নান করিয়া তপঃ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ বিলাসিনী সেই স্থানে উপনীত হইল । অঙ্গরার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে মহর্ষি দধীচের রেতঃস্থলিত হইয়াছিল । শরিরের সরস্বতী পুত্র প্রসবার্থ সেই বীৰ্য্য গ্রহণ করত মহানন্দে স্বীয় উদরে ধারণ করিলেন । তৎপরে তিনি যথাযোগ্য সময়ে পুত্র প্রসব করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক মহাতপা দধীচের সম্মিথানে গমন করত কহিলেন, হে মহর্ষে ! পূর্ব্ব অলম্বুবা অঙ্গরাকে সন্দর্শন করিয়া আপনার রেতঃস্থলিত হইয়াছিল ; আমি "সেই রেতঃ বৃথা বিনষ্ট হইবার নহে" এই বিবেচনা করিয়া ভক্তিসহকারে উহা উদরে ধারণ করিয়াছিলাম । সেই বীৰ্য্যপ্রভাবে এই পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে ; অতএব এ আপনার পুত্র, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন । মহর্ষি মহানন্দী সরস্বতী কর্তৃক এইরূপ অতিহিত হইয়া সেই পুত্রকে গ্রহণ করত তাহার মৃত্যুক আশ্রয় ও তাঁহাকে বহুক্ষণ আলিঙ্গন করত মহা আনন্দে এই বর প্রদান করিলেন যে, হে সন্তপে ! বিশ্বদেব, পিতৃ, গুরু ও অপ্সরাগণ তোমার উদকে তর্পণ করিবার সময় পরিতুষ্ট হইবেন । মহাতপা দধীচ শরিরের সরস্বতীকে এইরূপ বর প্রদান

করিয়া তাঁহার ভূত্বাধী করত কহিলেন, হে মহাভাগে ! তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস সারোবর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ব্রহ্মধারী মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত আছেন। তুমি নিম্নত আম্ভার প্রিয়কার্য সাধন করিয়া থাক; অতএব এই পুত্র মহাতপা হইয়া তোমার নামানুসারে সারস্বত নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এই সারস্বত ষাটশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মর্ষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইবে এবং আমার প্রপাদে তুমি সমস্ত নদী অপেক্ষা পবিত্র হইবে। হে রাজনু ! মহানদী সরস্বতী মহর্ষি দধীচের নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত ও তৎকর্তৃক সংস্কৃত হইয়া পুত্রকে গ্রহণ পূর্বক মহা আনন্দে তথা হইতে গমন করিলেন।

কিয়দিন পরে দানবগণের সহিত দেবগণের বিবাদ উপস্থিত হইলে, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অস্ত্রের অব্যবহার্য্য ত্রিভুবন বিচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কোথাও দানববিনাশোপযোগী অস্ত্র লাভে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ ! দধীচ মুনির অস্থিভিন্ন আমি দানবগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইব না। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া সেই মহর্ষির সন্নিধানে গমন পূর্বক শত্রুসংহারার্থ তাঁহার অস্থি প্রার্থনা কর। তখন সুরগণ পুরন্দরের অনুমতিক্রমে দধীচ মুনির সন্নিধানে গমন করিয়া যত্নসহকারে অস্থি প্রার্থনা করিলে, তিনি অবিচলিত চিত্তে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক অক্ষয় লোক লাভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও ছটেচিতে, সেই অস্থি দ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও গুরুতর দণ্ড প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র নির্মাণ করিলেন। হে রাজনু ! মহামতি দধীচ প্রজাপতিতনয় মহর্ষি ভৃগুর উগ্র তপঃপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। উনি হিমাচল সন্নিধি উন্নত ও মহাগৌরবারিত ছিলেন; ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার তেজোবলে নিম্নত উদ্বোজিত হইতেন। এক্ষণে তিনি উহার অস্থিদ্বারা বজ্র নির্মাণ করিয়া ঐ ব্রহ্মতেজোদ্ভব বজ্র মজ্জপুত করত একোনশত দৈত্যের জীবন সংহার করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। সেই সময় মহর্ষিগণ ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া জীবিকা নির্বাহার্থ চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তখন সারস্বত মুনিও আহ্বারের অনুসন্ধানার্থ গমন করিতে সমুদ্রাত হইলে, মহানদী সরস্বতী তাঁহাকে সুস্বাদন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি এ স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিও না, এই স্থানেই অবস্থান কর। আমি তোমার ভোজনার্থ নিম্নত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য প্রদান করিব। মহামতি সারস্বত সরস্বতী কর্তৃক এই-

রূপ অভিহিত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করত মৎস্যসিংহের জীবন ধারণ পূর্বক দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও বেদ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর সেই অনাবৃষ্টি অতীত হইলে, মহর্ষিগণ পুনর্বার আপনাদিগের আশ্রমে মিলিত হইলেন। তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া ইত্যন্ততঃ পর্য্যটন পূর্বক সকলেই বেদ পাঠ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পরস্পর পরস্পরকে বেদাধ্যয়ন করাইতে অমরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই বেদাধ্যাপনে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে এক জন মহর্ষি বদ্বীপে মুনিসত্তম সারস্বতের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, তিনি অনর্গল বেদ পাঠ করিতেছেন। সেই সময় তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক মুনীগণকে কহিলেন যে, এক জন মহর্ষি নিঃস্বপ্নে বেদ পাঠ করিতেছেন। মহর্ষিগণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক সকলে মিলিত হইয়া মহাতপা সারস্বতের নিকট গমন করত কহিলেন, হে মহর্ষে! তুমি আমাদিগকে বেদাধ্যয়ন করাও। তখন সারস্বত কহিলেন, হে তপোধনগণ! তোমরা আমার নিকট নির-নাশুসারে শিষ্যত্ব স্বীকার কর। তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, হে বৎস! তুমি নিতান্ত বালক; আমরা কি প্রকারে তেমার শিষ্য হইব। সারস্বত কহিলেন, হে তপসগণ! ধর্ম রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য। অশ্রুস্নানসারে অধ্যাপন ও অধ্যয়ন করিলে, অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই পাপশূন্য ও বৈরভাবপ্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ মহর্ষিগণ বয়োবাহুল্য, পলিত, বিত্ত ও বাক্য প্রভাবে মহত্ব লাভ করিতে পারেন না। যিনি আমাদের মধ্যে বড়ঙ্গ বেদাধ্যাপনে স্মৃতিপূর্ণ, তিনিই মহান্ ও প্রধান লোক। ষষ্টি সহস্র তাপস মহর্ষি সারস্বতের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করত পুনর্বার ধর্ম্মাচ্ছতানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রতিদিন সেই বাস্তবিকের আসনের নিমিত্ত এক এক ঘৃষ্টি দর্ভ আহরণ করিতেন।

হে রাজন! কেশবাগ্রজ মহাবল বলদেব দেই সারস্বত মহর্ষির তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধন প্রদান পূর্বক আনন্দিত চিত্তে সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধক-ন্যক তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় এক জন কুমারী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অনুচাবস্থায় তপোহুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ত্রিংশতম অধ্যায় । ৫৩

জনমেজয় কহিলেন, চে ভগবন্ ! আপনীর নিকট অতি সুদূর বিষয় শ্রবণ করিলাম ; এক্ষণে সেই কুমারী কি নিমিত্ত কি প্রকারে তপস্যা ও নিরমাহুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে ! পূর্বে কুণিগর্গ নামে এক তপোবলসম্পন্ন মহাবীরাধী ছিলেন । তিনি তপঃপ্রভাবে এক পরম রূপলাবণ্যমতী মানসী কন্যার সৃষ্টি করেন । কিয়দ্দিন পরে মুনিবর কলেবরী পরিত্যাগ পূর্বক দেবলোকে গমন করিলে, তাঁহার হৃদিতা তপোমুষ্ঠাননিরত হইয়া উপবাস করত দেবতা ও পিতৃগণের অর্চনা করিলেন । পূর্বে তাঁহার পিতা তাঁহার পরিণয়ের কথা উত্থাপন করিয়া ছিলেন ; কিন্তু তিনি আপনীর অমুরূপ পতির অভাবে তাহাতে সন্মত হন নাই । এক্ষণে তিনি নির্জন কাননে তপোমুষ্ঠান পূর্বক স্বীয় কলেবর শীর্ণ করিয়াও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন । এই রূপে তপোমুষ্ঠান করিতে করিতে তাঁহার বার্কাক্য দশা সমুপস্থিত হইল । তখন তিনি আর পদ সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইলেন না । অবশেষে তিনি পরলোকে গমন করাই বিধেয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন । ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে সমুদাত্ত দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্বক কহিলেন, হে কলাপি ! স্মরণে শ্রবণ করিয়াছি যে, অনুঢ়া কন্যার কোন লোকেই গমন করিবার অধিকার নাই । তুমি কেবল তপঃসকর করিয়াছ ; কিন্তু তথাপি তুমি কোন লোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে না । অতএব কি প্রকারে পরলোকে গমন করিবে ?

তপস্বিনী দেবর্ষি নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনিসমাজে গমন পূর্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! আপনাদের মধ্যে যিনি আমার পাণি গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাকে আপনীর তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব । সেই সময় গালবনন্দন মহাতপা শৃঙ্গবান্ কহিলেন, হে স্তনদরি ! যদি তুমি আমার সহবাসে এক বামিনী অভিবাহিত করিবে, স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিতে পারি ।

ব্রহ্মকন্যা শৃঙ্গবানের এই কথা শ্রবণ পূর্বক তপাস্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন । সেই সময় গালবনন্দন যথাবিধি হত্যাশনে আহুতি প্রদান পূর্বক তাপসীর পাণি গ্রহণ করিলেন । অনন্তর রজনী সমাগত হইলে,

সেই বৃদ্ধা দিব্যভরণ বিভূষিতা, দিব্যগন্ধাম্বলপনা, নবযৌবনা রমণীয় রূপ ধারণ পূর্বক মুনিকুমারের সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। গালবকুমার পত্নীর অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত পরম স্থখে যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, তাপস-কুমারী গাত্রোত্থান করিয়া গালবনন্দনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার নিকট যাহা অস্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা প্রতিপালন করিলাম ; এক্ষণে প্রস্থান করি, ঋষিকন্যা এই বলিয়া তথা - হইতে বিনির্গমনকালে পুনরায় কহিলেন যে, যিনি এই তীর্থে একাধারে চিন্তে দেবগণের তর্পণ করিয়া এক যামিনী অতিবাহিত করিবেন, তিনি অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ফল লাভ করিবেন। হে রাজন্ ! ঋষিকন্যা এই কথা বলিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক সুরলোকে গমন করিলে, গালবকুমার তাঁহার সৌন্দর্য্য স্মরণ পূর্বক সাত্বিশর ছুঃখিত হইলেন এবং অতি কষ্টে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পত্নীর অঙ্গুগামী হইলেন। হে রাজন্ ! আমি এই বৃদ্ধ কন্যার চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য ও সুরপুরগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। মহামতি বলদেব ঐ বৃদ্ধকন্যক তীর্থে দ্বিজগণকে বহুবিধ ধন প্রদান করেন। ঐ স্থানেই তিনি মন্ত্ররাজের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হন ; পরিশেষে সমস্ত পঞ্চকে উপনীত হইয়া মহর্ষিগণকে কুরুক্ষেত্রের ফল জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৪ ।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে রোহিণীনন্দন ! সমস্তপঞ্চক প্রজাপতির সনাতনো উত্তরবেদি বলিয়া বিখ্যাত আছে। পূর্বকালে মহাবরপ্রদ অমরগণ ঐ স্থানে বজ্রাস্ত্রাণ করেন। ধীমান্ মহাহুভব কুরুরাজ ঐ স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া, উহা কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

বলদেব কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! কুরুরাজ কি কারণে এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে যজ্ঞপ্রবীর ! পূর্বে কুরুরাজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সুররাজ ইন্দ্র সুরলোক হইতে তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহারাজ ! তুমি কি অভিলাষে পরম যত্ন পূর্বক এত ভূমি কর্ষণ করিতেছ ? কুরুরাজ কহিলেন, হে পাকশাসন ! যে সমুদয় ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে দেহ পরিত্যাগ করিবে, তাহার সকলে অতি সুনির্মল স্বর্গ লাভে সমর্থ হইবে। আমি এই অভিপ্রায়ে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছি। দেবরাজ ইন্দ্র কুরুরাজের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে উপহাস করিয়া সুরপুরে প্রস্থান করিলেন। মহীপাল-কুন্দের পুরন্দরের উপহাসে কিছুমান্ধ হুঁথিত না হইয়া অক্ষুণ্ণচিত্তে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র এইরূপে কুরুরাজ সন্নিধানে আগমন পূর্বক বারম্বার তাঁহার অধাবসারের উদ্দেশ্যে শ্রবণ ও উপহাস করিয়া গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুরুরাজ কোনক্রমেই ক্ষান্ত হইলেন না। পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্র কুরুরাজের দৃঢ়তর অধাবসায় সন্দর্শন করত ভীত হইয়া দেবগণকে রাজর্ষির অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিলে, তাঁহার কহিলেন, হে পুরন্দর ! কুরুরাজকে কোন প্রকারে বর প্রদান দ্বারা নিবৃত্ত করাই শ্রেয়স্কর। দেখ, যদি মনুষ্যাগণ ঐ স্থানেই দেহ পরিত্যাগ করিলেই সুরলোকে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার কখন যজ্ঞাছুটান করিবে না; সুতরাং আমরা একবারেই যজ্ঞাংশলাভে বঞ্চিত হইব।

দেবরাজ পুরন্দর অমরগণের বাক্যানুসারে কুরুরাজের সমীপে আগমন পূর্বক কহিলেন, হে রাজর্ষে ! আর তোমার কষ্ট করিবার আবশ্যক নাই; আমার কথা রক্ষা কর। আমি বলিতেছি, যে সকল ব্যক্তি এই স্থানে নিরলস হইয়া অনাহারে জীবন পরিত্যাগ করিবে কিম্বা সংগ্রামে বাণপথবর্তী হইয়া বিনষ্ট হইবে, তাহার অনায়াসে সুরলোকে গমন করিবে, সন্দেহ নাই। কুরুরাজ পুরন্দরের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক তথাস্ত বলিয়া তাহাতে সন্মত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও হৃষ্টচিত্তে পুনর্বার স্বর্গে গমন করিলেন।

হে রোহিণীনন্দন ! পূর্বকালে এইরূপে কুরুরাজ সমস্ত পক্ষকের ভূমি কর্ষণ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিয়াছেন যে, আর কোন স্থানই ইহা অগেফা পবিত্র হইবে না। এই স্থানে যে ব্যক্তি উপোছুটান করিবে, তাহার দেহাবসানে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। যাহারা এই পুণ্য ক্ষেত্রে দান করিবে, তাহাদিগের অর্থ অচিরকালমধ্যে সহস্র গুণ অধিক হইবে। যে সমুদয় ব্যক্তি ওত ফলের প্রত্যাশায় এই

পুণ্য স্থানে অবস্থান করিবে, তাহার কখনই সমলোক দর্শন করিবে না এবং যাহারা তথায় যজ্ঞাস্থান করিবে, তাহার চিরকাল দেবলোকের অরহান করিবে। আর দেবর্ষিপতি ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এই কুরুক্ষেত্রের ধূলিপটল বায়ুসঞ্চালিত হইয়া যাহাদিগের কলেবর স্পর্শ করিবে, তাহার দূরতকারী হইলেও দেহাবসানে পরম পদ লাভে সমর্থ হইবে। অনেকানেক দেবতা, ব্রাহ্মণ ও নৃপ প্রভৃতি নরদেবগণ এই স্থানে যজ্ঞাবসানে কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তরুতক, আত্মতক, রামহৃদ ও চমচক্রে এই সকল ঐদেগের মধাবর্তী স্থানই কুরুক্ষেত্র; সমস্ত পঞ্চক ও প্রজাপতির উত্তরবেদি চলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থান অতি পবিত্র, সর্বগুণসম্পন্ন ও সুরগণের অভিপ্রেত; অতএব নরপতিগণ এই স্থানে সমরাজনে বিনষ্ট হইয়া অক্ষয় পবিত্র লোক প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। হে রোহিণীনন্দন! দেব-রাজ ইন্দ্র ব্রহ্মাদি দেবগণের সাক্ষাতে এই কথা কহিলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাহার বাক্যে সন্মত হইলেন।

পঞ্চ পঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৫ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর বলদেব কুরুক্ষেত্র সন্দর্শন ও বিপুল ধন দান করিয়া দিব্যাশ্রমে উপনীত হইলেন। সেই পবিত্র আশ্রম মধুক, আত্র, প্লক, ন্যাথোধ, বিধ, পনস ও অর্জুন বৃক্ষে সমাকীর্ণ। মহামতি বলদেব ঐ আশ্রম সন্দর্শন করিয়া মহর্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তাপসগণ! এই আশ্রমে কোন্ মহাত্মা অবস্থান করিতেন? মহর্ষিগণ কহিলেন, হে মহাত্মন্! পূর্বে যে মহাত্মার এই আশ্রম ছিল, তাহা আদ্যোপান্ত কঠিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই আশ্রমে তপোস্থান ও বিধানানুগারে সমস্ত সনাতন যজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন। এই স্থানে কোমার ব্রহ্মচারিণী শাণ্ডিল্যতনয়া যোবিজ্ঞানের অতি দ্রুত তপোস্থান করিয়া সুরপুরে গমন করিয়াছেন। মহামতি বলদেব মহর্ষিগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন ও সন্ধ্যাকার্য্য সমাপন পূর্বক হিমাচলে আরোহণ করিলেন এবং ক্রিয়দ্রুত গমন করিয়া সরস্বতীর প্রভাব ও প্লকপ্রভাব তীর্থ সন্দর্শন করিয়া বিম্বয়োৎকললোচনে কাশবলন নামক পুণ্য তীর্থে সমাগত হই-

লেন। মহামতি বলাদেব সেই তীর্থে পবিত্র নির্মল সলিলে অবগাহন করিয়া বিবিধ বস্ত্র প্রদান পূর্বক দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন এবং যতি ও ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই স্থানে এক ষামিনী যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতসময়ে যমুনাকূলে মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। পূর্বকালে ইন্দ্র, অগ্নি ও অর্য্যমা সেই আশ্রমে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বলদেব ঐ আশ্রমে সমাগত হইয়া যমুনার অবগাহন পূর্বক হৃষ্টচিত্তে ঋষিসমাজে উপবেশন করত তাঁহাদের ও সিদ্ধগণের মুখে পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে মহামতি রোহিণীনন্দন ঋষিসমাজে সমাসীন রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেবতাক্ষণপূজিত কলহগ্রিহ তপোধনাগ্ৰগণ্য দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে সমাগত হইলেন। তাঁহার মন্তকে জটাতার, পরিধান সুবর্ণ-চীর এবং করে হেমদণ্ড, কমণ্ডলু ও অতি পবিত্র কচ্ছপী বীণা। মহামতি বলদেব দেবর্ষি নারদকে সন্দর্শন করিবামাত্র সাতিশর ব্যাস্ত্রসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্বক বিধানানুসারে তাঁহাকে অর্চনা করত কৌরব-গণের বৃত্তান্ত দ্বিজাঙ্গা করিলে, দেবর্ষি তাঁহার নিকট কুরুকুলের সংহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সেই সময় রোহিণীনন্দন নিতান্ত হুঃখিত হইয়া কহিলেন, হে দেবর্ষি! কুরুপাণ্ডবসংগ্রামে ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, পূর্বে আমি তাহা সংক্ষেপে শুনিয়াছি। এক্ষণে আপনার মুখে ঐ বৃত্তান্ত আদ্যোপ্যন্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

তপোধনাগ্ৰগণ্য দেবর্ষি নারদ বলদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, হে রোহিণীনন্দন! পূর্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, ভূরিশ্রবা, মদ্রাধিপতি শল্য এবং অন্যান্য যুদ্ধবিশারদ অসংখ্য মহীপাল ও মহীপালপুত্রগণ হৃষ্যোধনের জয়লাভার্থ ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে কৌরবগণকে কেবল কৃপ, কৃতবর্মা ও অশ্বখামা এই তিন জনমাত্র অবশিষ্ট আছেন। কিন্তু তাঁহারাও পাণ্ডবদিগের ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন। মহারাজ হৃষ্যোধন মদ্রাধিপতি শল্যকে নিহত ও কৃপ প্রভৃতি তিন জন মহারথকে পলায়িত দেখিয়া একান্ত চঃখিত হইয়া বৈপায়ন হ্রদে প্রবিষ্ট হইয়া ছিলেন; এক্ষণে কেশব ও পাণ্ডবগণ তাঁহার প্রতি বিবিধ নিষ্ঠুর বাক্য প্রদেয় করিতে তিনি সেই সমুদয় সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া হ্রদ হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক ভীষণ গদা গ্রহণ করত ভীমসেনের সহিত সংগ্রাম

করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। মহাবীর ভীম ও দুর্যোধনের অতি ভীষণ গদাযুদ্ধ হইবে। আপনি যদি আপনার শিষ্যদ্বয়ের সংগ্রাম দর্শন করিতে অভিলাষ করেন, তবে সত্বরে সেই স্থানে গমন করুন।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব নারদের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক বিজয়গণের অর্চনা করিয়া স্বীয় অশুভাজিকগণকে সারকায় গমন করিতে অশুমতি প্রদান করিলেন এবং হিমাচল হইতে অবরোহণ করিয়া সরস্বতীর তীর্থফল স্মরণ পূর্বক ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে কহিলেন, কোন তীর্থই সরস্বতীর সমান তৃপ্তিজনক নহে। সরস্বতী তীর্থে বাহ্যিকভাবে স্থান করেন, তাঁহারাই পরম সুখী। মহাত্মারা সরস্বতীতে আগমন পূর্বক সুরলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব নিয়তই সরস্বতী নদীকে স্মরণ করিবে। সরস্বতী সমস্ত নদী অপেক্ষা পবিত্র ও কল্যাণদায়িনী। সরস্বতীতে আগমন করিলে, আর ইহলোকে ও পরলোকে স্বীয় দুষ্কৃত্তির নিমিত্ত পরিতাপ করিতে হয় না। হে রাজন্! মহামতি বলদেব এই কথা বলিয়া হৃষ্টচিত্তে সরস্বতীকে বারংবার সন্দর্শন পূর্বক অশ্বসংযোজিত স্বেত রথে আরোহণ পূর্বক শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ সন্দর্শন করিবার মানসে সত্বরে তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন।

ষট্ পঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৬ ।

হে রাজন্! অনন্তর কুরুরাজ দ্রুতরাষ্ট্র বৃকোদর ও দুর্যোধনের ঘোরতর সংগ্রামবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হুঃখিত মনে সজ্জরকে কহিলেন, হে সূতনন্দন! মহামতি বলদেব যুদ্ধ সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলে, আমার পুত্র দুর্যোধন কি প্রকারে তাঁহার সাক্ষাতে বৃকোদরের সহিত সংগ্রাম করিল?

সজ্জর কহিলেন, রাজন্! সংগ্রামাভিলাষী মহাবাহু রাজা দুর্যোধন বলদেবকে সমাগত দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলদেবকে সমুপস্থিত দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে গাত্রোধান পূর্বক তাঁহাকে আসন প্রদান ও যথাবিধি পূজা করত তাঁহার অনামম-বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সময় রোহিণীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি মহর্ষিগণের সঙ্গীপে শ্রবণ করিয়াছিলাম, কুরুক্ষেত্র পন্থ পবিত্র ও স্বর্গ সদৃশ। দেবতা, ঋষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ

নিয়ত ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন । বীরগণ তথায় সংগ্রাম করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলে, অন্যরাসে সুরলোকে দেবরাজের সাহিত বাস করিতে সমর্থ হয় । দেবলোকে ঐ স্থান ব্রহ্মার উত্তরবেদি বলিয়া প্রথিত আছে । অতএব চল, আমরা এই স্থান হইতে সমস্ত পঞ্চকে গমন করি । হে রাজনু ! কুন্তীনন্দন যুদ্ধিষ্ঠির বলদেবের সমস্ত পঞ্চকের অভিযুখে গমন করিতে লাগিলেন । কুরুরাজ দুর্যোধনও সাতিশয় বোষপরতন্ত্র হইয়া, সুদীর্ঘ গদা গ্রহণ পূর্বক পাণ্ডবগণের সহিত পাদচারে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন অন্তরীকস্থিত দেবগণ বর্ষধারী মহাবীর দুর্যোধনকে গদাহস্তে গমন করিতে দেখিয়া গাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । বার্তাবহ ও চরগণ কুরুরাজের যুদ্ধবেশ সন্দর্শন করিয়া মহা আনন্দিত হইল । রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন । বীরগণের সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও ভেরী নিব্বনে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । পরে বীরগণ কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ রাজা দুর্যোধনের আদেশানুসারে পশ্চিম দিকে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে তথা হইতে সরস্বতীর দক্ষিণ পবিত্র তীরে উপনীত হইয়া সেই অনুব্র প্রদেশই যুদ্ধের উপযুক্ত বলিয়া নির্দিষ্ট করিলেন ।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর বর্ষ ধারণ ও মহাকোটি গদা গ্রহণ পূর্বক গরুড়ের ন্যায় এবং কুরুরাজ দুর্যোধন উষীষ ও স্বর্ণবর্ষ ধারণ পূর্বক অমর পর্বতের ন্যায় শোভমান হইলেন । তৎপরে তাঁহারা উভয়ে রণস্থলে সমুপস্থিত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় ও সমুদিত চক্রার্কের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্বক ক্রোধোদ্ধত কুঞ্জরদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে সংহার করিবার নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন । সেই সময় মহাবলশালী রাজা দুর্যোধন মহা আনন্দে অকণী হেলন ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গদা গ্রহণ পূর্বক ক্রোধাক্রণ লোচনে বৃকোদরের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করত মাতঙ্গ যেরূপ মাতঙ্গকে আহ্বান করে, সেইরূপ ভীমসেনকে আহ্বান করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরও প্রস্তরদংশ অদৃঢ় গদা গ্রহণ পূর্বক মৃগেন্দ্র যেরূপ মৃগেন্দ্রকে আহ্বান করে, সেইরূপ দুর্যোধনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর সেই ক্রতাস্ত, পুরন্দর, বরুণ, কুবের, হৃষীকেশ, বলদেব, মধু, ঠেকটভ, স্কন্দ, উপস্কন্দ, রাম, রাবণ এবং বালি ও অগ্নীবের ন্যায়

মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় রৌষভরে গদা সমুদাত করিয়া শূকনান্ পৰ্বত-
 দ্বয়ের-ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । শরদাগমে মদস্রাবী মত্ত মাত-
 লদ্বয় বেক্রপ করিণীর নিমিত্ত ধাবমান হয়, সেইরূপ তাঁহারা জিগীষাপর-
 ত্তর হইয়া পরস্পরের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং ভূজঙ্গের
 ন্যায় রৌষবিষ উদ্গার করিয়া পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে
 লাগিলেন । তাঁহারা উভয়েই বলদেবের শিষ্য, মহাবলশালী, গদাযুক্ত
 বিশারদ এবং যুগেন্দ্রের ন্যায় নিভাস্ত হর্ষর্ষ, নখদংষ্ট্রাবুধ ব্যাভ্রদ্বয়ের
 ন্যায় একান্ত হংসহ, লোক সংহারার্থ সমুচ্ছলিত সাগরদ্বয়ের ন্যায় দ্রুতর,
 পাবকের ন্যায় ক্রোধোদীপিত ও প্রেরণকাণীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দুর্নি-
 রীক্ষ্য । তৎকালে উর্ধ্বাদিগকে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন,
 মঙ্গল গ্রহদ্বয় ক্রোধভরে ধরাতলে ধাবমান হইতেছেন এবং রোষোক্ত
 দৈত্যদ্বয় যেন পরস্পরকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইরাছে । তাঁহারা
 মাক্রতসঞ্চালিত পূর্ব পশ্চিম দিকে সমুখিত নিরস্তর বারিধারাবর্ষী বর্ষা-
 কালীন জলধরদুগলের ন্যায়, শঠাজালজড়িত সিংহদ্বয়ের ন্যায় ও ক্রোধো-
 ক্ত বুবদ্বয়ের ন্যায় বারম্বার গর্জন, তুরঙ্গদ্বয়ের ন্যায় হেবারব এবং
 মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃহিত ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । রৌষবশতঃ
 তাঁহাদিগের ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইতে লাগিল ।

সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতৃগণ, মহামতি বাসুদেব,
 মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব এবং কেকয়, স্তম্ভক ও পাঞ্চালগণে পরিবেষ্টিত
 হইয়া তথায় দণ্ডারমান ছিলেন । রাক্ষা হৃষ্যোদন বীরের ন্যায় তাঁহাকে
 সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আমি বৃকোদরের সহিত গদা-
 যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব ; এক্ষণে তুমি সমাগত ভূপালগণের সহিত উপবেশন
 পূর্ব্বক আমাদিগের সংগ্রাম সন্দর্শন কর । কুরুরাজ হৃষ্যোদন এই রূপ
 কহিলে, ভজ্ঞাত্য সকলেই সেই স্থানে গমুণবিষ্ট হইয়া গগনমণ্ডলে সমুদিত
 সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । মহামতি শ্রীমান্ বলদেব
 তাঁহাদিগের মধ্যে উপবেশন করিয়া রাজিকালীন নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যগত
 পূর্ণ শশধরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর মহাবল পরা-
 ক্রান্ত বৃকোদর ও হৃষ্যোদন বৃজাস্তর ও পুরন্দরের ন্যায় পরস্পরকে
 নিরীক্ষণ করত, অতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । ৫৭ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়র নিকট হর্ষ্যোধনের সংগ্রামবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহুয্যত্বে দিক্ ! মহুযোর কিছুই চিরস্থায়ী নহে। দেখ, আমার আন্তর হর্ষ্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ও অবিল তুমতলের অধীশ্বর ছিল। মহীপালগণ প্রতিনিয়ত তাহার অমুমতি প্রতীর্ণ করিত। এক্ষণে সেই হর্ষ্যোধন গদা ধারণ পূর্বক পাদচ্যরে সংগ্রাম গমন করিল। হার ! অদৃষ্টের কি অনিবার্জনীয় প্রভাব ! হার ! আমার পুত্র হর্ষ্যোধন সমস্ত জগতের নাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় কত দুঃখই ভোগ করিল ! হে রাজন্ ! বিচিত্রবীৰ্য্যতনয় ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বিলাপ করিয়া নিস্তক হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! অনন্তর মহাবলশালী রাজা হর্ষ্যোধন মহাভ্রাতৃ বৃষভের ন্যায় গভীর গর্জন করত বৃকোদরকে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা হর্ষ্যোধন ভীমসেনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবামাত্র ঘোরতর বিবিধ হুনির্মিত সমুদর প্রাহুত হইল। ঘোররব লোমহর্ষকর নির্ঝাঁত সমুদর নিপতিত ও বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। পাণ্ডবৃষ্টি ও ঘোরতর তিমিরহালে দশ দিক্ সমাক্রম হইয়া গেল। শত শত উদ্ধাপাতে গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। রাহু অসময়ে সূর্য্যকে গ্রাস করিল। সনাগরা বহুক্ষণ বিকম্পিত, শৈলশৃঙ্গ সমুদর ধরাতে নিপতিত ও কূপের জল পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অমঙ্গলসূচক শিবাগণ সমাগত হইয়া ঘোরতর টীংকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। বহুবিধ যুগ দশ দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। অমঙ্গলসূচক জন্তুগণ সূর্য্যাদিষ্ঠিত দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দিক্ হইতে ঘোরতর শব্দ প্রতিগোচর হইতে লাগিল ; কিন্তু কে যে, শব্দ করিতেছে, তাহা কিছুই বোধগম্য হইল না।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই সমুদর হুনির্মিত সন্দর্শন করিয়া বীর কোষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে সঙ্কোধন পূর্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! হুর্নতি হর্ষ্যোধন কোনক্রমেই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না ; ধনঞ্জয় যেক্ষণ ষাণ্ডববনে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন, আজি আমিও সেইরূপ হর্ষ্যোধনের উপর চিরসঞ্চিত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক আপনার হৃদয়নিহিত শোকশলা সমুদৃত করিব। আজি কুরুকুলধর্ম পাণ্ডব

কলেবর গদা দ্বারা শতধা বিভিন্ন করিয়া আপনার 'গলদেশে', কীর্তিময়ী মালা প্রদান করিব। এই হৃদয়িত পুনর্ব্বার হস্তিনামগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। আজি আমাদের সর্পকোড়ে শয়ন, বিবাহ ভোজন, জুতুগৃহ দাহ, সভামধ্যে উপহাস, সর্ব্বদা অপহরণ, অজ্ঞাতবাস ও বনবাস-জনিত বিবিধ হুঃখের শাস্তি হইবে। আমি এক দিনেই ঐ পাপাত্মাকে সংহার করিয়া আপনার নিকট অশ্রুণী হইব। আজি উহার পরমায়ু নিঃশেষিত ও মাতৃপিতৃদর্শন সমাপ্ত হইল। ঐ চুরাচা আর সুখসন্তোষ কিম্বা কামিনীগণের সহিত সঙ্গর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। আজি ঐ কুরুকুলদ্বারকে রাজাহীন, জীবনবিহীন ও ত্রীভ্রষ্ট হইয়া ধরাতলে শয়ন করিতে হইবে। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের নিধনবার্তা অবগত করিয়া শকুনির হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

হে রাজন্! শার্দূলসদৃশ বিক্রমশালী ভীমসেন এই কথা বলিয়া অররাজ ইন্দ্র যেরূপ বুজাসুরকে আত্মহীন করিয়াছিলেন, সেইরূপ হৃষ্যো-ধনকে আত্মহীন করত রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হৃষ্যো-ধনকে গদাহস্তে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, হে হৃষ্যোধন! বারণাবত নগরে তোমরা পিতাপুত্রে আত্মাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যে সমুদয় হৃদুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর। তোমরা সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে যেরূপ ক্লেশ প্রদান ও শকুনির সহিত লমবেত হইয়া দ্যুতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে যে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলে এবং আমরা তোমাদের নিমিত্ত বনবাসী হইয়া যে ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিয়াছি, আজি সেই সকল হুঃখের মূলোচ্ছেদ করিব। আজি ভাগ্যবশতঃ তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ। প্রবলপ্রতাপ মহারথ ভীম তোমার নিমিত্তই শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়া পরশময়্যার শয়ন রহিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবলশালী দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, আমাদের শত্রুতার প্রধান কারণ শকুনি, দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা প্রাণিকামী এবং তোমার পরাক্রমশালী ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অসংখ্য মহীপাল বিনষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তোমাকেও এই গদাবাতে নিশ্চয়ই নিহত করিব।

হে রাজন্! ভীমপরাক্রম, ভীমসেন উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিলেন, আপনার আত্মজ হৃষ্যোধন নির্ভয়চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীমসেন! অনর্থক বাগ্জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। অবিলম্বে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আজি নিশ্চয়ই তোমার যুদ্ধ-

শ্রদ্ধা বিনষ্ট করিব। হে কুণাধম ! দুর্ঘোষন সামান্য লোকের ন্যায়
স্বত্বদৃশ ব্যক্তির কথায় ভীত হইবার নহে। আমি বহুদিবসাবধি তোমার
অহিত গদাযুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বাসনা করিতেছি। আজি দৈব অমুকুল
হইয়া আমার সেই মনোরথ পূর্ণ করিলেন। এক্ষণে আর অনর্থ বাক্যব্যয়
ও আত্মপ্লাবী করিবার আবশ্যক নাই। সুখে বেক্রপ কহিতেছ, সত্ত্বরে
তাহা কার্য্যে পরিণত কর।

হে রাজন্ ! ঐ সময় সৌম ও অন্যান্য বংশসম্মত যে সমুদয় নরপতি
• সেই স্থানে সমাগত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই কুরুরাজের সেই কথা
শ্রবণে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্ঘোষনও তাঁহা-
দিগের প্রশংসায় পুলকিতগাত্র হইয়া সংগ্রামে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। সেই
সময় ভূপালগণ রাজা দুর্ঘোষনকে মত্ত মাতদের ন্যায় তলরব দ্বারা
পুনর্বার আনন্দিত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও
গদা সমুদাত করিয়া মহাবেগে দুর্ঘোষনের অভিযুখে ধাবমান হইলেন।
সেই সময় বিজ্ঞানভিলাষী পাণ্ডবগণের কুঞ্জর সকল বৃংহিত ধ্বনি ও
তুরঙ্গমগণ বারংবার হেয়ারব করিতে আরম্ভ করিল এবং অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত
সমদিক প্রদীপ্ত হইতে লাগিল।

অষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায় । ৫৮ ।

হে রাজন্ ! তখন কুরুরাজ দুর্ঘোষন বুকোদরকে সংগ্রামে সমাগত
দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান
হইলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করত বাসব ও
প্রহ্লাদের ন্যায় পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত
হইলেন। সেই সময় সমরঙ্গনে ভয়ানক প্রহারশব্দ সমুখিত হইতে
লাগিল। দর্শকগণ সেই শোণিতাক্তগাত্র গদাধারী বীরদ্বয়কে পুষ্পোপ-
শোভিত কিংকট বৃক্ষের ন্যায় অবলোকন করিলেন। পরস্পরের গদা-
নিষ্পেষে অগ্নিকুলঙ্গ সমুখিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, গগনমণ্ডল
খদ্যোতপুঞ্জে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অনন্তর সেই বীরদ্বয় সমরপ্রবেশে নিতান্ত
পরিশ্রান্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিলেন এবং পুনরায় গদা গ্রহণ
করত স্তম্ভগ্রাম করিতে লাগিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যাগণ করিণী-
লাভোভিলাষী মদমত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় ঐ বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত

দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং কে যে জয় লাভ করিবে, তাহা কিছুই স্থির হইতে পারিলেন না । অনন্তর সেই মহাবীরের পরস্পরের রক্তাশ্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । দর্শকগণ বৃকোদরের যমদণ্ডোপম বজ্রসদৃশ ভীষণ গদা নিমীকণ করিতে লাগিলেন । সেই সময় ভীম-পরাক্রম ভীমসেন ভীষণ গদা বিঘূর্ণিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সমরাস্রমে ধোরতর শব্দ প্রাহুভূত হইতে লাগিল । কুরুরাজ দুর্যোধন বৃকোদরকে সংগ্রামে গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন । সেই সময় মহাবলশালী ভীমসেন গদাহস্তে বহুবিধ কৌশল ও মণ্ডল প্রদর্শন পূর্বক সমরাস্রমে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

অনন্তর সেই বীরাঙ্গ আশ্চর্য্যকর কতাবানু হইয়া ভোজনলোলুপ মার্জারদ্বয়ের ন্যায় বারম্বার পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বিচিত্র মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, বিবিধ অবস্থান, পরিমোক্ষ, প্রহার বন্ধন, পরিবারণ, অভিজ্ঞান, আক্ষেপ, বিগ্রহ, পরা-বর্ত্তন সংবর্ত্তন, অবপ্লুত, উপপ্লুত, উপনাস্ত ও অপনাস্ত প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল প্রদর্শন পূর্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন । অনন্তর তাঁহারা পরস্পরের গদাপাত পরিহার পূর্বক পুনর্ব্বার মণ্ডলাকারে পত্নি-ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে রণকৌশল প্রদর্শন পূর্বক পরস্পরকে গদা প্রহার করিতে লাগিলেন । সেই সময় গদাপ্রহারে পরস্পরে বকলবর দোণিতধারার সমাচ্ছন্ন হওয়ারে বোধ হইতে লাগিল যেন, মাতঙ্গদ্বয় দশনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে । হে রাজন্ ! এইরূপে বৃজাসুর ও পুরুন্দরের ন্যায় সেই মহাবীরদ্বয়ের ধোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ।

অনন্তর রাজা দুর্যোধন দক্ষিণ মণ্ডল এবং বৃকোদর বাম মণ্ডল অবলম্বন করিয়া পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই সময় মহারাজ দুর্যোধন গদা সমুদ্যত করিয়া মহাবলে বৃকোদরের পার্শ্বদেশে প্রহার করিলে, মহাবলশালী ভীমসেন তাঁহাকে প্রহার করিবার মানসে বজ্রসদৃশ যমদণ্ডোপম ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলেন । তদর্শনে দর্শকগণ একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন । ঐ সময় কুরুরাজ দুর্যোধন বৃকোদরকে ভীষণ গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া তাঁহার গদার উপর গদা প্রহার করিলেন । পরস্পরের গদানিশ্লেষে সমরাস্রমে ধোরতর শব্দ সমুদ্রিত ও তেজ প্রাহুভূত হইতে লাগিল । তখন মহাবীর দুর্যোধন বিবিধ মণ্ডল ও কৌশল প্রদর্শন পূর্বক রণস্থলে বিচরণ করত বৃকোদর অপেক্ষা সমধিক দুৰ্দ্ধনিপুণ বলিয়া পরিগণিত

হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন গদা বিদ্বর্জিত করিতে আরম্ভ করিলে, উহা হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম বিনির্গত হইতে লাগিল। তদ্বর্ণনে রাজা হর্ষ্যোধনও পূর্বতের ন্যায় স্তম্ভ হইয় গদা বিদ্বর্জিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গদার ভ্রমণবেগ সন্দর্শনে সোমক ও পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত হর্ষ্যোধন ও ভীমসেন পরস্পর সমরক্রীড়া প্রদর্শন পূর্বক পরস্পরকে গদাঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

অনন্তর রাজা হর্ষ্যোধন বৃকোদরকে গদাবেগ সম্বরণ করিতে অবলোকন করিয়া বিচিত্র কৌশল প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্বর্ণনে ভীমপরাক্রম ভীমসেন রোষপরবশ হইয়া তাঁহার গদার উপর গদা প্রহার করিলেন। তখন বজ্রধ্বরের ন্যায় ঐ দুই গদার অভিঘাতে ভয়ানক শব্দ ও অনলক্ষুলিঙ্গ সকল সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। বৃকোদরের মহাবেগসম্পন্ন গদা হর্ষ্যোধনের গদা প্রতিহত করিয়া ধরাতে লিপ্ত হইলে, উহার আঘাতে অবনীমণ্ডল বিকম্পিত হইল। তখন রাজা হর্ষ্যোধন আপনার গদা প্রতিহত দর্শন করত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া বাম মণ্ডল প্রদর্শন পূর্বক ভীমসেনের মস্তকে গদা প্রহার করিলেন। মহাবল বৃকোদর ঐ গদা প্রহারে, কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; তদ্বর্ণনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর হর্ষ্যোধনের প্রতি স্বীয় কনকালঙ্কৃত গদা পরিভ্রাণ করিলেন। রাজা হর্ষ্যোধনও অসম্মত চিত্তে অবিলম্বে ঐ ভীমনিক্ষিপ্ত গদা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। তদ্বর্ণনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন ভীমনিক্ষিপ্ত গদা নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া গভীর শব্দ করত ভূমণ্ডল বিচলিত করিয়া নিপতিত হইল। অনন্তর রাজা হর্ষ্যোধন রোষপরবশ হইয়া বৃকোদরের বক্ষঃস্থলে এক গদা প্রহার করিলেন। মহাবলশালী ভীম সেই গদাপ্রহারে বিচ্যুত হইয়া ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। পাকাল ও সোমকগণ ভীমসেনকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া ভয়োৎসাহ ও বিস্ময়ামান হইয়া রহিলেন। পরিশেষে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কুরুরাজের গদাপ্রহারে সাতভিন্ন রোষপরবশ হইয়া কুঞ্জর বৈকুণ্ঠ কুঞ্জরের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মহাবেগে হর্ষ্যোধনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে গদা প্রহার করিলেন। মহাবল হর্ষ্যোধন ঐ আঘাতে মুচ্ছিত হইয়া

অবনত জাহ্নবীরে ধরাতল স্পর্শ করিলে, স্বয়ংগণ পুনর্বার মহা আনন্দে সিংহনাদ পরিভ্যাগ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্যোধন তাঁহাদিগের সেই সিংহনাদ শ্রবণে সাত্ত্বিক ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া গাত্ৰোত্থান পূর্বক মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিকীস পরিভ্যাগ করিয়া বৃকোদরকে দঙ্ক করিবার অভিলাষেই যেন তাঁহার প্রতি বারংবার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার মত্তক চূর্ণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার ললাটদেশে গদা প্রহার করিলেন। মহাবীর বৃকোদর ঐ আঘাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অচলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই গদাপ্রহারে বৃকোদরের ললাটদেশ হইতে শোণিতধারা বিনির্গত হওয়াতে তাঁহাকে মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে শক্রনিপাতন ধনঞ্জয়ের অগ্রজ ভীমসেন বজ্রসদৃশ লৌহময় গদা গ্রহণ করিয়া বল পূর্বক কুরুরাজকে প্রহার করিলে, দুর্যোধন কানন-মধ্যে মারুতবেগবিপাটিত কুহুমিত বৃক্ষের ন্যায় ঘূর্ণিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ কুরুরাজ দুর্যোধনকে ভূতলে নিপতিত সন্দর্শন করিয়া মহা আনন্দে সিংহনাদ পরিভ্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহারথ দুর্যোধন কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া হ্রদ হইতে সমুখিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দগ্ধায়মান রহিলেন এবং ক্ষণকাল শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্বক পর্যটন করিয়া ক্রোধভরে অগ্রবর্তী ভীমসেনের উপর গদা প্রহার করিলেন। মহাবলশালী বৃকোদর কুরুরাজের গদাপ্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। সেই সময় রাজা দুর্যোধন সিংহনাদ পরিভ্যাগ পূর্বক বজ্রসদৃশ গদা প্রহারে তাঁহার কবচ ভেদ করিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষে দেবতা ও অঙ্গরোগণ কোলাহল ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সুরগণ স্বর্গ হইতে বিচিত্র পুষ্প-বৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মহাবল বৃকোদর ধরাতলে নিপতিত এবং তাঁহার স্তূপ বর্ষ নির্ভিন্ন হইলে, পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে অত্যন্ত ভয় সঞ্চার হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবল পরাক্রান্ত ভীম সংজ্ঞা লাভ করিয়া বদন পরিমার্জন ও অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করত নিবৃত্ত লোচনে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

—•••—

একোনিষষ্ঠিতম অধ্যায় । ৫৯ ।

৫৯ রাজনু! তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই মহাবলশালী বীরদ্বয়ের

যেয়ারতর যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে সখে ! এই বৃকো-
দর ও হৃষ্যোধন ইহাদের মধ্যে কোন্ বীর তোমার মতে অপেক্ষাকৃত
যুদ্ধবিশারদ এবং কাহারই বা কোন্ গুণ অধিক, তাহা বর্ণন কর ।

হৃষীকেশ কহিলেন, হে ধনঞ্জয় ! ঐ বীরদ্বয় উভয়েই সমান উপদেশ
লাভ হইয়াছেন । বৃকোদর হৃষ্যোধন অপেক্ষা বলবান বাটন ; কিন্তু
ভীমসেন অপেক্ষা হৃষ্যোধনের বস্ত্র ও যুদ্ধনৈপুণ্য অধিক । অতএব বৃকো-
দর ন্যায়যুদ্ধে কোনক্রমেই হৃষ্যোধনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন
না । অন্যায় যুদ্ধ করিলেই দ্রুপতি হৃষ্যোধন নিহত হইবে । আমরা
শ্রবণ করিয়াছি, অসুরগণ মারাপ্রভাবে অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন ।
দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবলেই বিরোচনকে পরাজয় ও বৃত্রাসুরের তেজ হ্রাস
করিয়াছিলেন । এক্ষণে ভীমসেনও মায়াময় পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক
হৃষ্যোধনকে সংহার করুন । উনি দ্রুতক্রীড়াকালে কুরুরাজের উরু ভগ্ন
করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এই সময় তাহা সফল হউক ।
মায়াবী রাজা হৃষ্যোধনকে মারাপ্রভাবেই নিপাতিত করা বিধেয় । যদি
বৃকোদর উহার সহিত ন্যায় যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির
বিষম বিপদে নিপতিত হইবেন । হে ধনঞ্জয় ! আর দেখ, এ সময়
ধর্মরাজের অপরাধেই পুনর্বার আমাদিগের সাতিশয় ভয় উপস্থিত
হইয়াছে । ভীম প্রভৃতি কোরবপক্ষীয় মহাবীরগণ বিনষ্ট হওয়াতেই
আমাদিগের জয় লাভ, কীর্তিলাভ ও বৈর নির্ধাতন হইয়াছিল ; কিন্তু
ধর্মরাজের নিমিত্ত এক্ষণে আমাদিগের বিজয়লাভে সন্দেহ সমুপস্থিত
হইয়াছে । জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব কি নির্কোষ ! উনি কি বুঝিয়া কুরুরাজকে
কহিলেন যে, তুমি আমাদিগের মধ্যে এক জনকে পরাজয় করিতে পারি-
লেই সমস্ত রাজ্য লাভ করিবে । কুরুরাজ একে গদাযুদ্ধবিশারদ, তাহাতে
আবার একাগ্রচিত্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; সুতরাং উহাকে পরা-
জয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইবে । দানবশুদ্ধ শুক্রাচার্য এই একটি
সারার্থসম্বলিত কথা কহিয়াছেন যে, বাহারী প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া
পুনর্বার সংগ্রামে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে তৎকালে
জীবিত নিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, সন্দেহ
নাই । অতএব তাহাদিগকে দেখিয়া ভয় করা বর্তব্য । হে ধনঞ্জয় !
বীরগণ জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সাহস পূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলে, দেব-
রাজ ইন্দ্র ও তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে অসমর্থ হন । দেখ, কুরুরাজ
হৃতদৈন্য ও পরাজুত হইয়া রাজ্যলাভের আশা পরিত্যাগ পূর্বক বন-

বাসে কৃতনিশ্চয় ও ব্রহ্মমধ্যে প্রবিষ্ট হইরাছিল। তাহাকে পুনর্বার সংগ্রামার্থে আহ্বান করা নিত্য নিরীক্ষিতার কার্য্য হইয়াছে। কুরুরাজ ত্রয়োদশ বৎসর গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে এবং এক্ষণে বৃকোদরকে সংহার করিবার মানসে কখন উক্ত সমুখান ও কখন বা তির্ঘ্যগ্ভাবে বিচরণ করিতেছে। অতএব, যদি ভীমসেন অন্যান্য যুদ্ধে উহাকে সংহার না করেন, তাহা হইলে ঐ বীর আমাদের নিরীক্ষিত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ভূপতি হইবে, সন্দেহ নাই।

হে রাজনু! মহাবলশালী অর্জুন মহামতি বাসুদেবের এই বাণ্য প্রবণ পূর্বক আপনায় বাম কাষ্মতে আঘাত করত বৃকোদরকে সন্ধেত করিলেন। তদর্শনে ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহার অভিপ্রায় পরিক্ষাত হইয়া গদাহস্তে বাম মণ্ডল, দক্ষিণ মণ্ডল, হমক ও গোমুত্রক প্রভৃতি বহুবিধ গতি প্রদর্শন পূর্বক রণস্থলে বিচরণ করত কুরুরাজকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। গদামার্গবিশারদ মহাবল হৃষ্যোধনও বৃকোদরকে বিনাশ করিবার বাসনার সময়ে বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্বক সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সেই জুহু কৃতান্ততুল্য বীরবর বিজয়লাভের অভিলাষে অগুরুন্দন চর্চিত ভীষণ গদা বিকম্পিত করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরকে সংহার ও বৈরানল নির্মাণ করিবার নিমিত্ত নাগলোলুপ গুরুভ্রমের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সমীরণসংকুল সাগরবহের ন্যায়, মদমত্ত মাতঙ্গবৃগুলের ন্যায় বীরদ্বয়ের গদা সংঘর্ষে রণস্থলে অগ্নিকুলিত সমুদর বিনিঃসৃত ও নির্ঘাত শব্দ সদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দ সমুখিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই নির্দাক্ষণ সংগ্রামে তাঁহারা উভয়েই পরিত্রাস্ত হইয়া কণকাল বিশ্রাম করিলেন এবং পুনর্বার ক্রোধভরে গদা গ্রহণ পূর্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে গদা প্রহারে উভয়েরই কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইল। তাঁহারা পরস্থিত মহিষদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের প্রতি প্রহার করত জর্জরিতদেহ ও কথিরাক্ত কলেবর হইয়া হিমালয়স্থিত কুমুদিত কিংকক বৃকবহের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবলশালী ভীমসেন ইচ্ছা পূর্বক রক্ত প্রদর্শন করিলে, হৃষ্যোধন ঐবৎ গর্জিত হইয়া সহস্রা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেনও তাঁহাকে সমুখীন হইতে দেখিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। তদর্শনে কুরুরাজ হৃষ্যোধন তথা হইতে অপস্থত হইলেন; সূতরাং বৃকোদরের গদা নিফল হইয়া ধরাভূমে নিপতিত হইল। আপনায় পুত্র এই প্রকারে সেই

প্রহার হইতে পরিভ্রাণ পাইয়া বৃকোদরের কলেবরে গদা প্রহার করিলেন । মহাবীর ভীমসেন ঐ আঘাতে রুধিরাক্ত গাত্র ও মুচ্ছিতপ্রাণ হইলেন ; কিন্তু তৎকালে এরূপ ঐর্ষ্যাধারণ পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন যে, হৃষ্যোধন তাঁহাকে অবিচলিত ও প্রতিপ্রহারোন্মত্ত বিনেচনা করিয়া পুনর্বার আর প্রহার করিলেন না । অনন্তর মহাবীর ভীমসেন মুমূর্ষুকাল বিশ্রাম পূর্বক কুরুরাজ্যের প্রতি মহাবেগে দাবমান হইলেন । হৃষ্যোধন বৃকোদরকে জ্যোৎস্বিষ্ট চিত্তে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রহার নিব্বল করিবার মানসে উর্ধ্বে সমুখিত হইবার ব্রত করিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন হৃষ্যোধনের অভিশ্রীর অবগত হইয়া সিংহনাগ পরিভ্রাণ পূর্বক তাঁহার অতিমুখীন হইলেন এবং রাজা হৃষ্যোধন উর্ধ্বে সমুখিত হইলে, তাঁহার জাহ্নবীর লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন । বৃকোদরের সেই বজ্র সদৃশ ভীষণ গদা কুরুরাজ্যের জাহ্নবীর ভগ্ন করিয়া তাঁহাকে ধরাভুলে নিপাত্তিত করিল ।

হে রাজন্ ! মহাবলশালী রাজা হৃষ্যোধন এইরূপে ভয়োন্মত্ত হইয়া ধরাশয়া প্রহণ করিলে, সনির্ঘাত বারু প্রবাহিত, অত্রিভুজসম্বলিত সমস্ত বহুধরা বিচলিত হইতে লাগিল । অবিরত শোণিতবৃষ্টি, ভীষণ উদ্ধাপাত ও পাণ্ডব বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল । অন্তরীক্ষে যক্ষ, রাক্ষস ও শিশাচ-গণের ভীষণ শব্দ কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল । ঐ শব্দ শ্রবণে যুগ্ম-কুল ও বিহঙ্গমগণ ভূমুগ কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইল । রণস্থলস্থিত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মনুবাগণ ঘোরতর রবে চীৎকার করিতে লাগিল । ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের মহা নির্ঘোষে গগনমণ্ডল ও অবনীমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । অসংখ্য করচরণশালী ঘোরদর্শন কবচগণ নৃত্য করিতে করিতে দিক্ সমুদয় সমাবৃত করিল । ধ্বজধারী ও অন্তধারী বীর পুরুষ-গণ বিকম্পিত হইলেন । ব্রহ্ম ও কৃপ সমুদয় হইতে শোণিত উচ্ছলিত হইতে লাগিল । বেগবতী নদী সমুদয় প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইল এবং পুরুষগণকে কামিনীর ন্যায় ও কামিনীগণকে পুরুষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । হে রাজন্ ! তৎকালে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এইরূপ অদ্ভুত হুনির্মিত সকল সন্দর্শন করিয়া সাতিশর উদ্বিগ্ন হইলেন । দেব, গন্ধর্ব্ব, অশ্বর, সিদ্ধ ও পবনচরণগণ মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর ও হৃষ্যোধনের অমৃত গ্রামবৃত্তান্ত বর্ণন ও তাঁহাদের প্রশংসা করিতে করিতে কক্ষ স্থাচন গমন করিতে লাগিলেন ।

ষষ্ঠিতম অধ্যায় । ৬০ ।

হে নরপতে! মহাবলশালী রাজা হুয়োধন এই প্রকারে ভীম কর্তৃক নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিপাতিত হইলে পর, পাণ্ডব ও সৌমকগণ মহা আনন্দে রোমাঞ্চিতগাত্র হইয়া কুরুরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন প্রবলপ্রভাপ বৃকোদর সগরশাহী কুরুরাজ হুয়োধনের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, যে হুয়ানু! পূর্বে সভামধ্যে আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া যে উপহাস এবং একবস্ত্রা জ্যোপদীর প্রতি যে বহুবিধ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলি, আজি তাহার ফল ভোগ কর । মহাবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া রাজা হুয়োধনের মস্তকে বাম পদাঘাত করিয়া রোষভরে পুনর্বার বলিলেন, পূর্বে যে যে হুয়ানু! গরু গরু বলিয়া আমাদিগের সাক্ষাতে নৃত্য করিয়াছিল, আজি আমরা তাহাদিগের সাক্ষাতে গরু গরু বলিয়া নৃত্য করিব । আমরা শঠতাচরণ, বহিঃপ্রদান, দ্যুতক্রীড়া ও বঞ্চনা প্রভৃতি কোন লক্ষণে প্রবৃত্ত হই না ; কেবল স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্বক শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া থাকি ।

হে রাজন! মহাবলশালী ভীমসেন রাজা হুয়োধনকে এই কথা বলিয়া দ্রব্য হাঙ্গ্য করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বাসুদেব, ধনঞ্জয়, লকুল, সহদেব ও শ্রীকৃষ্ণগণকে কহিলেন, দেখ, যে হুয়ানু! একবস্ত্রা রজস্বলা জ্যোপদীকে সভামধ্যে আনয়ন পূর্বক বিবস্ত্রা করিতে সমুদাত হইয়াছিল, সেই ধৃতরাষ্ট্রভ্রাতৃগণ জ্যোপদীর তপঃপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছে । আর যাহারা আমাদিগকে বণ্ডিত বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে সমূলে নির্মূল করিয়াছি । এক্ষণে আমাদিগের স্বর্গলাভ বা নিরন্তরভোগ হউক, কিছুতেই অসম্ভব নহি । মহাবল ভীমসেন এই কথা কহিয়া কঙ্কশ্চিত্ত গদা গ্রহণ পূর্বক পুনর্বার সেই ধরাতলগত রাজা হুয়োধনের মস্তকে বাম পদাঘাত করিতে লাগিলেন । ধর্ম্মপরায়ণ সৌমকগণ বৃকোদরের সেই নীচ জনোচিত ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না । তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই আশ্রয়স্থানবিরত ভীমসেনকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে বৃকোদর! তুমি বৈরব্ধ হইতে, পরিভ্রাণ পাইয়াছ এবং সংকার্য্য দ্বারা হউক কিম্বা অসংকার্য্য দ্বারাই হউক, আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ ; এক্ষণে বিরত হও । হুয়োধন আমাদিগের জ্ঞাতি, বিশেষতঃ এই বীর একাদশ অকোহিণী সেনাসংঘ

কৌরবগণের অধিপতি ছিল ; ইহার সম্বন্ধে পক্ষাঘাত করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিও না । এক্ষণে ইহার বন্ধু, অমাত্য, মৈন্য, ভ্রাতা এবং পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়াছে ; অতএব এই বীর সর্ব্বপ্রকারেই শোচনীয় । বিশেষতঃ হুর্ঘ্যোধন আমাদের ভ্রাতা ; অতএব ইহার প্রতি এক্ষণে ব্যবহার করা তোমার কদাচ কর্তব্য নহে । হে ভীমসেন ! প্রাচীন লোকমাত্রেই তোমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করেন ; অতএব তুমি কি প্রকারে রাজাকে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিতেছ ?

• 'হে রাজনু ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে এই কথা বলিয়া সাত্ত্ব-লোচনৈর্দীনভাবে হুর্ঘ্যোধনের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাতঃ ! তোমার হুঃখ বা শোক করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে । এক্ষণে তুমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ধোরতর ফল ভোগ করিতেছ । হে কুরুসন্তম ! আমরা তোমাকে সংহার করিব ও তুমি আমাদের হিংসার প্রবৃত্ত হইবে, ইহা বিবাতাই নির্দেশ করিয়াছিলেন । যাহা হউক, তুমি লোভ ও বালকত্ব-নিবন্ধন আপনার দোষেই এক্ষণে বিপদাগ্র হইয়াছ । তুমি বরষা, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে সংহার করিয়া পরিশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হইলে । কেবল তোমার অপরাধেই আমরা তুমীর ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণকে বিনষ্ট করিলাম । যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আর শোক করিও না । এক্ষণে তোমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃকর । আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, এক্ষণে আমাদের নিরত এই প্রাণাধিক বন্ধুবিচ্ছেদজনিত শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া দীনভাবে অবস্থান করিতে হইবে । আমরা কি প্রকারে বিশ্রাণী ও ভ্রাতৃবধূগণকে বিধবা ও শোকার্ত দেখিয়া কালদাপন করিব । তুমি এস্থান হইতে সুরলোকে গমন পূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিবে, কিন্তু আমরা নিরয়সদৃশ নিদারুণ হুঃখ ভোগ করিতে রহিলাম । শ্রুতরাষ্ট্রের বিধবা পুত্রবধু ও পৌত্রবধূগণ শোকে সাত্তিশয় নিপীড়িত হইয়া আমাদের অবিরত ভৎসনা করিবেন । হে মহারাজ ! ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া হুঃখতচিত্তে বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ।

ঐকমণ্ডিতম অধ্যায় । ৬১ ।

শ্রুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! অমিতপরাক্রম গদাযুদ্ধনিপুণ বলদেব

রাজা হৃষ্যোধনকে অধর্মযুদ্ধে বিনষ্ট দেখিয়া কি কহিলেন ? তাহা বর্ণন কর ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপতে ! মহাবল পরাক্রান্ত বলরাম বৃকোদরকে কুরুরাজ হৃষ্যোধনের উরুদেশে গদা প্রহার করিতে দেখিয়া শান্তিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং সেই মহীপালগণের মধ্যে বাছ সমুদায় করিয়া ভীষণ আত্মনাশ পরিত্যাগ পূর্বক বৃকোদরকে বান্ধবার দিকার প্রদান করত কহিলেন, এই ভীমসেন ধর্মযুদ্ধে নাভির অধঃস্থলে গদা প্রহার করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছে । বৃকোদর গদাযুদ্ধে যেরূপ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, এরূপ আর কোনস্থানে দৃষ্টিগোচর হয় নাই । নাভির অধঃস্থলে কোনক্রমেই গদা প্রহার করিবে না, ইহা শাস্ত্রসম্মত ও হির সিদ্ধান্ত ; কিন্তু মহামূর্থ ভীমসেন শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্বক বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে ।

হে রাজন্ ! হলাযুধ বলদেব এই কথা কহিতে কহিতে ক্রোধে অধীর হইয়া লাঙ্গল সমুদায় করত মহাবেগে বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন । সেই সময় হলধর হস্ত সমুদায় করাত্তে তাঁহার রূপ বহুবিধ ধাতুরাগরঞ্জিত খেত পর্বতের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল । তথ বিনরী কেশব বলরামকে ভীমের প্রতি ধাবমান দেখিয়া স্থূল বর্জুল বাহুবল্লভ দ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিলেন । সেই ধবল ও কৃষ্ণ কলেবর যহবংশীর বীরত্ব একত্র সমবেত হইলে, অপরাধকালীন গগনমণ্ডলগত চন্দ্রসুৰ্য্যের ন্যায় তাঁহাদের অপূর্ব শোভা হইল । সেই সময় যহবংশীবংশ কবীচকশ বলরামের ক্রোধ শান্তি করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন, হে মহাস্বন্ ! শাস্ত্রে ছয় প্রকার উন্নতি নির্দিষ্ট আছে ; আপনার উন্নতি, আপনার মিত্রগণের উন্নতি ও তাহাদের বন্ধু বান্ধবগণের উন্নতি এবং অরতিগণের অবনতি, অরতির মিত্রগণের অবনতি ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণের অবনতি । প্রাজ্ঞ লোক আপনার ও স্বীয় মিত্রগণের অবনতি দেখিলে, আপনার ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া সত্ত্বরে তাহার প্রতিবিধান করিবেন । রণবিশারদ পাণ্ডবগণ আমাদের পিতৃস্বামীর পুত্র ; সুতরাং ইহারা আমাদের সহজ মিত্র । এক্ষণে বিপক্ষগণ ইহাদিগকে নিতান্ত পরাজিত করিয়াছিল । আর দেখুন, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই ক্ষত্রিয়গণের পরম ধর্ম । মহাবীর ভীমসেন সভামধ্যে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি সমরাজনে গদাপ্রহারে হৃষ্যোধনের উরু ভগ্ন করিব । আর পূর্বকালে মহাতপা মৈত্রেয়ও হৃষ্যোধনকে এই

বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ভীমের গদাপ্রহারে তোমার উরু ভগ্ন হইবে। অতএব এক্ষণে বৃকোদরের এরূপ কাৰ্য্যানুষ্ঠানে অণুমাত্র অপরাধ দেখিতেছি না। হে রেবতীরমণ! আপনি ক্রোধ সঞ্চরণ করুন। পাণ্ডবগণের সহিত আমাদিগের যোনিসম্বন্ধ ও সাতিশয় সৌহার্দ আছে; সুতরাং ইহাদিগের উন্নতি হইলেই আমাদিগেরও উন্নতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ হলধর কেশবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বাসুদেব! সাধুরাই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু সেই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম দ্বারা উপহত হয়। দেখ, অতিশয় লুক ব্যক্তি অর্থলোভে এবং অত্যাশক্ত ব্যক্তি কামপ্রভাবে ধর্ম্মবিহীন হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া কালযাপন করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই বথার্থ সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়। হে বাসুদেব! এক্ষণে তুমি যতই চেষ্টা কর, বৃকোদর যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা আমার মনোমন্দির হইতে দূরীভূত করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না।

হৃষীকেশ কহিলেন, হে রেবতীরমণ! লোকে আপনাকে নিতান্ত শাস্ত্রপ্রকৃতি ও ধর্ম্মবৎসল বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। অতএব আপনি ক্রোধ সঞ্চরণ ও শাস্তি অবলম্বন করুন। দেখুন, এক্ষণে কলিযুগ সমাগত হইয়াছে। বিশেষতঃ বৃকোদর যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবার এই উপযুক্ত অবসর; অতএব ইনি এক্ষণে নির্ঝিমে বৈর ও প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে পরিজ্ঞাণ প্রাপ্ত হউন।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত বলরাম কেশবের মুখে এই রূপ কূটধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও অগ্রসর চিত্তে পুনর্বার কহিলেন, হে হৃষীকেশ! বৃকোদর ধর্ম্মপরায়ণ হৃর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে নিহত করিয়াছেন; এই নিমিত্ত ভীম এই অবনীমণ্ডলে কূট যোদ্ধা বলিয়া বিখ্যাত হইবেন। আর কুরুরাজ হৃর্য্যোধনও ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন; অতএব উনি শাস্ত গতি এবং ইহলোকে অতিশয় যশালাভ করিবেন। খেতু শৈলশিখরাকার রোহিণীনন্দন এই কথা কহিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বলদেব যাত্রা করিলে, পাঞ্চাল যাদব ও পাণ্ডবগণ সকলেই নিতান্ত বিষন্ন হইলেন। সেই সময় হৃষীকেশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অতি দীনভাবে অধোবদনে শোক ও চিন্তায় সাতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মজ; অতএব অধর্ম্ম

অহুমোদন করা আপনার নিতান্ত অকর্তব্য । বৃকোদর হতবঙ্কু বিচেন্তন-
প্রার হৃষ্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আপনি
কি বলিয়া উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন ?

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কেশবের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে
বাসুদেব ! ভীমদেন ক্রোধবশতঃ রাজা হৃষ্যোধনের মস্তকে যে পদাঘাত
করিয়াছেন, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে । আমি কুলক্ষয়েও সন্তুষ্ট হই
নাই ; কিন্তু ধার্ম্মরাত্নগণ নিত্য শঠত্যাচরণ পূর্ব্বক বিবিধ নিষ্ঠুর বাক্য
প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়াছিল ।
সেই সমুদয় কষ্ট বৃকোদরের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে । আমিও
ভরিবন্ধনই আমার ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মানুসারেই হউক বা অধর্ম্মানুসারেই হউক,
লোভপরবশ রাজা হৃষ্যোধনকে সংহার করিয়া মনোরথ পরিপূর্ণ করুক,
এই বিবেচনা করিয়া জ্ঞাতিবিনাশ ও হৃষ্যোধনের মস্তকে পদাঘাতে
উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি । হে মহারাজ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা
কহিলে, যদুপ্রবীর জয়ীকেশ অতি কষ্টে তাঁহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া
বৃকোদরের কার্য্যে অহুমোদন করিলেন ।

সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর শত্রুপবাজয়জনিত হর্ষে প্রোৎ-
স্নুরলোচন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে অবস্থান করত তাঁহাকে
অভিবাদন পূর্ব্বক কুতাস্তনিপুটে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আজি আপনার
রাজ্য নিকটক হইল । এক্ষণে আপনি রাজধর্ম্মানুসারে এই রাজ্য
শাসন করুন । এক্ষণে প্রবন্ধনাশরতত্ত্ব শঠতাশ্রয় শত্রুতার প্রধান কারণ
হৃষ্যোধন ধরাশয়া গ্রহণ করিয়াছে । সূতপুত্র, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি
অতি কর্কশভাবী বিপক্ষগণও বিনষ্ট হইয়াছে । অদ্যাবধি এই অজিত-
মসংলিত নানা রত্ন সমাকীর্ণ বসুন্ধরা পুনর্বার আপনার হস্তগত হইল ।
এক্ষণে আপনি নিকটকে রাজ্য শাসন করুন ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভীমসেন ! অদ্য বাসুদেবের মন্ত্রণাপ্রভাবেই
কুরুরাজ হৃষ্যোধন বিনষ্ট ও বৈরানল প্রাণমিত এবং বসুন্ধরা পুনর্বার
আমাদের অধিকৃত হইল । অদ্য তুমি ভাগ্যবশতঃ শত্রুগণকে নিপাতিত
করিয়া জয় লাভ পূর্ব্বক জননীর ও চিরসকিত ক্রোধের নিবৃত্ত অশ্বাণী
হই.প ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় । ৬২ ।

স্বতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! পাণ্ডব ও শৃঙ্গরগণ আমার পুত্র দুৰ্য্যো-
ধনকে বৃকোদরের গদাপ্রহারে নিপাতিত অবলোকন করিয়া কিরূপ
কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল ?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! মহামতি দ্রুপদকেশ এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল
ও শৃঙ্গরগণ সিংহনিপাতিত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুৰ্য্যোধনকে ভীমের
গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া ক্রটিচিতে উত্তরীর বিকম্পন ও সিংহনাদ
পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় বসুন্ধরা পাণ্ডবগণের
হর্ষবেগ মহা করিতে অসমর্থ হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন । তৎ-
কালে কেহ কেহ শরাসনে টঙ্কার প্রদান, কেহ কেহ শঅধ্বনি, কেহ
কেহ হৃন্দুভি শব্দ, কেহ কেহ ক্রীড়া ও কেহ কেহ বা হাস্য করত বৃকো-
দরকে বারম্বার কহিলেন, হে ভীমগেন ! আজি তুমি গদাযুদ্ধবিশারদ
কুরুরাজ দুৰ্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়া মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ ।
আজি সমলেই তোমাকে বৃত্রনিহতা দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বোধ
করিতেছেন । তুমি ব্যতীত কোন ব্যক্তিই বিচিত্রমার্গচারী মহাবীর
দুৰ্য্যোধনকে সংহার করিতে সগর্থ হইত না । আজি তুমি সৌভাগ্য-
ক্রমে কৌরবগণের সহিত শত্রুতা নিঃশেষিত করিয়া দুৰ্য্যোধনের মস্তকে
পদাঘাত করিয়াছ । ইতিপূর্বে তুমি, সিংহ যেকপ মহিষের রক্ত পান
করিয়া থাকে, সেইরূপ দুঃশাসনকে সংহার পূর্বক তাহার শোণিত পান
করিয়াছিলে । হে বৃকোদর ! যাহারা ধর্ম্মরাজ সুদীর্ঘতের অনিষ্টাচরণে
প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তুমি ভাগ্যবশতঃ তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করিলে ।
তুমি রাজা দুৰ্য্যোধন ও অন্যান্য শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া পৃথিবী-
মধ্যে মহতী কীর্্তি লাভ করিলে । বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে, বন্দিগণ যেকপ
দেবরাজ পুরন্দরকে অভিনন্দন করিয়াছিল, আজি দুৰ্য্যোধন নিহত
হওয়াতে আমরা তোমাকে সেইরূপ অভিনন্দন করিতেছি । দুৰ্য্যোধনের
নিদনকালে আমরাদিগের যে পুলকোদগম হইয়াছিল, এপর্য্যন্ত তাহার
কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই । হে রাজন্ ! পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ সমবেত
হইয়া বৃকোদরকে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।

সেই সময় মহামতি বায়ুদেব পুরুষবর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের মুখে
সেইরূপ অদম্য প্রশংসা এবং পূর্বক কহিলেন, হে ভূপালগণ ! মৃতকল্প
শব্দর প্রতি কৰ্ণ বাক্য প্রয়োগ করা কৰ্ত্তব্য নহে । পাপসহায় নিগজ্জ

দুর্ঘোষন যখন মহামতি বিহর, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম ও সম্ভর প্রভৃতি মুহু-
দগণ বারম্বার অনুরোধ করিলেও লোভবশতঃ তাঁহাদের বাক্যে অনাস্থা
প্রদর্শন পূর্বক পাণ্ডবগণকে ঠৈতুক রাজ্যের অংশ প্রদান করিতে
সম্মত হয় নাই, তখনই আমি উহাকে নিহত বলিয়া অবধারণ করিয়াছি।
একদা ঐ পুরুষাধম মিত্র বা শত্রুমধ্যেও পরিগণিত হইবার উপযুক্ত
নহে; ঐ ব্যক্তি কাষ্ঠের ন্যায় নিভান্ত জড় হইয়াছে। উহার প্রতি কর্ণ
বাক্য প্ররোগ করা কদাচ বিধের নহে। চল, আমরা রথারূঢ় হইয়া
এস্থান হইতে গমন করি। পাপপরাগণ দুর্ঘোষন এত দিনের পর
ভাগ্যক্রমে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইল।

হে রাজনু! কুরুরাজ দুর্ঘোষন স্ববীকেশের মুখে এইরূপ তিরস্কার
বাক্য শ্রবণ করিয়া বাহুগল দ্বারা ধরাডল ধারণ পূর্বক উপবিষ্ট হইয়া
সন্তোষলোচনে বাহুদেবের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। তৎ-
কালে তিনি কলেবর অর্দ্ধোন্নত করাতে তাঁহাকে ছিন্নপৃষ্ঠ ক্রুদ্ধ ভূকলয়ের
ন্যায় বোধ হইল। রাজা দুর্ঘোষন ঐ সময় জীবনান্তকর বিবম বেদনার
সাত্ত্বিক কাতর হইয়াছিলেন, তথাপি স্ববীকেশের তিরস্কারবাক্য সহ্য
করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে কর্ণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন,
হে কংসদাসতনয়! অর্জুন তোমার বাক্যানুসারে ভীমসেনকে আমার
উরু ভগ্ন করিতে সক্ষম করিয়াছিল; বৃকোদর তখনই অধর্ম যুদ্ধে
আমাকে নিপাতিত করিয়াছে; ইহাতে কি তোমার লজ্জা হয় না?
তুমি অন্যায় উপায়দ্বারাই প্রতিদিন ধর্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র সহস্র ভূপাল-
গণকে এবং শিখতীকে পুরোবর্তী করিয়া পিতামহ ভীষ্মকে নিপাতিত
করিয়াছ। অপর্যায় নামক গজ বিনষ্ট হইলে, তুমি কৌশলক্রমেই
আচার্য্য দ্রোণকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে
দুর্মতি হৃষ্টহাস্য তোমার সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যকে সংহার করিতে সমুদাত
হইলে, তুমি একবার তাহাকে নিবেদন কর নাই। কর্ণ অর্জুনকে সংহার
করিবার নিমিত্ত বহুদিন অতি যত্ন পূর্বক যে শক্তি রক্ষা করিয়াছিলেন,
তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করাইয়া নিফল
করিয়াছ। সাত্যকি তোমারই প্রবর্তনাপরবশ হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপ-
বিষ্ট ভূরিশ্রবাকে বিনষ্ট করিয়াছে। মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়কে সংহার
করিতে সমুদাত হইলে, তুমি কৌশলক্রমে তাঁহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ
এবং পরিশেষে কর্ণের রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি সেই চক্র উদ্ধারের
নিমিত্ত সাত্ত্বিক বজ্রবানু হইলে, তুমি কৌশলক্রমে ধনঞ্জয় দ্বারা তাঁহাকে

ক্ষিপাতিত করিয়াছিলে ; অতএব তোমার সদৃশ পাপাত্মা, নির্দয় ও নিগজ্জ আর কেহই নাই । দেখ, তোমরা যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায় যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কোনক্রমে জয়লাভে সমর্থ হইতে না । তোমার অন্যান্য উপায় দ্বারাই আমরা স্বর্ষ্যাস্তগত তুণ্যগণের সহিত বিনষ্ট হইলাম ।

মহাত্মা হৃষীকেশ কুরুরাজ হৃষ্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূৰ্ণক করিগেন, হে গাঙ্গারীতনয় ! তুমি অসৎ পথাবলম্বী হইয়া ভ্রাতা, পুত্র, বর্জ, বান্ধব ও অমৃতচরণের সহিত বিনষ্ট হইলে । তোমার পাপেই মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও তোমার ন্যায় অগচ্ছরিজ কর্ণ বিনষ্ট হইয়াছেন । পূৰ্বে আমি তোমার নিকট পাণ্ডবগণের পৈতৃক অংশ বারম্বার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি হৃষ্মতি শকুনির পরামর্শে লোভপরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ প্রদান কর নাই । তুমি বৃকোদরকে বিবাহ ভক্ষণ করাইয়াছিলে এবং অর্ঘ্যা কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার মানসে অতৃপ্ত হৈ অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে । হে হুরায়ন ! তুমি বৎকালে রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, তৎকালেই তোমাকে বিনাশ করা অতি কর্তব্য ছিল । তুমি শঠতা-চরণ পূৰ্ণক দ্যুত নিপুণ শকুনির প্রভাবে অক্ষকীড়ার নিতান্ত অনভিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিলে । পাণ্ডবগণ যুগসার্থ তৃণবিল্যুর আশ্রমে গমন করিলে, অরণ্যমধ্যে হৃষ্মতি জরত্নথ তোমার মতামুসারেই দ্রৌপদীকে বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং তোমার অপরাধেই অসংখ্য রথী একত্র সমবেত হইয়া একমাত্র বালক অভিমন্যুকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । এই সকল কারণেই তুমি বিনষ্ট হইলে । হে নিলজ্জ ! তুমি আমাদিগের উপর যে যে কুরুক্ষ্ম আরোপিত করিতেছ, স্বয়ং সেই সেই কুর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ । তুমি কখনই দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশ-বাক্য শ্রবণ, বৃদ্ধগণকে সেবা ও তাঁহাদিগের হিত-বাক্যে কর্ণপাত কর নাই । প্রবল লোভ ও ভোগতৃষ্ণার অভিভূত হইয়া বহুবিধ অকুর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ । এক্ষণে তাহারই পরিণত ফল ভোগ কর ।

সেই সময় কুরুরাজ হৃষ্যোধন করিগেন, হে বাহুদেব ! আমি অধ্যয়ন, বিধানামুসারে দান, সমাগরা বসুন্ধরা শাসন, শত্রুগণের মন্তকোপরি অবস্থান, অন্য মহীপালগণের নিকান্ত হুল্লীত দেবভোগ্য সুখসন্তোষ ও অক্লান্ত ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছি ; পরিশেষে ধর্ম্মপরাধ ক্ষত্রিয়গণের

প্রার্থনীয় সংগ্রামমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আমার মৃত্যু সৌভাগ্য-
শালী আর কে আছে? এক্ষণে আমি ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত
সুরলোকে গমন করিলাম, তোমরা শোকাকুলিত চিত্তে মৃতপ্রায় হইয়া
এই অবনীতে অবস্থান কর।

হে রাজন্! কুকরাজ দুর্যোধন এই কথা কহিবামাত্র আকাশ হইতে
সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ভগণ স্তম্ভুর বাদিত্র বাদন ও
অশ্বরীগণ রাজা দুর্যোধনের বশোপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সিদ্ধগণ
তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। সুগন্ধসম্পন্ন সুবর্ণশর্প
সমীরণ মল্ল মল্ল সঞ্চালিত হইতে লাগিল। দিম্বাওল ও গগনমণ্ডল স্নি-
গ্ধল হইল। ঐ সময় কেশবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের সেই সম্মান-
মূলক অকুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সাতিলর লজ্জিত হইতে লাগিলেন
এবং তাঁহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিপ্রহাকে অধর্মযুদ্ধে সংহার
করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকাকুল হইলেন।

পরিশেষে মহামতি কেশব পাণ্ডবগণকে নিতান্ত চিন্তাকুল নিরীক্ষণ
করিয়া মেঘগভীর নির্লোবে কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! ভীষ্ম-
প্রমুখ মহারথগণ ও কুকরাজ দুর্যোধন অসাধারণ রণবিশারদ ও কিপ্রহস্ত
ছিলেন, তোমরা কোনক্রমেই ধর্মযুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে
সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদিগের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত
বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশ পূর্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত
করিয়াছি। আমি যদি ঐরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে
কোনক্রমেই তোমরা জয়, রাজ্য ও অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হইতে না।
দেখ, ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা অবনীমণ্ডলে অতিদ্রব বলিয়া বিখ্যাত
ছিলেন। লোকপালগণ সমবেত হইয়াও ধর্মযুদ্ধে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট
করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সংগ্রামে অপরিজ্ঞাত গদাধারী
এই দুর্যোধনকে দণ্ডধারী কৃতান্তও ধর্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ নহেন।
অতএব বৃকোদর যে উঁহাকে অসং উপায় অবলম্বন পূর্বক নিপাতিত
করিয়াছেন, এ কথা আর আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। এই
রূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, শক্রসংখ্যা অধিক হইলে, তাহাদিগকে কুটযুদ্ধে
সংহার করিবে। দেবগণ কুটযুদ্ধের অহুষ্ঠান পূর্বক অসুরগণকে, বিনষ্ট
করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তরঙ্গণ করা সকলেরই কর্তব্য। এক্ষণে
আমরা কৃতকার্য হইরাছি; নারসমরও সমাপ্ত হইরাছে; অতএব
চল, আমরা গজ, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্বক বন গৃহে গমন করি।

বিশ্রাম করি । মহামতি কেশব এই কথা कहিলে, পাণ্ডালগণ পাণ্ডব-
গণের সহিত মহা আনন্দে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
মহামতি দ্রব্যকেশও রাজা দ্রুপদ্যোধনের বিনাশে আক্লান্দিত হইয়া পাণ্ড-
জন্য শঙ্ক ধনি করিতে আরম্ভ করিলেন ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় । ৬৩ ।

হে রাজন্ । এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবাহু ভূপতিগণ শঙ্ক প্রধ্বাণিত
করিয়া শিবিরান্তিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । তখন পাণ্ডবগণ আমা-
দিগের শিবিরান্তিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মহাধর্ম্মের যুধিষ্ঠি-
সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রোণদীর পাঁচ পুত্র তাঁহাদিগের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন করিলেন । অন্যান্য মহাধর্ম্মেরগণও স্ব স্ব শিবিরে গমন
করিতে লাগিলেন । অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজ দ্রুপদ্যোধনের শিবিরে
গমন করিলেন । তৎকালে ঐ শিবির জনশূন্য রক্তভূমির ন্যায়, উৎসব-
শূন্য নগরের ন্যায় এবং গজরাজশূন্য হ্রদের ন্যায় নিভান্ত শোভাবিহীন
হইয়াছিল । বৃদ্ধ অমাত্যগণ স্ত্রী ও ক্রৌঞ্চগণের সহিত ঐ শিবিরে অবস্থান
করিতে ছিলেন । দ্রুপদ্যোধনপ্রভৃতি বীরগণ কাশায় বস্ত্র পরিধান পূর্বক
কৃতাজলিপুটে প্রতিনিয়ত, সেই সমুদয় বৃদ্ধ অমাত্যের উপাসনা
করিতেন । মহারথ পাণ্ডবগণ ঐ শিবিরে উপনীত হইয়া রথ হইতে অব-
তীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদিগের হিতাভিলাষী বাসুদেব ধনঞ্জয়কে
কহিলেন, হে অর্জুন ! তুমি গাতীব শরাসন ও অক্ষয় তুণীরহয় গ্রহণ
পূর্বক অগ্রে রথ হইতে অবরোহণ কর । আমি পশ্চাৎ অবরোহণ
করিব । মহাবলশালী অর্জুন কেশবের বাক্য শ্রবণ পূর্বক গাতীব ও
অক্ষয় তুণীরহয় গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন । তৎপরে
অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন দ্রব্যকেশও অশ্বশিখি পরিত্যাগ পূর্বক রথ হইতে
অবরোহণ করিলেন । জগৎপতি বাসুদেব ধনঞ্জয়ের রথ হইতে অবতীর্ণ
হইলে, ধ্বজাঙ্কিত কপিবর অন্তর্হিত হইল এবং অকস্মাৎ রথ, তুণীর, শিখি,
অশ্ব ও যুগবন্ধ কাঠের সহিত প্রজলিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল । পাণ্ড-
বতনয়গণ অর্জুনের রথ ভস্মাবশিষ্ট সন্দর্শন করিয়া নিভান্ত বিস্ময়াপন্ন
হইলেন । সেই সময় মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে প্রণিপাত পূর্বক
কৃতাজলিপুটে সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, হে বাসুদেব ! আমার রথাক

নিমিত্ত ভস্মীভূত হইল ? যদি বলিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে এই আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ কীর্তন কর ।

মহামতি কেশব ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করতঃ 'ফহিলেন, হে সখে ! বিবিধ ব্রহ্মাক্রমপ্রভাবে পূর্বেই তোমার এই রথ অগ্নিসংলগ্ন হইয়াছিল, কেবল আমি ইহাতে অবস্থান করিতে ছিলাম বলিয়াই একাল পর্যন্ত দগ্ধ হয় নাই । এক্ষণে তুমি কৃতকার্য হইয়াছ বলিয়া আমি ঐ রথ পরিত্যাগ করিলাম ; তন্নিবন্ধন উহা দগ্ধ ও ভস্মাশেষ হইল । ভগবান্ বাসুদেব ধনঞ্জরকে এই কথা বলিয়া জীবৎ গর্ভিতভাবে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আজি আপনি ভাগ্যক্রমে জন্ম প্রাপ্ত হইলেন । আপনার সমস্ত শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে এবং আপনিও ভ্রাতৃগণের সহিত এই বীরক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন । এক্ষণে সমরোচিত কার্যের অমুষ্ঠান করুন । আপনি পূর্বে বিরাটনগরে আমাকে মধুপক প্রদান পূর্বক কহিয়াছিলেন যে, হে বাসুদেব ! অর্জুন তোমার ভ্রাতা ও সখা, তোমারে ইহাকে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, এই বলিয়া ধনঞ্জরকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । তৎকালে আমিও আপনার বাক্য শ্রীকার করিয়াছিলাম । এক্ষণে সেই সত্যপরাক্রম মহাবীর অর্জুন মৎকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া জয় লাভ করতঃ ভ্রাতৃগণের সহিত বীরক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন ।

হে রাজন ! মহামতি দ্রুবীকেশ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে মাধব ! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও সূতপুত্র কর্ণ যে ব্রহ্মাক্রম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তোমা ভিন্ন আর কে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয় ? বজ্রপাণি ইন্দ্রও তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হন না । তোমার অমুগ্রহেই সংশ্লোকগণ বিনষ্ট হইয়াছে, ধনঞ্জর অপরাধু হইয়া সংগ্রাম করিয়াছে এবং আমি পর্যায়ক্রমে বহুবিধ কার্য্য সংসাধন করিয়াছি । হে কেশব ! বিরাটনগরে দ্রুপদ ষড়পায়ন আমাকে কহিয়াছিলেন যে, যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই কৃষ্ণের অবস্থান এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেরই জয় লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ।

হে রাজন ! অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ শিবিরमध्ये প্রবেশ পূর্বক আপনার অসংখ্য দাস, দাসী এবং সমস্ত স্ত্রবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, বিবিধ আভরণ, কঙ্কণ ও অজিন প্রভৃতি বহুবিধ ধন প্রাপ্ত হইয়া তুল্য কোণে

হল করিতে আরম্ভ করিলেন । তৎপরে পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণ স্ব স্ব বাহনগণের বন্ধন মোচন ও শ্রমাপনোদন করিয়া, ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । তখন মহাযশা জ্বীকেশ কহিলেন, হে মহাবীরগণ ! ভ্রাতৃহুষ্ঠানের নিমিত্ত এই রজনীতে শিবিরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করাই আমাদিগের বিধেয় । তখন মহাবীর সাত্যকি ও পাণ্ডবগণ বাহুদেবের সহিত শিবির হইতে বহির্গত হইয়া নদীসমীপে আগমন পূর্বক সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন । সেই রজনীতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সতীত পরামর্শ করিয়া হতপুত্রা গান্ধারীকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত কেশবকে হস্তিনানগরে প্রেরণ করিলেন । মহাত্মা বাহুদেব তাঁহার আদেশানুসারে দারুক-সঞ্চালিত রথে আরোহণ করিয়া সমুদ্রে গান্ধারী-সমিধান্বে উপনীত হইলেন ।

চতুঃষাষ্টতম অধ্যায় । ৬৪ ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! রাজা যুধিষ্ঠির কি নিমিত্ত বাহুদেবকে গান্ধারীর সমীপে প্রেরণ করিলেন ? পূর্বে জ্বীকেশ ধর্ম্মরাজের নিয়োগানুসারে সন্ধি সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত কোরবগণের নিকট গমন পূর্বক কৃতকার্য হইতে অসমর্থ হইয়াছিলেন । এক্ষণে ঘোরতর সময়ে কোরবপক্ষীয় অসংখ্য বীর ও কুরুরাজ দুর্যোধন বিনষ্ট হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুবিহীন ও বশস্বী হইয়াও কি জন্য বাহুদেবকে গান্ধারীর সমীপে প্রেরণ করিলেন ? অবশ্যই ইহার কোন বিশেষ কারণ থাকিবে, আপনি তাহা বিস্তার পূর্বক বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! আপনি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । এক্ষণে যে জন্য যুধিষ্ঠির ক্রমশঃ গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যায় যুদ্ধে ভীমসেনের হস্তে দুর্যোধনকে নিহত দেখিয়া শঙ্কিত মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পতিপরায়ণা তপস্বিনী গান্ধারী ক্রুদ্ধ হইলে ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে পারেন ; অতএব অগ্রে তাঁহার ক্রোধশান্তি করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । তিনি অধর্ম্ম যুদ্ধে পুত্রের নিধনবার্তা শ্রবণ করিলে, আমাদিগকে ভয়সাং করিবেন, সন্দেহ নাই । রাজা দুর্যোধন কুরুরাজ্যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা অন্যান্যদিকের পূর্বক

তাহাকে সংহার করিয়াছি ; গান্ধারী এই কথা শ্রবণ করিলে নিশ্চর হইল। হুঃসহ পুত্রশোক ও ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিবেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভয়শোকাবুলিত চিত্তে এই প্রকার অনেক চিন্তা করিয়া কক্ষকে কহিলেন, হে মাধব। তোমার অল্পগ্রন্থেই আমাদিগের হস্তাপা রাজ্য নিশ্চর হইয়াছে ; তুমি আমার সাক্ষাতেই এই ঘোরতর সমরে বিবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াছ। পূর্বে তুমি দেবাসুর সংগ্রামকালে দানবগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত সুরগণের যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলে, এক্ষণে আমাদিগেরও সেইরূপ আশুকুল্য করিয়াছ। তুমি সারথীকার্য্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলে। তুমি যদি ধনঞ্জয়কে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা কোনক্রমেই এই সৈন্যগণকে পরাভয় করিতে সমর্থ হইতাম না। হে জনার্দন ! তুমি আমাদিগের নিমিত্ত বারংবার গদাবাত, পরিঘ-তাড়ন এবং শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশু প্রভৃতি বজ্র-সদৃশ অস্ত্র শস্ত্রের প্রহার ও অতি নিষ্ঠুর বাক্য সহ্য করিয়াছ। আজি হৃদ্যোধন বিনষ্ট হওয়াতে তাহা সফল হইল। এক্ষণে পুনরায় যাহাতে সমুদয় রক্ষা হয়, তোমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা জর লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার অণ্ডকরণ সংশয়দোলায় আন্দোলিত হইতেছে। দ্রুতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী অতি কঠোর উপোষ-ষ্ঠান পূর্বক কলেবর নিতান্ত ক্ষীণ করিয়াছেন। তিনি পুত্র ও পৌত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া আমাদিগকে নিশ্চর হই, ভস্মসাৎ করিবেন। অতএব আমার মতে তাহাকে প্রসন্ন করা কর্তব্য। এক্ষণে সেই পুত্রশোকসন্তপ্ত ক্রোধসংরক্তলোচনা গান্ধারীকে তুমি ভিন্ন আর কেহই নিরীকণ করিতে পারিবে না ; অতএব তাহার ক্রোধ শাস্তি করিবার নিমিত্ত তোমাকেই তথায় গমন করিতে হইবে। তুমি অব্যয় এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহার কৰ্ত্তা। তুমি যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক সমস্ত গান্ধারীর ক্রোধ শাস্তি করিতে পারিবে। আর মহামতি কক্ষবৈপারনও সেই স্থানে উপনীত হইবেন। হে বাহুদেব ! তুমি সর্বদাই আমাদিগের হিতসাধন করিয়া থাক, অতএব গান্ধারীতনয়ার ক্রোধ শাস্তি করা তোমার অবশ্য কর্তব্য।

সেই সময় মহাত্মা হৃদীকেশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে আমন্ত্রণ পূর্বক সারথীকে কহিলেন, হে দাক্ষ ! তুমি শীঘ্র রথ সুসজ্জিত কর। দাক্ষ বাহুদেবের বাক্য শ্রবণ পূর্বক অবিলম্বে রথ সুসজ্জিত করিয়া তাহাকে সম্মান প্রদান করিল। তখন মহা-

অতি কেশব রথে সমারূঢ় হইয়া ঘর্ষরশ্মি দিঅণ্ডল প্ৰতিধ্বনিত করতঃ
 হুজিনানগরে প্রবিষ্ট হইলেন । রাজা ধৃতরাষ্ট্রও বাসুদেবের আগমন-
 বার্তা শ্রবণ করিলেন । অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন রথ হইতে অবরোধন
 করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ পূর্বক প্রথমতঃ কৃষ্ণদৈপায়নকে
 সন্দর্শন ও তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন, তৎপরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও
 গান্ধারীকে অভিবাদন পূর্বক ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত গ্রহণ করত করুণস্বরে
 রোদন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া সলিলদ্বারা
 শোচনীয় প্রক্ষালন পূর্বক বিধানীমুসারে আচমন করত কহিলেন, হে
 মহারাজ ! আপনি কালের গতি সমুদয়ই বিদিত আছেন । পাণ্ডবগণ
 আপনার চিন্তাজুবর্তন এবং যাহাতে কুলক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের নিধন না
 হয়, তাহার উপায় করিবার মানসে সাতিশর যুদ্ধবান্ হইয়াছিলেন ;
 কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিবরে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । পাণ্ডবগণ
 কপটদ্রুত পরাজিত হইয়া বনবাস ও বিবিধ বেশ ধারণ পূর্বক অজাত-
 বাস স্বীকার করিয়াছিলেন । তাঁহারা নিত্য অন্ধমের ন্যায় নানাপ্রকার
 ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন । যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, আমি স্বয়ং আগমন
 পূর্বক সর্বলোকের সাক্ষাতেই আপনার নিকট পাঁচ খানি গ্রাম প্রার্থনা
 করিয়াছিলাম ; কিন্তু আপনি তৎকালে কালোপহতচিত্ত ও লোভপর-
 ত্ত হইয়া তদ্বিবরে অসম্মত হইয়াছিলেন ; অতএব আপনার দোষ-
 প্রযুক্তই সমুদয় ক্ষত্রিয়বংশ নিশ্চল হইয়াছে । মহাবীর ভীষ্ম, সৌমদত্ত,
 বাহ্লীক, কপ, দ্রোণ, অশ্বখামা, ও ধীমান্ বিহুর সন্ধি সংস্থাপনার্থ আপ-
 নাকে বারবার অতুরোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আপনি তদ্বিবরে সম্মত
 হন নাই । হায় ! কালপ্রভাবে সকলেই মোহে অভিভূত হইয়া থাকে ;
 আপনি ধীমান্ হইয়াও সন্ধিস্থাপনের কথা উত্থাপিত হইলে, বিমোহিত
 হইতেন ; অতএব কাল ও অদৃষ্ট সর্বাপেক্ষা বলবান্ । হে মহারাজ !
 আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দোষারোপ করিবেন না । এ বিষয়ে ধর্ম্মতঃ
 ন্যায়তঃ ও স্নেহতঃ তাঁহাদিগের কিছুমাত্র অপরাধ দেখিতে পাই না ।
 আপনার অপরাধেই এই কুলক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে । আপনি ইহা
 বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি অশ্রুশূন্য হউন । এক্ষণে কুলরক্ষা,
 পিতৃদান ও পুত্রকর্তব্য অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ সমস্তই পাণ্ডবগণের প্রতি
 নির্ভর করিতেছে । অতএব আপনি ও আৰ্য্যা গান্ধারী শোকাবেগ সঙ্-
 রণ পূর্বক পাণ্ডবগণের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদে তাঁহা-
 দিগকে প্রতিপালন করুন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বভাবতঃ আপনার প্রতি

ধেৰূপ স্নেহ ও ভক্তি করিয়া থাকেন, তাহা আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন । এক্ষণে তিনি সমুদয় শত্রুদিগকে সংহার করিয়াও চুঃখানলে দিব্যরাজি দগ্ধ হইতেছেন । তিনি আপনার ও গাঁন্ধারীর নিমিত্ত নিরস্ত্র শোকাঙ্কিত হইয়া স্নেহের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারিতেছেন না । আপনি পুত্রশোকে সম্ভ্রান্ত ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বলিয়া তিনি লজ্জাবশতঃ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন না ।

যদ্বংশাবতংস মহামতি কেশব রাজা হুতরাষ্ট্রকে এই কথ্য বলিয়া শোকসম্ভ্রান্ত গাঁন্ধারীকে কহিলেন, সুবলনন্দিনি ! আপনার সদৃশ নারী ঠিক লোকে আর দেখিতে পাই না । আপনি সভ্যমধ্যে আমার সাক্ষাতেই আপনার পুত্রগণকে উভয়পক্ষের হিতজনক ধর্মার্থযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু আপনার পুত্রগণ তদ্বিষয়ে সন্মত হন নাই । তৎকালে আপনি চর্যোদনকে তিরস্কারবাক্যে কহিয়াছিলেন যে, রে মূঢ় ! আমি কহিতেছি যে, স্থানে ধর্ম, সেই স্থানেই জয় । এক্ষণে আপনার সেই বাক্য সত্য হইয়াছে ; অতএব আপনি আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন । হে মহাভাগে ! আপনি মনে করিলে, তপঃপ্রভাবে স্বীয় রোযানলে চরাচর বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারেন ; কিন্তু অহুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে বাসনা করিবেন না ।

সেই সময় গাঁন্ধারী কেশবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, হে বাসুদেব ! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু নিদারুণ শোকাবেগ-প্রভাবে আমার চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল । এক্ষণে তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি শান্তভাবে অবলম্বন করিলাম, যাহা হউক, বৃদ্ধ রাজা একে অন্ধ, তাহাতে আমার পুত্রবিহীন হইয়াছেন । এক্ষণে পাণ্ডবগণের সহিত তুমি উই'র অবলম্বন হইলে । শোকবিহ্বলা গাঁন্ধারী এইমাত্র বলিয়া অর্জু বস্ত্রে বদন আচ্ছাদন পূর্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই সময় মহামতি দ্রবীকেশ হেতুগর্ভ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ।

মহামতি বাসুদেব এই প্রকারে হুতরাষ্ট্র ও গাঁন্ধারীর শোক নিবারণ করিতেছেন, এমন সময়ে অশ্বখামার হরভিসন্ধি তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে তিনি সত্বরে গাজোথান করিয়া মহর্ষি ব্যাসদেবের চরণে প্রণিপাত পূর্বক তাঁহার সাক্ষাতে কুরুরাজকে কহিলেন, হে মহাত্মন ! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন । এক্ষণে আমি গমন করিলাম ; অশ্বখামা এই

রজনীতেই পাণ্ডবগণকে সংহার করিবার অভিলাষ করিয়াছে। উহা আমার বোধগম্য হওয়াতে আমি সহসা গাত্ৰোত্থান করিলাম। ঐ সময় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও পতিপীররাণা গান্ধারী কেশিনিহাদন কেশবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, হে মধুসূদন ! তুমি সত্বরে সেই স্থানে গমন পূর্বক পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর। অচিরে যেন তোমার সহিত পুনর্বার আমা-
দিগের সাক্ষাৎ হয়।

সেই সময় মহামতি কেশব যে আজ্ঞা বলিয়া পাণ্ডবগণকে সন্দর্শন করি-
বার লালসায় দারুকসঞ্চালিত রথে সমাক্রান্ত হইয়া সেই যামিনীতেই
হস্তিনানগর তইতে শিবির সম্মুখানে উপনীত হইলেন এবং সত্বরে পাণ্ডব-
গণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া
সাবধান পূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এ দিকে কেশব প্রস্থান
করিলে পর জগৎপুত্র মহর্ষি কৃষ্ণবৈপায়ন মহাবাজ দ্রুতরাষ্ট্রকে নানা-
প্রকার প্রবোধ বাক্যে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

— * * * —

পঞ্চমোত্তম অধ্যায় । ৬৫ ।

দ্রুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমার পুত্র হর্ষ্যোধন সাত্ত্বিক
কোপনস্বভাব। সে আপনাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করে।
বিশেষতঃ পাণ্ডবদিগের সহিত তাহার বৈরভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।
একণে বরোদর তাহার উরু ভগ্ন ও মস্তকে পদাঘাত করিলে, সে সাত্তি-
শয় দংশিত হইয়া কি কহিল ?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন ! কুরুরাজ হর্ষ্যোধন ভগ্নোন্ন ও ধূল্য-
লুপ্তিত কলেবর হইয়া সেই বিষম বিপদগমরে দশ দিক্ নিরীক্ষণ পূর্বক
কেশপাশ বন্ধন করত ক্রোধাবিষ্ট ভূজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ
করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবিরল বাষ্পপূর্ণ লোচনে বাদ্যবাহ
আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ধরাভালে বাহু নিষ্পেষণ
পূর্বক দশনে মশন নিপীড়ন করত মূৰ্দ্ধজ্জাল বিধ্বনন করিতে লাগিলেন।
তৎপরে তিনি পাণ্ডবাগ্ৰজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করত কহিলেন,
হায় ! শান্তমুতনয় ভীষ্ম, মহাবল কর্ণ, কৃপ, শকুনি, দ্রোণ, অশ্বখামা,
শল্য ও কুলবর্মা প্রতিনিয়ত আমাকে রক্ষা করিতেন, তথাপি আমি এরূপ
ঐবস্থা প্রাপ্ত হইলাম ! কালের মাহাত্ম্য অতিক্রম করিতে কেহই

সমর্থ নহে ; আমি একাদশ অক্ষৌহিনীর অধিপতি হইয়াও এইরূপ দুর্দশা প্রাপ্ত হইলাম । হে সঞ্জয় ! এক্ষণে আমাদের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার অনুমতিক্রমে তাঁহাকে কহিবে যে, ভীমসেন নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্বক আমাকে নিপাতিত করিয়াছে । পাণ্ডবগণ ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি নিতান্ত নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে । তাহারা একরূপ গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া সাধুলোকের নিকট অনাদর প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই ! ছল পূর্বক জয় লাভ করিয়া কোন বীরই প্রীতি লাভ করিতে পারেন না । সে ব্যক্তি নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তাহাকে কোন বিবেচক ব্যক্তি সমাদর করেন না । পাপপরায়ণ ভীমসেন অধর্মযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যেরূপ হুষ্টি ও পরিতুষ্ট হইয়াছে, আর কোন ব্যক্তিই একরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাদৃশ আনন্দ প্রকাশ করেন না । এক্ষণে আমার উক দেশ ভয় হইয়াছে ; সূতরাং বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া গে, আমার মৃত্যুকে পদাঘাত করিবে, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । যে ব্যক্তি প্রতাপশালী, রাজকীয়কৃত ও বজ্রবাক্যব পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে একরূপ অবমাননা করে, সে কি কখন সম্মানের উপযুক্ত হয় ?

হে সঞ্জয় ! আমি যুদ্ধধর্ম্যে বেকরূপ পারগ, তাহা আমার পিতা মাতা বিলক্ষণ জানেন । সংপ্রতি তাঁহারা নিতান্ত দুঃখার্ভ হইয়াছেন ; অতএব তুমি আমার আদেশানুসারে তাঁহাদিগকে কহিবে, যে, আমি বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভৃত্যদিগকে প্রতিপালন, ধর্ম্মানুসারে সমাগরা পৃথিবী শাসন, জীবিত বিপক্ষগণের মৃত্যুকে অবহান, অর্থীদিগকে অর্থ প্রদান ও মিত্রগণের হিতকার্য্য সাধন করিয়াছি । আমি বজ্রবাক্যবগণেব সম্মান বর্ধন, বশীভূত ব্যক্তিগণকে যথাবিধি পূজা, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামেব সেবা, প্রধান প্রধান রাজগণকে অনুমতি প্রদান, অন্যের নিতান্ত চম্ভ সম্মান লাভ ও উৎকৃষ্ট অশ্বে গমনাগমন করিয়াছি ; আমি শত্রুরাজ্য অধিকার করিয়াছিলাম । অনেকানেক ভূপালগণ দাসের ন্যায় আমার বশতাপন্ন হইয়াছিল । আমি বেদাধ্যয়ন ও পরম সুখে জীবন ধারণ করিয়াছি এবং এক্ষণে ধর্ম্মযুদ্ধে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইলাম ; সূতরাং মৎসদৃশ সৌভাগ্যশালী আর কে আছে ? ভাগ্যবশতঃ অস্বাভিগুণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া আমাকে ভৃত্যের ন্যায় তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল না । সৌভাগ্যক্রমে আমি কলেবর পরিত্যাগ করিলে পর, আমার রাজলক্ষী অন্যের আশ্রিত হইবেন । ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণ

যে রূপ মৃত্যু বাসনা করেন, আমি সেইরূপ মৃত্যু লাভ করিলাম। আমি সংগ্রামে পরাভূত হইয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় বৈরভাব পরিত্যাগ করি নাই। নিদ্রিত বা প্রমত্ত শত্রুকে সংহার করিলে, যে রূপ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, বিষপ্রয়োগ দ্বারা শত্রুকে বিনাশ করিলে, যে রূপ অধর্ম্য হইয়া থাকে, ধর্ম্যবর্জিত ভীমসেন নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্বক আমাকে নিপাতিত করিয়া সেইরূপ পাপের অমুষ্ঠান করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি আমার অমুমতিক্রমে অশ্বখামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্যাকে কহিবে যে, পাণ্ডবগণ • নিয়ম উল্লঙ্ঘন ও সর্বদাই অধর্ম্মের অমুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব তোমরা কোনক্রমেই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না।

রাজা দুর্য্যোধন আমাকে এই কথা কহিয়া বার্তাবহগণকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, দেখ, বৃকোদর অধর্ম্মযুদ্ধে আমাকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে আমি স্বর্গগত বৃষসেন, শকুনি, জলসন্ধ, ভগদত্ত, গোমদত্ত, জয়দ্রথ, লক্ষণ, দুঃশাসনতনয় এবং দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য বীরবর্গের অমুগামী হইব। হায়! আমার ভগিনী দুঃশলা ভ্রাতৃগণের ও ভর্তার নিধনবার্তা শ্রবণ পূর্বক সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে? আমার বৃদ্ধ পিতা ও জননী গান্ধারী, পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইবেন। আমার প্রিয়তমা ভাৰ্য্যা আমার ও অমৃতজ লক্ষণের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিবে। এক্ষণে বাগ্‌বিশারদ পরিত্রাজক চার্ম্মাক যদি এই বৃত্তান্ত অবগত হন, তবে তিনি নিশ্চয়ই আমার উপকারার্থ শত্রুনিধনে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ত্রিলোকবিজ্ঞ এই পবিত্র সমস্ত পঞ্চক তীর্থে দেহত্যাগ পূর্বক পাশ্চত লোকে গমন করিব।

হে রাজ্ঞ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বিলাপ ও অমৃত্যু করিলে, তত্রত্য সমুদয় লোকেই অবিরত অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে দশ দিকে ধাবমান হইল। তখন এই স্থাবরজঙ্গমাক্রম সমুদয় পৃথিবী বিকম্পিত, ও নিবাতশব্দ সমুথিত হইল এবং দিগ্‌মণ্ডল সাতিশয় মলিন হইয়া গেল। অনন্তর সেই বার্তাবহগণ অশ্বখামার সমীপবর্তী হইয়া গদাযুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের নিপাতন বার্তা নিবেদন পূর্বক বহুক্ষণ চিন্তা করত দুঃখিত চিত্তে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল।

ষট্‌ষষ্ঠিতম অধ্যায় । ৬৬ ।

হে রাজন্ ! তখন সেই গদা, শক্তি, তোময় ও শরের আঘাতে জর্জরিত কলেবর হতাবশিষ্ট মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ষ্মা দূতগণের নিকট রাজ্য হুয়োঁধনের উরুভয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মারুতবেগগামী অশ্বসংযোজিত রথে সমাক্রুত হইয়া অবিলম্বে রণস্থলে আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন যে, কুরুরাজ হুয়োঁধন কাননমধ্যে ব্যাধিনিপাতিত শোণিতাক্র কলেবর মহামাতঙ্গের ন্যায়, সহসা নিপতিত আদিত্যমণ্ডলের ন্যায়, মহাবাতপরিপ্লব সমুদ্রের ন্যায়, ভূবারসমাবৃত পূর্ণ শশবরের ন্যায় ও মারুত বেগবিপাটিত মহাবৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইয়া রহিয়াছেন । তাঁহার সর্ব্ব শরীর ধূলিপটলে ধূসরিত হইয়াছে । পুনাক্তিলাঘী ভূত্যাগণ বেক্রপ ভূপতির চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেইক্রপ ভূত ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । তাঁহার লোচনদ্বয় ক্রোধভরে উদ্ধৃত ও ললাট ক্রুটিকুটিল হইয়াছে । কৃপ প্রভৃতি মহারথগণ হুয়োঁধনকে তদবস্থায় নিপতিত অবলোকন করিয়া শোক ও দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন এবং তিন জনেই স্ব স্ব রথ হইতে অবরোহণ করিয়া মহাবেগে তাঁহার সম্মিথানে গমন পূর্ব্বক ধরাতলে উপবেশন করিলেন ।

অনন্তর দ্রোণনন্দন মহাবীর অশ্বখামা ব্যাপ্পূর্ণলোচনে দীর্ঘ নিখাগ পরিভ্যাগ করত রাজ্য হুয়োঁধনকে বাহিলেন, হে সর্ব্বলোকাধিপতে ! তুমি যখন ধূল্যবলুষ্ঠিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়াছ, তখন জগতের সমস্ত পদার্থই অকিঞ্চিৎকর । হায় ! পূর্ব্বক তুমি সমগরা বসুন্ধরা শাসন করিয়া অদ্য কি প্রকারে একাকী এই নিজ্জন কাননে অবস্থান করিতেছ ? কি অন্য মহারথ হঃশাসন, কর্ণ ও অন্যান্য বহুবাক্ষবদিগকে দেখিতেছি না ? কৃতান্তের গতি অতি দুঃস্বপ্ন । দেখ, তুমি সর্ব্বলোকেয় অধিপতি হইয়াও আজি ধূলিধূসরিত কলেবরে শয়ন করিয়া রহিয়াছ । কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা ! যিনি পূর্ব্বক ভূপালগণের অগ্রে অবস্থিতি করিতেন, আজি তিনি পাণ্ডুপ্রাস করিতেছেন । হে কুরুরাজ ! একণে ক্রোমার সে যেইচ্ছত্বে, সে নির্ম্মল ব্যজন এবং সেই একাদশ অকৌহিনী সেনা কোথায় রহিল ? কাব্য কারণের গতি নিতান্ত দুঃস্বপ্ন । তুমি সর্ব্বলোকেয় মাননীয় ও সুররাজ ইন্দ্রসদৃশ বিতবণালী হইয়াও একপ ধ্রুবতা প্রাপ্ত হইলে ! কি আশ্চর্য্যের বিষয় । একণে তোমার অশ্ব

সন্দর্শনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, লক্ষ্মী কাহারই নিকট চিরকাল স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন না।

হে রাজন্ ! তুমি রাজা হুয়োধন অশ্বখামার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাহুগলদ্বারা লোচনদ্বয় পরিমার্জন ও অশ্রু জলধারা বিসর্জন করত তাঁহাকে এবং কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ষ্যাকে কহিলেন, বীরগণ ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, লোকস্রষ্টা বিধাতা এইরূপ মর্ত্য ধর্ম্ম নির্দেশ করিয়া দিরাছেন, যে, কালক্রমে সমুদয় জীবেরই বিনাশ হইবে; অতএব এক্ষণে আমি তোমাদিগের সমক্ষেই সেই মর্ত্য ধর্ম্মানুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। পূর্বে আমি সমাগরা বনুজরা প্রতিপালন করিয়া এক্ষণে একরূপ হ্রবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। বাহা হউক, ভাগ্যবশতঃ আমি কখন কাহারও যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করি নাই। ভাগ্যবশতঃ পাপাত্মা পাণ্ডবগণ ছল পূর্বক আমাকে বিনিপাতিত করিল। ভাগ্যবশতঃ আমি প্রতিনিয়ত সংগ্রামে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছি এবং ভাগ্যবশতঃ আমি এক্ষণে সমরাজ্যে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইলাম। বাহা হউক, আমি যে, তোমাদিগকে এই লোকক্ষয়কর যোঁরতর সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত ও মঙ্গলযুক্ত সন্দর্শন করিলাম, ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তোমরা সৌহার্দ্য-প্রযুক্ত আমার বিনাশে অণুমাত্র পরিতাপ করিত না। যদি বেদবাক্য বথার্থ হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সুরপুরে গমন করিব। আমি অমিততেজা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত আছি। তিনি আমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই; অতএব আমার নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন নাই? তোমরা স্ব স্ব উৎসাহ ও পরাক্রমে অনুরূপ কার্যের অনুষ্ঠান ও প্রতিনিয়ত জয়লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে; কিন্তু পরিণামে শত্রুজয়ে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলে না। কি করিবে, দৈবকে অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে।

হে রাজন্ ! রাজা হুয়োধন এই কথা কহিয়া বাস্পপূর্ণ লোচনে কণকাল মোনাবলম্বন পূর্বক ব্যথায় বিহ্বল হইয়া রহিলেন। অশ্বখামা রাজা হুয়োধনকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন পূর্বক প্রলয়কানীর হতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং কুরে কুরে নিশীড়ন করিয়া বাস্পাকুললোচনে গদগদবচনে হুয়োধনকে কহিলেন, হে কুরু-রাজ ! •নীচাশ্রয় পাণ্ডবগণ অতি নৃণ্যদের ন্যায় কার্য্য করিয়া আমার পিতাকে বিনষ্ট করিয়াছে। কিন্তু তোমার নিমিত্ত আমার যেকোন অহ-

তাপ হইতেছে, তাঁহার জন্য সেরূপ হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ইষ্টাপূর্ত, দান, ধর্ম, স্ক্রুত ও সত্যদ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যে কোন প্রকারেই হউক, আমি আজি কেশবের সাক্ষাতেই সমুদয় পাঞ্চালদিগকে গংহার করিব। তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর।

হে রাজন্! রাজা দ্রুপদ্যোধান অশ্বখামার এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি সত্ত্বরে জলপূর্ণ কলস আনয়ন করুন। কোরবহিতৈষী কৃপাচার্য্য রাজা দ্রুপদ্যোধানের আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ জলপূর্ণ কলস গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে উপনীত হইলেন। সেই সময় রাজা দ্রুপদ্যোধান করিলেন, হে দ্বির্জবর! আপনি যদি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হন, তবে শীঘ্র অশ্বখামাকে সেনাপতি করুন। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, রাজা অহুজ্ঞা প্রদান করিলে, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের সংগ্রাম করা দোষাবহ নহে। মহাবীর কৃপাচার্য্য কুরুরাজের এই বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ অশ্বখামাকে সেনাপতিপদে অতিবিক্ত করিলেন। তখন অশ্বখামা রাজা দ্রুপদ্যোধানকে আলিঙ্গন করিয়া সিংহনাদে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন রাজা দ্রুপদ্যোধান রক্তাক্তগাত্রে সেই স্থানেই সেই সর্ব্বভুতভয়াবহ যোরতর যামিনী ঘাপন করিতে লাগিলেন।

শল্য পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

গদ্য

মহাভারত।

নগুবান্ বেদব্যাস প্রণীত মূল্যের অনুবাদ।

মৌখিক পর্ক।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্তৃক

প্রকাশিত

এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

“এই মহাভারত সংসারসংগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকা স্বরূপ।”

ঋষিবাক্য।

২য় সংস্করণ।



কলিকাতা।

ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

৩৬৭ নং—চিংপুর রোড, যোড়াসাঁকো।

সন ১২৮৬ সাল।

মহাভারত।

—*—

সৌপ্তিক পর্ব।

—*—

প্রথম অধ্যায় । ১।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয়োচ্চারণ করিলে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! এই প্রকারে মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বখামা, কৃতবর্ষা ও কৃপাচার্য্য ইহারা শোকসন্তপ্ত চিত্তে সমরাজন হইতে দক্ষিণা-ভিমুখে ধাবমান হইয়া সন্ধ্যাকালে শিবিরের অনতিদূরে উপনীত হইলেন এবং বাহন সমুদয় পরিত্যাগ পূর্বক শঙ্কিতচিত্তে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পাণ্ডবগণের বলবীৰ্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা ঈর্ষাগীষাপরতন্ত্র পাণ্ডবগণের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণ করত, পাছে তাঁহারা অমুসরণ করেন, এই ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া পুনর্বার পূর্বাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্ ! ঐ মহারথগণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের দুর্দশা দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ; এক্ষণে কিম্বদূর গমন করত সাতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া যুদ্ধকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! বৃকোদর অযুত মাতঙ্গতুল্য বলশালী আমার পুত্রকে নিপাতিত করিয়া অতি আশ্চর্য্য কার্য্যের অমুষ্ঠান করিয়াছে। আমার যুবা পুত্র বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও সকলের অবধ্য ছিল ; কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহাকে নিপাতিত করিল। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, মানবগণ কোন ক্রমেই অদৃষ্ট অতিক্রম করিতে পারে না। হে ! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারময় ; নতুবা শত পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও কেন উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না। হায় ! অতঃপর এই শতপুত্র বৃদ্ধমিথুনের ভাগ্যে বিরূপ দুর্দশা ঘটিবে? আমি কোন

ক্রমেই পাণ্ডবগণের রাজ্যে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইব না । আমি স্বয়ং রাজা ও রাজার পিতা ; আমি সসাক্ষরী বহুকরা উপভোগ ও মহীপালগণকে শাসন করিয়াছি । এক্ষণে কি প্রকারে আমার শতপুত্র-নিহন্তা বৃকোদরের আজ্ঞাবর্তী হইয়া দাসের ন্যায় অবস্থান করিব । মহাত্মা বিহুর আমার আশ্রয় জুর্যোধনকে নানা প্রকার হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করে নাই । এক্ষণে সেই মহাত্মার বাক্য অনাদর করিবার ফল পরিণত হইল । আমি কিছুতেই এক্ষণে বৃকোদরের নিষ্ঠুর বাক্য সহ্য করিতে পারি না ।

হে সঞ্জয় ! এক্ষণে দুর্ভিক্ষে ভীমসেন অধর্মযুদ্ধে যুর্যোধনকে নিপাতিত করিলে, অশ্বখামা, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্য কি করিলেন ? তাহা বর্ণন কর ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! অনন্তর অশ্বখামাশ্রমস্থ তিন মহারথ অনতিদূরে গমন পূর্বক এক ক্রমরাজিবিবাজিত লতাজালগম্যাবৃত ভয়ঙ্কর অরণ্য দেখিতে পাইলেন । সেই সময় তাঁহারা মুহূর্তকাল তথায় বিশ্রাম পূর্বক অশ্বগণকে জলপান করাইয়া সেই বিবিধ মুগ, পক্ষী ও হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ ফলপুষ্পোপশোভিত, নীলোৎপলসমলঙ্কৃত সলিলসম্পন্ন কাননमध्ये প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা সহস্রশাখাসম্পন্ন এক বট বৃক্ষ দর্শন করিলেন এবং উহার সন্নিধানে উপনীত ও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণের বন্ধন উন্মোচন করত আচমন পূর্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর দিবাকর অন্তাচলে গমন করিলে, শর্করী সমাগতা হইল । গগনমণ্ডল গ্রহনক্ষত্রগণে বিভূষিত হইয়া বিচিত্র বসনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল । নিশাচরগণ স্বেচ্ছানুসারে গমনাগমন ও কোলাহল করিতে লাগিল । দিব্যচরগণ নিদ্রায় অভিভূত হইল এবং ক্রবাদ্গণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া উঠিল । সেই সময় কৃতবর্মা, অশ্বখামা ও কৃপাচার্য্য সেই বট বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া হুঃখিত ও শোকাকুলিত চিত্তে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধবৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন । তাঁহারা অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং অচিরকালমধ্যেই নিদ্রাবেশ হওয়াতে সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন । হুঃখভোগে অন্তঃ ভ্রান্ত রূপ ও কৃতবর্মা অনাথের ন্যায় সেই ভূতলে শয়ন করিলামাত্র ৩৭ কণাৎ নিদ্রায় অভিভূত হইলেন । মহাবীর অশ্বখামা পাণ্ডবগণের প্রতি

নিভাস্ত্র জুড় হইয়াছিলেন, স্ততরাং সাতিশর পরিশ্রান্ত হইয়াও নিদ্রাস্থ অশ্রুতব করিতে পারিলেন না। তিনি জাগ্রদবস্থার থাকিয়া বনের চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে উহার মধ্যে একটা সুদীর্ঘ নাগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। সেই বৃক্ষের শাখায় সহস্র সহস্র কাক স্ব স্ব আবাসে শয়ন করিয়া সুখে যামিনী বাপন করিতেছিল। ঐ সময় গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ পিঙ্গলবর্ণ মহাকায় এক উলূক সেই স্থানে সমাগত হইল। তাহার মুখ ও নখর সুদীর্ঘ। পেচক ধীরে ধীরে সেই নাগ্রোধ বৃক্ষের শাখায় নিপতিত হইয়া বায়সগণের নিকট গমন পূর্বক কাহার কাহার পক্ষচ্ছেদ, কাহার কাহার শিরচ্ছেদ এবং কাহার কাহারও পদভঙ্গ করিয়া তদ্রত্য বায়সগণকে প্রায় নিঃশেষিত করিল। বায়সগণের কলেবরে সেই বৃক্ষতল একবারে সমাচ্ছন্ন হইল। বায়সাস্তক পেচক শত্রুগণকে এইরূপে নিপাতিত করিয়া সাতিশর আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বখামা যামিনীযোগে পেচককে এই প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া, শত্রুগণকে সেইরূপে সংহার করিবার নিমিত্ত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই উলূক আমাকে শত্রু সংহার-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিল। এক্ষণে বৈরনির্ঘাতনের উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। আজি আমি রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে পাণ্ডবগণকে সংহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু তাহারা বিজয়ী, বল-শালী এবং অস্ত্র শস্ত্র ও উৎসাহশক্তিসম্পন্ন; স্ততরাং তাহাদিগকে সম্মুখযুদ্ধে কোনক্রমেই বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না। এক্ষণে ধর্ম্মানু-সারে সংগ্রাম করিলে, বোধ হয়, আমাকেই জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু ছদ্মভাবে অবলম্বন করিলে, কার্য্যসিদ্ধি ও শত্রুগণকে বিনষ্ট করিতে পারিব, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণ সন্ধিগুণবিষয় অপেক্ষা অসন্ধিগুণ বিষয়েই হস্তক্ষেপ করা বর্ত্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। আর ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, লোকনিন্দিত অতি গর্হিত কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিতে হয়। বিশেষতঃ, নীচাশয় পাণ্ডবগণ পদে পদে ষষ্ঠতাপরিপূর্ণ অতি কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তদ্বদর্শী ধার্ম্মিকগণও কহিয়া থাকেন যে, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত, শস্ত্রবিদীর্ণ, নাস্তকবিহীন, অর্দ্ধরাত্রি সময়ে নিদ্রিত এবং আহার, প্রস্থান বা প্রবেশে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগকে সংহার করা কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

প্ৰবলপ্রতাপ অশ্বখামা এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই রাত্রিতে নিদ্রাভি-ভুত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মাতুল

কৃপাচার্য্য ও ভোজরাজ কৃতবর্ষাকে আগ্রহিত করিলেন। মহাবলশালী কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ষা গাত্ৰোত্থান করিয়া অশ্বখামার হরভিসন্ধি শ্রবণ পূর্বক লজ্জিত হইয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। সেই সময় মহাবল অশ্বখামা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত বাষ্পপূর্ণলোচনে কৃপাচার্য্যকে কহিতে লাগিলেন, হে মাতুল ! যাহার নিমিত্ত আমরা পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নীচাশর বৃকোদর সেই মহাবল পরাক্রান্ত একাদশ অর্কোহিণীর সেনাপতি অধিতীর বীর রাজা হৃষ্যকশনকে নিপাতিত করিয়া তাঁহার মস্তকে পদার্পণ পূর্বক অতি নিষ্ঠুর কার্য্যের অহুষ্ঠান করিয়াছে। ঐ শ্রবণ করুন, পাকালগণ সিংহনাদ, শঅধ্বনি ও হুমুভি-নির্ঘোষ করিয়া মহা আনন্দে হাস্য পরিহাস করিতেছে; শঅনিদামিশ্রিত তুমুল বাদ্যধ্বনি মারুত পরিচালিত হইয়া দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিতেছে; পূর্বদিকে তুরঙ্গগণের হেয়ারব, মাতঙ্গগণের বৃহিতধ্বনি, বীরগণের সিংহনাদ, ব্রথ সমূহের লোমহর্ষণ চক্রনির্ঘোষ করণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি ! পাণ্ডবগণ কোরবপক্ষীয় শত মাতঙ্গ গদূশ বলবীৰ্য্যশালী সর্ক্সাজবিশারদ বীরগণকেও বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে কোরবপক্ষীয় সমুদয় যোদ্ধাই উহাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে। আমরা তিন জনমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি। এক্ষণে যদি মোহপ্রযুক্ত আপনাদিগের বুদ্ধিজংশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার পর আমরা দিগের কি করা কর্তব্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া আদেশ করুন।

—*—

দ্বিতীয় অধ্যায় । ২ ।

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে মহাবাহো ! তুমি বে সকল কথা কহিলে, আমি তৎসমুদয়ই শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে বাহা বলিতেছি, শ্রবণ করা সমুবাগণ দৈব ও পুরুষকারসাধ্য কথ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দৈব ও পুরুষকার অপেক্ষা আর কিছুই বলবান্ নাই। একমাত্র দৈব কিম্বা একমাত্র পুরুষকারবলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। ঐ উত্তরের একত্র সমাবেশ না হইলে, সিদ্ধিলাভ হওয়া সাতিশয় কঠিন। কি উৎকৃষ্ট, কি অপকৃষ্ট সমুদয় কার্য্যই দৈব ও পুরুষকারসাপেক্ষ। পঙ্কন্য শৈলোপরি বারিবর্ষণ করিয়া কিছুমাত্র ফলোৎপাদন করিতে পারেনা; কিন্তু কৃষ্ট ভূমিতে বারি কর্ষণ করিয়া প্রচুর ফল উৎপাদনে সমর্থ হন।

দৈববিহীন পুরুষকার ও পুরুষকারবিহীন দৈব এই উভয়েই নিভান্ত নিষ্ফল । দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই একত্র সমাবেশ হইলে, মানবগণ নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । কেত্র মলিনধারার সংসিক্ত ও সম্যক্ কর্ণিত হইলে, তাহাতে অবশ্যই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় । বহুস্থানে দৈব পুরুষকারের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই ফল প্রদান করিয়া থাকে । কিন্তু বিবেচক ব্যক্তিগণ দৈববল অবলম্বন করিয়া পুরুষকারেই মনোভিনিবেশ করেন ।, বাহা হউক, মনুষ্যাগণের সমুদয় কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার-
 • লাপেক্ষ, সন্দেহ নাই । পুরুষকারসহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা দৈবপ্রভাবেই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই দৈববলবশতই কর্ম্মকর্তা ফল লাভ করে । মনুষ্যাগণ দৈববলবিহীন পুরুষকার প্রকাশ করিলে, তাহা নিভান্ত নিষ্ফল হইয়া থাকে । আর অলস ও নির্দোষ ব্যক্তিগণ পুরুষ-
 কারে অপ্রজ্ঞা প্রদর্শন করে ; কিন্তু তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না । কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই তাহা প্রায় সফল হইয়া থাকে । কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানে পরাশ্রয় হইলে, নিভান্ত দুঃখভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই । বাহা হউক, কেহ যদি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাহার ফল ভোগ করে এবং কেহ যদি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার ফলভোগ করিতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই উত্তরবিধ ব্যক্তিকেই নিভান্ত দুর্দশাগ্রস্ত বলিতে হইবে । কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিগণ ক্রেশবিহীন হইয়া কালবাণন করিতে থাকে ; কিন্তু অলস ব্যক্তিগণ কোন ক্রমে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না । এই স্বীকৃত্যে দক্ষ ব্যক্তিগণ প্রায় পরোপকারী হয় । কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিগণ অনু-
 ষ্ঠিত কার্য্যের ফলভোগ করিতে সমর্থ হউক, বা না হউক, কিছুতেই নিন্দনীয় হন না ; কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া ফল-
 ভোগ করে, সে সকলেরই নিভান্ত নিন্দনীয় ও বিধেযতাজন হয় । তন্নি-
 বন্ধনই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষকারে অনা-
 দর প্রদর্শন করেন, তিনি আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন ।

দৈব ও পুরুষকার ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না । যদি পুরুষকার-
 বিশিষ্ট ব্যক্তি দৈববল অবলম্বন পূর্ব্বক কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে,
 তাহার কার্য্য অবশ্য সফল হইয়া থাকে । বুদ্ধ লোকদিগের সহবাস এবং
 তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ ও তদুপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করা সকলেরই
 অবশ্যকর্তব্য । জ্ঞানদায় সময়ে বুদ্ধগণকে নিয়ত পরামর্শ বিজ্ঞাসা করা
 বিধেয় । বুদ্ধগণ অলস বস্ত লাভ ও কার্য্য সিদ্ধির প্রদান করণ । কে

ব্যক্তি বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ পূর্বক পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি অচিরকালমধ্যেই ফললাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ক্রোধ, ভয় ও লোভ পরবশ হইয়া কাহারও সহিত মন্ত্রণা না করিয়া কার্য্যাহুষ্ঠান করে, সে অচিরেই ত্রিভুট্ট হইয়া থাকে।

দেখ, অদূরদর্শী লোকপ্রকৃতি রাজা দুর্যোধন হিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন ও অসাধুলোকের পরামর্শ গ্রহণ পূর্বক আমাদিগের কর্তৃক বারংবার নিবারণিত হইয়াও গুণশালী পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা-চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; তন্নিবন্ধনই এক্ষণে পরিতাপ করিতেছে। আমরা সেই পাণ্ডাব অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্যের অহুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া আমাদিগের একুপ ঘোরতর হুঁশা ঘটয়াছে। আমি ঐ দুর্য্যাহার নিমিত্তই হুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। সুক্লে হুঃখপ্রযুক্ত আমার বুদ্ধি নাতিশর ব্যাকুল হইয়াছে; তন্নিবন্ধনই আমি কোনক্রমেই সংবিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছি না। মোহাক্ষ মনুষ্যগণের সুহৃদ ব্যক্তিকে সু-পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা অবশ্য কর্তব্য। তৎকালে সেই সুহৃদই তাঁহার বুদ্ধি, বিনয় ও প্রেয়োলাভের একমাত্র কারণ; সুতরাং তাঁহার বাক্যানুসারে কার্য্যের অহুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব চল, আমরা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এবং মহাত্মা বিদুরের নিকট গমন করিয়া এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা বিবেচনা করত যাহা হিতকর বলিয়া স্থির করিবেন, তাহাই করা আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য। কার্য্য আরম্ভ না করিলে, কোনক্রমেই ফললাভ হয় না; কিন্তু পৌরুষ প্রকাশ পূর্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও যদি তাহা নিফল হয়, তবে দৈবই তাহার প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায় ১৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবলশালী অশ্বখামা কৃপাচাৰ্য্যের সেই ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বাক্য-শ্রবণ করত শোকানিলে দগ্ধ হইয়া ক্রুরভাবে তাঁহাকে ও কৃতবর্ম্মাকে কহিলেন, হে ধীরষয়! ব্যক্তিমাত্রেয়ই বুদ্ধিবৃত্তি পৃথক্ পৃথক্। সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধিধারা সঙ্কষ্ট থাকে এবং অন্য অপেক্ষা আপনাকে সমরিক বুদ্ধিমান বিবেচনা করিয়া প্রতিনিয়ত আত্মবুদ্ধির প্রশংসা ও পরবুদ্ধির নিন্দা করে। এক এক বিষয়ে যাহাদিগের বুদ্ধির

ঐক্য হইয়া থাকে, অন্যান্য বিষয়ে তাহাদিগেরই বুদ্ধি পবন্যর সাতিশর বিপবীত হইয়া উঠে । মনুষ্যগণের চিত্তবৈচিত্র্যই বুদ্ধিবৈচিত্র্যের প্রধান কারণ । সুবিজ্ঞ বৈদ্য যেকণ ব্যক্তি অবধারণ করিয়া তাহার শাস্তির জন্য বুদ্ধিবলে যথাবিধি ঔষধ নির্ণয় করেন, সেইরূপ অন্যান্য মনুষ্যগণও স্বীয় স্বীয় কার্য্য সংসাধনার্থ যথোপযুক্ত বুদ্ধি অংলগ্ন পূর্বক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে । অনেক মনুষ্যের বুদ্ধির ঐক্যের কথা কি বলিব, এক ব্যক্তির বুদ্ধিও সর্বকালে সমভাবে থাকে না । দেখ, মনুষ্য বৌবন-কালে যে বুদ্ধির প্রভাবে মোহিত হয়, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার আর সে বুদ্ধি থাকে না এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যে বুদ্ধির আবির্ভাব হয়, যুগ্মকাল উপস্থিত হইলে, সেই বুদ্ধি একবারে ত্রিবোধিত হইয়া যায় । হে ভোজ্য-রাজ ! বিষম হুঃখ বিম্বা অধিক সম্পদ সময়ে মানবগণের বুদ্ধির বৈপরীত্য হইয়া থাকে । মনুষ্যমাত্রেই স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য অবধারণ পূর্বক তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, স্তব্ধ বা বুদ্ধিকেই কার্য্যের উদ্যোগকারিণী বলিতে হইবে । লোকে নারগাদি কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াই আনন্দিত চিত্তে সেই সমুদয় গহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । ফলতঃ সমস্ত লোকেই স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিবলে বহুবিধ কার্য্য অবধারণ পূর্বক তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় ।

আজি বিষম হুঃখপ্রভাবে আমার যেকণ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম । আমি এই স্থির করিয়াছি যে, ঐরূপ কার্য্য করিলেই আমি বিষম শোক হইতে বিমুক্ত হইব । দেখ, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সৃষ্টি ও তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ গুণ নিয়োজিত করিয়াছেন । তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বেদ, ক্ষত্রিয়দিগকে তেজ, বৈশ্যদিগকে দক্ষতা এবং শূদ্রগণকে সর্ব বর্ণের অনুকূলতা প্রদান করিয়াছেন । অতএব বেদবিহীন ব্রাহ্মণ, তেজোহীন ক্ষত্রিয়, অদক্ষ বৈশ্য এবং প্রতিকূলাচারী শূদ্র সকলের নিকটেই অসামু ও নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হয় । আমি অপূজিত ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে ; কিন্তু ভাগ্যদোষে আমাকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইয়াছে । আমি যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বন পূর্বক শাস্তিভাব আশ্রয় করি, তাহা হইলে আমাকে নিন্দনীয় হইতে হইবে, সন্দেহ নাই । আমি দিব্যাস্ত্র ও দিব্য শরীসন গ্রহণ করিয়াছি, স্তব্ধতা পিতৃবিনাশের প্রতিকার না করিলে, কি প্রকারে আমি জনসমাজে ব্যাক্ষকর্দি করিব । অতএব আমি আজি ক্ষত্রিয়

ধর্ম্মানুসারে নিশ্চয়ই পিতা ও রাজা দুর্য্যোধনের পদবীতে পদার্পণ করিব । অন্য ব্যাসামপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ জয় লাভ করিয়া আনন্দিতচিত্তে কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিস্তৃত হইয়া নিদ্রিত হইলে, আমি যামিনীযোগে শিবির-ভ্যন্তরে প্রবেষ্ট হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দানবগণকে সংহার করিয়া-ছিলেন, আমিও সেইরূপ পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিব । আজি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ হতাশনদগ্ধ কাননের ন্যায় বিনষ্ট হইবে । আজি আমি পশুনিহন পিনাকপাণি রুদ্রদেবের ন্যায় পাঞ্চালগণমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগের ও পাণ্ডবগণের জীবন সংহার করিয়া শান্তি লাভ করিব । আজি আমি পাঞ্চালগণের কলেবরে অবনীমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া পিতার ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব । আজি পাঞ্চালগণ রাজা দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও আমার পিতার পদবীতে পদার্পণ করিবে । আজি আমি পশুনিহন রুদ্রদেবের ন্যায় যামিনীযোগে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাত্ত করিয়া সুশান্তি খজা দ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিদ্রাগত সন্তানসন্ততি ও তুণ্ডপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক কৃতকার্য হইয়া পরম সুখ লাভ করিব ।

চতুর্থ অধ্যায় । ৪ ।

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে বৎস ! আজি ভাগ্যক্রমে তোমার বৈরনির্গ্যা-তনের সুদৃষ্টি উপস্থিত হইরাছে ; দেবরাজ ইন্দ্র ও স্বয়ং তোমাকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন । এক্ষণে তুমি বর্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া এই রজনী বিশ্রাম কর, কল্য প্রভাতে সংগ্রামার্থ গমন করিবে । আমিও কৃতবর্ষ্যাব সহিত বর্ষ্য ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগামী হইব । তাহা হইলে তুমি পাঞ্চালগণ ও তাহাদিগের অনুচরবর্গকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই । তুমি বহুদিন জাগরণ করিতেছ ; অতএব এই রজনীতে নিদ্রাসুখ অনুভব কর ; তাহা হইলে-বিশ্রান্ত, বিনদ্র ও স্থি-চিহ্ন হইয়া নিশ্চয়ই শক্রগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে । আমি তোমার অনুগামী হইলে এবং কৃতবর্ষ্য তোমাকে রক্ষা করিলে, অন্যের কথা কি বলিব, দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নী । তোমার ও আমার নিবট বিবিধ দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান আছে এবং গল্লপচূর্কর কৃতবর্ষ্যও রণবিশারদ ; অতএব আজি আমরা নিদ্রাসুখ অনুভব কর্ত্ত অশ্রুবিহীন হইলে, কল্য প্রভাতসময়ে একত্র সমবেত হইয়া

সমুদয় শত্রুকে বিনাশ করিয়া সাতিশয় শ্রীতি লাভ করিব। হে দ্রোণ-
নন্দন! আজি তুমি নিরুদ্ধেগে নিজাগণে হইয়া এই রজনী অতিবাহিত
কর। প্রাতঃকালে বিপক্ষগণের শিবিবাভ্যন্তরে প্রবেশ ববত স্বীয় নামো-
চ্চারণ পূর্বক অরাতিগণকে সংহার করিয়া মহাত্মবনিহন্তা দেবরাজেব
ন্যায় পরমস্থখে বিহার করিবে। পুনঃকালে মহামতি বিষ্ণু যেক্রপ দৈত্য-
সৈন্যগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও পাঞ্চালসৈন্যগণকে
পরাজয় করিতে পারিবে। কি আমি কি কৃতবর্ষা! আমবা পাণ্ডবগণকে
পরাজয় না করিয়া কোনক্রমেই সংগ্রাম হইতে প্রত্যাগমন করিব না।
আমরা তর পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালগণকে সংহার করিব, না হয়, তাহা-
দিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়া অরন্যক প্রাপ্ত হইব। ফলতঃ আমি সত্য
কহিতেছি, কল্য প্রভাতসময়ে কৃতবর্ষার সহিত সর্বতোভাবে তোমাব
সংহারতা করিব।

হে রাজন! মহামতি কৃপাচাৰ্য্য এই প্রবাব চিত্তজনক বাক্য
কহিলে, মহাবলশালী অশ্বখামা ক্রোধান্বগোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত
পূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে মাতুল! আতুর, অসমর্থ, চিন্তাক্লান্ত
ও কামুক ব্যক্তিগণ কোনক্রমেই নিদ্রাভ্রম অমুভব করিতে সমর্থ হয় না।
আজি অমর্ষবশতঃ আমাব নিদ্রাবিচ্ছেদ হইয়াছে। দেখন, ইহলোকে
পিতৃনিধনস্মরণ অপেক্ষা অধিক কষ্টকর আব কি হইতে পারে! পিতৃ-
নিধন স্মরণেই আমার হৃদয় দিবারিদিগ হইতেছে, আমি কোনক্রমেই
শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। পাপাত্মাবা আমাব পিতাকে সে
প্রকারে বিনষ্ট করিয়াছে, তাহা ত আপনি বিদিত আছেন। তাদৃশ
পিতৃনিধনবাত্তা শ্রবণ করিয়া মাদৃশ কোন ব্যক্তি মুহূর্ত্তকালও জীবন
ধারণ করিতে সমর্থ হয়? এক্ষণে আমি রণস্থলে ধুস্ত্র্যায়কে সংহার না
করিয়া কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে বাসনা করি না। ঐ হুস্মারী
আমার পিতাকে বিনাশ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে এবং তাহার অনুচর-
বর্গকে নিশ্চয়ই সংহার করিব। কুরুবাজ হুমোদন ভগ্নোক্ত ও রণস্থলে
নিপতিত হইয়া আমার সমক্ষে যে প্রকার বিলাপ করিয়াছেন, তাহা
শ্রবণে কোন্ পাষাণহৃদয়ের হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? কোন্ নিদ্রিয় ব্যক্তি
বাস্পবেগ সন্মরণ করিতে সমর্থ হয়? আমি বিদ্যমান থাকিতে মিত্র-
পক্ষের এক্রপ পরাজয় হওয়াতে আমার শোকসাগর পরিবর্জিত হইতেছে।
আমি পাঞ্চালগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত একাগ্রচিত্ত হইয়াছি;
অতএব আজি আমার নিদ্রা বা মূগ অমুভব করিবার সম্ভাবনা কি?

বোধ হয়, বাহুদেব ও ধনঞ্জয় পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে প্রবল চেষ্টা করিয়াও যে তাহাদিগের পরাক্রম সফল করিতে সমর্থ হন না, তাহাও আমি বিশেষরূপে অবগত আছি ; তথাপি কোন প্রকারেই ক্রোধ-বশ সম্ভরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না । এক্ষণে আমাকে এই ক্রোধ হইতে বিনুক্ত করে, এদপ কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে পাই না ; সর্বত্র আমি যাহা স্থিতি করিছি, আমার পক্ষে তাহাই শ্রেয়স্কর । দূতদ্বয়ে মিত্রপক্ষের পরাজয় ও পাণ্ডবপক্ষের জয়লাভ বুঝিতে অসমর্থ আমি আমার ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছি ; অতএব আজি বজ্র-নীতেই নিদাগত অরাতিগণের জীবন সংহার পূর্বক সৃষ্টি হইয়া বিশ্রাম ও নিদ্রাস্থল অন্বেষণ করিব ।

—••—

পঞ্চম অধ্যায়-৫ ।

কৃপাচার্য্য কহিলেন, আমার বিবেচনা হয়, বুদ্ধিবিহীন ব্যক্তি নিয়ন্ত গুরুশাসন ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও তাহাতে সূচাক্রমে স্বার্থ বিজ্ঞা-পন করিতে পারা যায় না এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিনয়ী না হইলে, স্বার্থ নির্ণয় করিতে পারে না । দক্ষী যেরূপ মৃত্তক রূপে নিম্নে থাকিবাও তাহাবৎ অস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ জড় ব্যক্তি প্রতি-নিয়ন্ত পণ্ডিতের উপাসনা বিনয় ও প্রসন্ন হইতে পাবে না । কিন্তু জিহ্বা-যেরূপ পোষ্যদেহে স্পর্শের আশ্বাদন গ্রহণ করে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই-রূপ অল্পক্ষণমধ্যেই পণ্ডিতের উপাসনা করিয়া থাকেন । গুরুগুরুশাসিত বুদ্ধিমান জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ অচিরকালমধ্যেই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হন ; তাহারা কখনই সর্বসম্মত বিষয় লইয়া বিবাদ করিতে বাগনা করেন না । জ্ঞানীত পাপপরায়ণ ব্যক্তি সাধুলোকের হিতকর উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে । অজ্ঞান পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে যত্নবান হইলে, তাহাদের বাক্যানুসারে পাপাত্ম্যানে পরামুখ হয়, তাহারী সম্পদভাজন হইতে পারে । আর যাহারা অজ্ঞান-গের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্বক পাপাত্ম্যানে বিরত না হয়, তাহাদিগকে শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়, সন্দেহ নাই । লোকে উন্নত ব্যক্তিকে যেরূপ নানাপ্রকার বাক্য দ্বারা শাস্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ বজ্রগণ বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান পূর্বক আত্মীয় ব্যক্তিকে পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত

করেন। বাহারী স্তম্ভদের বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন সূর্যক পাপকার্য্যে পরাজুখ না হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অবগম হইতে হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিজ্ঞ স্তম্ভকে পাপীমুঠানে প্রবৃত্ত দেখিলে, শক্তি অহুগারে বারম্বার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব হে দ্রোণনন্দন! তুমি আমার এই হিতকর বিষয়ে মনোভিনিবেশ পূরক আত্মদমন করিয়া আমার বাক্য রক্ষা কর; নচেৎ নিশ্চয়ই তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। প্রস্তুত, ন্যস্তশস্ত্র, রুথবিহীন, বাহনবিহীন, শরণাগত ও মৃতকেশ ব্যক্তিদিগকে বিনুশ করিলে, নিতাস্ত অধর্ম্ম হয়। আজি পাঞ্চালগণ কবচ পরিত্যাগ পূরক মৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায় চৈতন্যবিহীন হইয়া বিমুগ্ধচিত্তে নিদ্রাগত হইবে। যে পানর তদবস্থায় তাহাদিগেব বিদ্রোহাচরণ করিবে, তাহাকে অগাধ নরকে নিমগ্ন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি ইহলোকে অস্ত্রবিদগ্ধের অগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। অগ্ন্যাত্ত পাপও তোমাকে কখন স্পর্শ বরিতে পারে নাই। অতএব কল্য সূর্য্যোদয় হইলে, প্রকাশ্যরূপে সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজয় করিও। তুমি নিম্নিত কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা শুক্রবস্ত্রে শোণিতপাতের ন্যায় মাতিশয় অপ্রীতিকর হইয়া উঠিবে।

ঐ সময় দ্রোণনন্দন অস্থখান্না কহিলেন, হে মাতুল! আগনি বাহা বলিলেন, তাহাই যথার্থ বটে, কিন্তু পূর্বে পাণ্ডবগণ ধর্ম্মের সেতু শতধা বিদলিত করিয়াছে। দেখুন, আমার পিতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, দুর্ম্মতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূপালগণের ও আপনাদের সাক্ষাতেই তাহার জীবন সংহার করিয়াছে। মহাবীর কর্ণের রথচক্রে ভুতলে প্রোথিত হইলে, ধনঞ্জয় সেই বিপদসময়ে সূতপুত্রকে বিনষ্ট ও শিখণ্ডীকে অগম করত ন্যস্তশস্ত্র নিরাস্ত্র ভীষ্মদেবকে নিপাতিত এবং সাত্যকি প্রায়োপবিস্ট ভুরিশ্রবাকে নিহত আর ভীমসেন অন্যান্য গদাযুদ্ধে রাজা দ্রুপে-ধনকে নিপাতিত করিয়াছে। আজ দূতমুখে ভগ্নরাজা দ্রুপে-ধনের সঙ্করূপ বিলাপ শ্রবণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মাতুল! পাপপরায়ণ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এইরূপে বারম্বার ধর্ম্মসেতু ভগ্ন করিয়াছে। আপনি কি জন্য সেই পামরগণের নিন্দা করিতেছেন না? আমি এই যামিনীতে আমার পিতৃহস্তাদিগকে প্রহুগ্নাবস্থায় সংহার করিব; ইহাতে যদি আমার কীট অপবা পতঙ্গবোঁদে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, আমার পক্ষে তাহাও শ্রেয়স্কর। এক্ষণে আমি সান্তি-শপ তৎপর হইয়া অভ্যুত্থান করিব। এক্ষণে আনীর নিদ্রা ও সূখা-

ভিলাষ কোথায় ? আজি আমাকে এই অধাবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে, এরূপ লোক অবশীমণ্ডলে কল্প গ্রহণ করে নাই ও করিবেনা ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! প্রবলপ্রতাপশালী অশ্বখামা এই কথা কহিয়া রথে অশ্বসংযোজন পূৰ্ণক অরাতিগণের শিবিরভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । তদদর্শনে মহামতি কৃতবৰ্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর ! তুমি কি অভিপ্রায়ে বথযোজনা করিলে, সভ্য করিয়া বল । আমরা তোমার হুঃখে হুঃখিত ও সুখে সুখী হইয়া থাকি । অতএব আমাদের প্রতি অনুমাত্র অশঙ্কা করিও না । সেই সময় দ্রোণ-নন্দন অশ্বখামা পিতার নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করত কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ পূৰ্ণক কহিলেন, হে বীরবর ! দুৰ্ম্মতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সুশাসিত শবমিকরে মহেশ বীরেব ভীষ্মন সংহার কবত অন্তঃশত্ৰুপবিত্যাগী আমার পিতাকে নিহত বহিরাছে । আমি আমি সেই বর্ষ্যবিহীন পাণায়্য ক্রপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিব ! দুৰ্ম্মতি ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার হৃদয়ে বাহাতে পশুর ন্যায় বিনষ্ট হইয়া শত্রুবিজিত লোকে গমন করিতে না পাবে, আমি তাহাই করিব । তোমরা বর্ষ্য ধারণ এবং শরাসন ও বৃষ্ণ গ্রহণ করিয়া আমাব সহিত গমন কর । দ্রোণতনয় অশ্বখামা এই কথা বলিয়া শত্রুগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন । কৃপাচার্য্য ও কৃতবৰ্ম্মা তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন । তৎকালে সেই তিন বীরকে যজ্ঞস্থলে কূটমান হুঁতাশনের ন্যায় প্রতীয়মান হইল । অনন্তর তাঁহারা সেই প্রমুগ্ন জনপূর্ণ শিবির সমীপে উপনীত হইলেন । তখন মহারথ অশ্বখামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবৰ্ম্মাকে আমন্ত্রণ করত শিবিরদ্বারে গমন পূৰ্ণক রণবেগে গম্বরণ করিলেন ।

ষষ্ঠ অধ্যায় । ৬ ।

পুত্ররাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহাবীর কৃতবৰ্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বখামাকে দ্বারদেশে সমবস্থিত দেখিয়া কি করিলেন, তাহা বর্ণন কর ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! 'এই প্রকারে মহারথ অশ্বখামা ক্রুদ্ধচিত্তে শিবিরদ্বারে সমাগত হইয়া দেখিলেন, তথায় এক চন্দ্রাকর্ষদৃশ দ্রুতিমান মহাকায় পুরুষ অবস্থান করিতেছেন । তাঁহার মুখমণ্ডল বিচিত্র সংস্রপোচনগমলকৃত, বাহ সমুদায় সুদীর্ঘ, স্থূল ও নাগাসদৃশগমিত এবং

আমি ব্যাদিত, দঃষ্ট্রাকরণ ও অনলশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত; তাঁহার পরি-
ধান শোণিতাদ্র্য বাস্ত্রচন্দ্র, উত্তরীয় কুম্ভাজিন। সেই নাগযজ্ঞোপবীত-
ধারী ঘোরদর্শন মহাপুরুষের আকাব ও বেশ বর্ণনা করা নিতান্ত দুষ্কর।
তাঁহাকে অবলোকন করিলে, পূর্বত সমুদায়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎ-
কালে সেই দিবাপুরুষের বদন, নাসিকা, কর্ণগুণল ও সহস্র লোচন হইতে
তেজোরাশি বিনির্গত হইতেছিল। সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে শঙ্খচক্রগদা-
ধারী অসংখ্য বাসুদেব প্রাদুর্ভূত হইল।

মহারথ অশ্বখামা সেই সর্বলোকভরাবহ অদ্ভুতাকার মহাপুরুষকে
দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার প্রতি দিব্যাস্ত্র সকল পরি-
ত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাকায় পুরুষও বাড়বানল ঘেরূপ মাগরের
সলিলপ্রবাহ গ্রাস করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণনন্দনপরিত্যক্ত দিব্যাস্ত্র-
জাল গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মহাবল অশ্বখামা আপ-
নাব দিব্যাস্ত্রজাল নিতান্ত ব্যর্থ হইতে দেখিয়া তাঁহাব প্রতি এক প্রদীপ্ত
অনলশিখাসদৃশ রথশক্তি পরিত্যাগ করিলেন। প্রলয়কালীন মহোচ্ছ্বা
ঘেরূপ দিবাকরকে সমাহত করিয়া গগনমণ্ডল হইতে পরিলুপ্ত হয়, সেই-
রূপ ঐ প্রদীপ্ত রথশক্তি মহাপুরুষকে সমাহত করিয়া বিদীর্ণ ও নিপতিত
হইল। তখন মহাবল পবাক্রান্ত দ্রোণনন্দন এক আকাশসদৃশ নীলবর্ণ
সুবর্ণমুষ্টিপরিমণ্ডিত খড়্গ বিবরবিনিঃসৃত ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গের ন্যায় কোষ
হইতে নিক্ষেপিত করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দিব্য খড়্গ
সেই পুরুষের কলেবরে নিপতিত হইয়া বিবরমধ্যে লুক্কায়িত নকুলের ন্যায়
তিবেদিত হইল। তদর্শনে মহাবীর অশ্বখামা সাতিশর যৌগপববশ
হইয়া তাঁহাব প্রতি এক শত্রুধ্বজ সদৃশ প্রজলিত গদা নিক্ষেপ করিলেন।
তিনিও তৎক্ষণাৎ উহা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন।

এই প্রকারে অস্ত্রশস্ত্র সমুদয় নিঃশেষিত হইলে, মহাবলশালী অশ্ব-
খামা ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক দেখিলেন, সেই মহাপুরুষের তেজো-
রাশিবিনির্গত অসংখ্য বাসুদেব এককালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া-
ছেন। তিনি ঐ অত্যাশংখ্য ব্যাপাব স্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃপাচার্যের
বাক্য শ্রবণ পূর্বক মাংশিয় সন্তপ্তচিত্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে
লাগিলেন, যে ব্যক্তি সুহৃদের হিতজনক বাক্য অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া
অনাদর করে, তাহাকে আমার ন্যায় বিপদসাগরে নিমগ্ন ও শোক
প্রকাশ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্রসঙ্গত পথ অতিক্রম
করিয়া শত্রুবিনাশের বাসনা করে, তাহাকে ধর্মপথপরিভ্রষ্ট হইয়া কুপথে

প্রতিহত হইতে হয়। বৃদ্ধ লোকে প্রতিনিয়ত এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন যে, গো, ব্রাহ্মণ, নৃপ, স্ত্রী, মথী, মাতা, গুরু এবং মৃতপ্রায়, জড়, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মদমত্ত, উন্মত্ত ও অনবহিত ব্যক্তিগণের প্রতি কোনক্রমে শত্রুপাত করিবে না; কিন্তু আমি সেই শাস্ত্রসম্মত মনোহীন ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিয়া রূপথে পদাণ্ব পূর্ব্বক এই বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে কোন মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানে অশক্তিনিবন্ধন ভীত ও তাহা হইতে পরাজুখ হওয়াই ঘোরতর বিপদের বিষয়। দৈববল অপেক্ষা পুরুষকার কোনক্রমেই গুরুতর হইতে পারে না। কেহ যদি কোন কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দৈবপ্রযুক্ত তাহা সিন্ধু করিতে অসমর্থ হয়,* তাহা হইলে তাহাকে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট ও বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি অগ্রে প্রতিজ্ঞা করত কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ ভয়বশতঃ তাহা হইতে পরাজুখ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পূর্ব্বক ঐ রূপ প্রতিজ্ঞা করা নিতান্ত অবিজ্ঞের কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি অসৎ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া আমার এইরূপ মহৎ ভয় সমুপস্থিত হইয়াছে। এই যে মহাপুরুষ সমুদাত দৈবদণ্ডের ন্যায় এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন, আমি বারংবার চিন্তা করিয়াও ইহাকে অবগত হইতে পারিতেছি না; বোধ হয়, ইনি আমার অধর্ম্মে প্রবৃত্ত কলুষিত বুদ্ধির ভীষণ ফলস্বরূপ। আমি কোনক্রমেই সংগ্রামে পবাজুখ হই নাট, এক্ষণে কেবল দৈবপ্রযুক্তই আজি সমবে পরাজুখ হইতেছি, সন্দেহ নাই। অতঃপর দৈববলপ্রাপ্ত না হইলে আমি কখনই এই কার্য্য সংসাধন করিতে পারিব না। অতএব এক্ষণে আমি দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হই; তিনিই আমার এই দৈবদণ্ড শাস্তি করিয়া দিবেন। ভগবান্ ভবানীপতি তপ ও পবাক্রম প্রভাবে সমুদয় দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন; অতএব তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা আমার অবশ্য কর্তব্য।

—(০০০)—

সপ্তম অধ্যায় । ৭ ।

হে রাজন্! দ্রোণনন্দন অশ্বখামা এইরূপ চিন্তা করত রথ*হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূতভাবন ভবানীপতিকে প্রণিপাত পূর্ব্বক, বহিলেন, হে

দেবদেবেশ! আমি শক্তি কৃত্রিম ; একনে বিভ্রান্তকরণে আত্মোপ-
হার প্রদান পূর্বক আপনাকে পূজা করিব। হে দেব! 'তুমি' উগ্র,
স্বাধ, শিব, রক্ত, মর্ক, ঈশান ও ঈশ্বর; তুমি গিরিশ, বজ্র ও ভবভাবন;
তুমি শিতিকণ্ঠ, অম্র ও শুক্র; তুমি দক্ষবিনাশক ভর; তুমি বিশ্বকপ,
বিক্রপাক ও বহুরূপী; তুমি উমাপতি ও মহাগণপতি; তুমি ঋণানবাসী
ও ধটাদধারী; তুমি জটিল; তুমি স্তম্ভ, স্তম্ভ ও সূর্যমান; তুমি
অমোঘ; 'তুমি' শক্র; তুমি কৃতিবাসী, বিলোহিত, অসহ্য ও হুনিবার;
তুমি ব্রহ্মস্রষ্টা, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মচারী; তুমি ব্রহ্মধারী, তপস্বী ও তাপনগণের
গতি, তুমি অনন্ত, পারিষদগ্রন্থ, ত্রিলোচন, ধনাধ্যক্ষ ও ক্ষতিমুখ;
তুমি পার্শ্বতীর জদমবল্লভ ও স্বন্দর পিতা; তুমি পিত্র, বৃষবাহন ও
স্বল্পবাসধারী; তুমি পার্শ্বতীর ভূষণ ও তাঁহাতে নিরত; তুমি শ্রেষ্ঠ
হইতেও শ্রেষ্ঠতর; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; তুমি অস্ত্র
শস্ত্রবিশারদ; তুমি দিগন্ত ও দেশরক্ষক; তুমি চক্রমৌলি ও হিরণ্যকবচ-
ধারী; অতএব আমি একাগ্রচিত্তে তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি
যদি এই ঘোরতর বিপদ হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে
তোমাকে স্বীয় দেহস্থিত পঞ্চভূত উপহার প্রদান পূর্বক অর্চনা করিব।

হে রাজন! মহামতি অশ্বখামা এই প্রকার শ্রব করিলে, তাঁহার
সম্মুখে এক হিরণ্ময়ী বেদী সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। ভগবান্ হতাশন
স্বীয় তেজঃপভাবে দিম্বগুল ও গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সেই বেদী-
মধ্যে বিরাজমান হইলেন। বিচিত্রাদদধারী উদ্যতবাহু অসংখ্য হস্তপদ-
বিশিষ্ট বহু মস্তকপরিমণ্ডিত উজ্জলবদন উজ্জললোচন পার্শ্বতাকার মহাগণ
সকল সেই স্থানে উপনীত হইল। তাহাদিগের আকার কুকুর, বরাহ
ও উষ্ট্রের ন্যায়; মুগ ভূরঙ্গ, জম্বুক, ভল্লুক, বিড়াল, ব্যাঘ্র, স্বীপি, কাক,
বানর, শুক, অজগর, হংস, সারস, চাঁস, কুর্শ, নক্রে, শিশুমার, পারাবত,
তিমি, নকুল, বক, মহামকর, শোণ, মেঘ ও ছাগের ন্যায়, তাহাদিগের
মধ্যে কেহ কেহ সহস্রনেত্র, কাহার কাহারও উদর অতি বৃহৎ ও কলেবর
ক্ষীণ, কেহ কেহ মস্তকবিহীন, কেহ কেহ প্রদীপলোচন ও প্রদীপ্ত
জিহ্বাসম্পন্ন এবং কাহারও কেশ, কাহারও কর্ণ ও কাহারও গাত্রলোম
ভাব্যবর্ণ। তন্মধ্যে কেহ কেহ শম্বের ন্যায় শুক্ল বর্ণ, কেহ কেহ শম্বমাল্য-
ধারী এবং কেহ কেহ শম্বানিষনের ন্যায় অতি গভীর কণ্ঠস্বর সম্পন্ন,
কেহ কেহ জটাত্তরধারী, কেহ কেহ পঞ্চশিখাসম্পন্ন, কেহ কেহ সুভিত্ত-
মুণ্ড, কেহ কেহ চতুর্দন্ত, কেহ কেহ চারি জিহ্বা সম্পন্ন, কাহারও কাহারও

উদর অতি কুশ, কাহার কাহারও কর্ণ গর্দভের ন্যায়, কেহ কেহ কিরীট ও উকীষধারী, কেহ কেহ মুক্তমেখলাপরিভূষিত, কেহ কেহ সর্পকিরীট: সমলঙ্কৃত, কেহ কেহ সর্পান্দধারী, কেহ কেহ নানাভরণে বিভূষিত, কাহারও কাহারও কেশ সমুদায় কুঞ্চিত এবং কাহারও কাহারও মস্তক পদ্ম ও উৎপলে পরিমণ্ডিত। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শতগ্রী, কেহ কেহ বজ্র, কেহ কেহ সুবল, কেহ কেহ ভূষণী, কেহ কেহ পাশ, কেহ কেহ দণ্ড, কেহ কেহ খব্জ, কেহ কেহ পতাকা, কেহ কেহ ঘণ্টা, কেহ কেহ পরশু, কেহ কেহ লণ্ডু, কেহ কেহ স্থণা, কেহ কেহ গড়গা এবং কেহ কেহ বা শরপরিপূর্ণ তুণীর ধারণ করিয়াছে; কাহারও কাহারও কলেবর পঙ্কলিশু, কেহ কেহ শুক্ল বস্ত্র ও শুক্ল মালাধারী এবং কেহ কেহ পিঙ্গল বর্ণ।

ঐ সময় তাহারা দৃষ্টান্তঃকরণে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, কঙ্কর, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্য বাদিত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য এবং কেহ কেহ লঙ্ঘন ও কেহ কেহ লক্ষ প্রদান করিতে লাগিল। কেহ কেহ মহাবেগে ধাবমান হইল; তাহাদিগের কেশকলাপ মারুতবেগে উড্ডীন হইতে লাগিল; কেহ কেহ মত্ত মাত-লের ন্যায় বারংবার গর্জন করিতে প্রযুক্ত হইল। সেই সমুদয় অসাধারণ পুরাক্রমশালী বিবিধ রাগরঞ্জিত বস্ত্রধারী রত্নখচিত অঙ্গদবিভূষিত অরাতি-নিপাতন ভীষণরূপ মাংসভোজী বলাশোণিতপারী পরিচারকগণमध्ये কেহ কেহ চূড়াধারী, কেহ কেহ অতি হ্রস্ব, কেহ কেহ অতিশয় দীর্ঘ, কাহার কাহারও উদর পিঠরের ন্যায় ও কাহার কাহারও ওষ্ঠ লম্বিত, কাহার কাহারও মেঢ় ও মুকু অতি বৃহৎ। তাহারা চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র পরিপূর্ণ গগনমণ্ডল অবনীমণ্ডলে আনয়ন এবং চতুর্বিধ লোক সমূহকে সংহার করিতে সমর্থ। তাহারা প্রতিনিয়ত নির্ভয়চিত্তে ভগবান্ ভবানী-গতির ভ্রতঙ্গী সহ্য করিয়া থাকে। তাহারা সর্বদা স্বেচ্ছাচারপরায়ণ এবং ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরেশ্বর। তাহারা হিংসা ছেদ পরিশূন্য হইরা নিরন্তর আমোদে কাল ঘাপন করে। সেই সমুদয় বাকাবিন্যাসবিশারদ পারিষদগণ অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইরাও গর্কিত হয় নাই। ভগবান্ পিনাক-পানি তাহাদের কার্য্য সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াগম হইরা থাকেন এবং তাহাদিগের কর্তৃক কার্য্যমনোবাক্যে পূজিত হইরা ঔরসপুত্রের ন্যায় তাহাদিগকে রক্ষা করেন। তাহারা চতুর্কিধ সোমরস এবং জুহু-চিহ্নে রাক্ষসগণের শোণিত ও বলা পান করিয়া থাকে। তাহারা বেদা-

ধ্যান, ত্র্যম্বক, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা ভগবান্ চন্দ্রশেখরকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সলোকতা প্রাপ্ত হইরাছে। কালক্রমের অধিপতি শূলপানি মহাদেব ও দেবী পার্শ্বতী সেই সমুদায় আত্মাস্বরূপ পারিক্ষকের সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকেন।

অনন্তর সেই সমুদায় ভূতগণ নানাপ্রকার বাদিত্র বাদন, বারম্বার গর্জন, আক্রোশ প্রকাশ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক অশ্বখামার ভেজ দর্শন ও মুহুর্তা বর্ণন করিবার অভিলাষে স্বীয় স্বীয় প্রভাজাল বিস্তার করত মহাদেবকে স্তব করিতে করিতে, দ্রোণাশ্বজের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। সেই ভীষণদর্শন ভূতগণকে নিরীক্ষণ করিলে, ত্রিলোকস্থিত সমুদায় ব্যক্তিকেই ভীত হইতে হয়; কিন্তু মহাবলশালী দ্রোণনন্দন অশ্বখামা তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভূত-ভাবন ভগবান্ ভবানীপতিকে স্বীয় কলেবর উপহার প্রদান করিবার মানসে সমুদ্যত হইলেন। তৎকালে তাঁহার শরাসন সমিধ, সুশাগিত শরসমূহ পবিত্র ও আত্মা হবিস্বরূপ হইল। অনন্তর তিনি রৌদ্রকর্ণা ক্রন্দদেবকে সৌম্য মন্ত্রে স্বীয় কলেবর উপহার প্রদান পূর্বক কৃতাস্ত্রলিপুটে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভগবন্! আমি আঙ্গিরসকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আজি এই বিপদ সময়ে তোমার প্রতি ভক্তিসহকারে সমাধিবলে হতাশনে স্বীয় কলেবর আহতি প্রদান করিতেছি; তুমি এই উপহার প্রতিগ্রহ কর। সমুদায় ভূত তোমাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমিও সর্বভূতে বিরাজমান আছ। প্রধান প্রধান গুণগ্রাম তোমাতেই অবস্থিত করিতেছে। এক্ষণে আমি শত্রুকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট হবিস্বরূপ অবস্থান করিতেছি, তুমি আমাকে প্রতিগ্রহ কর। মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বখামা এই কথা বলিয়া সেই প্রদীপ্ত হতাশনযুক্ত বেদীতে আরোহণ পূর্বক হতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময় ভগবান্ ভবানীপতি তাঁহাকে হতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট, নিশ্চেষ্ট ও উচ্ছ্বাহ নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যবদনে কহিলেন, হে বীর! মহাত্মা বাসুদেব সত্য, শৌচ, আর্জব, দান, তপ, নিরাম, ক্ষমা, ধৃতি, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা আমার আরাধনা করিয়াছেন; স্তব্রাং কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার প্রিয়তম আর কেহই নাই। সেই কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা ও তোমার বলবীৰ্য্য পরীক্ষা করিবার মানসে আমি পাঞ্চালগণকে সুরক্ষিত করিয়া দ্বারাবল বিস্তার করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে পাঞ্চালগণ কাল-প্রাপ্ত হইরাছে; আমি তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা হইবে না। ভূতভাবন

ভগবান্ ভবানীপতি এই বলিয়া অশ্বখামাকে এক সুনির্মল খড়্গ প্রদান পূর্বক তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন । তখন মহাবীর অশ্বখামা পুনর্বার মহাদেবের তেজঃপ্রভাবে পূর্বাশ্রয় অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত মহাবেগে শিবিরে ধাবমান হইলেন । ভূত ও রাক্ষসগণ সাক্ষাৎ রুদ্রদেবের ন্যায় অশ্বখামাকে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অদৃশ্যভাবে তাঁহার উভয় পাশে গমন করিতে লাগিলেন ।

অষ্টম অধ্যায় । ৮ ।

বৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! মহারথ অশ্বখামা শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্য কি করিলেন ? তাঁহারা কি ভয়াকুল বা সামান্য রক্ষকগণ কর্তৃক অদৃশ্যভাবে নিবারিত হইয়া পলায়ন করিলেন ? অথবা শিবিরভেদ এবং সৈন্য ও পাণ্ডবগণকে বিনাশ পূর্বক পাঞ্চাল-গণ কর্তৃক নিহত হইয়া দুর্গোদ্ধনের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন ? যাহা হউক, তাঁহারা তৎকালে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন কর ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ! মহামতি দ্রোণনন্দন অশ্বখামা শিবির প্রবেশে সমুদ্যত হইলে, মহারথ কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্য হারদেশে অবস্থিত করিতে লাগিলেন । মহাবলশালী অশ্বখামা তাঁহাদিগকে তথার অবস্থান করিতে দেখিয়া আক্লাদিতচিত্তে মূহুরে কহিলেন, হে বীরদ্বয় ! আপ-নারা যজ্ঞবান্ হইলে, নিজাগত হতাবশিষ্ট শত্রুপক্ষীয় বোধগণের কথা কি বলিব, সমস্ত ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করিতে পারেন । আমি এক্ষণে শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কৃতাত্ত্বের ন্যায় পর্যাটন করিব । কোন ব্যক্তিই যেন এইখানে আপনাদের নিকট পরিজ্ঞান প্রাপ্ত না হয়, আমার এই-মাত্র প্রার্থনা । মহাবাহু অশ্বখামা এই কথা বলিয়া গম্যস্থান পরিহার পূর্বক অন্য স্থান দিয়া নিশ্চক্ৰিতে পাণ্ডবগণের শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ ধীরে ধীরে ঋষ্টদ্রুমের শয়নাগার সম্মুখানে উপনীত হইলেন । তখন সংগ্রামপরিজ্ঞাত পাঞ্চালগণ বিবর্তিতচিত্তে গাভ্রতর নিজার অভিত্যক্ত হইয়াছিলেন । তদর্শনে মহাবল দ্রোণনন্দন পরম পরিতুষ্ট হইয়া ধৃষ্ট-দ্রুমের শয়নাগারে প্রবেশ পূর্বক তাঁহাকে দিব্যাস্ত্ররসমাবৃত অগ্নি

মালাপরিমণ্ডিত বিচিত্র ক্ষৌমবিভূষিত শরনীয়ে অকুতোভয়ে নিদ্রিত দেখিয়া চরণ দ্বারা প্রবোধিত করিলেন । হৃৎহর্ষদ ধুটুয়ায় অশ্বখামার পাদস্পর্শে জাগরিত ও উত্ত্বিত হইয়া তাঁহাকে দ্রোণনন্দন বলিয়া জানিতে পারিলেন । সেই সময় মহাবীর অশ্বখামা ঋপদপুত্রকে শয্যা হইতে সমুখিত দেখিয়া দুই হস্তে তাঁহার কেশধারণ পূর্বক তাঁহাকে ধরাতলে নিষ্পেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবলশালী ধুটুয়ায় অশ্বখামার প্রভাবে ঐ প্রকার ছরবস্থাপন্ন হইয়া নিদ্রা ও ভয়বশতঃ কোন চেষ্টা করিতে সমর্থ হইলেন না । দ্রোণনন্দন চরণদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ আক্রমণ পূর্বক তাঁহাকে পশুর ন্যায় সংহার করিবার মানসে ভূতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন । তখন ঋপদকুমার ধুটুয়ায় নথরাঘাতে অশ্বখামার কলেবর দ্রুতবিক্ষত করিয়া অপরিষ্কৃত স্বরে কহিলেন, হে আচার্য্যকুমার ! সত্বরে অন্ত্রাঘাতে আমার জীবন সংহার কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রসাদে পবিত্র লোকে গমন করি । মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বখামা ধুটুয়ায়ের সেই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, রে কুলাঙ্গার ! আচার্য্যবাগীদিগের কোন লোকেই গমন করিবার অধিকার নাই ; অতএব তোর উপর অজ্ঞানিক্রমণ করা আমার কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে । ক্রোধাবিষ্ট দ্রোণনন্দন এই কথা বলিয়া কেশরী বেক্রম মদমত্ত মাতঙ্গের মর্ষ নিপীড়ন করে, সেইরূপ নিদারুণ পদাঘাত করিয়া ঋপদপুত্রের মর্ষ নিপীড়ন করিতে লাগিলেন । তখন তত্ত্বত্য মহিলাগণ ও ধুটুয়ায়ের রক্ষক সমুদয় তাঁহার আর্তনাদে জাগরিত হইয়া তাঁহাকে ভূতোপহত বোধ করত ভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিল না ।

এই প্রকারে মহাবলশালী দ্রোণতনয় ঋপদকুমারকে নিপাতিত করিয়া রথারোহণ পূর্বক সিংহনাদে দশ দিক পরিপূর্ণ করত অন্যান্য শত্রুগণকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইলেন ।

মহারথ অশ্বখামা ঋপদপুত্রের গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, তত্ত্বত্য মহিলা ও রক্ষকগণের ভীষণ ক্রন্দনধ্বনি সমুখিত হইল । ধুটুয়ায়ের পত্নীগণ স্বামীকে বিনষ্ট দেখিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল । তাহা-দিগের রোদনশব্দে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ সহসা জাগরিত হইয়া বর্ষাধারণ পূর্বক কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কামিনীগণ ভয়ব্যাকুলিত-চিত্তে নীকরূপে রবে কহিতে লাগিলেন, তোমরা সত্বরে আগমন কর । ঐ দেখ, এক জন পুত্র ধুটুয়ায়কে বিনাশ করিয়া রথারোহণ পূর্বক

অবস্থিতি করিতেছে। ঐ ব্যক্তি রাক্ষস কি মনুষ্য আমরা তাহার কিছু স্থির করিতে সমর্থ হইলাম না। তখন শিবিরস্থিত প্রধান প্রাধান বীর-গণ সহসা অশ্বখামাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবলঃ পরাক্রান্ত জ্যেষ্ঠ-নন্দন কৃতান্তদ্বারা সেই সমাগত ক্ষত্রিয়গণকে নিপাতিত করিয়া অনতিদূরে নিদ্রাগত উত্তমোজাকে অবলোকন পূর্বক তাঁহার সম্মুখানে উপনীত হইলেন এবং অচিরাতঃ চরণ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল আক্রমণ পূর্বক তাঁহাকে কৃতান্তভাবে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর যুদ্ধমন্থ্য উত্তমোজাকে রাক্ষসহস্তে বিনষ্ট বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে গদা গ্রহণ পূর্বক মহাবেগে জ্যেষ্ঠপুত্রের হৃদয়ে প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বখামা মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে ধরাতলে নিক্ষেপ পূর্বক পশুর ন্যায় নিহত করিলেন।

মহাবীর জ্যেষ্ঠনন্দন এইরূপে যুদ্ধামন্থ্যকে সংহার পূর্বক ইতস্ততঃ শয়ান মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইয়া খড়্গাঘাতে যজ্ঞস্থলু বিকল্লিত পশুর ন্যায় একে একে তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন এবং কণকালমধ্যে শিবিরমধ্যস্থিত ন্যস্তশস্ত্র পরিত্যক্ত যোদ্ধগণকে মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণের সহিত নিহত করিয়া শোণিতাক্ত কলেবরে কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। সেই ভীষণ করবালধারী মহাবীরের কলেবর অসিবিচ্ছিন্ন ইতস্ততঃ সঞ্চারিত বীরগণের কধিরধারায় সংস্কৃত হস্ত-রাতে তাঁহাকে অতি ভীষণ অপূৰ্ণ প্রাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সংগ্রামে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ জ্যেষ্ঠনন্দনের অগৌরব রূপ সন্দর্শন পূর্বক সাতিশর ব্যথিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অনেকে তাঁহাকে রাক্ষস বিবেচনা করিয়া নয়ন উন্মীলিত করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে মহাবীর অশ্বখামা সাক্ষাতঃ কৃতান্তের ন্যায় শিবিরে পর্যটন করিতে করিতে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও হতাবশিষ্ট সোমকদিগকে দেখিতে পাইলেন। শরাসনধারী মহারথ দ্রৌপদীর পুত্রগণ সংগ্রামকোলাহলে জাগ্রিত হইয়া ধুট্ট্যঙ্গের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করত অশ্বখামাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভ্রকগণ ও মহাবীর শিখণ্ডী তাঁহাদিগের সংগ্রামকোলাহলে প্রবোধিত হইয়া নিশিত শরনিকরে অশ্বখামাকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তখন যুদ্ধবিশারদ মহারথ জ্যেষ্ঠনন্দন সেই শরনিকরবর্ষা যোদ্ধগণকে অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পিতৃনিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ

পূর্বক সন্ধ্যাবেলাচনে সহস্র চন্দ্রপরিমণ্ডিত চন্দ্র ও সুবর্ণালঙ্কৃত দিব্য
খড়্গ গ্রহণ করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রৌপদীর পূত্রপণের প্রতি
মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন । তিনি সর্বাঙ্গে খড়্গাঘাতে প্রতি-
বিক্রোর কুন্ধিদেশ ছেদন করিলেন । ঐ মহাবীর অশ্বখামা কতৃক নিহত
হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন । তখন প্রবলপ্রতাপশালী সূতসোম প্রাসন্নার
অশ্বখামাকে বিদ্ধ করিয়া খড়্গ উত্তোলন করিতে লাগিলেন । তদর্শনে
মহামতি অশ্বখামা রোষভরে সূতসোমের অসিসমবেত বাহু ছেদন পূর্বক
তাঁহার পার্শ্বদেশে খড়্গা প্রহার করিলেন । মহাবীর সূতসোম ঐ প্রহারে
বাখিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন । তখন নকুলনন্দন মহাবীর
শতানীক ভূজবলে অশ্বখামার হৃদয়ে রথচক্র নিক্ষেপ করিলেন । মহা-
বল অশ্বখামা শতানীকের প্রহারে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাঁহাকে
ধরাতলে নিপাতন পূর্বক তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন । সেই
সময় মহাবলশালী ঋতকর্ষা পরিষ ধারণ করিয়া মহাবেগে গমন পূর্বক
দ্রোণাশ্বজের মধ্যদেশে প্রহার করিলেন । তদর্শনে দ্রোণনন্দন করাল
করবালদ্বারা তাঁহার আশ্রয়দেশ ক্ষতবিক্ষত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
মহাবীর ঋতকর্ষা অশ্বখামার খড়্গাঘাতে বিকৃতাস্য ও বিনষ্ট হইয়া ধরা-
শয্যা গ্রহণ করিলেন । ঐ সময় মহারথ ঋতকীর্তি আচার্য্যপুত্রের প্রতি
নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বখামা
চন্দ্রদ্বারা ঋতকীর্তির ঐ সমুদ্র শর নিবারণ পূর্বক তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত
মস্তক ছেদন করিলেন ।

অনন্তর ভীষ্মবিধাতী শিখণ্ডী প্রভদ্রকর্ণের সহিত সমবেত হইয়া মহা-
বীর দ্রোণতনয়কে বহুবিধ অস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ললাটদেশে
এক শর পরিত্যাগ করিলেন । তদর্শনে মহাবীর অশ্বখামা নিতান্ত ক্রুদ্ধ
হইয়া খড়্গদ্বারা শিখণ্ডীকে ছুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । ক্রপদতনয়
শিখণ্ডী বিনষ্ট হইলে, অসিমার্গবিশারদ মহাবলশালী অশ্বখামা রোষভরে
ধাবমান হইয়া সমুদ্র প্রভদ্রক, বিরাটরাজার হতাবশিষ্ট সৈন্য সকল,
ক্রপদরাজার বাবতীর পুত্র পৌত্র ও সুহৃদগণ এবং অন্যান্য বীরগণকে
ছেদন করিতে লাগিলেন । তৎকালে পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ দেখিতে
পাইলেন যে, রক্তবদনা রক্তলোচনা রক্তমালায়াল্পেনা রক্তবসনা কৃষ্ণ-
বর্ণা কালরাজি অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও ন্যস্তশত্রু মুক্তকেশ মহারথগণকে
ভয়ঙ্কর পাশে বদ্ধ করিয়া প্রহান করিতে সমুদ্রত হইয়াছে । হে রাজানু !
যে অবধি কুরুপাণ্ডবের ভরাবহ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, সেই অবধি

পাণ্ডবপক্ষীয় বোধগণ প্রতিবাদিনীতেই এই প্রকার স্বপ্ন দর্শন করিতেছেন যে, সেই করালবদনা কামিনী তাঁহাদিগকে লইয়া গমন করিতেছেন এবং মহারথ অশ্বখামা তাঁহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ।

মহাবীর অশ্বখামা এইরূপে সেই দৈবোপহত প্রাণীদিগকে সিংহ-
নাদে বিভ্রাসিত ও নিপাত্তিত করিতে লাগিলেন । তৎকালে বীরগণ
পূর্বকালীন স্বপ্নদর্শন স্মরণ করত ইহা দৈবপীড়ন বলিয়া জানিতে পারি-
লেন । অনন্তর পাণ্ডবশিবিরস্থিত মহত্স সহস্র ধমুর্দ্ধর বীর ঐ নিনাদে
জাগরিত হইলেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত জ্যোতনন্দন মূর্ত্তিমান কৃতা-
স্তের ন্যায় কাহারও চরণছয় ছেদন, কাহারও জঘন বিদারণ এবং
কাহারও বা পার্শ্বদেশ ভেদ করিতে লাগিলেন । তৎকালে কেহ কেহ
মাতঙ্গ ও তুরঙ্গদ্বারা উত্তথিত এবং কেহ কেহ মাতিশয় নিষ্পেষিত হইয়া
আর্তনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল । এই রূপে সেই সমুদয়
নিপতিত বীরগণে সমরাজন পরিপূর্ণ হইল । তৎকালে কেহ কেহ
রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল যে, এ কি, এ কে, কি শব্দ, কি
করিয়াছে ; সেই সময় মহাবীর অশ্বখামা কৃতান্তের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ
পূর্বক অস্ত্র ও কবচবিহীন পাণ্ডবগৈন্য ও স্বল্পয়গণকে শমনসদনে প্রেরণ
করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময় অনেকেই জ্যোতনরের শত্রুপ্রহারে
একান্ত ভীত হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে করিতে নিদ্রাবেশপ্রযুক্ত
চৈতন্যবিহীন ও নিপতিত হইতে লাগিল । 'অনেকে মোহে ও উক-
তস্তে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং অনেকে মাতিশয় ভীত ও নিতান্ত
অবসন্ন হইল ।

অনন্তর মহাবলশালী আচাৰ্য্যপুত্র সেই ভীষণনিশ্বন রথে পুনর্বার
সমারূঢ় হইয়া ধমুর্দ্ধারণ পূর্বক শর সমূহে অনেকানেক বীরকে কৃতান্ত-
ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । কতকগুলি বীর উত্তথিত এবং কতক-
গুলি তাঁহার অতিমুখে ধাবমান হইতেছিল, তিনি দূর হইতে তাহা-
দিগকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিলেন । তৎপরে তিনি তথচক্রবর্ত্তী অনেকা-
নেককে প্রমথিত করিয়া অবশিষ্ট শত্রুগণের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ
পূর্বক ধাবমান হইলেন এবং পুনরায় শতচক্রযুক্ত বিচিত্র চৰ্ম্ম ও আকা-
শের ন্যায় শ্যামল অসি গ্রহণ পূর্বক সহরাজনে বিচরণ করিতে আরম্ভ
করিলেন । এই প্রকারে অশ্বখামা যন্ত মাতঙ্গ যেরূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ আলো-
ড়িত করে, তদ্রূপ সেই শত্রুশিবির বিকোভিত করিতে লাগিলেন ।

ঐ সময় বোধগণ নিদ্রায় নিতান্ত কাতর ও সেই সংগ্রামের ঘোরতর

শব্দে একান্ত ভীত এবং উদ্ভিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল । তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতি বিকৃত স্বরে চীৎকার ও কেহ কেহ অসম্বন্ধ বাক্য প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল । তৎকালে অনেকে অস্ত্র ও শস্ত্র ও বসন গ্রহণ করিতে পারিল না । অনেকের কেশ আলুলান্নিত হইয়া পড়িল । কেহই কাহাকে অবগত হইতে সমর্থ হইল না । কেহ কেহ গাত্রোত্থান করিতে সমুদ্যত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল । কেহ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল । মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণ বন্ধন ছেদন পূর্বক বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল । কতকগুলি মনুষ্য সাতিশয় ভীত হইয়া ধরাভূলে বিলীন হইলে, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণ চরণ-দ্বারা তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিল ।

এই প্রকারে সেই সমরাজ্ঞান অতি ভীষণ হইলে, রাক্ষসগণ হৃষ্টান্তঃ-করণে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল । ঐ শব্দে দিগ্ভ্রম ও গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া বন্ধন ছেদন পূর্বক শিবিরস্থিত ব্যক্তিগণকে বিমর্দিত করত ইতস্ততঃ ধাবমান হইল । তৎকালে তাহাদিগের পাদসমুদ্ভিত রক্তোরাশি সেই বামিনীযোগে শিবিরमध्ये দিগ্ভ্রমতর অন্ধকার করিল । তখন সকলেই সংজ্ঞাবিহীন হইয়া কে পিতা, কে পুত্র, কে ভ্রাতা কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না । কুঞ্জর কুঞ্জরগণকে ও অশ্ব অশ্বগণকে অতিক্রম পূর্বক তাড়িত, সমাহত, ভূতলে পাতিত ও বিমর্দিত করিতে আরম্ভ করিল । তখন সুপ্তোদ্ভিত তিমিরাবৃত জ্ঞানশূন্য মনুষ্যগণ কাল-প্রেরিত হইয়া আত্মপক্ষীয়গণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল । তৎকালে দ্বারপালগণ দ্বারদেশ ও শিবিররক্ষকগণ শিবির পরিত্যাগ পূর্বক শঙ্কিতচিত্তে প্রাণপণে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । ঐ সময় কেহই কাহাকে চিনিতে পারিল না । সকলেই বন্ধুবান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে করিতে গোত্র ও নাম উচ্চারণ পূর্বক হা তাত ! হা পুত্র ! এই বলিয়া চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল । অনেকে হাহাকার শব্দ করত ধরাভূলে শয়ন করিতে লাগিল । তদর্শনে মহাবীর দ্রোণ-কুমার পলায়মান ব্যক্তিগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

সেই সময় অনেক ক্ষত্রিয় নিতান্ত ভীত, মুহমূহ বিমোহিত ও বধ্যমান হইয়া প্রাণ প্রস্তুত শিবির হইতে পলায়মান করিতেছিল, ভোজরাজ ক্রতবর্ষী ও মহাবীর কৃপাচাৰ্য্য দ্বারদেশেই তাহাদিগকে সংহার করিতে

আরম্ভ করিলেন। অনেকে অস্ত্র শস্ত ও কবচ পরিত্যাগ পূর্বক আত্ম-
লাগিত কেশে কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। তথাপি ক্রপ ও কৃত-
ঘৰ্ম্মা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে
অশ্বখামার প্রিয়কার্য সাধনার্থ শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি প্রদান করি-
লেন। ঐ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে, শিবির আলোকময় হইয়া উঠিল।
তখন দ্রোণনন্দন অশ্বখামা করবারি প্রাণ পূর্বক বিচরণ করিতে লাগি-
লেন। তৎকালে যাহারা তাঁহার অভিযুখে আগমন ও যাহারা পলায়ন
করিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার
ধজা প্রহারে অনেকে দুই খণ্ড হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল।
দীর্ঘবেলবর মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মনুষ্যগণ আত্মনাশ পরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে
নিপতিত হইল। তাহাদের কণেবরে বহুক্ষরা এককালে সমাকীর্ণ হইয়া
গেল। এই প্রকারে অসংখ্য মনুষ্য বিনষ্ট হইলে, বহুসংখ্যক কবচ সমু-
খিত হইয়া ইতস্ততঃ পাবমান হইতে লাগিল। সেই সময় মহাবল দ্রোণ-
ওনর কোন বীরের আয়ুধ ও অঙ্গদ পরিমণ্ডিত বাহু, কাহারও মস্তক,
কাহারও করণ্ডোপম উরু কাহারও চরণ, কাহারও পৃষ্ঠ, কাহারও
পাশ্ব, কাহারও মধ্যদেশ ও কাহারও কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং
কাহার কাহারও ক্রকদশে প্রহার করিয়া তাহার মৃতক শরীরमध्ये
প্রবেশিত করিয়া দিলেন। ঐ সময় তাঁহার প্রভাবে অনেকেই সংগ্রাম
পরিত্যাগ করিল।

এইরূপে মহাবীর অশ্বখামা বহুসংখ্যক মনুষ্যের প্রাণ সংহার করিয়া
বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন দাক্ষদর্শনা ঘোরা রজনী অন্ধকারে
মুশোভিতা হইয়া উঠিল। অসংখ্য লোক অশ্বখামার হস্তে বিনষ্ট ও
দৃঢ়তর সমাহত হইয়া সেই হস্তাশ্রয়স্থল, বক্ররাক্ষসসমাকীর্ণ রণস্থলে
নিপতিত হইল। অনেকে পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের নিমিত্ত পরিতাপ
করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় কেহ কেহ কহিতে লাগিল যে,
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ রোষাবিষ্ট হইয়া যে কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়
নাই, আজি ক্রুরকর্ম্মী রাক্ষসগণ সেই কার্য সংসাধন করিল। আমরা
পাতবর্ণের অসামিধ্যবশতই এইরূপ হৃদ্যাগ্রস্ত হইলাম। বাহুদেব-
পরিরক্ষিত ধনঞ্জয়কে কি অশুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি বক, কি রাক্ষস, কেহই
পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। সেই মহাবীর ব্রহ্মভৈরবঃ সম্পন্ন, সত্য-
পরায়ণ, দাক্ষ ও পরম দয়ালু। তিনি কদাচ নিদ্রিত, প্রমত্ত, নৃত্যশক্ত,
বদ্যশ্রুতি, পাবমান বা মুক্তকেশ ব্যক্তিকে সংহার করেন না। হায়!

আজি দুরাখ্য রাক্ষসগণ কি ঘোরতর ক্রুর কার্যের অনুষ্ঠান করিল। হে মহারাজ! অসংখ্য লোক এই প্রকারে বিলাপ ও অমৃত্যু করিতে করিতে ধরতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মুহূর্তকাল মধ্যে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণের ঘোরতর কোলাহল একেবারে প্রশান্ত হইয়া গেল। বনুক্ষরা শোণিতসিক্ত হওয়াতে সেই ঘোরতর ধূলিপটল এককালে অদৃশ্য হইল। তখন মহাবলশালী দ্রোণতনয় পশুপতি যেক্রপ পশুদিগকে সংহার করেন, সেই রূপ কি শ্রয়ান, কি ধাবমান, কি সুধ্যমান, সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। তখন অনেকে অনলে দগ্ধ ও দ্রোণপুত্রের প্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই প্রকারে মহাবীর অখণ্ডাঙ্গ অর্জুনার মধ্যে পাণ্ডবগণের সমস্ত সৈন্যদিগকে ক্রতাস্ত্রভবনে প্রেরণ করিলেন। অসংখ্য কুঞ্জর, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হইলে, ঐ রজনীতে রাক্ষস ও পিশাচগণ যাহার পর নাই আনন্দিত হইয়া পুত্র কলত্র সমভিবাহারে তথায় আগমন করত শোণিত পান, মাংস ভক্ষণ এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও রস আশ্বাদন পূর্বক ইহা অতি উপাদেয়, ইহা অতি পবিত্র, ইহা অতি সুস্বাদু এই বলিয়া পরম আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বসাপানে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সমস্ত মাংসাশী রাক্ষস ও পিশাচগণ দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। তাহাদিগের বর্ণ পিঙ্গল, দস্ত পর্বতাকার, কেশ জটিল, জন্মা সুদীর্ঘ, উদর বৃহৎ, অঙ্গুলি সকল পশ্চাভাগে নিহিত, কলেবর অতি ভীষণ ঘণ্টাজালজড়িত এবং কণ্ঠ নীলবর্ণ। তাহাদিগের কিছুমাত্র ঘৃণা নাই। তাহারা সর্বদাই নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই পাঁচ চরণ। হে মহারাজ! এইরূপ বিবিধ বদনযুক্ত অতি বিকটাকার অর্জুদ অর্জুদ রাক্ষস সেই স্থানে উপনীত হইয়াছিল। তখন অসংখ্য ভূত সেই রাক্ষসগণের সহিত সমবেত হইল।

অনন্তর প্রভাতকালে শোণিতাক্ত কলেবর মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ নন্দন শিবির হইতে প্রাতিগমন করিবার অভিলাষ করিলেন। তৎকালে তাঁহার খড়্গমুষ্টি এককালে করতলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। তিনি অতি ভীষণ পথে পদার্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন পূর্বক কলান্তকালীন শ্রাবকের অগ্ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতৃবধু-জনিত দুঃখ ত্রিঝুহিত হইল। অনন্তর তিনি যামিনীঘাটে লোক সমু-

দয় নিমিত্ত হইলে, শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া উহা যেক্রপে নিঃশব্দ দেখিয়া ছিলেন, এক্ষণে তত্ত্ব্য লোক সমুদয় নিহত হইলে উহা সেইক্রপে নিঃশব্দ দেখিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং অবিলম্বেই কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মার সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাদিগকে হর্ষাবিষ্ট করত আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন তাহারাজ “আমরা অসংখ্য পঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগকে বিনষ্ট করিয়াছি” এই কথা বলিয়া অশ্বখামার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার তিন জনেই করতালি প্রদান পূর্বক মহা আনন্দে হর্ষবান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্! এই প্রকারে সেই বামিনী নিদ্রাগত ও অনবহিত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের পক্ষে নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। কালের কি বিধিত গতি! উহা অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। দেখুন, যাহারা আমাদের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা ই আবার বিনষ্ট হইল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ দ্রোণনন্দন অশ্বখামা আমার পুত্র হর্ষোধনের জয়লাভের নিমিত্ত সর্বদাই যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কি জন্য পূর্বেই এইক্রপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিনাশ করেন নাই? এক্ষণে নীচাণ্ডর হর্ষোধন নিপাতিত হইলেই বা তিনি কি নিমিত্ত এইক্রপ কার্য্য সম্পাদন করিলেন? তাহা আমার নিকট বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! পূর্বে মহাবীর দ্রোণনন্দন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাহুদেব, সাত্যকি ও পাণ্ডবগণের ভয়ে এই কার্য্য সংসাধন করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণে তাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন না; বিশেষতঃ রাত্রিকালে সকলেই নির্ভরচিত্তে নিদ্রাগত হইয়াছিল; এই জন্যই তিনি স্বীয় অভিলষিত কার্য্য সংসাধন করিতে সমর্থ হইলেন। বাহুদেব ও সাত্যকি সমবেত পাণ্ডবগণের সমক্ষে, অন্যের কথা কি বলিব, দেবরাজ ইন্দ্র ও পঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে সমর্থ হন না। বাহা হউক, এই রূপে মহাবীর অশ্বখামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্বক পরম সৌভাগ্য, পরম সৌভাগ্য বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বখামা মহা আনন্দিত হইয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মাকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, আমি দ্রোণদীর্ঘ পাঁচ পুত্র এবং

হতাবশিষ্ট পঞ্চাল, সোমক ও মৎস্যগণকে সংহার করিয়াছি। এক্ষণে
আমরা কৃতকার্য হইলাম; অতএব বিলম্বে আর প্রয়োজন নাই; সমুদ্রের
কুকরাজ দুৰ্য্যোধনের সন্নিধানে গমন পূৰ্ব্বক যদি তিনি জীবিত থাকেন,
তাহা হইলে তাঁহাকে এই সমুদ্র রক্তান্ত নিবেদন করি।

—(০৭০)—

নবম অধ্যায় । ৯ ।

হে রাজন্ ! ঐ তিন মহারথ এই প্রকারে দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র ও
পঞ্চালগণকে সংহার করিয়া, যে স্থানে রণনিপতিত কুকরাজ দুৰ্য্যোধন
অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় আগমন করিলেন এবং রণ হইতে অব-
তীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, রাজা দুৰ্য্যোধন বিচেতনপ্রায় হইয়া অবিরত
শোণিত বমন করিতেছেন। তাঁহার জীবন অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।
ভীষণদর্শন স্বাপদগণ তাঁহাকে ভোজন করিবার মানসে বেঠন করিয়া
আছে। তিনি গাঢ়তর বেদনার সাতিশর কাতর ও ধরাতলে বিলুপ্তি
হইয়া অতিকষ্টে তাহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন। তদর্শনে হতাবশিষ্ট
সেই তিন বীর একান্ত শোকাবুল হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ
পূৰ্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। রাজা দুৰ্য্যোধন সেই শোণিতো-
কিত মহারথগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া হতাশনতর পরিশোভিত যজ্ঞ-
বেদীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই বীরতর রাজা দুৰ্য্যোধনকে ধরাশয্যায় শয়ান দেখিয়া
অবিসহ্য দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং হস্ত দ্বারা কুরু-
রাজের মুখমণ্ডল হইতে শোণিতধারা মোচন করিয়া বিলাপ ও অশ্রুতাপ
করত কহিলেন, হায় ! দৈবের কোন কার্যেই ভায় নাই। যে হেতু,
রাজা দুৰ্য্যোধন একাদশ অকৌহিনীর অধিপতি হইয়াও এক্ষণে রণস্থলে
নিহত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। দেখ,
এই গদাগ্রির মহাবীরের সন্নিধানে সুবর্ণজালভূষিত ভীষণ গদা নিপতিত
আছে। ইনি কোন সংগ্রামেই গদা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে
গ্রন্থতম্য ভার্য্যা স্বরূপ হস্ততলে শয়ান তর্জীর সহিত একত্র অবস্থিতি
করে, সেই রূপ এই গদা দুৰ্য্যোধনের সহিত অবস্থিতি করিতেছে। কুক-
রাজ এক্ষণে স্বর্ণময় সমুদ্র হইয়াছেন; তথাপি এই গদা ইহাকে
পরিত্যাগ করিতেছে না। হায় ! কালের কি বিচিত্র গতি ! যিনি সমু-

দার মহীপালগণের প্রধান ছিলেন, আজি তিনি সমরাজ্যে নিপতিত হইয়া রক্তোন্মাদি গ্রাস করিতেছেন ! যিনি বহুসংখ্যক শত্রুকে সংহার করিয়া ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন, আজি তিনি বিশ্বক্ষেত্র বলবীৰ্য্যে নিহত হইয়া রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন । শত শত ভূপতি ভীতমনে বাহ্যর চরণে প্রণত হইত, আজি তিনি রণস্থলে শয়ন করত ক্রব্যাদ্গণে পরিবৃত্ত হইয়া রহিয়াছেন । পূৰ্বে ব্রাহ্মগণ বাহ্যর নিকট সৰ্ব্বদাই অর্থের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেন, আজি মাংসাশী জন্তুগণ মাংসলাভের নিমিত্ত সেই মহা-বীরের উপাসনা করিতেছে ।

অনন্তর মহারথ দ্রোণতনয় ধরাশায়ী দুর্যোধনকে সম্বোধন পূৰ্ব্বক বক্সগণের বিলাপ ও অশ্রুতাণ করত কহিতে লাগিলেন : — হে নৃপবর ! লোকে তোমাকে ধনুর্ভরাগ্রগণ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । তুমি হলায়ুধ বলদেবের প্রিয় শিষ্য এবং সংগ্রামে ধনাধিপতি কুবেরের ভূল্য । দূৰ্ব্বতি ভীমসেন কি প্রকারে সমরক্ষেত্রে তোমার রক্ত প্রাপ্ত হইল ? হার ! কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য । ব্রহ্মোদর তোমাকে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাও আমাদিগকে দেখিতে হইল ! ঐ পাপপরাগ ক্ষুদ্রাশয় ছল প্রকাশ পূৰ্ব্বক তোমার নিধনসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছে । ঐ দুরাত্মা ধৰ্ম্মযুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করিয়া অধৰ্ম্মাভ্যাসে গদা দ্বারা তোমার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়াছে । ঐ পাপাত্মা যখন অধৰ্ম্মযুদ্ধে তোমাকে নিপাতিত করিয়া তোমার মস্তকে পদার্পণ করে, তখন বাহুদেব ও ধৰ্ম্মরাজ তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল ; অতএব তাহাদিগকে ধিক্ ! যত দিন এই জীবলোক বিদ্যমান রহিবে, ততদিন ভীমসেন যে শঠতাচরণ পূৰ্ব্বক তোমাকে সংহার করিয়াছে, সকলেই তাহার এই অপযশ ঘোষণা করিবে, সন্দেহ নাই । মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব সভামধ্যে সতত বলিয়া থাকেন যে, বীৰ্য্যবান্ রাজা দুর্যোধন আমার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছেন, গদাযুদ্ধে তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কেহই নাই ।

হে কুরুরাজ ! মহর্ষিরা কত্রিয়গণের বাহা প্রাপ্ত গতি বলিয়া নির্দেশ করেন, তুমি সংগ্রামে অপরাধী ও বিনষ্ট হইয়া সেই উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইলে ; অতএব তোমার নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র অশ্রুতাণ করি না । কেবল তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতা নিদাক্ষণ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলেন, এই জন্য আমি তাহাদিগের নিমিত্তই সন্তপ্ত হইতেছি । তাহারাই হার পর ভিক্ষোপজীবী হইয়া শোকাবুল চিত্তে এই সঙ্কলিত প্রার্থনা

ঠান করিবেন, সন্দেহ নাই। বহুকুলোত্তর বাহুবল ও উন্নতি ধনসম্পদকে
ধিক! তাহার। আপনাদিগকে ধর্মপরাগণ বলিয়া অভিমান করিয়া
থাকে; কিন্তু তোমাকে অধর্মবুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া ও অন্যায়ের
উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। অন্যান্য মহীপালগণ রাজা হুর্ঘ্যোদন কি
প্রকারে বিনষ্ট হইলেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করিগে, নির্লজ্জ পাণ্ডবগণ
কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে? হে হুর্ঘ্যোদন! তুমি সংগ্রামে পরাজয়
না হইয়া যে, ধর্মবুদ্ধে কলম্বর পরিত্যাগ করিলে, এই জন্য তোমাকে
অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এক্ষণে বহুবলবাহিনী হতপুত্র
গাঙ্গারী ও প্রজাচক্ষু অন্ধরাজের কি গতি হইবে! ভোজরাজ কৃতবর্ষী,
মহারথ কুপাচার্য্য ও আমাকে ধিক! আমরা প্রজাপালক সর্বকামপ্রদ
মহীপতিকে অগ্রবর্তী করিয়া সুরপুরে গমন করিতে পারিলাম না।
পূর্বে আমরা মহাবীর কুপাচার্য্যের, আপনার ও আমার পিতার বাহু-
বীর্য্যপ্রভাবে বহুবাহুব সমভিব্যাহারে বিবিধ রত্নময় গৃহে অবস্থান ও
ভূরিদক্ষিণ প্রভূত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; এক্ষণে আমরা কাহার
শরণাগত হইব? আপনি সমস্ত মহীপতিকে অগ্রবর্তী করিয়া সুরলোকে
গমন করিলেন; কেবল আমরা তিন জন আপনার অনুগামী হইতে
পারিলাম না; এই জন্যই সাতিশর সত্ত্ব হইতেছি। এক্ষণে আমরা
সুরলোক ও অর্থবিহীন হইয়া চিরকাল আপনার স্নেহিত স্মরণ করিতে
থাকিব। আমরা জীবন ধারণ পূর্ব্বক আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিব?
এক্ষণে আপনি এই আশ্রিতদিগকে পরিত্যাগ করাতে, ইহাদিগের স্নেহ,
শান্তি এককালেই তিরোহিত হইল। অতঃপর এই হতভাগীগণকে
নিতান্ত ক্লেশে অবনীমণ্ডলে পরিত্রমণ করিতে হইবে। হে কুরুরাজ!
আপনি সুরলোকে গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে মহারথদিগকে
স্বাধীপতি পূজা করত সর্বপ্রায়ে ধর্মুর্ধ্বাগ্রগণ্য আমার পিতা আচার্য্যকে
কহিবেন যে, আলি অশ্বখামা দুর্মতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিয়াছেন।
হে কুরুকুলতিলক! তৎপরে আপনি মহারথ বাহ্লীক, অরজথ, সোম-
নন্দ, ভুরিপ্রবা ও অন্যান্য মহীপালগণকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগের
হৃদয়বার্দ্ধা জিজ্ঞাসা করিবেন।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণচন্দ্র ভগ্নোক্ত বিচেতনপ্রার
রাজা হুর্ঘ্যোদনকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক
কহিলেন, হে-মহারাজ! আপনি যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে,
আমার এই কৃতজ্ঞতাবহ বাক্য শ্রবণ করুন। এক্ষণে পাণ্ডবগণকে পঞ্চ-

পাণ্ডব, কেশব ও সাত্যকি এই সাত জন এবং কৌরবপক্ষে আমরা তিন জন, উভয় পক্ষে আমরা দশ জনমাত্র জীবিত আছি। আমি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সমুদ্র, পঞ্চালগণ ও হতাবশিষ্ট মৎস্যগণকে স্বহস্তে বিনষ্ট করিয়াছি। আমি এই রজনীযোগে শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পাপপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় বিনষ্ট এবং পাণ্ডবগণের বাহন সমুদ্র, সৈন্য ও পুত্রগণকে সংহার করিয়া বৈরনির্যাতন করিয়াছি।

হে রাজন্! রাজা দুর্যোধন অস্থামার মুখে এই প্রতিশ্রুতিবাহক, বাক্য শ্রবণ করত চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে বীর! মহাবাহু ভিন্ন, কর্ণ ও তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্য যে কার্য্য সংসাধন করিতে সমর্থ হন নাই, তুমি কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত সমবেত হইয়া সেই কার্য্য সাধন করিয়াছ। নীচাশয় পাণ্ডব-সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত বিনষ্ট হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, আমি আপনাকে রুদ্রভূল্য বোধ করিতেছি। এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক; সুরলোকে পুনর্বার আমার সহিত তোমাদিগের মিলন হইবে। রাজা দুর্যোধন এই কথা কহিয়া সেই তিন জন বীরকে আলিঙ্গন করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক বন্ধুবিরোগজনিত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সুরলোকে গমন করিলেন। তাঁহার কলেবরমাত্র ধরাতলে নিপতিত রহিল। হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্যোধন এই প্রকারে সংগ্রামে ঘোরতর পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক শত্রুহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই তিন মহারথ কুরুপতি দুর্যোধনকে আলিঙ্গন ও স্নেহ লোচনে বারম্বার নিরীক্ষণ পূর্বক স্ব স্ব রথে সমারূঢ় হইয়া সেই প্রত্যুষসময়ে শোকসমস্ত চিত্তে মহাবেগে নগরাভিমুখে গমন করিলেন। হে রাজন্! আপনার কুমন্ত্রণাই এই কুরুপাণ্ডব সৈন্যাক্রয়ের প্রধান কারণ। আজি আপনার পুত্রগণ সুরলোকে গমন করিতে আমার ঋষিপ্রদত্ত দিব্যদর্শিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এই রূপে রাজা দ্রুতরাষ্ট্র প্রিয় পুত্র দুর্যোধনের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ ও উচ্চ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ঐষীক পর্ব্বাধ্যায় ।

—*—

দশম অধ্যায় । ১০ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ ! এ দিকে রজনী প্রভাত হইবা-
মাত্র ঋতুজ্যোত্নের সারথি ধর্ম্মরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক সেই রাজির
সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করত কহিল, হে ধর্ম্মরাজ ! ঋপদতনয়গণ
ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রাজিকালে বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রিত ছিলেন,
সেই অবসরে হুরাশ্বা কৃতবর্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বখামা তাঁহাদিগকে
সংহার করিয়াছে। ঐ হুরাশ্বাগণের প্রাণ, শক্তি ও পরশু প্রভাবে
আমাদিগের অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মনুষ্য এককালে নিঃশেষিত
হইয়াছে। কুর্নার্ননিকৃত মহাকাননের ন্যায় আপনার সৈন্য সমুদয়
বিনষ্ট হইতে থাকিলে, তাহাদিগের ঘোরতর শব্দ শ্রুত হইয়াছিল।
হুরাশ্বারা আপনার শিবিরস্থিত সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ করিয়াছে।
কেবল আমি একাকী অনবহিত কৃতবর্ম্মার নিকট অতি কষ্টে
নিস্তার পাইয়াছি।

হে জনমেজয় ! কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির দূতমুখে অশুভ সংবাদ শ্রবণ করি-
বামাত্র পুত্রগণকে সান্ত্বিত্য কাতর হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।
মহাবীর সাত্যকি, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে
ধারণ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে চৈতন্য লাভ করিয়া
শোকাকুলিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায় ! আমরা যে,
শক্রগণকে পরাজিত করিলাম, পুনর্বার তাহাদিগের হস্তেই আমাদিগকে
পরাজিত হইতে হইল। কার্য্যগতিকে দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও সমুদয়
বিষয় অবগত হইতে পারেন না। আমরা অরাতিগণের গুরু, ভ্রাতা,
পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, বরষা, অমাত্য প্রভৃতি সকলকেই পরাজয় ও সংহার
করিয়া অবশেষে পরাজিত হইলাম। দৈবপ্রভাবে অনর্থ অর্থের ন্যায়
এবং অর্থও অনর্থের ন্যায় জ্ঞান হইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা জয়
লাভ করিয়াও যেন পরাজিত হইলাম, এবং শক্রগণ পরাজিত হইয়াও
যেন জয় লাভ করিল। যে জয়লাভে বিপদাপন্নের ন্যায় অমুতাপ
করিতে হয়, সে জয়কে কোনক্রমেই জয় বলিতে পারা যায় না ; তাহা
পরাজয়ের ভুল। হায় ! আমরা তাহাদিগের নিমিত্ত বহুবান্ধব সং-

হার পূর্বক পাণাচরণ করিলাম, নির্জিত ব্যক্তিগণ আবার সেই জর-
লাভগ্রস্ত পুত্রগণকেই বিনষ্ট করিল। দেখ, কর্ণ ও নালীক যাহার
দংষ্ট্রী, খড়্গ যাহার দ্বিহ্বা, শরাসন যাহার বাদিত বদন ও জ্যানি-
র্ঘোষ যাহার গর্জন বলিয়া বোধ হইত, সেই পুরুষাঙ্গগণ্য সমরোৎ-
সাহী নিতান্ত ক্রুদ্ধ কর্ণের হস্ত হইতে যাহারা বিমুক্ত হইয়াছিল, আজি
প্রমাদবশতঃ তাহারাই বিনষ্ট হইল। রথরূপ হৃদয়মণ্ডিত, শরবর্ষণ
রূপ তরঙ্গমালা সমাকুল, বাহনরূপ রত্নবিশিষ্ট, শক্তি ও ঐষ্ট্যরূপ মীন-
সংযুক্ত, ধ্বজালঙ্কৃত মাতঙ্গরূপ নক্তযুক্ত, শরাসনরূপ আবর্তবিশিষ্ট মহা-
বাণরূপ ফেনসম্বলিত, দ্রোণরূপ মহাসাগর হইতে যাহারা বহুবিধ শস্ত্র-
রূপ নৌকারারা উত্তীর্ণ হইয়াছিল, আজি সেই রাজপুত্রগণ প্রমাদবশতঃ
কালকবলে নিপতিত হইল। উৎকৃষ্ট ধ্বজাশ্রেণী যাহার ধূমকেতু স্বরূপ,
শর সমুদায় যাহার জালা স্বরূপ, ক্রোধ যাহার মহাসমীরণ স্বরূপ এবং
কবচ ও বিবিধ শস্ত্র সমূহ যাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই মহা-
সেনারূপ তৃণকাষ্ঠ সকলের দাবানলকর ভীষ্মের অগ্নিদাহকে যাহারা
সহ্য করিয়াছিল, আজি সেই সকল রাজপুত্রেরা প্রমাদবশতঃ নিহত
হইল। অতএব মর্ত্যলোকে প্রমাদই মনুষ্যাগণের সংহারের প্রধান
কারণ। প্রমত্ত ব্যক্তি অচিরেই অর্থভ্রষ্ট ও অনর্থগ্রস্ত হইয়া থাকে এবং
কদাচ বিদ্যা, তপস্যা, স্ত্রী ও কীর্তি লাভ করিতে পারে না। দেখ,
দেবরাজ ইন্দ্র প্রমাদবিহীন হইয়া সমুদায় শত্রুদিগকে সংহার করত
পরম সুখ ভোগ করিতেছেন। সমৃদ্ধিশালী বণিকগণ যেক্রম সাব-
ধানে সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে প্রমাদবশতঃ সামান্য নদীমধ্যে
নিমগ্ন হয়, তজ্জগৎ শিবিরস্থিত রাজবংশীর মহেন্দ্রসদৃশ বীরগণ মহারথ-
দিগের হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পাইয়া প্রমাদবশতঃ সামান্য শত্রুহস্তে
বিনষ্ট হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। হায়! এক্ষণে শ্রি-
তমা দ্রৌপদী বৃদ্ধ পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করি-
বামাত্র অচেতন ও ধরাতলে নিপতিত হইয়া শোকানলে দগ্ধ হইবে।
হায়! আজি তাহার কি দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে!

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার বিলাপ করত নকুলকে কহিলেন, হে
মাতঙ্গীকুমার! আজি তুমি সত্তরে মনুভাগিনী দ্রৌপদীকে তাহার মাতৃ-
কুলের সহিত এই স্থানে আনয়ন কর। তখন ধর্মপরায়ণ নকুল রাজা
যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে রথারোহণ পূর্বক দেবী পাণ্ডালী ও পঞ্চা-
নাধিপতির মহিবীণাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

স্বাভীমকন গমন করিলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাব্দিত চিত্তে রোদন করিতে করিতে স্নানগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই ভূতগণসমাকীর্ণ শিবিরमध्ये প্রবেশ পূর্বক দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রগণ ও বৃদ্ধ-বাক্যব সকল শোণিতাক্ত কলেবরে ধরাভূতল শয়ন করিয়া রহিয়াছে । তাহাদিগের দেহ সকল বিভিন্ন এবং মস্তক সমুদায় অপঙ্কত হইয়াছে । রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের সেই দুর্দশা অবলোকন পূর্বক সাতিশর হুংখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে অচেতন ও অমুচর-স্বর্গের সহিত ধরাভূতল নিপতিত হইলেন ।

একাদশ অধ্যায় । ১১ ।

হে রাজন ! এই প্রকারে রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র, পৌত্র ও স্নানগণকে সমরনিহত অবলোকন করিয়া শোকহুঃখে নিতান্ত বিমোহিত হইলেন । তাঁহাদিগের রূপলাবণ্য ও গুণগ্রাম স্বরণে তাঁহার শোকসাগর একবারে ধারবদ্ধিত হইয়া উঠিল । সেই সময় তত্রত্য স্নানগণ সাতিশর হুংখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কম্পিতকলেবর বিচেতনপ্রায় যুধিষ্ঠিরকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই সময় মহা-যতি নকুল রোহদ্যমানা দ্রৌপদীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সূর্যাসদৃশ সমু-জ্জ্বল রথে সমাক্রান্ত হইয়া তথায় উপনীত হইলেন । কমললোচনা দ্রৌপদী শিবিরসম্মিথানে পুত্রগণের নিধনবার্তা শ্রবণ করিবামাত্র মারুতাহত কদলী-বৃক্ষের ন্যায় কম্পিতকলেবরে শোকাব্দিত চিত্তে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্বক সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন । তাঁহার বদনকমল তিমিরাবৃত দিবাকরের ন্যায় মলিন হইল । ক্রোধপরায়ণ ভীমগেন প্রিয়-তমাকে ধূলাবলুষ্ঠিত দর্শন করত বাহুস্বয় প্রসারণ পূর্বক ধারণ করিয়া সা-ন্ত্বনা করিতে লাগিলেন । পুত্রশোকাব্দিতা দ্রৌপদী বৃকোদর কর্তৃক আ-শ্বাসিত হইয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণের সমক্ষে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্মরাজ ! আপনি কতদূর ধর্মামুসারে পুত্রগণকে মৃত্যুমুখে নিষ্কোপ করিয়া কি সুখে রাজ্য ভোগ করিবেন ? আপনি শিবিরमध्ये বীরবর পুত্র-গণের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে স্থির হইয়া রহিয়াছেন ? পা-পাত্মী নৃশংস অধম্যামা স্ত্রুগণস্বপ্ন বীরগণকে বিনাশ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া, আমাদিগের শোকানলে দগ্ধ হইতেছে । যদি আপনি আজি সেই পাম-রকে বিনষ্ট না করেন, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই প্রাণোপবেশন

করিব, মন্দেহ নাই । অতএব সত্তরে হুর্ষতি দ্রোণনন্দনকে ইহার প্রতিকূল প্রদান করুন । বশিষ্ঠী পাঞ্চালী এই কথা কহিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখানে প্রায়োপবেশন করিলেন ।

ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির প্রিয়তমা দ্রোণদীকে প্রায়োপবিষ্ট দর্শন করিয়া কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি ! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছ । তোমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছে ; অতএব তাহাদের নিমিত্ত অশ্রু-তাপ করিবার আর প্রয়োজন নাই এবং দ্রোণনন্দন অস্থখ্যামাও, এস্থান হইতে বহুদূরবর্তী হুর্গম কাননে পলায়ন করিয়াছে ; অতএব তুমি কি প্র-কারে তাহার সংগ্রামমৃত্যু পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে ?

দ্রোণদী কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আমি শুনিরাছি, অস্থখ্যামার মস্তকে একটি স্বভাবসিদ্ধ মণি আছে, আপনি যদি সেই পামরকে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই মণি আহরণ করেন, তাহা হইলে সেই মণি আপনার মস্তকে রাখিয়া আমি কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব । চাক্রদর্শনা যাজ্ঞসেনী রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া বৃকো-দরের সমীপে উপনীত হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, হে নাথ ! ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অন্নরূপ পূর্ব্বক আমাকে পরিজ্ঞান করা তোমার নিতান্ত কর্তব্য ; অতএব দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ শশুরাঙ্কুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি পাণপরায়ণ দ্রোণনন্দনকে নিপাতিত কর । ইহলোকে তোমার সদৃশ বলবীৰ্য্যশালী পুরুষ আর কে আছে ? তুমি যে বারণাবত নগরে বিষম বিপদাপন্ন পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় হইয়াছিলে এবং হিড়িম্ব রাক্ষ-সের হস্ত হইতে ভ্রাতৃগণ ও জননীকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা সকলেই অবগত আছেন । আর দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ নহষের হস্ত হইতে শচীকে পরিজ্ঞান করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও বিরাটনগরে হুর্ষতি কীটকের হস্ত হইতে আমাকে পরিজ্ঞান করিয়াছ । হে বীর ! তুমি পূর্ব্বক যেরূপ এই সমুদায় মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে হুয়ায়্যা দ্রোণপুত্রকে বিনাশ করিয়া সুখী হও ।

হে রাজন্ ! পুত্রশোকসন্তপ্তা দ্রোণদী এই প্রকারে বিলাপ করিলে, মহাবীর ভীমসেন তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সুবর্ণপরিমণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া নকুলকে সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত করত অস্থখ্যামাকে সংহার করিবার মানসে শশর শরাসন বিক্ষারণ করিতে আরম্ভ করিলেন । তাহার অশ্বগণ নকুল কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া মারুতবেগে গমন করিতে লাগিল ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন, এই প্রকারে

শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দ্রোণতনয়ের রথচক্রচিহ্ন সন্দর্শন করিতে করিতে সেই চিহ্নের অনুসরণক্রমে তাঁহার অভিযুখে ধাবমান হইলেন ।

— * * * —

দ্বাদশ অধ্যায় । ১২ ।

হে রাজিন্ ! রণহর্ষদ মহাবল পবাক্রান্ত বৃকোদর দ্রোণপুত্রের সংতারার্থ ধাবমান হইলে, যদুবংশাবতঃস জবীকেশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! আপনার ভ্রাতা বৃকোদর পুত্রশোক নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া একাকীই দ্রোণতনয়কে সংহার করিবার মানসে গমন করিতেছেন । অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা ভীমসেন আপনার সমধিক প্রিয় । আজি আপনি তাঁহাকে বিপদ্মাগরে পতনোদ্দেশিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন ? ধর্ম্মরাজগণ্য মহানতি দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্রকে ব্রহ্মশির নামে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অস্ত্র সমুদয় পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারে । আচার্য্য দ্রোণ প্রথমে সেই অস্ত্র প্রিয় শিষ্য ধনঞ্জয়কে প্রদান করাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বখামা দাত্যশয় রোষপরবশ হইয়া পিতার নিকট ঐ অস্ত্র প্রার্থনা করেন ; সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ আচার্য্য দ্রোণ স্বীয় পুত্রকে হৃঃশীল ও চকল বলিয়া অবগত ছিলেন ; তন্নিবন্ধন অনতিহৃষ্ট চিত্তে তাঁহাকে সেই অস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! ঘোরতর বিপদকালেও কাহারও বিশেষতঃ মনুষ্যের প্রতি এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না । এইরূপে দ্রোণাচার্য্য অশ্বখামাকে অস্ত্র ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন, বৎস ! তুমি কোনক্রমেই সাধুজনাপ্রিত পথে অবস্থান করিতে পারিবে না । তখন অশ্বখামা পিতার সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক একবারে প্রেরোলাভে হতাশ্বাস হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে পৃথিবীমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন । হে ধর্ম্মরাজ ! যৎকালে আপনি অরণ্যবাণী হইয়াছিলেন, তৎকালে অশ্বখামা দ্বারকার উপনীত হইয়া কিয়দ্দিন সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ প্রতিনিয়ত তাঁহাকে পূজা করিতেন । একদা আনি একাকী অবস্থিতি করিতেছি, এমন সময়ে অশ্বখামা আমার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে হৃষীকেশ ! আমার পিতা অতি কঠোর তপোহুষ্ঠান পূর্ব্বক মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট ব্রহ্মশির

নামে যে দেবগন্ধর্বপুজিত অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই অস্ত্র আমার নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে ; আপনি তাহা গ্রহণ পূর্বক আপনার শত্রুনিপাতন চক্র প্রদান করুন। দ্রোণনন্দন এই প্রকারে অস্ত্র প্রার্থনা করিয়া কৃতাজলিপুটে বিবিধ অহুনয় করিলে, আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্ ! দেব, দানব, গন্ধর্ব, মনুষ্য, ভুজঙ্গম ও বিহঙ্গমগণ একত্র সমবেত হইলেও বলবীৰ্য্যে আমার শতাংশের এক অংশও হইবে না ; অতএব তোমার অস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই। আমার এই শরাসনে শক্তি, চক্র ও গদা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সমুদয় অস্ত্রের মধ্যে তুমি সংগ্রামে যাহা প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা প্রার্থনা কর ; আমি তোমাকে নিশ্চয়ই তাহা প্রদান করিব। দ্রোণতনয় অশ্বখামা আমার এই কথা শ্রবণ পূর্বক গর্জিত হইয়া এই বজ্রগদৃশ লৌহময় সহস্র অরসম্পন্ন চক্র প্রার্থনা করিল। আমিও তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ চক্র গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলাম। তখন অশ্বখামা সহসা সমুখিত হইয়া বামহস্তে চক্র ধারণ করিলেন ; কিন্তু কোনক্রমেই চক্র স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি দক্ষিণ হস্তে সেই চক্র ধারণ করিলেন ; কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি অনেক শ্রম ও যত্ন করিয়া কোনক্রমেই চক্র সঞ্চালিত করিতে না পারিয়া হুঃখিত চিত্তে চক্রগ্রহণের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন আমি তাঁহাকে মাতিশর উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিলাম, হে আচার্য্য-কুমার ! যে মহাবীর সমুদয় মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে সাক্ষাৎ দেবাদি-দেব মহাদেবকে হৃদয়ঙ্কে পরিতুষ্ট করিয়াছে, পৃথিবীমধ্যে যাহার সদৃশ প্রিয়পাত্র আমার আর কেহই নাই, আমি যাহাকে পুত্র বলত্র প্রভৃতি সমস্তই প্রদান করিতে পারি, সেই পরম সুহৃৎ খেতাব কপিধ্বজ ধনঞ্জয়ও কখন এই চক্র প্রার্থনা করে নাই। আমি হিমালয়ের পার্বত্যদেশে দ্বাদশ বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্বক যাহাকে পুত্রত্বে প্রাপ্ত হইয়াছি, যে বীর আমার সদৃশ ব্রতচারিণী কৃষ্ণিণীর গর্ভে সনৎ-কুমারের অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই প্রিয় পুত্র প্রত্নায়ুও কদাপি এই দিব্য চক্র প্রার্থনা করে নাই। আর মহাবলশালী বলদেব, গদ ও শাস্ত্র প্রভৃতি দ্বারকাবাদী বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণও কদাচ এই চক্র গ্রহণ করিতে অভিলষ করেন নাই। তুমি কি সাহসে ইহা প্রার্থনা করিলে ? তোমার পিতা ভরতবংশীয়গণের আচার্য্য ; তুমিও যাবতীয় যাদবগণের যান্য। অতএব তুমি এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া নিতান্ত নিন্দিত

কাৰ্য্যের অহুষ্ঠান করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে এই চক্ৰ গ্রহণ পূৰ্ব্বক কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ কবিয়াছিলে ?

তখন অশ্বখামা কহিলেন, হে বাহুবল ! আমি আপনার পূজা কবিয়া আপনারই সহিত সংগ্রাম করত সৰ্ব্বভূতের অপরাধের হইব, এই মানসে এই দেবদানবপূজিত চক্ৰ প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অহুস্তা করুন, আমি চক্ৰলাভে কৃতকাৰ্য্য না হইয়াও দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত সংগ্রাম কাৰ্য্যে গমন করি। আপনি যে চক্ৰ ধারণ করিয়াছেন, ইহা আব কেহই ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। মহাবীর দ্রোণতনয় এই কথা বলিয়া রথ, অশ্ব ও বিবিধ ধন রত্ন গ্রহণ পূৰ্ব্বক যথাকালে তথা হইতে গমন করিলেন। হে ধৰ্ম্মরাজ ! সেই মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বখামা নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ; বিশেষতঃ ব্রহ্মশির অস্ত্র তাঁহার বিদিত আছে; অতএব এক্ষণে তাঁহার হস্ত হইতে ভীম-সেনাকে রক্ষা করা আমাদিগের অবশ্য কৰ্ত্তব্য।

— ০ ০ ০ —

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৩ ।

হে জনমেজয় ! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য যজ্ঞবংশাবতঃ স জ্যীকেশ ধৰ্ম্মরাজকে এই কথা বলিয়া সৰ্ব্বাযুধসম্পন্ন সূর্য্যসন্নিভ রথে আরোহণ করিলেন। সেই রথের ধুরকাঠের দক্ষিণে শৈব্য, বামে স্ত্রীষ এবং উত্তর পাশ্বে মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে কাশ্যোজদেশীয় হেমমালামণ্ডিত অশ্ব সংযোজিত ছিল। ঐ রথে বিশ্বকৰ্ম্মবিনিৰ্ম্মিত রত্নখচিত দিব্য ধ্বজযুক্তি মূৰ্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেই ধ্বজদণ্ডে প্রভাপূজোদ্ভাসিত বিহঙ্গমরাজ গরুড় অবস্থিতি করিতে উহা অপূৰ্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ও মহাবীর ধনঞ্জয় সেই রথে আরোহণ পূৰ্ব্বক ক্রোধের উত্তর পাশ্বে অবস্থান করিয়া সুররাস্ত্র ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই সময় মহাত্মা জ্যীকেশ অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলে, অশ্বগণ মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। বিহঙ্গমগণের গমনসময়ে গগনমণ্ডলে যে প্রকাব শব্দ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, অশ্বগণের গমনবেগে অবনীমণ্ডলে সেই প্রকার ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। তাহার। কিয়ৎক্ষণমধ্যেই বৃকোদরের সম্মুখীন উপনীত হইল। তখন বৃষ্ণপ্রযুথ বীরত্ব শব্দসংহারে সমুদ্রত কোধ-

পরায়ণ মহাবীর ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য হইতে সমর্থ হইলেন না । মহাবলশালী বৃকোদর তাহ দেব বাত্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্বক দ্রোণদীর পুত্রনিহন্তা দ্রোণ-নন্দন অশ্বখামাকে লক্ষ্য করিয়া ভাগীরথীতীরে আগমন করত দেখিলেন যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্যান্য মুনিগণের সহিত সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন এবং ক্রুরকর্ম্মা ধূলিধ্বস্ত দ্রোণতনয় যুভাস্ত কুশচার ধারণ পূর্বক তাহারই সমীপে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন । তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর অশ্বখামাকে সন্দর্শন করিয়াই রোষভরে শর শরাসন গ্রহণ পূর্বক থাক থাক বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন । মহারথ দ্রোণ-তনয় গৃহীতশরাসন ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে জনার্দনের রথে উপবিষ্ট ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং পুনর্বার সংগ্রাম উপস্থিত হইল এই বিবেচনা করিয়া সেই বিপদসময়ে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত ঈষিকা গ্রহণ করিলেন । তৎপরে তিনি ক্রোধভরে সেই ঈষিকার ব্রহ্মশির অস্ত্র সংযোজন পূর্বক পাণ্ডববংশ বিনষ্ট হউক বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন । সেই দিব্যাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ত্রিলোক দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন তাহা হইতে অনল প্রাহৃত হইতে লাগিল ।

— ০ ০ ০ —

চতুর্দশ অধ্যায় । ১৪ ।

হে মহারাজ ! মহাবাহু বায়ুদেব ইক্ষিত দ্বারা অশ্বখামার অভিপ্রায় অবগত হইয়া অর্জুনকে কহিলেন, অর্জুন ! অর্জুন ! তোমার নিকট যে দ্রোণোপদিষ্ট দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান আছে, এক্ষণে সেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । তুমি ভ্রাতৃগণ ও আপনাকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত সেই অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক দ্রোণপুত্রের অস্ত্র নিবারণ কর । শক্রনিপাতন ধনঞ্জয় কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শর শরাসন গ্রহণ করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সর্বাঙ্গে অশ্বখামার ও তৎপরে আপনার ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত স্তুতিবাচন এবং গুরু ও দেবগুণকে নমস্কার করিয়া এই অস্ত্র প্রভাবে অশ্বখার অস্ত্র নিরাকৃত হউক, এই বলিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন । তখন অশ্বখামার ও ধনঞ্জয়ের সেই তেজোমণ্ডলমণ্ডিত অস্ত্রদ্বয় সহসা যুগান্তকালীন অনলের ন্যায়

প্রজলিত হইয়া উঠিল । তৎকালে সহস্র সহস্র উদ্ধাপাত এবং প্রাণিগণ ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল । গগনমণ্ডলে ভয়ঙ্কর শব্দ ও বিদ্যুৎপাত এবং গিরিকাননসম্বলিত সমাগরা বজ্রধরা বিকম্পিত হইতে আরম্ভ হইল ।

অনন্তর সর্বভূতাত্মা দেবর্ষি নারদ ও ভরতকুলপিতামহ দ্বৈপায়ন ঐ দিব্যাস্ত্রদ্বয়ের তেজঃপ্রভাবে সর্বলোককে সন্তাপিত অবলোকন করিয়া অশ্বখামা ও অর্জুনকে সাস্থনা এবং তাঁহাদিগের অস্ত্রবল নিবারণ করিবার অভিলাষে সেই প্রদীপ্ত দিব্য অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্বক প্রজলিত হতাশনদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, পূর্বকালে বিবিধাস্ত্রবেত্তা অনেক মহারথ ছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা কখন মানবের প্রতি এক্রপ দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই । এক্ষণে ইহারা দুইজনে এই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সাতিশয় সাহসের কার্য্য করিয়াছেন ।

পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৫ ।

হে রাজন্ ! মহাবল পরাক্রান্ত অর্জুন ঐ অনলসমতেজা মহর্ষি-দ্বয়কে সন্দর্শন করিবামাত্র স্তম্ভিত হইয়া স্বীয় দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিবার বাসনায় কৃতাজলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি অশ্বখামার অস্ত্রবেগ নিবারণার্থ এই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি । এক্ষণে ইহা প্রতিসংহার করিলে, পাপপরায়ণ অশ্বখামা স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে আমাদিগের সকলকেই ভস্মসাৎ করিবে, সন্দেহ নাই । অতএব যাহাতে আমাদিগের ও লোক সমুদায়ের মঙ্গল হইতে পারে, আপনারা তাহার মন্ত্রণা করুন । মহামতি অর্জুন এই কথা বলিয়া স্বীয় দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিলেন । দেবগণও ঐ দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হন না । অন্যের কথা কি বলিব, স্বররাজ ইন্দ্রও উহার প্রতিসংহারে সমর্থ নহেন । ঐ অস্ত্র ব্রহ্মতেজ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে । উহা প্রয়োগ করিলে, ব্রহ্মচারী ভিন্ন অন্য কেহই উহা প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হয় না । ব্রহ্মচর্য্যবিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে যত্ববান হইলে, উহা তৎক্ষণাৎ তাহারই মস্তক ছেদন করিয়া থাকে । মহাবীর অর্জুন সত্যধর্ম্মপরায়ণ, ব্রহ্মচারী ও শৃঙ্খলপ্রাপন্নতত্ত্ব ছিলেন । উজ্জনায়ে তিনি ঐ দিব্যাস্ত্র প্রতি-

সংহার করিতে সমর্থ হইলেন। ইতিপূর্বে তিনি বিষম বিপদে, নিপতিস্ত হইয়াও কোনক্রমেই ঐ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই।

হে রাজন্ ! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণনন্দন অশ্বখামা সেই তাপস-দ্বয়কে পুরোবর্তী সন্দর্শন করিয়া কোনক্রমেই স্বীয় ঘোরতর দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি অতি দীনভাবে দৈপ্যারনকে কহিলেন, হে মূনে ! আমি বৃকোদরের ভয়ে সাতিশয় বিপদাপন্ন হইয়া ভীষনরক্ষার্থ এই দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। হে ভগবন্ ! বৃকোদর রাজা হুগ্ধাধনকে সংহার করিবার অভিলাসে। রণস্থলে কপট ব্যবহার দ্বারা নিতান্ত অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছে। তন্নিবন্ধন আমি পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিব বলিয়া এই ভয়ানক দিব্যাস্ত্রে ব্রহ্মতেজ নিহিত করিয়া উহা প্রয়োগ করিয়াছি ; কিন্তু এক্ষণে উহা প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না। হে ব্রহ্মন্ ! আমি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে সংহার করিবার মানসে ঐ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই নিতান্ত পাপানুষ্ঠান করিয়াছি ; এক্ষণে এই দিব্যাস্ত্র পাণ্ডবগণকে সংহাৰ করিবে, সন্দেহ নাই।

তখন ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস ! মহামতি ধনঞ্জয় ব্রহ্মশিব অস্ত্র অবগত থাকিয়াও কোনক্রমেই তোমার বিনাশার্থ ক্রোধভাবে উহা পরিত্যাগ করেন নাই ; কেবল তোমার অস্ত্র নিবাবণার্থই ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা তোমার পিতার নিকট ঐ ব্রহ্মশিব অস্ত্র লাভ করিয়াও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে কদাচ বিচলিত হন নাই। মহাবীর ধনঞ্জয় ধৈর্য্যাবলম্বী, সাধু ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ ; তুমি কি অন্য তাঁহার জাত ও বন্ধুগণের সহিত তাঁহাকে সংহার করিতে অভিলাষ করিয়াছ। যে রাজ্যে দিব্যাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত হইয়া থাকে, সে রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হয় ; এই নিমিত্ত মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষমতাপন্ন হইয়াও প্রজাগণের হিতসাধনার্থ তোমার অস্ত্র বিনষ্ট করেন না। হে দ্রোণনন্দন ! এক্ষণে আপনাকে, পাণ্ডবদিগকে ও তাঁহাদের রাজ্যকে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। অতএব তুমি সত্বরে দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার পূর্বক ক্রোধশূন্য হও। পাণ্ডবগণও নিরাপদ হউন। রাজর্ষি যুদ্ধিষ্ঠির কদাচ অধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্বক জয়লাভের বাসনা করেন না। এক্ষণে তুমি তোমার মন্তকস্থিত মণি পাণ্ডবগণকে প্রদান কর। উহার ঐ মণি গ্রহণ পূর্বক তোমার প্রাণ দান করিবেন।

তখন দ্রোণঠনয় কহিলেন, হে মহর্ষে। পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে

সমুদয় ধনরত্ন বিদ্যমান আছে, সেই সমুদায় অপেক্ষা আমার এই মণি শ্রেষ্ঠ । ইহা ধারণ করিলে, অন্তভয়, ব্যাধিভয় ও ক্ষুধা একবারে তিরো-
হিত হয় এবং দেব, দর্শনব, পন্নগ, রাক্ষস ও তক্ষরগণ হইতে কিছুমাত্র
শঙ্কা থাকে না । অতএব এই মণি কোন প্রকারেই পরিত্যাগ করিবার
উপযুক্ত নহে । কিন্তু আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাও সর্বতোভাবে
আমার কর্তব্য । এক্ষণে এই মণি বিদ্যমান আছে এবং আমিও উপস্থিত
আছি । আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করুন । কিন্তু এই অমোঘ
ঐষীকান্ত পাণ্ডবপুত্রগণের মহিলাদিগের গর্তস্থিত সন্তান সন্ততির উপর
নিপতিত হইবে । আমি কোন প্রকারেই এই অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে
সমর্থ হইব না ।

সেই সময় বেদব্যাস কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন ! এক্ষণে পাণ্ডবপুত্র-
দিগের পত্নীগণের গর্ভে ঐষীকান্ত নিক্ষেপ করাই তোমার বিধেয় । আর
অন্য বাগনা কবিও না । মহামতি দ্বৈপায়ন এই বথা বলিলে, অশ্ব-
খামা পাণ্ডবপুত্রদিগের কামিনীগণের গর্ভ উদ্দেশে সেই দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ
করিলেন ।

—*—

ষোড়শ অধ্যায় । ১৬ ।

অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব, পাণ্ডবপুত্রদিগের
কামিনীগণের গর্ভোদ্দেশে ঐষীকান্ত নিক্ষেপ করিয়াছেন, অবগত হইয়া
হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন ! পূর্বে বিরাটনগরে
এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ বিরাটরাজতনয়া ধনঞ্জয়ের পুত্রবধূ উত্তবাকে
কহিয়াছিলেন যে, রাজতনয়ে ! কৌরববংশ উৎসন্নপ্রায় হইলে, তোমার
গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে । কৌরববংশের পরিক্ষীণাবস্থায় ঐ
পুত্রের জন্ম হইবে বলিয়া তাহার নাম পরীক্ষিৎ থাকিবে । হে আচার্য্য-
কুমার ! সেই সাধু ব্রাহ্মণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনই অন্যথা
হইবার নহে । অতএব পাণ্ডবগণের পরীক্ষিৎ নামে এক বংশধর পুত্র
সমুৎপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই ।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন বাসুদেবের মুখে এই বাক্য শ্রবণ
পূর্বক ক্ষুদ্রচিত্তে কহিলেন, হে বাসুদেব ! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষ-
পাত প্রদর্শন পূর্বক যাহা কহিলে, তাহা কখনই সফল হইবে না । আমি

যাহা বলিয়াছি, তাহাই ঘটিবে। দেখ, তুমি বিরাটরাজতনয়ীর গর্ভ রক্ষা করিবার অভিলাষ করিতেছ; কিন্তু আমার অন্ত সত্ত্বরেই তাহাতে নিপতিত হইবে। কৃষ্ণ কহিলেন, হে 'আচার্য্যকুমার'। তোমার এই দিব্যান্ত কোনক্রমেই বিফল হইবার নহে; কিন্তু সেই গর্ভস্থিত বালক নিহত ও পুনরায় জীবিত হইয়া দীর্ঘকাল এই বনুক্ষরা অধিকার করিবে। হে দ্রোণতনয়! মনীষিগণ তোমাকে পাপাত্মা কাপুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছেন। তুমি বাণকনিহতা; অতএব তুমি নিশ্চয়ই এক্ষণে এই পাপ-কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে। তোমাকে সহায়বিহীন হইয়া তিন সহস্র-বৎসর মৌনভাবে নিজর্জন প্রদেশে পরিত্রমণ করিতে হইবে; কোনক্রমেই লোকাগণে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি নিশ্চয়ই সর্বপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ও পুয়শোণিতগন্ধ সম্পন্ন হইয়া দুর্গম কাননে নিরন্তর পর্যটন করিবে। আর পাণ্ডবকুলতিলক পরীক্ষিৎ ক্রমশঃ পরিবর্জিত হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃপাচার্য্যের নিকট সমস্ত অন্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে ষষ্টি বৎসর এই বনুক্ষরা প্রতিপালন করিতে থাকিবে। হে নিকোঁধ! পরিক্ষিৎ তোমার সাক্ষাতেই কুরুকুলের রাজপদবী লাভ করিবে। তুমি এক্ষণে তাহাকে অন্ত্রবলে দগ্ধ করিলেও আমি তাহাকে পুনর্জীবিত করিব। তুমি আজি আমার তপস্যা ও সত্যের পরাক্রম সন্দর্শন কর।

সেই সময় ব্যাসদেব কহিলেন, হে আচার্য্যকুমার! তুমি যখন আমাদিগের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন পূর্বক এই নিদারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে এবং ব্রাহ্মণ হইয়াও যখন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্বক কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তখন হৃদীকেশ যে উৎকৃষ্ট বাক্য বলিতেছেন, তাহাই ঘটিবে, সন্দেহ নাই। সেই সময় মহাবলশালী দ্রোণতনয় মহর্ষি বেদ-ব্যাসের বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, হে তপোধন! আমি এই জীব-লোকে আপনার সহিত অবস্থান করিব, তাহা হইলেই আপনার ও বাসুদেবের বাক্য সত্য হইবে। অস্থখ্যামা এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণকে সেই মণি প্রদান পূর্বক বিষমমনে সর্বসমক্ষে অরণ্যে গমন করিলেন। পাণ্ডবগণও ঐ মণি গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ, ব্যাসদেব ও নারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক অবিলম্বে বাসুদেবের সহিত মাকুতবেগগামী অশ্বসংঘ্যাক্তিত রথোদ্ধারোৎসাহ করত প্রায়োপবিষ্টা দ্রৌপদীর সঙ্গিধানে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ কিয়ৎক্ষণমধ্যে শিবিরে উপনীত হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে

অবরোধে পূৰ্ব্বক দেখিলেন যে, দ্রৌপদী শোকাকুলচিত্তে নিরানন্দে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন পাণ্ডবগণ একান্ত হুঃখিতচিত্তে কেশবের সহিত দ্রৌপদীর সমীপে আগমন পূৰ্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে দ্রৌপদীকে অশ্বখামার গিরোমণি প্রদান পূৰ্ব্বক কহিলেন, প্রিয়তমে! তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তোমার পুত্রহন্তাকে পরাজিত করিয়া এই তাহা আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে তুমি সমুখিত হইয়া ইহা গ্রহণ এবং ক্ষত্রিয় ধৰ্ম্ম স্মরণ পূৰ্ব্বক শোক পরিহার কর। ধৰ্ম্মরাজ শাস্তির অভিলাষ করিলে, যখন কৃষ্ণ হর্যোধান সমীপে গমন করেন, তখন তুমি তাঁহাকে কহিয়াছিলে, হে বাহুদেব! ধৰ্ম্মরাজ শাস্তির বাসনা করিতেছেন, অতএব বোধ হয়, আমার পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ কেহই নাই এবং তুমিও নিহত হইয়াছ। হে কৃষ্ণ! তুমি তৎকালে যে সমুদয় ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্মাহরূপ অতিকঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই সকল বাক্য স্মরণ কর। আমি আমাদের রাজ্য-লাভের কণ্টকস্বরূপ দুর্য্যভি হর্যোধানকে সংহার এবং জীবিতাবস্থায় দৃশ্যমানের ক্রোধের পান করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের বৈবরানল একবারে নির্বাণ হইয়াছে। এক্ষণে কেহই আমাদের আশা করিতে পারিবে না। আমি দ্রোণতনুর অশ্বখামাকে পরাজয় করিয়া ব্রাহ্মণ ও গুরুপুত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহার সমগ্র যশ অপহৃত হইয়াছে; এক্ষণে কলংবরমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং সে মণিবিয়োজিত ও আয়ুধপরিভুষ্ট হইয়া দীন হীনের ন্যায় অরণ্যে পরিলম্বন করিতেছে।

হে রাজন্! মনস্বিনী দ্রৌপদী মহাবীর ভীমসেনের মুখে এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ পূৰ্ব্বক কহিলেন, হে কান্ত! এক্ষণে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। দেখ, গুরুপুত্রও আমার গুরু; অতএব তিনি যে মণি ধারণ করিতেন, এক্ষণে ধৰ্ম্মরাজ সেই মণি স্বীয় মস্তকে ধারণ করুন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর অনুরোধে সেই মণি গ্রহণ পূৰ্ব্বক গুরুর উচ্ছিষ্ট বলিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঐ মণি মস্তকে ধারণ করত চন্দ্রসম্বিত পর্রতের ন্যায় অপূৰ্ব্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী তদর্শনে সত্তরে গাজোখান করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায় । ১৭ ।

হে রাজন্ । অনন্তর ধর্মরাজ স্থিতির অবস্থান প্রভৃতি তিন মহাবীরের হস্তে বীর সৈন্য সমুদয় ও পুত্রগণের নিধনে লোকে সান্ত্বিত সন্তুষ্ট হইরা কেশবকে কহিলেন, হে বাহুদেব ! পাণ্ডব! সরাধম অবস্থান কি প্রকারে আমার মহারথ পুত্রগণকে নিহত করিল এবং যে কৃতান্ত মহাবলশালী ঔপদপুত্রগণ লক্ষ বীর সমভিব্যাহারে লইয়া সংগ্রাম করিতে পারিত, তাহার কি জন্য অবস্থান হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিল ? মহারথ বৃষ্ণসেন সময়ে প্রবৃত্ত হইলে, আচার্য্য জ্যোৎস্না তাহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হন নাই ; একগণে সেই বীর কি নিমিত্ত জ্যোৎস্না সমরকর্তৃক বিনষ্ট হইল ? ফলতঃ আচার্য্যকুমার এমন কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল যে, একাকীই অন্তঃপাকীর সমুদায় বীরের জীবন সংহার করিল ? তাহা আমার নিকট বর্ণন কর ।

দ্রুবীকেশ কহিলেন, হে ধর্মরাজ ! মহাবীর অবস্থান নিশ্চর্য্যই দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাগত হইরাছিল এবং তাহারই প্রসাদে একাকী সমস্ত বীরের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে । ভগবান্ ক্রতুদেব প্রসন্ন হইলে, বলবীর্ষ্যের কথা কি বলিব, অমরত্ব পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন । তাহার প্রসাদে লোকে দেবরাজ ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে সমর্থ হয় । আমি দেবাদিদেব ক্রতুদেব ও তাঁহার পুণ্ডরীক কার্য্য সমুদায় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি । তিনি সর্গজীবের আদি, মধ্য ও অন্তঃস্থরূপ । তিনি বীর প্রভাবে এই জগতের সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছেন । পূর্বকালে সর্গলোকপিতামহভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাগণকে সৃষ্টি করিবার অভিলাষে ভূতভাবন ভবানীপতিকে কহিলেন, তুমি সত্ত্বের ভূতগণের সৃষ্টি কর । দেবাদিদেব মহাদেব তাহার এই কথা শ্রবণ পূর্বক তথাস্ত বলিয়া বীকায় করিলেন এবং সর্গক্ষেত্রে প্রজার সৃষ্টি করা বাক্য বর্ত্তব্য নহে, এই বিবেচনা করিয়া সলিলমধ্যে প্রবেশ পূর্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন । বিধাতা তাহার নিমিত্ত বহুকাল প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে ভূতসৃষ্টির জন্য আর এক জন অমরের সৃষ্টি করিলেন । তিনি ভগবান্ মহাদেবকে জলনিবস অবলোকন করিয়া পিতামহকে কহিলেন, হে ভগবন্ । যদি আমার অন্য আর কেহ অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে পারি । সেই সময় কমলবোনি ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস ! একগণে তোমার অগ্রজ আর কেহই নাই । দেবাদিদেব ক্রতুদেব জলনিব

হইরাছেন । অতএব ভূমি নির্ভরচিত্তে আশ্রয়ার্থ্য সুসম্পাদন কর । তখন ভগবান্ ব্রহ্মার অমৃতভিক্ষে সমস্ত ভূত ও দক্ষাদি সপ্ত প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন । সেই সমুদায় প্রজাপতি চতুর্বিধ প্রাণিগণের সৃষ্টি করিয়াছেন । অনন্তর প্রজাগণ একান্ত ক্ষুধা দিত হইয়া সৃষ্টিকর্তাকে ভক্ষণ করিবার বাসনার তাঁহার সম্মুখানে সহসা ধাবমান হইল । তখন তিনি ভীতচিত্তে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্ । প্রজাগণের আহার নির্দেশ করিয়া আমাদের পরিজ্ঞান করুন । কমলবোনি ব্রহ্মা তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রজাগণের ভক্ষণার্থ ওষধি প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ সমুদায় নির্দেশ করেন । তাঁহারই নিয়মামুসারে দুর্জল প্রাণিগণকে বলবানেরা আহার করিতে লাগিল । তখন প্রজাগণ আপনাদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য লাভ করিয়া খেজামুসারে গমন করিতে লাগিল এবং সকলেই স্ব স্ব জাতিতে অধুসক্ত হইয়া প্রাণিসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিতে প্রবৃত্ত হইল ।

১০ হেঁরাজন । এই প্রকারে প্রজাগণ পরিবর্দ্ধিত ও লোকগুরু ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইলে, ভগবান্ দেবদেব সলিল হইতে সমুখিত হইয়া সেই সমুদয় তেজঃপরিবর্দ্ধিত অসংখ্য প্রজাদিগকে অবলোকন পূর্ব্বক রোষতরে স্বীয় লিঙ্গ ধরাতলে প্রবেশিত করিলেন । তখন ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে বিবিধ বাক্যে সাধনা করিয়া কহিলেন, হে দেবাদিদেব ! ভূমি এত দীর্ঘকাল সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক কি কার্য করিলে ? আর কি জন্যই বা এক্ষণে স্বীয় লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিয়াছ ? সেই সময় রুদ্রদেব সাতিশর রোষপরবশ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বিধাতঃ ! আমার অগোচরে আর এক জন এই সমুদায় প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে । অতএব আমার এই লিঙ্গে প্ররোজন কি ? আমি সলিলমধ্যে তপস্যা করিয়া প্রজাগণের জন্য অন্নসৃষ্টি করিয়াছি । প্রজাগণের ন্যায় ওষধি সকল পরিবর্দ্ধিত হইবে । ভগবান্ দেবদেব এই কথা বলিয়া রোষতরে তপস্যা করিবার নিমিত্ত মুগুবান্ পর্ব্বতে গমন করিলেন ।

অষ্টাদশ অধ্যায় । ১৮ ।

অতঃপর দেবযুগ অগত হইলে, সুরগণ বেদবিধানামুসারে যজ্ঞ-কিরীট সজ্জিত হইয়া প্রভৃতি উপকরণ সামগ্ৰী সকল আহরণ করি-

লেন। তৎপরে তাঁহারা যজ্ঞতাপ কল্পনা করিবায় সময়ে ভগবান্ ভূতঃ
তাবন ভবানীপতিকে বিশেষরূপে জানিতেন না বলিয়া তাঁহার ভাণ্ড
কল্পনা করেন মাই। কেবল আপনাদিগের তাপ কল্পনা করিয়াছিলেন।
ঐ সময় কুন্তিবাসা স্বাপ্ন স্বীয় তাপ কল্পিত না হওয়াতে প্রথমতঃ যজ্ঞনাশক
শরাসনের সৃষ্টি করিতে বাসনা করিলেন। হে রাজন্! লোকযজ্ঞ,
ক্রিয়াযজ্ঞ, গৃহযজ্ঞ, পঞ্চভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ দ্বারা সমুদায়
জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা ঘৃহেশ্বর ঐ সকল যজ্ঞের মধ্যে লোকযজ্ঞ
ও নৃযজ্ঞ দ্বারা পাঁচ কিছুপরিমাণ এক কলর্দী শরাসন প্রস্তুত করিলেন।
বষট্কার সেই শরাসনের জ্যা হইল এবং চারি যজ্ঞাল তাঁহার দৃঢ়তী-
সম্পাদন করিল। সেই সময় ভগবান্ পিনাকগাণি রোষভরে সেই শরা-
সন গ্রহণ পূর্বক ব্রহ্মচারিবেশে সুরগণের যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলেন।
বহুক্ষণ তাঁহাকে শরাসন ধারণ করিতে অবলোকন করিয়া সাতিশর
বাধিত হইতে লাগিলেন; শৈল সমুদয় বিকম্পিত হইল; সমীরণ স্থির-
ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন; পাবক ও পূর্বের ম্যায় আর প্রজ্জ্বলিত
হইলেন না; অনন্তরীক্ষমধ্যে নক্ষত্রমণ্ডল ভীতচিত্তে পর্যাটন করিতে
আরম্ভ করিল; দিবাকর আর সেরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিলেন না;
চন্দ্রমণ্ডল এককালে শোভাবিহীন হইল এবং অবনীমণ্ডল ও গগনমণ্ডল
নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সেই সময় দেবগণ সাতিশর
ভীত হইয়া বিষমজ্ঞানশূন্য হইলেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞের শোভা তিরো-
হিত হইল। তখন দেবাদিদেব মহাদেব অতি ভয়ঙ্কর শরে সেই যজ্ঞকে
বিন্ধ করিলেন। যজ্ঞ শরবিন্ধ হইয়া যুগলপ ধারণ পূর্বক হতাশনের
সহিত তথা হইতে বিনির্গত হইয়া সুরলোকে গমন করিতে আরম্ভ
করিল। ভগবান্ রক্তদেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাবেগে গমন
করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞ এই প্রকারে তথা হইতে গমন করিলে, দেবগণের আর কিছুমাত্র
জ্ঞান রহিল না। সেই সময় ভগবান্ ত্রিলোচন কাশ্মুককোটিদ্বারা দিবা-
করের বাহুযুগল, ভগের লোচনদ্বয় এবং পুষার দন্ত সকল সমাহত করি-
লেন। তখন দেবগণ ও যজ্ঞাল সকল ভীতচিত্তে তথা হইতে পলায়ন
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ বিমূর্ণিত হইয়া সেই স্থানেই
মৃতের ন্যায় নিপতিত রহিলেন। এই প্রকারে মহাত্মা নীলকণ্ঠ সকলকে
বিজ্ঞাবিত করিয়া হাস্য করত শরাসনদ্বারা সুরগণের গতিরোধ করিলেন।
তৎকালে দেবগণের বাক্যে সহসা সেই শরাসনের জ্যা ছিন্ন হইল।

তখন দেবগণ দেবাদিদেব মহাদেবকে ছিন্নশরাসন অবলোকন করিয়া যজ্ঞের সহিত তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্বক শরণাপন্ন হইলেন । ভগবান্ ভূতপতি তদধ্বনে প্রসন্ন হইয়া জলাশয়ে স্বীয় ক্রোধ সংহাণন করিলেন । ঐ ক্রোধ অনলরূপ ধারণ পূর্বক সলিল শোষণ করিতে লাগিল । অনন্তর বিক্রপাক্ষ দিবাকরকে বাহুযুগল, ভগকে নন্ননবয় ও পুৰ্ব্বকে দত্ত সমুদার প্রদান পূর্বক বজ্র করিতে অমুমতি করিলেন । তখন সমস্ত জগৎ স্তম্ভ হইল । সুরগণ সমুদার হবনীয় দ্রব্য মহাদেবের ভাগ কল্পনা করিলেন ।

হে ধর্ম্মতনয় ! দেবাদিদেব মহাদেব এই প্রকারে ক্রুদ্ধ হওয়াতে সকলেই অস্তম্ভ হইয়াছিল এবং প্রসন্ন হইলে, সকলেই স্তম্ভ হইল । এক্ষণে সেই মহাবলবীৰ্য্যশালী ভগবান্ ভবানীপতি দ্রোণতনয়ের প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই, সে আপনার মহারথ পুত্রগণ এবং অনুচরবর্গসমবেত মহাবল পরাক্রান্ত পাঞ্চালদিগকে সংহার করিয়াছে । অস্থখামার প্রভাবে কোনক্রমেই এরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা নাই । কেবল মহাদেবের প্রসাদেই এই প্রকার ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে । অতএব এক্ষণে অন্য কার্য্যার্থ্যানে প্রবৃত্ত হউন ।

ঐষীক পর্ক সমাপ্ত ।

দৌশ্তিক পর্ক সম্পূর্ণ ।

মহাভারত।

ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত মূলের অনুবাদ।

দ্বী পর্ব।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্তৃক

প্রকাশিত

এবং বিনামূল্যে বিতরিত।



“এই মহাভারত সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকাবল্লভ।”

অধিবাক্য।

২য় সংস্করণ।



কলিকাতা।

ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

৩৬ নং—চিংপুর রোড, বোড়াসাঁকো।

সন ১২৮৬ সাল।

মহাভারত।

দ্বী পর্ব ।

—*—

জলপ্রদান পরীক্ষার ।

—...—

প্রথম অধ্যায় । ১ ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর এবং সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্ ! রাজা দ্রুপদ ও উত্তর পক্ষীর সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট হইলে, মহারাজ দ্রুতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি মহারথজয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ? আমি জ্ঞেয়পুত্রের কার্য্য শ্রবণ করিলাম ; ইহার পর সজয় দ্রুতরাষ্ট্রকে বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! মহারাজ দ্রুতরাষ্ট্রের একশত পুত্র বিনষ্ট হইলে, তিনি পুত্রশোকের সাতিশর কাতর হইয়া মুকের ন্যায় বাক্যলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তাকুলিত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন । মহামতি সজয় তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ ! শোক পরিহার করুন, শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এক্ষণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে । বহুসংখ্যক জন-পুত্র হইয়াছেন । যে সমুদায় মহীপাল দ্রুপদাদিনের সাহায্য করিবার নিমিত্ত নানাদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই দ্রুপদাদিনের সহিত নিহত হইয়াছেন । অতঃপর আপনি পুত্র, পৌত্র, জ্যতি, গুরু ও পিতৃগণের বধাবিহিত প্রেতকার্য্য সম্পাদন করুন ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! পুত্রশোকসম্প্রাপ্ত মহারাজ দ্রুতরাষ্ট্র সজয়ের এই সঙ্কল্প বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মারুতাহত বৃকের ন্যায় সহস্র ধাতুতে নিপতিত হইয়া কহিলেন, হে সজয় ! আমার পুত্র, অমাত্য ও বহুসংখ্যক সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে । অতঃপর আমাকে চিরকাল

লই দীন হীনের ন্যায় এই অবনীতে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। এক্ষণে বজ্রবাক্যবিহীন হইয়া জরাজীর্ণ পক্ষশূন্য বিহঙ্গমের ন্যায় আমার প্রাণ ধারণে প্রয়োজন কি ? দিনমণি যেক্রপ কিরণবিহীন হইলে নিতান্ত শোভা বিহীন হইয়া থাকেন, আমিও সেইরূপ রাজ্য, লোচন ও বজ্রবাক্য বিহীন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইলাম। পূর্বে আমি পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি কৃষ্ণদৈবায়নের হিত বাক্য অনাদর প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং কেশব সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান ও ভীষ্মদেব ধর্ম্মসংহৃত্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে, আমি তৎকালে বধিরের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলাম; সেই অপরাধেই এক্ষণে আমাকে অনুতাপ করিতে হইতেছে। হায় ! ক্রুদ্ধ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত হৃষ্যোধন, হুঃশাসন, কর্ণ ও সূর্য্য সদৃশ মহামতি দ্রোণাচার্য্যের নিধনবার্তা শ্রবণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি এমন কি কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি যে, আমাকে এরূপ দুর্দশা গ্রস্ত হইতে হইল ! এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীতমান হইতেছে যে, আমি পূর্ক্স জন্মে কোন না কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম ; নতুবা বিধাতা কি নিমিত্ত আমাকে এরূপ হুঃখভাগী করিবেন। দৈব প্রতিকূল হইরাছে বলিয়া আমাকে এই বৃদ্ধাবস্থায় সমস্ত বজ্রবাক্যবের নিধন দেখিতে হইল। আমার সদৃশ হতভাগ্য এই অবনীতে আর কেহই নাই ; অতএব পাণ্ডবগণ আজিই আমাকে ব্রহ্মলোকগমনের সুদীর্ঘ পথ আশ্রয় করিতে দর্শন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! তখন মহাত্মা সঞ্জয় রাজা দ্রুতরাষ্ট্রকে সান্তিশয় শোকাকুলিত অবলোকন করিয়া প্রবোধবাক্য কহিতে লাগিলেন, হে নরাধিপতে ! আপনি বৃদ্ধগণের মুখে সমুদায় বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন। সঞ্জয় পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইলে, মহর্ষিগণ তাঁহাকে যেক্রপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন ; অতএব শোক পরিহার করুন। রাজা হৃষ্যোধন যৌবনমধ্যে প্রমত্ত হইলে স্ত্রহরণের বাক্য অনাদর করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনাকে তাহারই ফল ভোগ করিতে হইতেছে। আপনি স্বীয় বুদ্ধিরূপ অসিদ্বারা আপনারই ছেদন করিতেছেন। হুয়ায়্য হৃষ্যোধন একান্ত ক্রুর, অহংকারী, অল্পবুদ্ধি ও সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট ছিল। সে দুর্দ্দতি হুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, চিত্রলেখ ও মদ্ররাজ শল্যের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রুদ্ধ ভীষ্মদেব, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, জয়ীকেশ এবং ব্যাসদেব ও নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণের বাক্য কর্ণপাত করে নাই ; কেবল নিরন্ত যুদ্ধাভিলাষ প্রকাশ করিত। তিনিবন্ধনই সেই হুয়ায়্য রাজ্যের সহিত নিহত হইল,

হাঁছে : আপনি বুদ্ধিমান ও সত্যপরায়ণ ; ভবাদৃশ ব্যক্তির শোকঘোষের বশতাপন্ন হওয়া নিতান্ত অকর্তব্য । দেখুন, আপনি ধর্ম্মের সমাদর না করিয়া কেবল সংগ্রামভিলাষী ব্যক্তিগণকে প্রশংসা করিতেন ; সেই জন্যই সমুদায় কত্রির নিহত ও অস্বাভিগণের যশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে । পূর্বে আপনি উত্তর পক্ষের মধ্যস্থ হইয়াছিলেন ; কিন্তু পুত্রগণকে হিতোপদেশ প্রদান বা উত্তরপক্ষ সম্ভাব প্রদর্শন করেন নাই । হে নরনাথ ! যে কার্য্য করিলে, পরিশেষে অনুতাপ করিতে না হয়, সেই কার্য্যের অঙ্গ-প্রাণ করিলেই সমুদায় পক্ষে মঙ্গল হইয়া থাকে । আপনি পুত্রের প্রতিসম্পাদন করিবার বাসনার তাহারই মতামুযায়ী কার্য্য করিয়া ছিলেন । তদ্বিবন্ধনই এক্ষণে আপনাকে অনুতাপ করিতে হইতেছে । যে ব্যক্তি আপনার পতনবিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া মধুলোভে উচ্চ স্থানে আরোহণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিপতিত হইয়া পরিশেষে আপন্যার ন্যায় অনুতাপ করিতে হয় । যাহা হউক, এক্ষণে আপনি শোক পরিহার করুন । শোক অর্ণলাভ, ফললাভ, প্রিয়লাভ ও মোক্ষলাভের প্রধান প্রতিষন্ধক । সে ব্যক্তি স্বয়ং পাবক সমুৎপাদন পূর্ব্বক দগ্ধ হইয়া হুঃখাদিত হইয়া থাকে, তাহাকে কোনক্রমেই পণ্ডিত বলা যায় না । পূর্বে আপনারা পিতাপুত্রে ষ্ঠভরূপ স্ত্রুত ও বাক্যরূপ অনিল দ্বারা পাণ্ডবরূপ ভীষণ অগ্নিপ্রজ্বলিত করিয়াছিলেন ; আপনার পুত্রগণ সেই সমিদ্ধ হতাশনে শলভসমূহের ন্যায় দগ্ধ হইয়াছেন । অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা আপনার কোনক্রমেই বিধেয় নহে । আপনি অত্র বিসর্জন পূর্ব্বক মুখমণ্ডল প্রাণিত করিতেছেন, কিন্তু উহা কদাচ শাস্ত্রসঙ্গত হইতে পারে না । পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, আত্মীয় ব্যক্তির শোকাত্র অগ্নিস্বরূপ হইয়া মৃত ব্যক্তিগণকে দগ্ধ করে । অতএব আপনি শোক পরিহার পূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণ করুন । মহাত্মা সঞ্জয় মহারাজ যতরাষ্ট্রকে এই প্রকারে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন ।

—*—

দ্বিতীয় অধ্যায় । ২ ।

‘ হে জনমেজয় ! সঞ্জয়ের বাক্যবশানে, মহামতি ‘বিহর অমৃত’ সন্তুষ্ট বাক্যদ্বারা মহারাজ যতরাষ্ট্রকে আঙ্কলিত বরত কহিতে লাগিলেন, হে রাজনু ! আপনি কি অন্য শমন করিয়া রহিয়াছেন ? ধৈর্য্য ধারণ

করিয়া সজ্জের গাত্রোধান করুন। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ক্ষয় বহুশক-
 বারের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিরোধ সংযোগের অন্ত এবং মৃত্যুই
 জীবনের অন্ত। যম বীর ও ভীক উভয়কেই আবর্ষণ করিয়া থাকে।
 অতএব কজ্রিগণ কি নিমিত্ত ধর্ম্মাঙ্গনারে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন
 না? দেখুন, লোকে সংগ্রাম না করিয়াও করণকালকবলে নিপতিত
 হয়, সংগ্রাম করিয়াও জীবিত থাকে। কলভঃ কাল সমাগত হইলে,
 কেহই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন! জীবগণের
 জন্মগ্রহণের পূর্বে অভাব থাকে, মধ্যে স্থিতি হয় এবং মৃত্যু হইলে,
 পুনর্জন্ম অভাব হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত শোক
 করিবার প্রয়োজন কি? মৃত্যু নিত্য শোকাহুল হইলেও যখন মৃত
 ব্যক্তির অঙ্গুগমন করিতে কিসা আপনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে পারে
 না, তখন কি জন্য আপনি এই প্রকার শোক প্রকাশ করিতেছেন? কাল
 সকলকেই আঙ্গসাৎ করিয়া থাকে, তাহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নহে।
 বেক্রপ তৃণাশ্র সকল বায়ুবেগের বশবর্তী হইয়া উড়ীন হয়, জীবগণও
 সেইরূপ কালের বশবর্তী হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। হে
 রাজন! একমাত্র কালের কবলে সকলকেই নিপতিত হইতে হইবে।
 কাল সকলেরই অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে অতএব মৃত ব্যক্তিগণের
 নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি? এক্ষণে আপনি যদি শাস্ত্রসম্মত
 যুক্তি গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে সময়নিহত বীরগণের নিমিত্ত আর শোক
 প্রকাশ করিবেন না। তাঁহার লক্ষ্যেই উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইরাছেন।
 সেই সমুদায় বীর স্বাধারনিরত ও ব্রতপরায়ণ; বিশেষতঃ তাঁহার
 সংগ্রামে সম্মুখীন হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহা-
 দের নিমিত্ত শোক করিবার সম্ভাবনা কি? আর দেখুন, জন্মগ্রহণের
 পূর্বে সেই সমুদায় বীরগণের দর্শনাভাব ছিল আর এক্ষণেও পুনর্জন্ম
 দর্শনাভাব হইরাছে; এবং তাঁহাদিগের সহিত আপনার ও আপনার
 সহিত তাঁহাদিগের আর কোন সম্বন্ধই নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের
 নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করা নিত্য অকর্তব্য। হে রাজন! যুদ্ধে প্রবৃত্ত
 হইয়া বিনষ্ট হইলে, স্বর্ণলভ এবং শত্রুকে সংহার করিলে, যশোলাভ
 হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ বিষয়ই বহুশগাঙ্গক; সুতরাং সংগ্রাম
 প্রবৃত্তি কদাচ বিফল হইবার নহে। বাঁহারা যুদ্ধে বিনষ্ট হন, তাঁহারা
 ইন্দ্রের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করেন। সুতরাং ইন্দ্র সময়নিহত ব্যক্তি-
 গণের নিমিত্ত অতীত শোক নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন, লক্ষ্য নাই।

বীরগণ সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ পূর্বক সমুদ্রে যেকোন স্থরলোকে গমন করেন, অন্যো প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে বজ্রাহুষ্ঠান, তপঃসাধন ও বিদ্যাসুশীলন দ্বারা সেইরূপ গতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সেই সমুদ্র মহাবীর শত্রুবীরগণের কলেবর রূপ হত্যাশনে শরনিকররূপ আহুতি প্রদান পূর্বক অরাতিগণের শরবেগ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারাজ ! ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রাম ভিন্ন স্বর্গলাভের সুলভ পথ আর কিছুই নাই; সেই সমুদ্র মহাবলশালী মহামতি ক্ষত্রিয় উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। এক্ষণে আপনি শোক সম্বরণ পূর্বক ধৈর্য ধারণ করুন; শোকাভিতুত হইয়া স্বীয় কার্য্য বিষ্মৃত হইবেন না। এই জগতে সহস্র সহস্র লোকের মাতা পিতা ও পুত্র কলত্র বর্তমান আছে; কিন্তু কেহই কাহার নহে এবং সংসারে শোক ও ভয়ের অসংখ্য কারণ বিদ্যমান আছে; সেই সমুদ্র প্রতিনিরত মূৰ্খকেই অভিভূত করে, পণ্ডিতের সম্মুখে কোনক্রমেই গমন করিতে পারে না। হে রাজন্ ! কালের কাহারও উপর ঐতি বা অঐতি নাই। কাল কাহারও প্রতি উদাসীনা প্রকাশ করেন না; তিনি সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন। কালপ্রভাবে সমুদ্র জীবই পরিবর্তিত ও নিহত হয়। সকলে নিদ্রিত হইলে, একমাত্র কাল অবিরত আগরিত থাকেন। উহাকে অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না। দেখুন, জীবন যৌবন রূপ ধন আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এই ভাবিয়াই বিবেচক জনগণ সেই সকল বিষয়ে কখনই লিপ্ত হন না। হে মহারাজ ! এক্ষণে আপনি কি জন্য এই সাধারণভোগ্য হুঃখ একাকী ভোগ করিতেছেন? লোকে হুঃখ করিতে করিতে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হয়; কিন্তু অশুশোচন দ্বারা তাহার সেই হুঃখ কোনক্রমেই নিরাকৃত হইতে পারে না। হুঃখ চিন্তা না করাই হুঃখনাশের প্রকৃত ঔষধ। অবিরত হুঃখ চিন্তা করিলে, তাহা কখনই অপনীত হয় না; বরং ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। অন্নবৃদ্ধি মহাযোগ অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিরোগ এই উভয় কারণেই নিরন্তর মনোহুঃখে বদ্ধ হয়। হে মহারাজ ! শোকে অভিভূত হইলে, লোকে ধর্ম্মাশীলন, অর্থচিন্তা বা সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না। নিরন্তর শোক প্রকাশ করিলে, লোকের কার্য্যক্ষতি ও ত্রিবর্ণনাশ হইয়া থাকে। মূৰ্খগণ বিশেষরূপ হৃদযাত্ৰ হইয়া কষ্টাচ সমুদ্রে হইতে পারে না; কিন্তু পণ্ডিতগণ কদবহুদুঃখই পরম পরিভূত হইয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রজাবশে

মানসিক কষ্ট ও ঔষধপ্রভাবে শারীরিক কষ্ট নিরাকৃত করিবেন। জ্ঞান-
ব্যতীত অন্য কাহারই হুঃখ অপনীত করিবার তাত্পর্য নাই।
পূৰ্ব্বকৃত কৰ্ম, মনুষ্য শয়ন করিলে তাহার পশ্চৎ অবস্থিতি ও গমন
করিলে তাহার অনুগামী হইয়া থাকে। মনুষ্যাগণ যে যে অবস্থায় যেদগ
শুভ বা অশুভ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই সেই অবস্থাতেই
তাঁহার ফলভোগ করে এবং যিনি যে যে কালেবরে যে প্রকার কার্যের
অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই কালেবরে তাঁহার ফলভোগ করিয়া থাকেন।
মনুষ্য আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই
আপনার কৃত ও অকৃত কার্যের সাক্ষী স্বরূপ। শুভ কার্যের অনুষ্ঠান
করিলে, সুখভোগ এবং পাপকার্যের অনুষ্ঠান করিলে হুঃখভোগ করিতে
হয়। সকলেই আপনার কার্যানুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। কার্যানু-
ষ্ঠান না করিলে, কেহই ফলভোগ করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন !
তবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কোনক্রমেই জ্ঞানবিকল্প বহুপাপজনক কার্যানু-
ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না।

—:—

তৃতীয় অধ্যায় । ৩।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাত্মন! তোমার মনোহর বাক্য শ্রবণ
করিয়া আমার শোক বিনষ্ট হইল। এক্ষণে পুনর্বার আমি তোমার
সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিতে সান্ত্বিত্য সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব পণ্ডিত-
গণ অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিরোগজনিত মানসিক হুঃখ হইতে কি প্রকারে
বিসুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন কর।

মহাত্মা বিদ্রু কহিলেন, হে রাজন! পণ্ডিত ব্যক্তি যে সমুদায়
উপায়বলে মানসিক হুঃখ ও সুখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, সেই
সমুদায় উপায় উদ্ভাবন পূৰ্ব্বক সুখহুঃখ বিবৰ্জিত হইয়া শান্তিলাভ করিয়া
থাকেন। আমরা যে সকল চিন্তা করিয়া থাকি, তৎসমুদায়ই অনিত্য।
মনুষ্যাগণ কদলীতরুর ন্যায় অসার। যখন বিদ্বান্, মূৰ্খ, ধনবান্ ও
নির্জন সকলেই একজ্ঞ হইয়া স্নায়ুপরিবেষ্টিত অস্থিময় মাংসপুণ্ড্র কালেবরে
শ্মশানভূমিতে শয়ন করিয়া থাকে, তখন অপরলোকে কি রূপে তাহা-
দিগের কুল, রূপ ও গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। লোকে
আপনার বুদ্ধিদোষেই পরস্পর লিপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ নানাবর্ণের কণে-
বরকে গৃহস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সেই বহুবর্ণের কণে-

জন্মে বিনষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু জীবাত্মার কখনই ধ্বংস নাই । লোকে
 বেক্রপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ
 জীবাত্মাও এক দেহ পরিত্যাগ পূর্বক অপর দেহ অবলম্বন করিয়া
 থাকেন । জীবগণ স্বীয় স্বীয় কর্মদ্বারাই ইহলোকে সুখ দুঃখ ভোগ
 করে । কার্য্য দ্বারা স্বর্গ ও সুখ ভোগ হইয়া থাকে । তজ্জনাই মনুষ্য
 অবশ্যই হউক বা স্ববশ্যই হউক, প্রতিনিয়ত কার্য্যভার বহন করে ।
 বেক্রপ মুগ্ধ ভাণ্ডের মধ্যে কতকগুলি কুলালচক্রে স্থিত, কতকগুলি
 শঙ্খাঙ্কিত আকারবিশিষ্ট, কতকগুলি সম্পর্গ গঠিত, কতকগুলি ছিন্ন, কতক-
 গুলি অবরোপ্যমান, কতকগুলি অবতীর্ণ, কতকগুলি পাবকদগ্ধ, কতক-
 গুলি অগ্নি হইতে সমুদ্ভূত ও কতকগুলি জনসমাজে ব্যবহৃত হইয়া বিনষ্ট
 হয়, সেই রূপ জীবগণের মধ্যেও কেহ কেহ গর্ত্তবাসকালে, কেহ কেহ
 প্রেমবাঞ্চে, কেহ কেহ এক দিন পরে, কেহ কেহ পক্ষান্তে, কেহ কেহ এক
 মৃণালে, কেহ কেহ এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরাবসানে, কেহ কেহ
 যৌবন সময়ে, কেহ কেহ প্রৌঢ়াবস্থায় ও কেহ কেহ বুদ্ধাবস্থায় কলেবর
 পরিত্যাগ করিয়া থাকে । প্রাণিগণ জন্মান্তরীণ কার্য্য দ্বারা ইহলোকে
 জন্ম পরিগ্রহ বা মুক্তি লাভ করে । হে রাজন ! যখন সংসারের এই
 প্রকার গতি, তখন আপনি কি জল্য বুঝা অনুভূত করিতেছেন ? জীব-
 গণ বেক্রপ সলিলে ক্রীড়া করিতে করিতে একবার নিমগ্ন ও একবার
 উন্নত হইয়া থাকে, অন্নবুদ্ধি লোকও সেইরূপ স্বীয় স্বীয় কার্য্যানুসারে
 এই সংসারে ক্লেশ ও নিধন প্রাপ্ত হয় । আর যে সমুদায় বিজ্ঞ লোক
 ইহ লোকে জীবগণের হিংসাধন করিতে যত্নবান্ হন, তাঁহারাষ্ট পরম
 গতি লাভ করিয়া থাকেন ।

—০*০—

চতুর্থ অধ্যায় । ৪ ।

দ্রুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বাকাবিশারদ ! হৃজের সংসারের গতি কি
 প্রকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, তাহা প্রবণ করিতে আমার
 একান্ত কামনা হইয়াছে, অতএব যথার্থরূপে উহা বর্ণন কর ।

মহাত্মা বিহ্বল কহিলেন, হে রাজন ! জীবগণের জন্মাবধি সমুদায়
 বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করন । সর্ক প্রথমে
 প্রাণী গর্ত্তবশেষে গাঢ় রক্তে লীন হইয়া অবস্থান করে ; পরে পঞ্চম-মাস

ଅତୀତ ହଇଲେ, ମର୍ଦ୍ଦାନସମୁଦୟ ହଇଲା ମାଂସମୋଷିତଲିପ୍ତ ଅତି ଅପବିତ୍ର
 ହାନେ ବାସ କରିବା ଥାକେ ; ପରିଶେଷେ ବାୟୁପ୍ରତାପେ ଉର୍ଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଅଧଃଶିରୀ
 ହଇଲା ବୋନିହାରେ ଉପନୀତ ଓ ବହୁବିଧ କ୍ଳେଶ ଡୋମ୍ବ କରିବା ଉପା ହଟିତେ
 ବିସ୍ତୃତ ହୁଏ । ଜୀବ ଏହି ଶେଷରେ ତ୍ରୁଷ୍ଟିତ ହଇଲା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହିସ୍ତ୍ରପାଶେ
 ଆବଦ୍ଧ ହଇତେ ଥାକେ । ତখন ତାହାଙ୍କେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁବିଧ ଉପଦ୍ରବ ଆକ୍ରମଣ
 କରିତେ ଶ୍ରବତ ହୁଏ । ଶ୍ରୀ ସକଳ ଆମିଷାଭିଳାଷୀ ମାରମେଶମଣେ ନ୍ୟାସ
 ତାହାର ମଣିଷେ ଆଗମନ କରିତେ ଆରମ୍ଭ କରେ । କର୍ମମୋଷେ ଶ୍ରୀମୁଖ
 ନ୍ୟାସ ତାହାର କଳେବରେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଟ ହଇତେ ଥାକେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବିଧ ବାୟୁ
 ତାହାଙ୍କେ ନିପୀଡ଼ିତ କରିତେ ଶ୍ରବତ ହୁଏ । ମହୁଆ ବାଳାକାଳେ ଏହିରୂପେ
 ବିବିଧ କ୍ଳେଶପରିକ୍ରିଷ୍ଟ ହଇଲା କେନକ୍ରମେହି ତୃଷ୍ଣିମାତ କରିତେ ପାରେ ନା ।
 ତତ୍କାଳେ କାହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କାହାରେହି ବା ଅମୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳେ, ତାହା
 କିଛିହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିତେ ମର୍ଯ୍ୟତ ହୁଏ ନା । ଐ ମୟମ ତାହାର ହିତାଭିଳାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି
 ସକଳ ତାହାଙ୍କେ ପ୍ରେତିନିୟତ ଶକ୍ତ କରିବା ଥାକେ । ଭ୍ରାତୃବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଣ
 ସମାଧାରଣମଣେ ମୟମ ସମାଗତ ହଇତେଛେ ବଳିଆ ବୋଧ କରିତେ ମର୍ଯ୍ୟତ ହୁଏ
 ନା ; କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସଦାକାଳେ ତାହାଙ୍କେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ମୃତ୍ୟୁସ୍ଥେ ନିକ୍ଷେପ
 କରେ । ମଂସାରେ କି ଆକର୍ଷ୍ୟ ଗତି ! ଲୋକେ ବାରଂବାର ଅମୃତ ଶିର
 ମଂସାରେ କାରଣ ହଇଲା ଓ ଆପନାଙ୍କେ ଉପେକ୍ଷା କରେ । କ୍ରୋଧ, ଶୋଭ ଓ
 ତରୋର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହଇଲା ଏକକାଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରହିତ ହୁଏ ଏବଂ କୌଳିନ୍ୟ-
 ମର୍ଯ୍ୟାଦାପ୍ରତାପେ କୁଳବିହୀନଗଣଙ୍କେ ଓ ଧନହର୍ଷେ ଦରିଦ୍ରଗଣଙ୍କେ ନିନ୍ଦା କରିବା
 ଥାକେ । ଅନେକେ ଅନ୍ୟେ ପ୍ରେତି ହୋସାରୋପ ଓ ଅନ୍ୟାଙ୍କେ ମୃତ୍ୟୁ ଜ୍ଞାନ କରେ ;
 କିନ୍ତୁ ଆପନାର ମାଗନ ବା ଆପନାର ପ୍ରେତି ଦୃଷ୍ଟିମାତ କରେ ନା । ସଦନ
 ପ୍ରାଜ୍ଞ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଧନବାନ୍ ଓ ନିର୍ଜନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବିହୀନ ମକ-
 ଣେହି ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ଏକତ୍ର ହଇଲା ଅସ୍ଥିତ୍ରୁଷ୍ଟି ନାସ୍ତିବଦ୍ଧନ ମାଂସ
 ବିହୀନ ମଣିଷେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟେ ମୟମ କରିବା ଥାକେ, ତখন କେହି କେନରୂପ ଲକ୍ଷଣ
 ଦ୍ୱାରା ତାହାମଣେ କୁଳ, ଋଣ ଓ ଶୂନ୍ୟ ପରିଜ୍ଞାତ ହଇତେ ମର୍ଯ୍ୟତ ହୁଏ ନା ।
 ସଦନ ମକଳେହି ମୟମାତେ ତୃତଳେ ନିପତ୍ତିତ ହଇଲା ଦୀର୍ଘ ନିଦ୍ରାୟ ଅଭିଭୂତ
 ହଇତେ ହୁଏ, ତখন ନିର୍ଭୁଦ୍ଧି ମୟମାତେ କି ଜନ୍ମ ପରମ୍ପରାଙ୍କେ ଶ୍ରବଣନା କରିତେ
 ଅଭିଳାଷ କରେ । ହେ-ରାଜନ ! ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ
 କରେ, ମେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତେ ପରମ ଗତି ମାତ କରିବା ଥାକେ ଏବଂ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ
 କେନ ମଧ୍ୟହି ହର୍ଷୟ ହୁଏ ନା ।

পঞ্চম অধ্যায় । ৫ ।

যতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাশয় ! যে বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মকাননে প্রবেশ করিতে পারা যায়, সেই বুদ্ধির বিষয় বিস্তার পূর্বক বর্ণন কর ।

বিহ্বল কহিলেন, হে রাজন্ ! আমি ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া আপনার আদেশানুসারে তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । মহর্ষিগণ সংসারকে অরণ্য স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । পূর্বকালে এক ব্রাহ্মণ পর্যটন করিতে করিতে এক হর্গম অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । সেই অরণ্য সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও নিশাচরগণে সমাবৃত এবং ভয়ঙ্কর শব্দে পরিপূর্ণ । তাহা একদা ভয়ঙ্কর যে, তদদর্শনে কৃতান্তকেও একান্ত ভীত হইতে হয় । ঐ ভয়ানক বন দর্শন করিয়া দ্বিজবরের অন্তঃকরণ নিতান্ত উত্তপ্ত ও সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল । তখন তিনি কাহার শরণাগত হইব, এই ভাবিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ পূর্বক ভীত-ভয়ে মহা বেগে গমন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোনক্রমেই সেই বন-চরগণকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না ; পরিশেষে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, সেই ভয়ানক বন বহুদূরত্যাগে সমাবৃত ও পর্বতের ন্যায় সমুন্নত গগনস্পর্শী পঞ্চশীর্ষ নাগগণে সমাকীর্ণ । এক বৃহৎকার কামিনী বাহুবল দ্বারা সেই কানন আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে । সেই অরণ্যে স্মৃঢ় তৃণলতাশ্রিত একটা বৃহৎ কূপ বিদ্যমান আছে । দ্বিজবর পর্যটন করিতে করিতে সেই লতাবিতানজড়িত গভীর কূপে নিপতিত ও লতাজালে সংলগ্ন হইয়া উর্দ্ধপাদে অধোমুখে বৃন্তলগ্ন পনস কলের ন্যায় লম্বমান রহিলেন । ব্রাহ্মণ যে, কূপমধ্যে লম্বমান হইয়াই নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলেন, এমন নহে, সেই স্থানে তাঁহার অন্য এক উপদ্রব হইতে লাগিল । তিনি ঐ স্থানে তদবস্থার অবস্থান পূর্বক দেখিতে পাইলেন যে, একটা ভয়ঙ্কর মহাভূক্ত সেই কূপের অধোভাগে অবস্থান করিতেছে এবং বড়বস্ত্র দ্বাদশচরণ কৃষ্ণবর্ণ মদমত্ত মাতঙ্গ ক্রমে ক্রমে সেই কূপমুখস্থিত বৃক্ষের সন্নিধানে উপস্থিত হইতেছে । সেই বৃক্ষের প্রশাখার বহু-রূপধারী ভয়ানক মধুকরগণ মধুক্রমে আবৃত করিয়া অবিরত জীবগণের প্রার্থনীর ব্রহ্মারও লৌভনীর অতি উপাদেয় মধু পান করিতে যত্নবান হইতেছে এবং কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীমণ্ডল মূষিক দর্শন দ্বারা সেই বৃক্ষ-ছেদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে । হে রাজন্ ! ঐ বৃক্ষশাখা হইতে নিরন্তর মধুমালা বিনিঃসৃত হইতেছিল । দ্বিজবর সেই বিপদকালেও

অনবরত সেই মধুধারা পান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রোনক্রমেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না; বরং উত্তরোত্তর তাঁহার অধিক লাভের প্রত্যাশা বলবতী হইতে লাগিল। সেই সময় তদবস্থাতেই তাঁহার জীবনে কিছুমাত্র নিৰ্ব্বৈদ উপস্থিত ছিল না। হে মহারাজ! সেই কাননে প্রথমতঃ হিংস্র জন্তুগণ, দ্বিতীয়তঃ সেই ঘোররূপা কামিনী, তৃতীয়তঃ কুপের অধঃস্থিত মহাতৃজ্ঞ, চতুর্থতঃ কুপমুখস্থিত বৃক্ষাভিমুখে ধাবমান মহামাতঙ্গ, পঞ্চমতঃ সুবিকলশনচ্ছিন্ন বৃক্ষের পতন ৯৯ বর্ষতঃ মধুলোলুপ মধুকরগণ হইতে বিবস্ম শব্দা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিছুকালব্যয় হইলে সেই কাননে কুপমধ্যে তদবস্থাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিছুতেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না।

—•••—

ষষ্ঠ অধ্যায় । ৬ ।

তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র হৃৎক প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, হায়! সেই ভ্রাক্ষণের তথায় অবস্থান করা নিতান্ত কষ্টকর হইল, সন্দেহ নাই। তিনি কি জন্য সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? তিনি যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সে স্থান কোথায় এবং সেই স্থান হইতে তাঁহার পরিজ্ঞানলাভের উপায়ই বা কি? তাহা বর্ণন কর। তাঁহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমার সাতিশয় অভিলাষ হইয়াছে।

বিজ্ঞ কহিলেন, হে রাজা! মোক্ষধর্মবিশারদ পণ্ডিতগণ পূর্বোক্ত উপাখ্যান সংসারের আদর্শবরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। মহাব্যাগণ উহা বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া সাবধান পূর্বক অবস্থান করিতে পারিলে, পরলোকে অক্লান্ত লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইতিপূর্বে আপনাকে যে মহাকাননের কথা বলিলাম, তাহা মহাসংহার। তাহাতে যে লবন্য হিংস্র জন্তু আছে, তাহার বাধা, সেই বৃহৎকার কামিনী রূপলাবণ্যবিমোহিতা জরা এবং সেই কুপ মধুধারা গণের কলেশ্বর স্বরূপ। সেই কুপের অমোত্তমগে যে মহাতৃজ্ঞ অবস্থান করিতেছেন, সে মানবগণের সর্বসংহারকর ও জীবগণের অন্তকর কাল। ঐ কুপমধ্যে যে লতা সজাত হইয়াছে এবং বাহাতে সেই বিজবর লবমান রহিয়াছেন, তাহা মানবগণের জীবিতাশা। যে বড়ানন মত্ত মাতঙ্গ সেই কুপমুখস্থ বৃক্ষ সন্ধিধানে আগমন করিতেছে, তাহা লবণ্যগর; তাহার প্রবৃত্তি, হর

আত্ম এবং জ্ঞানশরীরে বান্ধা যায়। যে সমুদায় যুদ্ধিক ও পরগ সেই যুদ্ধ ছেদন করিতেছে, উহার প্রাণিগণের আনন্দকর দিবা ও রাত্রি; আর যে সমুদায় মধুকরগণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা কাম এবং সেই যুদ্ধ হইতে যে মধুধারা বিনিঃসৃত হইতেছে, তাহা কামরস। মধুবাগণ সেই রসে সর্বদা নিমগ্ন হয়। হে রাজন্! পণ্ডিতগণ এই প্রকারে সংসারকে নির্ণয় করিয়া উহাতে কদাচ আবদ্ধ হন না।

সপ্তম অধ্যায় । ৭ ।

যতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাশয়! তুমি বীর তত্ত্বদর্শিতাপ্রভাবে অদ্ভুত উপাখ্যান বর্ণন করিলে। এক্ষণে তোমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিতে আমার পুনরায় ক্ষৌতুক জন্মিতেছে।

বিত্তর কহিলেন, হে রাজন্! পণ্ডিতগণ যাহা শ্রবণ পূর্বক সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন, আরি পুনরায় সেই বিষয় বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যেকোন লোকে অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইলে, সাতিশর পরিশ্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে বিশ্রামার্থ অবস্থান করে, সেইরূপ নির্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ এই সংসার পরিভ্রমণ করত বারংবার গর্ভবাস আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু সাধুগণ উহা হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই নিমিত্ত শাস্ত্রবিশারদ প্রাজ্ঞ জনগণ এই সংসার অরণ্যকে পথ বলিয়াও নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রাবরজ্জমাঙ্গক সমস্ত পদার্থই এই পথে অনবরত পর্যটন করিতেছে; কেবল সাধুগণ উহাতে বিরত হইয়া রহিয়াছেন। ঐ পথে হিংস্র জন্তুর ন্যায় শারীরিক ও মানসিক আনা প্রকার ব্যাধি মানবগণকে আক্রমণ করিতেছে। যদি কেহ কোনক্রমে সেই ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে কর। ক্রমে ক্রমে তাহাকে আক্রমণ পূর্বক তাহার রূপরূপি বিনষ্ট করিতে থাকে; কিন্তু মানবগণ এরূপ নির্কোষ যে, ঐ রূপ চরমস্থাতেও কোনক্রমে জীবিতা-পার মিরাম হয় না, প্রতিনিয়তই শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি বিবিধ ইঞ্জিরতোগ্য বিষয়ে লিপ্ত হইয়া থাকে। সৰ্ব্বসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবা রাত্রি ক্রমে ক্রমে মানবগণের রূপ ও পরমায়ু কয় করিতেছে; কিন্তু নির্কোষ মধুবাগণ তাহাদিগকে কাণের প্রতিনিধি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সকলেই বীর বীর কাৰ্য্যায়রূপ কলতোগ করিতে

থাকে। প্রাক্ত ব্যক্তিগণ জীবগণের কলেবরকে কৃতান্তের রথ, প্রাণকে সেই রথের সারথি, ইঞ্জিরদিগকে তাহার অশ্ব ও বর্ষবুদ্ধিকে সেই অশ্ব-গণের রশ্মি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই ধাবমান অশ্ব-দিগকে বুদ্ধিরূপ প্রগ্রহদ্বারা নিবৃত্ত না করিয়া তাহাদিগের অমুগামী হয়, সেই ব্যক্তি এই সংসার-ক্ষেত্রে চক্রের ন্যায় বারংবার পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং বাহারা সেই অশ্বগণের সহিত পরিভ্রমণ করিয়াও মুক্ত না হয়, তাহাদিগকে এই সংসারে বারংবার পরিভ্রমণ করিতে হয় না।

হে মহারাজ! এই প্রকারে মনুষ্যাগণকে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া বহুবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়; অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সেই দুঃখ নিবারণ করিতে অত্যন্ত যত্নবান হইয়া থাকেন; তাহাতে কোন প্রকারেই উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না। উপেক্ষা করিলে, তাহা ক্রমে ক্রমে শতধা পরিবর্জিত হয়। যিনি ইহলোক-কোষলোভবিরজ্জিত, জিহেজির, সন্তুষ্টচিত্ত ও সত্যপরায়ণ, তিনিই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। আর যে ব্যক্তি নিতান্ত বুদ্ধিবিহীন ও মুগ্ধস্বভাব, সেই ব্যক্তিই আপনার ন্যায় রাজ্য, স্বহৃৎ ও পুত্র নাশজনিত দুঃখে কাতর হইয়া পৰিতাপ ও দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। সংযতচিত্ত সাধু ব্যক্তিগণ জ্ঞানরূপ মহৌষধ প্রয়োগ পূর্বক দুঃখরূপ মহাব্যাধিকে নিবারণ করেন। হির-চিত্ত হইলে, যেরূপ দুঃখবিমোচনের উৎকৃষ্ট উপায় হয়, বিক্রম অর্থ বা বজ্রবাক্যে তজ্জপ হইতে পারে না। অতএব আপনি হিরচিত্ত হইয়া দুঃখ বিমোচন করুন। দম, দান ও অনবধানতা এই তিনটি ব্রহ্মার অশ্ব; যিনি শীলরূপ রশ্মি গ্রহণ করিয়া ঐ তিন অশ্বসংযুক্ত মানসরূপে আরোহণ করিতে সমর্থ হন, তিনি কৃতান্তের ভর পরিভ্রমণ পূর্বক অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন। আর যিনি জীবগণকে অভয় প্রদান করেন, তিনি উৎকৃষ্ট শিশুলোকগমনে সমর্থ হন। অভয় প্রদান করিলে, যে প্রকার ফল লাভ হইয়া থাকে, সহস্র বছরের অমুষ্ঠান ও নিত্য উপবাস করিলেও তজ্জপ ফল লাভ হইতে পারে না। জীবগণের মধ্যে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই। কেহই মৃত্যু-বাসনা করে না। অতএব সর্বভূতে সতত দয়া করা অবশ্য কর্তব্য। অমৃতদর্শী ব্রাহ্মবুদ্ধি মনুষ্যাগণ মোহজালে জড়িত হইয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করে। আর অমৃতদর্শী মহাত্মারা শাখত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।

অষ্টম অধ্যায় ৮ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! পুত্রশোকমত্তপুত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের বাক্য শ্রবণ পূর্বক মুচ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বিদুর, মঞ্জর এবং অন্যান্য বহুগন্ধর্ব ও দ্বারপালগণ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন পূর্বক বহুক্ষণ স্থনীতল বারিধাভূতিবিকৃত ভাগবন্ত বীজন ও গাত্র সংস্পর্শ দ্বারা পরম যত্ন সহকারে তাহার মুচ্ছা অপনোদন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই প্রকারে বহুক্ষণের পর চৈতন্য লাভ করত পুত্রশোকে সাতিশর বিক্ষল হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে কহিলেন, হে বিজয়ন্তম! সমুদ্রাগণের দেহ ধারণে দিক! মানবদেহ ধারণ করিলেই পুত্র, অর্থ ও জ্ঞাতিকুটুম্ব নাশের নিমিত্ত পদে পদে বিবাগ্নি সৃষ্ট বহুবিধ দুঃখ উপনীত হইয়া কলেবর দগ্ধ ও বুদ্ধি বিনষ্ট করিতে থাকে। দুঃখানলে কলেবর দগ্ধ হইলে, লোকে অচিরে মৃত্যু বাসনা করে। এক্ষণে ভাগ্যবিপর্যয়বশত আমি এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইরাছি; অতঃপর জীবন পরিত্যাগ ভিন্ন এ দুঃখের আর নিকৃতি দেখিতেছি না; অতএব আমি আজিই দেহ পরিত্যাগ করিব। হে মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এই কথা বলিয়া শোকে একান্ত অভিভূত ও চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সেই সময় মহর্ষি ব্যাসদেব শোকাক্ত স্বীয় পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎস! আমি তোমাকে বাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সর্বশাস্ত্রবিশারদ, মেধাবী ও পরম ধার্মিক। তুমি সমুদয় বিষয়ই বিশেষরূপে অবগত আছ। মর্ত্যাদিগের অনিত্যতার বিষয় তোমার অধিগত নাই। যখন সমস্ত জীবলোক অনিত্য এবং জন্মগ্রহণ করিলেই জীবগণের মৃত্যু হইয়া থাকে, তখন তুমি কি জন্য বৃথা শোক করিতেছ? দৈব তোমার সমক্ষেই হর্যোদনকে নিমিত্ত করিয়া তোমাদিগের এই বিরোধ উপস্থিত করিয়াছেন; সুতরাং কোরবকুলের সংহার অবশ্যভাবী; অতএব তুমি কি জন্য পরলোকগত বীরগণের জন্য অনুতাপ করিতেছ? মহাজ্ঞা রিহর সজ্জিসংস্থাপনার্থ নিতান্ত যত্নবান হইরাছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে সমর্থ হইন নাই; অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, লোকে অচিরকাল পরিত্যক্ত হইলেও দৈব ও নিয়ম উন্নয়ন করিতে সমর্থ হয় না।

হে বৎস! সুরগণ তোমাদিগের কুলক্ষয়ের কারণ বাহ্য কহিয়াছিলেন, আমি তাহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সেই বিবক্ষ্য তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করিলেই তুমি চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ হইবে। পূর্বে এক দিন আমি দেবরাজ ইন্দের সভায় গমন পূর্বক দর্শন করিলাম, সমুদায় দেবতা ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময় বসুন্ধরাজ স্বীয় কার্য সংসাধনার্থ তাহাদের সম্মুখানে আগমন পূর্বক কহিলেন, হে সুরগণ! পূর্বে তোমরা ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটনে আমার নিমিত্ত যে কার্য সাধন করিতে স্বীকার করিয়াছিলে, অচিন্ত্য তাহার অহুতান কর। সেই সময় সর্বলোকপূজনীয় বিষ্ণু বসুন্ধরার এইবাণ্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে বসুন্ধরে! ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ দ্রুপোধন তোমার কার্য সংসাধন করিবে। সে রাজা হইলেই তুমি কৃতকার্য হইতে পারিবে। সেই দ্রুপদিত্য কার্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত অন্যান্য মহীপালগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া দৃঢ়তর অন্ত প্রহারে পরস্পরকে সংহার করিলেই তোমার ভার লাঘব হইবে। এক্ষণে সম্বরে স্বস্থানে গমন পূর্বক লোকদিগকে ধারণ করিতে থাক।

হে রাজন্! তোমার তনয় দ্রুপোধন লোক সংহারার্থ কলির অংশে গাকারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সে নিতান্ত অমর্যপরাগণ, চঞ্চল-স্বভাব, ক্রুদ্ধ ও হর্কিনীত ছিল। দৈববশতঃ তাহার ভ্রাতৃগণও তাহার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল এবং শকুনি দাভুল ও কর্ণ পরম সখা হইয়াছিল। দ্রুপোধনের ন্যায় অন্যান্য রাজগণও লোক সংহারের জন্য অবনীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। রাজা যেক্রপ স্বভাবসম্পন্ন হন, তাহার প্রজারাও সেইরূপ স্বভাব হইয়া থাকে। রাজা ধর্মপরাগ হইলে, অধর্মও ক্রমে ক্রমে ধর্ম হইয়া উঠে। স্বামীর দোষ ও গুণচার্য্য ভৃত্য দোষ ও গুণ বিশিষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। হুঁই রাজার দোষেই তোমার অন্যান্য পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব তাহাদিগের জন্য শোক প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার তনয়গণ নিতান্ত হুয়ায়া ছিল, তাহাদিগের অপরাধেই সমস্ত পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। পাণ্ডব-গণের এ বিষয়ে কিছুমাত্র দোষ নাই। পূর্বে তর্কদর্শী দেবর্ষি নারদ রাজসূর বস্ত্রস্থলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন যে, হে ধর্মরাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রযুক্ত হইয়া আপনাদিগের বংশ ধ্বংস করিবে, অতএব এক্ষণে তোমার বাহ্য কর্তব্য হয়, ভগ্নহীন অস্থ-

ঠান্নে যত্নবান্ হও । তৎকালে পাণ্ডবগণ দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক সাতিশয় শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন । হে বৎস ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই সমুদায় দেবগণের ও গোপনীর বিষয় প্রকাশ করিলাম । অতঃপর তুমি দৈবকৃত বিড়ম্বনা পরিজ্ঞাত হইয়া শোক পরিহার পূর্বক জীবনধারণে যত্ন ও পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ প্রকাশ কর । পূর্বেই আমি এই সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজসূর বজ্রকালে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম ; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও আমার মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কৌরবগণের সহিত বাহাতে বিদ্রোহঘটনা না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ যত্নবান্ হইয়াছিলেন ; কিন্তু দৈবের বলবৎ ও অখণ্ডনীয়তা প্রভাবে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন নাই । কি স্বাভাবিক জন্ম কেহই কৃতান্তের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না । তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ ; তুমি জীবগণের সঙ্গতি ও দুর্গতির বিষয় বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছ ; অতএব কি জন্য এক্ষণে মুগ্ধ হইতেছ ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে এই প্রকার শোকাভিভূত জানিতে পারিলে, জীবন পরিত্যাগ করিতেও ক্রান্ত হইবেন না । রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত ধীর ; তিনি পশু পক্ষীর প্রতিও সতত দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন । তোমার প্রতি তাঁহার দয়া কি নিমিত্তই বা না হইবে ? এক্ষণে তুমি আমার কথা রক্ষা কর ; দৈবের অখণ্ডনীয়তা অমুচিন্তন ও পাণ্ডবদিগের প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্বক জীবন ধারণ করিতে থাক ; তাহা হইলে লোকসমাজে কীৰ্ত্তি লাভ, ধর্ম্মার্থের অমূল্যলভন ও বহুকাল তপোহুষ্ঠান করিতে পারিবে । অতঃপর প্রজ্ঞারূপ সলিল সেচন পূর্বক প্রজ্জলিত পুত্রশোকানল নির্ঝাণ করাই তোমার কর্তব্য ।

হে জনমেজয় ! রাজা দ্রুতরাষ্ট্র অমিতভেজা ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত কহিলেন, হে মহর্ষে ! আমি গুরুতর শোকে ষারপর নাই বিমোহিত হইয়াছি । বারংবার মোহ উপস্থিত হওরাতে আমার আত্মজ্ঞান ভিরোহিত হইয়াছে । বাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনায় মুখে নিগূঢ় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম যে, আমার তনয়গণ দৈববশতই বিনষ্ট হইয়াছে । অতএব আমি আর জীবন পরিত্যাগের অভিলাষ বী শোক প্রকাশ করিব না । হে মহারাজ ! সেই সময় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজা দ্রুতরাষ্ট্রের এই কথা শ্রবণ পূর্বক সেই হাটনেই অন্তর্হিত হইলেন ।

নবম অধ্যায় । ৯ ।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্ ! মহর্ষি ব্যাসদেব অতর্হিক হইলে, রাজা দ্বুতর ঠিক করিলেন ? আর সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি মহারথজর কি কার্য্যের অহুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ? তাহা বর্ণন করুন । আমি আপনার মুখে অশ্বখামার সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! অনন্তর সঞ্জয় রাজা দুর্যোধন ও তাঁহার সৈন্যগণের বিনাশে হতবুদ্ধি হইয়া, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সরিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ ! বহুদেশীয় মহীপালগণ কুরুক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক আপনার তনয়গণের সহিত পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন । দুর্যোধন শত্রুতা উচ্ছিন্নপ্রায় করিবার বাসনার সমস্ত মেদিনী উচ্ছিন্নপ্রায় করিয়াছেন । এক্ষণে আপনি নিয়মাত্মসারে পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেক্ষার্থী সমাধান করুন । রাজা দ্বুতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এই প্রকার নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করত বিচৈতন ও মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন । সেই সময় সর্ষধর্ম্মবিশারদ মহামতি বিহর ধৃতরাষ্ট্রকে ধরাশায়ী অবলোকন করিয়া সন্দোধান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্ ! সকল প্রাণিকেই করাল কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, অতএব আপনি শোক সম্বরণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন । পূর্ব্বে প্রাণিগণের অভাব, মধ্যে কিয়দ্দিনমাত্র সম্ভাব এবং পরিশেষে নিধনবশতঃ পুনর্বার অভাব হইয়া থাকে । অতএব তাহাদিগের জন্য শোক করা বিজ্ঞগণের কদাচ কর্তব্য নহে । শোক করিলে মৃত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত কিম্বা স্বয়ং মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইতে পারে না । অতএব আপনি কি জন্য বৃথা পরিতাপ করিতেছেন ? দেখুন, লোকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং সংগ্রাম করিয়াও জীবিত থাকে । কাল সমুপস্থিত হইলে, কেহই তাহকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না । কাল সমস্ত প্রাণিকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে । কালের কেহই প্রিয় বা অপ্রিয় নাই । তৃণ সমুদায় বেক্রপ বায়ুর বশবর্তী হইয়া উড়ীন হয়, নৈরূপ জীবগণও কালের বশবর্তী হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করে । ইহলোকস্থিত সমস্ত প্রাণিগণকেই এক স্থানে গমন করিতে হইবে ; অতএব ক্রান্তির বশীভূত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত শোক করা কদাচ কর্তব্য নহে । হে ভারত !

আপনি যে সমুদায় মহাত্মার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা কোনক্রমেই শোচনীয় হইতে পারেন না। তাঁহারা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়া অরণ্যে গমন করিয়া গেলেন। বীণা সময়ে জীবন পরিত্যাগ করিলে, যেরূপ সহস্র স্বর্গ লাভ করিতে পারেন, অন্যান্য লোক প্রভু-দক্ষিণ বহুসংখ্যক যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যাবলে তজ্জপ সহজে স্বর্গ লাভ করিতে পারেন না। কৌরবপক্ষীয় সমস্ত বীরই বেদবেতা ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই সময়ে পরাজিত হন নাই। তাঁহারা শত্রুগণের দেহাঘাতে শরাহতি প্রদান পূর্বক তদ্বিক্রিষ্ট শরসমূহ অনায়াসে সহ্য করিয়াছেন। অতএব আপনি কেন তাহাদিগের জন্য পরিতাপ করিতেছেন? ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রামই স্বর্গ লাভের উৎকৃষ্ট পথ। ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা আর শ্রেয়স্কর কিছুই নাই। কৌরবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা কদাচ শোচ্য নহেন; অতএব এক্ষণে আপনি আপনাকর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া শোক পরিত্যাগ করুন; শোকাভিভূত হইয়া কর্তব্য কার্যের অহুষ্ঠান করিতে বিরত হইবেন না।

— ০০ —

দশম অধ্যায় । ১০

হে মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহামতি বিহ্বলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যান স্তম্ভজিত করিতে অহুমতি প্রদান পূর্বক পুনরায় বিহ্বরকে কহিলেন, হে মহাশয়! তুমি গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য রমণীগণকে সত্বরে আনয়ন কর। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিহ্বরকে এই কথা কহিয়া শোকোপহত চিত্তে যানে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর পুত্রশোকসন্তপ্তা গান্ধারী পতির অহুমত্যাশ্রমে কুন্তী ও অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে আগমন করিলেন। রোদনপরায়ণা কামিনীগণ রাজার নিকট আগমন পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহামতি বিহ্বর শোকা-কুলিতচিত্তে আর্দ্রস্বরে সেই রোদনপরায়ণা কুলকামিনীগণকে আশ্বাসিত করিয়া রথে সংস্থাপন পূর্বক পুর হইতে বিনির্গত হইলেন। সেই সময় কৌরবপক্ষের ঐতিগৃহেই ক্রন্দনধ্বনি সমুদ্ভূত হইল। আবালবৃদ্ধ বৃদ্ধিতা সকলেই শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া উঠিল। দেবগণও পূর্বে যে

সমুদায় কুলকামিনীগণের মুখাবলোকন করেন নাই, এক্ষণে তাঁহারা অনাধার ন্যায় সামান্য লোকের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। আনু-
 লায়িতকেশা একবসনা কুলকামিনীগণ অলঙ্কার পরিত্যাগ করত হরিনী-
 গণ যেরূপ যুথপতির নিধনে শোকার্ত হইয়া পর্কতগুহা হইতে বিনির্গত
 হয়, সেই রূপ গৃহ হইতে বিনির্গত হইতে লাগিলেন এবং শোকার্দ্দিত-
 চিত্তে অঙ্গনচারিণী ঘোটকীগণের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া পিতা,
 পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।
 তাঁহাদিগকে অবলোকন করিবারাত্র বোধ হইল যেন, তাঁহারা যুগান্ত-
 কালীন লোকসংস্কারের বিষয় প্রকাশ করিতেছেন। তৎকালে তাঁহারা
 শোকে জ্ঞানশূন্য হইয়া কোনক্রমেই কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিতে
 সমর্থ হইলেন না। পূর্বে যে মহিলাগণ সমীক্ষনের নিকটেই লজ্জায়
 নতমুখী হইতেন; এক্ষণে শত্রুগণের সমক্ষেই লজ্জা পরিহার পূর্বক এক
 বস্ত্র পরিধান করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পূর্বে যাহারা অল্প
 শোকের কারণ উপস্থিত হইলে, পরস্পরকে আশ্বাস প্রদান করিতেন,
 এক্ষণে তাঁহারা শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন
 করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই প্রকারে সেই রোদন-
 পরায়ণা কুলকামিনীগণে সমাবৃত হইয়া শোকাকুলচিত্তে রণস্থলে
 গমন করিতে লাগিলেন। শিল্পী, বণিক ও বৈশ্যগণ তাঁহার অনুগমন
 করিল। তৎকালে কুলকামিনীগণের রোদন ধ্বনিতে ত্রিভুবন ব্যথিত
 হইয়া উঠিল। ভূতগণ যুগান্তকালীন জীবন্মর উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া
 বিবেচনা করিল এবং অনুরক্ত পুরবাসিগণ ব্যথিতহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে
 রোদন করিতে লাগিল।

একাদশ অধ্যায় । ১১ ।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পরিজনগণ এক ক্রোশ মাত্র গমন
 করিলে, মহারথ কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা ও কৃতবর্মা তাঁহাদের সন্নিধানে
 উপনীত হইলেন। সেই তিন মহারথ প্রজাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে
 রোদন করিতে দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বাষ্পপূর্ণলোচনে
 গদগদ বচনে কহিলেন, হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ অতি হৃদয় কাৰ্য্য
 সম্পাদন পূর্বক অমৃতবর্গের সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন।

আমাদিগের অন্যান্য সমস্ত সৈন্য নিহত হইয়াছে ; এক্ষণে আমরা তিন জনমাত্র অবশিষ্ট আছি ।

অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য পুত্রশোকসন্তপ্তা গান্ধারীকে সন্মোদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজি ! তোমার তনয়গণ যখন নির্ভয়চিত্তে বীর জনোচিত সংগ্রামকার্য্য সম্পাদন করিয়া শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন তাঁহারা তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক দেবগণের ন্যায় সুনির্ম্মল দিব্য লোকে বিচরণ করিতেছেন । অস্বপক্ষীয় বীর-গণের মধ্যে কেহই সংগ্রামে বিমূখ বা শত্রুগণের শরণাগত হইয়া বিনষ্ট হয় নাই । প্রাচীন মহাত্মারা সমরে শত্রুদ্বারা নিধন লাভকেই পরম গতি কহিয়া থাকেন ; অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অক-
 র্ত্তব্য । আপনার তনয়গণের শত্রু পাণ্ডবগণও সহজে নিকৃতি লাভ করিতে পারে নাই । অশ্বখামা, কৃতবর্মা ও আমি আমরা তিন জন, দুৰ্ম্মতি বুকোদর অধর্ম্মাত্মসারে রাজা দুৰ্য্যোধনকে বিনষ্ট করিয়াছে শ্রবণ করিবা-
 মাত্র সেই বামিনীতেই শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রিত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে সংহার করিয়াছি । দুষ্টহ্যায় প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় পাঁচ পুত্র আমাদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে । এই প্রকারে আমরা তোমার তনয়ের অরতিগণকে সংহার করিয়া পরিশেষে মহাধনুর্ধর পাণ্ডবগণ ক্রোধভরে নিশ্চয়ই বৈরনির্ঘাতনার্থ আগমন করিবে, এই বিবেচনা করিয়া জীবনভয়ে পলায়ন করিতেছি । পুরুষাগ্রগণ্য পাণ্ডবগণ পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক উন্মত্তপ্রায় হইয়া আমাদিগকে সংহার করিবার মানসে নিতান্ত যত্নবান হইয়াছে । অতএব আমরা আর এই স্থানে অবস্থান করিতে সাহসী হইতে পারিতেছি না । এক্ষণে আপনি শোক পরিহার পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রস্থান করিতে অনুমতি প্রদান করুন । মহারাজও আমাদিগকে গমনার্থ আদেশ প্রদান করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শন করুন ।

হে জনমেজয় ! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্মা ও অশ্বখামা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া বারংবার নিরীক্ষণ করত ভাগীরথীর অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহারা তিন জনে ক্রিয়দূর গমন পূর্ব্বক পরস্পরকে আমন্ত্রণ করিয়া তিন দিকে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন । মহাবল কৃপাচার্য্য হস্তিনানগরে, কৃতবর্মা স্বীয় রাজধানীতে এবং অচ্যুতকুমার অশ্বখামা বাসদেবের আশ্রয়ভিক্ষুধে ধাবমান হইলেন । হে রাজন ! সেই তিন মহারথ

এই প্রকারে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে, মহারণ পাণ্ডবগণ পশ্চিমদ্যে দ্রোণতনয়কে আক্রমণ পূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিয়া পরাজিত করিলেন ।

দ্বাদশ অধ্যায় । ১২ ।

হে রাজন্ ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিন্য-
হইতে বিনির্গত হইরাছেন শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার
বাসনার মহামতি কেশব, সাত্যকি, যুয়ুত্সু ও ভ্রাতৃগণের সহিত গমন
করিতে লাগিলেন । দ্রোণদী পুত্রশোকে নিতান্ত হুঃখিত হইয়া পাঞ্চাল-
রমণীগণের সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন ।
অনন্তর যুধিষ্ঠির কিয়দূর অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, পুত্রশোকে নিতান্ত
নিপীড়িত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুলকামিনীগণে সমাবৃত হইয়া ভাগীরথী-
তীরভিমুখে গমন করিতেছেন । মহলাগণ কুরুরীকুলের ন্যায় হুঃখিত-
চিত্তে এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন যে, হা ধর্ম্মরাজ ! এক্ষণে
তোমার সে ধর্ম্মানুরাগিতা ও অনুশংসতা কোথার রহিল ? তুমি কি
প্রকারে ভ্রাতা, গুরুপুত্র ও মিত্রগণকে সংহার করিলে ; মহাবীর ভীষ্ম,
দ্রোণ ও জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিয়া তোমার চিত্ত কি ব্যথিত হইতেছে
না ? এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু, দ্রোণদীর পাঁচ পুত্র এবং
গুরু ও ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে তোমার রাজ্যলাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর
হইবে ।

রাজা যুধিষ্ঠির সেই কামিনীগণের এই প্রকার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করত
তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন ।
তখন অন্যান্য পাণ্ডবগণও স্বীয় স্বীয় নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যকে
অভিবাदन করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই সময় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র
অশ্রুস্র চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে প্রালিঙ্গন ও দাস্ত্রনা করিয়া স্বীয় হৃদভিসন্ধি
সম্পাদন করিবার বাসনায় বৃকোদরকে অন্যেষণ করিতে লাগিলেন । ঐ
সময় বোধ হইল যেন, তাঁহার শোকাগ্নি ক্রোধসমীরণে সজ্জ্বলিত হইয়া
ভীমরূপ তৃণশিখি দগ্ধ করিবার মানস করিয়াছে । হে রাজন্ ! অসা-
মান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মহামতি কেশব ইহার পূর্বেই বৃকোদরের প্রতি
রাজা ধৃতরাষ্ট্রের হৃদভিসন্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিবার

অভিলাষে লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি রাজা গুত্তরাষ্ট্রের ভাব সন্দর্শন পূর্বক তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বৃকোদরকে হস্ত দ্বারা অবরোধ করত গুত্তরাষ্ট্রকে সেই লৌহময় ভীম প্রদান করিলেন। দশ সহস্র মন্ত্র মাতঙ্গ সদৃশ বলবীৰ্য্যশালী রাজা গুত্তরাষ্ট্র সেই লৌহময় ভীমসেনকে প্রাপ্ত হইবামাত্র বাহুযুগল দ্বারা গ্রহণ পূর্বক যথার্থ ভীম বিবেচনা করত বল প্রকাশ করিয়া চূর্ণ করিলেন। বৃকোদরের লৌহময় প্রতিমূর্তি চূর্ণ হইবামাত্র গুত্তরাষ্ট্রের বক্ষঃস্থলে বিমণ্ডিত এবং মুখমণ্ডল হইতে অবিরত রুধির প্রবাহ বিনির্গত হইতে লাগিল। সেই সময় তিনি রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পুষ্পোপশোভিত পারিজাত বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ধরাতে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া সাধুনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ গুত্তরাষ্ট্র ক্রোধ গম্বরণ পূর্বক শোকোপহত চিত্তে হা ভীম ! হা ভীম ! বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় পুরুষোত্তম হৃষীকেশ গুত্তরাষ্ট্রকে ক্রোধবিহীন ও ভীমসেন-নিধনে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ ! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনি লৌহময় ভীমকে চূর্ণ করিয়াছেন ; প্রকৃত ভীমকে সংহার করেন নাই। আমি আপনাকে সান্ত্বিয় কোপাবিষ্ট অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে মৃত্যুর দশনান্তর্গত বিবেচনা করত অগ্রেই অপসারিত করিয়াছিলাম। আপনার সদৃশ বলবীৰ্য্যশালী আর কে আছে ? আপনি বাহুযুগলদ্বারা পরিগ্রহ করিলে, কোন্ ব্যক্তি তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয় ? যেক্রপ শমনের সন্নিহিত হইলে, কেহই জীবিত থাকিয়া পরিভ্রাণলাভে সমর্থ হয় না, সেই রূপ আপনার বাহু-যুগলের মধ্যগত হইলে, কোন বীরই জীবিত থাকে না। আমি তন্নি-বন্ধনই আপনার সমীপে হৃষ্যোপনবিনির্মিত লৌহময় ভীমের প্রতিমূর্তি অর্পণ করিয়াছিলাম। হে কুরুরাজ ! আপনার চিত্ত পুত্রশোকে একান্ত সন্তপ্ত ও ধর্ম্মভাবপরিশূন্য হইয়াছে ; তন্নিবন্ধনই আপনি বৃকোদরকে সংহার করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃকোদরকে সংহার করা আপনার কদাচ কর্তব্য নহে। দেখুন, আপনার অন্তর্গত কোনক্রমেই জীবিত থাকিবার উপযুক্ত ছিলেন না ; তন্নিবন্ধনই আমরা পূর্বের সন্ধি সংস্থাপনার্থ বিশেষ যত্নবান হইয়াও কৃতকার্য হইতে পারি নাই। এক্ষণে আপনি তাহা বিশেষরূপ অনুচিন্তন পূর্বক শোকে মনঃ-সমাধান করিবেন না।

ত্রয়োদশ অধ্যায় । ১৩ ।

অনন্তর পরিচারকগণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কলেবরপ্রক্ষালনাদি শৌচ-
ক্রিয়া সমাধান করিলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে নরাধিপ !
আপনি সমুদায় কার্য্যাকার্য্য বিশেষরূপ অবগত আছেন। আপনি বহু-
দর্শী এবং বেদ, পুরাণ ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি নান্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন।
অতএব আপনি স্বয়ং অপরাধী হইয়া কেন এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করি-
তেছেন ? পূর্বে আমি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, বিহর ও সঙ্কর আমরা সকলে
আপনাকে কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ সমধিক বলবীৰ্য্যশালী ; অতএব
তাঁহাদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করাই বিধেয়। হে মহাত্মন !
এই প্রকারে আমরা আপনাকে বারংবার সন্ধিসংস্থাপন করিতে অনু-
রোধ করিলেও তৎকালে আপনি আমাদের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন
করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহাতে সন্মত হন নাই। দেখুন, যে স্থির-
বুদ্ধি ভূপাল স্বয়ং আপনার দোষ দর্শন ও দেশকাল বিবেচনা পূর্ব্বক
কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি অন্যায়সে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। আর
যিনি হিতাহিত বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ না করেন,
তাঁহাকে হুনীতিবশতঃ বিপদাপন্ন হইয়া নিশ্চয়ই শোক করিতে হয়।
আপনি নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব এবং রাজা দুর্ঘ্যোধনের বশীভূত ছিলেন
বলিয়াই এই প্রকার দুরবস্থাপন্ন হইয়াছেন ; অতএব এক্ষণে কি জন্য
বৃকোদরকে সংহার করিতে বাসনা করিতেছেন ? বৃকোদরের অপরাধ
কি ? যে নীচাশয় স্পর্দ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন
করিয়াছিল, ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাহাকে সংহার করিয়া বৈরনির্ধাতন
করিয়াছেন। হে রাজন ! আপনি অপরাধশূন্য পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ
করিয়া কি প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, আর দুর্ঘ্যোধনও ইহা-
দিগের প্রতি কতই অত্যাচার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা অনুচিন্তন পূর্ব্বক
ক্রোধ সম্বরণ করুন।

হে জনমেজয় ! দেবকীনন্দন জয়ীকেশ এই প্রকার কহিলে, রাজা
ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বাহুদেব ! তুমি
যে সমুদায় কথা কহিতেছ, ঐ সমস্তই সত্য ; কিন্তু বলবান্ অপত্যস্নেহ-
প্রভাবে আমি দৈর্ঘ্য ধারণ করিতে সমর্থ হইনাই ; তন্নিবন্ধনই আমি
বৃকোদরের অহিতানুষ্ঠান করিতে অভিলাষ করিয়াছিলাম। তুমি ভাগ্য-
ক্রমে সত্যপরায়ণ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকে রক্ষা করিয়াই বলিয়াই

সে আমার বাহ্যুগ্লেব মধ্যগত হয় নাই । যাহা হউক, আমি এক্ষণে একাগ্রচিত্ত হইয়াছি ; আমার সমুদায় শোক ও তাপ নিরাকৃত হইয়াছে ; অতঃপর মহাবলশালী বৃকোদরকে কুশল প্রেরণ ও মাদর সন্তাষণ করিব । আমার পুত্রগণ ও অন্যান্য রাজগণ সকলে সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছে ; স্তবরাং এক্ষণে পাণ্ডুপুত্রগণই আমার প্রীতি ও মঙ্গলের আশ্রয় হইল । মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে বৃকোদর, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন ।

—:—

চতুর্দশ অধ্যায় । ১৪ ।

• দে মহারাজ ! অনন্তর মহাত্মা হৃষীকেশ ও পাণ্ডবগণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অমুমতি গ্রহণ পূর্বক গান্ধারীর সমীপে উপনীত হইলেন । পুত্র-শোকসন্তপ্তা পতিপরায়ণা গান্ধাররাজতনয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুকুল নির্মূল করিয়াছেন জানিয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিতে সমুদাত হইলেন । সেই সময় দিবা চক্ষু সর্বভূতভাববেত্তা সত্যবতীতনয় ব্যাসদেব পাণ্ডবগণের প্রতি গান্ধারীর দুঃখভিসন্ধি অবগত হইয়া ভাগীরথীর নির্মূল মলিলে অবগাহন করত মনোমারুতবেগে তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূ সম্মিথানে আগমন পূর্বক তাহাকে শাস্ত করিবার বাসনায় কহিলেন, বৎসে ! তুমি আমার বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি ক্রোধ পরিহার করিয়া শান্তি অবলম্বন কর । তোমার তনয় ইতিপূর্বে শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবসই সময়ে সময়ে তোমার নিকট আগমন পূর্বক কহিয়াছিল, মাতঃ ! আমি শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন । তৎকালে তুমিও কহিয়াছিলে, বৎস ! যে স্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই জয় । হে কল্যাণি ! তুমি সমস্ত জীবগণের হিতসাধনে সর্বদা যত্ন করিয়া থাক । তোমার বাক্য কোনক্রমেই অন্যথা হয় না । মহামতি পাণ্ডবগণ ঘোরতর সংগ্রামে অসংখ্য ভূপতির জীবন সংহার করিয়া জয় লাভ পূর্বক তোমার বাক্যের বাণার্থ্য সম্পাদন করিয়াছে । পূর্বে তোমার অসাধারণ ক্ষমা গুণ ছিল ; অদ্য তুমি কি কারণে সেই গুণ পরিত্যাগ করিতেছ ? এক্ষণে অসম্মুখে পরাজয় করাই তোমার অবশ্য কর্তব্য । যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়

হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় ধর্ম ও পূর্বোক্ত বাক্য সমুদায় স্মরণ পূর্বক এক্ষণে ক্রোধ সন্মরণ কর।

গান্ধারী কহিলেন, হে ভগবন্! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ঈর্ষা নাই। আর তাহারা যে, নিহত হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু আমি পুত্রশোক নিতান্ত বাতুল হইতেছি। কুন্তী যেরূপ পাণ্ডবগণকে প্রতিপালন করেন, আমি এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমরা সেইরূপ তাহা-
দিগকে সর্বদা রক্ষা করিব। দ্রুপদা হৃষ্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কোরবগণ গর্জবশতই সমরে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, তন্নিবন্ধন আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি না। কিন্তু মহামতি বৃকোদর যে, হৃষ্যোধনকে গদাঘূষে আহ্বান করিয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত শিক্ষানিপুণ অবলোকন পূর্বক কেশবের সমক্ষেই তাহার নাভির অধোদেশে গদাঘাত করিয়াছে, তাহার সেই অধর্মই আমার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত করিতেছে। আপনার জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত রণস্থলে সাধুজনসমুদিকে ধর্ম পরিত্যাগ করা বীর পুরুষের কি উচিত কার্য্য।

—•••—

পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৫ ।

হে রাজন্! সেই সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন গান্ধারীর এই বাণ্য শ্রবণ পূর্বক সঙ্কতিচিন্তে তাঁহাকে অনুসঙ্গসহকারে কহিলেন, হে মাতঃ! আত্মরক্ষার্থ ভয়প্রযুক্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা ধর্মই হউক বা অধর্মই হউক, আপনি তদ্বিবরে ক্রমা প্রদর্শন করুন। আমি অধর্মীভূতসারেই আপনার পুত্রকে সংহার করিয়াছি; ধর্মযুদ্ধে তাহাকে বিনষ্ট করা কাহারই সাধ্য নহে এবং সে আমাকে সংহার করিতে পারিলেই সমুদায় রাজ্য গ্রহণ করিবে, এই রূপ বিবেচনা করিয়াই আমি অধর্মী-
বলম্বন করিয়াছিলাম। পূর্বে আপনার পুত্র হৃষ্যোধন অধর্মীভূতসারে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজয়, আমাদিগের সহিত মিয়ত শর্তাচরণ এবং একবস্ত্রা রজস্বলা 'জ্যোতীর্ষ্য' প্রতি বহুবিধ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া-
ছিল, বিশেষতঃ তাহাকে আয়ত্ত না করিলে, আমরা এই সমাগন্ধা বহু-
ক্ষরা কোনক্রমেই ভোগ করিতে পারিতাম না। তন্নিবন্ধনই আমি এই

ক্লম্প শাখার অন্তর্গত বরিয়াছি। হে আর্ঘ্যো! সেই ছুরাণ্ডা যখন সভা-
মধ্যে আমাদিগের প্রতি বর্ণোচিত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ পূর্বক পু-
দীকে বাম উরু প্র-
ন করিয়াছিল, আমরা সেই সময়েই তাহাকে সংহার
করিলাম, কেবল ধর্মরাজের অমৃত্যুসুসারেই এত দিন পরাজয় সমর
প্রীতি করিয়াছিলাম। হে আর্ঘ্যো! এই প্রকারে কুরুরাজ দুর্যোধন
ধর্মরাজের অন্তঃকরণে বৈরানল সঞ্চিত করিয়া আমাদিগকে বনে প্রেরণ
পূর্বক বহুবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছে। আমি তজ্জন্যই এই প্রকারে
ক্লম্প কার্যের অন্তর্গত করিয়াছি। এক্ষণে রাজা দুর্যোধন নিহত হও-
য়াতে, এককালে বৈরানল নিব্বাপিত হইয়াছে রাজা যুধিষ্ঠির পুন-
র্বার রাজ্য অধিকার করিয়াছেন এবং আমরাও ক্রোধবিহীন হইয়াছি।

সেই সময় গান্ধারী ভীমসেনের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, হে
বৃকোদর! তুমি বৈরনির্ধাতন করিবার বাসনার দুর্যোধনকে অধর্মযুদ্ধে
বিনষ্ট করিয়া প্রাণদার কার্য্য কর নাই। আর বৃষসেন কর্তৃক নকুল
হত্যা হইলে, তুমি যে, দুঃশাসনের ক্রোধ পান করিয়াছিলে, তোমার সেই
কর্ম্মটি সাধুজনের বিনিমিত্ত, ত্রুণ ও অনাথ্য জনের সমুচিত হইয়াছে,
সন্দেহ নাই।

ঐ সময় বৃকোদর কহিলেন, মাতঃ! আত্মীয়গণের কথা কি বলিব,
মনোরম শোণিত পান করা তাহার কর্তব্য নহে। বিশেষতঃ ভ্রাতা
আমার সদৃশ; সুতরাং দুঃশাসনের শোণিত পান করা আমার পক্ষে
নিতান্ত অবিধেয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। ফলতঃ আমি তাহার শোণিত
পান করি নাই। দুঃশাসনের ক্রোধ আমার ওষ্ঠাধর অতিক্রম করিয়া
উদরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; কেবল তাহার ক্রোধে আমার বাহুযুগল সংস্কৃত
হইয়াছিল। মহাবীর কণ তদ্বিষয় বিশেষরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন।
বৃষসেন নকুলের অঙ্গ সংহার করিলে, আপনীর পুত্রগণ নিতান্ত হত
ছিল। তৎকালে আমি তাহাদিগকে বিজ্ঞাসিত করিবার নিমিত্ত সেই
কার্য্যের অন্তর্গত করিয়াছিলাম। আর দেখুন, দ্রৌপদী দ্যুতক্রীড়ায়
পরাজিত হইলে, দুঃশাসন তাহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল; তজ্জন্য আমি
সাতিশর বোষণরবণ হইয়া দুঃশাসনের শোণিত পান করিব বলিয়া
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। অদ্যাপি সেই প্রতিজ্ঞা আমার মনোমধ্যে
জাগরক হইয়া রহিয়াছে। আমি যদি ঐ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না
করিলাম, তাহা হইলে, আমাকে বাবজীবন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাষ্ট
হইয়া অবস্থিতি করিতে হইত; তদ্বিবন্ধনই আমি এই প্রকার কার্য্যের

অসুষ্ঠান করিরাহিলাম। এক্ষণে আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার তনয়গণ আমাদিগের নিকট নিতান্ত অপরাধ করিরাহিল। পূর্বে তাহাদিগকে নিবারণ না করিরা এক্ষণে কি নিমিত্ত আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছেন ?

ঐ সময় গাঙ্গারী কহিলেন, বৎস ! আমাদের এক শত পুত্রের মধ্যে যে, তোমাদের নিকট অন্ন অপরাধ করিরাহিল, এমন একটিকেও কেন তুমি অবশিষ্ট রাখিলে না ? সেই পুত্রটিই এই অন্ধারের, বষ্টিবরূপ হইত। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইরাছি ; আমাদিগের রাজ্যে অপজ্ঞত হইরাছে ; এক্ষণে তোমরাই আমাদিগের পুত্রবরূপ হইলে। যাহা হউক, তুমি যদি ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতে, তাহা হইলে আমি এক্ষণে হুঃখিত হইতাম না।

হে রাজনু ! পুত্রপৌত্রনিধনে নিপীড়িতা রাজমহিষী গাঙ্গারী এই কথা বলিরা রোষাবিষ্ট চিত্তে পুনর্বার কহিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোথায় ? তখন রাজা যুধিষ্ঠির কৃতাজলিপুটে কল্‌পিতকলেবরে গাঙ্গার-রাজতনয়ার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে দেবি ! আমি আপনার পুত্রনিহতা বৃশংস যুধিষ্ঠির ; আমি আপনাদিগের রাজ্যনাশের একমাত্র হেতু। এক্ষণে আপনি আমাকে শাপ প্রদান করুন। আমি আপনার শাপ প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। হে আর্ধ্য ! আমি মিত্রদ্রোহী হইরা নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করিরাছি। যখন ভাদ্রশুভদ্বয় আমা কর্তৃক বিনষ্ট হইরাছে, তখন আমার রাজ্যে, জীবনে ও ধনে আর প্রয়োজন কি ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিরা অনন্যকলেবর হইরা গাঙ্গারীর চরণে নিপতিত হইতে সমুদাত হইলেন। তৎকালে দূরদর্শিনী গাঙ্গারী ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর না করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত মেন্ত্রনিবন্ধ পট্টবস্ত্রের প্রান্তভাগ দিরা তাঁহার অঙ্গুলির অগ্রভাগে চুষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার কটীকপাত হইবামাত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুনখী হইলেন। সেই সময় ধনঞ্জয় এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিরা কেশবের পশ্চাৎভাগে গমন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ সকলেই ভীত হইরা ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় রাজমহিষী গাঙ্গারী ক্রোধ পরিহার করিরা তাহাদিগকে বাত্মার ন্যায় সাধনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ গাঙ্গারীর অহুমতিক্রমে বীরজয়িনী কুন্তীর নিকট উপনীত হইলেন। পুত্রবৎসল কুন্তী বহুবিধশাস্তি পুত্রগণের মুখের

সম্পর্ক না করিয়া নিতান্ত কাতর হইরাছিলেন ; এক্ষণে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া এসনাফল দ্বারা মুখ আবরণ পূর্বক তাঁহাদিগের সহিত যোজন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পুত্রগণের কলেবর অন্তর্দৃষ্টিতে কৃত-
বিস্ত অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেকের গাত্র বারংবার হস্ত দ্বারা স্পর্শ করত সাত্বিত হইলেন । তৎপরে তিনি হতপুত্রা দ্রৌপদীকে ধরাতলে নিপতিত ও অনর্গল বিনির্গলিত অশ্রুজলে অভিষিক্ত দেখিয়া বহুবিধ পরিতাপ করিতে লাগিলেন ।

তখন দ্রৌপদী কুন্তীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে আর্য্যো ! এক্ষণে অভিমত্যাং আমার পুত্রেরা কোথায় গেল ! বহুদিবস হইল, তাহারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল ; এখন আর আপনার নিকট আগমন করিতেছে না । আমি পুত্রহীনা হইরাছি, আমার রাজ্যে আর প্রয়োজন কি ?

তখন বিশাললোচনা কুন্তী দ্রৌপদীকে ধরাতল হইতে উত্থাপিত করিয়া পুত্রগণের সহিত আশ্রয় প্রদান করিতে লাগিলেন । তখন যশস্বিনী গান্ধারী স্বীয় পুত্রবধুগণের সহিত সেই স্থানে আগমন পূর্বক দ্রৌপদীকে কহিলেন, বৎসে ! তুমি আর শোক প্রকাশ করিও না ; দেখ, আমিও শোকহুঃখে নিতান্ত ব্যাকুল হইরাছি । এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই লোককর কালকৃত ও অবশ্যাস্তাবী । পূর্বে মহাত্মা জীবীকেশ শাস্তিগংস্থাপন করিবার মানসে আগমন পূর্বক কৃত-
কার্য্য হইতে অসমর্থ হইলে, মহামতি বিদুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইল । এক্ষণে এই দুর্নিবার হত্যাভাও অতিক্রান্ত হইরাছে । অতএব এক্ষণে আর শোক প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই । বাহারা যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে । আর দেখ, তুমি যে রূপ শোকে ব্যাকুল হইরাছ, আমিও সেইরূপ শোকে নিতান্ত কাতর হইরাছি ; সুতরাং এক্ষণে আমাদিগকে আর কে আশ্বাসিত করিবে ? ফলতঃ আমার অপরাধেই এই কুলকর উপস্থিত হইরাছে ।

• জলপ্রদানিক পর্ব সমাপ্ত ।

স্রীবিলাপ পর্বাদ্যায় ।

—••—

ষোড়শ অধ্যায় । ১৬ ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মচারিণী পতিপরায়ণা গাক্কার-
রাজতনয়া স্রৌগদীকে এই কথা কহিয়া মহর্ষি বেদব্যাসপ্রদত্ত বর
প্রভাবে দিবা চক্ষু ছায়া তথায় অবস্থান করিয়াই কোরবগণের রণভূমি
দেখিতে লাগিলেন। সেই স্থান ভয় রথ, অশ্ব, কেশ ও কর্ষের সমাবৃত্তি
এবং মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের শোণিতপরিবৃত্ত মৃত কলেবরে পরিপূর্ণ
হইয়াছিল। অসংখ্য তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও নর নারীগণ সেই স্থানে ভীষণ
রবে চীৎকার করিতেছিল এবং শৃগাল, বক, কাকোল, কঙ্ক, কাক, গৃধ
ও রাক্ষসগণ মহা আনন্দে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছিল। দিব্যজ্ঞান
সম্পন্ন গাক্কারী দূর হইতে সেই ভীষণ রণভূমি সন্দর্শন করিয়া কঁকণস্বরে
বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মহর্ষি কৃষ্ণদৈপ্যারনের অনু-
মতানুসারে হৃষীকেশ ও বজ্রবাকুবহিীন রাজা দ্বতরাষ্ট্রকে পুরোবর্তী
করিয়া কোরবকামিনীগণের সহিত সমরাস্রমে সমুপস্থিত হইলেন।
অনাথা কোরবমহিলাগণ কুরুক্ষেত্রে গমন পূর্বক দেখিলেন, তাঁহাদের
কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা, কাহারও বা ভর্তা
জীবন পরিত্যাগ পূর্বক ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। গোমায়ু,
বল, কাক, ভূত, পিশাচ ও রাক্ষসগণ মহা আনন্দে সেই সমুদায় ব্যক্তি-
গণের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। এই রূপে কোরবমহিলাগণ সেই শ্মশান-
তুল্য রণভূমি অবলোকন করিয়া হাহাকার করিতে করিতে বিচিত্র যান
হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ ঐ অমৃত ভরস্কর ব্যাপার
সন্দর্শন করিয়া আঁলতকলেবরে ভুতলশায়ী হইলেন এবং কেহ কেহ নিতান্ত
পরিশ্রম বশতঃ চেতনশূন্য হইয়া পড়িলেন। তৎকালে পাকাল ও
কোরব মহিলাগণের হৃৎথের আর পরিদীপ্য রহিল না।

ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ গাক্কারী হৃৎখার্ত কামিনীগণের রোদনধ্বনিতে
সমরাস্রমের চতুর্দিক পরিপূর্ণ দেখিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ বাহুদেবকে লম্বোদন
পূর্বক করণবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মাধব! ঐ দেখ আমায়
বধুগণ অনাথা হইয়া আলুলায়িত কেশে কুরুরীকুলের অ্যায় রোদন

করিতে করিতে তোমার নিকট আগমন করিতেছে এবং স্ব স্ব পতি, পুত্র, পিতৃ ও ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করত তাঁহাদিগের মৃত কলেবরের নিকট ধাবমান হইতেছে । ঐ দেখ, রণস্থল পূত্রহীনা বীরজননী ও পতিহীনা বীরপত্নীগণে পরিপূর্ণ হইরাছে এবং মহাতেজা পুরুষাগ্রগণ্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমন্যু, ক্রপদ ও শল্য জীবন পরিত্যাগ করিয়াও প্রজলিত হত্যাগনের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছেন । ঐ দেখ, সমরাজন মহাবীর-গণের হিরণ্ময় কবচ, দিব্য মণি, অঙ্গদ, ক্ষেত্ৰ, মালা, শক্তি, পরিধ, স্ত্রীকৃৎ খড়্গ, শর ও শরাসন সমুদে পরিমণ্ডিত হইরাছে । ক্রবাদগণ স্থানে স্থানে অবস্থান, ক্রীড়া ও শয়ন করিতেছে । হে বাসুদেব ! রণস্থলের এই প্রকার অবস্থা সন্দর্শন করিয়া শোকানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে । কৌরব ও পাণ্ডালগণ বিনষ্ট হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, এককালে পঞ্চ ভূত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । ঐ দেখ, সুপর্ণ ও গৃধ্রগণ ক্রধিরাক্তগাত্র সহস্র সহস্র বীরকে আকর্ষণ পূর্বক ভক্ষণ করিতেছে । মহাবলশালী জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অভিমন্যু ইহারা যে, বিনষ্ট হইবেন, ইহা কে চিন্তা করিতে পারিত ? হায় ! আজি ঐ সমুদয় দুর্ঘ্যোধনের বশীভূত অমর্ষপরায়ণ অবধ্যকল্প বীরগণ বিনষ্ট ও শাস্ত্যভাবাপন্ন হইরা গৃধ্র, কক্ক, বল, শ্যেন, কুক্কর ও শৃগালগণের ভক্ষ্য হইয়াছেন । পূর্বে যাহারা স্নেহময় নির্মল শয্যায় শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা বিনষ্ট হইয়া বিস্তৃত বসুধাতলে শয়ন করিয়াছেন । যাহারা যথাসময়ে বন্ধিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতেন, আজি তাঁহারা শৃগালগণের বিবিধ অমঙ্গলকর ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন । পূর্বে যাহারা অগুরু চন্দনে চর্চিত হইয়া শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা ধূলিস্রবিত কলেবরে শয়ন রহিয়াছেন । এক্ষণে গৃধ্র গোমাযু ও বায়সগণ উহাদিগের আভরণ হইরাছে । ভীষ্ম জম্বুকগণ বারংবার ভরস্কর চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে । সমরাত্মিক বীরগণ বিনষ্ট হইরাও নিশিত শরনিকর, খড়্গ ও বিমল গদা ধারণ করত জীবিতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন । নিশাচরগণ বিচিত্র মালাপরিমণ্ডিত ঋষভসদৃশ অসংখ্য বীরগণকে ধরাতলে বিঘটিত করিতেছে । পরিষদারী সহস্র সহস্র বীর প্রিয়তমার ন্যায় গদা আলিঙ্গন পূর্বক রণশয্যায় শয়ন রহিয়াছেন । রাক্ষসগণ বর্ষ ও আয়ুধধারী অসংখ্য যোদ্ধাকে জীবিত বিবেচনা করিয়া ভঁরে আকর্ষণ করিতেছে না । রাক্ষসসমাকৃষ্ট বহুসংখ্যক বীর পুরুষের হিরণ্ময় বিচিত্র আভরণ চতুর্দিকে সমাকীর্ণ হইতেছে । শৃগালগণ শব্দিত হইরা বিনষ্ট বীর-

গণের কঠাবলবিত হার আকর্ষণ করিতেছে। পূর্বে সুশিক্ষিত বন্দিগণ উৎকৃষ্ট স্তম্ভবান্ধ দ্বারা বাহাদিগকে পরম পরিতুষ্ট করিতেন, এক্ষণে কামিনীগণ হুঃখ শোকে সাতিশয় কাতর হইয়া তাহাদিগের নিকট করুণ-
 স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। এই দেখ, কোরবমহিলাগণের দুখমণ্ডল পরিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উহারা নিরন্তর বাষ্পপূর্ণ লোচনে হুঃখিতাস্তঃকরণে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উহাদিগের বদনমণ্ডল অবিরত রোদন ও ক্রোধবশতঃ রক্তবর্ণ হইয়া রক্তোৎপলকাননের শোভা ধারণ করিতেছে। উহারা ভয়ানক ক্রন্দনকোলাহলপ্রভাবে পরস্পরের অপরিষ্কৃত বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থগ্রহ করিতে পারিতেছে না। অনেকে বারংবার বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক হুঃখে স্পন্দন হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিতেছে অনেকে ভর্তৃগণের মৃত কলে-
 বর অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও মন্তকে করাঘাত করিতেছে। এই দেখ, বীরগণের ছিন্ন মস্তক, ভুজ ও তুণাকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গদ্বারা সমরাদন সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। কামিনীগণ বীরগণের মস্তকহীন কলেবর ও কলেবরহীন মস্তক সন্দর্শন পূর্বক বিমোহিত হইতেছে। কোন কোন কামিনী এক বীরের কলেবরে অপর বীরের মস্তকে সংযোজিত করিয়া হার! কাহার মস্তক কাহার কলেবরে যোজিত করিলাম বলিয়া হুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ বীরগণের দেহে শরসংছিন্ন বাহ, উরু ও চরণ সংযোজিত করিয়া হুঃখিতচিত্তে বারংবার মুচ্ছিত হইতেছে। কতকগুলি রমণী পুত্র পক্ষীর নথ দস্তাবাতে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নমস্তক ভর্তৃ-
 গণকে অবলোকন করিয়াও আপনার ভর্তা বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হইতেছে না; কেহ কেহ ভর্তা, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণকে বিপক্ষগণের হস্তে বিনষ্ট অবলোকন করিয়া বারংবার মন্তকে করাঘাত করিতেছে। লখড়া বাহ, কুণ্ডলপরিমণ্ডিত মস্তক ও মাংসশোণিতসজ্জাত কর্দ্দমে সমর-
 দন নিভাত্ত ভূর্ণম হইয়াছে। দেখ, পূর্বে যে মহিলাগণ হুঃখের লেশ-
 মাত্রও জানিতে পারে নাই, এক্ষণে তাহারা ভ্রাতা, পিতা ও তনয়গণের হতকলেবরে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন দেখিয়া এককালে হুঃখমাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হে বাহুদেব! আমার দীর্ঘকেশী পুত্রবধূগণ এক্ষণে যে, এই প্রকার মলিন ভাব অবলম্বন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা হুঃখের বিবর আর কি আছে! এখন আমি পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট অ-
 লোকন করিলাম, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে আমি পূর্বজন্মে যোড়ত্তর পাণ কাঞ্চীর অহুষ্ঠান করিয়াছিলাম। গান্ধারীর মতন এই

প্রকার বিলাপ করিতে করিতে রণনিহত রাজা হৃষ্যোধনকে দেখিতে পাইলেন ।

সপ্তদশ অধ্যায় । ১৭ ।

হে রাজন ! সেই সময় রাজমহিষী গান্ধারী হৃষ্যোধনকে অবলোকন করিবামাত্র শোক মুচ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কদলী বৃক্ষের ন্যায় সহস্র ধরাতলে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া শোণিতাক্ত গাত্র সমরশায়ী কুরুরাজকে আলিঙ্গন করত হা পুত্র ! তা পুত্র ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহার নয়নজলে হৃষ্যোধনের হারবিভূষিত বিপুল বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল ! অনন্তর গান্ধারীরাজতনয়ী নিকটবর্তী বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে জ্বীবেশ ! এই জাতিবিনাশন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইবার সময় হৃষ্যোধন কৃতান্তলিপুটে আমাদের জয়শীর্ষক করিতে কহিলে, আমি আপনার বিষম বিপদ সমাগত হইয়াছে জানিতে পারিয়া কহিয়াছিলাম, বৎস ! যে স্থানে ধর্ম, সেই স্থানেই জয় । তুমি যখন সংগ্রামে কিছুকিছু পরাজিত হইতেছ না, তখন নিশ্চয়ই দেবতার ন্যায় সুরলোকে গমন করিবে । হে জ্বীবেশ ! পূর্বে আমি এই বাক্য কহিবার সময় পুত্র বিনষ্ট হইবে বলিয়া কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করি নাই ; কিন্তু এক্ষণে বহুবাক্যবিহীন মহারাজ যুদ্ধরাত্রের নিমিত্ত শোক সাতিশর সন্তপ্ত হইতেছি । ঐ দেখ, অস্ত্রশব্দবিশারদ রণহর্ষদ রাজা হৃষ্যোধন বীরশয্যা গ্রহণ করিয়াছে । হায় ! কালের কি আশ্চর্য্য গতি ! যে হৃষ্যোধন ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে প্রধান ছিল, আজি তাহাকে দুলশয্যা গ্রহণ করিতে হইল ! বাহা হউক, ঐ বীর যখন বীর জনোচিত শয্যার শয়ন করিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই উহার সুরলোক লাভ হইয়াছে । আহা ! পূর্বে মহিলাগণ বাহুর চতুর্দিকে উপবেশন পূর্বক জীড়া করিত, এক্ষণে অন্তঃকলক শৃগালগণ তাহার চতুর্দিক পরিবেষ্টন পূর্বক আনন্দ প্রকাশ করিতেছে । পণ্ডিতগণ সর্বদা বাহার নিকট আগমন পূর্বক অর্থহান করিতে, এক্ষণে গৃহ সমুদায় তাহার সন্নিধানে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে । পূর্বে কামিনীগণ বাহাকে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন দ্বারা বীজন করিত, এক্ষণে পক্ষিগণ পক্ষ দ্বারা তাহাকে বীজন করিতেছে ।

ঐ দেখ, মহাবলশালী রাজা দুর্যোধন বৃকোদরের নিদারুণ গদাঘাতে বিনষ্ট হইয়া সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শোণিতাক্ত কলবর ধরাতলে শয়ন করিয়াছে । যে বীর রণস্থলে একদিন অক্ষৌহণী সেনা সমাণীত করিয়াছিল, যে ত্রয়োদশ বৎসর নিরন্তর রাণ্য ভোগ করিয়াছিল, আজি সেই মহাধনুর্ধরকে হুর্নীতিবশতঃ রশ্ম্যা গ্রাণ করিতে হইল ! ঐ হতভাগ্য দুর্যোধন মহাত্মা বিদূর, অন্ধ পিণ্ড ও বৃদ্ধগণকে অপমান করিয়াই কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে । হে মাধব ! পূর্বে এই বনুসতীকে দুর্যোধনের শাসনবতী, মাতঙ্গ, গো ও তুরঙ্গমগণে পরিপূর্ণ দেখিয়াছি ; কিন্তু এক্ষণে ইহাকে অন্যের বশবতী ও শূন্যপ্রায় অবলোকন করিতে হইল ! অতএব আমার আর জীবন ধারণে প্রয়োজন কি ? এক্ষণে কুলকামিনীগণকে মৃত বীর পুরুষগণের সমীপে গমন ও বিলাপ করিতে অবলোকন করিয়া আমি সাতিশয় কষ্ট পাইতেছি । ঐ দেখ, দীর্ঘকেশী বিপুলনিতম্বা সুবর্ণবেদী সদৃশ লক্ষ্মণের গর্তুধারিণী দুর্যোধনের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছে । পূর্বে ঐ বরবর্ণিনী দুর্যোধনের বিবিভাবস্থায় উহার বাহুদ্বয় অবলম্বন পূর্বক জীড়া করিত । হায় ! আজি পুত্রসমবেত দুর্যোধনকে বিনষ্ট অবলোকন করিয়া কি নিমিত্ত আমার হৃদয় শতধা বিদৌর্ণ হইল না ! ঐ দেখ, লক্ষ্মণজননী শোণিতাক্ত গাত্র স্বীর তনয়ের মত্তকাত্তাণ ও দুর্যোধনের কলবর পরিমার্জন করিতেছে এবং কখন স্বামীর ও কখন পুত্রের নিমিত্ত শোকে নিতান্ত অধীর হইতেছে । ঐ দেখ, ঐ নিতম্বিনী কখন আপনার মস্তকে করাঘাত করিয়া দুর্যোধনের বক্ষস্থলে নিপতিত হইতেছে এবং কখন পতিপুত্রের মুখকমল পরিমার্জিত করিতেছে । হে মাধব ! যদি বেদ ও শাস্ত্র সকল সত্য হয়, তাহা হইলে, আমার পুত্র বৈশ্বরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

—•••—

অষ্টাদশ অধ্যায় । ১৮ ।

হে বাসুদেব ! আমার এই যে এক শত পুত্রকে বিনষ্ট অবলোকন করিতেছি, ইহার প্রায়ই বৃকোদরের গদাঘাতে নিপাতিত হইয়াছে । এক্ষণে যে, আমার হতপুত্র পুত্রবধূগণ আলুলায়িত কেশে সঙ্গীতনে মহাধ্বনে গমন করিতেছে, ইহাই আমার সর্বাপেক্ষা ক্লেশকর । পূর্বে

যে মহিলাগণ অলঙ্কৃত পদে প্রাণাদোপরি সঞ্চরণ করিত, আজি তাহারা বিষম বিপদে নিমগ্ন ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া শোণিতাক্ত ভূমিতে মত্তের ন্যায় পরিত্রমণ করত গৃহ, গোমায়ু ও বায়সগণকে উৎসারিত করিতেছে। এই সর্কাজসুন্দরী কুশোদরী হৃষ্যোধনপত্নী বোরতর জনকর অবলোকন পূর্বক হঃখার্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ রাজতনয়াকে সন্দর্শন করিয়া আমার চিত্ত তার স্থির হইতেছে না। ঐ দেখ, মহিলাগণ কেহ কেহ ভাতা, কেহ কেহ পতি ও কেহ কেহ পুত্রগণকে রণনিহত অবলোকন করিয়া তাহাদের হস্ত ধারণ পূর্বক ভূতলে নিপতিত হইতেছে। প্রৌঢ় ও শ্রবির রমণীগণ অতি ভয়ঙ্কর শব্দে রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, শান্ত ও মোহাবিষ্ট কামিনীগণের মধ্যে কেহ কেহ রথনীড় ও কেহ কেহ বিনষ্ট মাতঙ্গগণের দেহ ধারণ এবং কেহ বা স্বীয় পতির কুণ্ডলালঙ্কৃত ছিন্ন মস্তক গ্রহণ পূর্বক অবস্থিতি করিতেছে। বোধ হয়, এষ্ট সর্কাজসুন্দরী মহিলাগণ এবং আমি পূর্ব-জন্মে বিবিধ গুরুতর পাপ কার্যের অহুষ্ঠান করিয়াছিলাম; তন্নিবন্ধনই ধর্ম্মরাজ যুগিষ্ঠির হইতে এই বিষম বিপদ উপস্থিত হইল! ফলভোগ না হইলে, কোনক্রমেই পাপ পুণ্যের ক্ষর হয় না। হে মধুসূদন! ঐ দেখ, নবযৌবনসম্পন্ন লজ্জাশীলা কামিনীগণ শোকহঃখে নিতান্ত অভিভূত ও ধরাতলে নিপতিত হইয়া সারসীগণের ন্যায় রব করিতেছে। উহাদিগের বদনকমল মার্ভগের প্রচণ্ড উত্তাপে পরিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হায়! আজি আমার মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পরাক্রমশালী পুত্রদিগের মহিষীগণ সামান্য লোকদিগের নয়নপথে নিপতিত হইল। ঐ দেখ, আমার তনয়-গণের শতচক্রমণ্ডিত চর্ম্ম, সূর্যাসন্নিভ ধ্বজ এবং হেমবিনির্ম্মিত বর্ম্ম, নিক্স ও শিরস্ত্রাণ সমুদয় বস্ত্রধাতলে নিপতিত হইয়া ছত ছতশনের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, মহাবলশালী হুঃশাসন সমরাজনে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ভীমপরাক্রম ভীমসেন উহাকে নিপাতিত করিয়া উহার সর্কাজের শোণিত পান এবং দ্যুতক্লেশ ও দ্রৌপদীর বাক্য স্মরণ করত গদাপ্রহারে হৃষ্যোধনকে বিনষ্ট করিয়াছে। হৃষ্মতি হৃষ্যো-ধন ভাতা হুঃশাসন ও স্তপুত্র কর্ণের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে কহিয়াছিল, পাকালি! আজি তুমি দাসপত্নী হইয়াছ, অতএব সত্ত্বরেন্‌নকুল, সহদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত আমাদিগের জাতিবৈশ্য প্রবেশ কর। সেই সময় আমি হৃষ্মতি হৃষ্যোধনকে আসন্নমৃত্যু জানিতে পারিয়া কহিয়াছিলাম, বৎস! তুমি সত্ত্বরে কলহপ্রিয় হর্ষ কি শকুনিকে পরিত্যাগ

পূর্বক পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর; বৃকোদর তোমার বাক্য-
বাণে বিদ্ধ হইয়া যে উদ্ধাভিহত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইতেছে, তাহা
তুমি অমুখ্যাবন করিতেছ না। হে বাস্তবদেব। ঐ সময়ে হুস্রতি হুয্যোধন
পাণ্ডবগণকে রোষাবিষ্ট অবগত হইয়াও ভূজঙ্গ যেক্ষণ বুঝিলে যে
পরিভ্রাণ কর, সেইরূপ তাহাদিগের প্রতি বাকুল্য প্রয়োগ করিয়া-
ছিল। এক্ষণে সেই অপরাধেই কুরুবংশ ধ্বংস হইল। ঐ দেখ, মহা-
বীর হুশাসন সুদীর্ঘ বাহুযুগল বিস্তার পূর্বক ধরণীতলে শয়ন করিয়াছে।
সিংহ যেক্ষণ মত্ত মাতঙ্গকে লংঘার করে, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত
ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে বিনাশ করিয়া উহার রুধির পান করত
অতি ভীষণ কার্যের অমুষ্ঠান করিয়াছে।

উনবিংশতিতম অধ্যায় । ১৯ ।

হে দ্রবীকেশ ! ঐ দেখ, প্রাজ্ঞসম্মত প্রিয় পুত্র বিকর্ণ বৃকোদর কর্তৃক
নিহত হইয়া নীল নীরদসমাচ্ছন্ন শরৎকালীন শশধরের ন্যায় কুঞ্জরসমূহের
মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। মাংসান্তিলাবী গৃধ্রগণ বহু কষ্টে উহার
চাপগ্রহণকর্কশ তলত্রয়ুজ করতল ছেদন করিতেছে। ঐ দেখ, উহার অঙ্গ-
বস্ত্রকা ভার্য্যা সাতিশয় হুংখিত হইয়া পরম বর্জসহকারে ঐ সমুদায় আম্রিষ-
ণোলুপ গৃধ্রগণকে নিরাকৃত করিতে নিভান্ত বদ্ববান হইতেছে; কিন্তু
কোনক্রমেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছে না। হার ! যে তরুণবরু
মহাবল বিকর্ণ চিরকাল পরমসুখে কাল বাপন করিয়াছে, আজি তাহাকে
খুলিধূলিস্রিত গাত্র হইয়া ধরাশয়্যায় শয়ন করিতে হইল ! কর্ণিনালীক ও
নারাচ ছারা উহার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইয়াছে, তথাপি এখনও ত্রী উহাকে
পরিভ্রাণ করে নাই। ঐ দেখ, শক্রনিপাতন হুগ্ধু হৃৎপ্রতিজ্ঞ বৃকোদর
কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া বসুধাতলে নিপতিত রহিয়াছে। স্বাপদগণ উহার
মুখমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ ভোজন করিতে, উহা সপ্তমীর শশধরের ন্যায় শোভা
ধারণ করিতেছে। হার ! বাহার মুখত্ৰী অদ্যাপি দেহীপ্যমান রহিয়াছে,
তাহাকে রমোরাপি গ্রাস করিতে দেখিয়া কি প্রকারে আমি জীবনধারণে
সমর্থ হইব। পুণ্ড্র যুদ্ধসময়ে বাহার অভিমুখে কেহই অবস্থিতি করিতে
পারিত না, যে বীর দেবগণকেও পরাজয় করিতে সমর্থ হইত, সেই বীর
কি প্রকারে বিপদের হস্তে জীবন পরিভ্রাণ করিল। ঐ দেখ, মহাধর্ম্মের

ବିଚିତ୍ରମାତ୍ରାବିଭୂଷିତ ଚିତ୍ରମେନ ବିନିଷ୍ଠ ହେଉ । ଧରାଧରା ଶ୍ରବଣ କରିଯାଉ ।
 ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଯୁବତୀମଣ୍ଡଳ ଶ୍ରବଣାଳୟରେ ସହିତ ସମବେତ ହେଉ । ଉହାର ସନ୍ନିଧାନେ
 ଉପବେଶନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରେୟାନ କରିଦେ । ଆମି ଅବଳାଗଣେର ଯୋଦନଧ୍ବନି
 ଓ ଶାପନାମଣ୍ଡଳ ଗର୍ଜନ ଶ୍ରବଣ କରି । ନିତାନ୍ତ ବିସ୍ମୟାପନ ହେଉଛି । ଐ
 ଦେଖ, ତରୁଣବରକ ବିବିଂଶତି ଶୂଳି ଧୂମ୍ରାବଳ କଳେବର ହେଉ । ବୀରଜନୋଚିତ ରଣ-
 ଶୟାର ଧରଣ କରିଯାଉ । ଗୁଣଗଣ ଉହାକେ ପରିବେଷ୍ଟନ ପୂର୍ବକ ଅବସ୍ଥାନ କରି-
 ତେ । ଉହାର ଯନ୍ତ୍ର ହାତୀୟୁକ୍ତ ଶୂଳର ବନନ ଶୁଭାଂଶୁର ନ୍ୟାୟ ଶୋଭା ପାଇ-
 ଯେ । ଅମ୍ବରାଣୀ ସେନାପତି ଗର୍ଜନାମଣ୍ଡଳ ସହିତ ବିହାର କରେ, ସେହିରୂପ ସହସ୍ର
 ସହସ୍ର ଶୂଳାଣୀ ଐ ବୀରର ସହିତ ଜୀଢ଼ା କରି । ପୂର୍ବେ ବୀରମେନାନିପାତନ
 ମହାବଳଶାଳୀ ହଃସହକେ କେହି ପରାଜୟ କରିତେ ସମର୍ଥ ହର ନାହିଁ ; ଏକ୍ଷଣେ
 ତାହାର କଳେବର ଶକ୍ତିଗଣେର ଧରଣିକର ସମାଚିତ ହେଉ । ଶ୍ରୀମୁଖ କର୍ମକାରୀରୂପ
 ଅଟେ ନ୍ୟାୟ ଶୋଭାମାନ ହେଉଛି । ଐ ବୀର ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି । ଓ
 ସମୁଦ୍ର କବଚ ଓ ହିରଣ୍ୟ ହାର ହାର ଅଗ୍ନିମୟ ଧବଳ ପର୍ବତେର ନ୍ୟାୟ ଦୀପ୍ୟମାନ
 ହେଉଛି ।

ବିଂଶତିତମ ଅଧ୍ୟାୟ । ୨୦ ।

ହେ ଜ୍ୟୋତିଷ ! ଯାହାର ପରାକ୍ରମ ତୋମାର ଓ ଧନଞ୍ଜୟର ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଦ୍ଧ-
 ଶତ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେ ସିଂହେର ନ୍ୟାୟ ବଳବୀରୀଶାଳୀ ମହାବୀର ଅସହାୟ ହେ-
 ଯା ଓ ଆମାର ଧନଞ୍ଜୟ ନିତାନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦେହ । ଟେନାୟାହ ଡେଇଁ କରିଯାଉଛି, ସେ
 ବୀର ଶକ୍ତିଗଣେର ମାନ୍ୟତା କ୍ରତାନ୍ତରୂପ ଥିଲା, ଏକ୍ଷଣେ ସେହି ଅଭିମତ୍ୟ ସ୍ବୟଂ
 କ୍ରତାନ୍ତେର ବଶୀଭୂତ ହେଉଛି । ଅର୍ଦ୍ଧନତନୟ ବିନିଷ୍ଠ ହେଉ । ଓ କିଛିଯାତ୍ରା ପ୍ରତା-
 ହିନ ହର ନାହିଁ । ଐ ଦେଖ, ଅନିଲିନୀରା ବିରାଟତନୟା ନ୍ଦୀର ସ୍ବାମୀ ଅଗ୍ନି-
 ମୁଖେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି । ଏକାନ୍ତ ହଃସିତଚିତ୍ତେ ବିଳାପ କର । ଆପନାର
 କୋମଳ କରପତ୍ରର ଦ୍ବାରା ଉହାର ଗାତ୍ର ପରିମାର୍ଜିତ କରିଦେ । ପୂର୍ବେ ଐ
 ଲୋକଲଗାମତ୍ତତା ଗଳନା ଯଥୁପାତେ ମତ୍ତ ହେଉ । ଅଭିମତ୍ୟର ବିକଳିତ ପୁଂବୀର
 ସଦୃଶ କର୍ମଣୀୟ ବନନମଣ୍ଡଳ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବକ ସମଜ୍ଜାତାବେ ଉହାକେ ଆଲିଙ୍ଗନ
 କରି, ଏକ୍ଷଣେ ସେହି ନିତାନ୍ତୀ ପତିର ବର୍ଷ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି । ଉହାର ଶ୍ବ-
 ରାଜି କଳେବର ବାରଂବାର ସମ୍ବର୍ଧନ ପୂର୍ବକ ତୋମାକେ କହିଦେ, ହେ ପଦାପ-
 ଶାଳେୟ ! ଆମାର ଏହି ଉତ୍ତର ନୟନଯୁଗଳ ତୋମାର ଶୋଭନେର ନ୍ୟାୟ
 ଅଦୀର୍ଘ ; ହେଉ ଶ୍ରୀମତ୍ୟା ଓ ତୋମାର ନ୍ୟାୟ ସନ୍ତୋଷ ; ଏହି ବୀର ବଳବୀରୀ

এবং তেজো তোমার তুল্য ছিলেন ; এক্ষণে ইনি বিনষ্ট হইয়া রণশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন । ঐ দেখ, ঐ অবলা স্বামীকে সম্বোধন পূর্বক কহিতেছে, মহাবাহো ! পূর্বে তুমি অতি স্নহুমাণ্ড, রাক্ষবচর্মে শয়ন করিতে, এক্ষণে তোমার কলেবর বসুধাতলে সন্নিবেশিত হইয়া কি ব্যথিত হইতেছে না ? তুমি জায়াতবর্গিন অঙ্গদসমলঙ্কৃত গজশৃঙোপম বাহুদণ্ড প্রসারিত করিয়া শয়ন করিতে বোধ হইতেছে যেন, বারংবার ব্যায়ামসাধনে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রাস্থ অসুভব বসিতেছ । আমি সাতিশর কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার সহিত আলাপ করিতেছ না । পূর্বে তুমি দূর হইতে আমাকে অবলোকন করিলামাত্র সাদর সম্ভাষণ করিতে, কিন্তু এক্ষণে আমি সাতিশর দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছি, তথাপি তুমি কি অন্য আমার সহিত আলাপ করিতেছ না ! আৰ্য্যপুত্র ! আমি ত তোমার নিকট কোন অপরাধ করি নাই । হে নাথ ! তুমি আৰ্য্য্য স্তভদ্রা, দেবসদৃশ পিতা ও পিতৃবাগণ এবং নিতান্ত হতভাগিনী এই অনাথাকে পরিত্যাগ পূর্বক কোথায় গমন করিলে । হে জনাৰ্দ্দন ! ঐ দেখ, উত্তরা অভিমুখ্য বদনমণ্ডল স্বীয় উৎসঙ্গে সন্নিবেশিত ও রুধিরাক্ত কেশকলাপ সংযত করিয়া উহাকে জীবিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছে, আৰ্য্যপুত্র ! তুমি কেশবের ভাগিনের ও ধনঞ্জয়ের পুত্র ; মহারথগণ তোমাকে রাস্ত্বে কি প্রকারে বিনষ্ট করিল । স্বাহারা তোমাকে সংহার পূর্বক আমাকে চিরদুঃখিনী করিয়াছে, সেই ক্ষুরবন্দ্য কুপাচার্য্য, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বখামাকে ধিক্ । হায় ! সেই মহারথগণ যখন তোমাকে পরিবেষ্টন পূর্বক সংহার করে, তখন তাহাদিগের চিত্ত কি প্রকার হইয়াছিল । হে বীর ! তুমি অসংখ্য বন্ধুবান্ধববিশিষ্ট হইয়াও পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সাক্ষাতে কি প্রকারে অনাথের ন্যায় বিনষ্ট হইলে । তোমার পিতা ধনঞ্জয় তোমাকে বহুসংখ্যক বীরগণের হস্তে বিনষ্ট দেখিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছেন । হে কমললোচন ! এক্ষণে পাণ্ডবগণ বিপুল রাজ্যলাভ ও শত্রুজয় করিয়াও একমাত্র তোমার বিরহে কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছেন না । আমি স্মরণ ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা সত্ত্বের তোমার শস্ত্রবিজিত লোকে গমন করিব ; তোমাকে সেই স্থানে সৰ্ব্বদা আমারে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে । নিয়মিত সময় সমাগত না হইলে, দেহ পরিত্যাগ করা নিতান্ত সূকঠিন ; এই জন্যই এই হতভাগিনী তোমাকে নিহত অবলোকন করিয়াও জীবন ধারণ করিতেছে । হে জীবিতেশ্বর ! তুমি এক্ষণে পুরলোকে গমন

করিয়া আমার ন্যায় কাহাকে হাস্যবদনে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিবে ! আমার বোধ হয়, সুরলোকে অঙ্গরা তোমার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন ও সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিলে, তাহাদিগের চিত্ত বিমোহিত হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি অঙ্গরাদিগের সহিত সমবেত হইয়া বিহার করিতে করিতে সময়ে সময়ে আমার কার্য্য সমুদয় স্মরণ করিও। তুমি এই অবনীতে আমার সহিত ছয় মাস বাস করিয়া সপ্তম মাসে কলেবর পরিত্যাগ করিলে।

হে মধুসূদন ! ঐ দেখ, বিরাটকুলকামিনীগণ বিরাটতনয়াকে চুঃখিত-
 তিতে এই প্রকার বিলাপ করিতে দেখিয়া উহাকে আকর্ষণ করিতে-
 ছে। ঐ মহিলাগণ বিরাটকে বিনষ্ট অবলোকন করিয়া শোকে
 নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। ঐ দেখ, গৃধ ও জম্বুকগণ দ্রোণশরসংচ্ছিন্ন
 শোণিতাক্ত কলেবর রণশায়ী বিরাটকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ভীষণ কোলা-
 হল করিতেছে। এখন বিরাটকুলকামিনীগণ বিরাটের মৃত কলেবর বিব-
 র্ত্তিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। আতপসন্তপ্ত রমণীগণের বদনকমল
 শান্তিনিবন্ধন নিতান্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং দেহে সাতিশর শুক
 হইয়াছে; ঐ দেখ, অপ্রাপ্তযৌবন উত্তর, সুদর্শন, লক্ষ্মণ ও কাশ্যোজ-
 দেশীয় সুদক্ষিণ বিনষ্ট হইয়া সমরাজ্যে শয়ন করিয়াছে।

-০০০-

একবিংশতিতম অধ্যায়। ২১।

হে বাসুদেব ! ঐ দেখ, প্রজ্বলিত হতাশনসন্নিভ অমর্ষপরাক্রম মহা-
 ধমুর্জর কর্ণ অসংখ্য অতিরথকে নিপাতিত করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রভাবে
 প্রশান্ত ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক রুদ্ধিরাক্ত কলেবরে ভূমিতলে শয়ন করি-
 য়াছে। আমার মহারথ পুত্রগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া যাহাকে যুধ-
 পতির ন্যায় অগ্রসর করত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইত,
 এক্ষণে সেই মহাবীর মৃত মাতঙ্গনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায়, সিংহাদ্বিত
 শাদ্বীলের ন্যায় ধনঞ্জয়শরে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। কামিনীগণ
 একত্র মিলিত হইয়া আনুলায়িত কেশে উহার সন্নিধানে উপবেশন
 পূর্ব্বক রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির যাহার ভয়ে
 একান্ত ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাস্থ অমৃতব ক্রিতে পড়েন
 নাই, এক্ষণে সেই ইন্দ্রের ন্যায় অপরাধের, প্রলয়কালীন পাবকের

ন্যায় তেজস্বী, হিমাচলের ন্যায় স্থির, হৃষ্যোধনের প্রধান, অবলম্বন মহাবল পুরাকৃত্ত কর্ণ ধনঞ্জয় কর্তৃক নিহত হইয়া মাক্তভগ্ন মহীকহের ন্যায় ধরাশয়া গ্রহণ করিয়াছে । ঐ দেখ, বৃষসেনজননী কর্ণের বনিতা ধূল্যবলুষ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছে, হা নাথ ! এত দিনের পর আচার্য্যের অভিশাপ সফল হইল । বসুন্ধরা তোমার রথচক্রে গ্রাস করিলে, নির্দয় অর্জুন তদবস্থায় তোমার শিরশ্ছেদন করিল । ক্রবাদগণ তোমার কলেবর ভক্ষণ পূর্বক অগ্ন্যবশেষ করাত্তে, উহা কৃষ্ণপক্ষীর চতুর্দশীর চক্রেয় ন্যায় নিতান্ত শোভাবিহীন হইয়াছে । কর্ণ, বনিতা এই বলিতে বলিতে একবার ভূতলে শয়ন করিতেছেন এবং পুনর্বার উথিত ও পতিপুত্রশোকে একান্ত অধীর হইয়া কর্ণের মুখমণ্ডল আত্মাণ করিতেছেন ।



দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় । ২২ ।

হে হৃষীকেশ ! ঐ দেখ, গৃধ্র ও শৃগালগণ বৃকোদর কর্তৃক বিনষ্ট মহাবলশালী অবস্তিনাথকে অনাথের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছে । ঐ বীর অগংখা শত্রুকে নিপাতিত করিয়া কুষ্ণিরাক্তগাত্রে রণশয্যায় শয়ন করিয়াছেন । জম্বুক, কক ও ক্রবাদগণ উহাকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতেছে । কামিনীগণ সমবেত হইয়া ঐ বীরশয্যাশালী মহাবীরের নিকট উপবেশন পূর্বক রোদন করিতেছে । ঐ দেখ, প্রতীপতনয় মহাধর্ম্মরবাহিনিক ভদ্র দ্বারা নিহত হইয়া প্রমুগ্ধ শার্ঙ্গুনের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছেন । উহার বদনমণ্ডল এখনও পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছে । ঐ দেখ, সিদ্ধুসৌবীরভর্তা মহাবলশালী অরজ্রথ বহুধাতলে শয়ন করিয়াছেন । পুত্রশোকসন্তপ্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত একাদশ অকৌহিনী সেনা ভেদ করত উহাকে সংহার করিয়াছে । অমঙ্গলসূচক, শৃগাল ও গৃধ্রগণ চীৎকার করত উহাকে আকর্ষণ পূর্বক ভক্ষণ করিতেছে । সিদ্ধুপতির মহিমীগণ উহার সম্মুখানে উপবেশন করিয়াও উহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতেছে না । কাম্বোজ ও যক্ষরমণীগণ অরজ্রথের সমীপে সমুপবিষ্ট হইয়া রোদন করিতেছে । হে যদুহৃদয় ! অরজ্রথ যখন কেকয়গণের সহিত মিলিত হইয়া দ্রৌপদীকে হরণ পূর্বক পলায়ন করিতেছিলেন, তখনই পাণ্ডবগণ

উহাকে বিনাশ করিত । তৎকালে উহারা কেবল হুঃশলার বৈধব্য নিবারণ করিবার নিমিত্ত জয়জয়ধ্বনিতে পরিত্যাগ করিয়াছিল ; এক্ষণে সেই হুঃশলার অমুদ্রোদেই উহাকে কেন জীবিত রাখিল না ? ঐ দেখ, সেই হুঃশলা হুঃখশোকে সাতিশর কাতর হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ পূর্বক আপনাকে বিপদাপন্ন বোধ করিতেছে । হায় ! আজি আমার বালিকা তনয়া ও পুত্রবধূগণকে বিধবা হইতে হইল ! ইহার পর আর অধিক হুঃখ কি আছে ! হা কি কষ্ট ! ঐ দেখ, হুঃশলা স্বীয় পতির মন্তক না দেখিয়া শোকভর পরিত্যাগ পূর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে । মহাবলশালী সিদ্ধপতি পুত্রবৎসল পাণ্ডবদিগকে নিবারণ পূর্বক তাহাদিগের অসংখ্য সৈন্যকে সংহার করিয়া পরিশেষে স্বয়ং করাল কালক বলে নিপতিত হইয়াছেন । পূর্ণেন্দুবদনা রমণীগণ ঐ মন্ত মাতঙ্গ-তুল্য মহাবীরকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় । ২৩ ।

হে মাধব ! ঐ দেখ, মদ্ররাজ মহারথ শল্য রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছেন । উনি নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল । ঐ মহাবীর সহত সর্ব স্থানে তোমার সহিত স্পর্ধা করিতেন । উনি কর্ণের রথরশ্মি গ্রহণ পূর্বক পাণ্ডবগণের জয়লাভার্থ তাহার তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন । আহা ! ঐ দেখ, বানসগণ পদ্মপলাশলোচন মদ্ররাজ শল্যের পূর্ণচন্দ্রসন্নিভ মুখমণ্ডল দংশন ও সুবর্ণবর্ণ জিহ্বা ভক্ষণ করিতেছে । হৃস্ববস্ত্রধারিণী কুলকামিনী সকল পঙ্কনিমগ্ন গজাধিপতির চতুর্দিকে উপ-বিষ্ট করিণীকুলের ন্যায় শরবিদ্ধতকলেবর ভুতলশায়ী মদ্রাধিপতিকে পরি-বেষ্টন পূর্বক রোদন করিতেছে । ঐ দেখ, পরীতবাসী প্রবলপ্রভাপাশ্বিত ভগদত্ত অক্ষুণ্ণ ধারণ পূর্বক রণভূমিতে নিপতিত হইয়া রহিয়াছেন । স্বা-দগণ উহাকে ভক্ষণ করিতেছে । উহার কেশকলাপ শিরাস্থিত কনক-মালার প্রভাপ্রভাবে কেমন সুশোভিত হইয়াছে । বলিরাজের সহিত ত্রিশাধিপতি ইন্দ্রের যেরূপ দোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, ধনঞ্জয়ের সহিত উহারও সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ভগদত্ত সময়ে, অর্জুনের জীবন সংশয় করিয়া পরিশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন । ঐ দেখ, মহাবীর ভীষ্ম গগনতলপরিভ্রষ্ট যুগ্মস্তকালীন দিবা-

কবেয় ন্যায় বসুধাতলে নিপতিত রহিয়াছেন । উহার তুল্য বলবীৰ্য্য-শালী আর কেহই ছিল না । ঐ মহাবলশালী বীর যুদ্ধসময়ে স্বীয় অস্ত্র-প্রভাবে শত্রুগণকে পরিতাপিত করিয়া পরিশেষে অস্ত্রগত দিবাক্ষয়ের ন্যায় নিপতিত হইয়াছেন । উনি দেবাপির ন্যায় ধৰ্ম্মপরায়ণ ছিলেন । ঐ বীরসপারায়ণ মহাত্মা কনি, নালীক ও নারীচ প্রভৃতি শরনিচয়বিন-শ্রিত শয্যায় শয়ন পূৰ্ব্বক শরবণশায়ী ভগবান কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছেন । মহাবীৰ ধনঞ্জয় তিন শর দ্বারা উহার উৎকৃষ্ট উপধান নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন । মহামতি ভীষ্ম পিতার আজ্ঞা প্রতি-পালন করিবার নিমিত্ত উৰ্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন । উনি অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম ধার্ম্মিক ; ঐ বীর মর্ত্য হইয়াও তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে অমরের ন্যায় জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । যখন মহাবীর শান্তমুন্দন ভীষ্ম শর-শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে যে, পৃথিবীমধ্যে রণবিশা-বদ ও বলবীৰ্য্যশালী ব্যক্তি জীবিত নাহি । পাণ্ডবগণ জিজ্ঞাসা কুরাতো উনি স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন । যে সত্যবাদী মহামতি ভীষ্ম অয়োম্মুখ কুরুবংশের প্রত্যাধার করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা এক্ষণে কোরবগণের সহিত পরাজিত হইলেন ! হে বাহু-দেব ! দেবসদৃশ দেবব্রত সুরলোকে প্রস্থান করিলে, কোরবকুল আর কাহাকে ধৰ্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিবে ?

ঐ দেব, মহাবীর ধনঞ্জয়, সাত্যকি ও কোরবদিগের উপদেষ্টা দ্বিজ-সত্তম দ্রোণাচার্য্য ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছেন । যিনি ত্রিদশাধিপতি পুবন্দর ও মহাবল জামদগ্ন্যের ন্যায় চতুর্কিধ অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী ছিলেন, বাহ্যিক প্রসাদে মহাবীর ধনঞ্জয় এই দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করি-রাছে, যাঁহাকে অগ্রসর করিয়া কোরবগণ পাণ্ডবগণের সহিত স্পর্ধা করিত এবং যিনি সমরক্ষেত্রে প্রদীপ্ত হতাশনের ন্যায় সঞ্চরণ করত সৈন্য-দিগকে সন্তাপিত করিতেন, আজি সেই মহাবীর বিনষ্ট হইয়া প্রশান্ত-শিখ অনলের ন্যায় ধরাতলে বিলীন রহিয়াছেন । উহার বামমুষ্টি বা হস্তাবাপ বিশীর্ণ হয় নাই । উনি বিনষ্ট হইয়াও জীবিতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন । বেদচতুষ্টয় ও অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় প্রজাপতির ন্যায় ঐ মহা-বীরকে পরিত্যাগ করে নাই । হায় ! আচার্য্যের যে বন্দনীয় চরণ-যুগল বন্দীগণ কর্তৃক বন্দিত ও শিষ্যগণ কর্তৃক পরিসেবিত হইত, আজি গোমায়ুগণ সেই চরণযুগল আর্কষণ করিতেছে । ঐ দেব; ব্রহ্মচারিণী আচার্য্যপত্নী কৃপা স্নতি দীনভাবে আলুনারিভক্বেশে অধোবদনে বৃষ্টহাস্য

নিহত অল্পবিদ্যাবিশারদ স্বীয় পতির নিকট অবস্থান পূর্বক বিলাপ ও উহার প্রেত কার্য্য করিবার নিমিত্ত বহু করিতেছেন । ঐ দেখ, জটধারী ব্রহ্মচারীগণ রথনীড়, শরাসন, শক্তি ও অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা জোণাচার্য্যের চিতা নির্মাণ করিয়াছেন । সামগাণ গণ অগ্নি আহরণ পূর্বক যথা-বিধি চিতা প্রজ্জ্বলিত ও তদুপরি আচার্য্য জোণের কলেবর সম্বিহিত করিয়া ত্রিবিধ সামগাণ করিতেছেন । অনেকে শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছেন । ঐ দেখ, জোণাচার্য্যের শিষ্যগণ সামবেদ গাণ, করিতে করিতে জ্ঞাচার্য্য জোণের অস্তোষ্টিক্রিয়া সংসাধন পূর্বক তাঁহার পত্নীকে অগ্রসর করিয়া চিতার দক্ষিণ পাশ দিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে গমন করিতেছে ।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায় । ২৪ ।

হে জনাৰ্দ্দন ! ঐ দেখ, সোমদত্ততনয় মহাবীর, ভূরিশ্রবা সাত্যকির হস্তে বিনষ্ট হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন । বিহঙ্গমগণ উহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে । ঐ দেখ, যুদ্ধনিহত সোমদত্ত যেন পুত্রশোকে সাতিশর ব্যাকুল হইয়া সাত্যকিরে তৎসনা করিতেছেন । ভূরিশ্রবার জননী একান্ত চঃখিত হইয়া স্বীয় স্বামী সোমদত্তকে সম্বোধন পূর্বক কহিতেছে হে রাজন্ ! আজি ভাগ্যবশতঃ তোমাকে এই ভয়ানক কুরুকুলক্ষয় দেখিতে হইল না । আজি ভাগ্যবশতঃ তুমি বজ্রশীল অতি বদান্য মহাবীর পুত্র যুগ্মধ্বজকে বিনষ্ট অবলোকন করিতেছ না, আজি ভাগ্য বশতঃ তোমাকে সাগরমধ্যস্থিত সারসীকূলের নায় পুত্রবধূগণের বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিতে হইল না । হায় ! তোমার পুত্রবধূগণ পতিপুত্র বিহীন হইয়া এক বজ্র পরিধান পূর্বক আনুলারিতকেশে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে । মহাবীর ভূরিশ্রবা ও শল নিহত হইয়া রণস্থলে শয়ন রহিয়াছে, স্বাপদগণ উহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে । তোমার পুত্রবধূগণ সকলেই বিধবা হইয়াছে । আজি তুমি ভাগ্যবশতঃ উহাদিগের বৈধব্য দেখিতেছ না হায় ! ৭৭৯ যুগ্মকতুর হিরণ্ময় ছত্র রথোপরি পতিত রহিয়াছে । হে জনাৰ্দ্দন ! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার প্রিয় মহাবীগণ উহাকে পরিবেষ্টন পূর্বক বিলাপ ও পরিহাস করিতেছে । উহারা পতিশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া দীনভাবে তোমারই অভিমুখে ধাবমান হইতেছে । অর্জুন অনবহিত ভূরিশ্রবের বাহু ছেদন করিয়া নিতান্ত নিদ্রিত কার্য্যের অহুতান করিয়াছে । বিশেষতঃ

গোমদন্ততনয় প্রায়োপবেশন করিলে, সাত্যকি তাহার জীবন সংহার করিয়া ধনঞ্জয়ের অপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে, সন্দেহনাই। ঐ দেখ, ভুরিশ্রবার মহিবীগণ দুই জনে এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়াছে বক্রিরা বিলাপ করিতেছে। ভুরিশ্রবার প্রিয়তমা মহিবী উহার হস্ত উৎসঙ্গে সন্নিহিত করিয়া রোদন করত দীনবচনে কহিতেছে, হা! যাহা আমা-
দিগের রসনা আকর্ষণ, কঠিন কূচবর বিমর্দন, নীবি বিশ্রংসন এবং নাভি, উরু ও জঘনদেশ স্পর্শ করিত, যাহা অরাতাগণের নিধন সাধন, মিত্র-
গণকে অভয় দান ও ব্রাহ্মগণকে অসংখ্য গো দান করিত, এই সেই হস্ত নিপতিত রহিয়াছে! আর্ধ্যপুত্র! তুমি যৎকালে অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও অনবহিত ছিলে, অর্জুন সেই সময় কেশবের সাক্ষাতে তোমার এই বাহু ছেদন করিয়াছেন। বাসুদেব কি প্রকারে সভামধ্যে ধনঞ্জয়ের এই কার্যের প্রশংসা করিবেন এবং স্বয়ং ধনঞ্জয়ই বা কি প্রকারে আশ্ব-
প্লাবী করিতে সমর্থ হইবেন। হে মধুসূদন! ভুরিশ্রবার প্রধান মহিবী তোমাকে এই প্রকার ভৎসনা করিয়া মোনাবলম্বন করিয়াছে এবং উহার সপত্নীগণ আপনাদিগের পুত্রবধূর ন্যায় উহার জন্য সাতিশর শৌকাকুল হইয়াছে।

ঐ দেখ, মহাবীর পাক্ষরাধিপতি শকুনি ভাগিনেয় সহদেবের হস্তে নিহত হইয়াছে। পূর্বে পরিচারকগণ যাহাকে কনকদণ্ডপরিমণ্ডিত ব্যজন করিত, আজি বিহঙ্গমগণ সেই মহাবীরকে পক্ষপুটদ্বারা বীজন করিতেছে। যে ব্যক্তি মায়াবলে অসংখ্য রূপ ধারণ করিত, সহদেবের তেজঃস্বরূপ হতাশন তাহার সেই মায়া ভস্মীভূত করিয়াছে। যে শঠচরণ পূর্বক মায়াবল বিস্তার করিয়া সভামধ্যে রাজ্য বৃদ্ধিরূপে পরাজয় করত তাহার সমস্ত রাজ্য হরণ করিয়াছিল, মহাবীর সহদেব এক্ষণে তাহারই জীবন হরণ করিয়াছে! ঐ নির্দোষ আনার পুত্রগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত শঠতা শিক্ষা করিয়াছিল। ঐ ধূর্তই আমার তনয় ও স্বপক্ষীয় বীরগণের জীবন সংহারার্থ পাণ্ডবগণের সহিত বৈরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ দুর্ভাগি আমার পুত্রগণের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া দিব্য লোকে গমন করিয়াছে। হে জনার্দন! আমার পুত্রগণ নিতান্ত মরলস্বভাব এবং ঐ মূঢ় অতিশয় কুটিল; এক্ষণে বোধ হইতেছে, ঐ ধূর্ত লোকান্তরে গমন করিয়াও আমার পুত্রগণের মধ্যে পরস্পরবিবাদ উৎপাদন করিয়া দিবে।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় । ২৫ ।

১০৫ মধুসূদন ! এই দেখ, বৃষভকৃক হর্ষ কাশ্বোজাধিপতি বিনষ্ট হইয়া গুলিরাশিমধ্যে শয়ান রহিয়াছেন । পূর্বে উনি কাশ্বোজদেশীয় মহাহ' আন্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ান থাকিতেন । এই দেখ, উহার বনিতা প্রিয়তমের চন্দনচর্চিত ভুজবৃগল কধিরাক্ত অবলোকন করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে বিলাপবাক্যে কহিতেছে, হা নাথ ! তোমার এই মনোরম অঙ্গুলিসম্বিত ভুজবৃগল পরিষসদৃশ ছিল । আমি পূর্বে যে সময় তোমার এই বাহুবন্ধের মধ্যে অবস্থিতি করিতাম, সেই সময় রতি আমাকে এক সুহৃৎও পরিত্যাগ করিত না । এক্ষণে তোমার অভাবে আমার কি গতি হইবে ! কাশ্বোজরাজমহিষী এই বলিয়া অনাথার ন্যায় মধুরস্বরে রোদন করিতে করিতে কল্পিত হইতেছে । এই দেখ, কলিঙ্গাধিপতির উভয় পাশ্বে অবস্থিত কামিনীগণ দিব্য মাণ্যের ন্যায় আতপতাপিত হইয়াও ত্রীভট্ট হইতেছে না । এই দেখ, মগধদেশীয় অবলাগণ প্রদীপ্তা-জদধারী মগধাধিপতি জয়ৎসেনের চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্বক রোদন করিতেছে । এই বিশালনয়না সুবরসম্পন্না কামিনীগণের ঋতিস্বথকর মধুর নিনাদ শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত বিমোহিতপ্রায় হইতেছে । পূর্বে এই রমণীগণ মহামূল্য আন্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ান থাকিত, এক্ষণে উহারা শোকাকুলিতচিত্তে আভরূপ সন্মুদায় ইত্যন্ততঃ নিক্ষেপ পূর্বক রোদন করত বসুধাতলে নিপতিত হইতেছে । এই দেখ, কোশলাধিপতির পুত্র বৃহৎসলেন নারীগণ স্বামীকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতে করিতে ব্যাকুলিতচিত্তে উহার হৃদয়সন্নিবিষ্ট শরসমূহ উদ্ধৃত করিতে করিতে বারংবার মুচ্ছাপন্ন হইতেছে । আতপতাপও পরিশ্রমে উহাদিগের বদনমণ্ডল রান হইয়া গিয়াছে । এই দেখ, ধুষ্টদ্রুতের সুবর্ণমালাসমলকৃত অঙ্গদপরিশোভিত অন্নবয়স্ক পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছে । উহারা হতাশন সদৃশ প্রতাপশালী আচার্য্য দ্রোণের শরণপথে নিপতিত হইয়া শলভের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে । এই দেখ, কচি-রাজদধারী কেকয়দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা আচার্য্যের শরে বিনষ্ট ও রণশয্যায় শয়ান হইয়া প্রজ্বলিত হতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছেন । উহাদিগের তপ্তকাঞ্চনবিনির্মিত বর্ম, বিচিত্র ধ্বজ, রথ ও মাল্যের প্রভাবে রণস্থল বৃন্দীপ্যমান হইয়াছে । এই দেখ, পাঞ্চালাধিপতি ঈশ্বর বনমধ্যে সিংহনিপাতিভুমন্ত মাতঙ্গের ন্যায় দ্রোণের শরে বিনষ্ট হইয়া ভূতলে

শয়ান রহিয়াছেন। উহার সুনির্মল পাণ্ডবর্ণ আতপত্র শরৎকালীন শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ পাঞ্চালধিপতির পুত্রবধূ ও ভাৰ্য্যাগণ হুঃখিতান্তঃকরণে উহার মৃত কলেবর দক্ষ-করিয়া দক্ষিণ দিগ্দিগ্গম করিতেছে।

ঐ দেখ, চেদিরাজ মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য শত্রু বিনাশ করতঃ সন্ন্যাসোপাচার্যের শরে নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ান রহিয়াছেন। বিহ্বল-গণ উহার কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। উহার মহাবীৰ্য্য সন্মুখস্থলে আশ্রয় পূৰ্ব্বক উহারে আক্ষেপিত করিয়া অবিরত রোদন করিতে করিতে স্থানান্তরিত করিতেছে। ঐ দেখ, উহার মনোহর কুণ্ডলপরিমণ্ডিত মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র আচার্য্যের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সমরক্ষেত্রে নিপতিত রহিয়াছে। ঐ বীর অদ্যাপি আপনার ভাৰ্য্যাকে পরিত্যাগ করে নাই। আমার পৌত্র লক্ষ্মণ ও ধৃষ্টকেতুর পুত্রের ন্যায় বীর পিতার অনুগামী হইয়াছে। ঐ দেখ, সুবর্ণালদপরিমণ্ডিত হেমচন্দ্রধারী পিঙ্গল মালাবিভূষিত বুভলোচন অবস্তিদেশীয় বিন্দ ও অজুবিন্দ বসন্তকালীন মারুতবেগবিপাতিত কুসুমোপশোভিতশালবৃক্ষের ন্যায় ধরতিলে শয়ান রহিয়াছে। হে জীবীকেশ ! পাণ্ডবগণ যখন মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্যোধন, অৰ্জুনা, অয়জ্ঞা, সোমদত্ত, বিকর্ণ ও কৃতবর্মা হস্ত হইতে মুক্তিলভ করিয়াছে, তখন উহারা ও তুমি অবধ্য। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ শস্ত্রবলে দেবগণকেও সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি। আজি তাঁহারা বিনষ্ট হইয়া রণস্থলে নিপতিত রহিয়াছেন। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। হে মধুসূদন ! তুমি যখন শান্তিসংস্থাপনে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া বিরাতনগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে, তখন আমি নিশ্চয় করিয়াছিলাম যে, আমার পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়াছে। সেই সময় মহামতি ভীষ্ম ও বিদুর আমাকে কহিয়াছিলেন যে, আর তুমি আপনার তনয়গণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিও না। সেই মহাত্মাদিগের বাক্য কখনই অন্যথা হইবার নহে। ঐ দেখ, আমার তনয়গণ পাণ্ডবদিগের ক্রোধানলে স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছে।

হে মহারাজ ! গান্ধাররাজতনয়া এই কথা বলিয়া হুঃখশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া কানশূন্য হইয়া ধরতলে নিপতিত হইলেন এবং ক্রিয়ৎকণ্ঠ প্রবৃত্তি রোষভরে কেশবের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ ! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর পরস্পরের

ক্রোধানলে দগ্ধ হয়, তখন তুমি কি জন্য তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলে ? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে । তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসামান্য বলবিক্রমশালী হইয়াছ । ইচ্ছা পূর্বক কৌরবগণের সংহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ । অতএব ইচ্ছাই তোমাকে ইহার ফলভোগী হইতে হইবে । আমি পতিভ্রষ্টা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুলভ তপোবলে তোমাকে অভিষাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেক্ষণ কৌরব ও পাণ্ডব-কামের জাতিনিধনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, সেইক্ষণ তোমা কর্তৃক ভ্রষ্টার জাতিবর্গও বিনষ্ট হইবে । অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্গ সমাগত হইলে, তোমাকে অমাত্য, জাতি ও পুত্র বিহীন এবং বনচারী হইয়া জুতি গর্হিত উপায় দ্বারা বিনষ্ট হইতে হইবে । তোনার কুলকামিনী-গণকেও ভয়তবংশীয় রমনীগণের ন্যায় পুত্র ও বহুবান্ধব বিহীন হইয়া বিলাপ করিতে হইবে ।

মহাত্মা জয়ীকেশ গান্ধারীর মুখে এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক হাস্য করত তাঁহাকে কহিলেন, দেবি ! আমা ভিন্ন যদুবংশীয়দিগকে সংহার করে, এমন আর কেহই নাই । আমাকে যে, যদুবংশ ধ্বংস করিতে হইবে, আমি তাহা অনেক দিন স্থির করিয়া রাখিয়াছি । আমার যাহা অবশ্য কর্তব্য, আপনি এক্ষণে তাহাই কহিলেন । যাদবগণ সমুদ্র বা দেব-দানবগণের বধ্য নহেন ? সূতরাং তাঁহারা পরস্পর নিহত হইবেন । মহাত্মা কৃষ্ণ এই প্রকার কহিলে, পাণ্ডবেরা নিতান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া এককালে জীবিতাশা বিসর্জন করিলেন ।

জীবিতাশা পর্ব সমাপ্ত ।

শ্রীক পর্বাদ্যায়

—:—

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায় । ২৬ ।

অনন্তর জয়ীকেশ গান্ধারীরাজতনয়াকে ধরাতলে নিপতিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, রাজি ! সত্ত্বরে গাত্রোত্থান করন ; এক্ষণে শোক

করা নিতান্ত অকর্তব্য। আপনার অপরাধেই অসংখ্য বীর বিনষ্ট হইয়াছে। আপনার পুত্র হৃষ্যোধন অতি দুর্ভাগ্য, পরশ্রীকাতর, আত্মভিমানী, নিষ্ঠুর ও গুরুজনের নিতান্ত অবাদা ছিল। আপনি তাঁহার হৃদয় কার্যের প্রশংসা করিতেন, এক্ষণে কি জন্য আত্মদোষ ফালন করিবার নিমিত্ত আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছেন ? যাহা হউক, অতঃপর হুঃখ করা আর কদাচ কর্তব্য নহে। গতানুশোচনা দ্বারা হুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠে; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণী, পুত্র হইলে তপোমুষ্ঠান করিবে; বৈশ্যা, পুত্র হইলে গভ পালন করিবে; শূদ্রা, পুত্র হইলে দাসত্ব স্বীকার করিবে; তুরস্কী, শাবক হইলে ক্রতবেগগামী হইবে; গাভী, বৎস হইলে ভার বহন করিবে এবং তোমার সদৃশ ক্ষত্রিয়পত্নীরা, পুত্র হইলে সংগ্রামে মৃত্যুলাভ করিবে বলিয়াই গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন।

গান্ধারী মহামতি কেশবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া উহা নিতান্ত অপ্রিয় বোধ করত শোকাকুলিতচিত্তে তুষ্ণীভাব অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহারাজ দ্রুতরাষ্ট্র স্বীয় বুদ্ধি বিপাকজ শোক পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডবপ্রধান ! এই সংগ্রামে যে সমস্ত সৈন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতগুলিই বা বিনষ্ট হইয়াছে এবং কতগুলিই বা জীবিত আছে, তাহা যদি তুমি জ্ঞাত থাক, তাহা হইলে বর্ণন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৌরবপতে ! এই সংগ্রামে শতাবধিক বটবৃষ্টি কোটি বিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে এবং চতুর্বিংশতি সহস্র এক শত পঞ্চবৃষ্টি যোদ্ধা জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিয়াছে। তখন দ্রুতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুরুষপ্রবর ! তুমি সর্বজ্ঞ; অতএব নিহত বক্তীগণ কোন্ কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়াছে, তাহা বর্ণন কর। ধর্মরাজ কহিলেন, হে নরনাথ ! এই যুদ্ধে যাহারা হস্তচিহ্নে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রলোকে, যাহারা মৃত্যু অবধারণ করিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা গন্ধর্ব্বলোকে, যাহারা শরণার্থী হইয়া সংগ্রামে পলায়িত হইবার সময় অস্ত্রাঘাতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা শুহালােকে, যাহারা রণপরায়িত হইয়া নিতান্ত লজ্জাকর বোধ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রবিদ্ধ হইয়াও বিপক্ষের অভিযুগে গমন পূর্বক অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছে, তাহারা ব্রহ্মলোকে এবং যাহারা রণস্থলের বহির্ভাগে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা কথঞ্চিৎ উত্তর কুরুতে গমন করিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যুধিষ্ঠির তুমি কোন জ্ঞানবলে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় এই সকল বিষয় দর্শন করিতেছ ? যদি বলিবার কোন ব্যাঘাত না থাকে, তাহা হইলে বর্ণন কর ।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, মাহারাজ ! পূর্বের আমি আগাপনার আদেশানুসারে অরণ্যবাসী হইয়া তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অরণ্যমধ্যে পর্যটন করিতে করিতে দেবর্ষি লোমশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম । তাঁহার কৃপাবলেই আমি জ্ঞানযোগে দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছি ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! এই যুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অনাথ বা বন্ধুবান্ধববিশিষ্ট ও যাহাদিগের অগ্নিহোত্র সঞ্চিত নাই, তাহাদিগকে ত যথাবিধ দক্ষ করিতে হইবে ? এক্ষণে আমরাই বা কি রূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিব ? আর গৃহ প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ যাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য সম্পাদন করিলে, তাহারা ত সদগতি প্রাপ্তি হইতে পারিবে ?

হে জনমেজয় ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এই কথা শ্রবণ পূর্বক সুশর্ম্মা, ধৌম্য, সঞ্জয়, মহামতি বিহর, যুয়ৎশু এবং ইন্দ্রসেনপ্রমুখ ভৃত্য ও সারথীগণকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র বীরগণের প্রেতকার্য সম্পাদন কর ; ইহাদিগের কলেবর অনাথের ন্যায় ধ্বংস না হয় । সুশর্ম্ম-প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অবি-লম্বে অশুর, চন্দন, কালীয়ক, ঘৃত, তৈল, গন্ধ, ক্ষৌম বস্ত্র, মহামূল্য কাষ্ঠ, ভগ্ন রথ ও বহুবিধ প্রৈহরণ আহরণ পূর্বক পরম যত্ন সহকারে চিতা নির্মাণ করিয়া প্রাধান্যানুসারে যুতধারাসমাহত হতাশনে কুরুরাজ হর্ষোধন তাঁহার লাভগণ, শল্য, শল, ভুরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, হুঃশাসনপুত্র, লক্ষ্মণ, ধৃষ্টকেতু, বৃহস্ত, সোমদত্ত, সঞ্জয়গণ, ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কোশলরাজ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, শকুনি, অচল, বৃষক, ভগদত্ত, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, বেকরগণ, ত্রিগর্তগণ, রাজসরাজ ঘটোৎকচ, অলম্বুষ, রাজা জলসন্ধ ও অন্যান্য শত সহস্র ভূপালের মৃত কলেবর দক্ষ করিতে লাগিলেন । সেই সময় কোন কোন মহাত্মা পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সামবেদ গান করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ মৃত ব্যক্তিগণের জন্য শোক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল । সেই ঋষিমনীষোগে সাম ও ঋকবেদ ধ্বনিত্তে এবং কামিনীগণের আর্ত-নাদে সন্তত জীবগণ সচ্ছিতপ্রায় হইল । পাবক ধূমশূন্য ও প্রজ্বলিত

হইয়া উঠিলে, জ্ঞান হইল যেন, গগনমণ্ডলে গ্রহগণ মেঘে সমাবৃত হই-
রাছে। যে সমুদ্র ব্যক্তিগণ নানাদেশ হইতে সমাগত হইয়া অনাথের
ন্যায় জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিল, মহামতি বিহুর সুখিতির আদেশে
জুসারে তৈলসংস্কৃত রাশি রাশি কাঠে চিতা নির্মাণ করিয়া তাহাদিগকে
একত্র দাহ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে বীরগণের দাহ-
কার্য্য সমাধান হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির বৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া ভাগী-
রথীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায় । ২৭ ।

হে রাজন্! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ব্যক্তিসকল পুণ্য
তোরা প্রসন্নমলিলা ভগবতী ভাগীরথীতে আগমন পূর্বক ভূষণ ও উত্তরীয়
সমুদ্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৌরবকুলকামিনীগণ দুঃখিতাত্তঃ-
করণে গলদঙ্কলোচনে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ
পুত্র, কেহ কেহ পোত্র, কেহ কেহ স্বশুর, কেহ কেহ পতি এবং কেহ
কেহ বা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন। এই প্রকারে সেই বীরপত্নীগণ বীরগণের উদককার্য্য সম্পা-
দনে প্রবৃত্ত হইলে, ভাগীরথীর অবতরণপথ সাতিশয় সুশোভিত হইল।
ভাগীরথীর তীর এককালে বীরভার্যাগণে সমাকীর্ণ, নিরানন্দ ও উৎসব
শূন্য হইয়া উঠিল।

তখন আৰ্য্যা কুন্তী শোকসন্তপ্তচিত্তে গলদঙ্কলোচনে পাণ্ডবগণকে
কহিলেন, পুত্রগণ। যে বীরলক্ষণলাভিত মহাবীর ধনঞ্জয় কর্তৃক বিনষ্ট
হইয়াছে, যাহাকে তোমরা রাধাগর্ভসমুত সূতপুত্র বলিয়া নির্দেশ
করিতে, যে সৈন্যগণের মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় বিরাজিত হইত, যে তোমা-
দের ও তোমাদিগের অমুচরবর্গের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল,
যে দুর্গোপদানের সমুদ্র সৈন্যকে পরিচালিত করিত, এই অবনীমধ্যে
বাহার সদৃশ বলবিক্রমশালী আর কেহই নাই, যে প্রাণ প্রদান করিয়াও
বশোলাভ করিতে বাসনা করিত, সেই সত্যপরায়ণ সংগ্রামে অপরাধ
মহাবীর কণের উদককার্য্য সম্পাদন কর। সেই সহজ-কবচকুণ্ডলধারী
মহাবাহু আমাদিগের ভ্রাতা। সে দিবাকরের ঔরসে ও অমর
গর্ভে অমরপরিগ্রহ করিয়াছিল। পাণ্ডবগণ মনস্বিনী কুন্তীর এই বাক্য

শ্রবণ করিয়া কর্ণের নিমিত্ত সাতিশর শোক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভূজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ । যে সাগরসদৃশ বীরের শরজাল তরঙ্গস্বরূপ, ধ্বজ আবর্তস্বরূপ, বাহুযুগল প্রোহস্বরূপ এবং রথ হ্রদস্বরূপ ছিল ; অর্জুন ভিন্ন আর কোন বীরই রণস্থলে যাহার শরবেগ সহ্য করিয়া অবস্থান করিতে পারিত না, তিনি দেবতার ঔরসে আপনার গর্ভে কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? আমরা সকলেই যাহার ভূজবলে পরিতাপিত হইয়াছিলাম, আপনি তাঁহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় কি প্রকারে তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন ? আমরা যেরূপ ধনঞ্জয়ের বাহুবল অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি, সেইরূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণও যাহার বলবীৰ্য্য আশ্রয় করিয়াছিল, যাহা ব্যতিরেকে আর কেহই সমস্ত রাজগণের সৈন্যাদিগের তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই ধর্ম্মদ্রোহণ্য মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ কি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ? আপনি কি প্রকারে সেই অস্ত্রতপস্বী মহাবীরকে অগ্রে প্রসব করিয়াছিলেন ? আপনি এই বিষয় গোপনে রাখিয়াছিলেন বলিয়াই, আমরা এক্ষণে কর্ণসংহারজন্য বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিপন্ন হইয়া সাতিশর দুঃখভোগ করিতেছি । আমি অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাচপুত্র এবং পাকাল ও কৌরবগণের নিধনে যেরূপ পরিতাপিত হইয়াছি, আজি কর্ণের নিধনে তদপেক্ষা শতগুণ পরিতাপিত হইলাম ; এক্ষণে কর্ণবিরহ পাবকের ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিতেছে । হায় ! পূর্বে আপনি এই গূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে, আমাদের স্বর্গীয় বস্ত্র ও চন্দ্রভ হইত না এবং এই কৌরববংশধ্বংসকর ধোরতর হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না ।

হে রাজন্ ! রাজা যুধিষ্ঠির এই প্রকার বিবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া কর্ণের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন । সেই সময় যাবতীর কামিনীগণ উদকক্রিয়া সম্পাদনার্থ আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই আন্তরিক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । অনন্তর ধর্ম্মরাজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন তাঁহার পত্নীগণকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাহাদিগের সহিত সমবেত হইয়া কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক বাকুলিতচিত্তে ভাগীরথীর জল হইতে সমুৎখিত হইলেন ।

শ্রাব-পর্ব সমাপ্ত ।

দ্বীপক সম্পূর্ণ ।

